আল-কুরআন

বাংলা অনুবাদ

অনুবাদক

মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

আল-কুরআন

বাংলা অনুবাদ

অনুবাদক

মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

এম.এম, বি.কম (অনার্স), এম.কম

প্রকাশনায়

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন ০ মগবাজার ০ বাংলাবাজার

০১৮১৫৪২২৪১৯, ০১৯২২৭০৪২১০

০১৯৪৪৮৫১২০৪, ০১৭২৮১১২২০০

www.pathagar.com

আল-কুরআন (বাংলা অনুবাদ)

অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

বি.কম. (অনার্স), এম.কম., এম.এম.

ISBN : 978-984-8808-48-1

প্রকাশক

মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া

প্রোপ্রাইটর

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৯৬৭০৬৮৬, ০১৭১৫১০৬৫৫০

প্রকাশকাল

জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৪

চৈত্র ১৪১৯

মার্চ ২০১৩

প্রচ্ছদ

এম জি এ আলমগীর

কম্পোজ

আহসান কম্পিউটার

কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা।

বিনিময় : এক হাজার টাকা মাত্র

AL-QUR'AN : Translated into Bengali by Maolana Muhammad Musa Published by Ahsan Publication, Katabon Masjid Campus, Dhaka-1000, First Edition March 2013, Price Tk : 1000.00 only.

AP-95

www.pathagar.com

সত্য-সঠিক পথের দিশারী

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا.

"নিশ্চয়ই এই কুরআন সেই পথই দেখায় যা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ়। তা উত্তম কাজ সম্পাদনকারী ঈমানদারদের সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৯)

বিস্ময়কর এ কুরআন

اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا. يَّهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ط وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا.

"আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি। তা সত্য-সঠিক পথে পরিচালিত করে। আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আমরা আর কখনো আমাদের প্রভুর সাথে কাউকে শরীক করবো না।" (সূরা জিন : ১-২)

পথভ্রষ্ট না হওয়ার উপায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

وَاِنِّىْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَّا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهٗ اِنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِهٖ كِتَابَ اللّٰهِ.

"আমি অবশ্যই তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধরে থাকো তবে কখনো বিপথগামী হবে না। তা হলো আল্লাহ্‌র কিতাব" (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)।

www.pathagar.com

আল-কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَ اِنَّ رَحَى الْاِسْلاَمِ دَائِرَةٌ. فَدُوْرُوْا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ. اَلاَ وَاِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ لَيَفْتَرِقَانِ. فَلاَ تُفَارِقُ الْكِتَابَ. اَلاَ اَنَّهُ سَيَكُوْنُ اُمَرَاءُ يَقُوْضُوْنَ لَكُمْ. فَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ يُضِلُّوْكُمْ وَاِنْ عَصَيْتُمُوْهُمْ قَتَلُوْكُمْ. قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نَصْنَعُ. قَالَ كَمَا صَنَعَ اَصْحَابُ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ. نُشِرُوْا بِالْمَنْشَارِ وَحُمِلُوْا عَلَى الْخَشَبِ. مَوْتٌ فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ حَيَاةٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. (المعجم الصغير للطبرانى)

"মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "শোনো! ইসলামের চাকা (কুরআন) সদা চলমান। অতএব কুরআন যে বৃত্তে প্রদক্ষিণ করে তোমরাও সে বৃত্তে প্রদক্ষিণ করো। সাবধান! কুরআন ও শাসক অবশ্যই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু তোমরা কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। সাবধান! অচিরেই এমন সব শাসক ক্ষমতাসীন হবে যারা তোমাদের জন্য আদেশ জারী করবে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো তবে তারা তোমাদের পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে। আর যদি তোমরা তাদের অবাধ্যচারী হও তবে তারা তোমাদের হত্যা করবে।

মুআয (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরূপ পরিস্থিতিতে আমরা কী করবো? তিনি বলেন, ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীগণ যা করেছেন! তাদেরকে করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে এবং ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে। আল্লাহ্‌র আনুগত্যে মৃত্যুবরণ মহামহিম আল্লাহ্‌র অবাধ্যচারী হয়ে বেঁচে থাকার তুলনায় অধিক উত্তম, অধিক কল্যাণকর" (আল-মু'জামুস সাগীর)।

www.pathagar.com

প্রকাশকের আরজ

সব প্রশংসা জগতসমূহের প্রভু, পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি আমাদের চলার পথের সহায়ক পথ-নির্দেশিকা হিসেবে দান করেছেন মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম। ইসলামের পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নকারী রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন আমাদের মহান নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। আমরা দরূদ ও সালাম পেশ করছি আল্লাহ্র রাসূল, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবা এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সঠিক অনুসারীদের প্রতি।

কুরআন আল্লাহ্ তাআলার বাণী। বিশেষজ্ঞ আলেমের সহায়তা ছাড়া আল-কুরআনের তরজমা পড়ে এর মর্ম ও তাৎপর্য যথাযথ উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। তবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য যে বাণী পাঠিয়েছেন তরজমা পড়ে সে সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান আমরা লাভ করতে পারি। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমরা যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসি, আল্লাহ্র মনোনীত দীনের উপর সঠিকভাবে চলতে হলে আমাদের জন্য এটা অতীব জরুরী যে, অন্তত অনুবাদ গ্রন্থের সহায়তায় আমরা আল্লাহ্ তাআলার বাণী কুরআন মাজীদ বুঝতে ব্রতী হই। কারণ এ মহা কিতাব তিনি পাঠিয়েছেন মানুষের হিদায়াতের জন্য।

আমরা চাই কুরআন মাজীদ বুঝার জন্য আমাদের মধ্যে একটা নিবিড় পাঠ অভ্যাস গড়ে উঠুক। অনুবাদ গ্রন্থ অধ্যয়ন ও অনুশীলনের মাধ্যমে এক সময় আমাদের পাঠকের মনে আরবী ভাষা শিখে এর মূল মর্ম অনুধাবনের আগ্রহ সৃষ্টি হবে, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

এ পবিত্র কিতাব আমরা যতো বেশী পড়বো, বুঝবো ও চর্চা করবো দীন ইসলাম সম্পর্কে আমাদের ধারণা ততোই স্বচ্ছ হবে, হিদায়াতের আলোকবর্তিকার সন্ধান আমরা পাবো এবং আল্লাহ্র কাঙ্ক্ষিত পথে চলা আমাদের জন্য সহজ হবে ইনশাআল্লাহ্। এই অনুবাদ পাঠ করে বাংলাভাষী অমুসলিম পাঠকবৃন্দও ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভে সক্ষম হবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ভুল ক্ষমা করুন এবং এই প্রচেষ্টাকে মানবজাতি, বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহ্র হেদায়াতের জন্য কবুল করুন। আমীন।

বিনীত
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ক্রমিক	সূরার নাম	পৃষ্ঠা
০	বিস্ময়কর এ কুরআন	৯
০	আলামাতুল ওয়াক্‌ফ (যতিচিহ্ন)	২০
১.	আল-ফাতিহা	২১
২.	আল-বাকারা	২৩
৩.	আল ইমরান	৮৯
৪.	আন-নিসা	১২৭
৫.	আল-মাইদা	১৬৭
৬.	আল-আন'আম	১৯৭
৭.	আল আ'রাফ	২২৮
৮.	আল-আনফাল	২৬৫
৯.	আত-তাওবা	২৮০
১০.	ইউনুস	৩০৯
১১.	হূদ	৩২৮
১২	ইউসুফ	৩৪৯
১৩.	আর-রা'দ	৩৬৯
১৪.	ইব্‌রাহীম	৩৭৯
১৫.	আল-হিজ্‌র	৩৮৯
১৬.	আন-নাহ্‌ল	৩৯৯
১৭.	বনী ইস্‌রাঈল	৪১৯
১৮.	আল-কাহ্‌ফ	৪৩৬
১৯.	মারইয়াম	৪৫৫
২০.	তহা	৪৬৭
২১.	আল-আম্বিয়া	৪৮৩
২২.	আল-হজ্জ	৪৯৮
২৩.	আল-মু'মিনূন	৫১২
২৪.	আন-নূর	৫২৫
২৫.	আল-ফুরকান	৫৪০
২৬.	আশ-শু'আরা	৫৫০
২৭.	আন-নাম্‌ল	৫৬৯
২৮.	আল-কাছাছ	৫৮৩
২৯.	আল-'আনকাবূত	৫৯৮
৩০.	আর-রূম	৬১০
৩১.	লুকমান	৬২০
৩২.	আস-সাজ্‌দা	৬২৭
৩৩.	আল-আহ্‌যাব	৬৩২
৩৪.	সাবা	৬৪৮
৩৫.	আল-ফাতির	৬৫৮
৩৬.	ইয়াসীন	৬৬৬

www.pathagar.com

ক্রমিক	সূরার নাম	পৃষ্ঠা
৩৭.	আস-সাফ্ফাত	৬৭৭
৩৮.	সা'দ	৬৯১
৩৯.	আয-যুমার	৭০২
৪০.	আল-মু'মিন	৭১৬
৪১.	হা-মীম আস-সাজদা	৭৩১
৪২.	আশ-শূরা	৭৪২
৪৩.	আয-যুখরুফ	৭৫২
৪৪.	আদ-দুখান	৭৬৩
৪৫.	আল-জাসিয়া	৭৬৯
৪৬.	আল-আহ্কাফ	৭৭৫
৪৭.	মুহাম্মাদ	৭৮৩
৪৮.	আল-ফাত্হ	৭৯০
৪৯.	আল-হুজুরাত	৭৯৮
৫০.	কাফ	৮০২
৫১.	আয-যারিয়াত	৮০৭
৫২.	আত-তূর	৮১৩
৫৩.	আন-নাজ্ম	৮১৮
৫৪.	আল-কামার	৮২৪
৫৫.	আর-রহ্মান	৮২৯
৫৬.	আল-ওয়াকিয়াহ্	৮৩৪
৫৭.	আল-হাদীদ	৮৪২
৫৮.	আল-মুজাদালাহ্	৮৪৯
৫৯.	আল-হাশ্র	৮৫৫
৬০.	আল-মুমতাহিনাহ্	৮৬১
৬১.	আস-সাফ্	৮৬৫
৬২.	আল-জুমু'আহ	৮৬৮
৬৩.	আল-মুনাফিকূন	৮৭১
৬৪.	আত-তাগাবুন	৮৭৪
৬৫.	আত-তালাক	৮৭৭
৬৬.	আত-তাহ্রীম	৮৮১
৬৭.	আল-মুল্ক	৮৮৪
৬৮.	আল-কালাম	৮৮৮
৬৯.	আল-হাক্কাহ	৮৯৩
৭০.	আল-মা'আরিজ	৮৯৭
৭১.	নূহ্	৯০১
৭২.	আল-জ্বিন্	৯০৪
৭৩	আল-মুয্যাম্মিল	৯০৮
৭৪.	আল-মুদ্দাছ্ছির	৯১১
৭৫.	আল-কিয়ামাহ	৯১৫
৭৬.	আদ-দাহ্র	৯১৮

www.pathagar.com

ক্রমিক	সূরার নাম	পৃষ্ঠা
৭৭.	আল-মুরসালাত	৯২২
৭৮.	আন-নাবা'	৯২৬
৭৯.	আন-নাযি'আত	৯২৯
৮০.	'আবাসা	৯৩২
৮১.	আত-তাক্‌ভীর	৯৩৫
৮২.	আল-ইন্‌ফিতার	৯৩৭
৮৩.	আল-মুতাফ্‌ফিফীন	৯৩৯
৮৪.	আল-ইন্‌শিকাক	৯৪২
৮৫.	আল-বুরূজ	৯৪৪
৮৬.	আত-তারিক	৯৪৬
৮৭.	আল-আ'লা	৯৪৭
৮৮.	আল-গাশিয়া	৯৪৯
৮৯.	আল-ফাজর	৯৫১
৯০.	আল-বালাদ	৯৫৩
৯১.	আশ-শাম্‌স	৯৫৫
৯২.	আল-লাইল	৯৫৭
৯৩.	আদ-দুহা	৯৫৯
৯৪.	আলাম নাশরাহ	৯৬০
৯৫.	আত-তীন	৯৬১
৯৬.	আল-'আলাক	৯৬২
৯৭.	আল-কদ্‌র	৯৬৪
৯৮.	আল-বায়্যিনাহ	৯৬৫
৯৯.	আয-যিল্‌যাল	৯৬৭
১০০.	আল-'আদিয়াত	৯৬৮
১০১.	আল-কারিয়া	৯৬৯
১০২.	আত-তাকাছুর	৯৭০
১০৩.	আল-আসর	৯৭১
১০৪.	আল-হুমাযা	৯৭২
১০৫.	আল-ফীল	৯৭৩
১০৬.	আল-কুরাইশ	৯৭৪
১০৭.	আল-মা'উন	৯৭৫
১০৮.	আল-কাওসার	৯৭৬
১০৯.	আল-কাফিরূন	৯৭৭
১১০.	আন-নাস্‌র	৯৭৮
১১১.	আল-লাহাব	৯৭৯
১১২.	আল-ইখ্‌লাস	৯৮০
১১৩.	আল-ফালাক	৯৮১
১১৪.	আন-নাস	৯৮২
প্রভু হে ! শোনো মোর মোনাজাত		৯৮৩

www.pathagar.com

বিস্ময়কর এ কুরআন

সকল প্রশংসা নিরংকুশভাবে নিঃশর্তভাবে আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি মানুষকে এই পৃথিবীতে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদা ও সম্মান দান করেছেন এবং তাদের সত্য-সঠিক পথ বলে দেয়ার দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। হযরত আদম (আ) থেকে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়ে এবং তাদের সাথে কিতাব দান করে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন।

অযুত-লক্ষ দরূদ ও সালাম সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতিমুল আম্বিয়া, রহমাতুল্লিল আলামীন শাফীউল মুজনিবীন, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রাসূল মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি, তাঁর আহ্‌লে বায়েত-এর প্রতি এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরামের উপর।

আল্লাহ তায়ালা অনিঃশেষ রহমত ও করুণা বর্ষণ করুন সেই মহান তাফসীরকারদের প্রতি, যাঁরা যুগে যুগে তাঁদের মনীষা ও মননের মাধ্যমে কুরআন মজীদকে সহজবোধ্য করে মানুষের সামনে তুলে ধরার প্রাণান্তকর পরিশ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁদের সেই প্রচেষ্টা আজো অব্যাহত রয়েছে।

পবিত্র কুরআন এক বিস্ময়কর কিতাব এবং এর ধারক ও বাহক বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদও (স) এক বিস্ময়কর মহামানব। তাঁর জন্মের পর আরবরা যদি জানতে পারতো যে, তিনিই হবেন বিশ্বনবী, কিয়ামত পর্যন্ত জিন ও ইনসানের পথপ্রদর্শক মহান নেতা, তাহলে তারা লাত, মানাত, উজ্জা ও হুবল-এর পূজা ত্যাগ করে এই শিশুটিকেই পূজনীয় বানাতো। তিনি এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব যে, প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁকে নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, তাঁর চর্চা হচ্ছে। তিনি এমন এক কিতাবের বাহক যে, সেটি নিয়েও অহরাত অধ্যয়ন ও গবেষণা চলছে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল সমাজে।

এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকার মতে, মুদ্রণের সংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে বাইবেল সবার উপরে, কিন্তু পাঠকসংখ্যার বিবেচনায় আল-কুরআন সর্বোচ্চে।

এ কেমন প্রভাবশালী কিতাব! এই কিতাবের চর্চা চৌদ্দ শত বছর ধরে আরবী ভাষাকে মানুষের বোধগম্যের স্তরে ধরে রেখেছে। অথচ কতো ভাষা এই দীর্ঘ কালপরিক্রমায় হারিয়ে গেছে। অবোধগম্য ও অব্যবহার্য হয়ে পরিত্যক্ত হয়েছে। দেড় হাজার বছর আগের আরবী আজো সহজে বোধগম্য। অথচ এ ভাষা আরব উপদ্বীপ পেরিয়ে আফ্রিকা মহাদেশের বিরাট অঞ্চলব্যাপী আরব মাতার ভাষা।

কুরআনের ধারক ও বাহক মুহাম্মাদ (স)

যাঁকে এ কিতাব দেয়া হয়েছিল তিনিই বা শৈশব থেকে কৈশোর, যৌবনে, চল্লিশে পৌঁছার আগে কেমন মানুষ ছিলেন? কেমন ছিলো তাঁর সামাজিক অবস্থা এবং কি ছিলো তাদের ধর্মবিশ্বাস। ধর্মীয় বিশ্বাসে সেই যুগ (এবং আজো) যে মূর্খতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও পথভ্রষ্টতায় আচ্ছন্ন ছিলো আরব সমাজও তাতে নিমজ্জিত ছিলো। তারা নিজ হাতে গড়া পাথরের মূর্তি লাত, মানাত, উজ্জা ও হুবলের পূজা করতো। এগুলোর সামনে বিচিত্র উপাদেয় ভোগসামগ্রী নিবেদন করতো। কিন্তু এহেন ধর্মীয় পরিমণ্ডলে বসবাস করেও তিনি কখনো এসব দেব-দেবীর সামনে আনত হননি, প্রসাদ ভক্ষণ করেননি, এমনকি পূজা উপলক্ষে ভোজের আয়োজনেও অংশগ্রহণ করেননি। তাঁর দিল সদা-সর্বদা শেরেক ও সৃষ্টিপূজাকে ঘৃণা করতো।

শিশুকালেই, বরং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই তিনি পিতাকে হারান, একান্ত অল্প বয়সে মাকে হারান, দাদাকে হারান। একে একে তাঁর মাথার উপর থেকে স্নেহছায়া সরে যেতে থাকে। এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় এক

www.pathagar.com

আরব শিশুর যতটুকু স্নেহ-মমতা ও আদর-যত্ন পাবার কথা ছিলো তা থেকেও তিনি বঞ্চিত হন। একটু বোধ-বুদ্ধি হলেই মরুভূমির শিশুদের সাথে মেষপাল চরাতে নিয়োজিত হন। যৌবনে পদার্পণ করে কিছু কালের জন্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। এ সমাজে তিনি লেখা-পড়া থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থেকে যান। তিনি যে সমাজে বেড়ে ওঠেন, শুরু থেকেই অভ্যাসে ও চরিত্রে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেন, কখনো মিথ্যা বলেননি। গোটা জাতি তাঁর সত্যবাদিতার সাক্ষ্য দিয়ে তাঁকে ডাকে আল-আমীন লকবে। তাঁর জবান কঠোরতার পরিবর্তে মিষ্টি কথায় ভরপুর। নিকৃষ্ট চরিত্রের লোকজনের মধ্যে তিনি এতোই পবিত্র যে, কেউ কখনো তাঁকে খারাপ কাজ করতে দেখেনি। প্রতিটি বদস্বভাব ও নিকৃষ্ট আচরণ থেকে মুক্ত-পবিত্র এবং এতোটা নরমদিল যে, মানুষের কষ্ট দেখে তাঁর চোখে পানি এসে যেতো।

তৎকালের আরব জাহিলী পরিবেশে তিনি এতটা বিশিষ্ট দৃষ্টিগোচর হন যেনো ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে একটি আলোকবর্তিকা জ্বলজ্বল করছে অথবা পাথরের স্তূপের মধ্যে এক খণ্ড হিরক চকচক করছে। প্রায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত এরূপ পাক-পবিত্র, পরিচ্ছন্ন, সম্ভ্রান্ত, ভদ্র ও নীতি-নিয়মের জীবন যাপন করার পর তাঁর জীবনে এক মহাবিপ্লবের সূচনা হয়। তিনি কলুষ-কালিমালিপ্ত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোলাহলমুক্ত দূর পাহাড়ের উচ্চ শিখরে জনমানবশূন্য এক গুহায় আশ্রয় নেন। একাকীত্ব ও নীরবতার মধ্যে দিনের পর-দিন অতিবাহিত হতে থাকে রোযা ও ধ্যানমগ্ন অবস্থায়।

এই অবস্থায় সহসা এক মহাবিপ্লব সাধিত হয়। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর অন্তরে এমন এক আলোকোচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয় যা তিনি মুহূর্তকাল পূর্বেও কল্পনা করতে পারেননি। তাঁর ভেতরের দুনিয়া এক মহাশক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তিনি সশব্দে উচ্চারণ করেন :

"ইক্‌রা' বিসমি রব্বিকাল্লাযী খালাক। খালাকাল ইনসানা মিন আলাক। ইকরা' ওয়া রব্বুকাল আকরাম। আল্লাযী আল্লামা বিলকালাম। আল্লামাল-ইনসানা মা লাম ইয়া'লাম" (৯৬:১-৫)।

পাহাড়ের গুহা থেকে নেমে সরাসরি বাড়িতে ফিরে এলেন। প্রথমে তিনি কিছুটা হতচকিত হলেন, ঘাবড়ে গেলেন। বুদ্ধিমতি স্ত্রীর অভয়দানে ও তাঁর প্রশংসা বাণীতে, ওয়ারাকার বিশ্লেষণে তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন। (প্রথম ওহী নাযিল সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সহীহ আল-বুখারীর ৩ নং হাদীস পাঠ করা যেতে পারে)।

তিনি তাঁর সমাজের মানুষের মধ্যে ঘোষণা দিলেন, তোমরা তোমাদের একমাত্র স্রষ্টা, মালিক, মনিব আল্লাহ্‌র দাসত্ব করো এবং তাঁর অনুগত হও। নিজেদের হাতে গড়া যেসব ইট-পাথরের মূর্তির সামনে তোমরা অবনত হও সেগুলো একদম অসার, অবাস্তব, অবাস্তব। এই চাঁদ, সূর্য, তারকা, গাছপালা, পশু-পাখি সবই এক আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। তোমরা এগুলোর সামনে মাথা নত করো না। তোমরা মানুষ, সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। সৃষ্টির সবকিছুই তোমাদের সেবায় নিয়োজিত।

সকল মানুষ একসমান। কেউ অপমানের কালিমা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। কেউ কৌলিন্যের তকমা নিয়েও পৃথিবীতে আসেনি। ধার্মিকতা ও কৌলিন্য বংশ-গোত্রের মধ্যে নয়, বরং আল্লাহ্‌র ইবাদত, সৎকাজ, সদাচার, নীতি-নৈতিকতা, তাকওয়া ও পবিত্রতার মধ্যে নিহিত। যার মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য নেই সে মানুষ নামের অমানুষ।

তোমাদের মৃত্যু অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী, চিরসত্য। তোমাদের পূর্বপুরুষ কেউ বেঁচে নেই। তোমাদের সকলকে আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথক পৃথকভাবে নিজের কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। এই কার্য-কলাপের ভিত্তিতেই আখেরাতের জীবনে তোমাদের পরিণতি নির্ধারিত হবে। কেবল ঈমান ও সৎকাজের সম্পদই কাজে আসবে।

www.pathagar.com

এই ছিলো সেই পয়গাম যা নিয়ে তিনি আলোর পর্বতের গুহা থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁর মূর্খ-জাহিল জাতি তাঁর দুশমন হয়ে গেলো। তারা তাঁকে গালি দেয়। পাগল বলে, কবি ও যাদুকর আখ্যা দেয়, পথভ্রষ্ট হিসেবে চিহ্নিত করে। তাঁর প্রতি থুথু নিক্ষেপ করে, পাথর বর্ষণ করে, উটের পঁচা নাড়ীভুঁড়ি তাঁর গলায় পেঁচিয়ে দেয়। এক দিন, দুই দিন নয়, দীর্ঘ তেরোটি বছর ধরে অবর্ণনীয় নির্মম যুলুম-অত্যাচারের শিকার হন তিনি ও প্রাণ উৎসর্গকারী মুষ্টিমেয় তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীগণ। শেষ পর্যন্ত খালি হাতে অজান্তে অজ্ঞাতে গভীর অন্ধকারে তিনি দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন।

কেনো? কি কারণে? কি ছিলো তাঁর অপরাধ? অর্থ-সম্পদ নিয়ে তো কোনো বিরোধ ছিলো না। খুনের অপরাধের কোনো দাবিও ছিলো না। তাঁর অপরাধ অন্যকিছু। তিনি কেনো এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে বলেন, মূর্তিপূজা ত্যাগ করতে বলেন। কেনো ধার্মিকতা ও সদাচার শিক্ষা দেন, মদপান, যেনা-ব্যভিচার, পরস্ব অপহরণের বিরুদ্ধে কেনো রুখে দাঁড়ান। মানুষের মধ্যকার উঁচু-নীচের ব্যবধান কেনো ঘুচিয়ে দেন। গোত্রীয় ও বংশীয় আভিজাত্য ও সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতাকে কেনো জাহিলিয়াত (মূর্খতা-কুসংস্কার) আখ্যা দেন।

জাতি তাঁকে হুমকি দেয়, তুমি এই যেসব কথা বলছো তা সবই আবহমান কালের গোত্রীয় ঐতিহ্য ও জাতীয় নীতি-নিয়মের পরিপন্থী। তোমার প্রচারকার্য বন্ধ করো। অন্যথায় আমরা তোমার বেঁচে থাকা কঠিন করে দেবো। তারা নানাভাবে তাঁকে গুপ্তহত্যার চেষ্টা করলো। ঐক্যবদ্ধভাবে সশস্ত্র আক্রমণ করে শেষ করে দেয়ার পরিকল্পনাও করলো। কিন্তু তিনি সমস্ত বাধার পাহাড় অতিক্রম করে তাঁর অভিষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হতে থাকেন।

এই ছিলো তাঁর অবস্থার একটি বৈপ্লবিক দিক। অপর দিকটি এর চেয়েও অধিক হতবাককারী। চল্লিশ বছর ধরে তিনি ছিলেন সাধারণ আরবদের মতোই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একজন আরব। এই বয়সে কেউ তাঁকে অনলবর্ষী বক্তা, যাদুকরী প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিত্বরূপে লক্ষ করেনি। ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, আইন-কানুন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সমরবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর কোনো আলোচনা কেউ শোনেনি।

তাঁর মুখ থেকে আল্লাহ, ফেরেশতা, নবী-রাসূল, আসমানী কিতাব, পার্থিব জীবন, কিয়ামত, আখেরাত এবং জান্নাত-জাহান্নামের কোনো আলোচনা শোনা যায়নি। পবিত্র চরিত্র, ভদ্র ব্যবহার এবং সর্বোত্তম জীবন চরিতের অধিকারী তিনি অবশ্যই ছিলেন, কিন্তু চল্লিশ বছর যাবত তাঁর থেকে এমন কোনো অস্বাভাবিক বক্তব্য কখনো শোনা যায়নি যার ভিত্তিতে বলা যেতো যে, তিনি একটা কিছু হতে চান। এই সময় পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিগণ তাঁকে কেবল একজন নীরব, শান্তিপ্রিয় এবং নেহায়েত শরীফ মানুষ হিসেবে জানতো।

কিন্তু নূরের পর্বত থেকে নেমে এসে এখন তিনি একজন মহাজ্ঞানী, নৈতিক ও সামাজিক সংস্কারক, বিস্ময়কর রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, জবরদস্ত আইনবেত্তা, সর্বোচ্চ ন্যায়পরায়ণ বিচারপতি, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কারক ও অতুলনীয় সেনানায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। এই অক্ষরজ্ঞানহীন মরুচারী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন সব কথা বলে যাচ্ছেন যা তাঁর আগে না কোথাও কেউ বলেছে, আর না তাঁর পরে কেউ বলতে সক্ষম হয়েছে।

সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, সামাজিক আচরণ, আর্থিক লেনদেন, পারিবারিক নীতি-নিয়ম, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে তিনি এত উন্নত স্তরের আইন প্রণয়ন করলেন যে, স্বনামধন্য জ্ঞানী-গুণী বুদ্ধিজীবী জীবনভর অনুসন্ধান ও অনুশলীনের পর অতি কষ্টেই এর নিগূঢ় তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে।

www.pathagar.com

এই নীরব শান্তিপ্রিয় মানুষটি জীবনে কখনো যুদ্ধ করেননি। কিন্তু আলোর পাহাড় থেকে নেমে আসতে আসতে এমন এক বীর সেনানীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন যে, ভয়াবহ যুদ্ধসমূহেও তাঁর কদম নিজ স্থান থেকে ইঞ্চি পরিমাণও বিচ্যুত হয়নি। মাত্র নয়টি বছরের মধ্যে সমগ্র আরব ভূখণ্ড (বারো লক্ষ বর্গমাইল) তাঁর কর্তৃত্বাধীন হয়ে গেলো। এই মহাবীর-সেনানীর তত্ত্বাবধানে সহায়-সম্বলহীন আরব জাতি মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে তৎকালীন পৃথিবীর দু'টি পরাশক্তির (পারস্য ও বায়জান্টাইন) বিলুপ্তি ঘটালো।

সেই শান্তিপ্রিয় মানুষটির মধ্যে রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির প্রতি সামান্যতম আকর্ষণও মানুষ এই চল্লিশ বছরে লক্ষ করেনি। হেরার গুহা থেকে কদমে কদমে এগিয়ে এসে তিনি এক মহান রাষ্ট্রনায়করূপে আবির্ভূত হলেন। মাত্র তেইশটি বছরের মধ্যে পাহাড়-পর্বত ও মরুভূমিঘেরা বারো লক্ষ বর্গমাইলের মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, প্রায় সাড়ে তিন শত গোত্রে ও উপগোত্রে বিভক্ত, বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন, যুদ্ধবাজ, মূর্খ, বিদ্রোহী, বর্বর, আন্ত-গোত্রীয় কোন্দলে জর্জরিত, নিয়ম-নীতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন জাতিকে একটি ধর্ম, একটি সংস্কৃতি, একইরূপ আইনব্যবস্থা এবং একটি মাত্র রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অনুগত বানিয়ে দিলেন।

তিনি সাথে করে নূরের গুহা থেকে কী নিয়ে এলেন যার পরশে আরবজাতির স্বভাবে, আচরণে, চরিত্রে, নৈতিকতায় মহাবিপ্লব সাধিত হলো! তাদের দুশ্চরিত্র ও অনৈতিকতাকে যোগ্যতা, সৎকর্মপরায়ণতা, তাকওয়া ও প্রশংসনীয় আখলাকে পরিবর্তিত করলেন। তাদের বিদ্রোহ ও নৈরাজ্যকে আইনের প্রতি একান্ত অনুগত বানিয়ে দিলেন।

কি সেই কিতাব যার পাঠ দান করে তিনি একটি বন্ধ্যা জাতিকে, যাদের মধ্যে শত শত বছরেও ইতিহাস বিখ্যাত একটি মানুষেরও আবির্ভাব হয়নি, তাদেরকে এমন এক সুবিখ্যাত মানবগোষ্ঠীর জন্মদাতা বানিয়ে দিলেন যে, তাদের বংশে হাজার হাজার বীরপুরুষ আবির্ভূত হলেন। তারা দুনিয়াবাসীকে চরিত্র-নৈতিকতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির পাঠদানের জন্য সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লেন।

সেই শান্তিপ্রিয় মানুষটি যুলুম-অত্যাচার, শক্তিপ্রয়োগ ও প্রতারণা-প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়ে এসব কাজ করেননি। বরং অন্তর বিমুগ্ধকারী চরিত্র ও অন্তরাত্মাকে জয়কারী সভ্য আচরণ এবং মন-মস্তিষ্ককে পরাভূতকারী কুরআনিক শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে এসব কাজ করেছেন। কুরআনের হৃদয়গ্রাহী ও আবেদনময়ী বাণী পেশ করে শত্রুকে বন্ধু বানিয়েছেন, তাদের অন্তর বিগলিত করেছেন। ন্যায়-ইনসাফের রাজত্ব কায়েম করেছেন। নিজের প্রতি প্রস্তর বর্ষণকারী শত্রুকেও ক্ষমা করেছেন।

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল আমীন যে কিতাবখানি চৌদ্দ শত বছর আগের অন্ধকার যুগে উষর মরুভূমির অক্ষরজ্ঞানহীন এক পূর্ণ বয়সী যুবকের হাতে তুলে দিয়েছেন তিনি সেই কিতাবের পাঠদান করে আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেন। এটা কেবল মুসলমানদেরই কিতাব নয়। যারা এই কিতাবের সমালোচনা করে এটি তাদেরও কিতাব। তাদের জীবনযাত্রার মূলনীতি ও কর্মবিধানে এবং তাদের নতুন যুগের প্রাণস্পন্দনে তাদের অজান্তে এই কিতাব ক্রিয়াশীল।

এ কিতাব মহাবিপ্লব সৃষ্টি করেছে

এই কিতাবই পৃথিবীবাসীর ধ্যানধারণার গতিপথ কল্পনাবিলাস, অলিক বস্তুপূজা ও বৈরাগ্যবাদ থেকে পরিবর্তিত করে যুক্তি, বাস্তবতা ও সংযমী পার্থিব জীবনের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। পঞ্চদশ শতক থেকে পাশ্চাত্য গভীরভাবে এই কিতাব ও তার বাহক মুহাম্মাদ (স)-কে গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেছে, এর আলোকে নিজস্ব দৃষ্টিভংগি অনুসারে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং সেই মোতাবেক বিশ্ববিজয়ে অগ্রসর হয়েছে। আজ পাশ্চাত্য জগত মুসলমানদেরকে তাদের এক ও অদ্বিতীয় শত্রু চিহ্নিত করার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই কুরআন। কেননা তারা লক্ষ করছে, তাদেরই বস্তুবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত

www.pathagar.com

বিরাট সংখ্যক মুসলিম মর্দে মুজাহিদ কুরআনের পথ ধরেছে। সরবে আওয়াজ তুলেছে, "আমরা ততো দিন পর্যন্ত নীরব হবো না, ক্ষান্ত হবো না, যতো দিন পর্যন্ত এই কুরআনকে আমাদের সংবিধান হিসেবে বলবৎ দেখতে না পাবো"।

ইংরেজদের মিসর দখলের পর ১৮৮২ খৃ. বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মিস্টার গ্লাডস্টোন লর্ডস সভায় কুরআন মজীদের একটি কপি হাতে তুলে নিয়ে উঁচিয়ে ধরে সদস্যগণকে সম্বোধন করে বলেন, "এই কিতাব যতো দিন মিসরীয়দের হাতে থাকবে, আমরা ততো দিন তাদের এলাকায় নির্বিঘ্নে শাসনকার্য চালাতে পারবো না"।

খৃস্টান বিশ্ব একে একে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো দখল করে নেয়ার পর এখানে এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলে যার ফলে ধীরে ধীরে মুসলমানদের হাত থেকে কুরআন-হাদীস খসে পড়ে। ফলে আজ আমরা উচ্চ শিক্ষিত হয়েও যেনো অজানার অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত। এখন আমরাই কুরআনের জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়নের পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা, সোচ্চার প্রতিবাদী। বদ-নসীব আমাদের। পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা আমাদেরকে ধর্মচ্যুত করতে না পারলেও আমাদেরকে বিশ্বাসে, আমলে ও নৈতিকতায় শিথিল করে দিয়েছে, উদাসীন করে দিয়েছে আশঙ্কাজনকভাবে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এমন একটি কিতাবের সৌভাগ্যশালী ওয়ারিস বানিয়েছেন যা না বুঝে পড়লেও উপকার হয়, ঈমানকে জাগ্রত ও বলিয়ান করে, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক গভীর ও নিবিড় করে। তার প্রাঞ্জল পাঠ বোদ্ধা-অবোদ্ধা সকল শ্রোতাকে বিমুগ্ধ ও মোহিত করে। তাদের ধমনীতে ঈমানের জোশ প্রবাহিত করে। কিছুক্ষণ তার জ্ঞানভাণ্ডার থেকে আহরণ করার চেষ্টা-সাধনা সারা রাত ধরে ইবাদত-বন্দেগীর সমতুল্য। আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামগ্রিক বিষয়ের পথনির্দেশনা এই কুরআনেই বিদ্যমান। ভোগবাদী, পুঁজিবাদী, নাস্তিক্যবাদী, সমাজতন্ত্র, ধর্মবিমুখকারী সেক্যুলারিজম ইত্যাকার মতবাদের মধ্যে আমাদের মুক্তির পথ খোঁজা শুধু নিরর্থকই নয়, পাপাচার, পথভ্রষ্টতা, অন্যায় ও অন্যায্যও। মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ. كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

"কোনো ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো মতাদর্শ গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যে জাতি ঈমান আনার পর, রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের নিকট স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ (আল্লাহ্‌র কিতাব) আসার পর অবাধ্যাচারী হয় তাদেরকে আল্লাহ কিভাবে সৎপথ দেখাবেন? আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না" (সূরা আল ইমরান : ৮৫-৮৬)।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বিষয় রেখে গেলাম। এ দু'টি জিনিস যতোক্ষণ তোমরা আঁকড়ে ধরে থাকবে (অনুসরণ করবে) ততোক্ষণ তোমরা মোটেই পথভ্রষ্ট হবে না : আল্লাহ্‌র কিতাব (কুরআন) এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ" (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক)।

www.pathagar.com

নারীর অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন

আরব জাহানে, বরং বলতে গেলে সারা পৃথিবীতে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে নারী যেনো মানুষ হিসেবেই গণ্য ছিলো না। আরব সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে ওয়ারিসী সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হতো। এরূপ অবস্থায় আল-কুরআন নারীর জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করে। তাকে টেনে নিয়ে আসে পুরুষের সমান অধিকারের কাতারে। কুরআন ঘোষণা করে, "নারীদের জন্য রয়েছে পুরুষদের অনুরূপ অধিকার"। "নারী যা উপার্জন করে তা তার একান্তই নিজস্ব সম্পত্তি"। উপরন্তু তাকে মাতা-পিতা-স্বামী-সন্তান ও অন্যান্য নিকট আত্মীয়ের সম্পদে ওয়ারিস ঘোষণা করা হয়। বিবাহের ব্যাপারে তার নিজস্ব মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হয়। সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের পর্যাপ্ত সুযোগ দেয়া হয়। লেখা-পড়ার সমান সুযোগ দেয়া হয়। ফলে আমরা সেকালে দেখতে পাই বহু নারী মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ, সাহিত্য বিশারদ আরো কতো কি! এমনকি তারা যুদ্ধক্ষেত্রে পর্যন্ত বেসামরিক পেশায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। দেড় হাজার বছর আগেকার পৃথিবীতে এ ছিলো কল্পনাতীত ব্যাপার।

রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিবর্তন

আল-কুরআন মানুষের রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনেও আনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তৎকালে রাজনীতি মানেই ছিলো রাজার নীতি। রাজবংশের বাইরের কারো পক্ষে রাজনীতি করা ছিলো মৃত্যুদণ্ডতুল্য অপরাধ। আজকের রাজতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রতি তাকালে এর কিছুটা নমুনা পাওয়া যায়। সমগ্র দেশটির মালিক হলো রাজপরিবার। আর নাগরিকরা যেনো ভাসমান জীবজন্তু।

এই অবস্থায় আল-কুরআন সমাজব্যবস্থায় আনে আমূল পরিবর্তন। তা ধনী-নির্ধন, সাধারণ-বিশেষ সকলের জন্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড উন্মুক্ত করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর জীবদ্দশায় বারো লক্ষ বর্গমাইলের যে রাষ্ট্রটি কায়েম করেছিলেন তিনি তার মালিক ছিলেন না, মালিক ছিলো জনগণ। তিনিও ছিলেন জনগণের চেয়েও একজন অতি সাধারণ মালিক। খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও তাই ছিলো। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে হাজার হাজার নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদ গড়ে ওঠে। তারা অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর বিশাল এলাকা নিজেদের শাসনাধীনে আনতে সক্ষম হন।

অর্থনৈতিক সংস্কার

আল-কুরআন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দ্বারও ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। ধনীর সম্পদে গরীবের সুনির্দিষ্ট প্রাপ্য নির্ধারণ করে। ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। একক মূলধনী কারবার ছাড়াও পারস্পরিক সন্তোষ ও সম্মতির ভিত্তিতে যৌথ মূলধনী কারবারকে অনুমোদন করা হয়। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণ দিতে উৎসাহিত করা হয়। মেয়াদশেষে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে সময় বাড়িয়ে দিতে, এমনকি ঋণ পরিশোধে অপরাগ হয়ে পড়লে সম্ভব হলে ঋণের দাবি ত্যাগ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। অসদুপায়ে উপার্জন, অসৎ পথে ব্যয়, কৃপণতা, অপচয়, অপব্যয়, আত্মসাৎ, জবরদখল ইত্যাদি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে। আল-কুরআন এভাবে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও উন্নয়নমুখী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

রাষ্ট্রের আনুগত্য

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু-সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে পরিচালনার জন্য আল-কুরআন জনগণকে রাষ্ট্র পরিচালকদের অনুগত থাকার নির্দেশ দেয়। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধান যদি বোচা নাক ও ক্ষুদ্র চোখবিশিষ্ট ক্রীতদাসও হয় এবং সে যদি কুরআন-সুন্নাহর বিধান মোতাবেক তাদের নেতৃত্ব দান করে তবে তার

www.pathagar.com

আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে মৃত্যুদণ্ডতুল্য অপরাধ গণ্য করা হয়েছে।

পক্ষপাতহীন বিচার ব্যবস্থা

নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীন বিচার একটি সমাজকাঠামোকে সুদৃঢ় করতে ও শান্তি-শৃংখলাপূর্ণ রাখতে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করে। আল-কুরআন বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে, "তোমরা মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করলে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে"। "তোমরা আল্লাহ্‌র সাক্ষীস্বরূপ ন্যায়বিচারে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে– তা তোমাদের নিজেদের অথবা মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও"। "কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেনো তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে কখনো প্ররোচিত না করে"। "তুমি বিচার নিষ্পত্তি করলে ন্যায়বিচার করবে"।

যে কোনো দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় কাঠামো শক্তিশালী রাখার জন্য তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান কালে প্রতিটি দেশ তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর সর্বাধিক ও সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

আল-কুরআন মুসলিম উম্মাহর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে 'জিহাদ' পরিভাষায় ব্যক্ত করেছে এবং এর উপর সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও তার কর্মতৎপরতার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে আল-কুরআনে জিহাদের আলোচনা এসেছে বিস্তারিতভাবে এবং বিশেষ গুরুত্বসহকারে।

উম্মাহ্‌র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

মুসলিম উম্মাহ্‌কে তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার জন্য আল-কুরআন এভাবে নির্দেশ দিয়েছে, "তোমরা তাদের প্রতিহত করার জন্য যথাসাধ্য সামরিক শক্তি ও অশ্বারোহী বাহিনী প্রস্তুত রাখবে। এর দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং তোমাদের অজ্ঞাত কিন্তু আল্লাহ্‌র জ্ঞাত শত্রুদেরকে। আর তোমরা সামরিক শক্তি অর্জনের জন্য আল্লাহ্‌র পথে যা কিছুই ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি মোটেই অবিচার করা হবে না"।

কুরআন স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, "যারা আল্লাহ্‌র পথে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হয়ে নিহত হয়েছে তোমরা তাদের 'মৃত' বলো না। তারা জীবিত, তাদেরকে রিযিক সরবরাহ করা হচ্ছে"। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ঈমানদার ব্যক্তি রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরায় একটি রাত অতিবাহিত করলো, সে যেনো কদরের রাতে কা'বার চত্বরে দাঁড়িয়ে ইবাদত করলো"।

আধ্যাত্মিকতা ও আত্মশুদ্ধি

আল-কুরআন আধ্যাত্মিকতা তথা আত্মশুদ্ধির দৃষ্টিভংগিকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে। তৎকালে পার্থিব কাজে আত্মনিয়োগ এবং দেহ ও মনের জৈবিক দাবি পূরণকে আত্মার উন্নতি ও পরিশুদ্ধির সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক মনে করা হতো এবং এখনো প্রায় সব ধর্মে তাই মনে করা হয়। কিন্তু আল-কুরআন ঘোষণা করে, "নামায আদায় সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ো, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকির করো। আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে"। "অতএব তুমি (পার্থিব ব্যস্ততা থেকে) অবকাশ পেলেই ইবাদতে মগ্ন হও এবং তোমার প্রভুর দিকে আকৃষ্ট হও"।

আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন ইহ-পার্থিবতাকে বর্জন করে নয়, বরং তাকে সাথে নিয়েই। ইসলাম কর্মমুখর আধ্যাত্মিকতার পক্ষপাতী। "এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ বিস্মৃত হয়ো না"।

www.pathagar.com

আজ যারা আধ্যাত্মিক সংস্কারের দাবিদার, কর্মমুখর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাদের কোনো তৎপরতা নেই। প্রাকৃতিক বিপদ-দুর্বিপাকে আর্ত-মানবতার জন্য তাদেরকে কর্মচঞ্চল দেখা যায় না। গোটা সমাজব্যবস্থা উচ্ছন্নে যাচ্ছে, এ ব্যাপারে তারা মাঠ পর্যায়ে সোচ্চার নন। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

পূর্ণাঙ্গ সমাজকাঠামো

একটি পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য যেসব মৌলিক উপাদান অপরিহার্য, আল-কুরআন কোথাও বিস্তারিত, আবার কোথাও সংক্ষিপ্ত আকারে তার রূপরেখা পেশ করেছে। এ সমাজব্যবস্থার অনুসরণীয় আদর্শ (ঈমান, ইবাদত, আখলাক, মুআমালাত) কি হবে সে সম্পর্কে অধিক বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে। সাথে সাথে মানুষকে বলে দিয়েছে, এই পার্থিব জীবনের পর তার জন্য রয়েছে এক অফুরন্ত, অনিঃশেষ মৃত্যুহীন চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী জীবন (আখেরাত)। সেখানে তাকে এই পার্থিব কর্মক্ষেত্রের তার কার্যকলাপ অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে। অতএব সে যেনো আখেরাতের জবাবদিহিকে চিন্তায় রেখে তার কাজকর্ম সম্পাদন করে।

মুসলিম উম্মাহ্‌র দ্বিধাবিভক্তি ও বিপথগামিতার সূচনা

মুগলরাজবংশ শাসিত 'মুসলিম ভারত' ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক জবরদখলের পর সরকারী ব্যবস্থাপনায় যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় আমরা সেই শিক্ষাব্যবস্থার ফসল। ১৮৫৪ সালে লর্ড ম্যাকোলে সেই শিক্ষানীতি সম্পর্কে বলেন :

We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern, a class of persons Indian in blood and colour but English in taste, openion, morals and intellect.

"বর্তমানে আমাদের সকল শক্তি নিয়োগ করে এমন এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টি করতে হবে যারা আমাদের ও ভারতের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে, যাদের আমরা শাসন করছি, দোভাষীর কাজ করবে। তারা শুধু রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয়, কিন্তু রুচিতে, ভাবধারায়, নীতিবোধে ও চিন্তা-চেতনায় হবে ইংরেজ।"

একইভাবে স্যার ডানলপও একই দৃষ্টিভংগি সামনে রেখে মিসরে একই ধারার শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলেন। ইসলামী সভ্যতার বিলোপসাধন করে পাশ্চাত্যের ধর্মবিমুখ ভোগবাদী সভ্যতার বিকাশ ঘটানোই ছিলো এদের শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য।

কমন্‌স সভায় কুরআন হাতে স্যার গ্লাডস্টোন

ইংরেজদের মিসর দখলের পর বৃটিশ উপনিবেশ বিষয়ক সচিব (পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রী) স্যার গ্লাডস্টোন ১৮৯৫ সালে বৃটিশ কমন্‌স সভায় এক হাতে আল-কুরআনের একটি কপি উঁচিয়ে ধরে বলেন :

So long as the Muslims have the Quran, we shall be unable to dominate them. We must either take it from them, or make them lose their love of it.

"যতো দিন মুসলমানদের হাতে এই কুরআন থাকবে আমরা তাদেরকে শাসন করতে সক্ষম হবো না। আমাদেরকে হয় এটা তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে অথবা তারা যেনো এর প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে তার ব্যবস্থা করতে হবে।"

www.pathagar.com

বাস্তবিকই তারা তাদের সুদূর প্রসারী শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের হাত থেকে কুরআনকে ছিনিয়ে নিয়েছে, কুরআনের শিক্ষার প্রতি আমাদের অনিহা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

মুসলিম উম্মাহর কাণ্ডারী আলেম সমাজ উপরোক্ত শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধিতা করার সাথে সাথে ইসলামের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থাকে অনেক ত্যাগস্বীকার করে অব্যাহত রাখেন। মুসলিম জাহানে এই দুই ধারার শিক্ষাব্যবস্থা দুই বিপরীতধর্মী শিক্ষিত মানুষ সৃষ্টি করে।

ইসলামী ভাবধারায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ইসলামী আদর্শকে আঁকড়ে ধরে থাকে। সমসাময়িক বাতিল মতবাদ, যথা নাস্তিক্যবাদী সমাজতন্ত্র ও ধর্মবিমুখ সেক্যুলারিজম তাদেরকে আদর্শচ্যুত করতে পারেনি। এ দু'টি কুফরী মতবাদ তাদের কাছে কখনো গ্রহণযোগ্য হয়নি।

পক্ষান্তরে ইংরেজদের ভোগবাদী ও ধর্মবিমুখ শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে শিক্ষিত লোকজন ধর্মীয় শিক্ষা বঞ্চিত হয়ে সমকালীন কুফরী মতবাদ দ্বারা আশঙ্কাজনকভাবে ইসলামী আদর্শচ্যুত হতে থাকে। তাদের মতে ধর্ম নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে ধর্মের কোনো স্থান নেই। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ধর্ম বিবর্জিত এই শিক্ষাব্যবস্থা উম্মতের এক বিরাট অংশকে, বিশেষ করে উম্মতের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনাকারী অংশটিকে এতোই বিভ্রান্ত করে ফেলেছে যে, তাদের ধারণামতে, ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে বর্তমান কালের কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না।

দীন ইসলামকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে

আল-ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা.) বলেন :

"রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের ফজরের নামায পড়ালেন। অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে আমাদের উদ্দেশে জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। তাতে চোখগুলো অশ্রুসিক্ত হলো এবং অন্তরসমূহ বিগলিত হলো। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতো অবশ্যই যেনো বিদায়ী ব্যক্তির ভাষণ। অতএব আপনি আমাদের কি উপদেশ দেন ?

তিনি বলেন : "নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে স্বচ্ছ-সমুজ্জ্বল ধর্মের উপর ত্যাগ করে যাচ্ছি, যার দিন-রাত এক সমান (আলোকিত)। যার ভাগ্যে আছে ধ্বংস, কেবল সে-ই আমার পরে এই ধর্ম ত্যাগ করে বাঁকা পথে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অচিরেই প্রচুর মতভেদ লক্ষ্য করবে। অতএব তোমরা অবশ্যই আমার নীতি-আদর্শে এবং সৎপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের নীতি-আদর্শে অবিচল থাকবে। তা তোমরা দাঁতে কামড়ে ধরার মত আঁকড়ে থাকবে" (সুনান ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, বাব ৬, নং ৪২-৪৩; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৪খ, পৃ. ১২৬, নং ১৭২৭২ ও ১৭২৭৪)।

মহানবী (স) আমাদেরকে পার্থিব ও পরকালীন জীবন প্রসারী সার্বিক কল্যাণপ্রসূ জীবনব্যবস্থা ও সামাজিক কাঠামো দান করেছেন। তিনি বারো লক্ষ বর্গমাইলের একটি রাষ্ট্র কায়েম করে তার প্রশাসন, আইন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সব দিকের পুনর্গঠন করে গেছেন। তাঁর পরে সৎপথের পূর্ণ অনুসারী, জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত চার খলীফা কুরআন-সুন্নাহ্‌ তথা ইসলামের নীতি-আদর্শ ভিত্তিক তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনা করেন এবং এর আয়তন ও পরিধির আরো ব্যাপক বিস্তার ঘটান।

কুরআন-সুন্নাহ্‌ ভিত্তিক শিক্ষার আলোতে আলোকিত মানুষগুলোই শতাব্দীর পর শতাব্দী রাষ্ট্রপ্রধান,

www.pathagar.com

উম্মাহ্‌র আযম, জগৎবিখ্যাত দিগ্বীজয়ী সিপাহসালার হয়েছেন, মহান মুজাদ্দিদ, মুজতাহিদ, মহান দার্শনিক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, কবি-সাহিত্যিক আরো কতো কি হয়েছেন।

মুসলিম বিশ্ব পাশ্চাত্যের নিষ্ঠুর নির্দয় খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদীদের পদানত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সুদূর স্পেন থেকে ইন্দোনেশিয়া তথা সারা দুনিয়ার মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজের সার্বিক কাঠামো পরিচালিত হয়েছে ইসলামী অনুশাসনের মাধ্যমে। ভারতীয় উপমহাদেশ ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে সিরাজুদ্দৌলার পতনের পরও ১৮৬২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত শাসিত হয়েছে শরীয়া আইনের কাঠামোয়। যদিও বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এই ১০৭-৮ বছরের সময়ের মধ্যে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভংগি ও স্বার্থ অনুযায়ী ইসলামী আইন কাঠামোর মধ্যে বিকৃতি সাধন করেছে, কিন্তু তার মূল কাঠামোকে ধ্বসিয়ে দিতে পারেনি। বিশেষ করে ১৮৬২ সালের আগ পর্যন্ত তাদের বিচার বিভাগ পরিচালিত হয়েছে ইসলামী শরীয়া বিশেষজ্ঞ কাজীগণের মাধ্যমে। এই সময়ের মধ্যে তারা একদল ইংরেজী শিক্ষিত বিচারক তৈরি করে ১৮৬২ সালে কাজীদেরকে অপসারণ করে তদস্থলে এদেরকে বহাল করে।

মুসলিম শাসনের পতনের সাথে সাথে গোটা মুসলিম জাহানব্যাপী খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের দৃষ্টিভংগি অনুসারে বিশেষ করে প্রশাসন, প্রতিরক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলে। এর ফলে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা ইসলামী শিক্ষার ক্রমান্বয়ে অবনতি হতে থাকে। বিশেষ করে মুসলিম ধনিক ও সুবিধাবাদী শ্রেণীটি তাদের সন্তানদের ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে না দিয়ে খৃস্টানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠাতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী খৃস্টান শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থাই মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং এর পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা মারাত্মকভাবে অবহেলিত হয়ে পড়ে।

পাশ্চাত্যের খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী মুসলিম বিশ্ব ত্যাগ করার সময় আমাদের এই গোষ্ঠীর নিকটই ক্ষমতা হস্তান্তর করে যায়। এরাই বর্তমানে মুসলিম সাম্রাজ্যগুলোর শাসক এবং পাশ্চাত্যের ক্রীড়নক। খৃস্টান শক্তি মুসলিম বিশ্বে তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কুরআন-হাদীস ও আরবী ভাষা শিক্ষার সীমিত ব্যবস্থা রেখেছিল মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য এবং তাদের সন্তানদের ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার দিকে আকৃষ্ট করার জন্য। কিন্তু তাদের সৃষ্ট এই নব্য মুসলিম শাসক গোষ্ঠী কারিকুলাম থেকে ক্রমান্বয়ে সেটুকুও সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়েছে। ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তানের তথাকথিত লৌহমানব আইউব সরকারের দ্বারা ইসলামী শিক্ষাটুকুর কবর রচিত হয়। বর্তমানে এর শবদেহটি পুরোপুরিভাবে দাফন করা হয়েছে।

উম্মাহ্‌র কাণ্ডারী আলেমগণের ভূমিকা

পাশ্চাত্যের খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মুসলিম শাসক গোষ্ঠীকে পরাভূত করে মুসলিম বিশ্বে অনুপ্রবেশ করলে সর্বপ্রথম আলেম সমাজই তাদের প্রতিরোধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তৎকালে আলেম সমাজই ছিলেন মুসলিম বিশ্বের শিক্ষিত অভিভাবক, উম্মাহ্‌র পৃষ্ঠপোষক, পথপ্রদর্শক ও চালিকাশক্তি। বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ বিতাড়ন ও মুসলিম শাসন পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু সদ্য আবিষ্কৃত আগ্নেয়াস্ত্র (রাইফেল) সজ্জিত নব উত্থিত খৃস্টান শক্তির মোকাবেলায় তাদের টিকে থাকা সম্ভব হয়নি, যদিও তাদের নিষ্ঠা, ত্যাগস্বীকার ও আন্তরিকতার কোনো অভাব ছিলো না। তাদের কতক মৃত্যুদণ্ডে ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, দীপান্তরিত হন, মারাত্মক দৈহিক নির্যাতনের শিকার হন। দীর্ঘকালের প্রতিরোধ আন্দোলনে তাঁরা ক্লান্ত-শ্রান্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন।

www.pathagar.com

অবশেষে তাঁরা প্রতিরোধের পথ পরিহার করে মুসলিম জাহানব্যাপী ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার প্রতি মনোনিবেশ করেন। ভারতীয় উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী 'দারুল উলূম দেওবন্দ' তারই ফসল। এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ক্রমান্বয়ে সমগ্র উপমহাদেশব্যাপী অগণিত ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি 'দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা' নামেও লাখনৌ ভিত্তিক একটি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠে। যদিও এর শিক্ষা সংশ্লিষ্ট তৎপরতা ছিল সীমিত, কিন্তু ইসলামী বিষয়ে বই-পুস্তক রচনায় তা ছিল অগ্রগামী। পাশাপাশি বৃটিশ সরকার কর্তৃক পরবর্তীকালে প্রবর্তিত আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাও ইসলামী শিক্ষায় অবদান রাখে। ইসলামী ঐতিহ্য ধরে রাখতে এর প্রভাবও অপরিসীম।

আল-কুরআন মানবজাতিকে দান করেছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন কাঠামোর মৌলিক রূপরেখা। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর হাদীসের মাধ্যমে একে পত্র-পল্লবে সুশোভিত করেছেন। তিনি ও তাঁর চার খলীফা (রাষ্ট্রপ্রধান) সমাজব্যবস্থায় এর পূর্ণ বাস্তবায়ন করে এর নমুনা রেখে গেছেন। আজ কুরআন-হাদীস বিবর্জিত পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত এবং সমাজব্যবস্থায় ও রাষ্ট্রযন্ত্রে প্রভাব বিস্তারকারী মুসলিম উম্মাহর একটি অংশ বলছে, ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনবেন না। ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করবেন না।

তাদের আরেকটি অংশ যারা সমাজব্যবস্থায় আছে, কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, তারা বলছে, দীন ইসলামই হচ্ছে মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে কুরআন-সুন্নাহ্‌র আদলেই পুনর্গঠন করতে হবে। বিশ শতকের প্রথম পাদে জন্মগ্রহণকারী একদল প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ধীমান আলেমের নিরলস দাওয়াতী প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্যপন্থীদের মধ্য থেকে এই শেষোক্ত দলটি আলোর পথে বেরিয়ে আসে। বর্তমানে শুধু মুসলিম বিশ্বই নয়, সমগ্র দুনিয়াব্যাপী চলছে এই দুই গ্রুপের দ্বন্দ্ব এবং প্রথমোক্ত গ্রুপকে সহায়তা করছে পথভ্রষ্ট ও চরম ইসলাম বিদ্বেষী পাশ্চাত্য শক্তি। এই অবস্থায় আমাদের মোনাজাত : "আল্লাহ তাঁর দীনকে বিজয়ী করুন"। আমীন।

অনুবাদ সম্পর্কে

অনুবাদে যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করেছি। মেধা ও দক্ষতার সবটুকুই ঢেলে দিয়েছি। বিশেষ করে এ উপমহাদেশের মহান তাফসীরকারদের তরজমা সামনে রেখেই আমার তরজমা রচনা করেছি। কোথাও তরজমা বাদ পড়লে বা ভুল ধরা পড়লে সরাসরি আমাকে অথবা প্রকাশককে অবহিত করার সনির্বন্ধ আবেদন থাকলো পাঠকগণের কাছে।

আসুন আমরা এই কিতাবের চর্চা করি, এর নির্দেশনায় নিজেদের জীবন গড়ি, আলোকিত মানুষে পরিণত হই। সমাজ, সভ্যতা, দেশ ও জাতিকে আলোকিত করি।

তারিখ : ঢাকা
১০ জানুয়ারী, ২০১৩ ঈসায়ী

বিনীত
মুহাম্মদ মূসা
গ্রাম : শৌলা, পো: কালাইয়া
উপজেলা : বাউফল, জেলা : পটুয়াখালী

www.pathagar.com

আলামাতুল ওয়াক্‌ফ (যতিচিহ্ন)

পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের কোথাও স্বল্প কোথাও বেশী পরিমাণ থামতে হয়। এজন্য কুরআনে নির্দিষ্ট কতগুলো চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এই চিহ্নসমূহকে আলামাতুল ওয়াক্‌ফ বলা হয়। যেমন :

o এই চিহ্ন আয়াতশেষে ব্যবহৃত হয়। একে ওয়াক্‌ফ তাম বা পূর্ণচ্ছেদ বলে। এই স্থানে থামতে হবে।

م এই চিহ্নটিকে 'ওয়াক্‌ফ লাজিম' বলা হয়। এই স্থলে পাঠ্যকারী অবশ্যই থামবে। অন্যথায় আয়াতের বিপরীত অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ط 'ওয়াক্‌ফ মুতলাক' (কমা) । এ প্রকার চিহ্নের স্থলে ওয়াক্‌ফ বা বিরাম নেয়া উত্তম।

ج 'ওয়াক্‌ফ জায়েয' বা সংগত বিরাম-এর স্থলে এই চিহ্নটি হয়। এর তাৎপর্য, এ প্রকার চিহ্নের স্থলে বিরাম বা ওয়াক্‌ফ করা উচিত।

ز এই চিহ্নটি 'ওয়াক্‌ফ মুজাওয়ায' বা স্বেচ্ছা বিরাম-এর স্থলে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলে থামা বা না থামা উভয়ই জায়েয, তবে না থামা উত্তম।

ص ওয়াক্‌ফ মুরাখখাস। এ প্রকার চিহ্নের স্থলে ওয়াক্‌ফ না করে পরবর্তী শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়া উত্তম। অবশ্য তিলাওয়াতকারীর শ্বাসরোধ হয়ে আসলে ওয়াক্‌ফ করা যেতে পারে।

قف ওয়াক্‌ফ আমর' তথা 'নির্দেশসূচক বিরাম', এই স্থলে থামবে।

ق এই চিহ্নটি 'কীলা আলাইহিল ওয়াক্‌ফ। এর অর্থ, এইরূপ স্থলে ওয়াক্‌ফ করার ক্ষেত্রে ঐকমত্য নেই। তবে এক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ না করা শ্রেয়।

لا এটি না থামার নির্দেশসূচক চিহ্ন। এ প্রকার চিহ্নিত স্থলে থামবে না।

وصل এই চিহ্নটি 'ওয়াসিল আওলা' বা মিলানো উত্তম, না মিলালে ক্ষতি নেই।

سكتة 'সাকতা' নিঃশ্বাস স্বরভঙ্গ-এর ওয়াক্‌ফ চিহ্ন। এরূপ চিহ্নের স্থলে স্বরভঙ্গ করবে, নিঃশ্বাস ছাড়বে না। পূর্ণ কুরআনে এ চিহ্ন আটটি।

وقفه এই চিহ্নটিও সাকতা চিহ্নের অনুরূপ। এ স্থলেও শ্বাসভঙ্গ করতে হবে না।

আলামাতুল ওয়াক্‌ফ-এর ক্ষেত্রে বেরিশভাগই সৌদী আরব থেকে সরকারীভাবে প্রকাশিত আল-কুরআনুল কারীম-এর অনুসরণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

১. সূরা আল-ফাতিহা (৫)

١. سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

আয়াত : ৭, রুকূ' : ১, মক্কী

اٰيَاتُهَا : ٧، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে সূরা ফাতিহা নাযিল হয়। ইতিপূর্বে সূরা আলাক, মুয্যাম্মিল ও মুদ্দাসসির-এর প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছিল। অতএব রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত লাভের প্রাথমিক পর্যায়ে সূরাটি নাযিল হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজগতের রব।

١. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿١﴾

২. যিনি দয়াময় পরম দয়ালু।

٢. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿٢﴾

৩. যিনি বিচার দিনের মালিক।

٣. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ﴿٣﴾

৪. আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই।

٤. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ﴿٤﴾

৫. আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

٥. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿٥﴾

৬. তাদের পথ– যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন।

٦. صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ

৭. (তাদের পথে নয়) যারা অভিশপ্ত এবং যারা পথভ্রষ্ট। (আমীন)

٧. غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

টীকা : (১) ৬ষ্ঠ ও সপ্তম আয়াতের বিকল্প অর্থ : "তাদের পথ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন, যারা অভিশপ্তও নয় এবং পথভ্রষ্টও নয়"।

সূরা ফাতিহার ফযীলাত : কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা এই সূরার নাম রেখেছেন "আস-সাবউল মাছানী– বারবার পঠিত সপ্তক" (সূরা আল-হিজর : ৮৭)। রাসূলুল্লাহ (স) এর নাম রেখেছেন 'উম্মুল কুরআন' (কুরআন-জননী)। সূরাটি এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, সব নামাযের প্রতি রাকআতে সূরাটি পড়তে হয়। এ বিষয়ে উম্মতের ফকীহগণ একমত। তবে জামায়াতে ইমামের সাথে আদায়কৃত নামাযে মুক্তাদীগণের সূরা ফাতিহা পড়া সম্পর্কে মতভেদ আছে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়েনি তার নামায হয়নি" (বুখারী সালাত, বাব ৯৫, নং ৭৫৬; মুসলিম, সালাত, বাব ১১, নং ৩৯৪/৩৪; তিরমিযী, সালাত, বাব ৬৯, নং ২৪৭)। "কোনো ব্যক্তি নামায পড়লো কিন্তু তাতে 'উম্মুল কুরআন' (সূরা ফাতিহা) পড়েনি, তা ত্রুটিপূর্ণ (তিনি বাক্যটি তিনবার বলেছেন), অসম্পূর্ণ" (মুসলিম, সালাত, বাব ১১, নং ৩৯৫/৩৮; আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, মুসনাদ আহমাদ)।

www.pathagar.com

(২) হানাফী মাযহাবমতে নামাযের প্রতি রাক্আতের শুরুতে সূরাটি তিলাওয়াত করা ওয়াজিব। ইমামের সাথে নামায পড়লে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা পড়বে না। শাফিঈ মাযহাবমতে ইমামের সাথে নামায পড়লেও মুক্তাদীগণের সূরা ফাতিহা পড়া ফরয।

মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবমতে ইমামের কিরাআত পাঠ শোনা গেলে মুক্তাদীগণ ফাতিহা পড়বে না, অন্যথায় পড়বে। প্রত্যেক মাযহাবের মতের অনুকূলে কুরআন-হাদীসের প্রামাণ্য দলীল আছে। এসব দলীল পর্যালোচনা করে মাযহাবের ইমামগণ নিজ নিজ মত প্রদান করেছেন। চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত এ বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া যেমন নিষ্প্রয়োজন, তেমন নিষ্ফলও।

ইমামের পিছনে ফাতিহার পর মুক্তাদীগণ অন্য কোনো সূরা পড়বে না, এ বিষয়েও ফকীহগণ একমত। সাহাবায়ে কিরামের কতক ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়েছেন এবং কতক পড়েননি, এটাও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অতএব মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পড়া বা বর্জন করা উভয় আমলের অনুকূলে সহীহ হাদীস বিদ্যমান আছে।

হানাফী মাযহাবমতে, মুক্তাদীগণ ইমামের সাথে সূরা ফাতিহা পড়বে না। যে নামাযে সশব্দে কিরাআত পড়া হয় তাতে মুক্তাদীগণ যে ফাতিহা পড়বে না তা কুরআন থেকেই প্রমাণিত। "যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে তা শোনো এবং চুপ থাকো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হতে পারো" (সূরা আ'রাফ : ২০৪)। আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলেন, "আমি যখন কুরআন পড়ি আপনি তখন সেই পাঠের অনুসরণ করুন (শুনুন)" (সূরা কিয়ামাহ : ১৮)।

অতএব আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ মোতাবেক কুরআন পাঠকালে তা মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে, পড়তে হবে না। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে (দেখুন মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, সালাত, বাব ১০, নং ৪৪; তিরমিযী, সালাত, বাব ১১৬, নং ৩১২; নাসাঈ, ইফতিতাহ, বাব ২৮, নং ৯২০; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, বাব ১৩, নং ৮৪৮)।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "ইমাম যখন তাকবীর বলে, তোমরাও তাকবীর বলো এবং সে যখন কুরআন পড়ে তখন তোমরা চুপ থাকো" (ইবনে মাজা, সালাত, বাব ১৩, নং ৮৪৬)।

"ইমাম যখন কুরআন পড়ে তখন তোমরা চুপ থাকো" (ইবনে মাজা, নং ৯২২)।

একদল আলেম মুক্তাদীদের জন্যও সূরা ফাতিহা পড়া ফরয বলেছেন, অন্যথায় নামাযই হবে না। কোনো ব্যক্তি যদি ইমামকে রুকূ' অবস্থায় পায় তবে তার ঐ রাক্আতটি ধর্তব্য হবে, যদিও সে ফাতিহা পড়ার সুযোগ পায়নি। এ ব্যাপারেও ফাতিহা পড়া ফরয সাব্যস্তকারীগণ ও অন্যান্য ফকীহগণ একমত। এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, মুক্তাদীর জন্য ফাতিহা পড়া ফরয তো নয়ই, জরুরীও নয়। কারণ নামাযের কোনো ফরয বাদ পড়লে পুরো নামাযই বাতিল হয়ে যায়। ফাতিহা পড়া ফরয সাব্যস্তকারীদেরও এই মত।

যে ব্যক্তি নামাযের কোনো রাকআতে উম্মুল কুরআন পড়লো না, সে নামায পড়েনি, তবে ইমামের পিছনে হলে ভিন্ন কথা" (তিরমিযী, মালেক)।

যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-কে ইমামের সাথে কিরাআত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, কোনো নামাযেই ইমামের সঙ্গে (মুক্তাদীর) কিরাআত নেই" (মুসলিম, সুজুদুত তিলাওয়াত, বাব ২০, নং ১২৯৮/১০৬)।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কেউ ইমামের পিছনে কিরাআত (ফাতিহা) পড়বে কি? তিনি বলেন, তোমাদের কেউ ইমামের পিছনে নামায পড়লে ইমামের কিরাআতই তার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু সে একাকী নামায পড়লে কিরাআত (ফাতিহা) পড়বে। রাবী বলেন, ইবনে উমার (রা) ইমামের পিছনে কিরাআত পড়তেন না।

ইমাম মালেক (র) বলেন, যেসব নামাযে ইমাম সশব্দে কিরাআত পড়েন তাতে মুক্তাদীগণ কিরাআত পড়বে না, অন্যথায় কিরাআত পড়বে (পূর্বোক্ত বরাত)।

www.pathagar.com

২. সূরা আল-বাকারা (৮৭)

٢. سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ

আয়াত : ২৮৬, রুকূ' : ৪০, মাদানী

اٰيَاتُهَا : ٢٨٦، رُكُوْعُهَا : ٤٠، مَدَنِيَّةٌ

সূরাটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনায় হিজরতের পরপরই নাযিল হয়েছে। তবে এর কিছু অংশ মাদানী জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। এটি কুরআন মজীদের সর্ববৃহৎ সূরা, কুরআনের সর্ববৃহৎ আয়াতটি (২৮২) এবং কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াতটি (২৫৫) এই সূরার অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য বিষয়ের সাথে এ সূরায় বহু আইনগত বিধান দেয়া হয়েছে। খুব মনোযোগ ও গুরুত্ব সহকারে সূরাটি পড়ার প্রয়োজন রয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ লাম-মীম।

١. الٓمّٓ ۝١

২. এটা আল্লাহ্‌র কিতাব, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকীগণের জন্য (তা) পথনির্দেশ।

٢. ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٢

টীকা : মুত্তাকী– ধার্মিক, اِتَّقَاءٌ ক্রিয়ামূল থেকে। আত্মরক্ষা করা, সতর্ক থাকা, বর্জন করা। শব্দমূল وَقٰى রক্ষা করা, হেফাজত করা। وِقَايَة প্রতিরোধক, সংরক্ষণ, সতর্কতা। تَقْوٰى সতর্কতা। ক্ষতিকর বিষয় বা বস্তু বর্জন করা, বিপদের আশঙ্কায় আতংকিত থাকা, পাপাচার ও তার মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন থাকা, আল্লাহ্‌র দীনের বিধিবিধান যাতে লংঘিত না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক ও সন্ত্রস্ত থাকা। তাকওয়ায় ইতিবাচক দিকের চেয়ে নেতিবাচক দিকের অর্থাৎ বর্জনের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। যেমন সৎকাজ যাই করি না কেনো, পাপাচারে যেনো জড়িয়ে না পড়ি। তাকওয়া আসলে আন্তরিক সতর্কতা, নিষ্ঠা ও পরিশুদ্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট। অন্তর পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত হলে আচার-ব্যবহার ও আমল-আখলাক সবই পরিশুদ্ধ হয়। অর্থাৎ বাস্তব জীবনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ-উপদেশ শরীয়াতের নীতি-নির্দেশমতো মেনে চলার পেছনে যে আন্তরিকতা, বিনয়, নম্রতা ও নিষ্ঠা ক্রিয়াশীল থাকে তাই তাকওয়া এবং এই তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তিই হলো মুত্তাকী।

ঈমান : শব্দটি اَمْنٌ ধাতু থেকে গঠিত। ঈমান শব্দটি 'বিশ্বাস, বিশ্বস্ততা ও নিরাপত্তা' এই তিনটি উপাদান বা বিষয় নিয়ে গঠিত। অতএব ঈমান শব্দটির অর্থ ঈমান-ই করতে হবে, বিশ্বাস অর্থ করলে বাকি দু'টি উপাদান বাদ পড়ে যায়। যে ব্যক্তি ঈমান আনে তাকে 'মু'মিন' বলা হয়। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নবী-রাসূলগণ, বিশেষত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) মানবজাতির সামনে যা কিছু পেশ করেছেন, যে ব্যক্তি সেগুলো আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে এবং মৌখিকভাবে স্বীকারোক্তি করে তাকে মু'মিন বা ঈমানদার বলে। এক কথায় কুরআন মজীদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের উপর যার আন্তরিক বিশ্বাস আছে এবং সে মৌখিকভাবে তা স্বীকারও করে সে-ই মুমিন বা ঈমানদার।

৩. যাঁরা অদৃশ্যে (গায়েব) ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে এবং আমি যে রিযিক তাদের দান করেছি তা থেকে (আমার পথে) ব্যয় করে।

٣. الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣

www.pathagar.com

টীকা : গায়েব (অদৃশ্য) : এই জগত ও জীবনের খুব কম জিনিসই আমরা বাহ্যিকভাবে দেখতে পাই। আমাদের চোখের সামনে এমন অনেক ঘটনাই ঘটে যার পেছনে লুক্কায়িত (গায়েব) রহস্য আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির অধিগম্য নয়। হযরত ইউনুস (আ) চল্লিশ দিন যাবত মাছের পেটে অবস্থান করে হজম হয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, মারাও গেলেন না। লণ্ডন ব্রিজ থেকে টেম্‌স নদীতে পড়ে যাওয়া শিশুটি জমাট বরফের মধ্যে আট দিন অবস্থান করেও কিভাবে জীবিত থাকলো তার রহস্য আমাদের কাছে অনুদঘাটিত (গায়েব)।

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ হেদায়াতের যেসব কিতাব মানবজাতির সামনে পেশ করেছেন তার সবই এমন এক অদৃশ্য উৎস থেকে আগত যে সম্পর্কে তথ্য উদঘাটন করতে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ অক্ষম। গাইবী উৎস থেকে তাদের পেশকৃত বিষয়সমূহকে বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেয়ার নাম হচ্ছে ঈমান বিলগায়েব।

আসলে গাইবী (অদৃশ্য) যে একটা জগত আছে, জড়োর বাইরে যে অজড়োও আছে তা সহজে বুঝবার জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাদের মাঝে দৃষ্টান্তও রেখে দিয়েছেন। মানবদেহে রূহ বা আত্মার সন্ধান কি মানুষ দিতে পেরেছে বা সেটি বাহ্যিকভাবে দেখতে পেয়েছে ? যে বাতাস গ্রহণ না করে মানুষ মুহূর্ত কালও বেঁচে থাকতে পারে না, যে বাতাস ভয়ংকর রূপ ধারণ করে বাড়ি-ঘর, গাছপালা উল্টে দিচ্ছে, সমুদ্রের অথৈ পানি ভূভাগে তুলে দিচ্ছে সেই বাতাস কি তারা কখনো স্বচক্ষে দেখেছে? যে আগুন লেলিহান শিখা নিয়ে আবির্ভূত হয় তা মুহূর্তের মধ্যে বিলীন হয়ে যায় কোথায়, সেই টুকরাটিকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না কেনো? এসব বিষয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে।

٤۔ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ج وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

৪. আর যে কিতাব আপনার উপর নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যেসব কিতাব নাযিল করা হয়েছিলো তার সবগুলোর উপর যারা ঈমান রাখে এবং আখেরাতের উপরও নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে।

টীকা : আখেরাত : এই পার্থিব জীবনের পরে যে অনন্ত-অসীম জীবন রয়েছে, যেখানে মৃত্যু নেই, লয় নেই, ক্ষয় নেই, সেই অনন্ত জীবন ও জগতকে আখেরাত বলে।

٥۔ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ز وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

৫. এসব লোক তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সরল-সঠিক পথে আছে এবং এরাই সফলকাম।

٦۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝
٧۔ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ط وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ز وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

৬. যেসব লোক সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাদেরকে আপনি (প্রত্যাখ্যানের পরিণতি সম্পর্কে) সতর্ক করুন বা না করুন উভয়ই তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না।
৭. আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ও কর্ণকুহরে সীল মেরে দিয়েছেন, তাদের চোখের উপর আবরণ পড়ে আছে এবং তাদের জন্য রয়েছে বড়োই ভয়াবহ শাস্তি।

টীকা : যেসব লোক পাপাচারে ডুবে থাকে, সৎকাজের প্রতি যাদের কোনো আকর্ষণ থাকে না, যেসব উচ্চশিক্ষিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সাহিত্যিক, কবি, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় কলাম লেখক অগণিত বই-পুস্তক পড়লেও কখনো

www.pathagar.com

কুরআন-হাদীস পড়ে না, তাদের কাছে ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকার ইত্যাদির প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই, এর কোনো কিছুই ভালো লাগে না। তারা নিজেরা নিজেদের অন্তরকে এসব বিষয়ে তালাবদ্ধ করে দিয়েছে। তাদের এ অবস্থাকেই আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে তুলে ধরেছেন।

৮. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

৮. এমনও কিছু লোক আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান এনেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মু'মিন নয়।

টীকা : উপরোক্ত আয়াত থেকে ২০ নং আয়াত পর্যন্ত মোনাফেকদের অবস্থা বিবৃত হয়েছে।

৯. يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝

৯. তারা আল্লাহ ও ঈমানদার লোকদের প্রতারিত করতে চায়। আসলে তারা নিজেদেরকেই প্রতারিত করে, যদিও তারা তা উপলব্ধি করে না।

১০. فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝

১০. তাদের মনে রোগ আছে। অতএব আল্লাহ তাদের রোগ আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন এবং তারা যে মিথ্যাচারে লিপ্ত– তার কারণে তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে নির্মম শাস্তি।

১১. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ۝

১১. তাদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না তখন তারা বলে, আমরা তো সংশোধনকারী।

১২. اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ۝

১২. সাবধান! এরাই প্রকৃতপক্ষে অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু এদের কোনো চেতনা নেই।

১৩. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ۭ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝

১৩. তাদেরকে যখন বলা হয়, লোকেরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও তদ্রূপ ঈমান আনো তখন তারা বলে, নির্বোধেরা যেভাবে ঈমান এনেছে আমরাও কি তদ্রূপ ঈমান আনবো? সাবধান! এরাই আসলে নির্বোধ কিন্তু এরা উপলব্ধি করে না।

১৪. وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ۝

১৪. এরা যখন ঈমানদার লোকদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন এরা নিভৃতে নিজেদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি; আমরা (ওদের সাথে) নিছক তামাশাকারী?

www.pathagar.com

১৫. আল্লাহ তাদের সাথে তামাশা করছেন এবং তাদের অবাধ্যতায় তাদেরকে বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ দিচ্ছেন।

١٥۔ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ○

১৬. এরাই হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করেছে। সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত নয়।

١٦۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ○

১৭. এদের দৃষ্টান্ত হলো– যেমন এক ব্যক্তি (অন্ধকার রাতে) আগুন জ্বালালো, তা যখন তার চারদিক আলোকিত করলো তখন আল্লাহ তাদের আলো ছিনিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে গভীর অন্ধকারে নিক্ষেপ করলেন, ফলে তারা কিছুই দেখতে পায় না।

١٧۔ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ج فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لاَّ يُبْصِرُوْنَ○

১৮. তারা বধির, বোবা, অন্ধ, সুতরাং তারা আর (সৎপথে) ফিরে আসবে না।

١٨۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُوْنَ○

১৯. অথবা (তাদের দৃষ্টান্ত এই যে,) আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, (তার সাথে আছে) ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক। বজ্রপাতের আওয়াজে মৃত্যুভয়ে তারা নিজেদের কানে আঙ্গুল ঢুকায়। আর আল্লাহ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের সব দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

١٩۔ اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ج يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ط وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ○

২০. বিদ্যুতের চমক তাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করে প্রায়। যখনই বিদ্যুতের আলো তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় তখন তারা পথ চলতে থাকে, আবার যখন তাদের উপর অন্ধকার ছেয়ে যায় তখন তারা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর সর্বময় শক্তির অধিকারী।

٢٠۔ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ط كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ق وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

২১. হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের

٢١۔ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ

www.pathagar.com

خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বে যারা অতীত হয়েছে তাদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা (ভ্রান্ত নীতি ও এর বিপজ্জনক পরিণতি থেকে) নিষ্কৃতি পেতে পারো।

টীকা : এ আয়াতে সমগ্র মানবজাতিকে কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

٢٢۔ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ص وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ج فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

২২. তিনিই তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা বানিয়েছেন, আকাশকে ছাদস্বরূপ নির্মাণ করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে সব রকমের ফল-ফসল উৎপন্ন করে তোমাদের খাদ্যের সুব্যবস্থা করেছেন। অতএব তোমরা জ্ঞাতসারে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিও না।

٢٣۔ وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ص وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

২৩. আর আমি আমার বান্দার উপর যা (কিতাব) নাযিল করেছি তা আমার পক্ষ থেকে কিনা সে সম্পর্কে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোনো সূরা আনয়ন করো এবং (এ কাজে সাহায্যের জন্য) আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

٢٤۔ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ج اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۝

২৪. কিন্তু তোমরা যদি তা করতে সক্ষম না হও এবং কখনো সক্ষম হবে না– তাহলে সেই আগুনকে ভয় করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।

٢٥۔ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا لا قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ لا وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ط وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ق وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

২৫. আর যারা (এই কিতাবের উপর) ঈমান আনবে এবং (তার বিধান অনুযায়ী) সৎকাজ করবে আপনি তাদের সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে এমন বাগান যার তলদেশে নদীনালা প্রবাহিত। যখনই তার ফল এদের খেতে দেয়া হবে– তারা বলবে, এ ধরনের ফলই ইতোপূর্বে আমাদের খেতে দেয়া হতো। তাদের অনুরূপ ফলই দেয়া হবে এবং সেখানে তাদের জন্য রয়েছে পূত-পবিত্র স্ত্রীগণ এবং সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

www.pathagar.com

২৬. আল্লাহ মশা কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কোনো জিনিসের দৃষ্টান্ত দিতে লজ্জাবোধ করেন না। অতএব যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, এই সত্য তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে। কিন্তু যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে তারা বলে যে, আল্লাহ কী উদ্দেশ্যে এ ধরনের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন? একই ধরনের কথার সাহায্যে তিনি অনেককে বিভ্রান্ত করেন, আবার অনেককে সৎপথে পরিচালিত করেন। বস্তুত তিনি এর দ্বারা দুষ্কৃতিকারীদের ব্যতীত আর কাউকে বিপথগামী করেন না।

٢٦۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ط فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ج وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا لا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ط وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۝٢٦

টীকা : আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে মশা, মাছি, পিপীলিকা, মাকড়সা ইত্যাদির মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর উল্লেখ করলে এ নিয়ে কাফেররা হাসি-ঠাট্টা করতো। এ আয়াতে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ যে কোনো প্রাণীর উদাহরণ দিতে আল্লাহ্‌র কোনো লজ্জাবোধ নেই। সবই তাঁর সৃষ্টি।

২৭. যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অটুট রাখতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বেড়ায় তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

٢٧۔ الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ص وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

২৮. তোমরা কীভাবে আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করো? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং পুনরায় জীবিত করবেন। তারপর তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

٢٨۔ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ج ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

২৯. তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আকাশের দিকে লক্ষ্য করলেন এবং তাকে সাত আসমানে বিন্যস্ত করলেন। তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

٢٩۔ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ق ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝٢٩

৩০. যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি (খলীফা) মনোনীত করছি, তখন তারা বললো, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে (খলীফা)

٣٠۔ وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ

www.pathagar.com

فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

মনোনীত করবেন– যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে! আমরাই তো আপনার সপ্রশংস গুণগান করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আল্লাহ বলেন, আমি জানি যা তোমরা জানো না।

টীকা : এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, হযরত আদম (আ) হচ্ছেন মানবজাতির মূল। বোধবুদ্ধিসম্পন্ন সুসভ্য মানুষ আদম (আ) থেকেই মানবজাতির সূচনা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে, অন্য কোনো প্রাণী থেকে নয়। মালাইকাহ (ফেরেশতা) হলো আসমানী জগতে আল্লাহ্‌র বিশ্বজাহানের কর্মচারী, তারা নারীও নয়, পুরুষও নয়। আল্লাহ্‌র হুকুম কার্যকর করা এবং তাঁর ইবাদত করাই তাদের দায়িত্ব।

٣١. وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِئُوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৩১. এবং আল্লাহ আদমকে সকল কিছুর নাম শিক্ষা দিলেন, অতঃপর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে পেশ করে বলেন ঃ আমাকে এগুলোর নাম বলে দাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

٣٢. قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

৩২. তারা বললো, আপনি পবিত্র মহান, আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তার অধিক আমাদের তো কোনো জ্ঞানই নেই। নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٣٣. قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ج فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ○

৩৩. আল্লাহ বললেন, হে আদম! তাদেরকে এ সবের নাম বলে দাও। অতএব তিনি যখন তাদেরকে এ সবের নাম বলে দিলেন তখন আল্লাহ বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে নিশ্চয়ই আমি জানি এবং তোমরা যা ব্যক্ত করো অথবা গোপন রাখো তাও আমি জানি।

٣٤. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○

৩৪. (স্মরণ করো,) যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করলো। সে অমান্য করলো ও অহংকারে লিপ্ত হলো এবং ফলে সে কাফের হয়ে গেলো।

٣٥. وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا

৩৫. আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়ে জান্নাতে বসবাস করো এবং এখানে যা ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যে আহার করো, কিন্তু এই গাছটির

www.pathagar.com

نিকটেও যেও না, অন্যথায় তোমরা উভয়ে অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ○

৩৬. কিন্তু শয়তান তাদের উভয়কে (ঐ বৃক্ষের সাহায্যে) জান্নাত থেকে পদস্খলন ঘটালো এবং তারা যেখানে (সসম্মানে ও শান্তিতে) ছিলো সে তাদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করলো। আমি বললাম, তোমরা (এখান থেকে) পরস্পরের শত্রুরূপে নেমে যাও এবং পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা থাকলো।

٣٦۔ فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ص وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ○

৩৭. অতঃপর আদম তার প্রতিপালকের নিকট থেকে কিছু কথা শিখে নিলেন (এবং তওবা করলেন), অতএব তিনি তার তওবা কবুল করলেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٣٧- فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ط اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ○

টীকা : আল্লাহ তায়ালা আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-কে একটি দোয়া শিখিয়ে দিলেন, "হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি। তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো এবং আমাদের প্রতি দয়াপরবশ না হও তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো" (সূরা আ'রাফ : ২৩)। এই দোয়ার বরকতে তিনি তাদের ক্ষমা করলেন।

৩৮. আমি বললাম, তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও। অতঃপর আমার পক্ষ থেকে যে জীবন-বিধান তোমাদের নিকট পৌঁছবে, যারা আমার সেই বিধান অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

٣٨۔ قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ج فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ○

টীকা : এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা গেলো যে, মানবজাতির পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিজেই গ্রহণ করেছেন এবং যুগে যুগে নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠিয়ে সেই দায়িত্ব পালন করেছেন।

৩৯. আর যারা (তা) অস্বীকার করবে এবং আমার আয়াতসমূহ মিথ্যা মনে করবে তারা নিশ্চয়ই দোযখবাসী হবে, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।

٣٩۔ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ع

৪০. হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই অনুগ্রহ স্মরণ করো যা আমি তোমাদের দান করেছিলাম এবং আমার সাথে তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি ছিলো তা পূরণ করো, তাহলে তোমাদের সাথে আমার যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা আমি পূর্ণ করবো এবং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো।

٤٠۔ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ج وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ○

www.pathagar.com

টীকা : এখান (৪০ নং আয়াত) থেকে ইহুদীদের সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়ে ১৪১ নং আয়াতে শেষ হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র হযরত ইসহাক (আ), তাঁর পুত্র হযরত ইয়া'কূব (আ)। ইয়া'কূব (আ)-এর অপর নাম ইসরাঈল (ইসরা=বান্দাহ, ঈল=আল্লাহ)। কুরআন মজীদে তাঁর বংশধরগণকেই 'বনী ইসরাঈল' বলে অভিহিত করা হয়েছে। মূসা (আ), দাউদ ও সুলায়মান (আ), যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া (আ) এবং ঈসা (আ) ছিলেন এই বংশের নবী।

٤١. وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ ص وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ز وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ○

৪১. আর আমি যে কিতাব নাযিল করেছি তোমরা তার উপর ঈমান আনো, যা তোমাদের সাথে যে কিতাব রয়েছে তার সত্যতা সমর্থনকারী এবং তোমরাই এর সর্বপ্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না। আর তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে তোমরা আমার বাণীসমূহ বিক্রি করো (বিকৃত) না এবং আমাকেই ভয় করো।

٤٢. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৪২. তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং সজ্ঞানে সত্য গোপন করো না।

টীকা : সত্যদীন ইসলামের সাথে নাস্তিক্যবাদী সমাজতন্ত্র ও সেকুলারিজম এবং ভোগবাদী পুঁজিবাদকে একাকার করে বর্তমান মুসলিম সমাজকে আদর্শচ্যুত করা হচ্ছে।

٤٣. وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ○

৪৩. আর তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' করো।

٤٤. اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

৪৪. তোমরা লোকদের সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর নিজেদের ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করছো। তবে কি তোমরা বুঝো না?

٤٥. وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۙ

৪৫. তোমরা ধৈর্য ও নামায সহকারে (আল্লাহ্র) সাহায্য প্রার্থনা করো। কিন্তু নামায বড়োই কঠিন কাজ, তবে অনুগত বান্দাদের জন্য কঠিন নয়,

٤٦. الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۧ

৪৬. যারা মনে করে যে, তাদের প্রতিপালকের সাথে তাদের সাক্ষাৎ করতে হবে এবং তাঁর নিকটই তাদের ফিরে যেতে হবে।

٤٧. يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

৪৭. হে বনী ইসরাঈল! স্মরণ করো আমার সেই অনুগ্রহ যা আমি তোমাদের দান করেছিলাম এবং আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।

www.pathagar.com

৪৮. আর তোমরা সেই দিনকে ভয় করো যখন কেউ কারো সামান্য উপকারেও আসবে না, কারো সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না, কারো নিকট থেকে বিনিময় গ্রহণ করা হবে না এবং তারা কোনো প্রকারে সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

٤٨. وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

৪৯. স্মরণ করো, যখন আমি ফেরাউন পরিবারের নির্যাতন থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছিলাম। তারা তোমাদের পাশবিক নির্যাতন করতো, তোমাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করতো এবং তোমাদের কন্যা সন্তানদের জীবিত রাখতো। এর মধ্যে ছিলো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য কঠিন পরীক্ষা।

٤٩. وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ط وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ○

৫০. (স্মরণ করো) যখন আমি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে খণ্ডিত করেছিলাম, অতঃপর তোমাদের (ফেরাউনী নির্যাতন ও সমুদ্রে নিমজ্জন থেকে) উদ্ধার করেছিলাম এবং তোমাদের চোখের সামনেই ফেরাউনের লোকজনকে ডুবিয়ে দিলাম।

٥٠. وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

৫১. (স্মরণ করো) যখন আমি মূসাকে চল্লিশ দিন-রাতের প্রতিশ্রুতি দিলাম (শরীয়াতের বিধান প্রদানের), অতঃপর তার অনুপস্থিতিতে তোমরা গরুর বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে, এতে তোমরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছিলে।

٥١. وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

৫২. এরপরও আমি তোমাদের ক্ষমা করেছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

٥٢. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৫৩. যখন আমি মূসাকে কিতাব ও ফোরকান দান করেছিলাম, যাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হও।

٥٣. وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

৫৪. যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা গরুর বাছুরকে নিজেদের মা'বূদ বানিয়ে নিজেদের উপর চরম যুলুম করেছো। অতএব তোমরা তোমাদের স্রষ্টার

٥٤. وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط

www.pathagar.com

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ط فَتَابَ عَلَيْكُمْ ط اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ○

নিকট তওবা করো এবং তোমরা নিজেদের হত্যা করো। তোমাদের স্রষ্টার কাছে তোমাদের জন্য এটাই কল্যাণকর। তিনি তোমাদের তওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥٥۔ وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ○

৫৫. যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষভাবে (আপনার সাথে কথোপকথনরত) না দেখা পর্যন্ত কখনো আপনার উপর ঈমান আনবো না, তখন তোমাদের চোখের সামনেই সহসা তোমাদের উপর বজ্রপাত হলো (আর তোমরা নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে গেলে)।

٥٦۔ ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ○

৫৬. কিন্তু আমি তোমাদেরকে তোমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

٥٧۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ط كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ط وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ○

৫৭. আর আমি তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া বিস্তার করলাম এবং তোমাদের খাদ্য হিসেবে মান্না ও সালওয়া সরবরাহ করলাম। (তোমাদের বলেছিলাম) আমি যে পবিত্র রিযিক তোমাদের দান করেছি তা থেকে খাও। মূলত তারা আমাদের প্রতি জুলুম করেনি, বরং নিজেদের উপরই জুলুম করেছে।

٥٨۔ وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ط وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ○

৫৮. যখন আমি বলেছিলাম, তোমরা এই জনপদে প্রবেশ করো, সেখানকার উৎপন্ন দ্রব্য যেমন ইচ্ছা তৃপ্তি সহকারে খাও এবং জনপদের প্রবেশদ্বার দিয়ে সিজদাবনত অবস্থায় (নতশিরে) প্রবেশ করো, আর বলো : ক্ষমা চাই, আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবা এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি অত্যধিক অনুগ্রহ করবো।

٥٩۔ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ○

৫৯. কিন্তু যে কথা উচ্চারণ করতে তাদের বলা হয়েছিলো– জালেমরা তার পরিবর্তন করে অন্য কথা বললো। অতএব আমি জুলুমকারীদের উপর তাদের অনাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে আকাশ থেকে শাস্তি প্রেরণ করলাম।

٦٠۔ وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا

৬০. (স্মরণ করো) যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের

www.pathagar.com

اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ط فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ط قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ط كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ○

জন্য পানি প্রার্থনা করলেন, তখন আমি বললাম, আপনার লাঠির সাহায্যে পাথরের উপর আঘাত করুন। ফলে পাথর থেকে বারোটি ঝর্না প্রবাহিত হলো। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানি পানের স্থান জেনে নিলো। তোমরা আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে পানাহার করো এবং বিপর্যয়ের হোতারূপে পৃথিবীতে অনাচার ছড়িও না।

٦١. وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ط قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ط اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ط وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ق وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ○

৬১. যখন তোমরা বলেছিলে– হে মূসা! আমরা কখনো একই রকম খাদ্যের উপর ধৈর্য ধারণ করতে পারবো না, তাই আপনি আপনার প্রভুর নিকট আমাদের উদ্দেশে দোয়া করুন তিনি যেনো আমাদের জন্য শাকসব্জি, শসা, গম, মসুর ও পেঁয়াজ-রসুন উৎপন্ন করেন। মূসা বললেন, তোমরা কি উৎকৃষ্ট জিনিসের পরিবর্তে নিকৃষ্ট জিনিস নিতে চাও? তবে তোমরা কোনো শহরে চলে যাও, তোমরা তোমাদের প্রার্থিত জিনিস পাবে। আর তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দুর্ভিক্ষ চেপে বসলো এবং আল্লাহর গযব তাদের পরিবেষ্টন করে ফেললো। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে অন্যায় আচরণ করেছিলো এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিলো। অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন করার কারণেই তাদের এই পরিণতি হয়েছিলো।

٦٢. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ○

৬২. যেসব লোক (শেষ নবীর উপর) ঈমান আনে এবং যারা ইহুদী, খৃষ্টান বা সাবিঈ, তাদের মধ্যে যারাই আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

www.pathagar.com

টীকা : হযরত সালমান ফারসী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার যেসব সঙ্গী-সাথী আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী করতো এবং নামায পড়তো (এবং ইতিপূর্বেই মারা গিয়েছে) তাদের কী অবস্থা হবে? এই প্রসঙ্গে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত লাভের আগে যারা পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের সত্য দীনের অনুসারী ছিলো এবং আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করেনি তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমন ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল তাদের একজন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনের পর তাঁর দীন গ্রহণ করা ছাড়া আখেরাতে নাজাত পাওয়া সম্ভব নয় (আরো দ্র. ৫ : ৬৯ আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকা)।

٦٣. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ط خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

৬৩. (স্মরণ করো) যখন আমি তোমাদের নিকট থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলাম, আর তূর পর্বত তোমাদের মাথার উপর উত্তোলন করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আমি তোমাদের যে কিতাব দান করছি তা মজবুতভাবে ধারণ করো এবং তাতে যা কিছু আছে তা স্মরণ রাখো, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।

٦٤. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ج فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

৬৪. কিন্তু তারপরও তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে।

٦٥. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ○

৬৫. তোমাদের মধ্যে যারা 'শনিবার' সম্পর্কে সীমালঙ্ঘন করেছিলো তাদের অবস্থা তো তোমরা জানোই। আমি তাদের বললাম, তোরা নিকৃষ্ট বানরে পরিণত হয়ে যা।

টীকা : সাব্‌ত অর্থাৎ শনিবার (সাব্বাথ দিবস)। ইহুদীদের জন্য এই দিনটিতে পার্থিব কাজকর্ম বাদ দিয়ে সারা দিন ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকা তাওরাতের বিধান মোতাবেক বাধ্যতামূলক ছিলো। কিন্তু যারা এ দিনের বিধান লংঘন করেছিল তাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব পতিত হয়।

٦٦. فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

৬৬. আমি এটাকে তাদের সমসাময়িকদের জন্য ও পরবর্তীদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টান্তে এবং মুত্তাকীগণের জন্য উপদেশ গ্রহণের ঘটনায় পরিণত করেছি।

٦٧. وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖٓ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ط قَالُوْٓا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ط قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

৬৭. মূসা যখন নিজ জাতিকে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন– তোমরা যেনো একটি গরু যবেহ করো, তখন তারা বললো, তুমি কি আমাদের উপহাসের পাত্র বানাচ্ছো? তিনি বললেন, নিরেট মূর্খদের মতো কথা বলা থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।

www.pathagar.com

٦٨. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ط قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَّلاَ بِكْرٌ ط عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ ط فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ○

৬৮. তারা বললো, আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেনো এর বিস্তারিত বিবরণ আমাদের জানিয়ে দেন। মূসা বললেন, তিনি বলেন যে, তা এমন গরু যা বৃদ্ধও নয় এবং অল্প বয়স্কও নয়, বরং মধ্যবয়সী। কাজেই তোমাদের যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা করো।

٦٩. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ط قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ ○

৬৯. তারা বললো, আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট দোয়া করুন। তিনি যেনো আরো আমাদের এর রং সম্পর্কে বিস্তারিত বলে দেন। মূসা বললেন, তিনি বলেন, এটা হলুদ বর্ণের গরু এবং রং গাঢ় উজ্জ্বল যা দর্শকদের আনন্দ দেয়।

٧٠. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ لا اِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ط وَاِنَّآ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ○

৭০. তারা পুনরায় বললো, আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট দোয়া করুন, তিনি যেনো এর বিস্তারিত বিবরণ আমাদের জানিয়ে দেন। আমরা গরুটি সম্পর্কে সন্দেহে পড়ে গেছি, আর আল্লাহর ইচ্ছা হলে আমরা যথার্থ পথনির্দেশ পেয়ে যাবো।

٧١. قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلاَ تَسْقِى الْحَرْثَ ج مُسَلَّمَةٌ لاَّ شِيَةَ فِيْهَا ط قَالُوا الْئٰنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ط فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ○

৭১. মূসা বললেন, তিনি বলেন, তা এমন গরু যা জমি চাষাবাদে বা ক্ষেতের ফসলে পানিসেচের কাজে ব্যবহৃত হয়নি এবং সুস্থ-সবল ও নিখুঁত। তারা বললো, হাঁ, এবার আপনি যথার্থ তথ্য নিয়ে এসেছেন। অতএব তারা গরুটি যবেহ করলো, যদিও তা করতে তারা উদ্যোগী ছিলো না।

٧٢. وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ط وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ○

৭২. স্মরণ করো, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং এ ব্যাপারে একে অন্যকে দোষারোপ করছিলে। কিন্তু তোমরা যা গোপন করছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিলেন।

٧٣. فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ط كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى لا وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

৭৩. আমি বললাম, এর (গরুর) কোনো অংশ দ্বারা তাকে (নিহতকে) আঘাত করো। এভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে থাকেন, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।

www.pathagar.com

টীকা : হযরত মূসা (আ)-এর যুগে বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি গুপ্তহত্যার শিকার হয়। যেহেতু হত্যাকারীকে শনাক্ত করা যাচ্ছিল না তাই তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকে। মূসা (আ)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা বলে দিলেন যে, একটি গরু যবেহ করে তার গোশত নিহত ব্যক্তির দেহে লাগালে সে-ই তার হত্যাকারীর নাম বলে দিবে। সেমতে কাজ করলে নিহত ব্যক্তি তার হন্তার নাম বলে দেয় (সে ছিলো নিহত ব্যক্তির ভ্রাতুষ্পুত্র)। ৬৮-৭৩ আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

٧٤- ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ط وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ط وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ط وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

৭৪. এতো সব কিছুর পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেলো, তা পাথরের মতো বা তার চেয়েও অধিক কঠিন। কিছু এমন পাথরও আছে যা থেকে নদীনালা বা ঝর্নাধারা প্রবাহিত হয়, কিছু এমন পাথরও আছে যা ফেটে গেলে তার মধ্য থেকে পানি নির্গত হয় এবং কোনো কোনো পাথর আল্লাহর ভয়ে ধ্বসে পড়ে যায়। আর তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে আল্লাহ উদাসীন নন।

٧٥- اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

৭৫. তোমরা কি এই আশা করো যে, তারা (ইহুদীরা) তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? অথচ তাদের মধ্যে একদল আল্লাহর বাণী শুনেছিলো এবং জেনেশুনে তার বিকৃতি সাধন করেছিলো।

٧٦- وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ج وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

৭৬. (লক্ষ করো) যখন তারা ঈমানদার লোকদের সাথে মিলিত হতো তখন তারা বলতো, "আমরা ঈমান এনেছি'। কিন্তু যখন তারা নিভৃতে নিজেদের মধ্যে মিলিত হতো তখন বলতো, আল্লাহ তোমাদের নিকট (তাওরাতে) যে কথা প্রকাশ করেছেন তা কি তোমরা তাদের বলে দাও? তাহলে এগুলো তারা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি-প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে; তোমরা কি তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারো না?

٧٧- اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ○

৭৭. তারা কি জানে না যে, তারা যা কিছু লুকায় অথবা প্রকাশ করে– আল্লাহ নিশ্চয়ই তা জানেন?

٧٨- وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ○

৭৮. তাদের মধ্যে কতক নিরক্ষর লোক আছে, যাদের ভিত্তিহীন আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত কিতাব সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই, তারা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে।

www.pathagar.com

৭৯. অতএব ধ্বংস তাদের জন্য যারা নিজ হাতে (মনগড়া) কিতাব রচনা করে, অতঃপর তুচ্ছ মূল্য পাওয়ার আশায় (জনগণকে) বলে, এটা আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে। তাদের হাত যা লিখে তার জন্য তাদের ধ্বংস অনিবার্য এবং এভাবে লিখে তারা যা উপার্জন করে তার জন্যও তাদের ধ্বংস অবধারিত।

٧٩. فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ط فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ○

৮০. তারা বলে, মাত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন ব্যতীত আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না। আপনি জিজ্ঞেস করুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে এমন কোনো চুক্তি করে রেখেছো যে, আল্লাহ তাঁর সেই চুক্তির খেলাফ করবেন না অথবা আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছো যা তোমরা জানো না?

٨٠. وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلاَّ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ط قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ ○

টীকা : ইহুদীদের ধর্মীয় বিশ্বাস হলো, তারা যতোই অপকর্ম করুক না কেনো দোযখে যাবে না। যদিও যায় তবে যে কয়দিন তারা গরুর বাছুরের পূজা করেছিলো সেই কয়দিন মাত্র। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) দোযখের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং তাদের মধ্যকার দোযখীদের হাত ধরে টেনে এনে জান্নাতে দাখিল করবেন। ৮০-৮২ আয়াতে তাদের এই অলীক দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

৮১. হাঁ, যে ব্যক্তি পাপ কাজ করে এবং তার পাপ তাকে পরিবেষ্টন করে নিয়েছে– এরূপ লোকেরাই দোযখী, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।

٨١. بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

৮২. আর যারা ঈমানদার এবং সৎকাজ করে তারা জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

٨٢. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

৮৩. আমি যখন ইসরাঈল সন্তানদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও দরিদ্রদের সাথে সদয় ব্যবহার করো এবং মানুষের সাথে ভদ্র ব্যবহার করো, নামায কায়েম করো, যাকাত দাও, তখন অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

٨٣. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ لاَ تَعْبُدُوْنَ اِلاَّ اللّٰهَ قف وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلاَّ قَلِيْلاً مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

www.pathagar.com

টীকা : বর্তমান কালের মুসলমানদের অবস্থাও অনেকটা ইহুদীদের অনুরূপ। আয়াতে যেসব নির্দেশ রয়েছে তা তাদের মধ্যকার খুব কম লোকই পালন করে।

٨٤. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلاَ تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ○

৮৪. (এবং স্মরণ করো) আমি যখন তোমাদের নিকট থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা নিজেদের লোকদের রক্তপাত (হত্যা) করবে না এবং তাদেরকে নিজ বসতি থেকে উচ্ছেদ করবে না, অতঃপর তোমরা তা স্বীকার করে নিলে এবং স্বয়ং তোমরাই তার সাক্ষী।

٨٥. ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ز تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ط اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

৮৫. অতঃপর তোমরাই সেসব লোক যে, তোমরা নিজেদের লোকদের হত্যা করছো এবং তোমাদের এক দলকে তাদের বসতি থেকে উচ্ছেদ করছো, অন্যায় ও বিদ্রোহের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে (তাদের শত্রুদের) সাহায্য করছো এবং তারা তোমাদের নিকট বন্দী হয়ে এলে তোমরা মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের মুক্তি দিচ্ছো, অথচ তা (বসতি থেকে উচ্ছেদ ও মুক্তিপণ গ্রহণ) ছিলো তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো আর কিছু অংশ করো অবিশ্বাস? তোমাদের মধ্যে যারাই এরূপ করবে তাদের প্রতিদান এই যে, তারা পার্থিব জীবনে লাঞ্ছিত হবে এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে ভয়ংকর শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে উদাসীন নন।

টীকা : "তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো আর কিছু অংশ অমান্য করো", এটি ইহুদীদের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ। কারণ তারা নিজেদের সুবিধামতো তাওরাতের কতক বিধান মানতো, কতক অমান্য করতো এবং কতক বিধান সরাসরি পরিবর্তন করতো। আমাদের মুসলমানদের বেলায়ও আজ একই অভিযোগ। তারাও সুবিধামতো কুরআনের কিছু মানে, কিছু অংশ বেপরোয়াভাবে অমান্য করে এবং কিছু অংশ পরিবর্তন করে যাচ্ছে।

٨٦. اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ز فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

৮৬. এসব লোক আখেরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবনকে খরিদ করেছে। তাদের শাস্তিও হ্রাস করা হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

www.pathagar.com

৮৭. আর (তোমাদের হেদায়াতের জন্য) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে অব্যাহতভাবে রাসূলগণকে পাঠিয়েছি। আর আমি মরিয়ম-পুত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ দান করেছি এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা তাকে সাহায্য করেছি। কিন্তু তোমাদের কি হলো যে, যখনই কোনো রাসূল তোমাদের কামনা-বাসনার পরিপন্থী শিক্ষা নিয়ে তোমাদের নিকট এসেছে তখনই তোমরা বিদ্রোহাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছো, কতক রাসূলকে তোমরা প্রত্যাখ্যান করেছো এবং কতককে হত্যা করেছো।

টীকা : পবিত্র আত্মা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর অপর নাম।

৮৮. তারা বললো, আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত; বরং সত্য প্রত্যাখ্যানের কারণে আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত করেছেন। সুতরাং তাদের খুব কম লোকই ঈমান আনে।

৮৯. আর যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন একটি কিতাব এলো যা তাদের নিকটে রক্ষিত কিতাবের সত্যতা প্রতিপাদনকারী, আর ইতোপূর্বে তারা এর সাহায্যে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করতো। অতএব তাদের এই জ্ঞাত জিনিস তাদের নিকট এসে গেলে তারা তার বিরুদ্ধাচরণ করলো। তাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত।

৯০. খুবই নিকৃষ্ট সেই মূল্য যার বিনিময়ে তারা নিজেদের সত্তাকে বিক্রি করেছে। তা এই যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা তারা হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে শুধু এই কারণে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। অতএব তারা অভিসম্পাতের উপর অভিসম্পাতের পাত্র হলো। যারা ঈমানকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

৯১. আর তাদের যখন বলা হয়, তোমরা সেই কিতাবের উপর ঈমান আনো যা আল্লাহ নাযিল

٨٧. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ز وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ط اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ج فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ○

٨٨. وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ط بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ○

٨٩. وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ج فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ج فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

٩٠. بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ج فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ط وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

٩١. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

www.pathagar.com

قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ
بِمَا وَرَآءَهٗ ق وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا
لِّمَا مَعَهُمْ ط قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَآءَ اللّٰهِ
مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

করেছেন, তখন তারা বলে, আমাদের উপর যা নাযিল হয়েছিলো আমরা তাতে বিশ্বাসী, অথচ তা ছাড়া সবকিছুই তারা প্রত্যাখ্যান করে, যদিও তা সত্য এবং তাদের নিকট যে কিতাব আছে তার সমর্থক। আপনি বলুন, তোমরা যদি সত্যিই মু'মিন হতে তবে কেনো তোমরা অতীতে নবীগণকে হত্যা করলে?

٩٢. وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ
ظٰلِمُوْنَ ○

৯২. নিশ্চয়ই মূসা তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিলেন, কিন্তু তার (তূর পর্বতে যাওয়ার) পরে তোমরা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে। আর এভাবে তোমরা অন্যায় আচরণ করলে।

٩٣. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا
فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ط خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ
وَّاسْمَعُوْا ط قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ق
وَاُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ط
قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৯৩. (স্মরণ করো) যখন আমি তোমাদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তূর পাহাড় তোমাদের উপরে উত্তোলন করেছিলাম, (বলেছিলাম) আমি তোমাদের যে কিতাব দিয়েছি তা শক্তভাবে ধারণ করো এবং (মনোযোগ সহকারে আল্লাহর নির্দেশ) শোনো, তখন তারা বলেছিলো, আমরা শুনলাম এবং প্রত্যাখ্যান করলাম। আর তাদের অবাধ্যাচারের কারণে তাদের অন্তরসমূহে গরুর বাছুরের প্রতি আকর্ষণ সিঞ্চিত হয়েছিল। আপনি বলুন, তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাকো তবে তোমাদের ঈমান যার নির্দেশ দেয় তা অতি নিকৃষ্ট।

٩٤. قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ
عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ
فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৯৪. আপনি বলুন, আল্লাহর নিকট আখেরাতের বাসস্থান (জান্নাত) যদি অন্য লোকদের ব্যতীত শুধুমাত্র তোমাদের জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে থাকে তবে তোমরা (নিজেদের দাবিতে) সত্যবাদী হয়ে থাকলে (নিজেদের) মৃত্যু কামনা করো।

٩٥. وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ
اَيْدِيْهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

৯৫. কিন্তু তাদের অপকর্মের কারণে তারা কখনো মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করবে না। আল্লাহ যালেমদের সম্পর্কে বেশ অবহিত।

٩٦. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى

৯৬. আপনি তাদেরকে সকল মানুষ, এমনকি মুশরিকদের তুলনায়ও জীবনের প্রতি অধিক

www.pathagar.com

حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ○

লোভাতুর পাবেন। তাদের প্রত্যেকে আশা করে যে, আহা, সে যদি হাজার বছর বেঁচে থাকতে পারতো! কিন্তু দীর্ঘ জীবনও তাদেরকে শাস্তি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না। তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

٩٧. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○

৯৭. আপনি বলুন, যে কেউ জিবরীলের দুশমন এজন্য যে, সে আল্লাহর নির্দেশে আপনার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছে দিয়েছে– যা তার পূর্বেকার কিতাবসমূহের সমর্থক এবং যা মু'মিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শুভ সংবাদবাহক।

٩٨. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ○

৯৮. যে কেউ আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাগণের, তাঁর রাসূলগণের, জিবরীলের ও মীকাইলের দুশমন (সে কাফের এবং সে জেনে নিক) আল্লাহ নিশ্চয়ই কাফেরদের দুশমন।

٩٩. وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ○

৯৯. নিশ্চয়ই আমি আপনার উপর সুস্পষ্ট নিদর্শন নাযিল করেছি যা কেবল সেসব লোকই প্রত্যাখ্যান করে যারা দুষ্কৃতকারী।

١٠٠. اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১০০. তাদের এ কী অবস্থা যে, যখনই তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় তখনই তাদের কোনো একদল তা ভঙ্গ করে। বস্তুত তাদের অধিকাংশ লোকই বেঈমান।

١٠١. وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

১০১. আর যখনই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের নিকট একজন রাসূল এলেন যিনি তাদের নিকট রক্ষিত কিতাবের সমর্থক, তখন যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিলো তাদের মধ্যকার একদল আল্লাহর কিতাব পশ্চাতে নিক্ষেপ করলো যেনো তারা (এই কিতাব সম্পর্কে) কিছু জানেই না।

١٠٢. وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ

১০২. আর সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানেরা যা আবৃত্ত করত তারা তার অনুসরণ করতে লাগলো। সুলায়মান কখনো সত্য প্রত্যাখ্যান করেননি, বরং শয়তানরাই সত্য প্রত্যাখ্যান

www.pathagar.com

السِّحْرَ ق وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ
بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ط وَمَا يُعَلِّمٰنِ
مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا
تَكْفُرْ ط فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ
بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ط وَمَاهُمْ بِضَآرِّيْنَ
بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَيَتَعَلَّمُوْنَ
مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ط وَلَقَدْ عَلِمُوْا
لَمَنِ اشْتَرٰهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ
خَلَاقٍ قف وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ط
لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

করেছে, তারা লোকজনকে যাদু শিখাতো এবং যা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের উপর নাযিল করা হয়েছিলো তাও। ফেরেশতাদ্বয় যে কোনো ব্যক্তিকে তা শিখানোর সময় বলে দিতো, 'দেখো আমরা (তোমার জন্য) পরীক্ষাস্বরূপ, অতএব তুমি কুফরী করো না'। তা সত্ত্বেও তারা ফেরেশতাদ্বয়ের নিকট স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী মন্ত্র শিক্ষা করতো। অথচ আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তারা এই জ্ঞানের সাহায্যে কারো ক্ষতিসাধন করতে পারতো না। তারা এমন জিনিস শিখতো যা ছিলো তাদের জন্য ক্ষতিকর, যা তাদের কোনো উপকারে আসতো না। তারা নিশ্চিত জানতো, যে কেউ তা খরিদ করে তার জন্য আখেরাতে কোনো অংশ নেই। কতোই না নিকৃষ্ট সেই জিনিস যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করছে, যদি তারা উপলব্ধি করতো!

টীকা : উপরোক্ত আয়াতে সুলায়মান (আ)-এর যুগে পথভ্রষ্ট ইহুদীদের যাদুবিদ্যার চর্চা এবং হারূত-মারূত ফেরেশতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

١٠٣. وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ
مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ط لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

১০৩. তারা যদি ঈমান আনতো এবং আল্লাহভীতি আবলম্বন করতো তবে আল্লাহ্‌র দরবারে যে পুরস্কার পাওয়া যেতো তা (এই পার্থিব স্বার্থের তুলনায়) কতোই না উত্তম, যদি তারা উপলব্ধি করতো।

١٠٤. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا
رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ط
وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১০৪. হে ঈমানদারগণ! তোমরা 'রাইনা' বলো না, বরং 'উনযুরনা' বলো এবং মনোযোগ সহকারে কথা শোনো। কাফেরদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।

١٠٥. مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ
الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ
عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ط وَاللّٰهُ
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ
ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

১০৫. আহলে কিতাব-এর মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তারা এবং মুশরিকরা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর কোনো কল্যাণ (ওহী) নাযিল হোক। অথচ আল্লাহ যাকে চান নিজ অনুগ্রহের জন্য বিশেষভাবে বেছে নেন এবং আল্লাহ বড়োই অনুগ্রশীল।

www.pathagar.com

১০৬. আমি কোনো আয়াত রহিত করলে অথবা তা বিস্মৃত হতে দিলে (তদস্থলে) তার চেয়ে উত্তম আয়াত বা তার সমতুল্য আয়াত আনয়ন করি। আপনি কি জানেন না, আল্লাহ সব কিছুর উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী?

١٠٦۔ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْنُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا ط اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১০৭. আপনি কি জানেন না, আসমানসমূহে ও পৃথিবীতে তাঁরই আধিপত্য বিরাজমান? আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবকও নেই, সাহায্যকারীও নেই।

١٠٧۔ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

১০৮. তোমরা কি নিজেদের রাসূলের নিকট সেরূপ প্রশ্ন করতে চাও যেরূপ প্রশ্ন ইতোপূর্বে মূসাকে করা হয়েছিলো? যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করবে সে নিশ্চয়ই সহজ-সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে।

١٠٨۔ اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ط وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

১০৯. অধিকাংশ আহলে কিতাব যেভাবেই হোক তোমাদেরকে ঈমান আনার পর পুনরায় কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিতে চায়। সত্য যদিও তাদের নিকট প্রকাশিত হয়ে গেছে তথাপি নিজেদের হিংসাত্মক মনোবৃত্তির কারণে এটাই তাদের কাম্য। অতএব তোমরা ক্ষমা করো ও উপেক্ষা করো যতোক্ষণ না আল্লাহ কোনো নির্দেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর সর্বময় শক্তির অধিকারী।

١٠٩۔ وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ج حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ج فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

টীকা : খৃষ্টান জাতি তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা মুসলমানদেরকে মারাত্মকভাবে ধর্মের প্রতি উদাসীন, ধর্মবিরোধী ও ধর্মদ্রোহী করে ফেলেছে। তথাকথিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের নানাবিধ অধিকার চুক্তিও স্মারকের (বেইজিং সম্মেলন, কায়রো সম্মেলন, সিডো CEDAW ইত্যাদি) মাধ্যমে তাদের অপতৎপরতা অব্যাহত আছে। ১২০ নং আয়াতও সামনে রাখুন।

১১০. তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং উত্তম কাজের যা কিছু তোমরা আগে পাঠাও তা আল্লাহর নিকট জমা পাবে। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ নিশ্চয়ই তার দ্রষ্টা।

١١٠۔ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

www.pathagar.com

১১১. আর তারা বলে, ইহুদী বা খৃস্টান হওয়া ছাড়া অন্য কেউ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এটা তাদের মিথ্যা আশা। আপনি বলুন, তোমাদের প্রমাণ পেশ করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

١١١۔ وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ط تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ط قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

১১২. কেনো নয়, যে ব্যক্তিই নিজের সত্তাকে আল্লাহর আনুগত্যে সোপর্দ করবে এবং কার্যত সৎপথে চলবে তার জন্য তার রবের কাছে রয়েছে তার প্রতিদান এবং তাদের কোনো ভয় নেই, আর তারা দুঃখিতও হবে না।

١١٢۔ بَلٰى ق مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ص وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

১১৩. ইহুদীরা বলে, খৃস্টানদের কোনো ভিত্তি নেই এবং খৃস্টানরা বলে, ইহুদীদের কোনো ভিত্তি নেই; অথচ তারা আসমানী কিতাব পড়ে। এভাবে যারা কিছুই জানে না (আসমানী কিতাবের জ্ঞান বঞ্চিত) তারাও অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার মীমাংসা করবেন।

١١٣۔ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ص وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ج فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

১১৪. যে কেউ আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম যিকির করতে বাধা দেয় এবং এর ধ্বংস সাধনে তৎপর হয় তার অপেক্ষা বড়ো যালেম আর কে হতে পারে? অথচ ভয় ও শঙ্কিত অবস্থায়ই তো তাদের এসব ঘরে প্রবেশ করা উচিৎ ছিলো। দুনিয়াতে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি।

١١٤۔ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ط اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَا اِلَّا خَآئِفِيْنَ ط لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

১১৫. পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। অতএব তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সে দিকেই আল্লাহ আছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী, মহাজ্ঞানী।

١١٥۔ وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ق فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

www.pathagar.com

১১৬. এবং তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি অতি পবিত্র তা থেকে, বরং আসমানসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর মালিকানাধীন। সব কিছুই তাঁর একান্ত অনুগত।

١١٦۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ○

১১৭. তিনি আসমানসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তিনি যখন কোনো কিছুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন শুধু বলেন, 'হও', আর তা হয়ে যায়।

١١٧۔ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

১১৮. যারা কিছু জানে না তারা বলে, আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেনো অথবা আমাদের নিকট কোনো নিদর্শন আসে না কেনো? এভাবে তাদের পূর্বেকার লোকেরাও তাদের অনুরূপ কথা বলতো। তাদের অন্তরসমূহ একইরূপ হয়ে গেছে। যারা দৃঢ় প্রত্যয়ী তাদের জন্যই আমি নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি।

١١٨۔ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○

১১৯. নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্য (দীন)-সহ প্রেরণ করেছি। আপনি (সত্য গ্রহণকারীদের জান্নাতের) সুসংবাদ দানকারী এবং (তা প্রত্যাখ্যানকারীদের দোযখের শাস্তি সম্পর্কে) সতর্ককারী। যারা (সত্য প্রত্যাখ্যানের কারণে) জাহান্নামী তাদের সম্পর্কে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

١١٩۔ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ○

১২০. ইহুদী ও খৃস্টানরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না যতোক্ষণ না আপনি তাদের ধর্মের অনুসারী হয়ে যান। আপনি বলুন, আল্লাহর পথনির্দেশই আসল পথনির্দেশ। আপনার নিকট (আল্লাহর পক্ষ থেকে) জ্ঞান আসার পর আপনি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করলে আল্লাহ থেকে (বাঁচানোর মতো) আপনার কোনো পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী থাকবে না।

١٢٠۔ وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

টীকা : ১০৯ নং আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকা দেখুন।

www.pathagar.com

١٢١. اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ط اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

১২১. আমরা যাদের কিতাব দান করেছি এবং যারা তা যথাযথভাবে তিলাওয়াত করে তারাই এর (কুরআনের) উপর ঈমান আনে। আর যারা তা প্রত্যাখ্যান করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

١٢٢. يٰبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

১২২. হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যা আমি তোমাদের দান করেছিলাম এবং (এ কথাও স্মরণ করো যে) আমি বিশ্ববাসীর উপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।

١٢٣. وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

১২৩. আর তোমরা সেই দিনকে ভয় করো যেদিন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না, কারও নিকট থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবে না, কারও অনুকূলে কোনো সুপারিশ লাভজনক হবে না এবং তারা কোনোরূপ সাহায্যও প্রাপ্ত হবে না।

١٢٤. وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهِمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ط قَالَ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ط قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ط قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ ○

১২৪. এবং (স্মরণ করো) যখন ইবরাহীমকে তার প্রভু কয়েকটি কথায় পরীক্ষা করলেন এবং তাতে তিনি পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হলেন, তখন তিনি বললেন, আমি আপনাকে মানব জাতির নেতা বানাবো। তিনি বললেন, আমার বংশধরগণের মধ্য থেকেও? তিনি বললেন, (কিন্তু যারা) যালেম (হবে) আমার প্রতিশ্রুতি তাদের প্রতি প্রযোজ্য নয়।

١٢٥. وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ط وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ط وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ○

১২৫. (স্মরণ কর) যখন আমি এই (কা'বা) ঘরকে মানবজাতির সম্মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তার স্থান বানিয়েছিলাম এবং (নির্দেশ দিয়েছিলাম) তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করো। আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাকীদ দিয়েছিলাম, তোমরা উভয়ে আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ই'তেকাফকারী এবং রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখো।

টীকা : একদল তাফসীরকারের মতে যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা ঘরের দেয়াল উঁচু করেছিলেন এবং যার উপর তাঁর পদচিহ্ন বিদ্যমান 'মাকামে ইবরাহীম' বলতে সেই পাথরকে বুঝায়। অপর দলের মতে এর দ্বারা মসজিদুল হারামকে বুঝানো হয়েছে। কা'বা ঘরের চারপাশের খোলা জায়গা (বর্তমানে মসজিদ)-কে মসজিদুল হারাম বলে।

www.pathagar.com

১২৬. (স্মরণ করো) যখন ইবরাহীম দোয়া করেছিলেন, হে আমার প্রভু! একে (মক্কাকে) নিরাপদ শহর বানাও এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে তাদেরকে ফলমূলের রিযিক দান করো। তিনি বললেন, যে কেউ সত্য ত্যাগ করবে তাকেও আমি সাময়িক কালের জন্য জীবন উপভোগ করার সুযোগ দেবো, অতঃপর তাকে দোযখের শাস্তি ভোগে বাধ্য করবো এবং তা কতোই না নিকৃষ্ট আবাস!

١٢٦۔ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

১২৭. (স্মরণ করো) যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘরের ভিত গড়ে তুলছিলেন তখন দোয়া করছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের (এই কাজ) কবুল করো, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

١٢٧۔ وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ط رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

১২৮. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত মুসলিম বানাও এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে তোমার এক অনুগত মুসলিম উম্মাহ গঠন করো, আমাদের ইবাদতের নিয়ম-কানুন বলে দাও এবং আমাদের তওবা কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি বড়োই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٢٨۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ص وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ج اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

১২৯. হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের নিকট তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠাও যে তাদের নিকট তোমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদের পবিত্র করবে। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

١٢٩۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

১৩০. ইবরাহীমের দীন থেকে কে বিমুখ হতে পারে সেই ব্যক্তি ছাড়া, যে নির্বুদ্ধিতার শিকার হয়েছে? আমরা তাকে পৃথিবীতে (মানবজাতিকে পথ প্রদর্শনের জন্য) মনোনীত করেছি এবং আখেরাতেও তিনি নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

١٣٠۔ وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ط وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ج وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

১৩১. তার প্রতিপালক যখন তাকে বললেন,

١٣١۔ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ ۙ قَالَ

www.pathagar.com

اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

আপনি আত্মসমর্পণ করুন, তখন তিনি বললেন, আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।

١٣٢۔ وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ط يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

১৩২. আর ইবরাহীম ও ইয়া'কূব এই (দীন) সম্বন্ধে নিজেদের সন্তানদের নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, হে বৎসগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দীন মনোনীত করেছেন। অতএব তোমরা যেনো আমৃত্যু মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী) হয়ে থাকো।

١٣٣۔ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ ط قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ج وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

১৩৩. যখন ইয়া'কূবের মৃত্যু উপস্থিত হলো তখন তোমরা কি উপস্থিত ছিলে? তিনি যখন (মৃত্যুর মুহূর্তে) তার সন্তানদের জিজ্ঞেস করলেন, আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা বললো, আমরা আপনার ইলাহ এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহ-এর ইবাদত করবো। তিনিই একমাত্র ইলাহ্ এবং আমরা তাঁর অনুগত মুসলিম।

١٣٤۔ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ج لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ج وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৩৪. এই একটি উম্মত যা অতীত হয়েছে, তারা যা উপার্জন করেছে তা তাদের জন্যই এবং তোমরা যা উপার্জন করো তা তোমাদের জন্যই। তারা যা করতো সে সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

١٣٥۔ وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ط قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১৩৫. তারা (ইহুদী-খৃস্টানরা) বলে, তোমরা ইহুদী হয়ে যাও অথবা খৃস্টান হয়ে যাও, তাহলে সঠিক পথ পেয়ে যাবে। আপনি বলুন, না, বরং ইবরাহীমের দীন গ্রহণ করো, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

١٣٦۔ قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ج

১৩৬. তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং সেসব জিনিসের (আল্লাহ্র বিধানের) উপর যা নাযিল হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা নাযিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তার বংশধরদের প্রতি এবং যা কিছু (পথনির্দেশ) দেয়া হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা কিছু দেয়া হয়েছে অন্যান্য নবীগণকে

www.pathagar.com

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ز وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

তাদের সকলের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। আমরা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁর অনুগত মুসলিম।

١٣٧۔ فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ج وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ج فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

১৩৭. অতএব তোমরা যেভাবে ঈমান এনেছো, তারাও যদি সেরূপ ঈমান আনে, তবে তারা নিশ্চয়ই হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধাচরণকারী। তাদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

١٣٨۔ صِبْغَةَ اللّٰهِ ج وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ز وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ○

১৩৮. আল্লাহর রং-এ রঞ্জিত হয়ে যাও। আর আল্লাহর রং-এর চেয়ে উত্তম কার রং হতে পারে এবং আমরা তাঁর-ই ইবাদতকারী।

١٣٩۔ قُلْ اَتُحَآجُّوْٓنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ج وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ج وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ○

১৩৯. আপনি বলুন (হে রাসূল), তোমরা (ইহুদী-খৃস্টান) কি আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের সাথে ঝগড়া করো? অথচ তিনি আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব, আমাদের জন্য আমাদের কৃতকর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কৃতকর্ম। আর আমরা একনিষ্ঠভাবে তাঁর হয়ে গেছি।

١٤٠۔ اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ط قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ط وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

১৪০. তোমরা কি বলো যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও ইয়া'কূবের বংশধরগণ (সকলে) ছিলো ইহুদী অথবা খৃস্টান? আপনি বলুন (হে মুহাম্মাদ), তোমরা কি বেশী জানো, না আল্লাহ? যার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে সাক্ষ্য বিদ্যমান এবং সে তা গোপন করে, তার চেয়ে বড়ো যালেম আর কে আছে? তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে আল্লাহ উদাসীন নন।

١٤١۔ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ج لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ج وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৪১. তারা ছিলো একটি উম্মত যারা অতীত হয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের উপার্জন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের উপার্জন। তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

www.pathagar.com

পারা-২

১৪২. নির্বোধেরা অচিরেই বলবে, তারা এ যাবত যে কিবলার অনুসরণ করে আসছিলো তা থেকে কিসে তাদের ফিরিয়ে দিলো? আপনি বলুন, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

টীকা : ১৪২-১৫০ আয়াতে বাইতুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বা ঘরকে কিবলা নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

١٤٢. سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا ط قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ط يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

১৪৩. এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী উম্মতরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য (সত্যের) সাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হন। আপনি এ যাবত যে কিবলার অনুসরণ করছিলেন তা এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যাতে আমি রাসূলের আনুগত্যকারী লোকদের বিপরীতে উল্টো দিকে ফিরে যাওয়া লোকদের জেনে নিতে পারি। আল্লাহ যাদের হেদায়াত দান করেছেন তারা ব্যতীত অন্যদের নিকট এটা নিশ্চয়ই কঠিন। আল্লাহ তোমাদের ঈমান ব্যর্থ করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানবজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল, পরম দয়ালু।

١٤٣. وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ط وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ط وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

১৪৪. আকাশের দিকে (হে নবী) আপনার বারবার চোখ তুলে তাকানো আমি লক্ষ করছি। অতএব আমি আপনাকে নিশ্চয়ই আপনার মনোপুত কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। সুতরাং আপনি মসজিদুল হারামের দিকে আপনার মুখ ফিরান। তোমরা (মুসলিমগণ) যেখানেই থাকো এই দিকে মুখ ফিরাও এবং যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তারা অবশ্যই জানে যে, তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এটাই সঠিক। তারা যা কিছু করে সে সম্পর্কে আল্লাহ উদাসীন নন।

١٤٤. قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ج فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ط وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ○

www.pathagar.com

১৪৫. আপনি যদি আহলে কিতাবের সামনে সমস্ত দলীল-প্রমাণ পেশ করেন তবুও তারা আপনার কিবলার অনুসরণ করবে না; বরং আপনিও তাদের কিবলার অনুসারী হতে পারেন না। আর তারাও পরস্পরের কিবলার অনুসারী নয়। আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর আপনি যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করেন তবে নিশ্চয়ই আপনি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

١٤٥۔ وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ج وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ج وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ط وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لا اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

১৪৬. আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি তারা তাকে সেরূপেই চিনে যেভাবে তারা নিজেদের সন্তানদের চিনে। কিন্তু তাদের একদল জ্ঞাতসারেই সত্য গোপন করে।

টীকা : 'তারা তাকে সেরূপেই চিনে,' অর্থাৎ ইহুদীরা মুহাম্মাদ (স)-কে অথবা কুরআনকে অথবা কিবলাকে উত্তমরূপেই চিনে, কিন্তু না চেনার ভান করে।

١٤٦۔ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ط وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

১৪৭. এটা আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে সত্য-সঠিক। অতএব আপনি সন্দেহ-সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

١٤٧۔ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○

১৪৮. প্রত্যেকের একটি দিক রয়েছে, যেদিকে সে মুখ ফিরায়। অতএব তোমরা সৎকাজে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করো। তোমরা যেখানেই থাকো আল্লাহ তোমাদের সকলকে এনে সমবেত করবেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١٤٨۔ وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ط اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১৪৯. যেখান থেকেই আপনি রওয়ানা করেন (নামাযে) মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরান। আপনার প্রভুর নিকট থেকে এটাই সঠিক। তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ উদাসীন নন।

১৫০. আর (হে নবী) আপনি যেখান থেকেই

١٤٩۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

١٥٠۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

www.pathagar.com

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ لا لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ق اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ق فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ق وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

রওয়ানা হন মসজিদুল হারামের দিকে নিজের মুখ ফিরান এবং তোমরা (মুসলমানগণ) যেখানেই থাকো সেদিকে মুখ ফিরাও, যাতে তাদের মধ্যকার স্বৈরাচারী যালেম ব্যতীত অপর লোকের নিকট তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্ক করার কোনো যুক্তি না থাকে। অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, কেবল আমাকেই ভয় করো, যাতে আমি আমার নিয়ামত পূর্ণরূপে তোমাদের দান করতে পারি এবং তোমরা সৎপথ পেতে পারো।

١٥١. كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ○

১৫১. যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছি– যিনি আমার আয়াতসমূহ তোমাদের পাঠ করে শুনান, তোমাদের পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন এবং তোমাদের আরও শিক্ষা দেন যা তোমরা জানতে না।

টীকা : 'তোমাদের সামনে আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন', অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স) তোমাদেরকে যা তিলাওয়াত করে শুনান তা সম্পূর্ণ সত্য-সঠিক। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাঁর বান্দাদের সাথে তাঁর এই পবিত্র কালামের সাহায্যে কথা বলেন। তাতে বান্দার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পায়। অতএব আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, কুরআন মজীদ সর্বসাধারণকে তিলাওয়াত করে শুনাতে হবে, শিখিয়ে দিতে হবে এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র যে আদেশ-নিষেধ-উপদেশ রয়েছে তা বুঝিয়ে দিতে হবে।

'তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন', অর্থাৎ নবী-রাসূলগণের আরেকটি কাজ ছিলো : ব্যক্তি, সমাজ ও মানবতাকে সমস্ত ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, প্রকাশ্য ও গোপন নিকৃষ্টতা, মলিনতা ও অপবিত্রতা থেকে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করা এবং সমস্ত ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সৌন্দর্য ও সৎ কাজ দ্বারা সুসজ্জিত ও সুশোভিত করা। একেই কুরআনের ভাষায় বলা হয় 'তাযকিয়া'। এটাই প্রত্যেক মুসলমান ও মুসলিম উম্মাহ-এর উদ্দেশ্য এবং মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য।

এই উদ্দেশ্যে নবী-রাসূলগণ মানুষকে আল্লাহ্‌র বাণী পড়ে (তিলাওয়াত করে) শুনাতেন। অতঃপর যারা ঈমান আনতো তাদেরকে আল্লাহ্‌র বিধান (আদেশ-নিষেধ-উপদেশ) শিক্ষা দিতেন (তা'লীমে কিতাব) এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের তাৎপর্য ও সমাজে তার বাস্তবায়নের কৌশল ও প্রজ্ঞা (হিকমাত) শিক্ষা দিতেন। তাঁরা এভাবে ঈমানদার জনগোষ্ঠীর ভেতর ও বাহির ইসলামের ছাঁচে ঢেলে সাজাতে এবং যথার্থ সংশোধন ও আত্মশুদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন।

বর্তমান কালে আমাদের আত্মশুদ্ধির (তাযকিয়ায়ে নাফ্‌স) অনুশীলন বিভিন্ন দরবারে খুব জোরেশোরে চলছে। কিন্তু আমরা সমাজ জীবনের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে এসে সুদ-ঘুষ, জালিয়াতি, প্রতারণা, মিথ্যাচার, অশ্লীলতা, যেনা-ব্যভিচার ইত্যাকার বিচিত্র পাপাচারের শিকার হচ্ছি। ফলে দরবারে গিয়ে যতোটুকু আত্মশুদ্ধি হয়, সমাজে এসে তার চেয়ে ঢের বেশি আত্মকলঙ্ক হয়, আত্মা কলুষিত হয়। অতএব দরবার থেকে আত্মশুদ্ধির সাথে সাথে সমাজশুদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে ফল শূন্য, বরং শূন্যের চেয়েও নিচে নেমে যাবে। বাস্তব অবস্থা ও পরিস্থিতি এই সাক্ষ্যই দিচ্ছে।

www.pathagar.com

১৫২. অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ করো (স্মরণে রাখো), আমিও তোমাদের স্মরণ করবো (স্মরণে রাখবো), আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

١٥٢۔ فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ○

১৫৩. হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

١٥٣۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

১৫৪. যেসব লোক আল্লাহর পথে নিহত হয় তোমরা তাদের মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা (তা) উপলব্ধি করতে পারো না।
টীকা : সূরা আল ইমরানের ১৬৯ আয়াতও পাঠ করুন।

١٥٤۔ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ○

১৫৫. আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো– কিছু ভয়ভীতি, দুর্ভিক্ষ এবং জীবন, সম্পদ ও উৎপাদনের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আপনি সুসংবাদ দিন (সর্বাবস্থায়) ধৈর্যধারণকারীদের–

١٥٥۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ○

১৫৬. যারা নিজেদের উপর বিপদ-মসীবত আপতিত হলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই এবং আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর নিকট ফিরে যেতে হবে।

١٥٦۔ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ○

১৫৭. তারাই সেসব লোক যাদের উপর রয়েছে তাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও দয়া এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত।

١٥٧۔ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ز وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ۝

১৫৮. নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া পাহাড় দু'টি আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব যে কেউ কা'বা ঘরের হজ্জ অথবা উমরা করে তার এই পাহাড়দ্বয়ের মাঝে তাওয়াফ করায় কোনো গুনাহ নেই এবং কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করলে আল্লাহ যথার্থ গুণগ্রাহী, মহাজ্ঞানী।

١٥٨۔ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ج فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ط وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ○

১৫৯. আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ নাযিল করেছি তা লোকদের জন্য কিতাবে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করার পরও যারা তা গোপন

١٥٩۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ

www.pathagar.com

لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ۝

করে আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দেন এবং অভিশাপদানকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়।

١٦٠۔ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

১৬০. কিন্তু যারা তওবা করে, নিজেদেরকে সংশোধন করে এবং (লুক্কায়িত) সত্যের প্রকাশ করে তাদের তওবা আমি কবুল করবো। আমি বড়োই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٦١۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝

১৬১. যেসব লোক সত্য দীন প্রত্যাখ্যান করে এবং কাফের অবস্থায় মারা যায় তাদের প্রতি অভিশাপ আল্লাহর, ফেরেশতাগণের এবং সকল মানুষের।

١٦٢۔ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝

১৬২. এই অভিশপ্ত অবস্থায় তারা চিরকাল থাকবে, তাদের শাস্তি হ্রাস পাবে না এবং তাদেরকে কোনরূপ অবকাশও দেয়া হবে না।

١٦٣۔ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝

১৬৩. তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

١٦٤۔ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۖ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

১৬৪. নিশ্চয়ই আকাশসমূহ ও জমীনের সৃষ্টিতে, রাত-দিনের অবিরত আবর্তনে, মানবজাতির প্রয়োজনীয় ও উপকারী সামগ্রী নিয়ে সাগরবুকে চলমান নৌযানসমূহে, বৃষ্টিধারার মধ্যে, যা আল্লাহ আসমান থেকে বর্ষণ করেন, অতঃপর তার সাহায্যে মৃত ভূমিকে প্রাণবন্ত করেন এবং তাতে বিচিত্র প্রাণী ছড়িয়ে দেন, বায়ুর প্রবাহে (বায়ুর দিক পরিবর্তনে) এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য।

www.pathagar.com

١٦٥۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ط وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ○

১৬৫. তথাপি কিছু লোক আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ দাঁড় করায় এবং আল্লাহ্‌কে ভালোবাসার ন্যায় সেগুলোকে ভালোবাসে। কিন্তু ঈমানদারগণ আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে। হায়! শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যালেমরা যেভাবে অনুধাবন করবে এখন যদি তারা সেভাবে বুঝতো যে, সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর এবং শাস্তিদানে আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর!

١٦٦۔ اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ○

১৬৬. তখন অনুসৃতগণ (নেতৃস্থানীয়গণ) অনুগামীদের সাথে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করতে থাকবে। তারা স্বচক্ষে শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের থেকে তাদের সমস্ত উপায়-উপকরণ ছিন্ন হয়ে যাবে।

١٦٧۔ وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ط كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ط وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ○

১৬৭. (তাদের) অনুসরণকারীরা বলবে, আমাদের যদি (পৃথিবীতে) পুনর্বার ফিরে যাওয়ার সুযোগ হতো তবে আমরাও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, যেমন তারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এভাবে আল্লাহ তাদের কার্যাবলীকে আক্ষেপ ও পরিতাপরূপে তাদের দৃষ্টির সামনে হাযির করবেন এবং তারা দোযখের আগুন থেকে বের হওয়ার কোনো পথ পাবে না।

١٦٨۔ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

১৬৮. হে মানবজাতি! পৃথিবীর যাবতীয় হালাল ও পবিত্র জিনিস থেকে আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে নিশ্চয়ই তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

١٦٩۔ اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

১৬৯. সে তোমাদের কেবল অশ্লীলতা ও অনাচারের এবং আল্লাহর নামে এমন সব কথা বলার নির্দেশ দেয় যেগুলো (আল্লাহ বলেছেন বলে) তোমাদের জানা নেই।

١٧٠۔ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ

১৭০. তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন তোমরা তা মেনে চলো, তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের

www.pathagar.com

যে পথের অনুসারী পেয়েছি সে পথেরই অনুসরণ করবো। এমনকি তাদের পিতৃপুরুষরা বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ না করে থাকলে এবং সৎপথের সন্ধান না পেয়ে থাকলেও কি (তাদের অনুসরণ করবে)?

اٰبَآءَنَا ط اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلاَ يَهْتَدُوْنَ ○

১৭১. যারা (আল্লাহ প্রদর্শিত পথে চলতে) অস্বীকার করেছে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই রাখালের মতো যে তার পশুগুলোকে ডাকে, কিন্তু সেগুলো হাঁক-ডাকের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায় না। এরা বধির, বোবা, অন্ধ, তাই কিছুই বুঝতে পারে না।

١٧١۔ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ اِلاَّ دُعَآءً وَّنِدَآءً ط صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ ○

১৭২. হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহর ইবাদতকারী হয়ে থাকো তবে যেসব পবিত্র জিনিস আমি তোমাদের রিযিক হিসেবে দান করেছি সেগুলো আহার করো এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

١٧٢۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ○

১৭৩. নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃতজীব, রক্ত, শূকরের গোশ্‌ত এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে যবেহ করা হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি অনন্যোপায় অথচ সীমালঙ্ঘনকারী নয় (সে তা খেলে) তার কোনো পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

١٧٣۔ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ج فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلاَ عَادٍ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

টীকা : বাইবেলেও (পুরাতন নিয়ম) এগুলো ইহুদী-খৃস্টানদের জন্য হারাম ঘোষিত হয়েছে। রক্ত : লেবীয় পুস্তক, ৩:১৭; মৃতজীব : লেবীয়, ৭:২৪; দ্বিতীয় বিবরণ, ১৪:২১; শূকর : লেবীয়, ১১:৭; দ্বিতীয় বিবরণ, ১৪:৮। সূরা নাহলের ১১৫ নং আয়াতও দেখুন।

১৭৪. আল্লাহ তাঁর কিতাবে যেসব বিধান নাযিল করেছেন সেগুলো যারা গোপন করে এবং তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে তা বিসর্জন দেয় তারা মূলত আগুন দিয়ে তাদের পেট বোঝাই করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথাও বলবেন না, তাদের পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।

١٧٤۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

www.pathagar.com

১৭৫. তারাই সৎ পথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করে নিয়েছে। দোযখের শাস্তি বরদাশত করতে তারা কতোই না ধৈর্যশীল!

١٧٥۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ج فَمَا اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ○

১৭৬. তা এজন্য যে, আল্লাহ যথার্থ সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন এবং যারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছে তারা মতবিরোধে অনেক দূরে চলে গেছে।

١٧٦۔ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ط وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ○

১৭৭. কেবল পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোনো পুণ্য নেই, বরং পুণ্য (সৎকাজ) এই যে, মানুষ আল্লাহ, আখেরাত দিবস, ফেরেশতা, (আসমানী) কিতাব ও নবীগণের উপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহর ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীকে ও দাসমুক্তির জন্য ধনসম্পদ দান করবে, নামায কায়েম করবে, যাকাত পরিশোধ করবে, অঙ্গীকার করে থাকলে তা পূর্ণ করবে এবং অর্থসংকটে, দুঃখ-বিপদে ও (সত্য-ন্যায়ের) সংগ্রামে ধৈর্যধারণ করবে। (ঈমানের দাবিতে) তারাই সত্যবাদী এবং তারাই আল্লাহভীরু।

١٧٧۔ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ج وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ج وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ج وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○

১৭৮. হে ঈমানদারগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হলো। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী। তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা

١٧٨۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ط اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ط فَمَنْ

www.pathagar.com

عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ط ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ط فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

হলে যথাযথ বিধির (চুক্তির) অনুসরণ করতে হবে এবং সততার সাথে দেয় রক্তমূল্য পরিশোধ করতে হবে। এটা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এরপরও যে কেউ সীমালঙ্ঘন করে তার জন্য রয়েছে হৃদয়বিদারক শাস্তি।

টীকা : 'কিসাস'-এর শাব্দিক অর্থ সমতা, অভিন্নতা, সমান, অনুরূপ প্রতিশোধ। অর্থাৎ নরহত্যার শাস্তির বেলায় ধনী-নির্ধন, শাসক-শাসিত, মনিব-ভৃত্য, অভিজাত-সাধারণ, নারী-পুরুষ কোনো পার্থক্য নেই। আদালতে সাক্ষী-প্রমাণের ভিত্তিতে অপরাধ প্রমাণিত হলে মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য। তবে নিহতের ওয়ারিসগণ অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারে, এমনকি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। এ ব্যাপারে কোর্ট, এমনকি রাষ্ট্রেরও বাধা দেয়ার অধিকার নেই। ওয়ারিসগণ বিনিময় গ্রহণ করে অথবা নিঃস্বার্থভাবে এই ক্ষমা ঘোষণা করতে পারে।

١٧٩۔ وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

১৭৯. হে বুদ্ধিবিবেকসম্পন্ন লোকেরা! তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যে রয়েছে জীবন। আশা করা যায় তোমরা (এই বিধানের বিরুদ্ধাচরণ থেকে) সাবধান হবে।

١٨٠۔ كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ج حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ○

১৮০. তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে যদি ধনসম্পদ রেখে যায় তবে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ন্যায়নীতি অনুযায়ী ওসিয়াত করে যাওয়ার বিধান তোমাদের দেয়া হলো। এটা আল্লাহভীরু লোকদের জন্য একটি কর্তব্য।

টীকা : এ আয়াতের ওসিয়াত করার নির্দেশ সূরা নিসার ১১, ১২ ও ১৭৬ আয়াতের বিধান দ্বারা রহিত হয়েছে। এখন কোনো সম্ভাব্য ওয়ারিসের অনুকূলে ওসিয়াত করতে হলে অন্যান্য সম্ভাব্য ওয়ারিসের অনুমতি নিতে হবে, অন্যথায় কবীরা গুনাহ হবে।

١٨١۔ فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

১৮১. তা (ওসিয়াত) শোনার পর কেউ যদি তাতে রদবদল করে তবে এই অপরাধের গুনাহ রদবদলকারীদেরই। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

١٨٢۔ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ

১৮২. তবে যদি কেউ ওসিয়াতকারীর পক্ষপাতিত্ব

www.pathagar.com

اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

অথবা অন্যায়ের আশঙ্কা করে, অতঃপর সে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয় তবে তার গুনাহ হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

١٨٣۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

১৮৩. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হলো যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিলো, যাতে তোমরা ধর্মভীরু হতে পারো।

١٨٤۔ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ط فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ط وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ط فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ط وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

১৮৪. নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত হলে অথবা সফরে থাকলে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আর যাদের রোযা রাখার সামর্থ্য আছে তারা যেনো ফিদ্‌য়া দেয় একজন মিসকীনের খাবার। অতএব কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করলে তা তার জন্য অতীব কল্যাণকর। তবে তোমরা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারলে রোযা রাখাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

টীকা : 'যাদের রোযা রাখার সামর্থ্য আছে তারা যেনো ফিদ্‌য়া দেয়'। দ্বিতীয় হিজরীতে রোযা ফরয হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব লোকের রোযা রাখার সামর্থ্য থাকলেও অত্যধিক কষ্ট সহ্য করার সামর্থ্য ছিলো না তাদেরকে রোযা রাখার পরিবর্তে গরীব লোককে আহার করানোর সুবিধাজনক বিকল্প ব্যবস্থা দেয়া হয়। পরে ১৮৫ আয়াত দ্বারা এই সুযোগ রহিত করা হয়। ভিন্নমতে যে মুসাফির ও রোগীর গরীব লোককে আহার করানোর সামর্থ্য আছে তারা রোযা রাখার পরিবর্তে উক্তরূপ ফিদ্‌য়া প্রদান করতে পারে। ফিদ্‌য়ার পরিমাণ হলো ৮০ তোলা ওজনের এক সের সাড়ে বারো ছটাক গম বা তার মূল্য।

١٨٥۔ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ج فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ط يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

১৮৫. রমযান মাস। এ মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে। তা মানবজাতির জীবন-বিধান, তা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ, যা সঠিক পথ প্রদর্শন করে এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। অতএব তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেনো এ মাসের রোযা রাখে এবং কেউ রোগাক্রান্ত থাকলে বা সফরে থাকলে সে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান, তোমাদের সংকটে নিক্ষেপ করতে চান না। এজন্য যে, তোমরা যাতে

www.pathagar.com

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

সংখ্যা পূরণ করতে পারো, তোমাদের সৎপথে পরিচালিত করার কারণে আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করো এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

١٨٦۔ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ط اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ لا فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ○

১৮৬. আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনার নিকট জিজ্ঞেস করে (তখন আপনি বলে দিন) আমি (তাদের) অতি নিকটে। যখন সে আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দেই। অতএব তারাও যেনো আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে, যাতে তারা সৎপথের সন্ধান পেতে পারে।

١٨٧۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ط هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ج فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ص وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ص ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ج وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

১৮৭. রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রীসহবাস হালাল করা হলো। তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা একান্তে নিজেদের সাথে প্রতারণা করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন এবং তোমাদের অপরাধ মার্জনা করলেন। অতএব এখন তোমরা স্ত্রীদের সাথে রাত যাপন করো এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু নির্ধারণ করেছেন তা কামনা করো। আর তোমরা পানাহার করো যতোক্ষণ না রাতের কালো রেখা থেকে ভোরের সাদা রেখা তোমাদের নিকট পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত (দৃষ্টিগোচর) হয়। অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো। আর তোমরা মসজিদসমূহে ই'তেকাফরত অবস্থায় তাদের সাথে রাত যাপন করো না। এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা, অতএব তোমরা তার ধারেকাছেও যেও না। আল্লাহ এভাবে তাঁর বিধানসমূহ মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তারা (তাঁর অবাধ্যাচরণ থেকে) বিরত থাকতে পারে।

টীকা : সুবহে সাদেক থেকে শুরু করে পশ্চিমাকাশে সূর্যগোলক সম্পূর্ণ ডুবে যাওয়া পর্যন্ত রোযার সময়সীমা।

١٨٨۔ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

১৮৮. আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অপরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগদখল করো

www.pathagar.com

بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

না এবং জেনেশুনে মানুষের সম্পদের কিছু অংশ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার উদ্দেশে তা বিচারকদের নিকট (মোকদ্দমা) পেশ করো না।

١٨٩۔ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ط قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ط وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ج وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

১৮৯. লোকজন আপনার নিকট নতুন চাঁদ সম্পর্কে জানতে চায়। আপনি বলুন, তা মানবজাতির জন্য এবং হজ্জের জন্য সময় (তারিখ) নির্দেশক। বাড়ি-ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে তোমাদের তাতে প্রবেশ করায় কোনো পুণ্য নেই। কিন্তু কেউ তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করলে তাতেই পুণ্য আছে। আর তোমরা বাড়ি-ঘরের যে কোনো দরজা দিয়ে তাতে প্রবেশ করো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।

١٩٠۔ وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○

১৯০. আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো এবং সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

١٩١۔ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ج وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ج فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ط كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ○

১৯১. তোমরা যেখানেই তাদেরকে পাও হত্যা করো এবং যে স্থান থেকে তারা তোমাদের বহিষ্কার করেছে তোমরাও সেখান থেকে তাদের বহিষ্কার করো। ফেতনা-ফাসাদ হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর। মসজিদুল হারামের নিকট তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না যে পর্যন্ত না তারা সেখানে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাদের হত্যা করো। এটাই কাফেরদের পরিণতি।

١٩٢۔ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৯২. যদি তারা বিরত হয় তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٩٣۔ وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ

১৯৩. তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো

www.pathagar.com

وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ط فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ○

যতোক্ষণ না ফেতনা-ফাসাদের মূলোচ্ছেদ হয় এবং দীন (আনুগত্য) আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয়। যদি তারা বিরত হয় তবে জালেমদের ব্যতীত কাউকে আক্রমণ করা চলবে না।

١٩٤۔ اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ط فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○

১৯৪. পবিত্র (নিষিদ্ধ) মাস পবিত্র (নিষিদ্ধ) মাসের বিনিময়ে। সমস্ত পবিত্র বিষয় যার অবমাননা নিষিদ্ধ তার জন্য সমপর্যায়ের বিনিময়। অতএব যে কেউ তোমাদের উপর আক্রমণ করে তোমরাও তাকে তার আক্রমণের অনুরূপ আক্রমণ করো এবং আল্লাহকে ভয় করো। আর জেনে রাখো, আল্লাহ তাকওয়ার নীতি অবলম্বনকারীদের সাথে আছেন।

টীকা : কেউ কারো ক্ষতিসাধন করলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ তার ঠিক ততোটুকু ক্ষতিসাধন করতে পারে যতোটুকু সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে ধৈর্যধারণ করা সর্বোত্তম। আরো দেখুন সূরা নাহল, ১২৬ নং আয়াত।

١٩٥۔ وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ج وَاَحْسِنُوْا ج اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

১৯৫. আর তোমরা আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় করো এবং তোমরা স্বহস্তে নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৌন্দর্যময় ইবাদত করো, আল্লাহ সৌন্দর্যময় ইবাদতকারী লোকদের পছন্দ করেন।

١٩٦۔ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ط فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ج وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ط فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ج فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ج فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ

১৯৬. তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করো। কিন্তু তোমরা অবরুদ্ধ (বাধাগ্রস্ত) হয়ে পড়লে সহজলভ্য পশু কোরবানী করো এবং কোরবানীর পশু স্বস্থানে না পৌছা পর্যন্ত তোমরা মাথা মুড়াবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত হলে বা তার মাথায় ক্লেশ থাকলে (এবং মাথা কামালে) সে রোযা কিংবা দান-খয়রাত কিংবা কোরবানীর মাধ্যমে এর ফিদ্‌য়া (ক্ষতিপূরণ) দিবে। অতঃপর তোমরা নিরাপদ হলে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জ উপলক্ষে উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায় সে যেনো সহজলভ্য পশু কোরবানী করে। কিন্তু সে (তা) না পেলে হজ্জের সময় তিন দিন এবং বাড়িতে ফিরে এসে সাত দিন– এভাবে পূর্ণ দশ দিন রোযা

www.pathagar.com

أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ط
تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ط ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ
أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَاتَّقُوا
اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

রাখবে। এটি (সুবিধাটি) কেবল সেসব লোকের জন্য যাদের পরিবারবর্গ মসজিদুল হারামের প্রতিবেশী নয়। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

টীকা : উপরোক্ত আয়াত থেকে ২০৩ আয়াত পর্যন্ত হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হজ্জের বিস্তারিত মাসআলা-মাসায়েলের জন্য হজ্জ সংক্রান্ত বই-পুস্তক পাঠ করা যেতে পারে।

١٩٧۔ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ج فَمَنْ فَرَضَ
فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا
جِدَالَ فِي الْحَجِّ ط وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ
يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ط وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ
التَّقْوٰى ج وَاتَّقُوْنِ يٰٓأُولِي الْأَلْبَابِ ○

১৯৭. হজ্জের মাসগুলো সুবিদিত ও সুপরিজ্ঞাত। অতএব যে কেউ এই মাসগুলোতে হজ্জের সংকল্প করে সে যেনো হজ্জের অনুষ্ঠান চলাকালে যৌন উত্তেজনাকর কথাবার্তা না বলে, অন্যায় আচরণ না করে এবং ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হয়। তোমরা যে কল্যাণকর কাজই করো আল্লাহ তা জানেন এবং তোমরা পাথেয় (রাহাখরচ) সাথে নিও, উত্তম পাথেয় হলো আত্মসংযম। হে জ্ঞানবান সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে ভয় করো।

١٩٨۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا
فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ط فَإِذَآ أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ ص وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ج وَإِنْ
كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ○

১৯৮. তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ (রিযিক) সন্ধান (ব্যবসা-বাণিজ্য) করাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই। অতএব তোমরা যখন আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করবে তখন মাশআরুল হারামের নিকট পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই তাঁকে স্মরণ করবে, যদিও ইতিপূর্বে তোমরা পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

١٩٩۔ ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ
وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ط إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৯৯. অতঃপর তোমরা সেই স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করো যেখান থেকে লোকজন প্রত্যাবর্তন করে। তোমরা আল্লাহর নিকট মাফ চাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٠٠۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا
اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ط
فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي

২০০. অতএব যখন তোমরা তোমাদের হজ্জের অনুষ্ঠানসমূহ পালন শেষ করবে তখন আল্লাহ্‌কে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের স্মরণ করতে অথবা তার চেয়েও অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে। এমনও কিছু লোক

www.pathagar.com

الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ○

আছে যারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে পার্থিব জগতেই দান করো। তাদের জন্য আখেরাতে কোনো অংশ নাই।

٢٠١۔ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

২০১. এবং তাদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের এই জগতেও কল্যাণ দাও, আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদের দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করো।

٢٠٢۔ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ط وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

২০২. তারা যা অর্জন করেছে, তাদের জন্য তারই অংশ রয়েছে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

٢٠٣۔ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ط فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ج وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ لا لِمَنِ اتَّقٰى ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

২০৩. আর তোমরা নির্ধারিত দিনসমূহে আল্লাহকে স্মরণ করো। অতএব কেউ যদি দু'দিনের মধ্যে (মক্কায় ফিরে যেতে) তাড়াহুড়া করে তাহলে তার জন্য কোনো পাপ নেই। আবার কেউ যদি (দু'দিন) বিলম্ব করে তাহলে তার জন্যও কোনো পাপ নেই। এই সুবিধা তার জন্য যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং জেনে রেখো যে, তোমাদের সকলকে তাঁরই নিকট একত্র করা হবে।

٢٠٤۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ○

২০৪. মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যাদের কথাবার্তা পার্থিব জীবনে আপনাকে চমৎকৃত করবে এবং (সত্য সম্পর্কে) যা কিছু তার অন্তরে রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। অথচ সে (সত্যের) চরম বিরোধী।

টীকা : ১০৪-১০৬ আয়াতে মোনাফেক ও চরম অহংকারী লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। বর্তমান কালে বিশেষ করে রাজনৈতিক দলে এ ধরনের লোকের সমাবেশ ঘটে।

٢٠٥۔ وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ○

২০৫. সে যখন প্রত্যাবর্তন করে তখন পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং ফসলের মাঠ ও (মানব ও জীবজন্তুর) বংশধারা নিপাতের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ অশান্তি ও বিশৃংখলা পছন্দ করেন না।

٢٠٦۔ وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ

২০৬. যখন তাকে বলা হয়, আল্লাহকে ভয় করো,

www.pathagar.com

الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ ج فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ط وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

তখন তার আত্ম-অভিমান তাকে পাপাচারে লিপ্ত করে। অতএব দোযখই তার জন্য যথেষ্ট এবং তা কতোই না নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।

٢٠٧۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ○

২০৭. মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে নিজের সত্তাকে আল্লাহর সন্তোষ লাভের আশায় বিক্রি করে দেয়। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতীব দয়ালু।

٢٠٨۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ص وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ج اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

২০৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে (আল্লাহর আনুগত্যে) প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

٢٠٩۔ فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

২০৯. সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ তোমাদের নিকট আসার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে তবে জেনে রাখো যে, আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٢١٠۔ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○

২১০. তারা কি এই অপেক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ মেঘমালার ছায়ায় তাদের সামনে উপস্থিত হবেন এবং সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে? পরিশেষে সমস্ত ব্যাপার তো আল্লাহর সামনেই রুজু হবে।

٢١١۔ سَلْ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍ بَيِّنَةٍ ط وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

২১১. আপনি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করুন, আমি তাদেরকে কতো স্পষ্ট নিদর্শন দান করেছি! আল্লাহর অনুগ্রহ আসার পর কেউ তার পরিবর্তন করলে আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।

٢١٢۔ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

২১২. যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য পার্থিব জীবন বড়োই মনোমুগ্ধকর করা হয়েছে এবং তারা ঈমানের পথ অবলম্বনকারীদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। কিন্তু তাকওয়া অবলম্বনকারীগণ কিয়ামতের দিন তাদের চেয়ে উন্নত মর্যাদার অধিকারী হবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।

www.pathagar.com

২১৩. সমস্ত মানুষ ছিলো (মূলত) একই উম্মতভুক্ত। অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠালেন এবং মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিলো তার মীমাংসার জন্য তিনি তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন। যাদেরকে তা দেয়া হয়েছিলো তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর তারা কেবল পরস্পর বিদ্বেষবশত সেই বিষয়ে মতবিরোধ করতো। যারা ঈমান আনে, ওরা (ইহূদীরা) যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতো, আল্লাহ তাদের (ঈমানদারদের) সেই বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্যপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

٢١٣. كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ق فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ص وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ج فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ط وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

২১৪. তোমরা কি ধারণা করেছো যে, এমনিতেই তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে, যদিও তোমাদের উপর এখনও তোমাদের পূর্বেকার ঈমানদারগণের অনুরূপ অবস্থা আসেনি? তাদের উপর নেমে এসেছিলো অর্থ-সংকট ও কষ্টক্লেশ। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত ও প্রকম্পিত হয়েছিলো। এমনকি রাসূল ও তার সাথে ঈমান আনয়নকারীগণ বলে উঠেছিলো, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? হাঁ, আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই অতি নিকটে।

٢١٤. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ط اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ○

টীকা : ঈমান সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। আর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ রক্ষা করতে হলে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। যুগে যুগে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যারাই মাঠে নেমেছেন তারাই চরম অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কোমর পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে মাথায় করাত স্থাপন করে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। লোহাড় আঁচড়া দিয়ে দেহের গোশত ছিন্নভিন্ন করা হয়েছে। জীবন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছে, পাথর মারতে মারতে হত্যা করা হয়েছে। জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে দেয়া হয়েছে। এতো নির্মম-নিষ্ঠুর নির্যাতনভোগ করেও তারা দাওয়াতের পথ ঈমানের পথ ত্যাগ করেননি। বর্তমান কালেও বিশ্বব্যাপী ইসলামী দাওয়াতের পতাকাবাহীদের উপর নানারূপ লোমহর্ষক নির্যাতন চালানো হচ্ছে। জান্নাত পেতে হলে এমন পরীক্ষা দিতেই হবে।

২১৫. লোকজন আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তারা কী খরচ করবে? বলুন, যে উত্তম ধনসম্পদ

٢١٥. يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط قُلْ مَا

www.pathagar.com

তোমরা ব্যয় করবে তা পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরের জন্য। যে কল্যাণকর কাজই তোমরা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে যথার্থই অবহিত।

اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

২১৬. তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেয়া হলো, যদিও তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়। হয়তো তোমরা কোনো জিনিস অপছন্দ করো, কিন্তু তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার হয়তো তোমরা কোনো জিনিস পছন্দ করো কিন্তু তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।

٢١٦۔ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ج وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ج وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

টীকা : এই আয়াতের মাধ্যমে মুসলিম সেনাবাহিনীকে আক্রমণাত্মক (جارحة) যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

২১৭. তারা আপনার নিকট হারাম মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, তখন যুদ্ধ করা মারাত্মক অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, তাঁর অবাধ্যাচরণ করা, মসজিদুল হারামে (যাতায়াতে) বাধা দেয়া এবং তথাকার বাসিন্দাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করা আল্লাহর নিকট অধিক গুরুতর অপরাধ। আর অরাজকতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হত্যাকাণ্ডের চেয়েও গুরুতর অপরাধ। যদি তাদের সামর্থ্যে কুলায় তবে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে যুদ্ধ করতে থাকবে যতোক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে বিচ্যুত করতে পারে। তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি তার দীন ত্যাগ করে (মুরতাদ হয়) এবং কাফের অবস্থায় মারা যায় এদের সমুদয় কৃতকর্ম দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতে নিষ্ফল হয়ে গেলো। এরা দোযখের অধিবাসী এবং চিরকাল সেখানে অবস্থান করবে।

٢١٧۔ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ط قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ط وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ز وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ج وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ط وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ط وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ج وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২১৮. নিশ্চয়ই যেসব লোক ঈমান এনেছে,

٢١٨۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا

www.pathagar.com

وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তারাই আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের আশা করে। আল্লাহ বড়োই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢١٩۔ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ط وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط قُلِ الْعَفْوَ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ○

২১৯. তারা আপনার নিকট মদ ও জুয়া সম্পর্কে জানতে চায়। আপনি বলুন, উভয় জিনিসেই মারাত্মক পাপ রয়েছে, আর মানুষের জন্য (কিছুটা) উপকারও রয়েছে। কিন্তু এর পাপ এর উপকারিতার তুলনায় অধিক মারাত্মক। তারা আপনার নিকট আরও জানতে চায়, তারা কী খরচ করবে? আপনি বলুন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত (সম্পদ)। এভাবেই আল্লাহ (তাঁর) বিধানসমূহ তোমাদের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো–

টীকা : মাদক দ্রব্যের উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, পরিবেশন ও তা পান করা সংক্রান্ত বিষয়ে এটি (২১৯) দ্বিতীয় আয়াত। প্রথমে নাযিল হয় সূরা নাহলের ৬৭ আয়াত, তৃতীয় পর্যায়ে সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াত এবং চূড়ান্ত হারাম ঘোষণা করে সর্বশেষ সূরা মাইদার ৯০-৯১ আয়াত নাযিল হয়।

٢٢٠۔ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ط قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ط وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

২২০. দুনিয়া ও আখেরাতে (উভয়ের ব্যাপারে)। তারা আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, তাদের কল্যাণার্থে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উত্তম। আর তোমরা যদি তাদের সাথে মিলেমিশে থাকো তবে তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ জানেন, কে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এবং কে সংশোধনকারী। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের কষ্টে ফেলতে পারতেন। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٢٢١۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ط وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ج وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ط وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ط اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ج وَاللّٰهُ يَدْعُوْا

২২১. তোমরা মুশরিক নারীদের বিবাহ করো না, যে পর্যন্ত না তারা ঈমান আনে। একজন মু'মিন দাসী অবশ্যই একজন মুশরিক নারীর চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদের নিকট পছন্দনীয় হয়। আর তোমরা (তোমাদের নারীদের) মুশরিক পুরুষদের সাথে বিবাহ দিও না, যে পর্যন্ত না তারা ঈমান আনে। একজন ঈমানদার দাস অবশ্যই একজন মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদের নিকট পছন্দনীয় হয়। এরা (তোমাদের) দোযখের দিকে ডাকে আর আল্লাহ

www.pathagar.com

إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ج وَيُبَيِّنُ
اٰيٰتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○

তাঁর নির্দেশের মাধ্যমে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে ডাকেন। তিনি মানবমণ্ডলীর জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

টীকা : মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য অমুসলিমদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিবাহ হলেও তা সরাসরি বাতিল, এর আইনগত কার্যকারিতা নেই। কেবল ইহুদী-খৃষ্টান নারীদের বিবাহ করা মুসলিম পুরুষদের জন্য জায়েয রাখা হয়েছে।

٢٢٢۔ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ط قُلْ هُوَ
اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ لا
وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ج فَاِذَا تَطَهَّرْنَ
فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ
يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ○

২২২. তারা আপনাকে হায়েয সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, তা অপবিত্র। অতএব তোমরা হায়েযকালে স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকো এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের কাছে যেও না। তারা যখন পবিত্র হবে তখন তাদের কাছে যাও যেভাবে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন।

টীকা : প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের প্রতি মাসে যে রক্তস্রাব হয় তাকে 'হায়েয' বলে। হায়েয অবস্থায় নামায পড়া, রোযা রাখা, কুরআন তিলাওয়াত করা ও সহবাস করা নিষিদ্ধ।

٢٢٣۔ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ
اَنّٰى شِئْتُمْ ز وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ط وَاتَّقُوا
اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ط وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِيْنَ ○

২২৩. তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের ক্ষেতস্বরূপ। অতএব তোমরা যেভাবে চাও তোমাদের ক্ষেতে গমন করো। আর তোমরা নিজেদের জন্য (উত্তম কিছু) অগ্রিম পাঠাও এবং আল্লাহকে ভয় করো। আর তোমরা জেনে রাখো, নিশ্চয়ই তোমাদেরকে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে হবে। আর আপনি মু'মিনদের সুসংবাদ দিন।

٢٢٤۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً
لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا
بَيْنَ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২২৪. তোমাদের সৎকাজ, তাকওয়া ও জনকল্যাণমূলক কাজ থেকে বিরত থাকার শপথে তোমরা আল্লাহর নাম ব্যবহার করো না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

٢٢٥۔ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْٓ
اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ
قُلُوْبُكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

২২৫. তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদের গ্রেপ্তার করবেন না, কিন্তু তোমাদের অন্তর সংকল্প সহকারে যা অর্জন করেছে তার জন্য তিনি তোমাদের গ্রেপ্তার করবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।

www.pathagar.com

২২৬. যারা নিজেদের স্ত্রীদের সম্পর্কে ঈলা (সহবাস না করার প্রতিজ্ঞা) করে তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ আছে। অতঃপর তারা যদি প্রত্যাবর্তন (সহবাস না করার প্রতিজ্ঞা প্রত্যাহার) করে তবে আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٢٦۔ لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ج فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

টীকা : স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করার না রাখার অভিপ্রায়ে কেউ যদি শপথ করে স্ত্রীসহবাস বর্জন করে তবে এটাকে 'ঈলা' বলে। চার মাসের মধ্যে হয় শপথ প্রত্যাহার করতে হবে অথবা দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।

২২৭. আর তারা যদি তালাক দেয়ার দৃঢ় সংকল্প করে থাকে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

٢٢٧۔ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২২৮. তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ নিজেদের অপেক্ষমান রাখবে তিনটি মাসিক ঋতুকাল পর্যন্ত। আর তারা যদি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান এনে থাকে তবে আল্লাহ তাদের গর্ভাশয়ে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের জন্য হালাল নয়। আর তাদের স্বামীরা এই সময়ের মধ্যে তাদেরকে পুনরায় (নিজেদের স্ত্রীত্বে) ফিরিয়ে নেয়ার সমধিক হকদার, যদি তারা আপোসে সংশোধনের ইচ্ছা রাখে। তাদের উপর স্বামীদের যেরূপ অধিকার রয়েছে, তাদেরও স্বামীদের উপর অনুরূপ ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে। অবশ্য তাদের উপর পুরুষদের একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٢٢٨۔ وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ط وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

টীকা : তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর কোনো নারীকে বাধ্যতামূলকভাবে যতোদিন পুনরায় অন্য পুরুষের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করা থেকে বিরত থাকতে হয় তাকে 'ইদ্দাত' বলে। যেসব নারীর নিয়মিত মাসিক ঋতু হয় তাদের ইদ্দাত তিনটি মাসিক ঋতুকাল।

২২৯. তালাক দুইবার। অতঃপর হয় ন্যায়সংগতভাবে রাখবে অথবা সদয়ভাবে বিদায় দিবে। আর তোমরা তাদের যা কিছু দিয়েছো তা থেকে কিছু ফেরত নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ হবে না, কিন্তু সেই ক্ষেত্র ব্যতীত যখন স্বামী-স্ত্রী

٢٢٩۔ اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ص فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا

www.pathagar.com

আশঙ্কা করে যে, তারা আল্লাহ নির্ধারিত সীমাসমূহ রক্ষা করতে পারবে না। অতএব তোমরা যদি আশঙ্কা করো যে, তারা আল্লাহর সীমাসমূহ রক্ষা করতে পারবে না তবে স্ত্রী কিছু বিনিময় দিয়ে স্বামী থেকে বিচ্ছেদ লাভ করায় উভয়ের কোনো পাপ হবে না। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। অতএব তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। আর যারা আল্লাহর সীমাসমূহ লঙ্ঘন করে তারাই যালেম।

اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ج وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

টীকা : 'তালাক দুইবার' অর্থাৎ এক বা দুই তালাক দেয়া হলে স্বামী-স্ত্রী অতি সহজেই পুনরায় দাম্পত্য বন্ধনে ফিরে আসতে পারে, ইদ্দাত চলাকালেও এবং ইদ্দাত শেষ হওয়ার পরও। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে ইজাব-কবুল করে নিলেই হলো। এই আয়াতে খোলা তালাকও অনুমোদন করা হয়েছে।

২৩০. অতঃপর সে যদি তাকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয় তবে সে (স্ত্রী) তার জন্য হালাল হবে না যতোক্ষণ না সে অপর কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অতঃপর সে যদি তাকে তালাক দেয় তবে উভয়ের পুনর্বিবাহে কোন দোষ নেই– যদি তারা মনে করে যে, তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ রক্ষা করতে পারবে। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা যা তিনি জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

٢٣٠۔ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ط فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

২৩১. তোমরা নারীদের তালাক দেয়ার পর তারা তাদের ইদ্দাতপূর্তির নিকটবর্তী হলে তাদেরকে হয় ন্যায়সংগতভাবে ফিরিয়ে নাও অথবা ন্যায়সংগতভাবে বিদায় দাও। তোমরা তাদের আটকে রেখো না বাড়াবাড়ি করে তাদের কষ্ট দেয়ার জন্য। যে ব্যক্তি তা করলো সে তো নিজের উপরই যুলুম করলো। তোমরা আল্লাহর বিধানসমূহকে ঠাট্টার বস্তুতে পরিণত করো না। স্মরণ করো, আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন কতো নিআমত এবং তোমাদের উপর নাযিল করেছেন কিতাব ও হিকমত থেকে, যার দ্বারা তিনি তোমাদের উপদেশ দান করেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

٢٣١۔ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ج وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ط وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ج وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

www.pathagar.com

২৩২. وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ط ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

২৩২. তোমরা স্ত্রীদের তালাক দেয়ার পর তারা তাদের ইদ্দাতকালের পূর্ণতায় পৌঁছলে তাদেরকে তাদের (পূর্বতন বা নতুন) স্বামীদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধা দিও না, যদি তারা পরস্পর ন্যায়সংগতভাবে সম্মত হয়ে থাকে। এর দ্বারা উপদেশ দেয়া হচ্ছে তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে তাদেরকে। এই ব্যবস্থা তোমাদের জন্য অধিক পরিচ্ছন্ন ও পবিত্রময়। আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।

২৩৩. وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ج لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ق وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ج فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ط وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

২৩৩. আর (তালাকপ্রাপ্তা) মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে– যদি শিশুর পিতা দুধ পানকাল পূর্ণ করতে চায়। শিশুর পিতাকে (দুধ পান করাকালে) ন্যায়সংগতভাবে তাদের (মায়েদের) পোশাক-পরিচ্ছদ ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কারো উপর তার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার চাপানো যায় না। কোনো মাকে যেনো তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেয়া না হয় এবং কোন পিতাকেও যেনো তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেয়া না হয়। আর ওয়ারিসদেরও অনুরূপ কর্তব্য রয়েছে। তারা উভয়ে পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শের ভিত্তিতে দুধপান বন্ধ করতে চাইলে তাদের কোনো দোষ হবে না। তোমরা নিজেদের সন্তানদের অন্য স্ত্রীলোকের দুধ পান করাতে চাইলে তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না যদি ন্যায়সংগতভাবে তাদের জন্য ধার্যকৃত পারিশ্রমিক পরিশোধ করো। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো! তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

টীকা : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ হলে কোলের শিশুর দুধপান সম্পর্কে বিধান দেয়া হয়েছে। শিশুর বয়স পূর্ণ দুই বছর হওয়া পর্যন্ত সে মায়ের কাছে থাকবে এবং পিতা শিশুর দুধপান করানো বাবদ শিশুর মাকে মাসোহারা দিবে। এর পরিমাণ নির্ধারিত হবে স্থানীয় প্রচলিত নিয়ত অনুযায়ী।

www.pathagar.com

২৩৪. তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের রেখে যায়, তারা (স্ত্রীরা) যেনো নিজেদের বিষয়ে চার মাস দশ দিন অপেক্ষা (শোক পালন) করে। তাদের এই মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর তারা ন্যায়সংগতভাবে নিজেদের জন্য যা কিছু করবে সেজন্য তাদের কোনো গুনাহ হবে না। আর তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।

٢٣٤۔ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ج فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

টীকা : স্বামী মারা যাওয়ার কারণে কোনো নারীকে কতো দিন ইদ্দাত পালন করতে হবে এ আয়াতে সেই আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কেবল অন্তঃসত্তা নারীর ইদ্দাত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত (তালাকের বেলায়ও তাই)। অন্যান্য নারীদের ইদ্দাতকাল চার মাস দশ দিন।

২৩৫. তোমরা আকারে-ইঙ্গিতে (ইদ্দাতরতা) নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে বা তা নিজেদের অন্তরে লুকিয়ে রাখলে তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা অবশ্যই তাদের স্মরণ করবে। কিন্তু তাদের সাথে তোমরা চুপিসারে কোনো চুক্তি করো না, তবে ন্যায়সঙ্গত কথা বলতে পারো। ইদ্দাতকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা বিবাহের বিষয়টি পাকাপোক্ত করো না। জেনে রাখো! তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা আল্লাহ নিশ্চয়ই জানেন। অতএব তোমরা তাঁকে ভয় করো। তোমরা আরো জেনে রাখো! আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।

٢٣٥۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ط عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ط وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ط وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ج وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

২৩৬. স্ত্রীদের স্পর্শ করার পূর্বে অথবা তাদের জন্য দেনমোহর নির্ধারণের আগে তোমরা তাদের তালাক দিলে তোমাদের কোনো পাপ হবে না, অবশ্য তাদের (বিদায়কালে) কিছু দিয়ে দাও। সম্পদশালী তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং বিত্তহীন তার সামর্থ্য অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গতভাবে তা দিবে, এটা সৎকর্মশীল লোকদের কর্তব্য।

٢٣٦۔ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ج وَّمَتِّعُوْهُنَّ ج عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ج حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ○

২৩৭. তোমরা যদি তাদের স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও এবং তাদের জন্য (পূর্বেই) দেনমোহর ধার্য করে থাকো তবে যা ধার্য করেছো তার অর্ধেক (তাদের

٢٣٧۔ وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ

www.pathagar.com

مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ط وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ط وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

দিবে)। কিন্তু তারা (স্ত্রীরা) উদারতা প্রদর্শন করলে (দাবি ত্যাগ করলে) অথবা যার হাতে বিবাহের বন্ধন রয়েছে সে (স্বামী) উদারতা প্রদর্শন করলে (পূর্ণ দেনমোহর দিলে) তা হবে তাকওয়ার অধিক নিকটতর। তোমরা নিজেদের মধ্যকার পারস্পরিক সদাচারের কথা ভুলে যেও না। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

টীকা : কোনো নারীকে বিবাহ করার পর তার সাথে একান্তে বসবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হলে এবং মোহরানার পরিমাণ ধার্য করা হয়ে থাকলে সে তার অর্ধেক পাবে। আর মোহরানা নির্ধারিত না হয়ে থাকলে শুধু কিছু উপহারাদি পাবে।

٢٣٨. حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ق وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ○

২৩৮. তোমরা নামাযসমূহের, বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের হেফাজত করো এবং আল্লাহর উদ্দেশে অনুগত ও বিনয়ী হয়ে দণ্ডায়মান হও।

٢٣٩. فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ج فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ○

২৩৯. তোমরা ভীত-শঙ্কিত হলে পদাতিক অবস্থায় অথবা আরোহী অবস্থায় (নামায আদায় করো)। অতঃপর তোমরা নিরাপদ হলে আল্লাহকে স্মরণ করো যেভাবে তাঁকে স্মরণ করতে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।

টীকা : যে কোনো ধরনের শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে দৌড়ে পালানো অথবা যাববাহন চালিয়ে পালানো অবস্থায়ই নামায পড়ে নিবে, কাযা করা যাবে না।

٢٤٠. وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ج فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِىْ مَا فَعَلْنَ فِىْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

২৪০. তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায় এবং পশ্চাতে স্ত্রীদের রেখে যায়, তারা যেনো তাদের স্ত্রীদের জন্য এক বছরের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করার এবং বসতবাড়ি থেকে বের না করে দেয়ার ওসিয়াত করে যায়। অতঃপর তারা স্বেচ্ছায় চলে গিয়ে ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজেদের ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তাতে তোমাদের কোনো দোষ হবে না। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

টীকা : সূরা নিসার ১২ নং আয়াতে স্ত্রীকে স্বামীর ওয়ারিসী স্বত্ব প্রদানের দ্বারা স্ত্রীর জন্য ওসিয়াতের এ আদেশ স্থগিত হয়ে যায়।

٢٤١. وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ○

২৪১. তালাকপ্রাপ্তা নারীদের ন্যায়সঙ্গতভাবে কিছু মালপত্র দিতে হবে। এটা আল্লাহভীরু লোকদের কর্তব্য।

টীকা : এ আয়াতে তালাতপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিদায় দেয়ার সময় তার প্রাপ্যের অতিরিক্ত কিছু উপহারাদি দিতে বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

২৪২. এভাবে তোমাদের জন্য আল্লাহ তাঁর বিধানসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো।

٢٤٢۔ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

২৪৩. আপনি কি তাদের সম্পর্কে চিন্তা করেননি যারা সংখ্যায় হাজার হাজার হয়েও মৃত্যুভয়ে নিজেদের বাড়িঘর থেকে বের হয়েছে? আল্লাহ তাদের বললেন, তোমরা মরে যাও। অতঃপর তিনি তাদের পুনর্জীবিত করলেন। আল্লাহ মানুষের প্রতি বড়োই দয়াশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

٢٤٣۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ص فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ق ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ○

টীকা : এখান থেকে ২৫২ আয়াত পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের একটি ঘটনা উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ ও অর্থব্যয় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যুদ্ধে যোগদানের কারণেই মৃত্যু হয় না, এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত নিয়তির অধীন। আত্মগোপন মৃত্যুকে ঠেকাতে পারে না। ঘটনার বিবরণ সূরা মাইদার ২০-২৬ আয়াতের অধীনে দেখা যেতে পারে।

২৪৪. তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো এবং জেনে রাখো! নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

٢٤٤۔ وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২৪৫. এমন কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, তাহলে তিনি তার জন্য তা বহু গুণে বাড়িয়ে দিবেন? আল্লাহ কমান ও বাড়ান এবং তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

٢٤٥۔ مَنْ ذَاالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ط وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

টীকা : কর্যে হাসানা সম্পর্কে কুরআন মজীদের বহু স্থানে আলোচনা এসেছে। মানুষের উপকারের জন্য নিঃস্বার্থভাবে যে ঋণ দেয়া হয় তাকে কর্যে হাসানা বলে। আল্লাহ্‌র দীনের প্রচার-প্রসার, উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য যে অর্থব্যয় করা হয় সেটাকে আল্লাহ তায়ালাকে ঋণদানের সমতুল্য ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি বান্দার দেয়া এই ঋণ বহু গুণে বৃদ্ধি করে ফেরত দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

২৪৬. আপনি কি (চিন্তা করে) দেখেননি মূসার পরবর্তী বনী ইসরাঈলের নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে, যখন তারা নিজেদের নবীকে বলেছিলো, আমাদের জন্য একজন শাসক নিয়োগ করুন, আমরা (তার নেতৃত্বে) আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবো? নবী বললেন, এমন তো হবে না যে, তোমাদের জন্য যুদ্ধে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হলে তোমরা

٢٤٦۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى ص اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ط قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا

www.pathagar.com

نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ط فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلاً مِّنْهُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

যুদ্ধ করবে না? তারা বললো, কেনো আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবো না, অথচ আমাদেরকে আমাদের আবাসভূমি ও আমাদের সন্তানদের থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে? অতঃপর তাদের জন্য যুদ্ধে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হলে অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত সকলেই পলায়ন করলো। আল্লাহ যালেমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।

টীকা : এখানে বনী ইসরাঈলের রাজা তালূতের স্বৈরাচারী জালূতের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই যুদ্ধে হযরত দাউদ (আ)ও (নবুওয়াত লাভের পূর্বে) অংশগ্রহণ করে অসম বীরত্বের পরিচয় দেন।

٢٤٧۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ط قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ط قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ط وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

২৪৭. তাদের নবী তাদের বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তালূতকে তোমাদের শাসক নিয়োগ করেছেন। তারা বললো, কিভাবে আমাদের উপর তার শাসন চলতে পারে, অথচ আমরা তার তুলনায় শাসক হওয়ার অধিক যোগ্য, আর তাকে সম্পদের প্রাচুর্যও দান করা হয়নি? নবী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে তোমাদের জন্য (শাসক) মনোনীত করেছেন এবং তাকে জ্ঞানে ও দৈহিক শক্তিতে সমৃদ্ধ করেছেন। আল্লাহ যাকে চান তাকেই শাসন কর্তৃত্ব দান করেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, মহাজ্ঞানী।

٢٤٨۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

২৪৮. তাদের নবী তাদের বললেন, নিশ্চয়ই তার শাসনক্ষমতার নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সেই সিন্দুকটি ফিরে আসবে যার মধ্যে রয়েছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে প্রশান্তি এবং মূসার পরিবারের ও হারূনের পরিবারের পরিত্যক্ত বরকতপূর্ণ জিনিসপত্র এবং যা ফেরেশতারা বহন করছে। এতে অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে বহু নিদর্শন, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো।

٢٤٩۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ج فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ

২৪৯. অতঃপর তালূত সেনাবাহিনীসহ রওয়ানা হয়ে বললো, আল্লাহ একটি নদী দ্বারা অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি তার পানি পান করবে সে আমার (অনুগত) নয় এবং যে

www.pathagar.com

فَلَيْسَ مِنِّيْ ج وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ ج فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ط فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ج قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

ব্যক্তি তা পান করবে না সে আমার (অনুগত)। অবশ্য যে ব্যক্তি হাতের এক আজলা পরিমাণ পান করবে (সেও আমার অনুগত)। অতএব তাদের সামান্য সংখ্যক ব্যতীত সকলেই নদীর পানি পান করলো। তালূত ও তার সাথে ঈমানদারগণ নদী পার হয়ে তাকে বললো, জালূত ও তার সামরিক বাহিনীর মোকাবিলা করার মতো শক্তি আজ আমাদের নেই। কিন্তু যারা বিশ্বাস করতো যে, তাদেরকে আল্লাহর সমীপে সাক্ষাৎ করতে হবে তারা বললো, কতো ক্ষুদ্র দল আল্লাহর হুকুমে বড়ো বড়ো দলের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে এবং আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

٢٥٠. وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

২৫০. তারা জালূত ও তার সামরিক বাহিনীর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে বললো, হে আমাদের প্রভু! আমাদের ধৈর্যশক্তি দান করো, (যুদ্ধক্ষেত্রে) আমাদের কদম অবিচল রাখো এবং কাফের দলের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য দান করো।

٢٥١. فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ق وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ط وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

২৫১. অবশেষে আল্লাহর হুকুমে তারা কাফেরদের পরাজিত করলো আর দাউদ জালূতকে হত্যা করলো এবং আল্লাহ তাকে রাজত্ব ও বিচক্ষণতা দান করলেন, উপরন্তু তিনি যা চাইলেন তাও তাকে শিক্ষা দান করলেন। আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলের দ্বারা অপর দলকে প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী বিপর্যয়ে ভরে যেতো। কিন্তু আল্লাহ বিশ্বজাহানের অধিবাসীদের প্রতি অতীব দয়াপরবশ।

٢٥٢. تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ط وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

২৫২. এগুলো আল্লাহর আয়াত, যা আমি যথাযথভাবে আপনাকে পাঠ করে শুনাচ্ছি এবং আপনি অবশ্যই রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

পারা-৩

২৫৩. এই রাসূলগণ, যাদের কতককে আমি অপর কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি, তাদের কারো কারো সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং তাদের মধ্যে কাউকে উচ্চতর মর্যাদা দান করেছেন। আর আমি মরিয়ম-পুত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ দান করেছি এবং তাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্য করেছি। আল্লাহ যদি চাইতেন তবে তাদের পরের লোকেরা নিজেদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আসার পরও পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হতো না। কিন্তু তারা মতভেদ করেছে। অতএব তাদের মধ্যকার কিছু লোক ঈমান এনেছে এবং কিছু লোক কুফরী করেছে। আল্লাহ যদি চাইতেন তবে তারা সংঘাতে লিপ্ত হতো না। কিন্তু আল্লাহ যা চান তাই করেন।

২৫৩. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ط وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۙ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ○

২৫৪. হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদের যে রিযিক দান করেছি তা থেকে ব্যয় করো সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন কোনো ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ চলবে না। আর যারা সত্যকে অস্বীকার করে তারাই যালেম।

২৫৪. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ط وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

২৫৫. আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না, নিদ্রাও নয়। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে এমন যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের পূর্বাপর সব কিছু তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না, তিনি যতোটুকু চান ততোটুকু ব্যতীত। তাঁর কুরসী (সর্বময় কর্তৃত্ব) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীব্যাপী পরিব্যাপ্ত। এ দু'টির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করতে পারে না। তিনি সুউচ্চ, সুমহান।

২৫৫. اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○

www.pathagar.com

২৫৬. ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোরজবরদস্তি নেই। সৎপথ ভ্রান্ত পথ থেকে সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট ও পৃথক হয়ে গেছে। অতএব যে ব্যক্তি তাগূতকে (সৎপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীকে) প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনে সে আঁকড়ে ধরেছে এক সুদৃঢ় রজ্জু, যা কখনো ছিঁড়ে যাওয়ার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

٢٥٦۔ لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قف قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ق لَاانْفِصَامَ لَهَا ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

টীকা : 'ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোরজবরদস্তি নেই' অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে ইসলাম গ্রহণ না করলে তাকে নির্যাতন করে বা যে কোনো প্রকারে বলপ্রয়োগে ও হুমকি-ধমকি দিয়ে ধর্মান্তরিত করা যাবে না। কিন্তু এ আয়াতে কোনো মুসলমানকে ধর্মের বিধিনিষেধ লংঘন করার অধিকার দেয়া হয়নি। সে অবশ্য পালনীয় কোনো আদেশ বা নিষেধ লংঘন করলে শাস্তিযোগ্য হবে।

২৫৭. আল্লাহ ঈমানদারগণের বন্ধু। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন। আর যারা অবাধ্যাচারী হয়েছে তাদের পৃষ্ঠপোষক বন্ধু হচ্ছে তাগূত। সে তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। তারা দোযখবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

٢٥٧۔ اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২৫৮. আল্লাহ যে ব্যক্তিকে রাজত্ব দান করেছিলেন তার (আচরণের প্রতি) আপনি কি লক্ষ করেননি যে, সে ইবরাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল ? ইবরাহীম যখন বললেন, তিনিই আমার প্রভু যিনি জীবিত করেন ও মারেন। তখন সে বললো, আমিও জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইবরাহীম বললেন, তাহলে আল্লাহ তো সূর্যকে পূর্বদিক থেকে উদিত করেন, তুমি সেটিকে পশ্চিমদিক থেকে উদিত করো তো। তাতে যে সত্যকে অগ্রাহ্য করে চলছিলো সে হতবুদ্ধি হয়ে গেলো। যারা যালেম আল্লাহ তাদের পথ দেখান না।

২৫৮. اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ م اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ لا قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ ط قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

২৫৯. অথবা আপনি কি লক্ষ করেননি সেই ব্যক্তির উপমা, যে এমন একটি আবাসিক এলাকা অতিক্রম করে যাচ্ছিল, যার বাড়ি-ঘরের ছাদগুলো

২৫৯. اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ج قَالَ اَنّٰى يُحْىٖ

www.pathagar.com

هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ج فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ط قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ط قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ج وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ط فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

মাটিতে ধ্বসে পড়েছিল। সে বললো, এই মৃত জনপদ আল্লাহ কীভাবে পুনর্জীবিত করবেন! অতএব আল্লাহ তাকে এক শত বছরের জন্য মৃত্যুদান করলেন, অতঃপর তাকে জীবিত করে উঠালেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কতো কাল (এভাবে) পড়েছিলে ? সে বললো, একদিন বা দিনের কিছু অংশ এভাবে ছিলাম। তিনি বললেন, না, তুমি এভাবে এক শত বছর ছিলে। তোমার খাদ্য ও পানীয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করো,তা পচে বাসি হয়ে যায়নি। আবার তোমার গাধার দিকেও তাকিয়ে দেখো (তা পচেগলে ধ্বংস হয়ে গেছে), যাতে আমি তোমাকে মানুষের জন্য নিদর্শন বানাতে পারি এবং (গাধার) অস্থিগুলোর প্রতিও লক্ষ করো কিভাবে সেগুলোকে কঙ্কালের কাঠামোয় পরিণত করি এবং তাতে গোশত সংযোজন করি। যখন তার সামনে (জীবন-মৃত্যুর রহস্য) সুস্পষ্ট হয়ে গেলো তখন সে বললো, আমি জানি আল্লাহ সর্ববিষয়ে পূর্ণ শক্তিমান।

٢٦٠۔ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى ط قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ط قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ط قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ط وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

২৬০. এবং (সেই ঘটনাও স্মরণ করুন) যখন ইবরাহীম বললেন, হে আমার প্রভু! আমাকে (একটু) দেখাও, তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত করো। তিনি বললেন, আপনি কি (এ বিষয়ে) ঈমান আনেননি ? তিনি বললেন, হাঁ (ঈমান তো এনেছি) কিন্তু চাক্ষুস দেখে আমার অন্তরের প্রশান্তি লাভ করতে চাই। তিনি বললেন, আপনি চারটি পাখি নিন এবং সেগুলোকে নিজের কাছে পোষ মানান, অতঃপর সেগুলোর এক একটি অংশ এক এক পাহাড়ের উপর রেখে দিন, অতঃপর সেগুলোকে ডাক দিন, তারা আপনার নিকট দ্রুত উড়ে চলে আসবে। জেনে রাখুন! আল্লাহ নিশ্চয়ই প্রবল পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٢٦١۔ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

২৬১. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের তুলনা করা যায় একটি শস্যবীজের সংগে, তা থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়, প্রতিটি শীষে একশোটি করে শস্যদানা ফলে। আল্লাহ যাকে চান তার সম্পদ আরও বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, মহাজ্ঞানী।

www.pathagar.com

টীকা : উপরোক্ত আয়াত থেকে ২৮৩ নং আয়াত পর্যন্ত ইসলামী অর্থব্যবস্থার অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিধান দেয়া হয়েছে।

২৬২. যেসব লোক আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে, অতঃপর যা ব্যয় করেছে তার জন্য পেছনে খোঁটাও দেয় না এবং কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোনো ভয়ও নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

٢٦٢. اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلآَ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

২৬৩. ভদ্রোচিত (একটা মিষ্টি) কথা ও ক্ষমা প্রদর্শন এমন দান-খয়রাতের চেয়ে উত্তম যার পেছনে আসে কষ্টক্লেশ। আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ, পরম সহিষ্ণু।

٢٦٣. قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ط وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ ○

২৬৪. হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা বলে এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান-খয়রাতকে সেই ব্যক্তির মতো নষ্ট করে দিও না, যে নিছক লোক দেখানোর জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করে এবং যে না আল্লাহর উপর ঈমান রাখে, না আখেরাতের দিনের উপর। তার দৃষ্টান্ত একটি শক্ত ও অনুর্বর পাথরের অনুরূপ, যার উপর মাটির আস্তর পড়ে আছে। তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হলো, যা এটাকে (আস্তরশূন্য) পরিষ্কার পাথর হিসেবে ত্যাগ করলো। তারা যা উপার্জন করে তার কিছুই তারা রক্ষা করতে সমর্থ হয় না। আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।

٢٦٤. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ط كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ط لاَ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ط وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○

টীকা : আল্লাহর পথে দান-খয়রাত হতে হবে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। দান করে বলে বেড়ালে, খোঁটা দিলে বা গ্রহীতাকে দয়ার পাত্র ভেবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলে দানের মূল্য হবে মরুভূমির মরীচিকার ন্যায়।

২৬৫. আর যেসব লোক আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশে এবং নিজেদের আত্মার দৃঢ়তার জন্য নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে তাদের তুলনা হচ্ছে সেই উর্বর ভূমির বাগানের সংগে যেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হলে তার ফলন দ্বিগুণ হয়। আর প্রবল বৃষ্টিপাত না হলে সামান্য হালকা বৃষ্টিপাতই (তার জন্য) যথেষ্ট। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

٢٦٥. وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

www.pathagar.com

২৬৬. তোমাদের কেউ কি আশা করে যে, তার মালিকানায় বহমান ঝর্ণা সমৃদ্ধ খেজুর ও আঙ্গুরের এমন একটি বাগিচা হোক যাতে থাকবে তার জন্য হরেক রকমের ফল, অতঃপর বার্ধক্য তাকে আলিঙ্গন করে এবং তার থাকে দুর্বল (নাবালেগ) সন্তান, এমন অবস্থায় অগ্নিবায়ু প্রবাহিত হয়ে বাগানটি জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যাক? আল্লাহ এভাবে তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন, যাতে তোমরা চিন্তাভাবনা করো।

٢٦٦۔ اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۖ فَاَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ○

২৬৭. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি তোমাদের জন্য জমীন থেকে যা উৎপন্ন করেছি তার উৎকৃষ্ট অংশ (আল্লাহর রাহে) খরচ করো এবং নিকৃষ্ট অংশ খরচ করার সংকল্প করো না, যা (তোমাদের দেয়া হলে) তোমরাও চোখ বন্ধ (উপেক্ষা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য) করা ছাড়া গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবে না। জেনে রাখো! নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ, সকল প্রশংসার অধিকারী।

٢٦٧۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ○

টীকা : 'আমি তোমাদের জন্য জমিতে যা উৎপন্ন করি' এই আয়াতাংশ এবং সূরা আনআমের ১৪১ নং আয়াতাংশ দ্বারা জমিতে উৎপাদিত ফসলের যাকাত (উশর) দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

২৬৮. শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতায় লিপ্ত হতে আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, মহাজ্ঞানী।

٢٦٨۔ اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

২৬৯. তিনি যাকে চান প্রজ্ঞা দান করেন এবং যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয় তাকে প্রচুর কল্যাণ দান করা হয়েছে। বুদ্ধিমান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।

٢٦٩۔ يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

২৭০. তোমরা যা কিছু (অন্যের জন্য) খরচ

٢٧٠۔ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ

www.pathagar.com

مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

করো অথবা মানত করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবগত আছেন। যালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

٢٧١۔ اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ج وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

২৭১. তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করো তবে তাও যথেষ্ট, আর যদি তা গোপনে করো এবং গরীবদের দান করো তবে তা তোমাদের জন্য খুবই উত্তম। তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন। তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত আছেন।

٢٧٢۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ط وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ○

২৭২. (হে রাসূল) মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করার দায়িত্ব আপনার উপর অর্পিত নয়। একমাত্র আল্লাহ যাকে চান তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন। তোমরা যে ধনসম্পদ ব্যয় করো তা তোমাদের নিজেদের (কল্যাণের) জন্যই। তোমরা তো আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের উদ্দেশেই সম্পদ ব্যয় করে থাকো। কাজেই তোমরা (দান-খয়রাত করে) যে সম্পদ ব্যয় করো তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

٢٧٣۔ لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ ز يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ج تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ج لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

২৭৩. সেইসব অভাবগ্রস্ত লোকের জন্য (দান-খয়রাত) যাদেরকে আল্লাহর পথে(দীনের প্রচারকাজে) আবদ্ধ করা হয়েছে (সার্বক্ষণিক-ভাবে)। তাই তারা (জীবিকার অন্বেষণে) যমীনে চলাফেরা করতে সক্ষম হয় না। অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে সাহায্য চাওয়া থেকে বিরত থাকার কারণে সচ্ছল মনে করে। আপনি তাদের মুখমণ্ডলের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারবেন। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে চেয়ে বেড়ায় না। তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ ব্যয় করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

টীকা : আল্লাহর দীনের প্রচার-প্রসারে যারা নিয়োজিত থাকেন তারা অভাবগ্রস্ত হলে এ আয়াতে তাদেরকে যাকাত দিয়ে ও অন্যান্য উপায়ে দান-খয়রাত করে সাহায্য করতে বলা হয়েছে।

٢٧٤۔ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ

২৭৪. যারা রাতে ও দিনে এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ (আল্লাহ্‌র পথে)

www.pathagar.com

وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

ব্যয় করে তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের পুরস্কার। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

٢٧٥- اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ج وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ط فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ط وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ط وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২৭৫. যারা সুদের কারবারে লিপ্ত হয় তারা এমনভাবে দণ্ডায়মান হয় (আচরণ করে) যেনো মনে হয় শয়তান তাদেরকে স্পর্শ করে চেতনাশূন্য করে দিয়েছে। কেননা তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য আইনসংগত (হালাল) করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। অতএব যার নিকট তার প্রভুর পক্ষ থেকে উপদেশ পৌঁছে যায়, অতঃপর সে (সুদের লেনদেন থেকে) বিরত হয় সেই ক্ষেত্রে অতীতে যা কিছু সে লাভ করেছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহর উপর ন্যস্ত। আর যারা (সুদের) পুনরাবৃত্তি করবে তারা অবশ্যই দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

টীকা : শেরেক, নরহত্যা ও যেনার পাপাচারের চেয়ে সুদের পাপ কোনো অংশেই কম নয়। যারা স্বেচ্ছায় সুদের কারবার ত্যাগ করবে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হয়েছে (২৭৯ নং আয়াত)।
আপনি কাউকে ব্যবসা করার জন্য কিছু টাকা দিয়ে বললেন, আপনি কতো লাভ করলেন বা লোকসান দিলেন সেটা আমার জানার বিষয় নয়। আমাকে এতো টাকা লাভ দিবেন। এরূপ চুক্তিমূলে যে লাভ আসে তা সুদ। লাভ খেতে হলে লোকসানেরও দায় বহন করতে হবে। "লাভ দায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট" (হাদীস)।

٢٧٦- يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ○

২৭৬. আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোনো কাফের ও পাপীকে পছন্দ করেন না।

٢٧٧- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

২৭৭. অবশ্য যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, নামায কায়েম করেছে এবং যাকাত পরিশোধ করেছে তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোনো ভয়ও নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

٢٧٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا

২৭৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা তোমাদের প্রাপ্য ছিলো

www.pathagar.com

مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

তার দাবি ত্যাগ করো, যদি তোমরা যথার্থই মু'মিন হও।

٢٧٩۔ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ج لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ○

২৭৯. যদি তোমরা তা না করো তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। আর যদি তোমরা তওবা করো (সুদের দাবি ত্যাগ করো) তবে তোমাদের মূলধন তোমরা ফেরত পাবে। তোমরা নিপীড়ন করবেও না এবং নিপীড়িত হবেও না।

٢٨٠۔ وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ط وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

২৮০. আর যদি কোন (ঋণী) ব্যক্তি দুর্দশাগ্রস্ত হয় তবে তাকে সচ্ছলতা ফিরে আসা পর্যন্ত অবকাশ দিতে হবে। যদি তোমরা (ঋণগ্রস্তকে ঋণ) দান-খয়রাত করো তবে তা তোমাদের জন্য অতীব কল্যাণকর, যদি তোমরা অনুধাবন করো।

টীকা : ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে অসুবিধা হলে তাকে আরো সময় বাড়িয়ে দেয়ার এবং সম্ভব হলে ঋণের দাবি ত্যাগ করার জন্য এ আয়াতে ঋণদাতাকে উপদেশ দেয়া হয়েছে।

٢٨١۔ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ق ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

২৮১. এবং তোমরা সে দিনের ভয় করো যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে, অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জন পূর্ণরূপে প্রদান করা হবে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

٢٨٢۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ط وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ص وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ج وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ط فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ط وَاسْتَشْهِدُوْا

২৮২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নির্দিষ্ট মেয়াদে পরস্পর ঋণের লেনদেন করো তখন তা লিখে রাখো। উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো লেখক ন্যায়সংগতভাবে (চুক্তিপত্র) লিখে দিবে এবং লেখক যেনো (চুক্তিপত্র) লিখে দিতে অস্বীকার না করে। কারণ আল্লাহ তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। অতএব সে যেনো লিখে দেয় এবং যার উপর ঋণ চাপছে সে (তাকে) লেখার বিষয়বস্তু বলে দিবে এবং সে যেনো তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে এবং স্থিরীকৃত বিষয় থেকে কিছু কম বা বেশী না করে। যার উপর ঋণ চাপছে সে যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অসমর্থ হয় তবে তার অভিভাবক যেনো ন্যায়ানুগভাবে তা

www.pathagar.com

شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ
اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ط وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ
اِذَا مَا دُعُوْا ط وَلَا تَسْئَمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ
صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ط ذٰلِكُمْ
اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى
اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ط وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ص
وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ط وَاِنْ
تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط
وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

বলে দেয়। আর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুইজন সাক্ষী রাখো। দুইজন পুরুষ সাক্ষী না পাওয়া গেলে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলাকে (সাক্ষী রাখো), যাতে উভয়ের একজনে ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। সাক্ষীগণকে তোমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হবে। সাক্ষীগণকে তলব করা হলে তারা যেনো (উপস্থিত হতে) অস্বীকার না করে। লেনদেন ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ যাই হোক তা মেয়াদ উল্লেখসহ লিখে রাখতে তোমরা গড়িমসি করো না। এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট অধিকতর ন্যায়ানুগ, সাক্ষ্য-প্রমাণের জন্য যথোপযুক্ত এবং তোমাদের সন্দেহ-সংশয়ে পতিত হওয়ার আশঙ্কা অনেক কমে যায়। কিন্তু যেসব বাণিজ্যিক লেনদেন তোমরা পরস্পরের মধ্যে নগদ করে থাকো সেগুলো লিখে না রাখলে তোমাদের কোনো অসুবিধা নেই। তোমরা পরস্পরের মধ্যে কৃত ব্যবসায়িক লেনদেনে সাক্ষী রাখো। লেখক ও সাক্ষীকে যেনো ক্ষতিগ্রস্ত না করা হয়। যদি তোমরা তাই করো তবে তা হবে তোমাদের পাপাচার এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ তোমাদের জ্ঞান দান করেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

টীকা : ভবিষ্যৎ বিরোধ এড়ানোর জন্য এই দীর্ঘ আয়াতটিতে ঋণের লেনদেন সম্পর্কে কতোগুলো নীতিগত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। লিখিতভাবে ঋণচুক্তি করতে ও সাক্ষী রাখতে বলা হয়েছে। সাক্ষীর অভাবে জিনিসপত্র বন্ধকও রাখা যেতে পারে। এ আয়াতে সার্ভিস চার্জ গ্রহণও অনুমোদন করা হয়েছে।

٢٨٣. وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا
كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ط فَاِنْ اَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ
وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ط وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ط وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ
قَلْبُهٗ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○

২৮৩. যদি তোমরা সফরে থাকো এবং কোনো লেখক না পাও তবে বন্ধক হিসেবে কোনো জিনিস (ঋণদাতার) দখলে দাও। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অপরের নিকট কিছু আমানত রাখে তবে যার নিকট আমানত রাখা হয়েছে সে যেনো তার আমানত ফেরত দেয় এবং নিজ প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে ব্যক্তি তা গোপন করে, তার হৃদয় গুনাহর দ্বারা কলুষিত। তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ জ্ঞাত।

www.pathagar.com

২৮৪. আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর। তোমাদের অন্তরে যা আছে তা তোমরা প্রকাশ করো অথবা লুকিয়ে রাখো, আল্লাহ তোমাদের নিকট থেকে তার হিসাব নিবেন। তারপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। আল্লাহ সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

٢٨٤۔ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ط فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

২৮৫. রাসূল তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার উপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছেন এবং ঈমানদারগণও। তারা সকলেই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুলে, তাঁর কিতাবসমূহে ও তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান এনেছে। (তারা বলে) আমরা তাঁর রসূলগণের কারো মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। তারা আরো বলে, আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করবো।

٢٨٥۔ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ قف لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ قف وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ق غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○

২৮৬. আল্লাহ কারো উপর তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বভার চাপান না। সে যা নেকী উপার্জন করেছে তার কল্যাণের জন্যই এবং যা গুনাহ অর্জন করেছে তার পরিণতিও তাকেই ভোগ করতে হবে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ভুলে গেলে বা ত্রুটি-বিচ্যুতি করে ফেললে আমাদের গ্রেপ্তার করো না। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের উপর এমন দায়িত্বভার চাপিয়ে দিও না যেরূপ দায়িত্বভার তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলে। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের উপর এমন দায়িত্বভার অর্পণ করো না যা বহনের শক্তি আমাদের নেই। তুমি আমাদের প্রতি উদার হও, আমাদের ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হও। তুমিই আমাদের অভিভাবক। অতএব তুমি কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।

٢٨٦۔ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ج وَاعْفُ عَنَّا وقف وَاغْفِرْ لَنَا وقف وَارْحَمْنَا وقف اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

www.pathagar.com

৩. সূরা আল ইমরান (৮৯) ٣- سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَانَ

আয়াত : ২০০, রুকূ' : ২০, মাদানী اٰيَاتُهَا : ٢٠٠، رُكُوْعٌ : ٢٠، مَدَنِيَّةٌ

সূরাটির বিভিন্ন অংশ দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধ থেকে শুরু করে নবম হিজরীতে নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধি দল আগমনকাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে।

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-মীম। ١- الٓمّٓ ①

২. আল্লাহ্- তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরজীবী, চিরস্থায়ী। ٢- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ اَلْحَیُّ الْقَيُّوْمُ ②

৩. তিনি আপনার নিকট সত্যসহ এই কিতাব নাযিল করেছেন। তা তার আগেকার কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী এবং তিনি তাওরাত ও ইনজীল কিতাব দু'টিও নাযিল করেছেন ٣- نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ③

৪. ইতিপূর্বে, মানুষের পথপ্রদর্শকরূপে এবং তিনি ফুরকানও (সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্যকারী মানদণ্ড) নাযিল করেছেন। যারা আল্লাহ্‌র বাণীসমূহের বিরুদ্ধাচরণ করে নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আল্লাহ্ মহাপরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। ٤- مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامٍ ④

৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার কোনো কিছুই গোপন নেই। ٥- اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ⑤

৬. তিনিই জরায়ুসমূহের অভ্যন্তরে নিজ ইচ্ছামতো তোমাদের দৈহিক কাঠামো গঠন করেন। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি মহাপরাক্রান্ত, পরম প্রজ্ঞাময়। ٦- هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑥

৭. তিনিই আপনার নিকট এই কিতাব নাযিল করেছেন। এর কিছু আয়াত বোধগম্য (মুহকাম), এগুলো কিতাবের মূল বিষয় এবং অন্যগুলো রূপক-দ্ব্যর্থবোধক (মুতাশাবিহ)। যাদের অন্তরে সরলতা নেই তারাই কেবল বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং এগুলোর মর্ম উদ্ধারের জন্য এর দ্ব্যর্থবোধক আয়াতের অনুসরণ করে। অথচ আল্লাহ্ ব্যতীত ٧- هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ

www.pathagar.com

وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ج وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ م وَالرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ لا كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ج وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ○

এর মর্ম কেউই জ্ঞাত নয়। আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ক তারা বলে, আমরা এর উপর ঈমান আনলাম। এসবই আমাদের প্রভুর নিকট থেকে এসেছে। জ্ঞানবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

টীকা : কিছু আয়াত বোধগম্য (মুহকামাত), যেসব আয়াতের বক্তব্য স্পষ্ট, যাতে আদেশ-নিষেধ, বিধিবিধান, উপদেশ ও ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে বলে মুহকাম আয়াত। পক্ষান্তরে যেসব আয়াতে আল্লাহ্‌র সত্তা, তাঁর হাত-চোখ-কান, তাকদীরের বিষয়, জান্নাত-জাহান্নাম, ফেরেশতা অর্থাৎ বাহ্যিক জ্ঞান বহির্ভূত বিষয় রয়েছে সেগুলো মুতাশাবিহাত।

٨۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ج اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ○

৮. হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে সুপথে আনার পর আমাদের অন্তরগুলোকে বিপথগামী করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদের দান করো রহমত। নিশ্চয়ই তুমি মহা-দানকারী।

٩۔ رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۞

৯. হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই তুমি একদিন মানুষকে সমবেত করবে যার আগমন সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ভঙ্গ করেন না অঙ্গিকার।

١٠۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ط وَاُولٰٓئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ○

১০. নিশ্চয়ই যারা অবাধ্যাচরণ করে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র নিকট তাদের কিছুমাত্র উপকারে আসবে না। এরাই হবে দোযখের আগুন জ্বালানোর উপকরণ।

١١۔ كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ج فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ط وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

১১. এটা যে ফেরাউন সম্প্রদায়ের এবং তাদের পূর্বকালের লোকদের স্বভাব। তারা আমার বিধানসমূহকে মিথ্যা মনে করেছিলো। অতএব আল্লাহ তাদের পাপাচারের কারণে তাদের গ্রেপ্তার করলেন এবং আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা।

١٢۔ قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ط وَبِئْسَ الْمِهَادُ○

১২. যারা অবাধ্যাচরণ করে আপনি তাদের বলুন, অচিরেই তোমরা পরাজিত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামে সমবেত করা হবে। তা কতো নিকৃষ্ট বাসস্থান।

١٣۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ

১৩. যে দু'টি দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলো

www.pathagar.com

الْتَقَتَا ط فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ ط وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ○

তাদের মধ্যে অবশ্যই তোমাদের জন্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। একদল আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে এবং অপর দল ছিলো কাফের। এরা তোমাদেরকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দ্বিগুণ দেখেছিলো। আল্লাহ্ তাঁর সাহায্য দ্বারা যাকে ইচ্ছা শক্তি যোগান। এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে চক্ষুষ্মানদের জন্য।

টীকা : আয়াতে বদর যুদ্ধের ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সূরা আনফালের ৪৪ নং আয়াতও দেখুন।

١٤۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ط ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ○

১৪. মানুষের জন্য অকর্ষণীয় করা হয়েছে : নারী, সন্তান-সন্ততি এবং সঞ্চিত সোনা-রূপা, চিহ্নযুক্ত ঘোড়া, গবাদি পশু ও শস্যপূর্ণ ক্ষেত-খামার। এগুলো পার্থিব জীবনের উপভোগের উপকরণ। আর আল্লাহ্‌র নিকটই রয়েছে সৌন্দর্যময় আশ্রয়স্থল।

١٥۔ قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ط لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ○

১৫. আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এগুলোর চেয়েও উত্তম জিনিস সম্পর্কে অবহিত করবো? যারা ধর্মভীরু তাদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে রয়েছে বহমান নদী-নালা। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে, আরো রয়েছে পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি। আল্লাহ্ বান্দাগণের মহাদ্রষ্টা।

١٦۔ اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

১৬. তারা বলে, হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আমরা ঈমান এনেছি। অতএব তুমি আমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দাও এবং আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।

١٧۔ اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ○

১৭. তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, সম্পদ ব্যয়কারী এবং ভোররাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

١٨۔ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

১৮. আল্লাহ্, ফেরেশতাকুল ও জ্ঞানীগণ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং

www.pathagar.com

وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

তিনি ইনসাফ কায়েমকারী। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

١٩۔ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ق وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

১৯. আল্লাহ্‌র নিকট ইসলামই একমাত্র দীন। আহ্‌লে কিতাবগণ তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরই পারস্পরিক বিদ্বেষবশত মতভেদ করেছে। যারাই আল্লাহ্‌র বিধান অমান্য বা অস্বীকার করবে, আল্লাহ্ দ্রুত (তার) হিসাব গ্রহণকারী।

٢٠۔ فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ط وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ط فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ج وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۝

২০. এরপরও তারা যদি আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাহলে আপনি বলুন, আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। আর আপনি আহলে কিতাব ও নিরক্ষরদের (আরবদের) বলুন, তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করবে? যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে তারা সৎপথ পেয়ে গেলো। আর যদি তারা ফিরে যায় তবে আপনার কাজ শুধু প্রচার করা। আল্লাহ্ বান্দাগণের সম্যক দ্রষ্টা।

٢١۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

২১. যারা আল্লাহ্‌র বিধানসমূহ অমান্য করে, নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং যারা মানুষের মধ্যে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয় তাদেরকেও হত্যা করে– আপনি তাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দিন।

٢٢۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ز وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

২২. তাদের যাবতীয় কাজকর্ম দুনিয়া ও আখেরাতে নিষ্ফল, ব্যর্থ এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

٢٣۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ

২৩. আপনি কি সেইসব লোককে দেখেননি যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দান করা হয়েছিলো? তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার

www.pathagar.com

لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

উদ্দেশে তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে ডাকা হয়েছিলো। অতঃপর তাদের মধ্যকার একদল উল্টো দিকে চলে গেলো এবং তারাই বিমুখ।

٢٤. ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ص وَّغَرَّهُمْ فِىْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

২৪. তা এজন্য যে, তারা বলে, নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনই শুধু দোযখ আমাদের স্পর্শ করবে, তারপর আর নয়। তাদের ধর্মের মধ্যে তাদের কল্পিত ধারণাই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে।

٢٥. فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ق وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

২৫. কিন্তু সন্দেহাতীত দিনে যখন আমি তাদেরকে সমবেত করবো তখন কী অবস্থা হবে? আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা উপার্জন করেছে তার পূর্ণ প্রতিদান তাকে দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনোরূপ যুলুম করা হবে না।

٢٦. قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

২৬. আপনি বলুন, হে আল্লাহ্! তামাম জাহানের মালিক! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করো, যার নিকট থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নেও, যাকে চাও সম্মানিত করো এবং যাকে ইচ্ছা অপমান করো। তোমার হাতেই সার্বিক কল্যাণ নিহিত। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

টীকা : আয়াত থেকে আল্লাহ তায়ালার নিরংকুশ সার্বভৌম শক্তি ও কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়। তিনিই রাজাকে প্রজা এবং প্রজাকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন।

٢٧. تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

২৭. তুমিই রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করাও, তুমিই মৃত থেকে জীবিতকে সৃষ্টি করো এবং জীবিত থেকে মৃতকে সৃষ্টি করো এবং তুমি যাকে চাও বেহিসাব রিযিক দান করো।

٢٨. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَىْءٍ اِلَّآ اَنْ

২৮. ঈমানদার লোকজন যেনো ঈমানদার লোকজনকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রহণ না করে। কেউ তা করলে আল্লাহ্‌র সাথে তার কোনো কিছুতেই সম্পর্ক থাকবে না। তবে তাদের অনিষ্ট থেকে

www.pathagar.com

تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ط وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ○

তোমাদের রক্ষা পাওয়া উদ্দেশ্য হলে স্বতন্ত্র কথা। আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর সত্তা সম্পর্কে সতর্ক করছেন এবং আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন।

টীকা : এ আয়াতে ঈমানদার জনগোষ্ঠীকে কাফেরদেরকে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। বর্তমান কালে প্রায় প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্র পরস্পরকে সহযোগী হিসেবে গ্রহণ না করে পাশ্চাত্যের কুফরী শক্তিকে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রহণ করেছে। ফলে তারা তাদের কুটিল ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কোনো দিক থেকেই স্বতন্ত্রভাবে শক্তিশালী হতে পারছে না।

٢٩۔ قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ط وَيَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

২৯. আপনি বলুন, তোমাদের অন্তরে যা আছে তা তোমরা লুকিয়ে রাখো অথবা প্রকাশ করো– আল্লাহ্ তা জানেন। আসমানসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাও তিনি জানেন। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٣٠۔ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ج تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا بَعِيْدًا ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ○

৩০. সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি– যে উত্তম কাজ করেছে এবং যে খারাপ কাজ করেছে তা উপস্থিত পাবে। সে আকাঙ্ক্ষা করবে, যদি তার ও তার কৃতকর্মের মধ্যে দূর ব্যবধান হতো! আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর সত্তা সম্পর্কে সতর্ক করছেন। আল্লাহ্ বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।

٣١۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৩১. আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালোবাসো তবে আমার অনুসরণ করো। তিনি তোমাদেরকে মহব্বত করবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করবেন। আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

টীকা : আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসার আলামত হলো তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (স)-এর আনুগত্য করা। যে লোক যতো বেশি তাঁর অনুগত সে ততো বেশি আল্লাহকে ভালোবাসে। তাঁর আনুগত্য করার অর্থ হচ্ছে, ইসলামী শরীয়াতের বিধিবিধান মেনে চলা। যে ব্যক্তি যতোটা আন্তরিকতার সাথে শরীয়াতের অনুসারী সে ততোটা আল্লাহ্র রাসূলের অনুগত। আর যে ব্যক্তি শরীয়াতের যতোটা বিপরীত চলে সে ততোটা আল্লাহ্র রাসূলের বিরোধী।

٣٢۔ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ج فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ○

৩২. আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ্র অনুগত হও এবং রাসূলেরও। যদি তারা ফিরে যায় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফেরদের পছন্দ করেন না।

٣٣۔ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

৩৩. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জগতবাসীর মধ্যে আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরকে বেছে নিয়েছেন।

www.pathagar.com

৩৪. তারা একে অপরের বংশধর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

٣٤. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

৩৫. ইমরানের স্ত্রী যখন বললেন, হে প্রভু! আমার পেটে যা আছে তা তোমার নামে তোমার ইবাদতখানার সেবায়েতরূপে স্বাধীন করে দেয়ার মানত করলাম। অতএব তুমি আমার থেকে তা কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি মহাশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

টীকা : এখান থেকে হযরত মরিয়ম (আ)-এর জন্ম সংক্রান্ত আলোচনা শুরু হয়েছে।

٣٥. اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ج اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

৩৬. তিনি সন্তান প্রসব করার পর বলেন, হে প্রভু! নিশ্চয়ই আমি এক কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। তিনি যা প্রসব করেছেন তা আল্লাহ্ জ্ঞাত আছেন। ছেলে তো কন্যা-সম নয়। আমি তার নাম রাখলাম মরিয়ম। আমি তার ও তার বংশধরের জন্য অভিশপ্ত শয়তান থেকে তোমার আশ্রয় চাই।

٣٦. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ط وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ج وَاِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّيْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝

৩৭. অতএব তার প্রভু তাকে উত্তমরূপে কবুল করলেন, উত্তমরূপে লালন-পালন করলেন এবং তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করলেন। যখনই যাকারিয়া তার কক্ষে প্রবেশ করতেন তখনই তার নিকট খাদ্যদ্রব্য দেখতে পেতেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে মরিয়ম! তোমার জন্য এটা কোথা থেকে এসেছে? তিনি বলেন, এটা আল্লাহ্র নিকট থেকে এসেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।

٣٧. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ط كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ج قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ط قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

৩৮. এখানেই যাকারিয়া তার প্রভুর নিকট দোয়া করলেন। তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! তোমার নিকট থেকে আমাকে এক পবিত্র বংশধর দান করো। নিশ্চয়ই তুমি দোয়া শ্রবণকারী (কবুলকারী)।

٣٨. هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ج قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ج اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ۝

৩৯. অতএব ফেরেশতাগণ তাকে ডাক দিলেন

٣٩. فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ

www.pathagar.com

فِى الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

এবং তিনি তখন কক্ষের ভিতরে নামাযে দণ্ডায়মান ছিলেন : আল্লাহ্ আপনাকে ইয়াহ্ইয়া নামীয় সন্তানের নিশ্চিত সুসংবাদ দিচ্ছেন। সে হবে আল্লাহ্র বাণীর সত্যায়নকারী, সায়্যিদ (নেতা), আত্মসংযমী এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের মধ্যে একজন নবী।

٤٠. قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِىْ عَاقِرٌ ط قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ○

৪০. তিনি বলেন, হে আমার প্রভু! আমার পুত্রসন্তান হবে কীভাবে! আমি তো বার্ধক্যে পৌঁছে গেছি এবং আমার স্ত্রীও তো সন্তান ধারণে অক্ষম (বন্ধ্যা)। তিনি বলেন, এভাবেই আল্লাহ্ যা চান তা করেন।

٤١. قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْٓ اٰيَةً ط قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ط وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِىِّ وَالْاِبْكَارِ ○

৪১. তিনি বলেন, হে আমার প্রভু! আমার জন্য একটি নিদর্শন স্থির করুন। তিনি বলেন, আপনার জন্য নিদর্শন এই যে, আপনি কেবল ইশারা ব্যতীত তিন দিন যাবত লোকজনের সাথে কথা বলবেন না, পর্যাপ্ত পরিমাণে আপনার প্রভুকে স্মরণ করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করুন।

٤٢. وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰىكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ○

৪২. আর ফেরেশতাগণ যখন বললো, হে মরিয়ম! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আপনাকে বেছে নিয়েছেন, পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীদের মধ্যে আপনাকে মনোনীত করেছেন।

٤٣. يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ○

৪৩. হে মরিয়ম! আপনি আপনার প্রভুর অনুগত হোন, সিজদা করুন এবং রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' করুন।

٤٤. ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ط وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ○

৪৪. এটা অদৃশ্যের সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, আমি আপনার নিকট তা ওহী করেছি। আপনি তাদের নিকট উপস্থিত ছিলেন না যখন তারা এই মর্মে তাদের কলমগুলো (পানিতে) নিক্ষেপ করছিলো যে, তাদের মধ্যে কে মরিয়মকে লালন-পালন করবে এবং আপনি তখনো তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন না যখন তারা (এ বিষয়ে) বাদানুবাদ করছিলো।

www.pathagar.com

৪৫. ফেরেশতাগণ যখন বললো, হে মরিয়ম! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর একটি 'বাক্যের' সুসংবাদ দিচ্ছেন– যার নাম আল-মাসীহ ঈসা ইবনে মরিয়ম, যিনি দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত এবং (আমার) নৈকট্য লাভকারীগণের অন্তর্ভুক্ত।

টীকা : এখান থেকে হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম ও তাঁর পরবর্তী ঘটনা সংক্রান্ত আলোচনা শুরু হয়েছে।

٤٥. اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ○

৪৬. আর তিনি দোলনায় অবস্থানকালে ও পরিণত বয়সে লোকজনের সাথে কথা বলবেন এবং তিনি হবেন সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত।

٤٦. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

৪৭. তিনি বলেন, হে আমার প্রভু! আমার সন্তান হবে কীভাবে? অথচ কোনো পুরুষ লোকই আমাকে স্পর্শ করেনি? তিনি বলেন, এভাবেই আল্লাহ্ যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যখনই কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন তখন শুধু বলেন, 'হয়ে যাও', অমনি তা হয়ে যায়।

٤٧. قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ط قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

৪৮. আর তিনি তাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, প্রজ্ঞা, তাওরাত ও ইনজীল;

٤٨. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۞

৪৯. এবং তিনি হবেন বনী ইসরাঈলের একজন রাসূল। (তিনি বললেন,) নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর নিদর্শনসহ এসেছি। তা এই যে, আমি তোমাদের জন্য কাদা মাটি দিয়ে পাখি সদৃশ তৈরি করবো, তারপর তাতে ফুঁ দিবো, ফলে তা আল্লাহ্র আদেশবলে পাখি হয়ে যাবে। আর আমি আল্লাহর আদেশবলে জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠ রোগীকে রোগমুক্ত করবো এবং মৃতকে জীবিত করবো। আর তোমরা তোমাদের বাড়ি-ঘরে যা আহার করো এবং যা সঞ্চয় করো তা আমি তোমাদের অবহিত করবো। এগুলোর মধ্যে তোমাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা ঈমানদার হও।

٤٩. وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِىٓ اِسْرَآئِيْلَ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ اَنِّىْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ج وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ج وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

www.pathagar.com

৫০. وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ج وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ○

৫০. আর আমি আমার সামনে উপস্থিত তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং যেসব জিনিস তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তার কিছু কিছু যেনো তোমাদের জন্য হালাল করি। আর আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে নিদর্শনসহ। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আমার অনুগত হও।

৫১. اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ط هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○

৫১. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত করো। এটাই সহজ-সরল পথ।

৫২. فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ط قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ج اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ج وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○

৫২. কিন্তু ঈসা যখন তাদের অবাধ্যাচরণ উপলব্ধি করতে পারলেন তখন বলতে লাগলেন, আল্লাহ্‌র পথে কে আছে আমার সাহায্যকারী? হাওয়ারীগণ বললো, আমরা আল্লাহর পথে সাহায্যকারী, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলমান।

৫৩. رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ○

৫৩. হে আমাদের প্রভু! আপনি যা নাযিল করেছেন তাতে আমরা ঈমান আনলাম এবং এই রাসূলের অনুগত হলাম। অতএব আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করুন।

৫৪. وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ع

৫৪. তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো এবং আল্লাহ্‌ও পরিকল্পনা করলেন। আল্লাহ উত্তম পরিকল্পনাকারী।

৫৫. اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ج ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○

৫৫. যখন আল্লাহ্ বললেন, হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে (ইহুদীদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করে) পূর্ণরূপে আমার নিকট (ঊর্ধ্বজগতে) উঠিয়ে নিবো এবং যারা অবাধ্যাচারী হয়েছে তাদের থেকে তোমাকে পূত-পবিত্র রাখবো এবং যারা তোমার অনুগত হবে আমি তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফেরদের উপর প্রভাবশালী করবো। অতঃপর আমার নিকট তোমাদের ফিরে আসতে হবে, এরপর তোমাদের মধ্যে যা নিয়ে বিরোধ হচ্ছে আমি তার মীমাংসা করবো।

www.pathagar.com

টীকা : আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আ)-কে ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়া থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও পবিত্র রেখে সশরীরে জীবন্ত অবস্থায় চতুর্থ আসমানে তুলে নিয়েছেন। এ আয়াতে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। আয়াতে 'মুতাওয়াফ্ফীকা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর ক্রিয়ামূল হলো تَوَفّٰى এবং শব্দমূল হচ্ছে وَفٰى যার আসল অর্থ হচ্ছে পুরাপুরি বা পূর্ণরূপে গ্রহণ করা। মানুষের মৃত্যুকে এই অর্থে وَفَات (ওফাত) বলা হয় যে, মৃত্যুর মাধ্যমে তার দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য ও ক্ষমতা পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে দেয়া হয়। ঘুমকেও কুরআন মজীদে 'সাময়িক মৃত্যু' বলা হয়েছে (সূরা আনআম : ৬০; সূরা যুমার : ১০৪)।

اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ আয়াতে ওফাত শব্দটি তার বাস্তব ও মূল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ "হে ঈসা! আমি তোমাকে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ রেখে পুরোপুরিভাবে আকাশে আমার নিকট তুলে নিয়ে আসবো"।

যেসব তাফসীরকার এখানে শব্দটির সরাসরি 'মৃত্যু' অর্থ গ্রহণ করেছেন তাঁরা বলেছেন, আয়াতের শব্দ ব্যবহারে অগ্র-পশ্চাত আছে। অর্থাৎ প্রথমে হবে رَافِعُكَ اِلَىَّ 'তোমাকে আমার নিকট তুলে নিবো', অতঃপর مُتَوَفِّيْكَ 'তোমার মৃত্যু ঘটাবো তোমাকে পুনর্বার পৃথিবীতে পাঠানোর পর'।

ঈসা (আ)-কে যে জীবন্ত অবস্থায় আসমানে তুলে নেয়া হয়েছে তার আরেকটি শক্তিশালী প্রমাণ হলো সূরা নিসার ১৫৭-১৫৮ নং আয়াত। ইহুদীদের দাবি হলো, 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল ঈসা ইবনে মরিয়মকে হত্যা করেছি" (৪ : ১৫৭)। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "ওরা তাকে হত্যাও করতে পারেনি এবং শূলীবিদ্ধও করতে পারেনি, বরং তারা গোলকধাঁধাঁয় আটকা পড়ে আছে। আর যারা (খৃষ্টানরা) তার সম্পর্কে মতভেদে লিপ্ত আছে নিশ্চয়ই তারা নানারূপ সন্দেহে পড়ে আছে। তার সম্পর্কে তাদের অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত কোনো নিশ্চিত জ্ঞান নেই। এটা নিশ্চিত যে, তারা (ইহুদীরা) তাকে হত্যা করতে পারেনি। বরং আল্লাহ তাকে (সশরীরে) তাঁর নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন। আর আল্লাহ মহাপ্রবল-পরাক্রান্ত, পরম প্রজ্ঞাময়" (৪ : ১৫৭-১৫৮)।

মৃত্যু হলো একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। মানুষ জন্মগ্রহণ করে আবার মারা যায় আল্লাহ্‌র হুকুমে। তিনি যদি ঈসা (আ)-কে স্বাভাবিক মৃত্যুদান করে ঊর্ধ্ব জগতে তুলে নিতেন তাহলে তাঁর নিজের সম্পর্কে 'প্রবল পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়' বলার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। অতএব আয়াতের মধ্যে ঐ শব্দের ব্যবহারই দাবি করে যে, ঈসা (আ)-কে জীবিত অবস্থায় সশরীরে ঊর্ধ্বজগতে তুলে নেয়া হয়েছে।

বহু সংখ্যক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত ঈসা (আ) দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য পৃথিবীতে সশরীরে পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে আগমন করবেন। তিনি কয়েক বছর রাজত্ব করবেন, বিবাহ করবেন এবং তাঁর সন্তানাদিও হবে। অতঃপর তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর রওযা মুবারকে তাঁকে দাফন করা হবে (হাদীস)। সেখানে একটি কবরের জায়গা এখনো খালি আছে।

٥٦۔ فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ز وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

৫৬. অতএব যারা অবাধ্যাচরণ করেছে আমি তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন শাস্তি দিবো এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।

٥٧۔ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ○

৫৭. আর যেসব লোক ঈমান এনেছে ও উত্তম কাজ করেছে তিনি তাদেরকে তাদের পূর্ণ পুরস্কার দান করবেন। আল্লাহ স্বৈরাচারী জালেমদের পছন্দ করেন না।

٥٨۔ ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ○

৫৮. এই যা কিছু আমি আপনার নিকট পাঠ করছি তা হচ্ছে বাণীসমূহের ও পরম প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশের ভাণ্ডার।

www.pathagar.com

৫৯. নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমের অনুরূপ। তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে বলেছেন, 'হও', অমনি তা হয়ে গেলো।

٥٩۔ اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ط خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

৬০. আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে এটাই সত্য। অতএব আপনি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

٦٠۔ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○

৬১. আপনার নিকট জ্ঞান আসার পরও কোনো ব্যক্তি উক্ত বিষয়ে আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলে (তাকে) আপনি বলুন, তোমরা আসো, ডেকে নেই আমাদের ও তোমাদের সন্তানদেরকে, আমাদের ও তোমাদের নারীগণকে এবং আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে, তারপর বিনয়ের সাথে দোয়া করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ কামনা করি।

٦١۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ قف ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ○

টীকা : নবম হিজরীতে নাজরান এলাকার খৃস্টান প্রতিনিধি দল হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে তারা যে বিশ্বাস পোষণ করতো সেই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে বিতর্ক করার জন্য মদীনায় আগমন করে। তিনি তাদেরকে তাঁর সাথে খোলামাঠে গিয়ে একত্র হয়ে দোয়া করার আহ্বান জানান, 'যে দলটি বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট, আল্লাহ যেনো সেই দলটিকে ধ্বংস করে দেন'। কিন্তু তারা এভাবে দোয়া করতে সাহস পায়নি। আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ৬১-৮৩ আয়াত তাদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে।

অবশেষে তারা তাঁর সাথে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করে নিজ এলাকায় ফিরে যায়। অন্যান্য শর্তাবলীর সাথে চুক্তিপত্রে উল্লেখ ছিলো যে, তারা নিজ ধর্মে বহাল থাকবে, নির্দিষ্ট হারে (যথারীতি) জিযয়া (কর) প্রদান করবে এবং তাদের গির্যাসমূহ মেরামত করতে পারবে, কিন্তু নতুন করে আর কোনো গির্যা নির্মাণ করবে না।

৬২. নিশ্চয়ই কেবল এটিই সত্য বিবরণ এবং আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٦٢۔ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ج وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৬৩. এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (সত্যকে গ্রহণ না করে), তবে আল্লাহ অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

٦٣۔ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ ○

৬৪. আপনি বলুন, হে আহ্‌লে কিতাব! তোমরা আসো এমন একটি কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান। তা এই যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত

٦٤۔ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ

www.pathagar.com

وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○

অপর কারো ইবাদত করবো না, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবো না এবং আমাদের মধ্যকার কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রভুরূপে গ্রহণ করবে না। এরপরও যদি তারা পিছনে ফিরে যায় তাহলে তোমরা তাদের বলো, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা অবশ্যই মুসলমান।

٦٥۔ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

৬৫. হে আহ্‌লে কিতাব! তোমরা কেনো ইবরাহীমকে কেন্দ্র করে তর্ক-বিতর্ক করছো? তাওরাত ও ইনজীল তো তার পরেই নাযিল করা হয়েছে। তোমাদের কি বোধশক্তি নেই?

٦٦۔ هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৬৬. লক্ষ করো, যে বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান আছে সে বিষয়ে তোমরা বিতর্কে লিপ্ত হয়েছো। কিন্তু যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞানই নেই সে বিষয়ে কেনো তোমরা তর্ক-বিতর্ক করছো? আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।

٦٧۔ مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

৬৭. ইবরাহীম তো ইহুদীও ছিলেন না আর খৃস্টানও ছিলেন না, বরং তিনি নিষ্ঠাবান মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্তও ছিলেন না।

٦٨۔ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৬৮. মানুষের মধ্যে ইবরাহীমের নিকট তারাই অগ্রগণ্য যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নবীও, আর যারা ঈমানদার। আল্লাহ ঈমানদারগণের পৃষ্ঠপোষক।

٦٩۔ وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ط وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○

৬৯. আহ্‌লে কিতাবের একটি দল চাচ্ছে– যদি তারা তোমাদের বিপথগামী করতে পারতো! মূলত তারা নিজেদেরই বিপথগামী করছে, কিন্তু তারা উপলব্ধি করছে না।

٧٠۔ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ○

৭০. হে আহ্‌লে কিতাব! তোমরা কেনো আল্লাহর বিধানসমূহ অমান্য করো? অথচ তোমরাই তার সাক্ষ্য বহন করছো।

www.pathagar.com

৭১. হে আহ্‌লে কিতাব! তোমরা কেনো সজ্ঞানে মিথ্যার সাথে সত্যকে একাকার করছো এবং সত্যকে গোপন করছো?

٧١۔ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

৭২. আহ্‌লে কিতাবের একটি দল (ইহুদী) বলে, যারা ঈমান এনেছে তাদের উপর যা নাযিল হয়েছে– তোমরা তাতে দিনের প্রথমভাগে ঈমান আনো এবং তার শেষভাগে তা প্রত্যাখ্যান করো; তাতে হয়তো তারাও তা ত্যাগ করবে।

٧٢۔ وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

৭৩. আর যারা তোমাদের ধর্মের অনুসরণ করে কেবল তাদেরকে ছাড়া তোমরা আর কাউকে বিশ্বাস করো না। আপনি বলুন, আল্লাহ নির্দেশিত পথই আসল পথ। (তারা আরো বলে, এটা বিশ্বাসই করো না যে,) তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে অপর কাউকেও অনুরূপ তা দেয়া হতে পারে অথবা তোমাদের প্রভুর দরবারে তারা যুক্তিতে তোমাদের পরাভূত করবে। আপনি বলুন, অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র হাতেই, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহ মহাপ্রশস্ত, মহাজ্ঞানী।

٧٣۔ وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ط قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ط قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ج يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

৭৪. তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহ দানের জন্য নির্দিষ্ট করে নেন। আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।

٧٤۔ يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

৭৫. আহ্‌লে কিতাবের মধ্যে এমন লোকও আছে, যার কাছে তুমি অঢেল সম্পদ আমানত রাখলেও সে তা ফেরত দিবে এবং এমন লোকও আছে যার কাছে একটি দীনারও (স্বর্ণমুদ্রা) তুমি আমানত রাখলে সে তোমাকে তা ফেরত দিবে না– যদি তুমি তার পিছনে নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে না থাকো। তা এজন্য যে, তারা বলে, নিরক্ষরদের (অ-ইহুদী) প্রতি আমাদের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। তারা সজ্ঞানে আল্লাহ সম্পর্কে বানোয়াট কথা বলে।

٧٥۔ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ ج وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ج وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

৭৬. হাঁ, যে ব্যক্তি নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং আল্লাহভীতি অবলম্বন করে, তবে আল্লাহ পরহেযগার লোকদের মহব্বত করেন।

٧٦۔ بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

www.pathagar.com

৭৭. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ও নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে তাদের জন্য আখেরাতে কোনো অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ এদের সাথে কথাও বলবেন না, এদের দিকে তাকাবেনও না এবং এদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। এদের জন্য অপেক্ষা করছে মর্মান্তিক শাস্তি।

৭৭. اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اُولٰٓئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৭৮. এদের মধ্যে এমন একদল লোকও আছে যারা নিজেদের জিহ্বাকে বাঁকা করে (তাওরাত) কিতাবকে বিকৃত করে, যাতে তোমরা মনে করো যে, তা কিতাবের অংশ। অথচ তা কিতাবের অংশ নয়। তারা দাবি করে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, অথচ তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়। তারা সজ্ঞানে আল্লাহ্‌র নামে বানোয়াট কথা বলে।

৭৮. وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ج وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ج وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

৭৯. কোনো ব্যক্তির পক্ষে এটা সম্ভবই নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমত (প্রজ্ঞা) ও নবুওয়াত দান করার পর সে মানুষকে বলবে : তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমার দাসানুদাস হয়ে যাও। বরং সে তো বলবে, কিতাব শিক্ষাদান ও চর্চার বদৌলতে তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও।

৭৯. مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ○

৮০. তার পক্ষে এটাও সম্ভব নয় যে, সে তোমাদেরকে ফেরেশতাকুল ও নবীগণকে প্রভুরূপে গ্রহণ করার নির্দেশ দিবে। তোমরা মুসলমান হওয়ার পর সে কি তোমাদেরকে আবার কুফরী করার নির্দেশ দিবে?

৮০. وَلاَ يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ط اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

৮১. আল্লাহ যখন নবীগণের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন : আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমতের যা কিছু দান করছি, এরপর তোমাদের নিকট একজন রাসূল আসবেন, যিনি

৮১. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ

www.pathagar.com

وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ط قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ط قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ط قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

তোমাদের নিকট যা আছে তার সত্যায়ন করবেন, তখন অবশ্যই তোমরা তার উপর ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে। তিনি (আল্লাহ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার তোমরা কি গ্রহণ করলে? তারা বললো, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বলেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থাকো এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম।

টীকা : প্রত্যেক নবীর নিকট থেকে এই প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে যে, তাঁর জীবদ্দশায় আরেকজন নবী আসলে তিনি তাঁকে স্বীকার করে নিবেন এবং তাঁর সাথে তার উম্মতগণও। যেমন মহানবী (স) বলেন, "মূসা (আ) জীবিত হয়ে আসলে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁর উপায় ছিলো না" (মুসনাদ আহ্‌মাদ)।

٨٢۔ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

৮২. এরপরও যারা পশ্চাদমুখী হবে তারাই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, অবাধ্যাচারী।

٨٣۔ اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○

৮৩. তারা কি আল্লাহ্‌র দীনকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো দীন চায়? অথচ যারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তারা সকলেই ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তাঁর নিকট সমর্পিত হয়েছে এবং তাঁর নিকটই তাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

٨٤۔ قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

৮৪. আপনি বলুন, আমরা ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর এবং যা আমাদের নিকট নাযিল করা হয়েছে এবং যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তার বংশধরের উপর নাযিল করা হয়েছে এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে তার উপরও। আমরা তাদের কারো মধ্যে কোনোরূপ তারতম্য করি না। আমরা তাঁর নিকটই আত্মসমর্পণকারী।

٨٥۔ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

৮৫. যে ব্যক্তি ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো দীন তালাশ করে তা কখনো তার পক্ষ থেকে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

টীকা : যারা নিজেদের মুসলমান বলেও দাবি করে এবং বিভিন্ন বাতিল মতবাদ প্রতিষ্ঠার জোর চেষ্টাও চালায় তাদের এ আয়াত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিৎ। মানবজাতির জন্য দীন ইসলামই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

www.pathagar.com

৮৬. যে সম্প্রদায় তাদের ঈমান আনার পর, রাসূলকে সত্যবাদী বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পর অবাধ্যাচারী হয়, সেই সম্প্রদায়কে আল্লাহ কীভাবে সৎপথে পরিচালিত করতে পারেন? আল্লাহ স্বৈরাচারী যালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

٨٦۔ كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৮৭. এসব লোকের প্রাপ্য প্রতিদান এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র, ফেরেশতাকুলের ও সমগ্র মানবজাতির অভিশাপ।

٨٧۔ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○

৮৮. এর মধ্যেই তারা অনন্তকাল থাকবে, তাদের শাস্তি মোটেও শিথিল করা হবে না এবং বিরতিও দেয়া হবে না।

٨٨۔ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْظَرُوْنَ ○

৮৯. কিন্তু এরপর যারা অনুতপ্ত হয় এবং নিজেদের সংশোধন করে তাহলে আল্লাহ বড়োই ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

٨٩۔ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৯০. নিশ্চয়ই যেসব লোক নিজেদের ঈমান আনার পর অবাধ্যাচারী হয়েছে, অতঃপর তাদের অবাধ্যাচারিতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের অনুতাপ কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। এরাই বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট।

٩٠۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ج وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ○

৯১. যারা অবাধ্যাচারী হয়েছে এবং অবাধ্যাচারী (কাফের) অবস্থায় মারা গেছে তাদের কারো পক্ষ থেকে পৃথিবী পরিমাণ সোনা বিনিময় হিসেবে দান করা হলেও তা কখনো তার থেকে গ্রহণযোগ্য হবে না। এদের জন্যই রয়েছে হৃদয়বিদারক শাস্তি এবং তাদের কোনো সাহায্যকারীও নেই।

٩١۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ط اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

www.pathagar.com

পারা-৪

৯২. তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে (আল্লাহ্‌র রাহে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করো সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত।

٩٢۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

৯৩. বনী ইসরাঈলের জন্য সকল খাদ্যদ্রব্যই হালাল ছিলো। তবে ইসরাঈল (ইয়া'কূব) তাওরাত কিতাব নাযিল হওয়ার পূর্বকালে শুধু নিজের জন্য যা হারাম করেছিলেন তা স্বতন্ত্র। আপনি বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে তাওরাত কিতাব নিয়ে এসো এবং তা পাঠ করো।

٩٣۔ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآئِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ط قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৯৪. এরপরও যারা আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করে তারাই জালেম।

٩٤۔ فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

৯৫. আপনি বলুন, আল্লাহ সত্য বলেছেন। অতএব তোমরা নিষ্ঠাবান ইবরাহীমের ধর্মের অনুসরণ করো। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

٩٥۔ قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ز فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

টীকা : 'তোমরা নিষ্ঠাবান ইবরাহীমের ধর্মের অনুসরণ করো'-এর বিকল্প অনুবাদ : 'তোমরা একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের ধর্মের অনুসরণ করো' (কাশশাফ, বায়যাবী, জালালাইন, ইবনে কাছীর, বাহরুল মুহীত)।

৯৬. মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর নির্মাণ করা হয়েছিলো তা তো বাক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত। তা বিশ্ববাসীর জন্য বরকতপূর্ণ ও পথনির্দেশ।

٩٦۔ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

৯৭. তাতে রয়েছে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, (যেমন) মাকামে ইবরাহীম এবং যে কেউ সেখানে প্রবেশ করলো সে নিরাপদ। আল্লাহর উদ্দেশে এই ঘরের হজ্জ করা মানুষের কর্তব্য– যার সেখানে পৌছার সামর্থ্য আছে এবং কেউ অস্বীকার করলে আল্লাহ তো বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন।
টীকা : 'মাকামে ইবরাহীম'-এর ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা বাকারা : ১২৫ আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকা।

٩٧۔ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ج وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ط وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ط وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○

৯৮. আপনি বলুল, হে আহ্‌লে কিতাব! তোমরা

٩٨۔ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ

www.pathagar.com

اللّٰهِ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ○

কেনো আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করো? তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তার সাক্ষী।

٩٩۔ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

৯৯. আপনি আরো বলুন, হে আহ্‌লে কিতাব! যারা ঈমান এনেছে তোমরা কেনো আল্লাহ্‌র পথে ত্রুটি অন্বেষণ করে তাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছো? অথচ তোমরাই সাক্ষী। তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ মোটেই উদাসীন নন।

١٠٠۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ○

১০০. হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আহ্‌লে কিতাবের কোনো গোষ্ঠীর অনুসরণ করো তাহলে তারা তোমাদের ঈমান আনার পর আবার কাফের বানিয়ে ছাড়বে।

টীকা : খৃস্টান জাতির ধর্মবিমুখ শিক্ষা আমাদের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ধর্মের প্রতি কী পরিমাণ উদাসীন করে ফেলেছে তা এই আয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে।

١٠١۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ط وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۞

১০১. তোমরা কীভাবে অবাধ্যাচারী হতে পারো, অথচ তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পাঠ করা হচ্ছে এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর রাসূলও বিদ্যমান রয়েছেন? যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে (তাঁর দীনকে) মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে সে তো সরল পথে পরিচালিত হলো।

١٠٢۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

১০২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে সত্যিকারভাবে ভয় করার মতো ভয় করো এবং মুসলমানরূপেই মৃত্যুবরণ করো।

١٠٣۔ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ج وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ج وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

১০৩. আর তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র রশি (দীনকে) শক্ত করে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু। আল্লাহ তোমাদের অন্তরসমূহে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিলেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়, তিনি তা থেকে তোমাদের উদ্ধার করেছেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর বাণীসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হও।

www.pathagar.com

১০৪. অবশ্যই তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকতে হবে যারা (মানবজাতিকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সুকৃতির আদেশ দিবে এবং দুষ্কৃতির প্রতিরোধ করবে। এরাই সফলকাম।

١٠٤۔ وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

১০৫. যারা নিজেদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং বিভেদে লিপ্ত হয়েছে তোমরা তাদের অনুরূপ হয়ো না। তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি।

١٠٥۔ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ط وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

১০৬. সেদিন কতক মুখমণ্ডল হবে ধবধবে সাদা এবং কতক মুখমণ্ডল হবে কুৎসিত। যাদের মুখমণ্ডল হবে কুৎসিত তাদের বলা হবে, তোমরা কি ঈমান আনার পর নাফরমানি করেছো? অতএব তোমরা তোমাদের নাফরমানির কারণে শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করো।

١٠٦۔ يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ج فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○

১০৭. আর যাদের মুখমণ্ডল ধবধবে সাদা হবে তারা আল্লাহ্‌র রহমতের মধ্যে ডুবে থাকবে। সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

١٠٧۔ وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

১০৮. এগুলো আল্লাহ্‌র বাণী, আপনার নিকট যথার্থভাবে তিলাওয়াত করছি। আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি যুলুম করতে ইচ্ছুক নন।

١٠٨۔ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ط وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

১০৯. আসমানসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র। সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র নিকট রুজু করা হবে।

١٠٩۔ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○

১১০. তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সুকৃতির আদেশ দিবে, দুষ্কৃতির প্রতিরোধ করবে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে। আহ্‌লে কিতাব যদি ঈমান আনতো তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকরই হতো। তাদের অধিকাংশই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

١١٠۔ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

www.pathagar.com

১১১. তারা তোমাদেরকে কিছু কষ্ট দেয়া ছাড়া মারাত্মক কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে পশ্চাদপসরণ করবে, অতঃপর কোনরূপ সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

١١١۔ لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى ط وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ○

১১২. আল্লাহ ও মানুষের আশ্রয়ের বাইরে তাদেরকে যেখানেই পাওয়া গেছে সেখানেই তারা লাঞ্ছিত হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র গযবের পাত্র হয়েছে এবং তাদেরকে দারিদ্র্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহর বিধানের অবাধ্যাচরণ করতো এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করতো; তা এজন্য যে, তারা নাফরমানি করতো এবং সীমালংঘন করতো।

টীকা : এখানে ইহুদীদের কথা বলা হয়েছে। তারা বর্তমান কালেও খৃস্টানদের ছত্রছায়ায় আছে। এ ছায়াটি সরে গেলে তাদের দুর্দশার সীমা থাকবে না।

١١٢۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○

১১৩. তবে তারা সকলে এক সমান নয়। আহ্‌লে কিতাবের মধ্যে একদল (সত্যের উপর) অবিচল আছে যারা রাতের বেলা আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করে এবং তারা সিজদাও করে।

١١٣۔ لَيْسُوْا سَوَآءً ط مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ○

টীকা : ১১৩-১১৫ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগের তৌহীদবাদী নিষ্ঠাবান খৃস্টানদের কথা বলা হয়েছে। তারা পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

১১৪. তারা আল্লাহ্ ও আখেরাতের উপর ঈমান আনে, সুকৃতির আদেশ দেয়, দুষ্কৃতি নিষিদ্ধ করে এবং সৎকাজে অগ্রণী হয়। এরাই সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

١١٤۔ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ط وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

১১৫. তারা যেসব কল্যাণকর কাজ করে তার প্রতিদান থেকে কখনো তাদের বঞ্চিত করা হবে না। আল্লাহ মুত্তাকীগণ সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত।

١١٥۔ وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ○

১১৬. যারা অবাধ্যাচরণ করে তাদের সম্পদ ও সন্তানাদি আল্লাহ্‌র নিকট কখনো তাদের কিছুই উপকারে আসবে না। তারা হবে

١١٦۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ط

www.pathagar.com

وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

দোযখের বাসিন্দা, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

١١٧۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ط وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

১১৭. তারা এই পার্থিব জীবনে যা কিছু ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত হলো বরফ শীতল ঝঞ্ঝা বায়ুর মতো। তা নিজেদের প্রতি যুলুমকারী কোনো সম্প্রদায়ের ফসলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলো, তা ফসলকে ধ্বংস করে দিলো। আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করেননি, বরং তারাই নিজেদের উপর যুলুম করেছে।

١١٨۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ط وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ج قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ج وَمَا تُخْفِىْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ط قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

১১৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের ক্ষতি করতে মোটেই কসুর করবে না। তারা তোমাদের দুঃখ-দুর্দশাই কামনা করে। তাদের মুখ থেকেই তাদের শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছে। আর তারা তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছে তা আরো গুরুতর। আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, যদি তোমরা অনুধাবন করো।

١١٩۔ هٰٓاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ج وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا ص وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ط قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

১১৯. হাঁ, তোমরা তো তাদের মহব্বত করো, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মহব্বত রাখে না। তোমরা তো সমস্ত (আসমানী) কিতাবে ঈমান রাখো (কিন্তু তোমাদের কিতাবে তাদের বিশ্বাস নেই)। তোমরা তাদের সাথে সাক্ষাত করলে তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। কিন্তু তারা নির্জনে মিলিত হয়ে তোমাদের প্রতি বিদ্বেষবশত তাদের আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। আপনি বলুন, তোমরা তোমাদের বিদ্বেষে জ্বলেপুড়ে ছারখার হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাঅন্তর্যামী।

١٢٠۔ اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ز وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ط وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ○

১২০. তোমাদের কোনো কল্যাণ হলে তা তাদেরকে দুঃখভারাক্রান্ত করে এবং তোমাদের কোনো ক্ষতি হলে তাতে তারা আনন্দিত হয়। যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করে তা নিশ্চয়ই আল্লাহ পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

www.pathagar.com

১২১. সকালবেলা আপনি যখন আপনার পরিবার-পরিজনের নিকট থেকে রওয়ানা হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে মু'মিনদেরকে ঘাঁটিতে বিন্যাস করছিলেন। আল্লাহ মহাশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

١٢١۔ وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

টীকা : এখানে তৃতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত উহুদ যুদ্ধের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই পথিমধ্য থেকে তার তিন শত সাথীসহ যুদ্ধ না করে ফিরে আসে। এতে কিছু সংখ্যক ঘাঁটি মুসলমানও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে।

১২২. যখন তোমাদের মধ্যকার (আওস ও খাযরাজ) দু'টি দলের হিম্মত হারাবার উপক্রম হয়েছিলো অথচ আল্লাহ ছিলেন উভয় দলের পৃষ্ঠপোষক। অতএব ঈমানদারগণের আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করাই কর্তব্য।

١٢٢۔ اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

১২৩. অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন বদরের যুদ্ধে, যখন তোমরা ছিলে খুবই দুর্দশাগ্রস্ত। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।

١٢٣۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ج فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

১২৪. যখন আপনি ঈমানদারগণকে বলছিলেন, তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে তিন হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন, তা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়?

١٢٤۔ اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ○

১২৫. হাঁ, অবশ্যই। যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, তাকওয়া অবলম্বন করো এবং তারা তোমাদেরকে দ্রুত গতিতে হামলা করে তাহলে তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন।

١٢٥۔ بَلٰٓى ج اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ○

১২৬. তিনি তো কেবল তোমাদের আনন্দ ও অন্তরের প্রশান্তিদানের জন্য এই ব্যবস্থা করেছেন। সাহায্য তো কেবল মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই এসে থাকে।

١٢٦۔ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ط وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○

১২৭. (এই সাহায্য এজন্য যে,) যাতে তিনি

١٢٧۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ

www.pathagar.com

يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ○

কাফেরদের একটি অংশকে নিশ্চিহ্ন করে দেন অথবা তাদের লাঞ্ছিত করেন, ফলে তারা বঞ্চিত হয়ে ফিরে যায়।

١٢٨۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

১২৮. তিনি তাদের তওবা কবুল করেন অথবা তাদের শাস্তি দেন– এ বিষয়ে আপনার কিছুই করার নেই। কারণ তারা যালেম।

١٢٩۔ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১২৯. আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

١٣٠۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ص وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

১৩০. হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।

টীকা : একদল অতি উর্বর মস্তিষ্কের আধুনিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত লোক বলে যে, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদই কেবল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথচ কুরআন মজীদে মূল সুদী ব্যবস্থাটাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা সাধারণ হারেই হোক বা চক্রবৃদ্ধি হারে। 'যে জিনিসের অধিক পরিমাণ হারাম তার সামান্য পরিমাণও হারাম'। সূরা বাকারার ২৭৫-২৮১ আয়াতও পাঠ করুন।

١٣١۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ○

১৩১. আর তোমরা দোযখকে ভয় করো যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

١٣٢۔ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

১৩২. আর তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হও, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হতে পারো।

١٣٣۔ وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ○

১৩৩. আর তোমরা তোমাদের প্রভুর ক্ষমার দিকে ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও, যার পরিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীসম। তা আল্লাহভীরুদের জন্য তৈরি করা হয়েছে–

١٣٤۔ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ

১৩৪. যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় (আল্লাহ্‌র রাহে) ব্যয় করে, ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ। আল্লাহ

www.pathagar.com

সৎকর্মপরায়ণ লোকদের মহব্বত করেন;

عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

১৩৫. এবং যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে বসলে অথবা নিজেদের উপর যুলুম করলে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ মাফ করতে পারে? তারা অন্যায় কিছু করে বসলে সজ্ঞানে পুনরায় তা করে না।

١٣٥۔ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ص وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ قف وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

১৩৬. তাদের জন্যই তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে রয়েছে পুরস্কার এবং জান্নাত, যার পাদদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। কতো চমৎকার সৎকাজকারীদের পুরস্কার!

١٣٦۔ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ○

১৩৭. তোমাদের পূর্বেও বহু বিধান বা ব্যবস্থা অতীত হয়েছে। অতএব তোমরা পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করো এবং লক্ষ করো মিথ্যাবাদীদের কী পরিণতি হয়েছে।

١٣٧۔ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ لا فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

১৩৮. এ হলো মানবজাতির জন্য স্পষ্ট আলোচনা এবং আল্লাভীরুদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ।

١٣٨۔ هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

১৩৯. তোমরা নিরাশ বা হীনবল হয়ো না, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না এবং তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।

١٣٩۔ وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১৪০. তোমরা যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে থাকো (উহুদ যুদ্ধে), তবে তোমাদের বিরোধী পক্ষও তো অনুরূপ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে (বদর যুদ্ধে)। আর আমি মানুষের মধ্যে এই দিনগুলোর পর্যায়ক্রমে আবর্তন ঘটাই। এবং আল্লাহ জানতে চান (প্রকাশ করেন) কারা ঈমানদার এবং তিনি তোমাদের

١٤٠۔ اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ط وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ج وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ○

www.pathagar.com

মধ্যে কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে চান। আল্লাহ যালেম-স্বৈরাচারীদের পছন্দ করেন না।

١٤١. وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ○

১৪১. আর যাতে আল্লাহ ঈমানদারগণকে পরিশুদ্ধ করতে এবং কাফেরদের নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।

١٤٢. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ○

১৪২. তোমরা কি ধারণা করে নিয়েছো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি (পরীক্ষা করেননি) যে, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল।

টীকা : সূরা বাকারার ২১৪ নং আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকাও পাঠ করুন।

١٤٣. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

১৪৩. অবশ্যই তোমরা মৃত্যু (শাহাদাত লাভ) কামনা করেছিলে তার সাক্ষাত লাভের পূর্বেই। তা-ই তোমরা নিজেদের চোখের সামনে উপস্থিত দেখলে।

١٤٤. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ط وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ط وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ○

১৪৪. মুহাম্মাদ একজন রাসূলমাত্র। তার পূর্বে অনেক রাসূল অতীত হয়েছেন। অতএব তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন তাহলে তোমরা কি তোমাদের পশ্চাতে ফিরে যাবে? কেউ যদি তার পিছনে (পূর্ব-ধর্মে) ফিরে যায় তবে সে আল্লাহ্‌র মোটেই কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। যারা কৃতজ্ঞ আল্লাহ তাদেরকে অচিরেই পুরস্কার দান করবেন।

টীকা : উহুদের যুদ্ধে রটে যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স) শহীদ হয়েছেন। তখন একদল সাহাবী বললেন, তাহলে এখন যুদ্ধ করে লাভ কি ? কার জন্য যুদ্ধ করবো ? আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যুদ্ধ-জিহাদ ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়, আল্লাহ্‌র দীনকে সমুন্নত রাখার জন্য।

١٤٥. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ط وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ج وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ط وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ○

১৪৫. আল্লাহর ফয়সালা ছাড়া কারো পক্ষে মারা যাওয়া সম্ভব নয়, মৃত্যুর মুহূর্ত নির্ধারিত।[১] যে ব্যক্তি পার্থিব বিনিময় কামনা করে আমি তাকে তার কিছু দান করি। আর যে ব্যক্তি আখেরাতের বিনিময় কামনা করে আমি তাকেও তার থেকে কিছু দেই। অচিরেই আমি কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবো।

www.pathagar.com

টীকা-১ : মানুষ মৃত্যু অবস্থায়ও ভূমিষ্ঠ হয়, আবার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরও মারা যায়, শিশু, তরুণ, যুবা, বৃদ্ধ যে কোনো বয়সেই মানুষ মারা যায়। এসব আল্লাহ তায়ালার পরিকল্পনা অনুসারেই ঘটে থাকে। অপমৃত্যু ও অকালমৃত্যু বলতে কিছু নেই। প্রায়ই বলতে শোনা যায়, এটা করা বা ওটা করা গেলে মরতো না। আমরা যতো ব্যবস্থাই যতো সুষ্ঠু ও নির্ভুলভাবে গ্রহণ করি না কেনো মৃত্যু তার নির্ধারিত মুহূর্তে এবং নির্ধারিত স্থানে আসবেই। যার যে স্থানে মৃত্যুবরণ নির্দিষ্ট আছে সে যে কোনো উসীলায় সেখানে পৌছেই তার জন্য নির্ধারিত সময়ে মারা যাবে। আরো দেখুন আয়াত ৩:১৫৪, ৪:৭৮, ৩১:৩৪, ৫৭:২২-২৩ ইত্যাদি।

١٤٦۔ وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ج فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ○

১৪৬. কতো নবী যুদ্ধ করেছেন, তাদের সাথে প্রচুর সংখ্যক আলেম-ওলামাও। আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাদের যে বিপদ এসেছে তাতে তারা হিম্মতহারা হননি, শ্রান্ত-ক্লান্তও হননি এবং দমেও যাননি। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের মহব্বত করেন।

١٤٧۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

১৪৭. তাদের কথাই ছিলো : হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের গুনাহসমূহ এবং আমাদের কাজকর্মে যে বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তা মাফ করে দাও, আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখো এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।

١٤٨۔ فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

১৪৮. অতএব আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জগতের পুরস্কার দান করলেন এবং আখেরাতের সর্বোত্তম পুরস্কারও। আল্লাহ উত্তম লোকদের মহব্বত করেন।

١٤٩۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ○

১৪৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি অবাধ্যাচারীদের (কাফেরদের) অনুগত হও তাহলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের পিছনের অবস্থায় ফিরিয়ে দিবে। তাতে তোমরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

টীকা : কাফেরদের নীতি-নিয়ম, বেশভূষা, আচার-আচরণ, আইন-কানুন অনুসরণের ফলেই আজ আমাদের পতনদশা হয়েছে এবং হচ্ছে।

١٥٠۔ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ج وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ○

১৫০. বরং আল্লাহ্‌ই তোমাদের পৃষ্ঠপোষক এবং সাহায্যকারীদের মধ্যে তিনিই সর্বোত্তম।

١٥١۔ سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا

১৫১. অচিরেই আমি কাফেরদের অন্তরসমূহে

www.pathagar.com

الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ج وَمَاْوٰهُمُ النَّارُ ط وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ○

ভীতির সঞ্চার করবো, এজন্য যে, তারা আল্লাহর সাথে শরীক স্থির করেছে, যে সম্পর্কে তিনি কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। তাদের আশ্রয়স্থল হলো দোযখের আগুন। যালেমদের আশ্রয়স্থল কতোই না নিকৃষ্ট!

١٥٢. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ج حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ط مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ج ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ج وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ط وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১৫২. আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি তোমাদের সামনে সত্য প্রমাণিত করেছেন, যখন তোমরা তাঁর নির্দেশে তাদেরকে বিনাশ করছিলে, যতোক্ষণ না তোমরা সাহসহারা হলে, নির্দেশ সম্পর্কে মতভেদ করলে এবং তিনি তোমাদের কাম্য বস্তু দেখানোর পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের মধ্যে কতক পার্থিব জগত চাচ্ছিলো এবং কতক আখেরাত চাচ্ছিলো। তারপর তিনি তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য। তিনি তোমাদের (পদস্খলন) ক্ষমা করেছেন। আল্লাহ ঈমানদারগণের প্রতি দয়াপরবশ।

١٥٣. اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰٓى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْٓ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ اَصَابَكُمْ ط وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

১৫৩. যখন তোমরা উপরে উঠে (ভেগে) যাচ্ছিলে এবং পিছনে ফিরে কারো দিকে তাকাচ্ছিলে না, অথচ রাসূল তোমাদেরকে পিছন থেকে ডাকছিলেন। ফলে তিনি তোমাদের উপর চাপালেন বিপদের পর বিপদ, যাতে তোমরা যা হারিয়েছ তার জন্য এবং যে বিপদে পতিত হয়েছো তার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হও। আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

١٥٤. ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ط يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَىْءٍ ط

১৫৪. অতঃপর তিনি তোমাদের দুঃখ-দুর্ভোগের পর তোমাদের উপর তন্দ্রারূপে প্রশান্তি বর্ষণ করলেন। তা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিলো। অবশ্য কিছু লোক (মোনাফেক) নিজেদের জীবনের দুশ্চিন্তায় বিভোর ছিলো। এরা আল্লাহ সম্পর্কে জাহিলী যুগের মূর্খতা সুলভ অন্যায্য ধারণা করেছিলো। তারা বলেছিলো, আমাদের কি কিছু করার এখতিয়ার আছে?

www.pathagar.com

قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ط يُخْفُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ط يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ط قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ج وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

আপনি বলুন, নিশ্চয়ই সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে। তারা তাদের অন্তরে লুকিয়ে রাখে যা আপনার নিকট প্রকাশ করে না। তারা বলে, যদি আমাদের কিছু করার এখতিয়ার থাকতো তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। আপনি বলুন, তোমরা যদি তোমাদের বাড়ি-ঘরে অবস্থান করতে তবুও যাদের নিহত হওয়া অবধারিত ছিলো তারা তাদের মৃত্যুর নির্ধারিত স্থানটিতে বেরিয়ে আসতোই। যাতে আল্লাহ পরীক্ষা করে নেন তোমাদের অন্তরে যা আছে তা এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরিচ্ছন্ন করেন। আল্লাহ হচ্ছেন মহাঅন্তর্যামী।

টীকা : উহুদ যুদ্ধের প্রতি ইশারা করে আলোচনা অব্যাহত আছে।

١٥٥۔ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ج وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

১৫৫. দুই দলের সম্মুখ যুদ্ধের দিন তোমাদের মধ্যে যারা পলায়ন করেছিলো তাদের কোনো অবাঞ্ছিত কাজের সুযোগে শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলো। অবশ্য আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।

١٥٦۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِي الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ج لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ ط وَاللّٰهُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

১৫৬. হে ঈমানদারগণ! তোমরা সেইসব লোকের মতো হয়ো না যারা অবাধ্যাচরণ করেছে এবং তাদের যে সকল ভাই সফরে বা যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো তাদের সম্পর্কে বলেছে : তারা যদি আমাদের নিকট অবস্থান করতো তাহলে তারা মারা যেতো না এবং নিহতও হতো না। যাতে আল্লাহ তাদের এই ধারণাকে তাদের মনে অনুশোচনায় পরিণত করতে পারেন। আল্লাহ্‌ই জীবিত করেন এবং মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলীর সম্যক দ্রষ্টা।

١٥٧۔ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ

১৫৭. যদি তোমরা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হও অথবা মৃত্যুবরণ করো তবে তারা যা সঞ্চয় করে

www.pathagar.com

مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ○

তার তুলনায় আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও দয়া অবশ্যই উত্তম ও কল্যাণকর।

١٥٨۔ وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ○

১৫৮. যদি তোমরা মারা যাও অথবা নিহত হও তবে অবশ্যই তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র সমীপে সমবেত করা হবে।

١٥٩۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ج وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ص فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ج فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ○

১৫৯. আল্লাহ্‌র রহমতে আপনি তাদের প্রতি নরমদিল হয়েছেন। যদি আপনি কঠোর স্বভাবের ও পাষাণ হৃদয় হতেন তাহলে তারা অবশ্যই আপনার চারদিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। অতএব আপনি তাদের ক্ষমা করুন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর আপনি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ভরসাকারীদের মহব্বত করেন।

١٦٠۔ اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ج وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

১৬০. আল্লাহ যদি তোমাদের সাহায্য করেন তবে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করেন তাহলে তিনি ছাড়া এমন কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে! অতএব আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করাই ঈমানদারগণের কর্তব্য।

١٦١۔ وَمَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّغُلَّ ط وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ج ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

১৬১. খেয়ানত বা আত্মসাৎ করা নবীর পক্ষে অসম্ভব। কেউ আত্মসাৎ করলে কিয়ামতের দিন সে তার আত্মসাৎসহ উপস্থিত হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

١٦٢۔ اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

১৬২. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুগত হয়েছে সে কি তার অনুরূপ যে আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং যার আশ্রয়স্থল জাহান্নাম? কতো নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

www.pathagar.com

১৬৩. আল্লাহ্‌র নিকট মানুষের পৃথক পৃথক স্তর রয়েছে। তারা যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

١٦٣۔ هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ○

১৬৪. আল্লাহ অবশ্যই ঈমানদারগণের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তাদের মধ্য থেকে তাদের জন্য একজন রাসূল পাঠিয়ে, যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন, তাদেরকে কিতাব (কুরআন) ও হিকমত শিক্ষা দেন, যদিও তারা ইতিপূর্বে অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত ছিলো।

١٦٤۔ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ○

১৬৫. যখনই তোমাদের উপর (উহুদে) এমন এক বিপদ আসলো, যার দ্বিগুণ বিপদে তোমরা (বদরে কাফেরদের) ফেলেছিলে, তখন তোমরা বললে, এ বিপদ আবার কোথা থেকে এলো? আপনি বলুন, এটা তোমাদের নিজেদের তরফ থেকে এসেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١٦٥۔ اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ط قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ○

১৬৬. দুই দলের সম্মুখ যুদ্ধের দিন তোমাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিলো তা আল্লাহ্‌র নির্দেশেই, যাতে তিনি ঈমানদারগণকে জেনে নেন;

١٦٦۔ وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ○

১৬৭. এবং যারা মোনাফিকী করেছিলো তাদেরকেও জেনে নেন। তাদেরকে বলা হলো, তোমরা এসো, আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করো অথবা (শত্রুদের) প্রতিহত করো। তারা বললো, আমরা যদি যুদ্ধ করতে জানতাম তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে যোগদান করতাম। সেদিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরের অধিক নিকটতর ছিলো। তারা মুখে যে কথা বলে তা তাদের অন্তরে নেই। তারা যা লুকায় আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।

١٦٧۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ج وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ط قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لَّاتَّبَعْنٰكُمْ ط هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ج يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ○

www.pathagar.com

১৬৮. اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ط قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

১৬৮. এরা সেইসব লোক যারা (উহুদের) যুদ্ধে যোগদান করেনি এবং তাদের (শাহাদত বরণকারী) ভাইদের সম্পর্কে বলে, তারা যদি আমাদের অনুসরণ করতো তবে নিহত হতো না। আপনি বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে তোমাদের মৃত্যুকে প্রতিরোধ করো তো দেখি!

১৬৯. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ○

১৬৯. যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রভুর নিকট থেকে রিযিকপ্রাপ্ত।

টীকা : সূরা বাকারার ১৫৪ আয়াতও পাঠ করুন।

১৭০. فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ لا اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

১৭০. আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদের (শহীদদের) যা দান করেছেন তাতে তারা পরম আনন্দিত এবং তাদের পিছনে (পৃথিবীতে) যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি তারা তাদের জন্য আনন্দে উল্লসিত। কারণ তাদের জন্য কোনো ভয়-ভীতিও নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

১৭১. يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১৭১. আল্লাহ্‌র দেয়া নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ঈমানদারগণের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

১৭২. اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ط لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

১৭২. যারা আহত হওয়ার পরও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে তাদের মধ্যে যারা উত্তম কাজ করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার।

১৭৩. اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ق وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ○

১৭৩. লোকেরা তাদেরকে বললো, নিশ্চয়ই (কুরাইশ) কাফেররা তোমাদের মোকাবিলা করার জন্য সৈন্যবাহিনী জমায়েত করেছে। অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় করো। একথা তাদের ঈমানকে আরো বৃদ্ধি করে দিলো এবং তারা বললো, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি চমৎকার কর্মকুশলী।

www.pathagar.com

১৭৪. অতঃপর তারা ফিরে এলো আল্লাহ্‌র নেয়ামত (নিরাপত্তা) ও অনুগ্রহসহ এবং তাদেরকে কোনো অনিষ্ট স্পর্শ করেনি। তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিলো এবং আল্লাহ মহাঅনুগ্রহপরায়ণ।

١٧٤۔ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ ذُوْفَضْلٍ عَظِيْمٍ ○

১৭৫. এরাই হলো শয়তান, এরা তোমাদেরকে এদের বন্ধুদের ভয় দেখায়। অতএব তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাকো তবে এদের ভয় করো না, আমাকেই ভয় করো।

١٧٥۔ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ص فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১৭৬. যারা নাফরমানির দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে তারা যেনো আপনাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করতে না পারে। তারা কখনো আল্লাহ্‌র কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। আখেরাতে তাদেরকে কোনোরূপ কল্যাণ দান না করাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি।

١٧٦۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ ج اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا ط يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

১৭৭. যারা ঈমানের বদলে বেঈমানীর সওদা করেছে তারা কখনো আল্লাহ্‌র কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।

١٧٧۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا ج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১৭৮. অবাধ্যাচরণকারীরা যেনো ধারণা না করে যে, আমার দেয়া অবকাশ তাদের জন্য কল্যাণকর হবে। তাদেরকে দেয়া আমার অবকাশ এজন্য যে, যাতে তাদের পাপের বোঝা ভারী হয়। তাদের জন্য রয়েছে চরম লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

١٧٨۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ط اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ج وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

১৭৯. নিকৃষ্টকে উত্তম থেকে ছাটাই না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় আছো আল্লাহ ঈমানদারগণকে সেই অবস্থায় রেখে দেয়ার পাত্র নন। আল্লাহ তোমাদের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে

١٧٩۔ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ

www.pathagar.com

مِنَ الطَّيِّبِ ط وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ص فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ج وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

অবহিত করার পাত্রও নন। তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে চান বাছাই করেন। অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান আনো। যদি তোমরা ঈমান আনো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে এক মহাপুরস্কার।

١٨٠. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

১৮০. আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে (মানুষকে) যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেনো ধারণা না করে যে, এই কৃপণতা তাদের জন্য কল্যাণকর, বরং তা তাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর। অচিরেই কিয়ামতের দিন তাদের কার্পণ্য তাদের গলার জিঞ্জির হবে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্বত্ত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহর। তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

١٨١. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ○

১৮১. যারা বলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ফকীর এবং আমরা ধনী, তাদের কথা আল্লাহ অবশ্যই শুনেছেন। তারা যা বলেছে এবং তারা যে নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তা আমি অবশ্যই লিখে রাখবো এবং বলবো, তোমরা জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি ভোগ করো।

টীকা : জিহাদ, জনসেবা ইত্যাদি প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) জনগণের নিকট অর্থসাহায্য চাইতেন। এতে ইহুদীরা বলতো, হে মুহাম্মাদ! তোমার আল্লাহ তো একেবারে ভিক্ষুক হয়ে গেলেন। বান্দার কাছে অর্থসাহায্য চাচ্ছেন। এই প্রেক্ষাপটে আয়াতটি নাযিল হয়।

١٨٢. ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ○

১৮২. এটা তাই যা তোমাদের হাতগুলো অগ্রিম পাঠিয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন।

١٨٣. اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ط قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ

১৮৩. যারা (ইহুদীরা) বলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন : আমরা যেনো কোনো রাসূলের উপর ঈমান না আনি যাবত না তিনি আমাদের উপস্থিতিতে একটি কুরবানী করবেন যা (অদৃশ্য থেকে আগত) আগুন গ্রাস

www.pathagar.com

قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

করবে। আপনি বলুন, আমার পূর্বে তোমাদের মধ্যে রাসূলগণ স্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ এবং তোমরা যা বলেছো তা-সহ এসেছিলেন। তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে তাদেরকে কেনো হত্যা করেছো?

١٨٤۔ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ○

১৮৪. তারা যদি আপনাকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে আপনার পূর্বেও তারা রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অথচ তারা এসেছিলেন স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ, পুস্তিকা ও আলোকাজ্জ্বল কিতাবসহ।

١٨٥۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ط وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ○

১৮৫. প্রতিটি প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। অতএব যাকে দোযখ থেকে সরিয়ে দেয়া হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে সে-ই সাফল্যমণ্ডিত হলো। পৃথিবীর জীবনটা প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছু নয়।

١٨٦۔ لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ قف وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ط وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ○

১৮৬. তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের জানে-মালে পরীক্ষা করা হবে এবং তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী আহ্‌লে কিতাব ও মুশরিকদের তরফ থেকে কষ্টদায়ক অনেক কিছু শুনবে। যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো ও তাকওয়া অবলম্বন করো তবে তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

١٨٧۔ وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ ز فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ○

১৮৭. যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিলো তাদের থেকে যখন আল্লাহ অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন : তোমরা অবশ্যই তা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না। এরপরও তারা সেই কিতাবকে তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করে (বর্জন করে) এবং এর বিনিময়ে তুচ্ছ স্বার্থ ক্রয় করে। তারা যা কিনেছে তা কতো নিকৃষ্ট!

www.pathagar.com

১৮৮. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১৮৮. যারা নিজেদের অবদানের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে এবং যে কাজ তারা করেনি তার জন্যও প্রশংসিত হতে পছন্দ করে তারা শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে তা আপনি কল্পনাও করবেন না। তাদের জন্য অপেক্ষা করছে মর্মান্তিক শাস্তি।

১৮৯. وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১৮৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৯০. اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ○

১৯০. আকাশরাজি ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত-দিনের পরিবর্তনে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য–

১৯১. اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

১৯১. যারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে এবং তাদের শায়িত অবস্থায় এবং আকাশরাজি ও পৃথিবীর সৃষ্টিকৌশল সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে। হে আমাদের প্রভু! তুমি এটা অযথা সৃষ্টি করোনি, তুমি পবিত্র-মহান। অতএব তুমি আমাদের দোযখের শাস্তি থেকে রেহাই দাও।

১৯২. رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

১৯২. হে আমাদের প্রভু! তুমি কাউকে দোযখে দাখিল করলে তাকে তো তুমি লাঞ্ছিত করলে। যালেম-স্বৈরাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

১৯৩. رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ج رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ○

১৯৩. হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি : তোমরা তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আনো। অতএব আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব! আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করো, আমাদের দোষত্রুটি দূর করো এবং আমাদেরকে সৎকর্মশীল লোকদের সাথে মৃত্যু দান করো।

www.pathagar.com

১৯৪. হে আমাদের রব! তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দেয়ার ওয়াদা তুমি করেছো তা আমাদের দান করো এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে লাঞ্ছিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা খেলাপি করো না।

١٩٤. رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ○

১৯৫. অতএব তাদের প্রভু তাদের ডাকে সাড়া দিলেন : নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্যকার কোনো পুরুষের অথবা নারীর অবদান বিনষ্ট করি না। তোমরা পরস্পর এক। অতএব যারা হিজরত করেছে, ভিটাছাড়া হয়েছে, আমার রাস্তায় দুঃখ-কষ্ট বরণ করেছে, যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজসমূহ দূরীভূত করবো এবং অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার পাদদেশে নদী-নালা প্রবাহিত। আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এই পুরস্কার। আর আল্লাহ্‌র নিকটই রয়েছে উত্তম পুরস্কার।

١٩٥. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ج فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ج ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ○

১৯৬. জনপদসমূহে কাফেরদের অবাধ বিচরণ যেনো আপনাকে প্রতারিত না করে।

١٩٦. لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ ○

১৯৭. এতো খুবই সামান্য সুযোগ-সুবিধা, অতঃপর তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। কতো নিকৃষ্ট বাসস্থান!

١٩٧. مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ز ثُمَّ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

১৯৮. কিন্তু যারা নিজেদের প্রভুকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তারা তার স্থায়ী বাসিন্দা। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মেহমানদারী। সৎকর্মপরায়ণ লোকদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে তা একান্তই উত্তম।

١٩٨. لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ○

www.pathagar.com

১৯৯. وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

১৯৯. আহ্‌লে কিতাবের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌র উপর আর যা তোমাদের নিকট নাযিল হয়েছে এবং যা তাদের উপর নাযিল হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে না, এদের জন্যই রয়েছে আল্লাহ্‌র কাছে এদের পুরস্কার। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

২০০. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

২০০. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করো, জিহাদের জন্য সদা প্রস্তুত থাকো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যাতে তোমরা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারো।

টীকা : ধৈর্য সবচেয়ে উত্তম বৈশিষ্ট্য, বিপদাপদ ও দুর্বিপাকের বন্ধু। আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের জন্য মুসলমানদেরকে সদা-সর্বদা সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ ও সামরিক শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আরো দেখুন সূরা আনফাল, ৬০ নং আয়াত।

মহানবীর (স) মহাবাণী

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ.

"যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে সে বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির দাবির অনুসরণ করে এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে অকর্মণ্য থাকে সে নির্বোধ" (তিরমিযী, ইবনে মাজা, মুসনাদ আহ্‌মাদ)।

www.pathagar.com

৪. সূরা আন-নিসা (৯২)

٤. سُوْرَةُ النِّسَاءِ

আয়াত : ১৭৬, রুকূ' : ২৪, মাদানী

اٰيَاتُهَا : ١٧٦، رُكُوْعٌ : ٢٤، مَدَنِيَّةٌ

সূরাটি তৃতীয় হিজরী থেকে পঞ্চম হিজরী পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে নাযিল হয়। যেমন ওয়ারিসী স্বত্ব ও ইয়াতীমের সম্পদ সম্পর্কিত বিধান উহুদ যুদ্ধের পরপর নাযিল হয়েছে। ৪র্থ হিজরীতে যাতুর রিকা' যুদ্ধকালে সালাতুল খাওফ সংক্রান্ত বিধান নাযিল হয়েছে। পানি না পাওয়া গেলে তাইয়াম্মুম সংক্রান্ত বিধান বনু মুসতালিক যুদ্ধের সময় ৫ম হিজরীতে নাযিল হয়। ইহুদী বনু নাযীর গোত্রকে সতর্কীকরণ সংক্রান্ত আয়াত ৪র্থ হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসে নাযিল হয়।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করো যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি (আদম) থেকে, তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয়ের মাধ্যমে বহু নারী-পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো যাঁর নামে তোমরা পরস্পরের নিকট আবেদন-নিবেদন করো এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কেও সতর্ক থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের পর্যবেক্ষক।

١. يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ○

টীকা : 'তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন', অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর তাঁর স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর পাঁজরের হাড় থেকে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "হাওয়া (আ)-কে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে" (ইবনে মাজা, কিতাবুত তাহারাত, বাব ৭৭, নং ৫২৫)।

কতক অর্বাচীন লোক বলে থাকে, স্ত্রীকে সৃষ্টি করা হয়েছে স্বামীর পাঁজরের হাড় থেকে। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "তাদের দু'জনের মাধ্যমে তিনি বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন"। শুধু আদম ও হাওয়া (আ)-কে বিশেষ পন্থায় সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর গোটা মানবজাতিকে মাতা-পিতার জৈবিক মিলনের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে বীর্য ও শুক্রাণুর সমন্বয়ে (দ্র. ৩২:৭-৮; ২৩:১২-১৩; ২২:৫; ৭৬:২; ৩৬:৭৭; ৫৬:৫৮-৫৯, আরো বহু স্থানে)। কেবল হযরত ঈসা (আ) ব্যতিক্রম। যেসব হাদীসে নারীকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি হওয়ার উল্লেখ আছে তাতে 'আলমারআতু' শব্দটি দ্বারা হযরত হাওয়া (আ)-কে বুঝানো হয়েছে।

২. আর তোমরা ইয়াতীমদের মাল তাদের নিকট অর্পণ করো, খারাপ মাল দিয়ে উত্তম মাল বদল করে নিও না এবং তোমাদের মালের সাথে তাদের মাল একত্রে মিশিয়ে আত্মসাৎ করো না। নিশ্চয়ই তা সাংঘাতিক গুনাহ।

٢. وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ○

৩. তোমরা যদি আশঙ্কা করো যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না তাহলে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের পছন্দ হয় বিবাহ

٣. وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ

www.pathagar.com

مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ج فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ○

করো– দু'জন, তিনজন বা চারজনকে। যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে, (তাদের মধ্যে) ভারসাম্য বজায় রাখতে পারবে না তাহলে মাত্র একজন (স্ত্রী গ্রহণ করো) অথবা তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাসীকে। তাতে তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা আছে।

টীকা : ইসলামে চার-এর সীমা পর্যন্ত একাধিক স্ত্রী গ্রহণ জায়েয হলেও, বহু স্ত্রী গ্রহণ (বহু বিবাহ) সম্পূর্ণ হারাম। একাধিক স্ত্রী গ্রহণও বাধ্যতামূলক করা হয়নি, কেবল জায়েয রাখা হয়েছে। এমনকি একজন স্ত্রীর প্রতিও যদি যথার্থ ইনসাফ করা সম্ভব হবে না বলে আশঙ্কা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দাসীকে বিবাহ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে (দ্র. ২৫ নং আয়াত)। বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে মানুষের বিবেকের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

বিভিন্ন কারণে শরীয়াতে পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যেমন : যুদ্ধসহ জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ পেশাগুলোতে প্রধানত পুরুষরাই নিয়োজিত থাকে। ফলে তাদের মৃত্যুহার অধিক। স্ত্রী দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত থাকলে, দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে অকেজো হয়ে পড়লে, যৌন চাহিদারহিত হলে, বন্ধ্যা হলে, ব্যতিক্রমিকভাবে নারীর সংখ্যা অধিক হলে, অসহায় হয়ে পড়লে ইত্যাদি আরো বহু কারণে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

٤۔ وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ط فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ○

৪. তোমরা নারীদেরকে তাদের দেনমোহর দাও আনন্দের সাথে। তারা যদি খুশিমনে তার কিছু অংশ তোমাদের ছেড়ে দেয় তবে তোমরা তা অবাধে ভোগ করতে পারো।

টীকা : স্ত্রীর দেনমোহর আদায় করা স্বামীর অপরিহার্য কর্তব্য। কেউ দেনমোহর পরিশোধ না করে মারা গেলে এটা তার অনাদায়ী ঋণ হয়ে থাকলো। কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে দেনমোহর পরিশোধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মহানবী (স) বলেন : কোনো ব্যক্তি দেনমোহর ধার্য করে বিবাহ করার পর যদি তা পরিশোধের উদ্যোগ তার না থাকে, তবে সে যেনাকারী (তাবারানী, বায়হাকী)।

٥۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○

৫. আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদকে তোমাদের জীবনধারণের উপকরণ করেছেন তা তোমরা নির্বোধদের নিকট অর্পণ করো না, তা থেকে তাদের ভরণপোষণের ও পোশাকাদির ব্যবস্থা করো এবং তাদেরকে ন্যায়সংগত কথা বলো।

٦۔ وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ج فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ج وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ط وَمَنْ كَانَ

৬. তোমরা ইয়াতীমদেরকে বিবাহযোগ্য[১] না হওয়া পর্যন্ত যাচাই করতে থাকো। তোমরা যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধির উন্মেষ লক্ষ করো তবে তাদের মাল তাদের নিকট অর্পণ করো এবং তারা বড়ো হয়ে যাবে বলে তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও দ্রুত ব্যয় করো না বা খেয়ে ফেলো না। সচ্ছল ব্যক্তি যেনো তা ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে এবং অসচ্ছল ব্যক্তি যেনো ন্যায়সংগতভাবে ভোগ

www.pathagar.com

غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ج وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ط فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ○

করে। তোমরা তাদের মাল তাদের নিকট অর্পণ করাকালে তার অনুকূলে সাক্ষী রেখো। হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

টীকা-১ : মানুষ বালেগ হলেই বিবাহযোগ্য হয়। বালেগ হওয়ার চিহ্ন হলো : দাড়ি-মোঁচ গজানো, বগলে ও নাভীর নিচে লোম গজানো, (নারীর বেলায়) স্তন স্ফীত হওয়া, মাসিক ঋতু হওয়া এবং উভয়ের স্বপ্নদোষ হওয়া। শরীয়াতে বয়সের সীমা দ্বারা বালেগ-নাবালেগ নির্ণয় করা হয়নি।

٧. لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ص وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ط نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ○

৭. পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন যা রেখে যায় তাতে পুরুষদের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন যা রেখে যায় তাতে নারীদেরও অংশ আছে, তা পরিমাণে কম-বেশি যাই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।

টীকা : আয়াত থেকে জানা যায়– (১) কেবল মৃত ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত সম্পত্তিই 'তার মৃত্যুর সময় তার জীবিত ওয়ারিসগণের' মধ্যে বণ্টিত হবে, (২) নারী-পুরুষ উভয়ই ওয়ারিস হবে, (৩) সম্পত্তির পরিমাণ কম-বেশি যাই হোক তা বণ্টনযোগ্য হবে, (৪) স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তিতেই ওয়ারিসী স্বত্ব বর্তাবে, (৫) মালিকের মৃত্যুর পরই কেবল ওয়ারিসী স্বত্ব উদ্ভূত হয়।

٨. وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○

৮. (মৃতের পরিত্যক্ত) সম্পত্তি বণ্টনকালে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও অভাবী লোক উপস্থিত হলে তোমরা তাদেরকেও তা থেকে কিছু দান করো এবং তাদের সাথে ন্যায়ানুগ কথা বলো।

٩. وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ص فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ○

৯. তারা যেনো ভয় করে যে, তারা যদি তাদের পিছনে অসহায় সন্তান রেখে যেতো তবে তাদের জন্য তারাও শঙ্কিত হতো। অতএব তারা যেনো আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে।

١٠. اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ط وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ○

১০. যারা ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা আগুন দ্বারা নিজেদের পেট ভর্তি করে। তারা অচিরেই দোযখে প্রবেশ করবে।

www.pathagar.com

١١. يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ز لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ج فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ج وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ط وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ج فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ط اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

১১. আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। যদি কন্যার সংখ্যা দুই বা ততোধিক হয় (এবং পুত্র সন্তান না থাকলে) তারা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে এবং একজন হলে তার জন্য অর্ধেক।[১] মৃতের সন্তান বিদ্যমান থাকলে মাতা-পিতার প্রত্যেকে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। যদি তার সন্তান না থাকে এবং মাতা-পিতা তার ওয়ারিস হয় তবে মাতা পাবে এক-তৃতীয়াংশ। মৃতের ভাই-বোন থাকলে মাতা পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। এসবই সে যে ওসিয়াত করেছে তা এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতাগণ ও সন্তানগণের মধ্যে তোমাদের উপকারের দিক থেকে কে অগ্রগণ্য তা তোমরা জানো না। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

টীকা-১ : যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র সন্তান না থাকে সেই অবস্থায় তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি একজন কন্যা সন্তান থাকলে পাবে অর্ধেক, দুইজন, তিনজন বা তার অধিক হলে সকলে মোট সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আয়াতে একজন এবং দুইজনের অধিক কন্যা সন্তানের মোট অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, দুইজনের অংশ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। তারাও দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। এ সম্পর্কে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সিদ্ধান্ত বিদ্যমান।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, সা'দ ইবনুর রবী' (রা)-র স্ত্রী তার দুই কন্যা সন্তানকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই মেয়ে দু'টি সা'দ ইবনুর রবী'-র কন্যা। তিনি আপনার সাথে উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়েছেন। এদের চাচা এদের সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে এবং এদের জন্য কিছুই রাখেনি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? আল্লাহ্‌র শপথ! এদের কোনো বিষয়-সম্পত্তি না থাকলে এদেরকে বিবাহ দেয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, এদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাই ফয়সালা করে দিবেন। জাবের (রা) বলেন, ইতিমধ্যে সূরা নিসার আয়াত "তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে বিধান দিচ্ছেন..." (১১-১৪ নং আয়াত) নাযিল হলো।

রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমরা ঐ মহিলাকে ও তার প্রতিপক্ষ (দেবর)-কে আমার কাছে ডেকে আনো। তিনি মেয়ে দু'টির চাচাকে বলেন, এদের দু'বোনকে সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, এদের মাকে এক-অষ্টাংশ ফেরত দাও এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি তোমার" (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল ফারাইয, বাব ৪, নং ২৮৯১; জামে' আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল ফারাইয, বাব ৩, নং ২০৯২; সুনান ইবনে মাজা, ফারাইয, বাব ২, নং ২৭২০)।

উল্লেখ্য যে, ভাই তার আপন ভাইয়ের সম্পত্তি পাচ্ছে, কন্যা তার পিতার সম্পত্তি পাচ্ছে এবং স্ত্রী তার স্বামীর সম্পত্তি পাচ্ছে। কেউই অপরজনের অংশ দখল করছে না। কন্যা যেমন প্রশ্ন তোলতে পারে, আমার পিতার সম্পত্তি আমার চাচা কেনো পাবে? একইভাবে তার চাচাও প্রশ্ন উঠাতে পারে, আমার মায়ের পেটের ভাইয়ের সম্পত্তি আমার ভাইঝি কেনো পাবে?

www.pathagar.com

১২. তোমাদের স্ত্রীগণ যা রেখে যায় এবং তারা নিঃসন্তান হলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক এবং তাদের সন্তান থাকলে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ তোমাদের– তাদের কৃত ওসিয়াত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর। তোমরা নিঃসন্তান হলে তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ তাদের প্রাপ্য। তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ– তোমাদের কৃত ওসিয়াত ও ঋণ পরিশোধের পর। যদি মাতা-পিতাহীন ও সন্তানহীন পুরুষ বা নারীর ওয়ারিস হয় এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন তবে তাদের প্রত্যেকে পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। তাদের সংখ্যা এর অধিক হলে তারা এক-তৃতীয়াংশে সমান অংশীদার হবে– তার কৃত ওসিয়াত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর, যদি কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়।[১] এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম সহিষ্ণু।

١٢۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ج فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ط وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ج فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ط وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً أَوِامْرَأَةٌ وَّلَهٗ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ج فَإِنْ كَانُوْٓا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ لا غَيْرَ مُضَآرٍّ ج وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ○

টীকা-১ : 'ক্ষতিকর না হয়' যদিও আয়াতের শেষে উক্ত হয়েছে, কিন্তু ওয়ারিসী সম্পত্তি বন্টনের সব স্তরেই সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তা এভাবে যে, পরিত্যক্ত সম্পত্তির শুধু এক-তৃতীয়াংশে ওসিয়াত কার্যকর হবে। বিশেষ কোনো ওয়ারিসের জন্য ওসিয়াত থাকলে তা অন্য সকল ওয়ারিসের সম্মতি ব্যতীত কার্যকর হবে না। উদ্ভট ঋণও দেখানো যাবে না।

১৩. এগুলো আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হবে তিনি তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। সে হবে তার স্থায়ী বাসিন্দা। এটা মহাসাফল্য।

١٣۔ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ط وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

১৪. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা লংঘন করবে তিনি তাকে দাখিল করবেন দোযখে, সে হবে তার স্থায়ী বাসিন্দা এবং তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

١٤۔ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ص وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

www.pathagar.com

টীকা : উত্তরাধিকারীদের অংশ নির্ধারিত করে দেয়ার পর উপরোক্ত দু'টি আয়াতে (১৩-১৪) আল্লাহ তায়ালা যা বলেছেন, মীরাছী আইন পরিবর্তনের দাবিদাররা যেনো তা মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন। যদি তাদের মধ্যে ঈমানের লেশমাত্র বাকি থাকে তবে তারা কী দাবি তোলছেন তা পুনর্বার ভেবে দেখুন।

১৫. وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ج فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا○

১৫. তোমাদের নারীগণের মধ্যে যারা অশ্লীলতায় (যেনায়) লিপ্ত হয়, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী দাঁড় করাও। তারা যদি সাক্ষ্য দেয় তবে তাদেরকে আমৃত্যু ঘরের মধ্যে অবরোধ করে রাখো অথবা আল্লাহ যাবত না তাদের জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা করেন।

টীকা : এ আয়াত ও পরবর্তী আয়াতের নির্দেশ সূরা নূর-এর ২ নং আয়াত ও সহীহ হাদীস দ্বারা স্থগিত হয়েছে।

১৬. وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ج فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا○

১৬. তোমাদের মধ্যে যে দু'জন যেনায় লিপ্ত হবে তোমরা তাদের শাস্তি দাও। যদি তারা তওবা করে এবং সংশোধন হয় তবে তাদের শাস্তি দেয়া থেকে নিবৃত্ত থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

১৭. اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا○

১৭. যারা অজ্ঞতাবশত পাপকাজ করে ফেলে, অতঃপর জলদি তওবা করে তাদের তওবাই আল্লাহ্‌র নিকট বিবেচ্য। আল্লাহ এদের তওবাই কবুল করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

১৮. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ج حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْئٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ط اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا○

১৮. যারা অব্যাহতভাবে পাপাচারে লিপ্ত থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে, আমি এখন তওবা করলাম– এদের জন্য তওবা নেই এবং যারা কাফের অবস্থায় মারা যায় তাদের জন্যও নেই। এদের জন্যই আমি মর্মান্তিক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

১৯. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ

১৯. হে ঈমানদারগণ! নারীগণকে জোরপূর্বক 'ওয়ারিসী স্বত্ব' বানানো তোমাদের জন্য হালাল

www.pathagar.com

نয়। তোমরা তাদের যা দান করেছো তার কিছু অংশ ফেরত নেয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অবরোধ করে রেখো না– যদি না তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় (যেনায়) লিপ্ত হয়। তোমরা তাদের সাথে ভদ্রভাবে জীবন যাপন করো। তোমরা যদি তাদের অপছন্দ করো তবে এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ যার মধ্যে প্রচুর কল্যাণ লুকিয়ে রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছো।

تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ط وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ج وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ج فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ○

টীকা : 'জোরপূর্বক ওয়ারিসী স্বত্ব বানানো' অর্থাৎ জাহিলী যুগে কোনো নারীর স্বামী মারা গেলে তাকে (ক) ওয়ারিসী স্বত্ব গণ্য করা হতো সহায়-সম্পত্তির মতো, (খ) ওয়ারিসগণ তাকে অন্যত্র বিবাহ বসতে দিতো না এবং (গ) নিজেরা বিবাহ করলে দেনমোহর দিতো না। উপরোক্ত আয়াতে এসব কিছু নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

২০. তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও এবং তাদের কাউকে অঢেল সম্পদ দিয়ে থাকো তবে তা থেকে কিছুই গ্রহণ করো না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপাচার দ্বারা তা গ্রহণ করবে?

٢٠۔ وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ط اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ○

২১. আর কেমনেই বা তোমরা তা গ্রহণ করবে, অথচ তোমরা পরস্পর সঙ্গমস্বাদ গ্রহণ করেছো! তারা তো তোমাদের নিকট থেকে অত্যন্ত মজবুত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে।

٢١۔ وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ○

টীকা : 'মজবুত প্রতিশ্রুতি' অর্থাৎ "সদ্ভাবে জীবন যাপন করবে অথবা সদয়ভাবে বিদায় দিবে" (দ্র. ২ : ২২৯)।

২২. তোমাদের পিতাগণ নারীদের মধ্যে যাদেরকে বিবাহ করেছে তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না, পূর্বে যা হওয়ার হয়েছে। এটা অশ্লীল, অভিশপ্ত ও নিকৃষ্ট আচরণ।

٢٢۔ وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ط وَسَآءَ سَبِيْلًا ○

২৩. তোমাদের জন্য (বিবাহ করা) হারাম করা হলো তোমাদের মাতাগণকে, তোমাদের কন্যাগণকে, তোমাদের বোনদেরকে, তোমাদের ফুফুদেরকে, তোমাদের খালাদেরকে, ভাইয়ের কন্যাদেরকে, বোনের কন্যাদেরকে, তোমাদের দুধমাতাদেরকে, দুধবোনদেরকে, তোমাদের

٢٣۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ

www.pathagar.com

وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ز فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ز وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

স্ত্রীগণের মাতাগণকে (শাশুড়ী) এবং তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা সহবাস করেছো তাদের পূর্ব-স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যাদের– যারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে; কিন্তু তোমরা যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাকো তবে তাতে (উক্ত মেয়েকে বিবাহ করায়) তোমাদরে কোন পাপ নেই, তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণ এবং দুই বোনকে একত্র করা, পূর্বে যা হওয়ার হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

টীকা : বিবাহ-নিষিদ্ধ অন্যান্য নারীগণ– (১) দাদী-নানী (যতো উপরে যাক), (২) পুত্র-কন্যার কন্যাগণ (যতো নিম্নগামী হোক), (৩) সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের কন্যাগণ (যতো নিম্নগামী হোক)।

পারা-৫

٢٤۔ وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ج وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ط فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

২৪. এবং নারীদের মধ্যে যাদের স্বামী আছে (তারাও নিষিদ্ধ), তবে তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাসী ব্যতীত। এটা তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র (ফরয) নির্দেশ। এদের বাইরের নারীগণকে সতীত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নিজেদের অর্থব্যয়ে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হালাল করা হলো, ব্যভিচারের জন্য নয়। অতএব তাদের মধ্যে যাদের তোমরা সম্ভোগ করেছো তাদের জন্য নির্ধারিত দেনমোহর তাদেরকে পরিশোধ করো। দেনমোহর নির্ধারণের পর (তা হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য) তোমরা পরস্পর রাজী হলে তাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٢٥۔ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ط بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ج فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ

২৫. তোমাদের মধ্যে কারো যদি ঈমানদার সতী-সাধ্বী নারী বিবাহ করার সামর্থ্য না থাকে তবে সে যেনো তোমাদের মালিকানাভুক্ত ঈমানদার নারীদের মধ্য থেকে কাউকে বিবাহ করে। আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত। তোমরা পরস্পর এক। অতএব তোমরা তাদেরকে তাদের মালিক পরিবারের সম্মতিতে বিবাহ করো এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের

www.pathagar.com

أُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ج فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ط ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ج وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

দেনমোহর পরিশোধ করো, যারা সচ্চরিত্রা, যেনাকারী নয় এবং গোপনে প্রেমকারিনীও নয়। তারা বিবাহ বন্ধনে আসার পর অশ্লীলতায় (যেনায়) লিপ্ত হলে তাদের শাস্তি স্বাধীনা নারীর অর্ধেক। তোমাদের মধ্যে যারা যেনায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করে এ ব্যবস্থা তাদের জন্য। আর তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٦۔ يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

২৬. আল্লাহ তোমাদের নিকট (তাঁর বিধান) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে, তোমাদের আগেকার সৎপথপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর রীতিনীতি সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিতে এবং তোমাদের তওবা কবুল করতে চান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٢٧۔ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ق وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ○

২৭. আল্লাহ তোমাদের তওবা কবুল (ক্ষমা) করতে চান। আর যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসারী তারা চায় যে, তোমরা সৎপথ থেকে ভীষণভাবে বিচ্যুত হও।

٢٨۔ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ج وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ○

২৮. আল্লাহ তোমাদের দায়িত্বভার হালকা করতে চান এবং মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল।

٢٩۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ق وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ○

২৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি বাতিল পন্থায় ভোগদখল করো না। তবে তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা করা বৈধ। তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

টীকা : 'নিজেদের হত্যা করো না'– এর অর্থ আত্মহত্যাও হতে পারে যা কবীরা গুনাহ অথবা ধ্বংসাত্মক অপরাধও হতে পারে যেমন– নরহত্যা অথবা কোনো মানুষকে হত্যা করাও হতে পারে। তাকে হত্যা করার অর্থ নিজেকেই হত্যা করা।

٣٠۔ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا

৩০. কোনো ব্যক্তি সীমালংঘন করে অথবা

www.pathagar.com

যুলুমের বশবর্তী হয়ে তা করলে অচিরেই আমি তাকে দোযখে প্রবেশ করাবো। আর তা আল্লাহ্‌র পক্ষে খুবই সহজ।

فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ط وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ○

৩১. তোমাদেরকে যেসব কবীরা গুনাহে লিপ্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে তোমরা তা থেকে বিরত থাকলে আমি তোমাদের ছোটখাটো গুনাহসমূহ মাফ করে দিবো এবং তোমাদেরকে মর্যাদাপূর্ণ স্থানে দাখিল করবো।

٣١. اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيْمًا ○

৩২. আল্লাহ যার দ্বারা তোমাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তোমরা তা কামনা করো না। পুরুষরা যা উপার্জন করে তা তাদের প্রাপ্য অংশ এবং নারীরা যা উপার্জন করে তা তাদের প্রাপ্য অংশ। তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

٣٢. وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ط وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ط وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○

৩৩. পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়গণ যা ত্যাগ করে (রেখে) যায় সেগুলোর জন্য আমি ওয়ারিস নির্ধারিত করেছি। তোমরা যাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছো তাদেরকে তাদের অংশ দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন।

টীকা : ইবনে জারীর তাবারী (র) প্রমুখের মতে উপরোক্ত আয়াত ও তার হুকুম বহাল আছে এবং ইবনে কাছীর (র) প্রমুখের মতে এটি মানসূখ।

٣٣. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ط وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ○

৩৪. পুরুষরা নারীদের কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দান করেছেন এবং আরো এজন্য যে, তারা তাদের সম্পদ থেকে খরচ করে।[১] অতএব সৎকর্মপরায়ণ অনুগত স্ত্রীগণ স্বামীর অনুপস্থিতিতে আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করেছেন তার হেফাজত করে। তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্য হওয়ার আশঙ্কা করো তাদেরকে উপদেশ দাও, তাদের সাথে একই বিছানায় শোয়া বর্জন করো এবং তাদের প্রহার করো।[২] যদি তারা তোমাদের

٣٤. اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ط فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ط وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ج فَاِنْ

www.pathagar.com

أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ○

অনুগত হয়ে যায় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমুন্নত, সুমহান।

টীকা-১ : জন্মগতভাবে দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক থেকে সাধারণত পুরুষ নারী অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। তাদের যেমন উৎপাদন ক্ষমতা বেশি, তেমনি নিজের ও স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের দৈহিক, আর্থিক, সামাজিক তথা সার্বিক দিকের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষমতাও বেশি। তাই আল-কুরআন নারীর সার্বিক দিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব পুরুষের উপর চাপিয়েছে। দায়িত্ব পালনে পুরুষের এই অগ্রণী ভূমিকা শুধু মুসলিম সমাজেই নয়, গোটা পৃথিবীর সব সমাজেই পুরুষরা এই দায়িত্ব পালনে অগ্রণী। বর্তমান কালেও সমগ্র মানব সমাজের প্রতিটি স্তরে পুরুষরাই নেতৃত্বদানে অগ্রণী। কি রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রিপরিষদ, সংসদ সদস্য, ভাইস চ্যান্সেলর, সেনাপ্রধান, বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, ধর্মবেত্তা, সমাজবেত্তা সর্বত্রই পুরুষের প্রাধান্য। এই স্বতঃসিদ্ধ ও বাস্তব কথাটিই কুরআন মজীদে উচ্চারিত হয়েছে, 'পুরুষরা নারীদের কর্তা'।

টীকা-২ : 'তাদের প্রহার করো', কুরআন কি নারীদেরকে দৈহিক নির্যাতন করার অনুমতি দিয়েছে? না, দেয়নি। নারীর চরম ও দুর্দমনীয় অবাধ্যতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পন্থায় তাকে শান্ত ও স্বাভাবিক করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে মাত্র। সর্বশেষ পর্যায়ে মারধরের কথা বলা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (স) তার মাত্রাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, লাঠিটি এক বিঘতের বেশি লম্বা হবে না, এতোটুকু জোরে আঘাত করা যাবে যাতে চামড়ায় দাগ না পড়ে। মুখমণ্ডলে আঘাত করা যাবে না, অশ্লীল ও সম্মানহানিকর বাক্যে গালি দেয়া যাবে না। একইভাবে স্বামী যদি বেপরোয়া, বদ স্বভাব ও দুর্দমনীয় হয় তবে সেক্ষেত্রে স্ত্রীকে তালাক নেবার অধিকার দেয়া হয়েছে।

٣٥- وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ج إِنْ يُّرِيدَآ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ○

৩৫. তোমরা যদি তাদের উভয়ের মধ্যে বনিবনা না হওয়ার আশঙ্কা করো তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন শালিস এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন শালিস নিযুক্ত করো। তারা উভয়ে সংশোধন চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিটমাট করার সুযোগ করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সবিশেষ অবহিত।

টীকা : ৩৪ নং আয়াতে প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় সংশোধন না হলে ৩৫ নং আয়াতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পক্ষ থেকে শালিস নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে। তাতেও যদি সমাধান না হয় তখন বিবাহ বিচ্ছেদের পদক্ষেপ নেয়া হবে। এই পর্যায়েও কুরআন মজীদ মাত্র এক তালাক দিতে বলে। দু'জনের বিচ্ছেদের ফলে যদি তাদের মনের অবস্থার পরিবর্তন হয় তাহলে যেনো অতি সহজেই পুনরায় বিবাহ বন্ধনে ফিরে আসতে পারে।

٣٦- وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ

৩৬. তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের

www.pathagar.com

السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا ۝٣٦

সাথেও। নিশ্চয়ই আল্লাহ উদ্যত অহংকারীকে পছন্দ করেন না–

٣٧۔ اِلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝٣٧

৩৭. যারা কৃপণতা করে, লোকজনকেও কৃপণতা করার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ দয়ায় তাদের যা দান করেছেন তা গোপন করে। আমি কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি;

٣٨۔ وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ۝٣٨

৩৮. এবং যারা মানুষকে দেখানোর জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের উপর ঈমান রাখে না (তাদের জন্যও)। আর শয়তান যার সঙ্গী হয়– সে কতোই না নিকৃষ্ট সঙ্গী!

٣٩۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ۝٣٩

৩৯. আচ্ছা, তাদের কী ক্ষতি হতো যদি তারা আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের উপর ঈমান আনতো এবং আল্লাহ তাদের যে রিযিক দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করতো! আল্লাহ তাদের উত্তমরূপেই জানেন।

٤٠۔ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ج وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝٤٠

৪০. নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না। আর কোনো উত্তম কাজ হলে আল্লাহ তা দ্বিগুণ পরিবৃদ্ধি করেন এবং তাঁর নিজের তরফ থেকে মহান পুরস্কার দান করেন।

٤١۔ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ۝٤١

৪১. কী ভয়ংকর অবস্থা হবে যখন আমি প্রতিটি উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী দাঁড় করাবো এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে পেশ করবো।

٤٢۔ يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ط وَلاَ يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ۝٤٢

৪২. সেদিন কাফেররা এবং যারা রাসূলের অবাধ্যাচরণ করেছে তারা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, মাটি যদি তাদেরকে তার মধ্যে একাকার করে ফেলতো! তারা আল্লাহ থেকে একটি কথাও লুকিয়ে রাখতে পারবে না।

www.pathagar.com

৪৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও এসো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বলো তো বুঝতে পারো এবং নাপাক অবস্থায়ও নয়– গোসল না করা পর্যন্ত, তবে সফররত থাকলে স্বতন্ত্র কথা। তোমরা যদি রোগাক্রান্ত হও অথবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ যদি পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীসহবাস করে থাকো এবং পানি না পাও তবে পরিচ্ছন্ন মাটি দ্বারা তাইয়াম্মুম করো, (তা দ্বারা) নিজেদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো মসেহ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মোচনকারী, মহাক্ষমাশীল।

٤٣۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ط وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ○

টীকা : তাইয়াম্মুম-এর নিয়ম হলো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মাটিতে একবার দুই হাতের তালু দ্বারা আঘাত করবে, অতঃপর তা দ্বারা একবার মুখমণ্ডল এবং দুই হাত কনুই পর্যন্ত একবার মাসেহ করবে। এটুকুই যথেষ্ট। মাটিতে দু'বার হাত লাগানোর কথাও আছে।

৪৪. আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি যাদেরকে (আসমানী) কিতাবের অংশবিশেষ দেয়া হয়েছিলো? তারা ভ্রষ্টতা ক্রয় করে এবং চায় যে, তোমরাও পথভ্রষ্ট হয়ে যাও।

٤٤۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ○

৪৫. আল্লাহ তোমাদের দুশমনদের উত্তমরূপেই জানেন। অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহই যথেষ্ট।

٤٥۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ن وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ○

৪৬. ইহুদীদের মধ্যে কিছু লোক (তাওরাতের) বক্তব্যসমূহকে স্থানচ্যুত করে বিকৃত করে এবং বলে, আমরা শোনলাম ও অমান্য করলাম এবং শোনার মতো শোনো না। তারা তাদের মুখ বাঁকা করে এবং দীনের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে বলে : রাঈনা (আমাদের রাখাল)। পক্ষান্তরে তারা যদি বলতো, আমরা শোনলাম ও আনুগত্য করলাম এবং আপনি শুনুন ও আমাদের প্রতি লক্ষ করুন, তাহলে তা অবশ্যই তাদের জন্য হতো

٤٦۔ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ ط وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ

www.pathagar.com

কল্যাণকর ও যথার্থ। কিন্তু তাদের অবাধ্যাচরণের কারণে আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত করেছেন। অতএব তাদের খুব কম সংখ্যকই ঈমান আনে।

خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

৪৭. হে কিতাবপ্রাপ্তগণ! তোমাদের সাথে যা আছে তার সত্যায়নকারী যা আমি নাযিল করেছি তাতে তোমরা ঈমান আনো– আমি চেহারাসমূহ বিভৎস করে সেগুলো উল্টোদিকে ফিরিয়ে দেয়ার অথবা সাব্বাথ দিবসের বিধিনিষেধ লংঘনকারীদের যেভাবে অভিশপ্ত করেছি সেভাবে তাদের অভিশপ্ত করার পূর্বেই। আল্লাহ্‌র নির্দেশ কার্যকর হয়েই থাকে।

٤٧۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى اَدْبَارِهَآ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ط وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ○

৪৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শেরেক করাকে ক্ষমা করেন না এবং তাছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে লোক আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে সে এক ভয়ংকর পাপ করে।

٤٨۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ج وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا ○

৪৯. আপনি কি সেইসব লোকের প্রতি লক্ষ করেননি যারা নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ বলে দাবি করে ? বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হবে না।

٤٩۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ط بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ○

৫০. আপনি লক্ষ করুন, তারা কীভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে! এটা (মিথ্যাচার) স্পষ্ট পাপ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

٥٠۔ اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ط وَكَفٰى بِهٖٓ اِثْمًا مُّبِيْنًا ○

৫১. আপনি কি তাদের দিকে লক্ষ করেননি যাদেরকে কিতাবের অংশ দেয়া হয়েছে? তারা প্রতিমা ও আল্লাহদ্রোহী সত্তায় ঈমান আনে এবং কাফেরদের সম্পর্কে বলে, এরাই ঈমানদারগণের তুলনায় অধিক সঠিক পথে আছে।

٥١۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰٓؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ○

টীকা : মক্কার মুশরিকরা ইহুদীদেরকে মুসলমানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা তৌহীদবাদী মুসলমানদের বাদ দিয়ে মূর্তি পূজারীদেরকে সৎ পথের অনুসারী বলে অভিহিত করে।

www.pathagar.com

৫২. এদেরকেই আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। আর আল্লাহ যাকে অভিসম্পাত করেন, আপনি কখনো তার কোনো সাহায্যকারী পাবেন না।

٥٢۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ط وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ○

৫৩. তারা (ইহুদীরা) কি কোনো রাষ্ট্রের শাসক? তাহলে তো তারা মানুষকে এক কপর্দকও দিবে না।

٥٣۔ اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ○

৫৪. অথবা আল্লাহ মানুষকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন সেজন্য কি তারা তাদের হিংসা করে? অথচ আমি ইবরাহীমের বংশধরকে কিতাব ও হেকমত (প্রজ্ঞা) দান করেছিলাম এবং তাদেরকে বিশাল সাম্রাজ্যও দান করেছিলাম।

٥٤۔ اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ج فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ○

৫৫. তাদের মধ্যকার কিছু লোক তার উপর ঈমান এনেছে এবং কিছু লোক তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাড়খাড় করার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট।

٥٥۔ فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ط وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ○

৫৬. যারা আমার বাণীসমূহ প্রত্যাখ্যান করে আমি তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করবোই। যখন তাদের চামড়া পুড়ে যাবে তখনই আমি তার পরিবর্তে অন্য চামড়া জুড়ে দিবো, যাতে তারা শাস্তিভোগ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٥٦۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ط كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

৫৭. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে আমি অচিরেই প্রবেশ করাবো জান্নাতে, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। তারা তার স্থায়ী বাসিন্দা হবে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র স্ত্রীগণ। আর আমি তাদের প্রবেশ করাবো ঘন সন্নিবিষ্ট ছায়ায়।

٥٧۔ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ز وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ○

৫৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা আমানতসমূহ তার উপযুক্ত প্রাপকের নিকট অর্পণ করো। তোমরা মানুষের মাঝে

٥٨۔ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا لا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ

www.pathagar.com

تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ط اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○

বিচারকার্য করলে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যে উপদেশ দেন তা কতো উত্তম! আল্লাহ অবশ্যই মহাশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

٥٩۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ○

৫৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের মধ্যকার কর্তৃপক্ষের। তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতভেদ হলে তা পেশ করো আল্লাহ ও রাসূলের নিকট– যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো। এটাই কল্যাণকর এবং পরিণামে অতি উত্তম।

٦٠۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ط وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ○

৬০. আপনি কি সেইসব লোককে দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে? অথচ তারা আল্লাহদ্রোহী শক্তির কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও তাদেরকে তা প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে চরমভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।

٦١۔ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ○

৬১. যখন তাদের বলা হয়, তোমরা আসো আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে, তখন আপনি মোনাফিকদের দিকে লক্ষ করে দেখবেন যে, তারা আপনার থেকে সম্পূর্ণরূপে তাদের মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে।

٦٢۔ فَكَيْفَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ○

৬২. তাদের নিজ নিজ কার্যকলাপের দরুন তাদের উপর যখন কোনো বিপদ চেপে বসবে তখন তাদের কি অবস্থা হবে? অতঃপর তারা আপনার নিকট উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে, কল্যাণ ও সম্প্রীতিই আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো।

www.pathagar.com

৬৩. এরা হলো সেইসব লোক যাদের মনের গোপন তথ্য সম্পর্কে আল্লাহ জানেন। অতএব আপনি তাদের অগ্রাহ্য করুন, তাদের উপদেশ দিন এবং তাদেরকে তাদের বিবেকে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কথা বলুন।

٦٣۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ○

৬৪. আমি প্রত্যেক রাসূলকে এজন্যই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশমতে তাদের আনুগত্য করতে হবে। তারা যখন নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছিলো তখন তারা যদি আপনার নিকট এসে আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতো এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন তাহলে তারা আল্লাহ্‌কে পরম ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান হিসেবে পেতো।

٦٤۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ○

৬৫. না, আপনার প্রভুর শপথ! তারা তাদের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসার দায়িত্বভার আপনার উপর ন্যস্ত না করা পর্যন্ত, অতঃপর আপনি যে মীমাংসা করে দিবেন সে সম্পর্কে তাদের অন্তর দ্বিধাহীন না হওয়া পর্যন্ত এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে না নেয়া পর্যন্ত তারা ঈমানদার হতে পারবে না।

٦٥۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ○

৬৬. আমি যদি তাদের উপর ফরয করে দিতাম যে, তোমরা নিজেদের হত্যা করো অথবা নিজেদের বসতি এলাকা ত্যাগ করো, তাহলে তাদের খুব কম সংখ্যকই তা পালন করতো। তাদেরকে যা করার উপদেশ দেয়া হয়েছিলো যদি তারা তা করতো তবে সেটা তাদের জন্য অবশ্যই কল্যাণকর ও অধিক স্থিরতাদায়ক হতো;

٦٦۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ○

৬৭. এবং তখন আমি নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে অবশ্যই মহান পুরস্কার দান করতাম;

٦٧۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ○

৬৮. এবং অবশ্যই তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করতাম।

٦٨۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ○

www.pathagar.com

৬৯. যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রাপ্ত নবীগণ, পরম সত্যবাদীগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীলদের সাথী হবে এবং তারা কতোই না উত্তম সাথী!

٦٩۔ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ج وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ○

৭০. এই অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আল্লাহ যথেষ্ট পরিজ্ঞাত।

٧٠۔ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ○

৭১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করো, অতঃপর দলে দলে বিভক্ত হয়ে রওয়ানা হও অথবা একযোগে রওয়ানা হও।

٧١۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ○

৭২. নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে টালবাহানা করবেই। যদি তোমাদের উপর কোনো বিপদ আসে তবে সে বলে, আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম না।

٧٢۔ وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ج فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ○

৭৩. আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আসে তবে সে অবশ্যই এমনভাবে কথা বলবে যেনো তোমাদের মধ্যে ও তার মধ্যে কোনো মিত্রতাই ছিলো না। সে বলে, হায়! আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম তাহলে বিরাট সাফল্য লাভ করতাম।

٧٣۔ وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ○

৭৪. অতএব যারা আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে বিক্রি করে তারা যেনো আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে। আর কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক তাকে আমি অচিরেই মহান পুরস্কারে ভূষিত করবো।

٧٤۔ فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ط وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

৭৫. তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় এবং অসহায় নারী-পুরুষ ও শিশুদের

٧٥۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ

www.pathagar.com

اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ج وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ○

(উদ্ধারের) জন্য যুদ্ধ করো না? অথচ তারা আহাজারী করে বলছে : হে আমাদের রব! তুমি এই যালেম জনগোষ্ঠীর বসতি থেকে আমাদের বের করে নাও, তোমার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের পৃষ্ঠপোষক বানাও এবং তোমার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের সাহায্যকারী নিয়োগ করো।

٧٦۔ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ج اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ○

৭৬. যারা ঈমানদার তারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করে। আর যারা কাফের তারা তাগূতের (আল্লাহদ্রোহী শক্তির) পথে যুদ্ধ করে। অতএব তোমরা শয়তানের সহযোগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। শয়তানের ষড়যন্ত্র অবশ্যই দুর্বল।

٧٧۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ج فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ج وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ج لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ط قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ج وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ق وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ○

৭৭. আপনি কি দেখেননি যাদের বলা হলো, তোমরা নিজেদের হাত সংবরণ করো, নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও ? যখন তাদেরকে যুদ্ধে যোগদানের নির্দেশ দেয়া হলো তখন তাদের মধ্যকার একটি দল মানুষকে ভয় করতে লাগলো আল্লাহ্‌কে ভয় করার অনুরূপ অথবা তার চেয়েও বেশি মাত্রায়। আর তারা বললো, হে আমাদের রব! তুমি কেনো আমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করলে? তুমি আমাদেরকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে না কেনো? আপনি(তাদের) বলুন, দুনিয়ার সুখভোগ তো খুবই সীমিত। আর যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে তার জন্য আখেরাতই কল্যাণকর এবং তোমাদের প্রতি সামান্যও যুলুম করা হবে না।

٧٨۔ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ط وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ

৭৮. তোমরা যেথায়ই থাকো, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও। তাদের কোনো কল্যাণ হলে বলে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর তাদের

www.pathagar.com

কোনো ক্ষতি হলে বলে, এটা আপনার পক্ষ থেকে হয়েছে। আপনি বলুন, সবই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে। এই গোষ্ঠীর কী হলো যে, তারা একেবারেই কোনো কথা বোঝে না।

اللّٰهِ ج وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ط قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ج فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ○

৭৯. (হে মানুষ) তুমি যে কল্যাণ লাভ করো তা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এবং তোমার যে ক্ষতি হয় তা তোমার নিজের কারণে। আমি আপনাকে মানবজাতির জন্য রাসূলরূপে পাঠিয়েছি। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

টীকা : অর্থাৎ মানুষ যে কল্যাণ লাভ করে তা আল্লাহর দান এবং তার উপর যে বিপদাপদ আসে তা তার নাজায়েয কার্যকলাপের ফলে আসে।

٧٩۔ مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ز وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ط وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ج وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○

৮০. যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহ্‌রই অনুগত হলো। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে চলে যায় আমি আপনাকে তাদের নিরাপত্তা বিধায়ক হিসেবে পাঠাইনি।

٨٠۔ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ج وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ○

৮১. তারা তো বলে, আনুগত্য করি। কিন্তু তারা আপনার নিকট থেকে চলে যাওয়ার পর তাদের একদল যা বলে, রাতের বেলা তার বিপরীত কানাঘুষা করে। তারা রাতের বেলা যে শলাপরামর্শ করে তা আল্লাহ লিখে রাখেন। অতএব আপনি তাদের অগ্রাহ্য করুন এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

٨١۔ وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ز فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِيْ تَقُوْلُ ط وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ج فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

৮২. তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে না? তা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোথাও থেকে আসতো তবে তারা তাতে প্রচুর মতভেদ ও বৈপরীত্য দেখতে পেতো।

٨٢۔ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ط وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ○

৮৩. তাদের নিকট যখন কোনো শান্তি বা আতঙ্কের বিষয় আসে তখন তারা তা প্রচার করে বেড়ায়। তা না করে তারা যদি বিষয়টি রাসূলের নিকট ও তাদের মধ্যকার কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ

٨٣۔ وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِالْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ط وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ

www.pathagar.com

الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ط وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

করতো তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্যবিশ্লেষক তারা তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে দেখতো। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া বর্ষিত না হলে খুব কম সংখ্যক ব্যতীত তোমরা শয়তানের অনুগত হয়ে যেতে।

٨٤۔ فَقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ج عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا ○

৮৪. অতএব আপনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করতে থাকুন। আপনাকে কেবল আপনার নিজের জন্যই দায়ী করা হবে। আপনি ঈমানদারগণকে উৎসাহিত করুন। আল্লাহ হয়তো কাফেরদের শক্তি-সামর্থ্য খর্ব করে দিবেন। আল্লাহ শক্তি-সামর্থ্যে অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন শাস্তিদাতা।

٨٥۔ مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ج وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيْتًا ○

৮৫. কোনো ব্যক্তি উত্তম কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে। আর কেউ মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার জন্য অংশ রয়েছে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশালী।

٨٦۔ وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَسِيْبًا ○

৮৬. তোমাদেরকে যখন অভিবাদন (সালাম) করা হয় তখন তোমরা তা অপেক্ষা আরো উত্তম বাক্যে অভিবাদনের (সালামের) জবাব দাও অথবা তার অনুরূপ উত্তর দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।

٨٧۔ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ط وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ۝

৮৭. আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন সমবেত করবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কথায় আল্লাহ অপেক্ষা কে অধিক সত্যবাদী?

٨٨۔ فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ط اَتُرِيْدُوْنَ

৮৮. তোমাদের কী হলো যে, তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলে? আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদেরকে

www.pathagar.com

أَنْ تَهْدُوْا مَنْ أَضَلَّ اللّٰهُ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلاً ○

আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন তোমরা কি তাকে সৎপথে আনতে চাও? আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন আপনি কখনো তার জন্য কোনো পথ পাবেন না।

٨٩۔ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلاَ تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ ص وَلاَ تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلاَ نَصِيْرًا ○

৮৯. তারা (মুনাফিকরা) কামনা করে যে, তারা যেরূপ অবাধ্যাচারী হয়ে গেছে, তোমরাও যদি তদ্রূপ অবাধ্যাচারী হয়ে তাদের সমান হয়ে যেতে! অতএব তারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় হিজরত না করা পর্যন্ত তোমরা তাদের মধ্যকার কাউকেও পৃষ্ঠপোষক বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। যদি তারা পিছনে ফিরে যায় তবে তোমরা তাদেরকে যেখানেই পাও গ্রেপ্তার করো ও হত্যা করো এবং তাদের মধ্যকার কাউকেও বন্ধু বা সহায়করূপে গ্রহণ করো না।

٩٠۔ إِلاَّ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ إِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ أَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ أَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ج فَإِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلاً ○

৯০. কিন্তু (কাফেরদের মধ্যে) যারা এমন কোনো সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অথবা যারা এমন অবস্থায় তোমাদের নিকট আসে যে, তাদের অন্তর তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অথবা তাদের নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক– তারা ব্যতিক্রম। আল্লাহ যদি চাইতেন তবে তাদেরকে তোমাদের উপর ক্ষমতাসীন করতেন এবং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো। অতএব তারা যদি তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে থাকে এবং তোমাদের সাথে শান্তি চুক্তির প্রস্তাব করে তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের পথ রাখেননি।

٩١۔ سَتَجِدُوْنَ آخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّأْمَنُوْكُمْ وَيَأْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ط كُلَّمَا رُدُّوْآ إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوْا فِيْهَا ج فَإِنْ لَّمْ

৯১. তোমরা আরো একটি (সুযোগ সন্ধানী) দল পাবে যারা তোমাদের নিকট থেকেও নিরাপদ থাকতে চায় এবং তাদের নিজ সম্প্রদায়ের নিকট থেকেও নিরাপদ থাকতে চায়। যখনই তাদেরকে বিপর্যয়-বিশৃংখলার দিকে আকর্ষণ করা হয় তখন

www.pathagar.com

তারা তাতে (শেরেক ও মূর্তিপূজায়) নিপতিত হয়। তারা যদি তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে না যায়, তোমাদের নিকট শান্তি চুক্তির প্রস্তাব না করে এবং তাদের হাত (তোমাদের ক্ষতিসাধন থেকে) সংবরণ না করে তবে তোমরা তাদের যেখানেই পাও গ্রেপ্তার করো এবং হত্যা করো। আমি তোমাদেরকে এদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের স্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ দান করেছি।

يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ط وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ع

৯২. কোনো ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষে অপর কোনো ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করা সঙ্গত নয়, তবে ভুলবশত ঘটে গেলে স্বতন্ত্র কথা। কোনো ব্যক্তি কোনো ঈমানদার ব্যক্তিকে ভুলবশত হত্যা করলে একটি ঈমানদার দাসকে দাসত্বমুক্ত করতে হবে এবং নিহতের পরিবারবর্গকে দিয়াত (আর্থিক ক্ষতিপূরণ) দিতে হবে। তবে তারা (অভিযুক্তকে) ক্ষমা করলে স্বতন্ত্র কথা। নিহত ব্যক্তি যদি তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং ঈমানদার হয় তাহলে একটি ঈমানদার দাসকে দাসত্বমুক্ত করতে হবে। আর নিহত ব্যক্তি যদি এমন সম্প্রদায়ের লোক হয় যাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি বহাল আছে, তাহলে নিহতের পরিবারবর্গকে দিয়াত প্রদান করতে হবে এবং একটি ঈমানদার দাসকে দাসত্বমুক্ত করতে হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি অসচ্ছল হলে বা দাস না পেলে একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে হবে। অনুতাপ প্রকাশের জন্য এটা আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٩٢. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ج وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ط فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ط وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ج فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

টীকা : ভুলবশত হত্যা কাণ্ডের ক্ষতিপূরণ হলো, উত্তম শ্রেণীভুক্ত এক শত উট অথবা এর বাজারমূল্য। উপরন্তু হত্যাকারীকে একটি মুসলমান দাস বা দাসীকে দাসত্বমুক্ত করতে হবে। দাস-দাসী সহজলভ্য না হলে তাকে একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে হবে। অমুসলিম ব্যক্তিকে ভুলবশত হত্যা করলে সেই ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ হত্যাকারীর আর্থিক জরিমানা ক্ষমা করে দিতে পারে, আদালতের রায়ের আগেও অথবা পরেও।

৯৩. আর কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম, সে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। আল্লাহ তার উপর গযব নাযিল করেন, তাকে অভিসম্পাত

٩٣. وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ

www.pathagar.com

করেন এবং তার জন্য মর্মান্তিক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا ○

৯৪. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহ্‌র রাস্তায় সফর করো তখন শত্রু-মিত্র যাচাই করে নাও এবং কেউ তোমাদের সালাম দিলে তাকে বলো না, তুমি ঈমানদার নও। তোমরা পার্থিব জীবনের উপকরণ অনুসন্ধান করছো, অথচ আল্লাহ্‌র কাছে পর্যাপ্ত সম্পদ রয়েছে। ইতিপূর্বে তোমরা এমনই ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। অতএব তোমরা উত্তমরূপে শত্রু-মিত্র যাচাই করো। তোমরা যা করো সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

٩٤۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ج تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ز فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ط كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

৯৫. ঈমানদারগণের মধ্যকার যেসব লোক কোনোরূপ অক্ষমতা ছাড়াই ঘরে বসে থাকে তারা এবং নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারীগণ সমান নয়। নিজেদের জান-মাল দিয়ে জিহাদকারীগণকে আল্লাহ অকর্মণ্য বসে থাকা লোকদের উপর অধিক মর্যাদা দান করেছেন। অবশ্য আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে আল্লাহ মুজাহিদগণকে নিষ্ক্রিয় বসে থাকা লোকজনের তুলনায় মহান পুরস্কারে ভূষিত করেছেন।

٩٥۔ لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ط فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ط وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ط وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

৯৬. এসব মর্যাদা, ক্ষমা ও অনুগ্রহ তাঁর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ বড়োই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٩٦۔ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

৯৭. যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে, ফেরেশতাগণ তাদের প্রাণ হরণকালে বলে, তোমরা কী অবস্থায় নিমজ্জিত ছিলে? তারা বলে, আমরা পৃথিবীর বুকে অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলে, তোমাদের হিজরত করার জন্য

٩٧۔ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ط قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ط

www.pathagar.com

قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ط فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ○

আল্লাহ্‌র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলো না? অতএব এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম এবং তা খুবই নিকৃষ্ট আবাস।

٩٨۔ اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ○

৯৮. কিন্তু অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশু যারা (হিজরত করার) কোনো উপায় অবলম্বন করতেও সক্ষম নয় এবং পথও পায় না–

٩٩۔ فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ○

৯৯. আশা করা যায় অচিরেই আল্লাহ এদের ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ পাপ মোচনকারী, মহাক্ষমাশীল।

١٠٠۔ وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ط وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

১০০. কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় হিজরত করলে সে পৃথিবীতে পর্যাপ্ত আশ্রয়স্থল ও (আর্থিক) সচ্ছলতা লাভ করবে। কোনো ব্যক্তি নিজ বসতি ত্যাগ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশে হিজরত করার পর (পথিমধ্যে) মারা গেলে তার প্রতিদান আল্লাহ্‌র নিকট অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

টীকা : বর্তমান কালেও কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কোনো মুসলমান মুসলিম রাষ্ট্রে হিজরত করলে একই সওয়াব পাবে।

١٠١۔ وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ○

১০১. তোমরা পৃথিবীর বুকে সফর করাকালে যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, কাফেররা তোমাদেরকে বিপদে ফেলবে, তাহলে নামায কসর করায় তোমাদের কোনো দোষ নেই। নিশ্চয়ই কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

টীকা : ভয়-ভীতি না থাকলেও সফররত অবস্থায় নামায কসর (কম) করতে হবে। অর্থাৎ চার রাকআতবিশিষ্ট ফরয নামায (যোহর, আসর ও এশা) দুই রাকআত করে পড়বে এবং ফজর ও মাগরিব পুরা পড়বে।

www.pathagar.com

١٠٢۔ وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ ۫ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ۪ وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ۭ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ○

১০২. আপনি তাদের মধ্যে অবস্থানরত থাকলে তাদেরকে সাথে নিয়ে নামায পড়বেন। তাদের (যোদ্ধাদের) একদল যেনো সশস্ত্র অবস্থায় আপনার সাথে নামাযে দাঁড়ায়। তারা সিজদা করার (এক রাকআত পড়ার) পর যেনো তোমাদের পিছনে (অবস্থানস্থলে) চলে আসে, এবং এই শেষোক্ত দলটি যারা নামায পড়েনি তারা আপনার সাথে সতর্ক ও সশস্ত্র অবস্থায় (এক রাক্আত) নামায পড়বে।[১] কাফেররা আকাঙ্ক্ষা করে যে, তোমরা যদি তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম সম্পর্কে অসতর্ক হয়ে যেতে, তাহলে তারা তোমাদের উপর একযোগে ঝাপিয়ে পড়ার সুযোগ পেতো। যদি তোমরা বৃষ্টির কারণে কষ্ট পাও অথবা রোগাক্রান্ত হও তবে নিজ নিজ অস্ত্র রেখে দেয়ায় তোমাদের কোনো দোষ নেই, কিন্তু তোমরা সাবধান থাকো।[২] নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

টীকা-১ : যুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকগণ কিভাবে নামায পড়বে তার সংক্ষিপ্ত বিধান দেয়া হয়েছে। তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে ইমামের সাথে এক রাক্আত পড়বে এবং প্রত্যেকে বিচ্ছিন্নভাবে আরো এক রাক্আত পড়ে সালাম ফিরাবে। এর পদ্ধতি সম্পর্কে হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

টীকা-২ : এ আয়াতে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র, রসদপত্র ও শত্রুবাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য মুসলিম বাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

١٠٣۔ فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ○

১০৩. তোমরা (সৈনিকগণ) নামায পূর্ণ করার পর (যুদ্ধক্ষেত্রে) দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহ্র যিকির করো। তোমরা নিরাপদ (যুদ্ধ সমাপ্ত) হলে পূর্ণ নামায আদায় করো। নিশ্চয়ই ওয়াক্তমতো নামায আদায় করা ঈমানদারগণের জন্য অবশ্য ফরয।

١٠٤۔ وَلَا تَهِنُوْا فِى ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ۭ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا

১০৪. তোমরা শত্রুবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনে শিথিলতা প্রদর্শন করো না। তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে তারাও (শত্রুবাহিনী) তো তোমাদের মতোই

www.pathagar.com

আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। উপরন্তু তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট এমন জিনিসের আশা করো যার আশা তারা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

تَاْلَمُوْنَ ج وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

১০৫. নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট এই কিতাব নাযিল করেছি সত্যসহ, যাতে আপনি মানুষের মাঝে মীমাংসা করেন যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করিয়েছেন তদনুসারে। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের সমর্থনে বিতর্ককারী হবেন না।

١٠٥۔ اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرٰىكَ اللّٰهُ ط وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ۝٧

টীকা : তু'মা ইবনে উবাইরীক (বশীর) নামক এক মুসলমান অপর মুসলমানের বর্ম চুরি করে। খোঁজাখুঁজি শুরু হলে সে বর্মটি এক ইহুদীর বাড়িতে তার অগোচরে লুকিয়ে রাখে। চোরের গোত্র ইহুদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে রাসূলুল্লাহ (স) বাহ্যিক সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ইহুদীর বিরুদ্ধে রায় দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আল্লাহ তা'আলা (১০৫-১১২) আয়াত নাযিল করে তাঁর নবীকে প্রকৃত ঘটনা অবহিত করেন (তিরমিযী, হাকেম, বাগাবী)।

১০৬. আর আপনি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

١٠٦۔ وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝٨

১০৭. যারা নিজেদের সাথে প্রতারণা করে আপনি তাদের পক্ষে বিবাদ করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতারক ও পাপিষ্ঠকে পছন্দ করেন না।

١٠٧۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ۝٩

১০৮. এরা মানুষ থেকে (নিজেদের কৃতকর্ম) লুকাতে পারে, কিন্তু আল্লাহ থেকে লুকাতে পারবে না। কেনোনা তিনি তাদের সাথেই আছেন– রাতের বেলা যখন তারা আল্লাহ্‌র অমনোপূত বিষয়ে শলাপরামর্শ করে। আল্লাহ তাদের কর্মকাণ্ডকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

١٠٨۔ يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ○

১০৯. হাঁ, তোমরা তো এই পার্থিব জীবনে তাদের পক্ষ হয়ে প্রচুর বাকবিতণ্ডা করেছো। কিন্তু কিয়ামতের দিন কে তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র সাথে বাক-বিতণ্ডা করবে অথবা কে তাদের পক্ষে উকীল হবে?

١٠٩۔ هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ف فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ○

www.pathagar.com

১১০. কোনো ব্যক্তি মন্দ কাজে লিপ্ত হলে অথবা নিজের উপর যুলুম করলে, অতঃপর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করলে আল্লাহ্‌কে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুরূপে।

١١٠۔ وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

১১১. কেউ পাপ কামাই করলে তা সে নিজের জন্যই কামাই করে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

١١١۔ وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

১১২. যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় অথবা পাপ কাজ করে, অতঃপর নির্দোষ ব্যক্তির উপর দোষ চাপায় সে তো বহন করে এক ঘৃণ্য অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা।

١١٢۔ وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ○

১১৩. আপনার উপর যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও করুণা না হতো তবে তাদের মধ্যকার একটি দল আপনাকে বিপথগামী করার সংকল্প করেই ফেলেছিলো। তারা নিজেদেরই বিপথগামী করে এবং আপনার কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ আপনার উপর কিতাব ও হেকমত (গভীর প্রজ্ঞা) নাযিল করেছেন এবং আপনাকে শিখিয়েছেন যা আপনি মোটেই জানতেন না। আপনার উপর রয়েছে আল্লাহ্‌র অপার করুণা।

١١٣۔ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ط وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ط وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ط وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ○

১১৪. ওদের বেশিরভাগ গোপন সলা-পরামর্শে কোনো উপকারিতা নেই। অবশ্য কেউ গোপনে কাউকে দান-খয়রাত করার, ভালো কাজ করার এবং মানুষের মধ্যে সংশোধন-সংস্কারের পরামর্শ দিলে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় তা করে আমি অচিরেই তাকে মহান পুরস্কারে ভূষিত করবো।

١١٤۔ لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ط وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

১১৫. কোনো ব্যক্তি তার নিকট সত্য পথ স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হওয়ার পর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করলে এবং ঈমানদারগণের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করলে আমি সেদিকেই তার মোড় ঘুরিয়ে দিবো যেদিকে সে ঘুরে গেছে

١١٥۔ وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ط

www.pathagar.com

وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ○

এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর তা কতো নিকৃষ্ট বাসস্থান!

١١٦۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ط وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ○

১১৬. আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা হলে নিশ্চয়ই তিনি সেই অপরাধ ক্ষমা করবেন না, তা ছাড়া অন্য যে কোনো অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থির করে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

١١٧۔ اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا ج وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ○

১১৭. তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে নারীর (মূর্তির) নিকট প্রার্থনা করে। তারা অবাধ্যাচারী শয়তানেরই পূজা করে।

١١٨۔ لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۙ

১১৮. আল্লাহ শয়তানকে অভিসম্পাত করেছেন। সে বলে, আমি তোমার বান্দাদের একটি নির্দিষ্ট অংশকে অবশ্যই আমার অনুসারী বানাবো–

١١٩۔ وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ط وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ۔

১১৯. এবং তাদেরকে বিপথগামী করবোই, তাদেরকে আশা-আকাঙ্ক্ষায় বিভোর করে রাখবোই, তাদেরকে নির্দেশ দিবোই আর তারা গবাদী পশুর কান ছিদ্র করবেই এবং তাদেরকে নির্দেশ দিবোই এবং তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে বিকৃত করবেই। যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানকে পৃষ্ঠপোষক বন্ধুরূপে গ্রহণ করে সে স্পষ্টতই ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

١٢٠۔ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ط وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ○

১২০. সে তাদের নানারূপ প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বহু আশা দেয়। আসলে শয়তান তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনামাত্র।

١٢١۔ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ز وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ○

১২১. এদের বাসস্থান হলো দোযখ এবং তা থেকে নাজাতের কোনো উপায় তারা পাবে না।

١٢٢۔ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا

১২২. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আমি অচিরেই তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তাতে

www.pathagar.com

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ط وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ○

তারা চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। কথায় আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে হতে পারে!

١٢٣۔ لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ط مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ لا وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

১২৩. (চূড়ান্ত পরিণতি) না তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর আর না আহলে কিতাবের আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি পাপকাজ করবে তার ফল তাকেই ভোগ করতে হবে এবং সে নিজের জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোনো পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী পাবে না।

١٢٤۔ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ○

১২৪. ঈমানদার অবস্থায় কোনো পুরুষ অথবা নারী সৎকাজ করলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না।

١٢٥۔ وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ط وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ○

১২৫. যে সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি নিজের মুখমণ্ডল (নিজেকে) আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করেছে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করেছে– ধার্মিকতায় তার চেয়ে উত্তম আর কে আছে? আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।

١٢٦۔ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطًا ۝

১২৬. আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

١٢٧۔ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَآءِ ط قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ لا وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ فِىْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِىْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ لا وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ط وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ○

১২৭. লোকজন নারীদের সম্পর্কে আপনার নিকট ফতোয়া প্রার্থনা করে। আপনি বলুন, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদের ফতোয়া দিবেন এবং তোমরা বিবাহ করতে আগ্রহী যেসব ইয়াতীম নারীকে তাদের জন্য নির্ধারিত প্রাপ্য প্রদান করো না তাদের সম্পর্কেও, অসহায় শিশুদের সম্পর্কেও এবং ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ইনসাফ সম্পর্কেও যা কিতাবে (কুরআনে) তোমাদের পাঠ করে শুনানো হয় (তা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন)। তোমরা যে উত্তম কাজ করো সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ জ্ঞাত।

www.pathagar.com

১২৮. কোনো নারী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার অথবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে তবে তারা নিজেদের মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোনো দোষ হবে না। আপোষ-নিষ্পত্তিই উত্তম। লোভের বশেই মানুষ স্বভাবত কৃপণ হয়। যদি তোমরা উত্তম কাজ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো তবে আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

١٢٨۔ وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ط وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ط وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ط وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

১২৯. তোমরা যতোই ইচ্ছা করো না কেনো স্ত্রীদের মধ্যে সমান ইনসাফ করতে কখনো সক্ষম হবে না। অতএব তোমরা একজনের দিকে সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড়ো না এবং অপরজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় (উপেক্ষিত) রেখো না। তোমরা যদি সংশোধন করো ও তাকওয়া অবলম্বন করো তবে আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٢٩۔ وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ط وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

১৩০. যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে আল্লাহ তাঁর প্রাচুর্য দ্বারা তাদের প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করবেন। আল্লাহ মহাপ্রাচুর্যময়, পরম প্রজ্ঞাময়।

١٣٠۔ وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ط وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ○

১৩১. আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র। তোমাদের আগে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং বিশেষভাবে তোমাদেরকে আমি আদেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আর যদি তোমরা অবাধ্যাচরণ করো তবে (জেনে রাখো) আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র। আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ, মহাপ্রশংসিত।

١٣١۔ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ط وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ○

১৩২. আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র। কর্মপরিচালক হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

١٣٢۔ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

১৩৩. হে মানবজাতি! তিনি চাইলে তোমাদেরকে অপসারণ করতে এবং তদস্থলে অন্যদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ সম্পূর্ণ সক্ষম।

١٣٣۔ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ○

www.pathagar.com

১৩৪. কোনো ব্যক্তি পার্থিব কল্যাণ চাইলে (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ্‌র নিকট দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের কল্যাণ আছে। আল্লাহই সবকিছু দেখেন, সবকিছু শোনেন।

١٣٤۔ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○

১৩৫. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র সাক্ষীরূপে ন্যায়-ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো, তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধে হলেও। সে সম্পদশালী অথবা গরীব যাই হোক, আল্লাহ উভয়েরই অভিভাবক। অতএব তোমরা ন্যায়বিচার করতে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। যদি তোমরা মারপ্যাঁচ খাটাও অথবা আগ্রাহ্য করো তবে (জেনে রাখো) আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

١٣٥۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ج اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فلا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ج وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

১৩৬. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর এবং যে কিতাব তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন এবং ইতিপূর্বে তিনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার উপর। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র, তাঁর ফেরেশতাগণের, তাঁর কিতাবসমূহের, তাঁর রাসূলগণের এবং আখেরাত দিবসের বিরুদ্ধাচরণ করে সে বহু দূর পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হয়েছে।

١٣٦۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ○

১৩৭. যারা ঈমান আনার পর আবার কাফের (ধর্মত্যাগী) হয়েছে, আবার ঈমান এনেছে, আবার কাফের হয়েছে, অতঃপর তাদের কুফর (বিরুদ্ধাচরণ) আরো বৃদ্ধি পেয়েছে, আল্লাহ তাদের কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে সৎপথেও পরিচালিত করবেন না।

١٣٧۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ○

টীকা : কোনো কোনো ভাষ্যকার এ আয়াতে ইহুদীদের কথা বলা হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। আবার কারো কারো মতে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। ধর্মত্যাগী মুরতাদও এ আয়াতের লক্ষ্য হতে পারে। কারণ ইসলাম গ্রহণের পর তা ত্যাগ করলেই মুরতাদ হয়।

www.pathagar.com

১৩৮. আপনি মুনাফিকদের সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে মর্মান্তিক শাস্তি–

١٣٨۔ بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ

১৩৯. যারা ঈমানদারগণের পরিবর্তে কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি তাদের নিকট সম্মান লাভের আশা করে? অথচ সমস্ত সম্মান আল্লাহ্‌র নিকট।

١٣٩۔ نِالَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ

১৪০. আর তিনি এই কিতাবে (কুরআনে) তোমাদের জন্য নাযিল করেছেন : যখন তোমরা আল্লাহ্‌র বাণী সম্পর্কে শোনবে যে, তার বিরুদ্ধাচরণ করা হচ্ছে এবং তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন তারা প্রসঙ্গ না পাল্টানো পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে বসো না। অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদেরকে দোযখে একত্র করবেন।

١٤٠۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ ز اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۙ

১৪১. এরা তোমাদের পরিণতির অপেক্ষায় আছে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যদি তোমাদের বিজয় আসে তবে তারা বলে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? আর যদি কাফেরদের সামান্য জয়লাভও হয় তবে তারা বলে, আমরা কি তোমাদের পরিবেষ্টন করে রাখিনি এবং ঈমানদারগণের কবল থেকে রক্ষা করিনি? অতএব আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। আর আল্লাহ কিছুতেই কাফেরদের জন্য ঈমানদারগণের উপর কোনো পথ (উপায়) রাখবেন না।

١٤١۔ نِالَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ج فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ز وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ط فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۧ

১৪২. নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দিতে চায়, অথচ তিনিই তাদের ধোঁকাবাজীর প্রতিশোধ নিবেন। তারা নামাযে দাঁড়ালে খুবই

١٤٢۔ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ج وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ

www.pathagar.com

قَامُوْٓا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

অলসতা সহকারে দাঁড়ায়, লোক দেখানোর জন্য এবং তারা আল্লাহ্‌কে খুব কমই স্মরণ করে।

١٤٣۔ مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ○

১৪৩. তারা (ঈমান ও কুফরের মাঝে) দোদুল্যমান অবস্থায় আছে, না এদের দিকে আর না ওদের দিকে। আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন আপনি তার জন্য কখনো কোনো পথ পাবেন না।

١٤٤۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ○

১৪৪. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমানদারগণকে বাদ দিয়ে কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি (তা করে) নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌কে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?

١٤٥۔ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ج وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ○

১৪৫. নিশ্চয়ই মুনাফিকরা থাকবে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে। আপনি তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবেন না।

١٤٦۔ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ط وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

১৪৬. কিন্তু যারা তওবা করবে (অনুতপ্ত হবে), সংশোধন হবে, আল্লাহ্‌র দীনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র জন্যই ধার্মিকতা অবলম্বন করবে তারাই হবে ঈমানদারগণের সঙ্গী। অচিরেই আল্লাহ ঈমানদারগণকে মহান পুরস্কারে ভূষিত করবেন।

١٤٧۔ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ○

১৪৭. যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও এবং ঈমান আনো তবে আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দিবার নন। আল্লাহ কৃতজ্ঞতার পুরস্কারদাতা, মহাজ্ঞানী।

www.pathagar.com

পারা-৬

১৪৮. আল্লাহ খারাপ কথার প্রচারণা পছন্দ করেন না, তবে মজলুমের কথা স্বতন্ত্র। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

١٤٨۔ لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ط وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ○

১৪৯. তোমরা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে উত্তম কাজ করলে অথবা অপরাধ ক্ষমা করলে আল্লাহ্ও ক্ষমাকারী, পূর্ণ শক্তিমান।

١٤٩۔ اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ○

১৫০. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে অমান্য করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান আনতে তারতম্য করে এবং বলে, আমরা কতকের উপর ঈমান আনবো এবং কতককে অমান্য করবো এবং তারা এর মধ্যবর্তী কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়–

١٥٠۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ لا وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ○

১৫১. এরাই নিরেট কাফের এবং আমি কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

١٥١۔ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ج وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ○

১৫২. আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান এনেছে এবং ঈমানের ব্যাপারে তাদের কারো মধ্যে কোনোরূপ তারতম্য করে না– তাদেরকে তিনি তাদের পুরস্কার দান করবেন। আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٥٢۔ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

১৫৩. আহ্লে কিতাব আপনার নিকট তাদের জন্য আকাশ থেকে একটি কিতাব নাযিল করার আবদার ক'রছে। তারা মূসার নিকট এর চেয়েও গুরুতর আবদার করেছিলো। তারা বলেছিলো, আপনি আমাদের প্রকাশ্যে আল্লাহ্কে দেখান। তাদের অন্যায্য আবদারের কারণে তাদের উপর বজ্রপাত হয়েছিলো। পুনরায় তারা গরুর বাছুরকে তাদের পূজনীয় বস্তু বানায় তাদের নিকট স্পষ্ট

١٥٣۔ يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ج ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ

www.pathagar.com

الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ج وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ○

প্রমাণাদি আসার পরও। আমি তাদের এ অপরাধও মাফ করলাম। আর আমি মূসাকে দান করলাম স্পষ্ট প্রমাণ।

١٥٤. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِى السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ○

১৫৪. আর আমি তাদের মাথার উপরে তূর পাহাড় উত্তোলন করলাম এবং তাদের বললাম, অবনত মস্তকে দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। আমি তাদের আরো বললাম, শনিবারের সীমা লংঘন করো না এবং তাদের নিকট থেকে সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলাম।

١٥٥. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ط بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

১৫৫. অতএব তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধাচরণ, অন্যায়ভাবে তাদের নবীগণকে হত্যা করা এবং 'আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত', তাদের একথার কারণে তারা অভিশপ্ত হয়েছে। বরং তাদের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন। ফলে তাদের খুব কম সংখ্যকই ঈমান আনে;

١٥٦. وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ○

১৫৬. (আরো অভিশপ্ত হয়েছিলো) তাদের অবাধ্যাচরণ ও মরিয়মের প্রতি তাদের গুরুতর মিথ্যা অপবাদ আরোপের কারণে;

١٥٧. وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ج وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ط وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ ط مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ج وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۝

১৫৭. তাদের এই কথার কারণেও যে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল এবং মরিয়মের পুত্র মসীহ ঈসাকে হত্যা করেছি। অথচ তারা তাকে হত্যাও করতে পারেনি এবং শূলীবিদ্ধও করতে পারেনি, বরং তারা গোলকধাঁধায় পড়ে আছে। যারা তার সম্পর্কে মতভেদে লিপ্ত হয়েছে নিশ্চয়ই তারা নানারূপ সন্দেহে পড়ে আছে। তার সম্পর্কে তাদের অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত কোনো নিশ্চিত জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি;

١٥٨. بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

১৫৮. বরং আল্লাহ তাঁর নিকট তাকে (সশরীরে) তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

www.pathagar.com

১৫৯. আহ্‌লে কিতাবের প্রত্যেকেই তার মৃত্যুর পূর্বে তার উপর ঈমান আনবেই এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন।

١٥٩. وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ○

টীকা : আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আ)-কে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ রেখে সশরীরে জীবন্ত অবস্থায় চতুর্থ আসমানে তুলে নিয়েছেন। তিনি পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করে দাজ্জালকে হত্যা করার পর আহ্‌লে কিতাবগণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করবে এবং গোটা পৃথিবীবাসী ইসলাম গ্রহণ করবে। আরো দেখুন সূরা আল ইমরানের ৫৫ নং আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকা।

১৬০. ইহুদীদের অন্যায় আচরণ ও বহু লোককে আল্লাহ্‌র পথে আসতে বাধা দেয়ার কারণে তাদের জন্য উত্তম জিনিস– যা হালাল ছিলো আমি তা তাদের জন্য হারাম করেছি–

١٦٠. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۝١

১৬১. এবং তাদের সুদ গ্রহণের কারণে যা তাদের জন্য অবশ্যই নিষিদ্ধ ছিলো, এবং জনগণের সম্পদ বাতিল পন্থায় আত্মসাৎ করার কারণে। তাদের মধ্যকার কাফেরদের জন্য আমি মর্মান্তিক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

١٦١. وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ط وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে পরিপক্ক তারা ও ঈমানদারগণ ঈমান আনে যা আপনার উপর নাযিল করা হয়েছে এবং যা আপনার আগের কালে নাযিল করা হয়েছে। তারা নামায কায়েমকারী, যাকাত আদায়কারী এবং আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের উপর ঈমানদার। আমি এদেরকে অচিরেই মহান পুরস্কারে ভূষিত করবো।

١٦٢. لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

১৬৩. নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট ওহী পাঠিয়েছি, যেমন আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহ ও তার পরের নবীগণের নিকট এবং আরো ওহী পাঠিয়েছি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তার বংশধর, ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন ও

١٦٣. اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ ج وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ

www.pathagar.com

وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ج وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ○

সুলায়মানের নিকট এবং দাউদকে দান করেছি যাবূর কিতাব।

١٦٤۔ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ط وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ۞

১৬৪. আরো অনেক রাসূল পাঠিয়েছি যাদের বৃত্তান্ত আমি ইতিপূর্বে আপনার নিকট বর্ণনা করেছি এবং আরো অনেক রাসূলের বৃত্তান্ত আপনার নিকট বর্ণনা করিনি। আর আল্লাহ মূসার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।

١٦٥۔ رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

১৬৫. আমি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রাসূলগণকে পাঠিয়েছি, যাতে রাসূলগণের আসার পর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ করার সুযোগ না থাকে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

١٦٦۔ لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ج وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○

১৬৬. কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি আপনার নিকট যা কিছু নাযিল করেছেন তা সজ্ঞানেই নাযিল করেছেন এবং ফেরেশতাগণও সাক্ষী দেয়। সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

١٦٧۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلاً بَعِيْدًا ○

১৬৭. নিশ্চয়ই যারা অবাধ্যাচরণ করে এবং (মানুষকে) আল্লাহ্‌র পথে (আসতে) বাধা দেয় তারা বহু দূর পথভ্রষ্ট হয়েছে।

١٦٨۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ○

১৬৮. নিশ্চয়ই যারা অবাধ্যাচরণ করেছে ও যুলুম করেছে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করার নন এবং তাদেরকে হেদায়াত লাভের কোনো পথও দেখাবেন না–

١٦٩۔ اِلاَّ طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ○

১৬৯. জাহান্নামের পথ ব্যতীত। তাতে তারা চিরস্থায়ী হবে। আর এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে অতি সহজ।

١٧٠۔ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ط وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ

১৭০. হে মানবজাতি! এই রাসূল তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সত্য দীনসহ এসেছেন। অতএব তোমরা ঈমান আনো, তা তোমাদের জন্য উপকারী। যদি তোমরা বিরুদ্ধাচরণ করো তবে নিশ্চয়ই (জেনে রাখো)

www.pathagar.com

وَالْاَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

١٧١۔ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ط اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتُهٗ ج اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ز فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ق وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ط اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ط اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

১৭১. হে আহ্‌লে কিতাব! তোমরা তোমাদের দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ সম্পর্কে নিরেট সত্য ছাড়া ভিন্ন কিছু বলো না।[১] নিশ্চয়ই মরিয়ম-পুত্র ঈসা মসীহ আল্লাহ্‌র রাসূল ও তাঁর বাণী, যা তিনি মরিয়মের নিকট পাঠিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রদত্ত রূহ। অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণে ঈমান আনো এবং বলো না : 'তিন'।[২] তোমরা (তা বলা থেকে) বিরত থাকো, তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ একমাত্র ইলাহ। তাঁর সন্তান হওয়া থেকে তিনি পবিত্র মহান। আকাশরাজী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

টীকা-১ : এখানে ইহুদী-খৃস্টানদেরকে বলা হচ্ছে। ইহুদীরা ঈসা (আ)-এর নবুওয়াত অস্বীকার করার সাথে সাথে তাঁর ও তাঁর মা মরিয়ম (আ) সম্পর্কে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ, নোংরা ও ন্যক্কারজনক অভিযোগ আরোপ করে বাড়াবাড়ি করতো। অপরদিকে খৃস্টানরা তাঁর অলৌকিক জন্ম ও মু'জিযাকে, বিশেষত জীবন সঞ্চারের মু'জিযাকে কেন্দ্র করে তাঁকে আল্লাহ্‌র পুত্র সাব্যস্ত করে বাড়াবাড়ি করে। ঈসা (আ)-এর অন্তর্ধানের পর খৃস্টানরা দুই শত বছর পর্যন্ত আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসী ছিলো। সেন্ট পল তাদের মধ্যে ত্রিত্ববাদী শেরেকের অনুপ্রবেশ ঘটায়।

টীকা-২ : 'তিন' অর্থাৎ ত্রিত্ববাদ : The Holy God (আল্লাহ), The Holy Son (পবিত্র পুত্র) এবং The Holy Ghost (পবিত্র আত্মা) অর্থাৎ খৃস্টানদের বিশ্বাস হলো– আল্লাহ তাঁর নিজের রূহ্‌কে ঈসা (আ)-এর মধ্যে প্রবিষ্ট করেছেন (নাউযু বিল্লাহ)।

١٧٢۔ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ط وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ○

১৭২. মসীহ (ঈসা) কখনো নিজেকে আল্লাহ্‌র বান্দা বলে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করেননি এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণও নয়। যারা তাঁর ইবাদতে লজ্জাবোধ করে ও অহংকার করে তিনি তাদের সকলকে তাঁর নিকট সমবেত করবেন।

١٧٣۔ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ

১৭৩. অতএব যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তিনি তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিদান দিবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো বেশি দিবেন।

www.pathagar.com

مِّنْ فَضْلِهٖ ج وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

পক্ষান্তরে যারা (আল্লাহ্‌র বান্দা হতে) লজ্জাবোধ করেছে এবং অহংকার করেছে তিনি তাদের শাস্তি দিবেন মর্মান্তিক শাস্তি। আর তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোনো পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী পাবে না।

١٧٤. يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ○

১৭৪. হে মানবজাতি! তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে তোমাদের জন্য স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের নিকট নাযিল করেছি স্পষ্ট আলো।

١٧٥. فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ○

১৭৫. অতএব যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁর দীনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে তিনি অচিরেই তাদেরকে তাঁর রহমত ও করুণার মধ্যে দাখিল করবেন এবং তাঁর দিকে আসার সরল পথে পরিচালিত করবেন।

١٧٦. يَسْتَفْتُوْنَكَ ط قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ط اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ج وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ط فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ط وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ط يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

১৭৬. লোকজন আপনার নিকট ফতোয়া প্রার্থনা করে। আপনি বলুন, আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ' সম্পর্কে ফতোয়া দিচ্ছেন। কোনো ব্যক্তি (নারী বা পুরুষ) নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে এবং তার এক বোন থাকলে সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। আবার বোন যদি নিঃসন্তান হয় তবে সে (ভাই) তার ওয়ারিস হবে। বোন দু'জন হলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ তারা পাবে। যদি একত্রে ভাই-বোন থাকে তাহলে (এক) পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। আল্লাহ তোমাদের জন্য (তাঁর বিধান) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও। আল্লাহ সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

টীকা : (ক) যে নিঃসন্তান ব্যক্তির পিতা-মাতাও জীবিত নেই তাকে কালালাহ বলে। (খ) অপর মতে মৃত্যুকালে পিতা ও পুত্রহীন ব্যক্তি। (গ) ইবনে আব্বাস (রা)-র মতে পিতা জীবিত থাক বা না থাক, মৃত্যুকালে যার পুত্রসন্তান নেই। ১২ নং আয়াতে কালালাহ-এর ভাই-বোন অর্থ বৈপিত্রেয় ভাই-বোন। এ বিষয়ে সকলে একমত। আর এখানে ভাই-বোন অর্থ সহোদর এবং তাদের অবর্তমানে বৈমাত্রেয় ভাই-বোন।

www.pathagar.com

৫. সূরা আল-মাইদা (১১২) ٥- سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ

আয়াত : ১২০; রুকূ' : ১৬; মাদানী اٰيَاتُهَا : ١٢٠، رُكُوْعُهَا : ١٦، مَدَنِيَّةٌ

আলোচ্য সূরাটি হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষভাগে অথবা সপ্তম হিজরীর শুরুতে নাযিল হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ط اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ط اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ○

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ মেনে চলো। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ গবাদি পশু হালাল করা হলো, সেইগুলো বাদে যা তোমাদের নিকট তিলাওয়াত (পাঠ) করা হবে। তবে (হজ্জ বা উমরার) ইহ্‌রাম অবস্থায় তোমাদের জন্য (পশু-পাখি) শিকার করা হালাল নয়। আল্লাহ নিজ ইচ্ছা অনুসারেই নির্দেশ দেন।

টীকা : হজ্জ অথবা উমরা করার জন্য পুরুষগণকে সেলাইবিহীন দুইখণ্ড সাদা কাপড়, একটি লুঙ্গি এবং অপরটি চাদর হিসেবে বাধ্যতামূলকভাবে পরে থাকতে হয়। এই অবস্থাকে ইহ্‌রাম বলে।

٢- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْىَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ط وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ط وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ج وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

২. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের, হারাম মাসসমূহের, কা'বায় পাঠানো কুরবানীর পশুর, গলায় কুরবানীর চিহ্নবিশিষ্ট মালা পরিহিত পশুর এবং নিজেদের প্রভুর অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় বায়তুল হারামে আগত লোকদের অবমাননা করো না। তোমরা ইহ্‌রামমুক্ত হওয়ার পর শিকার করতে পারো। কোনো সম্প্রদায় তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দিলে তাদের প্রতি বিদ্বেষ যেনো তোমাদেরকে সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সৎকাজে ও তাকওয়ায় পরস্পরের সহযোগিতা করো এবং পাপাচার ও শত্রুতায় পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।

টীকা : 'হারাম মাসসমূহ' : আরবে জাহিলী যুগে ও ইসলামের প্রাথমিক কালে মুহাররাম, রজব, যিলকদ ও যিলহজ্জ এই চার মাসে যুদ্ধ-সংঘাত নিষিদ্ধ ছিলো। সূরা তাওবার ৫নং আয়াত দ্বারা এ নিয়ম রহিত হয়।

'হাদয়ি' : পূর্বকালে আরবের লোকজন হজ্জ করতে গেলে সাথে কুরবানীর পশুও নিতো এবং তার চিহ্নস্বরূপ পশুর গলায় মালা (কিলাদা) পরিয়ে দিতো। আর কোনো ব্যক্তি হজ্জ করতে না গেলেও তার পশু কা'বার এলাকায় কুরবানী

www.pathagar.com

করার জন্য লোক মারফত পাঠিয়ে দিতো। এ পশুকে বলা হতো আল-হাদ্‌য়ি। আজকাল আর কেউ সাথে কুরবানীর পশু আনে না।

মসজিদুল হারাম : কা'বা ঘরের চার পাশের উন্মুক্ত এলাকাই বাইতুল হারাম বা মসজিদুল হারাম। বর্তমান কালে কা'বা ঘরকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে যে মসজিদ নির্মিত হয়েছে সেটিই মসজিদুল হারাম।

٣. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۛ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ۭ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ۭ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۭ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۭ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হলো মৃত জীব, রক্ত, শূকরের গোশত, আল্লাহ ব্যতীত অপরের নামে যবেহকৃত প্রাণী, শ্বাসরোধ করে হত্যাকৃত প্রাণী, আঘাত জনিত কারণে মৃত প্রাণী, উচ্চ স্থান থেকে পতিত হয়ে মৃত প্রাণী, শিং-এর ঘুতায় মৃত প্রাণী, হিংস্র প্রাণী যা হত্যা করেছে, তবে যা তোমরা যবেহ করতে পেরেছো তা ব্যতীত, যা মূর্তিপূজার বেদীতে যবেহ করা হয়েছে তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা তোমরা যা ভাগ্য নির্ণয় করো– এসবই পাপাচার। যারা কুফরী করে তারা আজ তোমাদের দীন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তোমরা তাদের ভয় করো না, আমাকেই ভয় করো। আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের উপর আমার নেয়ামতরাজী (অনুগ্রহ) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম। অতএব কেউ পাপাচারে প্ররোচিত না হয়ে অসহনীয় ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে (এবং নিষিদ্ধ জিনিস পানাহার করলে) নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٤. يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ۭ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۡ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

৪. লোকজন আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে? আপনি বলুন, তোমাদের জন্য পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জিনিসসমূহ হালাল করা হয়েছে। আর শিকারী প্রাণী, তোমরা যেগুলোকে তোমাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে শিকারের প্রশিক্ষণ দিয়েছো, তোমাদের জন্য যা শিকার করে আনে তা আহার করো এবং তাতে আল্লাহ্‌র নাম লও। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

www.pathagar.com

টীকা : শিকারের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর, পাখি বা অন্য কোনো প্রাণী যদি শিকার ধরে জীবিত অবস্থায় নিয়ে আসে তবে তা যবেহ করার পর খাওয়া যাবে এবং মৃত অবস্থায় নিয়ে এলে খাওয়া যাবে না। আগ্নেয়াস্ত্রের শিকারের ক্ষেত্রেও একই বিধান।

٥- اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ط وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ص وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ز وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ز وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝٥

৫. আজ আমি তোমাদের জন্য পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জিনিসসমূহ হালাল করলাম এবং আহ্‌লে কিতাবের খাদ্যও তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যও তাদের জন্য হালাল।[১] সতী-সাধ্বী ঈমানদার নারীগণ এবং তোমাদের পূর্বেকার আহ্‌লে কিতাবের সতী-সাধ্বী নারীগণকে বিবাহ করাও তোমাদের জন্য হালাল, তাদেরকে দেনমোহর প্রদানের বিনিময়ে, প্রকাশ্যে ব্যভিচার অথবা গোপনে প্রেমকেলি করার জন্য নয়।[২] কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কৃতকর্ম বাতিল হয়ে গেলো এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

টীকা-১ : আহ্‌লে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী-খৃষ্টানদের এখানে কেবল সেইসব পানাহারের বস্তু আমাদের জন্য বৈধ যা ইসলামী শরীয়াতে বৈধ। অতএব তাদের পরিবেশিত শূকরের গোশত খাওয়া যাবে না, আমাদের জন্য হালাল পশু তারা আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীত যবেহ করলে তার গোশতও খাওয়া যাবে না।

টীকা-২ : ইহুদী-খৃষ্টান মেয়েদেরকে তাদের স্বধর্মে বহাল থাকা অবস্থায় বিবাহ করা মুসলমানদের জন্য জায়েয। কিন্তু মুসলিম মেয়েদেরকে মুসলিম পুরুষ ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীর নিকট বিবাহ দেয়া সম্পূর্ণ হারাম। অন্যান্য ধর্মের নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করলেই কেবল তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা জায়েয হতে পারে।

٦- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ط وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ط وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ط مَا

৬. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামাযের জন্য ওঠো তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধৌত করো, তোমাদের মাথা মসেহ করো এবং পাগুলো গোছাসমেত ধৌত করো। তোমরা অপবিত্র হলে পবিত্রতা অর্জন (গোসল) করো। তোমরা রোগাক্রান্ত হলে বা সফরে থাকলে অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসলে অথবা তোমরা স্ত্রীসহবাস করলে এবং পানি না পেলে পরিচ্ছন্ন মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো।[১] তা দিয়ে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতসমূহ মসেহ করো। আল্লাহ তোমাদের কষ্টে নিক্ষেপ করতে চান না, তবে তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের উপর তাঁর

www.pathagar.com

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

নিয়ামতরাজী পরিপূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

টীকা-১ : স্ত্রী-সহবাস করলে, স্বপ্নদোষ হলে এবং মহিলাগণের মাসিক ঋতু ও সন্তান প্রসবজনিত ঋতু শেষ হলে পর গোসল করা ফরয। যদি পানি দুষ্প্রাপ্য হয় তবে তাইয়াম্মুম করে পবিত্র হবে। উপরোক্ত প্রকারের নাপাক অবস্থাকে 'জুনুব' বলে।

٧۔ وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

৭. তোমরা স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামতের (অনুগ্রহের) এবং সেই প্রতিশ্রুতির কথা যা তিনি সুদৃঢ়ভাবে তোমাদের থেকে গ্রহণ করেছেন– যখন তোমরা বলেছিলে, আমরা শোনলাম এবং অনুগত হলাম।[১] তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তর্যামী।

টীকা-১ : আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে মুসলমানদের উত্থান ও উন্নতির জন্য যেসব নিয়ম ও বিধিবিধান দান করেছেন এখানে নিয়ামত বলতে সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে। আর প্রতিশ্রুতি বলতে সেসব নিয়ম-বিধান বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করার অঙ্গীকারকে বুঝায় (মুফতী শফী)।

٨۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র (সন্তোষ লাভের) উদ্দেশে ন্যায়নিষ্ঠার সাথে সাক্ষ্যদানে অবিচল থাকো। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষ যেনো তোমাদেরকে ন্যায়বিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার করো, তা তাকওয়ার অধিক নিকটতর এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

٩۔ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

৯. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

١٠۔ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

১০. আর যারা অবাধ্যাচরণ করেছে এবং আমার বাণীসমূহকে মিথ্যা বা বাতিল বলেছে তারা হলো দোযখের বাসিন্দা।

١١۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ

১১. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের প্রতি তাদের হাত প্রসারিত (ক্ষতিগ্রস্ত)

www.pathagar.com

أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

করতে সচেষ্ট ছিলো। কিন্তু তিনি তোমাদের থেকে তাদের হাত প্রতিহত করলেন। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং ঈমানদারগণের আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা কর্তব্য।

١٢۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ ج وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ط وَقَالَ اللّٰهُ إِنِّيْ مَعَكُمْ ط لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ج فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۝

১২. নিশ্চয়ই আল্লাহ বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বারোজন নেতা নিযুক্ত করেছিলাম।[১] আল্লাহ বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে আছি। যদি তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত পরিশোধ করো, আমার রাসূলগণে ঈমান আনো ও তাদেরকে সাহায্য করো এবং আল্লাহ্‌কে কর্যে হাসানা দাও তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের গুনাহসমূহ মিটিয়ে দিবো এবং তোমাদের অবশ্যই এমন সব জান্নাতে দাখিল করবো যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। এরপর তোমাদের মধ্যে যে অবাধ্যাচারী হবে সে নিশ্চয়ই সরল পথ থেকে বিপথগামী হলো।

টীকা-১ : তৎকালীন কান্‌'আনের (বর্তমান ফিলিস্তীন) দুর্দমনীয় পৌত্তলিক পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ)-কে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়ার পর তিনি বনী ইসরাঈলের বারোটি গোত্রের জন্য বারোজন নেতা (নাকীব) নিযুক্ত করেন। আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে (২২-২৬ আয়াতও দেখুন)।

١٣۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ج يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ لا وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ج وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ط إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

১৩. বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার ভংগের কারণে আমি তাদেরকে অভিশপ্ত করেছি এবং তাদের অন্তরকে পাষাণে পরিণত (নিষ্ঠুর) করেছি। তারা (তাওরাতের) বাণীসমূহকে স্থানচ্যুত করে বিকৃত করে এবং তাদের যে উপদেশ দেয়া হয়েছিলো তার অংশবিশেষ তারা ভুলে গিয়েছে। আপনি তাদের সামান্য সংখ্যক বাদে সকলকে অনবরত বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত পাবেন। অতএব আপনি তাদের ক্ষমা করুন ও উপেক্ষা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের মহব্বত করেন।

١٤۔ وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا إِنَّا نَصٰرٰٓى أَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ص

১৪. আর যারা নিজেদের নাসারা (খৃষ্টান) বলে দাবি করে আমি তাদের নিকট থেকেও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। তাদেরকেও যে উপদেশ দেয়া

www.pathagar.com

فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ط وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ○

হয়েছিলো তার অংশবিশেষ তারাও ভুলে গেছে। অতএব আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করেছি। অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করবেন।

١٥۔ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ط قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۙ

১৫. হে আহ্‌লে কিতাব! আমার রাসূল তোমাদের নিকট এসেছেন। তোমরা কিতাবের যা গোপন করেছিলে তিনি তার অনেক কিছু তোমাদের নিকট তুলে ধরেন এবং অনেক কিছু উপেক্ষা করেন। আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তোমাদের জন্য এসেছে এক নূর ও (অর্থাৎ) স্পষ্ট কিতাব।

টীকা : 'নূর' ও 'স্পষ্ট কিতাব' একই অর্থবোধক। উভয় শব্দের মাঝখানের হরফে আতফ (সংযোগ অব্যয়) 'ওয়াও' ব্যাখ্যামূলক : নূর অর্থাৎ কিতাব। পরবর্তী আয়াতের 'বিহী' শব্দ থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। উপরন্তু সূরা আ'রাফের ১৫৭ নং আয়াত "তার সাথে নাযিলকৃত নূর (কুরআন)-এর অনুসরণ করো" থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

١٦۔ يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

১৬. যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় তিনি এর দ্বারা তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন, তাদেরকে তাঁর অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেন।

١٧۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ط وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

১৭. যারা বলে, নিশ্চয়ই মরিয়ম-পুত্র মসীহ্‌ই আল্লাহ, তারা তো মারাত্মক অবাধ্যাচরণ করেছে। আপনি বলুন, আল্লাহ যদি মরিয়ম-পুত্র মসীহ, তার মাতা এবং পৃথিবীর সকলকে ধ্বংস করতে চান তবে তাঁকে বাঁধা দেয়ার সামান্য শক্তিও কি কারো আছে? আকাশরাজী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছুর উপর আল্লাহ্‌র রাজত্ব ও কর্তৃত্ব বিরাজমান। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١٨۔ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ط قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ

১৮. ইহুদী ও খৃস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র ও তাঁর ভালোবাসার পাত্র। আপনি বলুন, তাহলে তোমাদের পাপাচারের কারণে কেনো

www.pathagar.com

بِذُنُوْبِكُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ز وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○

তিনি তোমাদের শাস্তি দিবেন? বরং আল্লাহ যেসব মানুষ সৃষ্টি করেছেন তোমরা তাদের মতোই মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। আকাশরাজী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যে অবস্থিত সব কিছুর উপর তাঁর রাজত্ব ও কর্তৃত্ব বিরাজমান। তাঁর কাছেই (আমাদের) প্রত্যাবর্তন।

١٩۔ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ز فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

১৯. হে আহ্‌লে কিতাব! রাসূলগণের আগমনে বিরতির পর আমার রাসূল এসেছেন। তিনি তোমাদের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বলতে না পারো, আমাদের নিকট কোনো সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী আসেনি। এখন তো তোমাদের নিকট একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসেছেন। আল্লাহ সব কিছুর উপর সর্বময় শক্তির অধিকারী।

٢٠۔ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖ وَّاٰتٰكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

২০. মূসা যখন তার জাতিকে বললেন, হে আমার জাতি! তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদের মধ্য থেকে নবীগণকে পাঠালেন, তোমাদেরকে রাজ্যের মালিক বানালেন এবং তোমাদের দান করলেন (এমন কিছু) যা বিশ্ববাসীর কাউকে দান করেননি।

টীকা : অর্থাৎ মান্না-সালওয়া (আসমানী খাদ্যবিশেষ), মরুভূমিতে মেঘমালার ছায়াদান, ফেরাউন বাহিনীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য সমুদ্রবক্ষে রাস্তা করে দেয়া এবং পার করে নেয়া ইত্যাকার বহু নেয়ামত তাদের দান করা হয়েছিলো।

٢١۔ يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ○

২১. হে আমার জাতি! তোমরা পবিত্র ভূমিতে (ফিলিসতীন) প্রবেশ করো যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন এবং পিছু হটে যেও না। তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরে আসবে।

٢٢۔ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ز وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ج فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ○

২২. তারা বললো, হে মূসা! সেখানে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতি আছে। তারা সেই এলাকা ত্যাগ না করা পর্যন্ত আমরা কখনো তাতে প্রবেশ করবো না। যদি তারা সেই এলাকা ত্যাগ করে চলে যায় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা প্রবেশ করবো।

www.pathagar.com

২৩. ভীতি-সন্ত্রস্ত লোকদের মধ্য থেকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহধন্য দুই ব্যক্তি বললো, তোমরা ফটকে পৌছে যাও। তোমরা তাতে প্রবেশ করলেই জয়যুক্ত হবে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করো, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।

٢٣۔ قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ج فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ج وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

২৪. তারা বললো, হে মূসা! তারা সেখানে থাকা অবস্থায় আমরা কখনো সেখানে প্রবেশ করবো না। অতএব তুমি ও তোমার প্রভু গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। আমরা এখানে বসেই থাকলাম।

٢٤۔ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ○

২৫. মূসা বললেন, হে আমার রব! আমার নিজের ও আমার ভাই (হারূন) ব্যতীত আর কারো উপর আমার কর্তৃত্ব নেই। অতএব আপনি আমাদের ও এই অবাধ্যাচারী সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করে দিন।

٢٥۔ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِىْ وَاَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ○

২৬. আল্লাহ বলেন, ঠিক আছে, ঐ দেশটি (সিরিয়া অঞ্চল) থেকে তাদেরকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বঞ্চিত রাখা হবে। এরা গৃহহীন অবস্থায় উদ্ভ্রান্তের মতো স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াবে। অতএব আপনি এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখবোধ করবেন না।

٢٦۔ قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ج يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ ط فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝

২৭. আপনি আদমের দুই পুত্রের ঘটনা তাদেরকে যথাযথভাবে পাঠ করে শোনান। তারা দু'জনে কুরবানী করলে তাদের মধ্যে একজনের কুরবানী কবুল করা হলো এবং অপরজনেরটি কবুল করা হলো না। সে বললো, আমি অবশ্যই তোকে হত্যা করবো। অপরজন বললো, আল্লাহ কেবল মুত্তাকীদের থেকেই কবুল করেন।

٢٧۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ م اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ط قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ط قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ○

২৮. আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি তোমার হাত আমার দিকে প্রসারিত করলেও আমি তোমাকে হত্যা করতে আমার হাত তোমার দিকে

٢٨۔ لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِىْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ج اِنِّىْٓ

www.pathagar.com

প্রসারিত করবো না। নিশ্চয়ই আমি মহাবিশ্বের প্রভু আল্লাহ্‌কে ভয় করি।

اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ○

২৯. আমি চাই যে, আমার পাপের বোঝা ও তোমার পাপের বোঝা তুমি একাই বহন করো। ফলে তুমি দোযখবাসী হও। এটাই জালেমদের উপযুক্ত প্রতিদান।

٢٩۔ اِنِّىْٓ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِىْ وَاِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ج وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ○

৩০. তার কুপ্রবৃত্তি তার ভাইকে হত্যার জন্য তাকে প্ররোচিত করলো এবং সে তাকে হত্যা করলো। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হলো।

٣٠۔ فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

৩১. অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন। সেটি মাটিতে গর্ত খুঁড়লো তাকে দেখানোর জন্য যে, সে তার ভাইয়ের লাশ কিভাবে দাফন করবে। সে বললো, হায় আমার ধ্বংস! আমি এই কাকের মতোও হতে পারলাম না যে, আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করতে পারি? অতএব সে লজ্জিত ও অনুতপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

٣١۔ فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِىْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ط قَالَ يٰوَيْلَتٰٓى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ ج فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ○

টীকা : আদম (আ)-এর দুই পুত্রের ঘটনা সম্বলিত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানবজাতির গোড়াপত্তন হয়েছে সুসভ্য, সংস্কৃতিবান, নীতি-নৈতিকতার বোধসম্পন্ন সৃষ্টি হিসেবে, ইতর বা অসভ্য হিসেবে নয়।

৩২. এ কারণে আমি বনী ইসরাঈলকে বিধান দিলাম যে, কোনো ব্যক্তিকে হত্যা বা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির অপরাধ ব্যতীত কেউ হত্যা করলে সে যেনো সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করলো। আর কেউ তার প্রাণ রক্ষা করলে সে যেনো সমগ্র মানবজাতিকে জীবন দান করলো। তাদের নিকট আমার রাসূলগণ তো স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এসেছেন। এরপরও তাদের অনেকে পৃথিবীতে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করতে থাকে।

٣٢۔ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ز ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ○

৩৩. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া

٣٣۔ اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ

www.pathagar.com

أَنْ يُّقَتَّلُوْٓا أَوْ يُصَلَّبُوْٓا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ط ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

হবে অথবা শূলীবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে দেয়া হবে অথবা নির্বাসন দেয়া হবে। এটা তাদের জন্য পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনা। আর আখেরাতে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে ভয়ানক শাস্তি।

টীকা : এই আয়াতে একই সঙ্গে দু'টি অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। 'হিরাবাহ' শব্দটিকে একই সাথে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে 'সশস্ত্র বিদ্রোহ' এবং লোকালয়ে 'ডাকাতি' উভয় অর্থেই গ্রহণ করা হয়েছে। অস্ত্রহীন বিদ্রোহ প্রতিবাদ হিসেবে গণ্য, তার জন্য কোনো শাস্তি নেই। কিন্তু অপরাধীরা যদি মারাত্মক অঘটন ঘটায় তবে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি হবে। বিদ্রোহীরা ধরা পড়ার পূর্বেই স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করলে এবং সংশোধন হলে বিদ্রোহ ও বিশ্বাসভংগের শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু মানুষের জান-মালের ক্ষতিসাধন করলে দণ্ডিত হবে। ডাকাতরা আত্মসমর্পণ করলেও বিচারের সম্মুখীন হবে। আয়াতে উক্ত শাস্তি অপরাধের ধরন ও মাত্রা অনুসারে বিদ্রোহ ও ডাকাতি উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

٣٤. إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ج فَاعْلَمُوْٓا أَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٣٤

৩৪. কিন্তু তোমরা তাদেরকে গ্রেপ্তার করার পূর্বে তারা যদি তওবা করে (অনুতপ্ত হয়) তবে তোমরা জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٣٥. يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

৩৫. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় তালাশ করো এবং তাঁর রাস্তায় যথাসাধ্য চেষ্টা-সাধনা করো– জিহাদ করো, যাতে তোমরা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারো।

٣٦. إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ○

৩৬. নিশ্চয়ই যারা কাফের, যদি তাদের নিকট পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ এবং তার সাথে আরো সম-পরিমাণ সম্পদও থাকতো, কিয়ামতের দিনের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তা ক্ষতিপূরণস্বরূপ দান করতো, তবে তা তাদের নিকট থেকে কবুল করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।

٣٧. يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا ز وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○

৩৭. তারা দোযখ থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে, কিন্তু তারা তা থেকে বের হতে পারবে না। তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।

٣٨. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا

৩৮. পুরুষ চোর ও নারী চোর : তোমরা উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা তাদের উপার্জনের

www.pathagar.com

أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

প্রতিফল। এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

টীকা : যে কোনো কিছু চুরি করলেই বিনা বিচারে হাত কাটা যাবে না। এজন্য অনেকগুলো (প্রায় আঠারোটি) শর্ত আছে। চোরাইকৃত বস্তু মানুষের ব্যবহার উপযোগী মাল হতে হবে, মালিকানাস্বত্ব যথার্থ হতে হবে, নিরাপদ হেফাজতে রাখা স্থান থেকে চুরি হতে হবে, মালের মূল্য কমপক্ষে দশ দিরহাম (প্রায় পাঁচ গ্রাম সোনার মূল্যের সমান) হতে হবে ইত্যাদি। এর কোনো একটি শর্ত বিদ্যমান না থাকলে চুরির শাস্তি কার্যকর হবে না। দারিদ্র্য বা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে অথবা বেকার সমস্যায় জর্জরিত হয়ে অথবা আকস্মিক বিপদের শিকার হয়ে চুরি করলে শাস্তি কার্যকর হবে না। আত্মীয়-স্বজন, নাবালেগ, পাগল বা ঘরের কাজের মানুষ চুরি করলে সে ক্ষেত্রেও চুরির শাস্তি কার্যকর হবে না। কেবল বিচার বিভাগের আওতায় এনেই শাস্তি দেয়া যাবে। দেশে ইসলামী আইন বলবৎ না থাকলে নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর হবে না।

٣٩. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৩৯. কোনো ব্যক্তি তার অন্যায়-অপরাধের পর অনুতপ্ত হলে ও সংশোধন হলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٤٠. اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৪০. আপনি কি জানেন না, আসমানসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্‌রই! তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহ সব কিছুর উপর সর্বময় শক্তির অধিকারী।

٤١. يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ج وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ج سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لَمْ يَاْتُوْكَ ط يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ج يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ط وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ

৪১. হে রাসূল! সেইসব লোক যেনো আপনাকে দুশ্চিন্তায় না ফেলে যারা কুফর-এর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়, যারা মুখে বলে, আমরা ঈমানদার, অথচ তাদের অন্তর ঈমানদার নয় এবং ইহুদীদের মধ্যে যারা মিথ্যা শ্রবণে তৎপর এবং আপনার নিকট আসেনি এমন একটি স্বতন্ত্র দলের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করে, আল্লাহ্‌র বাণীকে স্থানচ্যুত করে বিকৃত করে আর বলে : তোমাদেরকে যদি এ বিধান দেয়া হয় তবে তোমরা তা গ্রহণ করো, যদি সেই বিধান তোমাদের না দেয়া হয় তবে তা বর্জন করো। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট আপনার করণীয় কিছু নেই। এরা এমন লোক যে, আল্লাহ এদের অন্তরসমূহ পবিত্র করতে চান না। তাদের জন্য

www.pathagar.com

أَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ط لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

পৃথিবীতে আছে লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে আছে ভয়ংকর শাস্তি।

٤٢۔ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ط فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ج وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا ط وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

৪২. এরা মিথ্যা শ্রবণে আগ্রহী এবং হারামখোর। এরা আপনার নিকট আসলে হয় আপনি এদের মধ্যে বিচার নিষ্পত্তি করুন অথবা তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন। যদি আপনি তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকেন তবে তারা আপনার কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি আপনি বিচার নিষ্পত্তি করেন তাহলে তাদের মাঝে ন্যায়বিচার করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বান লোকদের মহব্বত করেন।

٤٣۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ط وَمَا اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৪৩. আর তারা কীভাবে আপনাকে বিচারক মানবে, অথচ তাদের নিকট তাওরাত কিতাব বিদ্যমান রয়েছে! তাতে রয়েছে আল্লাহ্‌র বিধান। এরপরও তারা (আল্লাহ্‌র বিধান থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। আসলে এদের ঈমান নেই।

٤٤۔ اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ج يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ج فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

৪৪. নিশ্চয়ই আমি তাওরাত কিতাব নাযিল করেছিলাম। তাতে ছিলো সৎ পথের নির্দেশনা ও আলো। আত্মসমর্পণকারী নবীগণ, ইহুদী ধর্মীয় সাধকগণ ও ইহুদী পণ্ডিতগণ ইহুদীদেরকে তদনুসারে বিধান দিতো। কেনোনা এদের উপরই আল্লাহ্‌র কিতাবের হেফাজত করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো এবং তারা ছিলো এর সাক্ষী। অতএব তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় করো এবং তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে আমার আয়াতসমূহ বিক্রি করো না। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা ফয়সালা করে না তারাই কাফের (আল্লাহ্‌র বিধান অমান্যকারী)।

٤٥۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ

৪৫. আমি তাদের জন্য তাওরাতে এই বিধান দিয়েছিলাম যে, জানের বদলে জান (মৃত্যুদণ্ড), চোখের বদলে চোখে, নাকের বদলে নাক, কানের

www.pathagar.com

بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ط فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ط وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ
بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। কেউ (অপরাধীকে) ক্ষমা করলে তাতে ক্ষমাকারীর পাপ মোচন হয়। আর আল্লাহ্ যে বিধান নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা ফয়সালা করে না তারাই স্বৈরাচারী যালেম।

টীকা : বাইবেলের যাত্রাপুস্তক, ২১ : ২৩-২৫ শ্লোকে উপরোক্ত বক্তব্য বিদ্যমান আছে। ইসলামী শরীয়া আইনের দণ্ডও একইরূপ।

٤٦. وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ
مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
التَّوْرٰىةِ ص وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى
وَّنُوْرٌ لا وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

৪৬. আর আমি তাদের পিছনে (পরে) ঈসা ইবনে মরিয়মকে পাঠিয়েছিলাম তাদের সামনে বিদ্যমান তাওরাতের সত্যায়নকারীরূপে এবং আমি তাকে দান করেছিলাম ইনজীল কিতাব। তাতে ছিলো পথনির্দেশ ও নূর এবং তা ছিলো তাদের সামনে বিদ্যমান তাওরাতের সত্যায়নকারী। আর তা ছিলো আল্লাহভীরুদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশবাণী।

٤٧. وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ
اللّٰهُ فِيْهِ ط وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ
اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

৪৭. ইনজীল কিতাবের অধিকারীগণ (খৃস্টানগণ) যেনো আল্লাহ তাতে যা নাযিল করেছেন তদনুসারে ফয়সালা করে। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা ফয়সালা করে না তারাই ফাসেক (দুষ্কৃতিপরায়ণ, পাপী)।

٤٨. وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ
وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ
اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ
الْحَقِّ ط لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
وَّمِنْهَاجًا ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً
وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ط اِلَى اللّٰهِ

৪৮. আর আমি আপনার নিকটও সত্যসহ কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছি, এর আগের বিদ্যমান কিতাবের সত্যায়নকারী ও তার সংরক্ষকরূপে। অতএব আপনি তাদের মাঝে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে ফয়সালা করুন এবং আপনার নিকট যে সত্য এসেছে তাকে বাদ দিয়ে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি একটি শরীয়াত (আইন ব্যবস্থা) ও একটি স্পষ্ট পন্থা-পদ্ধতি নির্ধারণ করেছি। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে একই উম্মতভুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের যা (কুরআন) দিয়েছেন তার দ্বারা তোমাদেরকে যাচাই করতে চান। অতএব তোমরা কল্যাণকর কাজের

www.pathagar.com

مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○

প্রতিযোগিতা করো। আল্লাহ্‌র কাছেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে পরস্পর মতভেদ করছিলে সেই সম্পর্কে তিনি তোমাদের অবহিত করবেন।

٤٩. وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ط وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ○

৪৯. আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে আপনি তাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করুন, তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন, যাতে তারা আপনার উপর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার কিছু থেকে আপনাকে বিচ্যুত করতে না পারে। যদি তারা পিছনে ফিরে যায় তবে জেনে রাখুন! আল্লাহ তাদের কোনো কোনো পাপের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিতে চান। মানুষের মধ্যে বহু সংখ্যকই হলো দুষ্কর্মপরায়ণ।

٥٠. اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ط وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝

৫০. তবে তারা কি (কুরআনকে বাদ দিয়ে) জাহিলী যুগের (ইসলাম পরিপন্থী) বিধি-বিধান তালাশ করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী (মুসলিম) সম্প্রদায়ের জন্য বিধি-বিধান দানে আল্লাহ্‌র তুলনায় শ্রেষ্ঠতর কে আছে?

টীকা : রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মহামহিম আল্লাহ্‌র কাছে তিন শ্রেণীর লোক সর্বাধিক ঘৃণ্য– হেরেম শরীফের এলাকায় ধর্মদ্রোহী কাজে লিপ্ত ব্যক্তি, ইসলামী শরীয়াতে ইসলাম বিরোধী নীতি-আদর্শ প্রবর্তনে তৎপর ব্যক্তি এবং অন্যায়ভাবে কারো মৃত্যুদণ্ড দাবিকারী" (বুখারী, দিয়াত, বাব ৯, নং ৬৮৮২)।

٥١. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ج بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৫১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে বন্ধু ও সহযোগীরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী। তোমাদের মধ্যকার কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে ও সহযোগীরূপে গ্রহণ করলে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী যালেম গোষ্ঠীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

٥٢. فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ط فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا

৫২. আপনি দেখবেন, যাদের মনের মধ্যে রোগ (কপটতা) আছে তারা দ্রুত গতিতে তাদের (ইহুদী-খৃস্টানদের) সাথে বন্ধুত্বের জন্য যাচ্ছে। তারা বলে, আমরা আশঙ্কা করছি, আমাদের কোনো ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে কিনা। আল্লাহ হয়তো তাঁর পক্ষ থেকে বিজয় অথবা এমন কিছু দিবেন

www.pathagar.com

عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ○

যার ফলে তারা তাদের মনের ভিতর যা লুকিয়ে রেখেছিলো সেজন্য অনুতপ্ত হবে।

٥٣. وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ○

৫৩. যারা ঈমান এনেছে তারা বলবে, এরাই কি সেই সকল লোক (মুনাফিক) যারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করেছিলো তাদের দৃঢ় শপথ যে, তারা অবশ্যই তোমাদের সাথেই আছে? তাদের কার্যকলাপ বিফল হয়ে গেলো। ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

٥٤. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ز يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

৫৪. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যকার কেউ তার ধর্ম ত্যাগ করলে অচিরেই আল্লাহ এমন এক জনগোষ্ঠীকে আনবেন যাদেরকে তিনি মহব্বত করবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। তারা হবে ঈমানদারগণের প্রতি নরমদিল এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না। এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহ মহাপ্রাচুর্যময়, মহাজ্ঞানী।

٥٥. اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ○

৫৫. নিশ্চয়ই তোমাদের বন্ধু আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারগণ– যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং তারা (আল্লাহ্‌র সামনে) বিনয়াবনত।

٥٦. وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝

৫৬. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে, তাঁর রাসূলকে এবং ঈমানদারগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ্‌র দলই জয়যুক্ত হবে।

٥٧. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৫৭. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের আগের কালের যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিলো তাদের মধ্যকার যেসব লোক তোমাদের দীনকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও তামাশার বিষয় বানিয়েছে তোমরা তাদেরকে এবং কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।

www.pathagar.com

৫৮. তোমরা যখন নামাযের জন্য আহ্বান জানাও (আযান দাও) তখন তারা এটাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও তামাশার বস্তুরূপে গ্রহণ করে। তা এজন্য যে, তারা এমন এক গোষ্ঠী যাদের বোধবুদ্ধি নেই।

٥٨۔ وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ○

৫৯. আপনি বলুন, হে আহ্‌লে কিতাব! তোমরা তো কেবল এ কারণেই আমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করো যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর, যা আমাদের উপর নাযিল হয়েছে এবং যা ইতিপূর্বে নাযিল হয়েছে তাতেও। তোমাদের অধিকাংশই পাপাচারী।

٥٩۔ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ لا وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ○

৬০. আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও ক্ষতিকর পরিণতির সংবাদ দিবো যা আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে? আল্লাহ যাকে অভিশাপ দেন এবং যার উপর গযব নাযিল করেন, যাদের কতককে বানরে ও শূকরে পরিণত করেছেন এবং যারা আল্লাহদ্রোহীদের পূজা করে- অবস্থানের দিক থেকে এরা খুবই নিকৃষ্ট এবং সহজ-সরল পথ থেকে সর্বাধিক বিচ্যুত।

٦٠۔ قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ط مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ط اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ○

৬১. তারা যখন তোমাদের নিকট আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আসলে কিন্তু তারা বিরুদ্ধাচরণ (কুফর)-সহ (ইসলামে) প্রবেশ করে এবং বিরুদ্ধাচরণসহ বের হয়ে যায়। তারা যা লুকায় সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

٦١۔ وَاِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ○

৬২. আপনি দেখবেন- তাদের অধিকাংশ লোক পাপাচারে, সীমালংঘনে এবং অবৈধ উপার্জনে ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন। তারা যা করে তা কতো নিকৃষ্ট!

٦٢۔ وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৬৩. আল্লাহওয়ালাগণ ও পণ্ডিতগণ কেনো তাদেরকে পাপের কথা বলতে এবং অবৈধ উপার্জন ভোগ করতে নিষেধ করে না? তারা কার্যকলাপ যা করে তা কতো নিকৃষ্ট!

٦٣۔ لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ○

www.pathagar.com

٦٤. وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ط غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ج بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ لا يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ط وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ط وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ط كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ لا وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ○

৬৪. ইহূদীরা বলে, আল্লাহ্‌র হাত আবদ্ধ (উদারহস্ত নন)। (প্রকৃতপক্ষে) তাদের হাতই আবদ্ধ এবং তারা যা বলেছে সেজন্য তারা অভিশপ্ত। বরং আল্লাহ্‌র দুই হাতই প্রসারিত (মুক্তহস্ত), নিজ ইচ্ছামত দান করেন। আপনার উপর আপনার প্রভুর নিকট থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা তাদের বহু সংখ্যকের ধর্মদ্রোহিতা ও বিরুদ্ধাচরণ বৃদ্ধি করবেই। আমি তাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সঞ্চার করেছি। যখনই তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছে, আল্লাহ তা নিভিয়ে (ব্যর্থ করে) দিয়েছেন। তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।

٦٥. وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○

৬৫. আহ্‌লে কিতাব যদি ঈমান আনতো এবং আল্লাহভীতি অবলম্বন করতো তবে আমি অবশ্যই তাদের পাপ মোচন করতাম এবং তাদেরকে অবশ্যই আনন্দময় জান্নাতে দাখিল করতাম।

٦٦. وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ط مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ط وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ۝

৬৬. তারা যদি তাওরাত, ইনজীল এবং তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে যা (কুরআন) নাযিল হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত করতো তাহলে তারা তাদের উপর (ঊর্ধ্বজগত) থেকে এবং তাদের পায়ের নিচ (পৃথিবী) থেকে খাদ্যসম্ভার লাভ করতো। তাদের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ একদলও আছে। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ লোক যা করে তা নিকৃষ্ট।

٦٧. يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ط وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ط

৬৭. হে রাসূল! আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে আপনার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে তা জোরেশোরে প্রচার করুন। আপনি যদি তা না করেন তবে তো আপনি তাঁর পয়গাম প্রচার করলেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা

www.pathagar.com

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○

করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অবাধ্যাচারী জনগোষ্ঠীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

٦٨. قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ط وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ج فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

৬৮. আপনি বলুন, হে আহ্‌লে কিতাব! তাওরাত, ইনজীল এবং তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে তোমাদের কাছে যা নাযিল করা হয়েছে (আল-কুরআন) তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোনো ভিত্তি নেই। আপনার উপর আপনার প্রভুর নিকট থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা তাদের বহু সংখ্যকের ধর্মদ্রোহিতা ও বিরুদ্ধাচরণ বৃদ্ধি করবেই। অতএব আপনি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখবোধ করবেন না।

٦٩. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِئُوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

৬৯. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে তারা এবং যারা ইহুদী হয়েছে, যারা সাবী ও খৃস্টান (তাদের মধ্যে) যারা আল্লাহ্ ও আখেরাত দিবসের উপর ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে– তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

টীকা : উপরোক্ত আয়াত সূরা বাকারায়ও উক্ত হয়েছে (৬২ নং আয়াত)। এ আয়াতকে কেন্দ্র করে একদল অর্বাচীন লোক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। তারা বলে, আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান থাকলে এবং সৎকাজ করলেই পরকালে নাজাত পাওয়া যাবে, মুহাম্মাদ (স)-এর ধর্ম অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই।

এ এক মহাবিভ্রান্তিকর ও চরম পথভ্রষ্ট চিন্তা। আবহমান কাল থেকে সকল নবীর যুগে দীন ইসলামের এই মূলনীতি বলবৎ আছে যে, "সমকালীন নবীর উপর ঈমান না আনা পর্যন্ত কেউই সৎপথের অনুসারী গণ্য হবে না"। আর যে ব্যক্তি সৎপথের অনুসারী নয় তার পরকালীন মুক্তি সুদূরপরাহত। মহানবী (স) বলেন :

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِيْ رَجُلٌ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَّلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِيْ اُرْسِلْتُ بِهِ اِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ.

"সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এই মানবগোষ্ঠীর যে লোকই আমার কথা শুনেছে, সে ইহুদী হোক বা খৃস্টান, অতঃপর আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তাতে ঈমান আনেনি, সে অবশ্যই দোযখবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব ৭০, নং ৩৮৬/২৪০)।

কুরআন মজীদে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে–

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

"কোনো ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে তার থেকে তা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে" (সূরা আল ইমরান : ৮৫)।

www.pathagar.com

এখানে মূলত বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনের পূর্বে যেসব ইহুদী, খৃস্টান, সাবী, যারা সত্য দীনের অনুসারী ছিলো তারা অবশ্যই আখেরাতে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার লাভ করবে এবং নাজাত পাবে।
বিখ্যাত সাহাবী সালমান ফারসী (রা) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আমার বিগত সাথীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যারা ছিলো ইবাদতপ্রিয় ও নামাযী, তাদের অবস্থা কি হবে? এই জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় (তাফসীর ইবনে কাছীর)।
অতএব মুক্তির পথ হচ্ছে দীন ইসলামের অনুসরণ। এটিই হচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বমানবতার একমাত্র ধর্ম। এর বাইরে মুক্তির সন্ধান ব্যর্থ ও নিষ্ফল চেষ্টামাত্র। আজ মুসলিম উম্মাহ নির্যাতিত ও অবহেলিত দৃষ্টিগোচর হলেও খুব শীঘ্রই মানবজাতি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিবেই। তাদের জন্য বিকল্প কোনো পথ খোলা থাকবে না (আরো দ্র. ২:৬২ আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকা)।

٧٠. لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ وَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلاً ط كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لاَ تَهْوٰى اَنْفُسُهُمْ لا فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ○

৭০. আমি বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তাদের নিকট রাসূলগণকে পাঠিয়েছিলাম। যখনই কোনো রাসূল তাদের নিকট তাদের মনের অপছন্দনীয় কিছু নিয়ে আসতেন তখনই তারা কতকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করতো এবং কতককে হত্যা করতো।

٧١. وَحَسِبُوْٓا اَلاَّ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَصَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ○

৭১. তারা ধারণা করেছিলো যে, কোনো বিপর্যয় (শাস্তি) আসবে না। ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে রইলো। অতঃপর আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করলেন। পুনরায় তাদের বহু সংখ্যক অন্ধ ও বধির হয়ে রইলো। আল্লাহ তাদের কার্যকলাপের সম্যক দ্রষ্টা।

٧٢. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ط اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

৭২. যারা বলে, মরিয়ম-পুত্র মসীহ্ই আল্লাহ, তারা অবশ্যই কুফরী (শিরক) করেছে। অথচ মসীহ বলেন, হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু আল্লাহ্র ইবাদত করো। কেউ আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থির করলে আল্লাহ অবশ্যই তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার বাসস্থান হবে দোযখ। স্বৈরাচারী যালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।

٧٣. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ

৭৩. যারা বলে, আল্লাহ তো তিনজনের মধ্যে

www.pathagar.com

ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ط وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

তৃতীয়জন, তারা অবশ্যই কুফরী (শির্ক) করেছে।[১] অথচ এক ইলাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তারা যা বলে তা পরিহার না করলে তাদের মধ্যে যারা কুফরী (শির্ক) করেছে তাদেরকে অবশ্যই মর্মান্তিক শাস্তি স্পর্শ করবে।

টীকা-১ : হযরত ঈসা (আ)-এর পর দুই শত বছর পর্যন্ত খৃস্ট ধর্মাবলম্বীগণ মুসলমানদের মতোই খালেস তৌহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো এবং ইনজীল কিতাব থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায় (দ্র. মার্ক, ৪ : ১০; লূক, ৪:৮)। ত্রিত্ববাদ একটি অবোধগম্য, অস্পষ্ট ও জটিল মতবাদ। গড তিনের ভেতরে এক, একের ভেতরে তিন, তিনে মিলে এক– পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। প্রত্যেকেই সমান ও স্বতন্ত্র গড এবং সকলে মিলে একই গড। এই ধর্মমত Nicene Council, বিশেষত Athenasian creed দ্বারা প্রথমে রূপ লাভ করে। এই ত্রিত্ববাদই বর্তমান খৃস্টানদের মূল ধর্মবিশ্বাস।

٧٤. اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৭৪. তারা কি আল্লাহ্‌র কাছে অনুতপ্ত হবে না এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٧٥. مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ط كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ط اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

৭৫. মরিয়ম-পুত্র মসীহ একজন রাসূলমাত্র। তার আগে বহু রাসূল গত হয়েছেন। তার মাতা একজন পরম সত্যবাদিনী নারী। তারা উভয়ে পানাহার করতেন। লক্ষ করুন, আমি কতো স্পষ্ট ও বিশদভাবে তাদের জন্য যুক্তি-প্রমাণ পেশ করি। তারপর লক্ষ করুন, কিভাবে তাদেরকে সত্যবিমুখ করা হচ্ছে।

٧٦. قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ط وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৭৬, আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে এমন কিছুর ইবাদত করবে– যার কোনো ক্ষমতা নেই তোমাদের উপকার করার বা ক্ষতি করার? আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

٧٧. قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ۝

৭৭. আপনি বলুন, হে আহ্‌লে কিতাব! তোমরা সত্যকে উপক্ষো করে তোমাদের ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না এবং এমন কোনো গোষ্ঠীর কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না যারা ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়েছে।

www.pathagar.com

৭৮. বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা ছিলো কাফের, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়ম-পুত্র ঈসার জবানীতে অভিসম্পাত করা হয়েছে। কারণ তারা ছিলো অবাধ্যাচারী ও সীমালংঘনকারী।

٧٨. لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○

৭৯. তারা যেসব দুষ্কর্ম করতো তা থেকে তারা পরস্পরকে নিষেধ করতো না। তারা যা করতো তা কতোই না নিকৃষ্ট!

٧٩. كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○

৮০. আপনি তাদের বিপুল সংখ্যককে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন। তাদের নফস (কুপ্রবৃত্তি) তাদের জন্য যা আগে পাঠিয়েছে তা কতোই না মন্দ! (তা এই যে,) আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা অনন্তকাল ধরে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

٨٠. تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ○

৮১. তারা যদি ঈমান আনতো আল্লাহ ও নবীর উপর এবং তার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে তাতে, তাহলে তারা ওদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না। কিন্তু তাদের বেশির ভাগই দুষ্কৃতিকারী।

٨١. وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

৮২. আপনি অবশ্যই ঈমানদারগণের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইহুদী ও মুশরিকদের (মূর্তিপূজারীদের) সর্বাধিক কঠোর দেখতে পাবেন। আর আপনি অবশ্যই ঈমানদারগণের প্রতি বন্ধুত্বের দিক থেকে সেই লোকদের নিকটতর পাবেন যারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা নাসারা (খৃষ্টান)। কারণ এদের মধ্যে রয়েছে পাদ্রী ও সন্ন্যাসী এবং তারা অহংকার করে না।

٨٢. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ج وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ط ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○

www.pathagar.com

পারা-৭

৮৩. এই রাসূলের উপর যা নাযিল করা হয়েছে তা যখন তারা শোনে তখন আপনি তাদের চোখ থেকে পানি গড়াতে দেখতে পাবেন। এজন্য যে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তারা বলে, হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব আপনি আমাদেরকে (সত্যের) সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত করুন।

৮৩۔ وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ج يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ○

৮৪. আমাদের কী অজুহাত আছে যে, আমরা আল্লাহ্‌র উপর এবং আমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তাতে ঈমান আনবো না? আমরা আশা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের মধ্যে দাখিল করুন?

৮৪۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ○

৮৫. তারা যা বলেছে তার বিনিময়ে আল্লাহ তাদের জন্য পুরস্কার নির্দিষ্ট করেছেন জান্নাত, যার পদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান। তাতে তারা স্থায়ী হবে। এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান।

৮৫۔ فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ○

৮৬. পক্ষান্তরে যারা অবাধ্যাচারী হয়েছে এবং আমার বিধানসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছে তারা হবে দোযখবাসী।

৮৬۔ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝

৮৭. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব পবিত্র ও উত্তম জিনিস হালাল করেছেন তা তোমরা হারাম করো না এবং সীমা অতিক্রম করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না।

৮৭۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○

৮৮. আর আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব হালাল, পবিত্র ও উত্তম রিযিক দান করেছেন তোমরা তা আহার করো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যাঁর উপর তোমরা ঈমান এনেছো।

৮৮۔ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ج وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○

৮৯. আল্লাহ তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য তোমাদেরকে দায়ী করবেন (শাস্তি দিবেন) না, কিন্তু তোমরা সুদৃঢ়ভাবে যেসব শপথ করো তার জন্য তিনি তোমাদের দায়ী করবেন। এই শপথ

৮৯۔ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ج فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ

www.pathagar.com

مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ط فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ط ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ط وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

ভঙ্গের ক্ষতিপূরণ হলো : তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গকে যে মধ্যম মানের আহার করাও সেই মানের খাদ্যদ্রব্য দশজন গরীব লোককে দিতে হবে অথবা তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দিতে হবে অথবা একটি দাসকে দাসত্বমুক্ত করতে হবে। যার সামর্থ্য নেই তাকে তিন দিন রোযা রাখতে হবে। তোমরা শপথ করলে তার (তা ভঙ্গের) এটাই ক্ষতিপূরণ। তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর বিধানসমূহ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

٩٠. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

৯০. হে ঈমানদারগণ! মাদক দ্রব্য, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর হলো শয়তানের ঘৃণ্য তৎপরতা। অতএব তোমরা তা বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।

টীকা : নুসুব (نصب) : বেদি, বেদী, বেদিকা– মূর্তিপূজারীদের দেব-দেবীর নামে পশু বলি দেয়ার জন্য বা পূজার জন্য প্রস্তুত মঞ্চ। জিন, ফেরেশতা, ধার্মিক ব্যক্তি, পীর-ফকীর, বিখ্যাত ব্যক্তি প্রমুখের প্রতি বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ইট-পাথরে নির্মিত বিশিষ্ট স্থান ও স্মৃতিচিহ্নও নিষিদ্ধ বেদীর অন্তর্ভুক্ত। কারণ এগুলো তৌহিদের (আল্লাহ্র একত্ববাদের) মূল শিক্ষার পরিপন্থী (মাজমা' মালেক ফাহাদ, মদীনা, কৃত ইংরেজী তরজমা থেকে)।

٩١. اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ج فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ○

৯১. নিশ্চয়ই শয়তান মাদক দ্রব্য ও জুয়ার সাহায্যে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ ছড়াতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণে ও নামায পড়তে বাধা দিতে চায়। তোমরা কি বিরত থাকবে না?

٩٢. وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ج فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

৯২. আর তোমরা আল্লাহ্র অনুগত হও, রাসূলের অনুগত হও এবং সতর্কতা অবলম্বন করো। যদি তোমরা পিছনে ফিরে যাও (অমান্য করো) তবে জেনে রাখো যে, স্পষ্টভাবে প্রকাশ্যে প্রচারই আমার রাসূলের দায়িত্ব।

٩٣. لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا

৯৩. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারা ইতিপূর্বে যা আহার (মাদক গ্রহণ) করেছে তার জন্য (তাদের বিরুদ্ধে) কোনো অভিযোগ নেই–

www.pathagar.com

اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٩٣

যখন তারা সংযত হয়েছে, ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, পুনরায় সংযত হয়েছে, ঈমান এনেছে, আবার সংযত হয়েছে ও উত্তম কাজ করেছে। আল্লাহ উত্তম কাজ সম্পাদনকারীদের মহব্বত করেন।

টীকা : ৯০ নং আয়াতে মদ, জুয়া, বেদী, ভাগ্য নির্ণায়ক তীর (আজকাল ভাগ্য নির্ণয়ের আরো যেসব কলাকৌশল, ফন্দি-ফিকির, রাশিচক্র ইত্যাদির প্রচলন ঘটেছে তাও এর অন্তর্ভুক্ত, বিশেষ করে রাশিচক্রে বিশ্বাস করা সম্পূর্ণরূপে হারাম) ইত্যাদিকে শয়তানের অপতৎপরতার উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত করে তা বর্জন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ৯১ নং আয়াতে শয়তান কি কি ক্ষতি করে তা তুলে ধরা হয়েছে, ৯২ নং আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেয়া বিধিবিধান ও হুকুম-আহকাম মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং ৯৩ নং আয়াতে যেসব মুসলমান এগুলো নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে তাতে জড়িত ছিলো তাদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে।

٩٤. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ج فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৯৪. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের হাত ও বর্শা দ্বারা তোমরা যা শিকার করো তার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কিছুটা পরীক্ষা করবেন, যাতে আল্লাহ জেনে নেন কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে। এরপরও যদি কেউ সীমা অতিক্রম করে তবে তার জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।

٩٥. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ط وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا ۢ بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ط عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ط وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامٍ ۝

৯৫. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহ্‌রামের অবস্থায় শিকারের (বন্য) পশু হত্যা করো না।[১] তোমাদের মধ্যকার কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করলে তার ক্ষতিপূরণ হচ্ছে : সে যা হত্যা করেছে তার অনুরূপ গবাদি পশু। এর (পশু নির্ধারণে) সিদ্ধান্ত দিবে তোমাদের মধ্যকার দু'জন নির্ভরযোগ্য লোক, কা'বার এলাকায় প্রেরিত কুরবানীর পশুরূপে। অথবা তার ক্ষতিপূরণস্বরূপ অভাবী লোককে আহার করানো অথবা তার সমান সংখ্যক রোযা রাখা, যাতে সে নিজ কৃতকর্মের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করে, তবে যা আগে ঘটেছে তা আল্লাহ মাফ করেছেন। কেউ তা পুনরায় করলে আল্লাহ তার প্রতিশোধ নিবেন। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

টীকা : ইহ্‌রাম অবস্থায় পশু-পাখি শিকার করা নিষিদ্ধ। তবে কাক, চিল, বিছা, ইঁদুর ও খ্যাপা কুকুর নিধন জায়েয (মুসলিম, মালেক)। হরিণ বা ছাগল-সম প্রাণীর ক্ষেত্রে ছয়জন দরিদ্রকে আহার করানো অথবা তিনটি রোযা, গরু-সম প্রাণীর বেলায় বিশজন দরিদ্রকে আহার করানো অথবা বিশ দিন রোযা এবং উট-সম প্রাণীর ক্ষেত্রে তিরিশজন দরিদ্রকে আহার করানো অথবা বিশটি রোযা রাখতে হবে। এটি ইবনে আব্বাস (রা)-র অভিমত (ইবনে কাছীর, নায়লুল আওতার)।

www.pathagar.com

৯৬. তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্যসম্ভার হালাল করা হয়েছে তোমাদের ও ভ্রমণকারীদের উপকারার্থে। আর তোমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকা পর্যন্ত তোমাদের জন্য স্থলভাগের শিকারকার্য হারাম করা হলো। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো যাঁর নিকট তোমরা সমবেত হবে।

٩٦. أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ج وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ○

টীকা : সমুদ্র বলতে এখানে নদী-নালা-খাল-পুকুর-সাগর অর্থাৎ পৃথিবীর জলভাগকে বুঝানো হয়েছে। ইহ্‌রাম অবস্থায় পানিতে বসবাসকারী প্রাণী শিকার করা ও তা আহার করা বৈধ। তবে হানাফী মাযহাবমতে শুধু মাছ জাতীয় প্রাণী আহার করা বৈধ।

৯৭. আল্লাহ মর্যাদাপূর্ণ ঘর কা'বাকে, পবিত্র মাসকে, কুরবানীর জন্য কা'বায় পাঠানো পশুকে এবং গলায় মালা পরানো (কুরবানীর সাধারণ) পশুকে মানুষের স্থিতিশীলতা ও কল্যাণের কারণ বানিয়েছেন। এটা এজন্য যে, তোমরা যাতে জানতে পারো– আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

٩٧. جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ ط ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ○

৯৮. তোমরা জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٩٨. اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ⑧

৯৯. প্রকাশ্যে প্রচার করাই রাসূলের কর্তব্য। তোমরা যা প্রকাশ করো এবং যা লুকাও আল্লাহ তা জানেন।

٩٩. مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ○

১০০. আপনি বলুন, মন্দ ও উত্তম এক সমান হতে পারে না, মন্দের আধিক্য আপনাকে বিস্ময়াভিভূত করলেও। অতএব হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যাতে তোমরা স'ফলতা লাভ করতে পারো।

١٠٠. قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ج فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ⑨

টীকা : 'মন্দ' দ্বারা হারাম, কুফর (আল্লাহ্‌র বিধানের অবাধ্যাচরণ), পাপাচার ইত্যাদি এবং 'উত্তম' দ্বারা হালাল, ঈমানদারী, প্রশংসনীয় কার্যাবলী ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে।

১০১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না যা তোমাদের নিকট

١٠١. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ

www.pathagar.com

أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ج وَإِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ط عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

প্রকাশ করা হলে তোমরা ব্যথিত হবে। কুরআন নাযিল অব্যাহত থাকাকালে তোমরা সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তোমাদের নিকট তা প্রকাশ করা হবে।[১] আল্লাহ আগেরগুলো ক্ষমা করেছেন। আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।

টীকা-১ : কুরআন মজীদ নাযিল হওয়াকালে অত্যধিক প্রশ্ন করতে এজন্য নিরুৎসাহিত করা হয়েছে যে, তাতে কোনো কঠোর বিধান নাযিল হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। যেমন সাহাবায়ে কিরাম (রা) চাচ্ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) নিয়মিতভাবে তাদের সাথে তারাবীহ নামায পড়ুন। কিন্তু তিনি তা ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তাদের সাথে নিয়মিত পড়েননি, যদিও একাকী নিয়মিত পড়েছেন। তবে এখন প্রয়োজনীয় বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, 'অজ্ঞতার প্রতিশেধক হলো জিজ্ঞেস করা' (হাদীস)।

١٠٢. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ ○

১০২. তোমাদের আগের কালেও একদল এরূপ প্রশ্ন করেছিলো, অতঃপর তারা এসব বিষয়ে অবাধ্যাচারী হয়ে গেলো।

١٠٣. مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ لا وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ط وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

১০৩. আল্লাহ বাহীরা, সায়েবা, ওয়াসীলা ও হামকে বিধিভুক্ত করেননি।[১] কিন্তু যারা কাফের হয়েছে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। তাদের অধিকাংশই বিবেক-বুদ্ধিহীন।

টীকা-১ : বাহীরা, সায়েবা, ওয়াসীলা ও হাম হলো তৎকালীন আরব মূর্তি পূজারীদের দেব-দেবীর নামে মানত করে স্বাধীনভাবে বিচরণের জন্য ছেড়ে দেয়া উট ও উষ্ট্রী।

١٠٤. وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلٰى مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أٰبَاءَنَا ط أَوَلَوْ كَانَ أٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ○

১০৪. যখন তাদের বলা হলো, তোমরা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং এই রাসূলের দিকে এসো তখন তারা বললো, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের যার উপর পেয়েছি তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। যদিও তাদের পূর্বপুরুষরা কিছুই জানতো না এবং হেদায়াতপ্রাপ্তও ছিলো না তবুও কি?

١٠٥. يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ج لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ط إِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

১০৫. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের জন্য চিন্তা করো। তোমরা যখন হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছো তখন কেউ পথভ্রষ্ট হলে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।[১] আল্লাহ্‌র নিকটই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। তখন তিনি তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

www.pathagar.com

টীকা-১ : আয়াতের তাৎপর্য হলো– তোমরা সৎপথে অবিচল থেকে লোকজনকে সৎপথ অবলম্বনের আহ্বান জানানো সত্ত্বেও তারা তাতে সাড়া না দিলে বা পাপাচার ত্যাগ না করলে তাদের কৃতকর্ম তোমাদের জন্য ক্ষতির কারণ হবে না। আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, লোকসকল! তোমরা আয়াতটির ভুল প্রয়োগ করছো। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, "মানুষ প্রকাশ্যে কুকর্ম হতে দেখেও তা প্রতিহত করার চেষ্টা না করলে অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে ব্যাপকভাবে শাস্তি দিবেন" (মুসনাদ আহ্মাদ, ১ খ., পৃ. ৫; তিরমিযী, নং ২১৭৮; আবু দাউদ, নং ৪৩৩৮)।

١٠٦۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ط تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى لا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ○

১০৬. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন ওসিয়াতকালে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখো অথবা তোমরা সফরে থাকাকালে মৃত্যুর বিপদ উপস্থিত হলে (মুসলিম সাক্ষীর অভাবে) তোমাদের ব্যতীত দু'জন বিকল্প (অমুসলিম) সাক্ষী রাখো। যদি তোমরা সন্দেহ করো তবে উভয় সাক্ষীকে নামাযের পর অপেক্ষমান রাখো। তারা আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে, আমরা এ শপথের বিনিময়ে কোনো সুযোগ গ্রহণ করতে চাই না, যদিও সে আত্মীয় হয় এবং আমরা আল্লাহ্র সাক্ষ্য গোপন করবো না। তা করলে আমরা তো মারাত্মক গুনাহগার হবো।

١٠٧۔ فَاِنْ عُثِرَ عَلٰٓى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَآ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَآ ز اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

১০৭. যদি প্রকাশ পায় যে, তারা দু'জন (সাক্ষীদ্বয়) কোনো গুনাহে (প্রতারণায়) জড়িত আছে তবে যাদের স্বার্থহানি ঘটেছে তাদের মধ্য থেকে দু'জন তাদের (পূর্বোক্ত সাক্ষীদ্বয়ের) স্থলাভিষিক্ত হবে। তারা দু'জন আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে, আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের দু'জনের সাক্ষ্যের তুলনায় অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করিনি। যদি করি তবে আমরা অবশ্যই যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

١٠٨۔ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَآ اَوْ يَخَافُوْٓا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

১০৮. এটিই উত্তম পন্থা যার কারণে তারা যথার্থরূপে সাক্ষ্য দিবে অথবা ভয় করবে যে, তাদেরকে পূর্বের শপথের পরে আবারো শপথ করানো হবে। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং (আল্লাহ্র বাণী) শোনো। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে চালিত করেন না।

www.pathagar.com

টীকা : আয়াত তিনটির (১০৬-১০৮) মর্ম উদ্ধার করা সাধারণ পাঠকের জন্য একটু কষ্টকর হবে মনে হয়। এখানে সাধারণ অবস্থায় ও সফররত অবস্থায় ওসিয়াত করার বিধান দেয়া হয়েছে। কেবল ওসিয়াতের ক্ষেত্রেই মুসলমান সাক্ষী না পাওয়া গেলে অমুসলিমগণকে সাক্ষী রাখা যায়। ইসলামী শরীয়াতের সাক্ষ্য আইনে এটি একটি ব্যতিক্রম। সাক্ষীগণ যদি তথ্য গোপন করে বা প্রতারণা করে তবে তা উদ্ঘাটন ও মীমাংসা কিভাবে হবে উক্ত আয়াত তিনটিতে তার বিধান ও ব্যবস্থা বলে দেয়া হয়েছে।

١٠٩. يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ط قَالُوْا لاَ عِلْمَ لَنَا ط اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ○

১০৯. আল্লাহ যেদিন রাসূলগণকে সমবেত করে জিজ্ঞেস করবেন, আপনাদেরকে কী প্রতিউত্তর দেয়া হয়েছিল? তারা বলবেন, আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। কেবল আপনিই গায়েব (অদৃশ্য) সম্পর্কে সবিস্তার অবগত।

١١٠. اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ م اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قف تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلاً ج وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ ج وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِىْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِىْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِىْ ج وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِىْ ج وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيْنٌ○

১১০. আল্লাহ যখন বলবেন, হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তোমার প্রতি এবং তোমার মায়ের প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মা (জিবরাঈল) দ্বারা সাহায্য করেছি। তুমি দোলনায় থেকে (একেবারে সদ্যপ্রসূত শিশু অবস্থায়) এবং পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলতে। আর যখন আমি তোমাকে কিতাব, প্রজ্ঞা, তাওরাত ও ইনজীল শিক্ষা দিয়েছি, যখন তুমি আমার নির্দেশে মাটি দ্বারা পাখি সদৃশ অবয়ব গঠন করতে, অতঃপর আমার নির্দেশে তাতে ফুঁ দিতে এবং তা পাখি হয়ে যেতো, আর তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আমার আদেশবলে রোগমুক্ত করতে, যখন তুমি আমার নির্দেশবলে মৃতকে জীবিত করতে, যখন আমি তোমার থেকে বনী ইসরাঈলকে প্রতিহত করেছি– যখন তুমি তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এসেছিলে, তখন তাদের মধ্যে যারা অবাধ্যাচারী ছিলো তারা বললো, এতো স্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছুই নয়।

١١١. وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِىْ وَبِرَسُوْلِىْ ج قَالُوْٓا اٰمَنَّا

১১১. আর আমি যখন হাওয়ারীদের মনে প্রেরণা জাগালাম, তোমরা আমার উপর ও আমার রাসূলের উপর ঈমান আনো, তখন তারা বললো,

www.pathagar.com

وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ○

আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন, নিশ্চয়ই আমরা মুসলমান।

١١٢۔ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ط قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ○

১১২. হাওয়ারীগণ যখন বললো, হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! আপনার প্রভু কি আসমান থেকে আমাদের জন্য থালাভর্তি খাদ্যসম্ভার পাঠাতে সক্ষম? তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো – যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।

١١٣۔ قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ○

১১৩. তারা বললো, আমরা তা থেকে আহার করতে চাই এবং আমাদের অন্তরে প্রশান্তি আসবে। আর আমরা জানতে পারবো যে, আপনি আমাদের সত্য বলেছেন এবং আমরা তার সাক্ষী হবো।

١١٤۔ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ج وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ○

১১৪. ঈসা ইবনে মরিয়ম বললেন, হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের জন্য আসমান থেকে একটি থালাভর্তি খাদ্যসম্ভার নাযিল করুন। তা হবে আমাদের জন্য, আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্য আনন্দ-উৎসবস্বরূপ এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন। আর আপনি আমাদের রিযিক দান করুন এবং আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

١١٥۔ قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ج فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ۝

১১৫. আল্লাহ বললেন, আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য তা নাযিল করবো। কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্যকার কেউ অবাধ্যাচারী হলে আমি তাকে এমন কঠোর শাস্তি দিবো যে শাস্তি বিশ্ববাসীর মধ্যে অপর কাউকে দিবো না।

١١٦۔ وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ ط اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ط تَعْلَمُ مَا

১১৬. আবার আল্লাহ যখন বলবেন, হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুমি কি মানুষকে বলেছিলে, তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে আমাকে ও আমার মাতাকে দুই ইলাহরূপে গ্রহণ করো? তিনি বলবেন, আপনি পবিত্র মহান! যে কথা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার জন্য সংগত নয়। যদি আমি তা বলতাম তবে আপনি অবশ্যই তা জানতেন। আমার অন্তরে যা আছে তাও

www.pathagar.com

فِيْ نَفْسِيْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ط اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ○

আপনি জানেন, কিন্তু আপনার অন্তরে যা আছে তা আমি জানি না। কেবল আপনিই গায়েব সম্পর্কে সবিস্তার অবগত।

١١٧۔ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِيْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ج وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ج فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ط وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ○

১১৭. আপনি আমাকে যা আদেশ দিয়েছেন আমি কেবল তা-ই তাদেরকে বলেছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো যিনি আমারও রব এবং তোমাদেরও রব। যাবত আমি তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলাম তাবৎ আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী। কিন্তু যখন আপনি আমাকে (ঊর্ধজগতে) তুলে নিলেন তখন থেকে আপনিই ছিলেন তাদের কার্যকলাপের পর্যবেক্ষক। আর আপনি সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

١١٨۔ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ج وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

১১৮. আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারা আপনারই বান্দা। আর যদি আপনি তাদের ক্ষমা করেন তবে আপনি তো মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

١١٩۔ قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ط لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

১১৯. আল্লাহ বলবেন, এই দিন সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এ হলো মহাসাফল্য।

١٢٠۔ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ط وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

১২০. আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা আছে সবকিছুর উপর আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব বিরাজমান এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

www.pathagar.com

৬. সূরা আল-আন'আম (৫৫) ٦. سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ

আয়াত ১৬৫; রুকূ' : ২০; মক্কী اٰيَاتُهَا : ١٦٥، رُكُوْعٌ : ٢٠، مَكِّيَّةٌ

সূরাটি মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা)-র বর্ণনামতে মক্কা শরীফে সম্পূর্ণ সূরাটি একবারে নাযিল হয়েছে। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা)-র মতে রাসূলুল্লাহ (স) তখন উটের পিঠে আরোহিত ছিলেন। হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, সূরাটি রাতের বেলা নাযিল হয় এবং ঐ রাতেই তা লিপিবদ্ধ করানোর কাজ সমাপ্ত করা হয়।

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ط ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ○

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর ব্যবস্থা করেছেন। তারপরও কাফেররা তাদের প্রভুর সমকক্ষ স্থির করে।

٢. هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰٓى اَجَلاً ط وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ○

২. তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর (মৃত্যুর) কাল নির্দিষ্ট করেছেন। আরো একটি নির্দিষ্ট কাল (আখেরাত) রয়েছে তাঁর কাছে। তারপরও তোমরা সন্দেহ করো।

٣. وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ط يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ○

৩. আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে তিনিই আল্লাহ। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জানেন এবং তোমরা যা উপার্জন করো তাও তিনি জানেন।

٤. وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ○

৪. তাদের নিকট তাদের প্রভুর বাণীসমূহের মধ্যকার কোনো বাণী এলেই তারা তা প্রত্যাখ্যান করে।

٥. فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ط فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

৫. সত্য কিতাব যখন তাদের নিকট এলো তখন তারা তাকে মিথ্যা বলেছে। তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো অচিরেই তার খবর তাদের কাছে এসে যাবে।

www.pathagar.com

٦. اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ص وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ○

৬. তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের পূর্বে কতো মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি? তাদেরকে পৃথিবীর বুকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেরূপ তোমাদেরকে করিনি। আমি তাদের উপর পর্যাপ্ত বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং তাদের তলদেশে নদী-নালা প্রবাহিত করেছিলাম। অতঃপর তাদের পাপাচারের কারণে আমি তাদের ধ্বংস করেছি এবং তাদের পরে অপর মানবগোষ্ঠীর উত্থান ঘটিয়েছি।

٧. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৭. আমি যদি আপনার নিকট কাগজে লিখিত একটি কিতাবও নাযিল করতাম এবং তারা সেটি তাদের হাত দিয়ে স্পর্শও করতো তবুও কাফেররা বলতো, এতো স্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছুই নয়।

٨. وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ط وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ○

৮. তারা বলে, তার নিকট একজন ফেরেশতাও কেনো পাঠানো হলো না? আমি যদি একজন ফেরেশতা পাঠাতাম তবে গোটা বিষয়টিই চূড়ান্ত হয়ে যেতো, অতঃপর তাদেরকে কোনো অবকাশই দেয়া হতো না।

٩. وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ○

৯. আমি কোনো ফেরেশতাকে রাসূল হিসেবে পাঠালে তাকে মানুষের অবয়বেই পাঠাতাম এবং আমি তাদেরকে একইরূপ বিভ্রান্তিতে ফেলতাম, যেরূপ বিভ্রান্তিতে তারা নিমজ্জিত আছে।

١٠. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

১০. আপনার পূর্বেও রাসূলগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। যারা তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিলো তাদেরকে সেই শাস্তি গ্রাস করলো যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।

١١. قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

১১. আপনি বলুন, তোমরা পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করো, অতঃপর লক্ষ করো মিথ্যা আরোপকারীদের কী পরিণতি হয়েছিলো!

www.pathagar.com

১২. আপনি জিজ্ঞেস করুন, আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা কার? আপনি বলুন, সবই আল্লাহ্‌র। তিনি দয়া প্রদর্শনকে নিজ কর্তব্য হিসেবে স্থির করেছেন। তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে সমবেত করবেন কিয়ামতের দিন, যার আগমনে কোনোই সন্দেহ নেই। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে তারা ঈমান আনবে না।

١٢۔ قُلْ لِّمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط قُلْ لِّلّٰهِ ط كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ط لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ط اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১৩. রাতে ও দিনে যা কিছু স্থিতি লাভ করে তা তাঁরই। তিনি মহাশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

١٣۔ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ط وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

১৪. আপনি জিজ্ঞেস করুন, আমি কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবো? অথচ তিনিই হলেন আকাশরাজী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং তিনিই খাদ্য দান করেন এবং তাঁকে আহার করানো হয় না। আপনি বলুন, আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেনো সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী হই। (আরো নির্দেশ দেয়া হয়েছে) আপনি অবশ্যই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

١٤۔ قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ط قُلْ اِنِّىْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১৫. আপনি বলুন, আমি যদি আমার প্রভুর অবাধ্যাচরণ করি তবে ভয় করি এক ভয়ংকর শাস্তির দিনের।

١٥۔ قُلْ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

১৬. সেদিন যার থেকে শাস্তি বিদূরিত করা হবে তাকে তিনি যারপরনাই দয়া করলেন এবং তা এক সুস্পষ্ট সাফল্য।

١٦۔ مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ط وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ○

১৭. আর আল্লাহ যদি আপনাকে কোনো কষ্টে নিক্ষেপ করেন তবে তা দূরকারী তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। আর যদি তিনি আপনার কোনো কল্যাণ সাধন করেন তবে তিনি সব কিছুর উপর মহাশক্তিধর।

١٧۔ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ط وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

১৮. তিনি নিজ বান্দাদের উপর মহাপরাক্রান্ত এবং তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবহিত।

١٨۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ط وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

১৯. আপনি জিজ্ঞেস করুন, সাক্ষ্যদানের সবচেয়ে

١٩۔ قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ط قُلِ

www.pathagar.com

اللّٰهُ شَهِيْدٌۢ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ج وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ط اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى ط قُلْ لَّآ اَشْهَدُ ج قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِىْ بَرِيْٓئٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ○

বড়ো জিনিস কোনটি? আপনি বলুন, আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ সাক্ষী আছেন। আমার নিকট এই কুরআন ওহীরূপে পাঠানো হয়েছে, যেনো আমি এর দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে তা পৌঁছবে তাদেরকে সতর্ক করি। তোমরা কি সাক্ষী দিবেই যে, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ আছে? আপনি বলুন, আমি তা সাক্ষ্য দিবো না। আপনি বলুন, তিনি তো এক ইলাহ মাত্র। আর তোমরা যে শেরেক করছো তা থেকে আমি একান্তই মুক্ত।

٢٠۔ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ط اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

২০. আমি যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দিয়েছিলাম তারা তাকে (মুহাম্মাদকে) এমনভাবে চিনে যেমন তারা নিজ নিজ সন্তানদের চিনে। যারা নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে তারা ঈমান আনবে না।

٢١۔ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ط اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ○

২১. যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর বাণীসমূহকে মিথ্যা মনে করে তার চেয়ে বড়ো যালেম আর কে আছে? যালেমরা আদৌ সফলকাম হয় না।

٢٢۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ○

২২. যেদিন আমি তাদের সকলকে সমবেত করবো, অতঃপর যারা শেরেক করেছে তাদের বলবো, তোমরা যাদেরকে আমার অংশীদার মনে করতে তারা কোথায়?

٢٣۔ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ○

২৩. অতঃপর তাদের অংশীবাদিতার পরিণতি এটাই যে, তারা বলবে, আমাদের প্রভু আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা কখনো অংশীবাদী ছিলাম না।

٢٤۔ اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

২৪. আপনি লক্ষ করুন, তারা নিজেদেরকে কিভাবে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছে এবং যে মিথ্যা তারা রচনা করেছিলো তা কিভাবে তাদের জন্য নিষ্ফল হয়েছে।

٢٥۔ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ج وَجَعَلْنَا

২৫. তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার দিকে কান

www.pathagar.com

عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ط وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ط حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

খাড়া করে রাখে। আমি তাদের অন্তরের উপর পর্দা এঁটে দিয়েছি যাতে তারা তা (সত্য) উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদের কানকে শ্রবণশক্তিহীন করেছি। তারা প্রতিটি নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও তাতে ঈমান আনবে না। এমন কি যখন তারা আপনার নিকট উপস্থিত হয়ে আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তখন কাফেররা বলে, এতো পূর্বকালের কল্পকাহিনী ছাড়া কিছু নয়।

٢٦۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْئَوْنَ عَنْهُ ج وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○

২৬. তারা অন্যকে তা (আল্লাহ্‌র বাণী) শোনতে বাধা দেয় এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে সরে থাকে। এরা নিজেদেরকেই ধ্বংস করছে, কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না।

٢٧۔ وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

২৭. আপনি যদি দেখতে পান– যখন তাদেরকে দোযখের কিনারে দাঁড় করানো হবে তখন তারা বলবে, হায় আমাদের ধ্বংস! যদি আমাদেরকে পুনরায় (পৃথিবীতে) ফেরত পাঠানো হতো এবং আমরা আমাদের প্রভুর বাণীসমূহ মিথ্যা মনে না করতাম এবং আমরা ঈমানদারগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

٢٨۔ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ط وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

২৮. বরং আগে তারা যা গোপন করতো তা এখন তাদের সামনে প্রকাশ পেয়েছে। আর তাদেরকে পুনরায় (পৃথিবীতে) ফেরত পাঠানো হলেও তারা সেটাই করবে যা করতে তাদের নিষেধ করা হয়েছিলো। নিশ্চয়ই এরা অবশ্যই মিথ্যুক।

٢٩۔ وَقَالُوْٓا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ○

২৯. তারা বলে, আমাদের এই দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন এবং (পরকালে) আমাদের পুনরুত্থান হবে না।

٣٠۔ وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ط قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ط قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ط قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝

৩০. আর আপনি যদি দেখতে পান– যখন তাদেরকে তাদের প্রভুর সামনে দাঁড় করানো হবে এবং তিনি বলবেন, এটা কি যথার্থ সত্য নয়? তারা বলবে, হাঁ, অবশ্যই; আমাদের প্রভুর শপথ। তিনি বলবেন, তোমরা যে (পরকাল) অস্বীকার করতে তার শাস্তি আস্বাদন করো।

٣١۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ط

৩১. যারা আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হওয়াকে মিথ্যা মনে করেছে নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত

www.pathagar.com

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ○

হয়েছে। শেষে যখন তাদের সামনে আকস্মিকভাবে কিয়ামত উপস্থিত হবে তখন তারা বলবে, হায়! একে যে আমরা অবহেলা করেছিলাম তার জন্য আফসোস। তারা নিজেদের পাপের বোঝা নিজেদের পিঠে বহন করবে। তারা যা বহন করবে তা কতোই না নিকৃষ্ট!

٣٢۔ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

৩২. পৃথিবীর জীবন তো (যেনো) খেলাঘর ও ঠাট্টা-কৌতুক মাত্র। আর আখেরাতের আবাস আল্লাহ্ভীরুদের জন্য বড়োই কল্যাণকর। তোমরা কি উপলব্ধি করবে না?

٣٣۔ قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ○

৩৩. আমি অবশ্যই জানি, তারা যা বলে তা আপনাকে অবশ্যই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে। তারা তো আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে না, বরং এই জালেমরা (প্রকারান্তরে) আল্লাহ্র বাণীসমূহকেই অস্বীকার করে।

٣٤۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰٓى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِ الْمُرْسَلِيْنَ ○

৩৪. আপনার পূর্বে অনেক রাসূলকেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। কিন্তু তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা ও নির্যাতন করা সত্ত্বেও তারা ধৈর্য ধারণ করেছেন, যাবত না তাদের নিকট আমার সাহায্য এসেছে। আল্লাহ্র বাণীসমূহ কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। রাসূলগণের কিছু খবর তো আপনার নিকট পৌঁছেছে।

٣٥۔ وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

৩৫. তাদের উপেক্ষা যদি আপনার নিকট কষ্টকর হয় তবে আপনি যদি পাতালে কোনো সুড়ঙ্গ পথ অথবা আকাশে আরোহণের কোনো সিঁড়ি অনুসন্ধান করতে সমর্থ হন, তারপর পারলে তাদের নিকট কোনো নিদর্শন নিয়ে আসুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে সৎপথে একতাবদ্ধ করতেন।[১] অতএব আপনি অবশ্যই মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

টীকা-১ : অনবরত দাওয়াত দেয়ার পরও মক্কার কাফেররা ঈমান না আনায় রাসূলুল্লাহ (স) দুঃখবোধ করতেন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতেন, তাদের নির্যাতনের শিকার হতেন। আল্লাহ তাঁকে ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দিয়েছেন। কারণ হেদায়াত করার মালিক আল্লাহ তায়ালা এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাজ হলো প্রচার করা।

www.pathagar.com

৩৬. তারাই সাড়া দেয় যারা (আন্তরিকতার সাথে) শোনে। আর আল্লাহ মৃতকে পুনর্জীবিত করবেন, অতঃপর তাঁর কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন হবে।

٣٦۔ اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ط وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○

৩৭. তারা বলে, তার প্রভুর পক্ষ থেকে তার নিকট কোনো নিদর্শন নাযিল হয় না কেনো? আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ নিদর্শন নাযিল করতে সক্ষম। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

٣٧۔ وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ط قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৩৮. পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল যতো প্রাণী আছে এবং যতো পাখি নিজ নিজ দুই ডানায় ভর করে উড়ে বেড়ায় তারা তোমাদের মতোই এক একটি উম্মত। দফতরে আমি কোনো কিছুই বাদ দেইনি। অতঃপর তারা তাদের প্রভুর কাছে সমবেত হবে।

٣٨۔ وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ط مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ○

৩৯. যারা আমার বাণীসমূহকে মিথ্যা ভাবে তারা বধির ও বোবা, অন্ধকারে আছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন।

٣٩۔ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمٰتِ ط مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ط وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৪০. আপনি বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে ভেবে দেখো, তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি নেমে এলে অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হলে তোমরা কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যকে ডাকবে?

٤٠۔ قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ج اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৪১. বরং তোমরা একান্তই তাঁকে ডাকবে। তোমরা যেজন্য তাঁকে ডাকবে তিনি ইচ্ছা করলে তা দূরীভূত করে দিবেন এবং যাকে তোমরা শরীক স্থির করছো তাকে তোমরা ভুলে যাবে।

٤١۔ بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ۝

টীকা : এখানে মূর্তিপূজারীদের মানসিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। মানুষের অন্তরলোকে প্রকৃতিগতভাবেই এক মহান সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস বিদ্যমান। যখন সে মহাবিপদে পড়ে যায় তখন দেব-দেবীকে ভুলে গিয়ে সেই মহান সত্তার কাছে পরিত্রাণের জন্য আকুতি জানায়।

৪২. আমি আপনার পূর্বে অনেক জাতির নিকট

٤٢۔ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ

www.pathagar.com

রাসূল পাঠিয়েছি। অতঃপর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত করেছি, যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে।

فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ○

৪৩. তাদের উপর যখন আমার শাস্তি এলো তখন তারা কেনো কাকুতি-মিনতি করলো না? বরং তারা পাষাণহৃদয় হয়ে গিয়েছিলো এবং শয়তান তাদের অপকর্মগুলোকে তাদের সামনে চাকচিক্যময় করে তুলে ধরেছিলো।

٤٣. فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৪৪. তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিলো যখন তারা তা ভুলে গেলো তখন আমি তাদের সামনে সমস্ত সুযোগ-সুবিধার দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম। শেষে তারা যখন তাদেরকে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধায় আত্মহারা হলো আমি আকস্মিকভাবে তাদের গ্রেপ্তার করলাম। ফলে তারা নিরাশ হয়ে গেলো।

٤٤. فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ط حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ○

৪৫. যে জনগোষ্ঠী যুলুম-অত্যাচারে লিপ্ত হয়েছিলো তাদের মূলোচ্ছেদ করা হলো। আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

٤٥. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ط وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৪৬. আপনি বলুন, তোমরা কি চিন্তা করেছো, আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেন এবং তোমাদের অন্তরসমূহে মোহর মেরে দেন তবে আল্লাহ ছাড়া এমন কোনো ইলাহ আছে কি যে তোমাদের তা ফেরত দিতে পারে? লক্ষ করুন! আমি কিভাবে বাণীসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করি। তারপরও তারা বিমুখ হয়।

٤٦. قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ط اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ○

৪৭. আপনি বলুন, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ, যদি আকস্মিকভাবে অথবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি এসে যায় তবে যালেম সম্প্রদায় ব্যতীত আর কেউ সমূলে বিনাশ হবে কি?

٤٧. قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

৪৮. আমি রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবেই পাঠাই। যারা ঈমান আনলো

٤٨. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ

www.pathagar.com

وَمُنْذِرِيْنَ ج فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

ও নিজেদের সংশোধন করলো তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুর্দশাগ্রস্তও হবে না।

٤٩۔ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○

৪৯. আর যারা আমার বাণীসমূহকে মিথ্যা বলেছে তাদের পাপাচারের কারণে শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।

٥٠۔ قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ج اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ط اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ۝

৫০. আপনি বলুন, আমি তোমাদের বলি না যে, আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডার আমার দখলে আছে, গায়েব সম্পর্কেও আমি অবহিত নই এবং আমি তোমাদের এও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। আমার নিকট যে ওহী পাঠানো হয় আমি তারই অনুসরণ করি। আপনি জিজ্ঞেস করুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করো না?

٥١۔ وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

৫১. আপনি এই কুরআনের সাহায্যে সেইসব লোককে সতর্ক করুন যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রভুর নিকট সমবেত করা হবে। তখন তিনি ব্যতীত তাদের কোনো অভিভাবকও থাকবে না এবং সুপারিশকারীও নয়। হয়তো তারা সাবধান হবে।

٥٢۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ط مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৫২. যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রভুকে ডাকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য, আপনি তাদেরকে তাড়িয়ে দিবেন না। তাদের কার্যকলাপের হিসাব দেয়ার কিছু দায়িত্বও আপনার নয় এবং আপনার কোনো কাজের হিসাব পেশ করার দায়িত্বও তাদের নয়। অতএব আপনি তাদের তাড়িয়ে দিলে যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

٥٣۔ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا ط اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ○

৫৩. আর এভাবেই আমি কতক লোককে কতক লোকের দ্বারা পরীক্ষা করেছি। যাতে তারা বলে, আমাদের মধ্য থেকে এদের প্রতিই কি আল্লাহ অনুগ্রহ করলেন?[১] আল্লাহ কি কৃতজ্ঞ লোকজন সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত নন?

www.pathagar.com

টীকা-১ : প্রাথমিক পর্যায়ে দরিদ্র ও দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ লোকজনই ইসলাম গ্রহণ করেন। সমাজপতিরা তাদের উপহাস করে বলতো, ইসলাম যদি এতো উত্তম জিনিস হয়ে থাকে তবে আল্লাহ কি এদেরকেই তা দিলেন, আমাদের দেখতে পাননি?

٥٤۔ وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৫৪. যারা আমার বাণীসমূহে ঈমান আনে তারা আপনার নিকট আসলে আপনি বলুন, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের প্রভু দয়া করাকে নিজের জন্য অবধারিত করে নিয়েছেন। অতএব তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশত খারাপ কাজ করে ফেললে, এরপর তওবা করলে ও সংশোধন হলে তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥٥۔ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

৫৫. এভাবে আমি বাণীসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি এবং যাতে আপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায়।

٥٦۔ قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّآ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۝

৫৬. আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যেগুলোকে ডাকো আমাকে সেগুলোর ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে। আপনি আরো বলুন, আমি তোমাদের খাহেশমতো চলবো না। অন্যথায় আমি বিপথগামী হয়ে পড়বো এবং হেদায়াতপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে খারিজ হয়ে যাবো।

٥٧۔ قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ۝

৫৭. আপনি বলুন, আমি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তোমরা সেটাকে মিথ্যা মনে করছো। তোমরা দ্রুত যা চাচ্ছো তা আমার কাছে নেই। কর্তৃত্ব তো আল্লাহ্‌র (আল্লাহ্‌র হুকুমই কার্যকর)। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।

٥٨۔ قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝

৫৮. আপনি বলুন, তোমরা যা দ্রুত চাচ্ছো তা যদি আমার কর্তৃত্বে থাকতো তাহলে আমার ও তোমাদের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা হয়েই যেতো। আর আল্লাহ যালেমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।

www.pathagar.com

৫৯. গায়েবের চাবিকাঠি তাঁর কাছে রয়েছে, তিনি ছাড়া অপর কেউ তা জানে না। তিনি জানেন যা আছে স্থলভাগে ও জলভাগে। গাছের একটি পাতা পড়লে তাও তিনি জানেন। মাটির অন্ধকারে শস্যদানা অথবা রসযুক্ত বা শুকনো এমন কিছু নেই যা স্পষ্ট কিতাবে (লিপিবদ্ধ) নেই।

٥٩۔ وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ط وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○

৬০. তিনিই রাতের বেলা তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং তোমরা দিনের বেলা যা করো তা তিনি জানেন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে দিনের বেলা পুনরুত্থিত করেন, যাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়। এরপর তাঁর নিকটই তোমাদের ফিরে যাওয়া, অতঃপর তিনি তোমাদের অবগত করবেন যা তোমরা করতে।

٦٠۔ وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ج ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

৬১. তিনি নিজ বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী পাঠান। শেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যু এসে যায় তখন আমার দূতগণ তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোনো ত্রুটি করে না।

٦١۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ط حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ○

৬২. অতঃপর তাদেরকে সত্যিকার অভিভাবক আল্লাহ্‌র নিকট ফিরিয়ে আনা হবে। শোনো! কর্তৃত্ব তাঁরই এবং তিনি সর্বাপেক্ষা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

٦٢۔ ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ ط اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ○

৬৩. আপনি বলুন, যখন তোমরা কাতর কণ্ঠে ও গোপনে তাঁর নিকট অনুনয়-বিনয় করো : তিনি যদি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তবে আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো, তখন তোমাদেরকে স্থলভাগের ও সাগরের অন্ধকার থেকে কে উদ্ধার করে?

٦٣۔ قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ج لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

৬৪. আপনি বলুন, আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে তা থেকে এবং অন্যসব বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করেন। তারপরও তোমরা শেরেক করো।

٦٤۔ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ○

www.pathagar.com

٦٥. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ط اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ○

৬৫. আপনি বলুন, তিনি তোমাদের উপরের দিক থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নিচের দিক থেকে তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করতে অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করতে এবং এক দলকে অপর দলের আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাতে সম্পূর্ণ সক্ষম। লক্ষ করুন! আমি কিরূপে আমার বাণীসমূহ বর্ণনা করি, যাতে তারা অনুধাবন করে।

٦٦. وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ط قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ⑥

৬৬. আপনার সম্প্রদায় তো ঐ শাস্তিকে মিথ্যা বলছে, অথচ তা সত্য। আপনি বলুন, আমি তোমাদের উপর কার্যনির্বাহক নই।

٦٧. لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ز وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ○

৬৭. প্রতিটি খবরের একটি নির্দিষ্ট কাল আছে এবং অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।

٦٨. وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ط وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ○

৬৮. আপনি যখন দেখেন যে, তারা আমার বাণীসমূহের মধ্যে ত্রুটি খুঁজছে তখন আপনি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান, যাবত না তারা এছাড়া অন্য কথায় মগ্ন হয়। শয়তান যদি কখনো আপনাকে ভুলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর আপনি আর যালেমদের সাথে বসবেন না।

٦٩. وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ○

৬৯. এদের জবাবদিহির কোনো প্রভাব আল্লাহভীতি অবলম্বনকারীদের উপর পড়বে না। তবে উপদেশ দেয়া তাদের কর্তব্য, যাতে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়।

٧٠. وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ق لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ج وَاِنْ

৭০. যারা নিজেদের ধর্মকে ঠাট্টা-তামাশার বস্তুরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে আপনি তাদের বর্জন করুন এবং এই কুরআন দ্বারা তাদের উপদেশ দিন, যাতে কেউ নিজ কর্মকাণ্ড দ্বারা ধ্বংস না হয়। আল্লাহ ছাড়া তার জন্য কোনো অভিভাবকও নেই, সুপারিশকারীও নেই এবং সে সবকিছু

www.pathagar.com

تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ط أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ج لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝٧٠

বিনিময় হিসেবে দিতে চাইলেও তা তার থেকে গ্রহণ করা হবে না। এরাই নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা ধ্বংস হবে। তাদের অবাধ্যাচরণের পরিণতিতে তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে অত্যন্ত গরম পানীয় এবং মর্মান্তিক শাস্তি।

٧١. قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ ص لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ط قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ط وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٧١

৭১. আপনি বলুন, আমরা কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে এমন কিছুকে ডাকবো যা আমাদের কোনো উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে সক্ষম নয়? আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার পর আমরা কি সেই ব্যক্তির ন্যায় আমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরো যাবো যাকে শয়তান পৃথিবীতে পথহারা করে পেরেশান করে ফেলেছে? অথচ তার সঙ্গীগণ তাকে ডেকে বলে, তুমি আমাদের সৎপথে এসে যাও। আপনি বলুন, আল্লাহ্‌র পথই সঠিক পথ এবং আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমরা যেনো বিশ্বপ্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করি।

٧٢. وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ط وَهُوَ الَّذِىْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝٧٢

৭২. আরো এই যে, তোমরা নামায কায়েম করো ও তাঁকে ভয় করো এবং তাঁর নিকটই তোমাদের সমবেত করা হবে।

٧٣. وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ط قَوْلُهُ الْحَقُّ ط وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ ط عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ط وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝٧٣

৭৩. তিনিই আকাশসমূহ ও পৃথিবী যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। আর যেদিনই তিনি বলেন, 'হও', অমনিই হয়ে যায়। তাঁর কথা সত্য ও যথার্থ। যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে সেদিন সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্পর্কে পরিজ্ঞাত এবং তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবহিত।

٧٤. وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ج اِنِّىْٓ اَرٰكَ وَقَوْمَكَ فِىْ

৭৪. ইবরাহীম যখন তার পিতা আযরকে বললেন, আপনি কি প্রতিমাগুলোকে ইলাহরূপে গ্রহণ করছেন? নিশ্চয়ই আমি আপনাকে ও আপনার

www.pathagar.com

সম্প্রদায়কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত দেখছি।

ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৭৫. এভাবে আমি ইবরাহীমকে আকাশরাজী ও পৃথিবীর রাজ্য পরিদর্শন করাই, যাতে তিনি নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হন।

٧٥۔ وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ○

৭৬. অতএব রাতের অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করলো তখন তিনি একটি তারকা দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, এটি আমার রব। কিন্তু যখন তা ডুবে গেলো, তিনি বললেন, যা ডুবে যায় তাকে আমি পছন্দ করি না।

٧٦۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ج قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ج فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ○

৭৭. আবার যখন তিনি চাঁদকে চকমক করতে দেখলেন তখন বললেন, এটি আমার রব। সেটিও ডুবে গেলে তিনি বললেন, আমার প্রভু আমাকে সঠিক পথ না দেখালে আমি অবশ্যই বিভ্রান্ত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

٧٧۔ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ج فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ○

৭৮. পুনরায় যখন তিনি সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকিত দেখলেন তখন বললেন, এটি আমার রব, এটি সর্ববৃহৎ। সেটিও ডুবে গেলে তিনি বলেন, হে আমার জনগোষ্ঠী! তোমরা যে শেরেক করছো তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

٧٨۔ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ج فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ○

৭৯. যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকেই আমার মুখমণ্ডল ফিরিয়ে দিলাম এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

٧٩۔ اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

৮০. তার জনগোষ্ঠী তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলে তিনি বলেন, তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করছো? অথচ তিনিই আমাকে সৎপথে তুলে দিয়েছেন। তোমরা যেগুলোকে (আল্লাহ্‌র) শরীক স্থির করো আমি সেগুলোকে মোটেই ভয় করি না, তবে আমার প্রভু যদি ভিন্ন কিছু করতে চান (তা স্বতন্ত্র)। সব কিছুর উপর আমার প্রভুর জ্ঞান পরিব্যাপ্ত। তোমরা কি চিন্তাভাবনা করবে না?

٨٠۔ وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ط قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ط وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْئًا ط وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ط اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ○

www.pathagar.com

৮১. তোমরা যেগুলোকে (আল্লাহ্‌র) শরীক স্থির করো সেগুলোকে কীভাবে আমি ভয় করতে পারি? অথচ তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করতে মোটেও ভয় পাচ্ছো না, যে সম্পর্কে তিনি তোমাদের নিকট কোনো প্রমাণই নাযিল করেননি। যদি তোমাদের বোধবুদ্ধি থেকে থাকে তাহলে (বলো) এই দুই দলের মধ্যে কারা নিরাপত্তা লাভের অধিক উপযুক্ত?

٨١. وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ط فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ج اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٨١

৮২. যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে যুলুম (শেরেক) দ্বারা কলুষিত করেনি তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

٨٢. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝٨٢

৮৩. এটাই আমার যুক্তি যা আমি ইবরাহীমকে দান করেছি তার জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু পরম প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।

٨٣. وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ط نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ط اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝

৮৪. আমি তাকে দান করেছি ইসহাক ও ইয়া'কূবকে এবং তাদের প্রত্যেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেছি। আমি পূর্বে নূহকেও সঠিক পথে পরিচালিত করেছি এবং তার বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও। এভাবেই আমি সৎকর্মশীল লোকদের পুরস্কার দান করি;

٨٤. وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ط كُلًّا هَدَيْنَا ج وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝٨٤

৮৫. এবং যাকারিয়া, ইয়াহ্‌ইয়া, ঈসা ও ইল্‌য়াসকেও এবং এরা সকলেই সৎকর্মশীল লোকদের অন্তর্ভুক্ত;

٨٥. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ط كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

৮৬. আর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা', ইউনুস ও লূতকেও এবং আমি এদের প্রত্যেককে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি;

٨٦. وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ط وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝٨٦

৮৭. আর তাদের পূর্বপুরুষ, বংশধর ও ভ্রাতৃগোষ্ঠীর কতককেও। আমি তাদেরকে

٨٧. وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ج

www.pathagar.com

وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

মনোনীত করেছি এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছি।

٨٨۔ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৮৮. এটা আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর দ্বারা হেদায়াত দান করেন। তারা যদি শেরেক করতো তবে তাদের যাবতীয় কাজ ব্যর্থ হয়ে যেতো।

٨٩۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ج فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ○

৮৯. এদেরকেই আমি কিতাব, গভীর প্রজ্ঞা ও নবুওয়াত দান করেছি। এরপর তারা (মুশরিকরা) যদি এটা (আপনার নবুওয়াত) অস্বীকার করে তবে আমি এর জন্য এমন অনেক লোক নির্দিষ্ট করেছি যারা তাতে অবিশ্বাসী হবে না।

টীকা : 'এমন অনেক লোক নির্দিষ্ট করেছি' অর্থাৎ মুহাজির, আনসার ও অনাগত কাল ধরে ইসলাম গ্রহণকারী জনগোষ্ঠী।

٩٠۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ط قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ط اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ۝

৯০. এদেরকেই আল্লাহ সঠিক পথে চালিত করেছেন। অতএব আপনি তাদের পথ অনুসরণ করুন। আপনি বলুন, আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক দাবি করি না। এতো বিশ্ববাসীর জন্য একান্তই এক উপদেশমালা।

٩١۔ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَىْءٍ ط قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِىْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ج وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ط قُلِ اللّٰهُ لا ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ○

৯১. তারা আল্লাহ্‌র যথোপযুক্ত মর্যাদা উপলব্ধি করেনি যখন তারা বললো, আল্লাহ কোনো মানুষের নিকট কিছুই নাযিল করেননি। আপনি জিজ্ঞেস করুন, মূসা যে কিতাব নিয়ে এসেছেন তা কে নাযিল করেছিলেন, যা ছিলো মানুষের জন্য আলোর দিশারী ও পথনির্দেশ, যা তোমরা কাগজে লিখে প্রকাশ করো, যার বৃহৎ অংশ তোমরা গোপন করো এবং যা তোমাদের পূর্বপুরুষগণ ও তোমরা জানতে না? আপনি বলুন, আল্লাহ (নাযিল করেছেন)। অতঃপর আপনি তাদেরকে তাদের অসার আলোচনার খেলায় মত্ত থাকতে দিন।

www.pathagar.com

৯২. আমি এই বরকতময় কিতাব নাযিল করেছি যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী এবং যার সাহায্যে আপনি মক্কা ও তার চারপাশের লোকজনকে সতর্ক করবেন। আর যারা আখেরাতে ঈমান আনে তারা এই কিতাবেও ঈমান আনে এবং তারা তাদের নামাযের হেফাজত করে।

٩٢. وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ط وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ○

৯৩. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে, আমার কাছে ওহী পাঠানো হয়, অথচ তার নিকট কিছুই ওহী পাঠানো হয় না এবং যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুরূপ আমিও নাযিল করবো– তার চেয়ে ভয়ংকর যালেম আর কে আছে? যদি আপনি দেখতেন, যালেমরা যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করে এবং ফেরেশতারা তাদের হাত বাড়িয়ে দেয় : তোমাদের জান বের করে দাও। তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যে অন্যায় কথা বলতে এবং তাঁর বাণীসমূহের বিরুদ্ধে অহংকার প্রকাশ করতে তার বিনিময়ে আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনাকর শাস্তি দেয়া হবে।

٩٣. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِىَ اِلَىَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَىْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ط وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ج اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ○

৯৪. তোমরা (আখেরাতে) আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছো যেমন আমি তোমাদেরকে প্রথমবার নিঃসঙ্গ সৃষ্টি করেছিলাম এবং তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম (ধনবল-জনবল) তাও তোমাদের পিছনে (পৃথিবীতে) রেখে এসেছো। আমি তোমাদের সাথে তোমাদের সেই সুপারিশকারীদেরও দেখছি না যাদের সম্পর্কে তোমরা দাবি করতে যে, সেগুলো তোমাদের বিষয়াবলীতে অংশীদার। বাস্তবিকই তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে এবং তোমরা যা দাবি করতে তাও উধাও হয়ে গিয়েছে।

٩٤. وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ج وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ط لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ○

৯৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর উদগম (চারাগাছ সৃষ্টি) করেন। তিনিই জীবন্ত থেকে মৃতকে বের করেন এবং মৃত থেকে জীবন্তকে বের

٩٥. اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ط يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ

www.pathagar.com

مِنَ الْحَيِّ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ○

করেন। তিনিই তো (এসব কিছুর) আল্লাহ। অতএব তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছো?

٩٦۔ فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ج وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ط ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ○

৯৬. তিনিই ভোরের উন্মেষকারী। তিনি রাতকে আরামদায়ক এবং সূর্য ও চাঁদকে (সন-তারিখের) হিসাব নিয়ন্ত্রক করেছেন। এটি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানীর নিরূপণ।

٩٧۔ وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ○

৯৭. তিনিই তোমাদের জন্য তারকারাজী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা এগুলোর সাহায্যে স্থলভাগের ও সাগরের অন্ধকারে পথ খুঁজে পাও। আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

٩٨۔ وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ط قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ○

৯৮. তিনিই তোমাদেরকে মাত্র এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব তোমাদের জন্য রয়েছে দীর্ঘস্থায়ী ও স্বল্পস্থায়ী বাসস্থান। গভীর জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের জন্য আমি আমার নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

٩٩۔ وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ج فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ج وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ط اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ○

৯৯. তিনিই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর আমি এই পানির সাহায্যে সকল প্রকার উদ্ভিদের চারা গজাই, অতঃপর তা থেকে সবুজ পাতা গজাই, অতঃপর তা থেকে বিভিন্ন কোষসম্পন্ন দানা উৎপন্ন করি এবং খেজুর গাছের মাথি (মোচা) থেকে ঝুলন্ত খেজুরের কাঁদি উৎপন্ন করি, আরো আঙ্গুরের বাগান, যায়তূন ও ডালিমও। এগুলো পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ ও সাদৃশ্যহীনও। তোমরা এর ফলের দিকে দৃষ্টিপাত করো যখন তা ফলবান হয় এবং সেগুলো পরিপক্ক হওয়ার প্রতিও। নিশ্চয়ই এতে বহু নিদর্শন রয়েছে ঈমানদার জনগোষ্ঠীর জন্য।

١٠٠۔ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ

১০০. তারা জিনকে আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির করে, অথচ তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌র জন্য মনগড়া

www.pathagar.com

পুত্র-কন্যাও স্থির করে, অথচ তিনি পবিত্র ও মহিমাময় এবং এরা যা আরোপ করে তা থেকে বহু ঊর্ধে।

عِلْمٍ ط سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝١٠٠

১০১. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তাঁর সন্তান হবে কিরূপে, অথচ তাঁর কোনো স্ত্রী নেই? তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে তিনি মহাজ্ঞানী।

١٠١۔ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ط وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ج وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

১০২. তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রভু। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত করো। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের তত্ত্বাবধায়ক।

١٠٢۔ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۝

১০৩. দৃষ্টিশক্তিসমূহ তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না, অবশ্য সকল দৃষ্টিশক্তিই তাঁর আয়ত্তাধীন। তিনি মহাসূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।

١٠٣۔ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ز وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ج وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۝

১০৪. তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে অবশ্যই তোমাদের নিকট নিদর্শনসমূহ এসেছে। অতএব কেউ তা দেখলে তাতে সে নিজেরই উপকার করবে এবং কেউ অন্ধ থাকলে তাতে সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আমি (মুহাম্মাদ) তোমাদের নিরাপত্তা দানকারী নই।

١٠٤۔ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ج فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ط وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ۝

১০৫. এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করি, যাতে তারা (কাফেররা) বলতে না পারে যে, আপনি অধ্যয়ন করে এগুলো বলছেন।[১] কিন্তু আমি এগুলো জ্ঞানীগণের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করি।

١٠٥۔ وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

টীকা-১ : ভিন্ন তরজমা– "ফলে তারা বলে, আপনি অধ্যয়ন করে বলছেন"। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাওহীদ ও তার দলীল-প্রমাণ এতো স্পষ্টভাবে ও বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেন যে, তাতে মক্কার মূর্তিপূজারীরা বলতে লাগলো যে, মুহাম্মাদ (স) এগুলো কোথাও থেকে পড়ে এসেছে অথবা কারো কাছ থেকে শিখে এসেছে (আরো দ্র. সূরা আল-ফুরকান, ৪-৫ নং আয়াত)।

১০৬. আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে আপনার নিকট যে ওহী আসে আপনি তার অনুসরণ করুন। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আর আপনি মুশরিকদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না।

١٠٦۔ اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

www.pathagar.com

১০৭. আল্লাহ যদি চাইতেন তবে তারা শেরেক করতো না। আমি আপনাকে তাদের নিরাপত্তা দানকারী নিযুক্ত করিনি এবং আপনি তাদের কার্যনির্বাহীও নন।

١٠٧۔ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا ط وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ج وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ○

১০৮. তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যেগুলোকে ডাকে তোমরা সেগুলোকে গালি দিও না। অন্যথায় তারা জ্ঞানের অভাবহেতু সীমালংঘন করে আল্লাহ্‌কে গালি দিবে। এভাবে আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য তাদের কার্যকলাপকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি। অতঃপর তাদের প্রভুর নিকট তাদের ফিরে আসতে হবে, এরপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

١٠٨۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ط كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ص ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১০৯. তারা আল্লাহ্‌র নামে তাদের কঠিন শপথ করে বলে, যদি তাদের নিকট কোনো নিদর্শন (মু'জিযা) আসতো তবে তারা অবশ্যই তাতে ঈমান আনতো। আপনি বলুন, নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহ্‌র কাছেই আছে। কিভাবে তোমাদের (মুসলমানদের) বোধগম্য করা যাবে যে, নিদর্শন আসলেও তারা ঈমান আনবে না?

١٠٩۔ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ط قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ لا اَنَّهَآ اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১১০. আমিও তাদের অন্তরসমূহ ও দৃষ্টিসমূহ ফিরিয়ে দিবো, যেমন এসব লোক প্রথমবার তাতে ঈমান আনেনি। আর আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যাচারের মধ্যে বিব্রতকর অবস্থায় ছেড়ে দিবো।

١١٠۔ وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖٓ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝

পারা-৮

১১১. আমি যদি তাদের নিকট ফেরেশতা পাঠাতাম, মৃত ব্যক্তিরা যদি তাদের সাথে কথা বলতো এবং সকল বস্তুসামগ্রী তাদের সামনে উপস্থিত করতাম তবুও আল্লাহ্‌র মর্জি না হলে তারা কখনো ঈমান আনবে না। কিন্তু তাদের বেশিরভাগই মূর্খ-জাহেল।

١١١۔ وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ○

www.pathagar.com

১১২. এমনিভাবে আমি মানব ও জিন জাতির মধ্যকার শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর দুশমন বানিয়েছি। তারা ধোঁকা দেয়ার জন্য তাদের কতক অপর কতকের নিকট চমকপ্রদ বাক্য পাঠায়। আপনার প্রভু ইচ্ছা করলে তারা এটা করতে পারতো না। অতএব আপনি তাদেরকে এবং তাদের মনগড়া কথা বর্জন করুন,

১১৩. যাতে তাদের চমকপ্রদ বাক্যের প্রতি সেইসব লোকের মন আকৃষ্ট হয় যারা আখেরাতে ঈমান আনে না এবং তার প্রতি তারা যেনো আকৃষ্ট থাকে। আর তারা যেসব অপকর্ম করে সেই অপকর্মই যেনো তারা করতে থাকে।

১১৪. তবে কি আমি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য কোনো বিচারক অনুসন্ধান করবো? অথচ তিনিই তোমাদের কাছে বিস্তারিতভাবে কিতাব নাযিল করেছেন। আর আমি যাদের কিতাব দান করেছি তারা জানে যে, এটি যথার্থভাবেই আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। অতএব আপনি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

১১৫. সততা ও ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার প্রভুর বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর বাণী পরিবর্তন করার এখতিয়ার কারো নেই। তিনি মহাশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

১১৬. আপনি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথামতো চলেন তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিপথগামী করবে। তারা তো কেবল আন্দাজ-অনুমানের অনুসরণ করে এবং তারা কেবল আন্দাজ-অনুমানে কথা বলে।

১১৭. আপনার প্রভু অবশ্যই জানেন কে তাঁর পথ ত্যাগ করে বিপথগামী হয় এবং তিনি সর্বাধিক জানেন তাদের সম্পর্কেও যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।

১১৮. অতএব তোমরা যদি তাঁর বিধানসমূহের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো তবে যা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যবেহ করা হয়েছে তা আহার করো।

١١٢۔ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ط وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ○

١١٣۔ وَلِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ○

١١٤۔ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ط وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○

١١٥۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ط لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

١١٦۔ وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ○

١١٧۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ج وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

١١٨۔ فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ○

www.pathagar.com

১১৯. তোমাদের কী হলো যে, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যা যবেহ করা হয়েছে তা তোমরা আহার করছো না? তিনি তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা তোমাদের কাছে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে তোমরা নিরূপায় হয়ে তা (হারাম) গ্রহণে বাধ্য হলে স্বতন্ত্র কথা। অনেক লোক (কুরআনের) জ্ঞান বঞ্চিত হয়ে তাদের যথেচ্ছ খেয়াল-খুশির দ্বারা অবশ্যই মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। নিশ্চয়ই আপনার প্রভু সীমালংঘনকারীদের সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।

١١٩۔ وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ط وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ○

১২০. তোমরা প্রকাশ্য পাপাচারও ত্যাগ করো এবং গোপন পাপাচারও। যারা পাপ কামাই করে নিশ্চয়ই তাদেরকে অচিরেই তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি দেয়া হবে।

١٢٠۔ وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ○

১২১. যে প্রাণীকে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে যবেহ করা হয়নি তোমরা তা আহার করো না। নিশ্চয়ই এটা পাপ। নিশ্চয়ই শয়তানেরা ওদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে অবশ্যই প্ররোচিত করে। তোমরা যদি ওদের অনুসরণ করো তবে অবশ্যই তোমরা মুশরিক (মূর্তিপূজারী) হয়ে যাবে।

١٢١۔ وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ط وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ج وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ۝

১২২. আর যে ব্যক্তি মৃত (দীনের জ্ঞানশূন্য) ছিলো, আমি তাকে জীবন (জ্ঞান) দান করেছি এবং তাকে মানবসমাজে চলার জন্য নূর দান করেছি, সে কি এমন ব্যক্তির সমতুল্য যে অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়ায় এবং তা থেকে বের হয়ে আসার কোনো পথ তার নেই? অবাধ্যাচারীদের কার্যকলাপকে তাদের জন্য এভাবেই আকর্ষণীয় করে রাখা হয়েছে।

١٢٢۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ط كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১২৩. এভাবে আমি প্রতিটি লোকালয়ে অপরাধীদের জন্য কিছু নেতা নিয়োগ করেছি সেখানে চক্রান্ত করার জন্য। অবশ্য তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই চক্রান্ত করে, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না।

١٢٣۔ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ط وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○

www.pathagar.com

১২৪. আর যখন তাদের নিকট কোনো নিদর্শন আসে তখন তারা বলে, রাসূলগণকে যা দেয়া হয়েছে তার অনুরূপ আমাদেরকে না দেয়া পর্যন্ত আমরা কখনো ঈমান আনবো না। আল্লাহ তাঁর রিসালাতের দায়িত্বভার কার উপর অর্পণ করবেন তা তিনিই অধিক জ্ঞাত। যারা অন্যায়-অপরাধে লিপ্ত তারা অবিলম্বে তাদের ষড়যন্ত্রের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট থেকে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি ভোগ করবে।

١٢٤۔ وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ط اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ط سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ○

১২৫. আল্লাহ যাকে সৎপথে পরিচালিত করতে চান তিনি তার বক্ষদেশকে ইসলাম গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করে দেন। আর তিনি যাকে বিপথগামী করতে চান তার অন্তরকে একেবারে সংকুচিত করে দেন। তার নিকট ইসলামের অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতোই দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। যারা ঈমান আনে না আল্লাহ এভাবে তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন।

١٢٥۔ فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ج وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ط كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১২৬. আর এটাই আপনার প্রভুর সরল পথ। যারা উপদেশ গ্রহণ করে আমি তাদের জন্য বিধানসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

١٢٦۔ وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ط قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ○

১২৭. তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রভুর নিকট দারুস সালাম (পরম শান্তির আবাস) এবং তাদের উত্তম কৃতকর্মের জন্য তিনি তাদের পরম বন্ধু।

١٢٧۔ لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১২৮. সেই (কিয়ামতের) দিন তিনি তাদের সকলকে সমবেত করবেন (এবং বলবেন), হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা মানবজাতির অনেককে তোমাদের অনুসারী বানিয়েছো। আর মানবজাতির মধ্যকার তাদের বন্ধুরা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের কতক অপর কতকের দ্বারা লাভবান হয়েছে এবং আপনি আমাদের জন্য যে মেয়াদ নির্ধারিত করেছেন আমরা তাতে পৌঁছে গিয়েছি। তিনি বলবেন, তোমাদের ঠিকানা হলো দোযখ, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে, যদি না আল্লাহ ভিন্নরূপ ইচ্ছা করেন। নিশ্চয়ই আপনার প্রভু পরম প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।

١٢٨۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ج يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ج وَقَالَ اَوْلِيٰٓـُٔهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِىْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ط قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ط اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○

www.pathagar.com

১২৯. এভাবে আমি যালেমদের কতক লোককে অপর কতকের সহায়ক বানাবো, তারা যে অপকর্ম করতো তার পরিণতিস্বরূপ।

١٢٩۔ وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

১৩০. হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট কি রাসূলগণ আসেননি? তারা কি তোমাদের সামনে আমার বাণীসমূহ বর্ণনা করেননি এবং তোমাদের এই দিনের মুখোমুখি হওয়া সম্পর্কে সতর্ক করেননি? তারা বলবে, আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করলাম। পৃথিবীর জীবন এদেরকে ধোঁকা দিয়েছিল। তারা নিজেদের ব্যাপারে এও স্বীকার করবে যে, তারা ছিলো কাফের।

١٣٠۔ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ۝

১৩১. তা এজন্য যে, কোনো জনপদবাসী (আল্লাহ্‌র দীন সম্পর্কে) অনবহিত থাকা অবস্থায় তাদের অন্যায়ের কারণে আপনার প্রভু তাদেরকে ধ্বংস করেন না।

١٣١۔ ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ۝

টীকা : অর্থাৎ কোনো মানবগোষ্ঠীর নিকট নবী-রাসূল এবং দীনের দাওয়াত না পৌছা পর্যন্ত তাদেরকে তাদের অপরাধ কর্মের জন্য আল্লাহ ধ্বংস করেন না। তাই তিনি সমগ্র মানবগোষ্ঠীর কাছেই নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। সর্বশেষ রাসূল বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াত পৌছে গেছে সমগ্র মানবজাতির কাছে তাঁর উম্মতের মাধ্যমে।

১৩২. লোকজন যা করে তদনুপাতে প্রত্যেকের মর্যাদা নির্ধারিত। তারা যা করে সে সম্পর্কে আপনার প্রভু উদাসীন নন।

١٣٢۔ وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৩৩. আর আপনার প্রভু স্বয়ংসম্পূর্ণ, করুণাময়। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে উচ্ছেদ করতে এবং তোমাদের পরিবর্তে যাদেরকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন; যেমন তিনি তোমাদেরকে অপর এক মানবগোষ্ঠীর বংশ থেকে সৃষ্টি করেছেন।

١٣٣۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۝

১৩৪. তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে এবং তোমরা (তা) ব্যর্থ করতে পারবে না।

١٣٤۔ اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝

www.pathagar.com

১৩৫. আপনি বলুন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজেদের জায়গায় কাজ করে যাও, আমিও কাজে ব্যস্ত আছি। তোমরা অচিরেই জানতে পারবে– শুভ পরিণতি কার জন্য। অত্যাচারীরা কখনো সফলকাম হয় না।

١٣٥۔ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ج فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ط اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ○

১৩৬. আল্লাহ যে কৃষিজাত ফসল ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তার একটা অংশ তারা (পৌত্তলিকরা) আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করে। তারা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, এই অংশ আল্লাহ্‌র জন্য এবং এই অংশ আমাদের দেব-দেবীর জন্য। তাদের দেব-দেবীর জন্য যে অংশ তা আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায় না, কিন্তু আল্লাহ্‌র জন্য যে অংশ তা তাদের দেব-দেবীর নিকট পৌঁছায়। তাদের সিদ্ধান্ত খুবই নিকৃষ্ট।

١٣٦۔ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ج فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ج وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ط سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○

১৩৭. এভাবে তাদের দেব-দেবীরা অনেক পৌত্তলিকের কাছে তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করাকে (দেব-দেবীর নামে বলি দেয়াকে) আকর্ষণীয় করেছে নিজেদের ধ্বংসাধনের জন্য এবং তাদের ধর্ম সম্পর্কে তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা তা করতো না। অতএব আপনি তাদেরকে এবং তাদের মনগড়া জিনিসকে ত্যাগ করুন।

١٣٧۔ وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ○

১৩৮. তারা তাদের মনগড়া ধারণার বশবর্তী হয়ে বলে, এসব গবাদি পশু ও কৃষিজাত ফসল কোনো ব্যক্তির জন্য ব্যবহার নিষিদ্ধ, আমরা যাকে চাই কেবল সে ছাড়া অন্য কেউ এগুলো আহার করতে পারবে না আর কতক গবাদি পশুকে যানবাহন হিসেবে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং কতক গবাদি পশু যবেহ করার সময় তারা মনগড়া ধারণা বশত আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে না। তাদের মনগড়া ধারণার জন্য তিনি অচিরেই তাদের শাস্তি দিবেন।

١٣٨۔ وَقَالُوْا هٰذِهٖٓ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ق لَّا يَطْعَمُهَآ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ط سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

১৩৯. তারা আরো বলে, এসব গবাদি পশুর পেটে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং আমাদের স্ত্রীদের জন্য তা নিষিদ্ধ। আর তা

١٣٩۔ وَقَالُوْا مَا فِىْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰٓى اَزْوَاجِنَا ج

www.pathagar.com

وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ ط سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ط اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○

যদি হয় মৃত তবে তারা সকলে তাতে সমান অংশীদার হয়। তিনি তাদেরকে তাদের এরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত করার প্রতিফল (শাস্তি) দান করবেন। তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।

١٤٠۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ط قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ○

১৪০. যারা নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদের (দেব-দেবীর নামে) হত্যা করে এবং আল্লাহ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক হারাম ঘোষণা করে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপথগামী হয়েছে এবং তারা মোটেও সৎপথের অনুসারী নয়।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ط كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ز وَلَا تُسْرِفُوْا ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ○

১৪১. তিনিই সৃষ্টি করেছেন মাচান নির্ভর ও মাচান নির্ভরহীন গাছের বাগান এবং খেজুর গাছ, বিচিত্র স্বাদযুক্ত কৃষিজাত ফসল,[১] যায়তূন ও ডালিম। এগুলো পরস্পর সদৃশ ও বিসদৃশ। যখন তা ফলবান হয় তখন তোমরা এর ফল আহার করো এবং ফসল কাটার দিন তার প্রাপ্য (উশর) পরিশোধ করো এবং অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।[২]

টীকা-১ : এমন অনেক লতা জাতীয় গাছ আছে যেগুলোর পরিবর্ধনের জন্য ডালপালা বা অন্য কিছু দিয়ে মাচান (জাংলা) তৈরি করে দিতে হয়। যেমন আঙ্গুর, লাউ, কুমড়া, সিম ইত্যাদি।

টীকা-২ : উপরোক্ত আয়াতে কৃষিজাত ফসলের এক-দশমাংশ যাকাত হিসেবে প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ফসলের যাকাতকে পরিভাষায় 'উশর' বলা হয়। বছরে যতোবার ফসল হবে ততোবার যাকাত দিতে হবে। কমপক্ষে পাঁচ ওয়াসাক (৯৪৮ কিলোগ্রাম) ফসলের মালিক হলে তার এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদন খরচ বাবদ বাদ দিয়ে বাকী ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।

١٤٢۔ وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ط كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

১৪২. গবাদি পশুর মধ্যে কতোগুলো ভারবাহী এবং কতক ক্ষুদ্রকায় পশুও (তিনিই সৃষ্টি করেছেন)। আল্লাহ তোমাদের যা রিযিক দান করেছেন তা তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

١٤٣۔ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ج مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ط قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ

১৪৩. তিনি সৃষ্টি করেছেন আট জোড়া : মেষের দু'টি এবং ছাগলের দু'টি (নর ও মাদী)।[১] আপনি জিজ্ঞেস করুন, তিনি (আল্লাহ) কি নর দু'টি হারাম করেছেন নাকি মাদী দু'টি অথবা মাদী

www.pathagar.com

الْاُنْثَيَيْنِ ط نَبِّئُوْنِىْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٧

দু'টির গর্ভাশয়ে যা আছে তা ? তোমরা সত্যবাদী হলে দলীল-প্রমাণসহ আমাকে অবহিত করো।

টীকা-১ : অর্থাৎ আরবদেশের পৌত্তলিকরা আট প্রজাতির পশুকে দেব-দেবীর নামে বলি দিতো বা স্বাধীনভাবে চরে বেড়াতে ছেড়ে দিতো, অথচ সেগুলোর স্রষ্টা তো আল্লাহ।

١٤٤۔ وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ط قُلْ ءٰالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ط اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ج فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝١٤٤

১৪৪. এবং উটের দু'টি ও গরুর দু'টি। আপনি জিজ্ঞেস করুন, তিনি কি নর দু'টি হারাম করেছেন অথবা মাদী দু'টি অথবা মাদী দু'টির গর্ভাশয়ে যা আছে তা ? অথবা আল্লাহ যখন তোমাদেরকে এসব নির্দেশ দান করেন তখন তোমরা কি উপস্থিত ছিলে? অতএব যে জ্ঞানবিবর্জিত ব্যক্তি মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য আল্লাহ সম্পর্কে বানোয়াট কথা বলে তার চেয়ে ভয়ংকর যালেম আর কে আছে? নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বৈরাচারী যালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ج فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

١٤٥۔ قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ج فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১৪৫. আপনি বলুন, ওহীর মাধ্যমে আমার নিকট যেসব বিধান পৌঁছেছে তার মধ্যে আমি খাদ্য গ্রহণকারীর জন্য কোনো হারাম জিনিস পাই না যা সে আহার করে; মৃতজীব, বহমান রক্ত ও শূকরের গোশত ব্যতীত।[১] কেনোনা তা অবশ্যই অপবিত্র অথবা এজন্য নিষিদ্ধ যে, তা (হালাল জীব-জন্তু) যবেহ করা হয় আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে। তবে কেউ অবাধ্যাচারী না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে তা গ্রহণ করতে একান্তই নিরুপায় হলে নিশ্চয়ই আপনার প্রভু ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

টীকা-১ : উপরোক্ত বিধানের সাথে সূরা আল-মাইদার ৩ নম্বর আয়াতের বিধান এবং রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর হাদীসে যা হারাম ঘোষণা করেছেন তাও যুক্ত হবে।

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ ج وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ط ذٰلِكَ

١٤٦۔ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ ج وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ط ذٰلِكَ

১৪৬. যারা ইহুদী তাদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম অবিভক্ত ক্ষুরযুক্ত বা নখরধারী প্রতিটি পশু। আর গরু ও মেষ প্রজাতিভুক্ত পশুর চর্বিও আমি তাদের জন্য হারাম করেছিলাম– এগুলোর পিঠের অথবা নাড়িভুঁড়ির অথবা হাড়ের সাথে লেগে থাকা চর্বি ব্যতীত। তাদের অবাধ্যাচরণের

www.pathagar.com

جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ز وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ○

কারণে আমি তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী।

١٤٧۔ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ج وَلَا يُرَدُّ بَاْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ○

১৪৭. তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে আপনি বলুন, তোমাদের প্রভু অসীম দয়ার মালিক। তা সত্ত্বেও অপরাধী জনগোষ্ঠীর উপর থেকে তাঁর শাস্তি প্রত্যাহার করা হয় না।

١٤٨۔ سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ط كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَاْسَنَا ط قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ط اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ○

১৪৮. যারা শেরেক (মূর্তিপূজা) করে অচিরেই তারা বলবে, আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা শেরেক করতাম না এবং আমাদের পূর্বপুরুষরাও না, আর আমরা কোনো জিনিস হারামও করতাম না। তাদের পূর্বকালের লোকেরাও এভাবে মিথ্যা অভিযোগ পেশ করেছিলো, শেষ পর্যন্ত তারা আমার শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করেছে। আপনি জিজ্ঞেস করুন, তোমাদের নিকট কোনো প্রমাণ আছে কি? থাকলে তা আমাদের সামনে পেশ করো। তোমরা শুধু মনগড়া কল্পনাবিলাসের অনুসরণ করো এবং কেবল মিথ্যাই বলো।

١٤٩۔ قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ج فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

১৪৯. আপনি বলুন, পরিপূর্ণ যুক্তি আল্লাহ্‌রই। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করতেন।

١٥٠۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ج فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ج وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ۝

১৫০. আপনি বলুন, (তোমাদের দাবিমতে) আল্লাহ যে এগুলো হারাম করেছেন এ সম্পর্কে যারা সাক্ষ্য দিবে তোমরা তাদের উপস্থিত করো। তারা সাক্ষ্য দিলেও আপনি তাদের এই সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না। যারা আমার বিধানসমূহকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে, যারা আখেরাতে ঈমান আনে না এবং আমার সমকক্ষ দাঁড় করায় আপনি তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।

١٥١۔ قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا

১৫১. আপনি বলুন, তোমরা আসো, তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা আমি তোমাদের পাঠ করে শুনাই। তা হলো :

www.pathagar.com

وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ج وَلَا تَقْتُلُوْٓا
اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
وَاِيَّاهُمْ ج وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ج وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ط ذٰلِكُمْ
وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

(১) তোমরা তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না, (২) মাতা-পিতার সাথে সদয় ব্যবহার করো এবং (৩) দারিদ্র্যজনিত কারণে নিজেদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দান করি। (৪) তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন বেহায়াপনার ধারে-কাছেও যেও না এবং (৫) যে প্রাণকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন তাকে ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত হত্যা করো না। তিনি তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা অনুধাবন করো।

١٥٢۔ وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ
هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ج وَاَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ج لَا نُكَلِّفُ
نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ج وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ج وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ط
ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝١

১৫২. (৬) তোমরা সদুদ্দেশ্য ব্যতীত ইয়াতীমের মালে হস্তক্ষেপ করো না যাবত না তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়, (৭) ইনসাফের সাথে ওজন ও পরিমাপ পূর্ণ করো, আমি কোনো মানুষের উপর তার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার অর্পণ করি না, (৮) যখন তোমরা কথা বলো– ন্যায়সঙ্গত কথা বলো, তা নিকটাত্মীয় সম্পর্কে হলেও এবং (৯) আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করো। এভাবে তিনি তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।

١٥٣۔ وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا
فَاتَّبِعُوْهُ ج وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

১৫৩. নিশ্চয়ই আমার এই পথই সরল পথ। তোমরা এ পথের অনুসরণ করো এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, অন্যথায় তা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ছাড়বে। এভাবে তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা সাবধান হও।

١٥٤۔ ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى
الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى
وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ۝٢

১৫৪. তারপর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম সৎকর্মপরায়ণদের প্রতি নিয়ামত (অনুগ্রহ) পূর্ণ করার জন্য, প্রতিটি বিষয়ের বিশদ বিবরণের জন্য, সৎপথ প্রদর্শনের জন্য ও দয়াস্বরূপ, যাতে তারা তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতে ঈমান আনে।

١٥٥۔ وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ

১৫৫. আর আমি এই বরকতময় কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছি। অতএব তোমরা তার

www.pathagar.com

فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝١٥٥

অনুসরণ করো এবং সাবধান হও, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হতে পারো।

١٥٦۔ اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ص وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ۝١٥٦

১৫৬. এজন্য যে, তোমরা হয়তো বলতে পারো : কিতাব তো কেবল আমাদের আগেকার দুই সম্প্রদায়ের উপরই নাযিল করা হয়েছিলো। আর আমরা তাদের পঠন-পাঠন সম্পর্কে নিশ্চয়ই অবহিত ছিলাম না।

١٥٧۔ اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ ج فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ج فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ط سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ۝١٥٧

১৫৭. অথবা তোমরা বলতে পারো, যদি আমাদের উপর কিতাব নাযিল করা হতো তবে নিশ্চয়ই আমরা তাদের তুলনায় অধিক সৎপথ অনুসারী হতাম। এখন তো তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ, পথনির্দেশ ও অনুগ্রহ এসে গেছে। অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বাণীসমূহকে মিথ্যা বলে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (বর্জন করে) তার চেয়ে ভয়ানক জালেম আর কে আছে? যারা আমার বাণীসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আমি তাদেরকে তাদের সত্যবিমুখতার কারণে নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দিবো।

١٥٨۔ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ط يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ط قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ۝١٥٨

১৫৮. তারা কি এই প্রতীক্ষাই করে যে, তাদের নিকট ফেরেশতারা আসবে অথবা আপনার প্রভু আসবেন অথবা আপনার প্রভুর কোনো নিদর্শন আসবে? যেদিন আপনার প্রভুর কোনো নিদর্শন আসবে সেদিন কোনো ব্যক্তির ঈমান আনয়ন তার কোনো উপকারে আসবে না– যে ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি অথবা ঈমানের সাথে কোনো কল্যাণ অর্জন করেনি।[১] আপনি বলুন, তোমরা অপেক্ষা করো এবং নিশ্চয়ই আমরাও অপেক্ষায় থাকলাম।

টীকা-১ : রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। তা দেখার পর পৃথিবীর সকল মানুষ ঈমান আনবে কিন্তু তা গ্রহণযোগ্য হবে না, এরপর রাসূলুল্লাহ (স) উপরোক্ত আয়াত পাঠ করেন (সহীহ বুখারী, তাফসীর সূরা আল-আনআম)। এটা দাজ্জালের আবির্ভাবের পরে ঘটবে।

١٥٩۔ اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ط اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝١٥٩

১৫৯. যেসব লোক তাদের দীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়েছে তাদের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয় আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে, অতঃপর তিনি তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবেন।

www.pathagar.com

১৬০. কোনো ব্যক্তি একটি উত্তম কাজ করলে সে তার দশ গুণ পাবে। আর কোনো ব্যক্তি একটি মন্দ কাজ করলে সে তারই প্রতিফল ভোগ করবে। তাদের প্রতি কোনোরূপ যুলুম করা হবে না।

١٦٠. مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ج وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

১৬১. আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমার প্রভু আমাকে সরল পথে পরিচালিত করেছেন। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, একনিষ্ঠ ইবরাহীমের বিশুদ্ধ ধর্ম এবং তিনি মুশরিক-পৌত্তলিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

١٦١. قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰنِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ج دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ج وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১৬২. আপনি বলুন, আমার নামায, আমার ইবাদত (কুরবানী, হজ্জ) এবং আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রভুর জন্য নিবেদিত।

١٦٢. قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١

১৬৩. তাঁর কোনো শরীক নেই। আমাকে এই আদেশই দেয়া হয়েছে এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্য আমিই প্রথম।

١٦٣. لَا شَرِيْكَ لَهٗ ج وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ○

১৬৪. আপনি বলুন, আমি কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য প্রভু খুঁজবো? অথচ তিনিই সমস্ত কিছুর রব। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্যের (পাপের) বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর সান্নিধ্যে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদের অবহিত করবেন।

١٦٤. قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ط وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ج وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ج ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○

১৬৫. তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা (প্রতিনিধি) নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের কতক লোককে অপর কতকের উপর উচ্চতর মর্যাদা দিয়েছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন সে সম্পর্কে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। নিশ্চয়ই আপনার প্রভু ত্বরিৎ শাস্তিদাতা এবং নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٦٥. وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰكُمْ ط اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ز وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٢

www.pathagar.com

৭. সূরা আল-আ'রাফ (৩৯) ٧. سُوْرَةُ الْاَعْرَاف

আয়াত : ২০৬, রুকূ' : ২৪, মক্কী اٰيَاتُهَا : ٢٠٦، رُكُوْعٌ : ٢٤، مَكِّيَّةٌ

আলোচ্য সূরাটিও সূরা আল-আনআমের সমসাময়িক কালে নাযিল হয়েছে। তবে এ দু'টি সূরার মধ্যে কোনটি আগে এবং কোনটি পরে নাযিল হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-মীম-সাদ। ١. الٓمّٓصٓ ○

২. আপনার উপর একটি কিতাব নাযিল করা হয়েছে, যাতে এর দ্বারা সতর্ক করতে পারেন এবং আপনার অন্তরে যেনো এর (বাণী প্রচার) সম্পর্কে কোনোরূপ সঙ্কোচ না থাকে। আর এটি ঈমানদারগণের জন্য একটি উপদেশভাণ্ডার।

٢. كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○

৩. তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট যা নাযিল করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যান্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।

٣. اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ط قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ○

৪. কতো জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি! আমার শাস্তি তাদের উপর এসেছিলো রাতের বেলা অথবা দুপুরে তাদের বিশ্রামরত অবস্থায়।

٤. وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَآئِلُوْنَ ○

৫. যখন আমার শাস্তি তাদের উপর এসে পতিত হয়েছিলো তখন তাদের ডাক ছিলো এই যে, তারা বললো, নিশ্চয়ই আমরা যালেম ছিলাম।

٥. فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○

৬. অতএব যাদের নিকট রাসূল পাঠানো হয়েছিলো আমি অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবো এবং আমি অবশ্যই রাসূলগণকেও জিজ্ঞেস করবো।

٦. فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٦

৭. অতঃপর আমি সজ্ঞানে তাদের নিকট (তাদের কার্যকলাপ) বিবৃত করবো। আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না।

٧. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ○

www.pathagar.com

৮. সেদিন ওজনদণ্ড হবে নির্ভুল। অতএব যাদের (সৎকাজের) পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে।

٨. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ ج فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

৯. আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা আমার বাণীসমূহের প্রতি অন্যায় আচরণ করার কারণে নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

٩. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ○

১০. আমিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং এখানে তোমাদের জীবনোপকরণের ব্যবস্থাও করেছি। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

١٠. وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ط قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝

১১. আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদের দৈহিক কাঠামো দান করেছি, অতঃপর আমি ফেরেশতাগণকে বলেছি, তোমরা আদমকে সিজদা করো। অতএব তারা সকলে সিজদা করলো, ইবলীস ব্যতীত। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

١١. وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ز فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ○

১২. তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও তোকে কিসে বাধা দিলো যে, তুই সিজদা করলি না? সে বললো, আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে।

١٢. قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ط قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ج خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ○

১৩. তিনি বললেন, তুই এখান (জান্নাত/উর্ধ জগত) থেকে নেমে যা। এখানে অবস্থান করে তুই অহংকার করবি তা হতে পারে না। অতএব তুই বের হয়ে যা, তুই নিশ্চয়ই নিকৃষ্টদের অন্তর্ভুক্ত।

١٣. قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ○

১৪. সে বললো, আপনি আমাকে তাদের পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন।

١٤. قَالَ اَنْظِرْنِىْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○

১৫. তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তুই অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

١٥. قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ○

১৬. সে বললো, আপনি যেহেতু আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তাই আমি আপনার সরল-সঠিক পথে মানুষের জন্য অবশ্যই ওঁৎ পেতে থাকবো।

١٦. قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝

www.pathagar.com

১৭. অতঃপর আমি অবশ্যই তাদের নিকট আসবো তাদের সামনের দিক, পিছনের দিক, ডান দিক ও বাম দিক থেকে এবং আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।

١٧۔ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ط وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ○

১৮. তিনি বলেন, তুই এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় বের হয়ে যা। তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসারী হবে আমি তোদের সকলের দ্বারা অবশ্যই জাহান্নামকে পরিপূর্ণ করবো।

١٨۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ط لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

১৯. আর হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং যেখান থেকে যা ইচ্ছা আহার করো, কিন্তু তোমরা দু'জন এই গাছের কাছেও যেও না। অন্যথায় তোমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

١٩۔ وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

২০. শয়তান তাদের উভয়কে কুমন্ত্রণা দিলো, তাদের দৃষ্টির অন্তরালে রাখা তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে প্রকাশ করার জন্য। সে বললো, তোমাদের রব তোমাদের উভয়কে ঐ গাছের নিকট যেতে এজন্য নিষেধ করেছেন যে, (ওখানে গেলে) তোমরা হয় ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা (এখানকার) স্থায়ী বাসিন্দা হবে।

٢٠۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ○

২১. সে তাদের উভয়কে কসম খেয়ে বললো, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উভয়ের একান্তই কল্যাণকামী।

٢١۔ وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ۝

২২. সে তাদের ধোঁকা দিয়ে অধঃপতিত করলো। অতঃপর তারা উভয়ে যখন সেই গাছের (ফলের) স্বাদ আস্বাদন করলো তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেলো এবং তারা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের ঢাকতে লাগলো। এই মুহূর্তে তাদের রব তাদের ডাক দিলেন, আমি কি তোমাদেরকে এই গাছের

٢٢۔ فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ ج فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ط وَنَادٰهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا

www.pathagar.com

الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

ব্যাপারে নিষেধ করিনি এবং তোমাদের বলিনি, নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন?

٢٣۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۖ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

২৩. তারা উভয়ে বলেন, হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি। তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো এবং আমাদের প্রতি দয়াপরবশ না হও তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

٢٤۔ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○

২৪. তিনি বললেন, তোমরা পরস্পরের শত্রুরূপে (এখান থেকে) নেমে যাও এবং পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকার ব্যবস্থা রইলো।

٢٥۔ قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ۝

২৫. তিনি আরো বলেন, পৃথিবীতে তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানে তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমরা পুনরুত্থিত হবে।

٢٦۔ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۭ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ۭ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

২৬. হে আদম সন্তান! তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য ও সৌন্দর্যের জন্য আমিই তোমাদের পোশাকের ব্যবস্থা করেছি। আর তাকওয়ার পোশাকই সর্বোত্তম। এটা (পোশাক) আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

টীকা : 'তাকওয়ার পোশাক'-এর যেসব অর্থ করা হয়েছে তা হলো– ঈমান, উত্তম কার্যাবলী, আল্লাহ্‌র ভয়, উত্তম চরিত্র-নৈতিকতা ইত্যাদি।

যে পোশাক মানুষকে সংযমী বানায়, নির্লজ্জতা, অশালীনতা থেকে রক্ষা করে এবং দৈহিক কাঠামো সুষ্ঠুভাবে আবৃত করে তাও তাকওয়ার পোশাক। কিন্তু পাশ্চাত্যমুখী বেশভূষা তাকওয়ার পোশাক হতে পারে না। কারণ তা ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক নয়। তবে দীর্ঘকাল ধরে যেহেতু আমরা এ পোশাকে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, তাই তাতে পরিবর্তন আনতে সময় লাগবে।

٢٧۔ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۭ

২৭. হে আদম-সন্তান! শয়তান যেনো তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে, যেমন সে তোমাদের মাতা-পিতাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছিলো এবং তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাবার জন্য তাদের বিবস্ত্র করেছিলো। সে

www.pathagar.com

নিজে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে যেখান থেকে তোমরা তাদের দেখতে পাও না। যারা ঈমান আনে না আমি শয়তানকে তাদের পৃষ্ঠপোষক বানিয়েছি।

اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ط اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

২৮. যখন তারা কোনো অশ্লীল কাজ করে তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এই অবস্থায় পেয়েছি এবং আল্লাহও আমাদের এটা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অশ্লীল কাজ করার নির্দেশ দেন না।[১] তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলছো যা তোমাদের জানা নেই?

٢٨۔ وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ط قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ط اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

টীকা-১ : আরব নারী-পুরুষরা জাহিলী যুগে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় কা'বা ঘর তাওয়াফ করতো। তারা বলতো, তাদের পূর্বপুরুষরা এভাবেই করেছে এবং আল্লাহ্ও তাই করার নির্দেশ দিয়েছেন। আয়াতে তাদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করা হয়েছে।

২৯. আপনি বলুন, আমার প্রভু ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা প্রতি নামাযে তোমাদের মুখমণ্ডল সোজা রাখো এবং তাঁরই আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁকে ডাকো। তিনি প্রথমবার যেভাবে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবেই ফিরে আসবে।

٢٩۔ قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ قف وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ۝

৩০. তিনি এক দলকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন এবং আরেক দলের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়েছে। তারা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে শয়তানদেরকে পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করেছে এবং নিজেদেরকে সৎপথে পরিচালিত বলে ধারণা করে।

٣٠۔ فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ط اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ○

৩১. হে আদম-সন্তান! তোমরা প্রতি নামাযের সময় তোমাদের সৌন্দর্যময় পোশাক পরিধান করো এবং পানাহার করো, কিন্তু অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না।

٣١۔ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ج اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

টীকা : ইসরাফ (অপব্যয়) শাব্দিক অর্থ সীমালংঘন করা, বাড়াবাড়ি করা। যে কোনো জিনিস প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করাকে অপব্যয় বলে। পানাহারে অপব্যয় হলো : প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানাহার করা, যে পরিমাণ প্রয়োজন তার চেয়ে অধিক আয়োজন করা, হালালকে অতিক্রম করে হারাম পর্যন্ত পৌঁছা, হালালকে হারাম মনে করা ইত্যাদি। উযুর বেলায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি খরচও অপব্যয়।

www.pathagar.com

৩২. আপনি জিজ্ঞেস করুন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব সৌন্দর্যের উপকরণ এবং পবিত্র-পরিছন্ন রিযিক সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে? আপনি বলুন, এসব নিয়ামত মূলত পার্থিব জীবনে ঈমানদারগণের জন্য এবং কিয়ামতের দিন একান্তভাবে তাদের জন্যই। আমি এভাবে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য বিধানসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি।

٣٢- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ط قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ط كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

৩৩. আপনি বলুন, আমার প্রভু হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপাচার, অসঙ্গত বিদ্রোহ (বা অন্যায়-অত্যাচার), আল্লাহ্‌র সাথে তোমাদের কোনো কিছুকে শরীক করা, যার সমর্থনে তিনি কোনো সনদ নাযিল করেননি এবং আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের এমন কথা বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই।

٣٣- قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৩৪. প্রতিটি উম্মতের একটি নির্ধারিত মেয়াদ আছে। যখন তাদের সেই মেয়াদ আসবে (শেষ হবে) তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্বও করতে পারবে না এবং অগ্রগামীও হতে পারবে না।

৩৫. হে আদম-সন্তান! যখন তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ তোমাদের নিকট এসে আমার বিধানসমূহ তোমাদের সামনে বর্ণনা করেন তখন যারা সতর্ক ও সাবধান হবে এবং নিজেদের সংশোধন করবে তাদের জন্য কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

৩৬. যারা আমার বিধানসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অহংকারের সাথে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারাই দোযখবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

٣٤- وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ج فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ○

٣٥- يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِىْ لا فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

٣٦- وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

www.pathagar.com

৩৭. যে লোক আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর বিধানসমূহ প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে বড়ো যালেম আর কে আছে? তারা তাদের আমলনামায় লিখিত অংশ পেয়ে যাবে। শেষে যখন তাদের নিকট আমার ফেরেশতাগণ তাদের প্রাণ হরণের জন্য এসে যাবে তখন তারা জিজ্ঞেস করবে, তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ডাকতে তারা কোথায়? তারা বলবে, তারা আমাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে। আর তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, তারা ছিলো কাফের।

٣٧۔ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ۝

৩৮. আল্লাহ বলবেন, তোমাদের আগে মানব ও জিনদের যেসব দল অতীত হয়েছে তোমরা তাদের সাথে দোযখে প্রবেশ করো। যখনই কোনো দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই তারা অপর দলকে অভিশাপ দিবে। শেষে যখন তারা সকলে সেখানে একত্র হবে তখন তাদের পরের দল তাদের আগের দল সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের প্রভু! এরাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব আপনি এদেরকে দোযখের দ্বিগুণ শাস্তি দিন। তিনি বলবেন, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি অবধারিত, কিন্তু তোমরা জানো না।

٣٨۔ قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِى النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ؕ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ۝

৩৯. তাদের আগের দল তাদের পরের দলকে বলবে, আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অতএব তোমরা যা কিছু উপার্জন করেছো তার শাস্তি আস্বাদন করো।

٣٩۔ وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝

৪০. যারা আমার বাণীসমূহকে মিথ্যা বলে এবং অহংকারবশে তা প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য আকাশের ফটকসমূহ খুলে দেয়া হবে না এবং

٤٠۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا

www.pathagar.com

يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ ○

তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না– যতক্ষণ না সুঁচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। এভাবে আমি অপরাধীদের প্রতিদান দিবো।

٤١۔ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ○

৪১. তাদের জন্য রয়েছে দোযখের বিছানা এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও। এভাবে আমি যালেমদের প্রতিদান দিবো।

٤٢۔ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَآ ز اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

৪২. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, আমি কারো উপর তার সামর্থ্যের অধিক দায়ভার অর্পণ করি না, তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

٤٣۔ وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ج وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَا ز وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ ج لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ط وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৪৩. আমি তাদের অন্তর থেকে দুঃখ-বেদনা দূর করে দিবো। তাদের পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে এবং তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের জান্নাতের পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের পথ না দেখালে আমরা কখনো সঠিক পথ খুঁজে পেতাম না। আমাদের প্রভুর রাসূলগণ আমাদের নিকট সত্য দীন নিয়ে এসেছেন। তাদের ডেকে বলা হবে, তোমরা যেসব কাজ করেছো তার জন্য তোমাদেরকে এই জান্নাতের মালিকানা প্রদান করা হলো।

٤٤۔ وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ط قَالُوْا نَعَمْ ج فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ○

৪৪. বেহেশতবাসীরা দোযখবাসীদের ডেকে বলবে, আমাদের প্রভু আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি। তোমাদেরকে তোমাদের প্রভু যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা কি তোমরা সত্য পেয়েছো? তারা বলবে, হাঁ। একজন ঘোষক তাদের মাঝে ঘোষণা দিবে, যালেমদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ–

٤٥۔ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ج وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ○

৪৫. যারা আল্লাহ্‌র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো এবং তাতে বক্রতা (ত্রুটি) অনুসন্ধান করতো। এরাই আখেরাতকে অস্বীকার করতো।

www.pathagar.com

٤٦. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ج وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا بِسِيْمٰهُمْ ج وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ قف لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ ○

৪৬. এবং এদের উভয় দলের মাঝে একটি পর্দা (প্রাচীর) থাকবে। আর আ'রাফের উপর কিছু লোক থাকবে এবং তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ চিহ্ন দ্বারা শনাক্ত করতে পারবে। তারা জান্নাতবাসীদের ডেকে বলবে, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারা তখনো জান্নাতে প্রবেশ করেনি, তবে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা করবে।

٤٧. وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ النَّارِ لا قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۞

৪৭. যখন তাদের দৃষ্টিকে দোযখবাসীদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে যালেমদের সঙ্গী করো না।

٤٨. وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ قَالُوْا مَآ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ○

৪৮. আ'রাফবাসীগণ যেসব লোককে নিজ নিজ চিহ্ন দ্বারা শনাক্ত করতে পারবে তাদেরকে ডেকে বলবে, তোমাদের দলবল ও অহংকার তোমাদের কোনো উপকারে আসলো না।

টীকা : 'আ'রাফবাসী' সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় প্রচুর মতভেদ আছে। তবে সর্বাধিক অগ্রগণ্য মত অনুসারে এরা হলো বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তী দেয়ালের উপর অবস্থানকারী মুমিন ব্যক্তিগণ। তাদের পাপ-পুণ্য সমান হওয়ার কারণে তাদের সম্পর্কিত চূড়ান্ত ফয়সালা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা এ অবস্থায় থাকবে।

٤٩. اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ط اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ○

৪৯. এরাই কি সেইসব লোক যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ করে বলতে, আল্লাহ এদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন না? তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো, তোমাদের জন্য কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুর্দশাগ্রস্তও হবে না।

٥٠. وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ط قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۞

৫০. দোযখবাসীরা বেহেশতবাসীদের ডেকে বলবে, তোমরা আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে আমাদের কিছু দাও। জান্নাতীরা বলবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ এ দু'টি জিনিস কাফেরদের জন্য হারাম করেছেন–

www.pathagar.com

৫১. যারা নিজেদের ধর্মকে খেলার বস্তু ও হাস্য-কৌতুকের বিষয়ে পরিণত করেছিলো এবং যাদেরকে পার্থিব জীবন ধোঁকায় ফেলে রেখেছিলো। অতএব আজ আমি তাদের ভুলে যাবো যেমন তারা তাদের এই দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিলো এবং যেভাবে আমার বিধানসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিলো।

٥١. الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ج فَالْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ○

৫২. নিশ্চয়ই আমি তাদের নিকট একটি কিতাব নিয়ে এসেছিলাম। এটিকে আমি পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি, এটি পথপ্রদর্শক এবং ঈমানদার জনগোষ্ঠীর জন্য করুণার আধার।

٥٢. وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

৫৩. তারা কি এর বিষয়বস্তু প্রকাশ পাওয়ার অপেক্ষায় আছে? যেদিন এর বিষয়বস্তু প্রকাশ পাবে সেদিন যারা একে আগে ভুলে গিয়েছিলো তারা বলবে, আমাদের প্রভুর রাসূলগণ তো সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন। আমাদের জন্য এমন কোনো সুপারিশকারী আছে কি যে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে অথবা আমাদেরকে কি পুনরায় (পৃথিবীতে) ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হবে, যাতে আমরা আগে যা করেছিলাম তার বিপরীত কিছু করতে পারি? তারা তো নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে এবং তারা মনগড়া যা বলতো তাও উধাও হয়ে গেছে।

٥٣. هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ط يَوْمَ يَاْتِىْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ج فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ط قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

৫৪. নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু হলেন আল্লাহ যিনি ছয় দিনে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি রাতের দ্বারা দিনকে ঢেকে ফেলেন যাতে একটি অপরটির পিছনে পিছনে আসে দ্রুত গতিতে। আর সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজী তাঁর আদেশের অনুগামী (এগুলোও তিনিই সৃষ্টি করেছেন)। শোনো! সৃজনও তাঁর এবং নির্দেশও তাঁর। বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ অতীব বরকতময়।

٥٤. اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ قف يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ط اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ط تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

www.pathagar.com

৫৫. তোমরা তোমাদের প্রভুকে ডাকো বিনীতভাবে ও নিঃশব্দে। তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

٥٥۔ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝

৫৬. পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত করার পর তোমরা তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। তোমরা তাঁকে ডাকো ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।

٥٦۔ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ط اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

৫৭. তিনিই নিজ অনুগ্রহের (বৃষ্টির) আগে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠান। শেষে যখন তা (বায়ু) পানিপূর্ণ মেঘমালা বহন করে আনে তখন আমি মেঘমালাকে একটি মৃত (অনাবৃষ্টি কবলিত) জনপদে পাঠিয়ে দেই, অতঃপর তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি, অতঃপর পানি দ্বারা নানা কিসিমের ফলমূল উৎপন্ন করি। এভাবেই আমি মৃতদের পুনর্জীবিত করবো। হয়তো তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।

٥٧۔ وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ط حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ط كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

৫৮. আর উৎকৃষ্ট জমি, এর ফসল এর প্রভুর নির্দেশে উৎপন্ন হয়। আর যে জমি নিকৃষ্ট তাতে খুব কমই ফসল উৎপন্ন হয়। এভাবে আমি আয়াতসমূহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য বর্ণনা করি।

٥٨۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ج وَالَّذِىْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ط كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ۝

৫৯. নিশ্চয়ই আমি নূহ-কে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। আমি তো তোমাদের ব্যাপারে এক মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি।

٥٩۔ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

৬০. তার সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ বললো, আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।

٦٠۔ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

৬১. তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোনো পথভ্রষ্টতা নেই, বরং আমি তো বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন রাসূল।

٦١۔ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

www.pathagar.com

٦٢. أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৬২. আমি আমার প্রভুর পয়গাম তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি এবং তোমদের উপদেশ দিচ্ছি। আমি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে জানি যা তোমরা জানো না।

٦٣. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

৬৩. তোমরা কি অবাক হচ্ছো যে, তোমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির মাধ্যমে তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে, যাতে তিনি তোমাদের সতর্ক করেন, যেনো তোমরা সংযত হও এবং তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়?

٦٤. فَكَذَّبُوْهُ فَأَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ط إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ○

৬৪. কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বললো। অতএব আমি তাকে ও তার সাথে যারা নৌযানে ছিলো তাদের উদ্ধার করলাম এবং যারা আমার বাণীসমূহকে মিথ্যা বলেছিল তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয়ই তারা ছিলো এক (অন্তর) দৃষ্টিশক্তিহীন জনগোষ্ঠী।

٦٥. وَإِلٰى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوْدًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط أَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○

৬৫. আর আমি আদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই হূদ-কে পাঠালাম। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। তোমরা কি সতর্ক হবে না?

٦٦. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖٓ إِنَّا لَنَرٰكَ فِىْ سَفَاهَةٍ وَّإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○

৬৬. তার সম্প্রদায়ের কুফরীতে লিপ্ত নেতৃবৃন্দ বললো, আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করছি, তুমি নির্বোধ এবং আমরা তোমাকে অবশ্যই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি।

٦٧. قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৬৭. তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নই, বরং আমি বিশ্বপ্রভুর একজন রাসূল।

٦٨. أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِيْنٌ ○

৬৮. আমি তোমাদের নিকট আমার প্রভুর বাণী পৌঁছে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী।

٦٩. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

৬৯. তোমরা কি অবাক হচ্ছো যে, তোমাদের নিকট তোমাদের একজনের মাধ্যমে তোমাদের

www.pathagar.com

عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ط وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْطَةً ج فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

প্রভুর উপদেশ এসেছে, যেনো তিনি তোমাদেরকে সতর্ক করেন? তোমরা স্মরণ করো, আল্লাহ্ নূহ-এর সম্প্রদায়ের পরে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে দৈহিক গঠনেও অনেক শক্তিশালী করেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্র অবারিত অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।

٧٠. قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ج فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

৭০. তারা বললো, তুমি কি আমাদের নিকট এই উদ্দেশে এসেছো যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা যার উপাসনা করতো তা বর্জন করে আমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করবো? তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছো তা আমাদের নিকট নিয়ে আসো।

٧١. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ط اَتُجَادِلُوْنَنِىْ فِىْٓ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ط فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ○

৭১. তিনি বললেন, তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য শাস্তি ও অভিশাপ অবধারিত হয়েই আছে। তোমরা কি আমার সাথে বিতর্ক করতে চাও এমন কতোগুলো নাম নিয়ে যেগুলোর প্রচলন করেছো তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা এবং যার সমর্থনে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি? অতএব তোমরা অপেক্ষা করো। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় থাকলাম।

٧٢. فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝

৭২. অতঃপর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিলো তাদের সমূলে ধ্বংস করলাম। আর তারা ঈমানদার ছিলো না।

٧٣. وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ط هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْٓ اَرْضِ اللّٰهِ

৭৩. আর আমি সামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই সালেহ-কে পাঠালাম। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। এটি আল্লাহ্র উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। অতএব তোমরা একে আল্লাহ্র পৃথিবীতে

www.pathagar.com

وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

বাধাহীন চরে বেড়িয়ে আহার করতে দাও এবং একে নির্যাতন করো না। অন্যথায় তোমাদেরকে গ্রাস করবে এক মর্মান্তিক শাস্তি।

٧٤. وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ج فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ○

৭৪. তোমরা স্মরণ করো, আদ সম্প্রদায়ের পর তিনি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠিকানা দিয়েছেন। তোমরা তার নরম মাটিতে (সমতল ভূমিতে) অট্টালিকা নির্মাণ করছো এবং পাহাড় খুঁড়ে বসতঘর বানাচ্ছো। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র অবারিত অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

٧٥. قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ط قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○

৭৫. তার সম্প্রদায়ের যেসব দুর্বল লোক ঈমান এনেছিলো তার সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতৃবৃন্দ তাদের বললো, তোমরা কি জানো যে, সালেহ তার প্রভুর পক্ষ থেকে প্রেরিত? তারা বললো, তার নিকট যে বাণী পাঠানো হয়েছে আমরা তাতে ঈমান এনেছি।

٧٦. قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○

৭৬. যারা অহংকার করতো তারা বললো, তোমরা যাতে ঈমান এনেছো আমরা অবশ্যই তা প্রত্যাখ্যান করলাম।

٧٧. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

৭৭. অতঃপর তারা উষ্ট্রীটিকে হত্যা করলো, তাদের প্রভুর নির্দেশ অমান্য করলো এবং বললো, হে সালেহ! তুমি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছো তা আমাদের নিকট নিয়ে এসো।

٧٨. فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ○

৭৮. অতএব তাদেরকে ভূমিকম্প আঘাত হানলো এবং তাদের ভোর হলো নিজ নিজ বাসস্থানে অধঃমুখে পতিত অবস্থায়।

٧٩. فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ

৭৯. অতঃপর তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন এবং বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি অবশ্যই তোমাদের নিকট আমার প্রভুর

www.pathagar.com

وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ○

বাণী পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে কল্যাণকর উপদেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা কল্যাণকর উপদেশদাতাদের পছন্দ করো না।

টীকা : সালেহ (আ) একথা হয় তাঁর সম্প্রদায়ের ধ্বংস হওয়ার আগে বলেছেন অথবা তাদের করুণ পরিণতি দেখে আক্ষেপ করে একথা বলেছেন।

٨٠۔ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

৮০. আর আমি লূতকেও পাঠিয়েছিলাম। তিনি তার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা এতো জঘন্য পাপ কাজ করছো যা বিশ্ববাসীর কেউ তোমাদের পূর্বে করেনি!

٨١۔ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ○

৮১. তোমরা নারীদের ত্যাগ করে পুরুষদের সাথে যৌনস্বাদ আস্বাদন করছো। বরং তোমরা সীমালংঘনকারী এক সম্প্রদায়।

٨٢۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ج اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ○

৮২. তার সম্প্রদায়ের জওয়াব কেবল এই ছিলো যে, তারা বললো, তোমরা এদেরকে তোমাদের বসতি এলাকা থেকে তাড়িয়ে দাও। এই লোকেরা তো খুব পূত-পবিত্র থাকতে চায়।

٨٣۔ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ز كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ○

৮৩. অতএব আমি তাকে ও তার পবিবারবর্গকে উদ্ধার করলাম, তার স্ত্রী ব্যতীত। সে ছিলো পিছনে থেকে যাওয়া লোকজনের অন্তর্ভুক্ত।

٨٤۔ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ط فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ع

৮৪. আমি তাদের উপর মুষলধারে (পাথর) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। অতএব লক্ষ করো, অপরাধীদের কী পরিণতি হলো।

٨٥۔ وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ج

৮৫. আর আমি মাদ্‌য়ানবাসীদের নিকট তাদের ভাই শুআইবকে পাঠালাম। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। অতএব তোমরা মাপ ও ওজন সঠিকভাবে পূর্ণ করো, জনগণকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না (ওজনে কারচুপি করো না) এবং পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হওয়ার পর তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকলে এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

www.pathagar.com

٨٦۔ وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ج وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ص وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ○

৮৬. তাঁর উপর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য তোমরা প্রতিটি অলিতে-গলিতে ওঁৎ পেতে থেকো না, আল্লাহ্‌র পথ থেকে তাদের বাধা দিও না এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করো না। আর স্মরণ করো, যখন তোমরা সংখ্যায় ছিলে কম, আল্লাহ তোমাদের সংখ্যাশক্তি বৃদ্ধি করেছেন এবং লক্ষ করো, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কী হয়েছিলো।

٨٧۔ وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ج وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ○

৮৭. যে বাণীসহ আমাকে পাঠানো হয়েছে তাতে যদি তোমাদের কোনো দল ঈমান আনে এবং কোনো দল ঈমান না আনে তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করো– যতোক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মাঝে মীমাংসা করে দেন। তিনিই মীমাংসাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

পারা-৯

٨٨۔ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ط قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮. তার সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতৃবৃন্দ বললো, হে শুআইব! আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের বসতি এলাকা থেকে অবশ্যই উচ্ছেদ করবো অথবা তোমাদেরকে আমাদের মতাদর্শে ফিরে আসতে হবে। তিনি বললেন, আমরা তা ঘৃণাকারী হলেও কি?

٨٩۔ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ط وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ط وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ط عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ط رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ○

৮৯. আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের মতাদর্শ থেকে মুক্ত করার পরও যদি আমরা সেই মতাদর্শে ফিরে যাই তবে আমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হবো। আমাদের প্রভু আল্লাহ্‌র মর্জি না হলে সেই মতাদর্শে ফিরে যাওয়া আমাদের কাজ নয়। সব কিছুই আমাদের প্রভুর জ্ঞানে পরিবেষ্টিত। আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করেছি। হে আমাদের প্রভু! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যথার্থভাবে ফয়সালা করে দিন এবং আপনিই ফয়সালাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

www.pathagar.com

৯০. তার সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতৃবৃন্দ বললো, তোমরা যদি শুআইবের অনুসরণ করো তাহলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

٩٠۔ وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۝

৯১. অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে আঘাত হানলো। ফলে তারা নিজ নিজ আবাসে অধঃমুখে ভোরে উপনীত (ধ্বংস) হলো।

٩١۔ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝

৯২. যারা শুআইবকে অস্বীকার করেছিলো তারা যেনো সেখানে কখনো বসবাস করেনি। যারা শুআইবকে অমান্য করেছিলো তাদের সকলেই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

٩٢۔ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ج اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ۝

টীকা : এ সূরায় একাধারে সাতজন মহান নবীর দাওয়াতী কার্যক্রমের আলোচনা এসেছে। নবী-রাসূলগণ সততা, ন্যায়পরায়ণতা, নৈতিক মনোবল, চারিত্রিক দৃঢ়তা, নিঃস্বার্থপরতা, মানবীয় যোগ্যতা ইত্যাদি সার্বিক দিক থেকে মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

কিন্তু তাঁরা যখনই মানুষকে সত্য-ন্যায়ের পথে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, দাওয়াত দিয়েছেন তখনই সমাজের প্রভাবশালী ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাদের জনবল-ধনবল নিয়ে তাদের দাওয়াতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা নবী-রাসূলগণকে বিভিন্নভাবে দোষারোপ করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্র করেছে, তাদের দাওয়াতকে অংকুরে বিনাশ করে দেয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে।

নূহ (আ)-এর জাতির প্রভাবশালী লোকেরা তাঁকে পথভ্রষ্ট আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে। হূদ (আ)-এর জাতি আদ-এর নেতৃবৃন্দ তাঁকে বোকা, নির্বোধ বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। সালেহ (আ)-এর জাতি ছামূদ-এর অহংকারী নেতৃবৃন্দও একইভাবে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। লূত (আ)-এর জাতি যে গর্হিত অপকর্মে লিপ্ত ছিল, তিনি তার প্রতিবাদ করলে তারা তাঁকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়।

শুআইব (আ)-এর জাতি হেন কুকর্ম নেই যা তারা করতো না। তারা ওজনে কারচুপি করতো, ডাকাতি ও ছিনতাই করতো, যারা তাঁর উপর ঈমান আনতো তাদেরকে অলিতে-গলিতে ওঁৎ পেতে থেকে হামলা করতো, ভীত-সন্ত্রস্ত করতো, গুম করতো। এমনকি তারা শুআইব (আ)-কে গুম করে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। জাতির প্রভাবশালী অহংকারী নেতৃবৃন্দ তাকে হুমকি দেয় যে, তিনি তাঁর দাওয়াতী কাজ বন্ধ না করলে তারা তাঁকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করবে। মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর সংগী-সাথীসহ দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। যিনি চল্লিশটি বছর ধরে যাদের মধ্যে ছিলেন আলআমীন, দীনের দাওয়াত দেয়ার কারণে সেই আলআমীনই হয়ে গেলেন পাগল, উন্মাদ, গণক, কবি, যাদুকর, যাদুগ্রস্ত, মিথ্যা রচনাকারী, ক্ষমতালোভী আরো কতো কি!

একইভাবে যারা দীনের দাওয়াত কবুল করে যুগে যুগে দাওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তারাও সমকালীন প্রভাবশালী পথভ্রষ্ট নেতৃবৃন্দ ও তাদের দলবল দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন, গুপ্ত ও প্রকাশ্য হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। পাথর মেরে হত্যা করা হয়েছে, অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছে, জীবন্ত মাটিতে পুঁতে করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। তারপর লোহার আঁচড়া দিয়ে লাশের শরীর থেকে গোশত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। আরো কতো রকমের লোমহর্ষক নির্যাতন। বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে আজও নির্যাতনের এ ধারা অব্যাহত আছে। বিশেষ করে যারা বিশ্বব্যাপী দীন ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মানবজাতির সামনে পেশ করছেন তাদের উপর কোথাও সশস্ত্র সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। কোথাও প্রতিপক্ষ

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষবাদী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। এদের পাশবিক অত্যাচারের বহু চিত্র ইতিহাসের পাতায় সাক্ষী হয়ে আছে।

কিন্তু আল্লাহ্‌র অসীম রহমত, এরপরও দাওয়াতী কাজ দুনিয়াব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে। দলে দলে অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করছে। মুসলমানদের মধ্যেও, বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। তারা ইসলামকে একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে। নিজেদের চরিত্র-নৈতিকতা ও আচার-আচরণে পরিবর্তন আনছে। সবক্ষেত্রে তারা সততা ও যোগ্যতার সাক্ষর রাখছে। আশা করি দীন ইসলাম তার স্বমহিমায় আবার মানবসমাজকে আলোকিত করবে।

৯৩. অনন্তর তিনি তাদের নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার প্রভুর বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে কল্যাণকর উপদেশ দিয়েছি। অতএব আমি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য কিভাবে দুঃখ প্রকাশ করতে পারি?

٩٣. فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ج فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝

৯৪. আমি যে জনপদেই কোনো নবী পাঠিয়েছি সেখানকার অধিবাসীদেরকে চরম দুর্ভিক্ষ ও দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত করেছি, যাতে তারা বিনীত-অবদমিত হয়।

٩٤. وَمَآ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِىٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ۝

৯৫. অতঃপর আমি মন্দকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি যাবত না তারা ধনে-জনে প্রাচুর্য লাভ করে এবং বলে, আমাদের পূর্বপুরুষরাও তো সুখ-দুঃখ ভোগ করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করি এবং তারা উপলব্ধিও করতে পারে না।

٩٥. ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

৯৬. লোকালয়ের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনতো এবং সংযমী হতো তবে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর প্রাচুর্য অবশ্যই উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা (নবীগণকে) প্রত্যাখ্যান করেছে। অতএব আমি তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে গ্রেপ্তার করেছি।

٩٦. وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

৯৭. তবে কি লোকালয়ের বাসিন্দারা নিজেদের নিরাপদ ভেবেছে যে, তাদের ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের উপর আমার শাস্তি আসবে না?

٩٧. اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ۝

৯৮. অথবা লোকালয়ের বাসিন্দারা কি নিজেদের

٩٨. اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ

www.pathagar.com

بَأْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ○

নিরাপদ ভেবেছে যে, মধ্য বেলায় তারা খেলাধুলায় মগ্ন থাকা অবস্থায় তাদের উপর আমার শাস্তি আসবে না?

٩٩۔ اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ج فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝٩٩

৯৯. তারা কি আল্লাহ্‌র অমোঘ পরিকল্পনার শিকার হওয়া থেকে নিজেদের নিরাপদ ভেবেছে? ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহ্‌র অমোঘ পরিকল্পনার শিকার হওয়া থেকে নিজেকে নিরাপদ ভাবে না।

١٠٠۔ اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَآ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ج وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ○

১০০. কোনো দেশের জনগোষ্ঠীর পরে যারা সেই দেশের মালিকানা লাভ করেছে তাদের নিকট কি প্রতীয়মান হয়নি যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে তাদের পাপাচারের কারণে শাস্তি দিতে পারি এবং তাদের অন্তরসমূহ সীলমোহর করে দিতে পারি, ফলে তারা শ্রবণশক্তিই হারিয়ে ফেলবে?

١٠١۔ تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا ج وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ج فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ط كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ○

১০১. ঐ সকল জনপদের কিছু ইতিহাস আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি। তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ তো সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এসেছিলেন। কিন্তু ইতিপূর্বে যারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিলো তারা তাতে ঈমান আনার পাত্র ছিলো না। এভাবে আল্লাহ কাফেরদের অন্তরসমূহ সীলমোহর করে দিয়েছেন।

١٠٢۔ وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ج وَاِنْ وَّجَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ○

১০২. আমি এদের বেশিরভাগ লোককে প্রতিশ্রুতি পালনকারী পাইনি। বরং আমি এদের বেশিরভাগ লোককে দুষ্কর্মপরায়ণই পেয়েছি।

١٠٣۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ج فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ○

১০৩. তাদের পরে আমি মূসাকে আমার বাণীসহ ফেরাউন ও তার সভাসদগণের নিকট পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা এর প্রতি অন্যায় আচরণ করলো। অতএব আপনি লক্ষ করুন, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কী পরিণতি হয়েছিলো!

١٠٤۔ وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١٠٤

১০৪. মূসা বললেন, হে ফেরাউন! নিশ্চয়ই আমি সমস্ত সৃষ্টিজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত।

١٠٥۔ حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ط قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ

১০৫. এটাই বাস্তব যে, আমি আল্লাহ সম্পর্কে কেবল সত্যই বলবো। আমি অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে স্পষ্ট

www.pathagar.com

فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿١٠٥﴾

দলীল-প্রমাণসহ এসেছি। অতএব তুমি বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে যেতে দাও।

١٠٦۔ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِـَٔايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. ফেরাউন বললো, তুমি যদি কোনো নিদর্শনসহ এসে থাকো তবে তা পেশ করো, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

١٠٧۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾

১০৭. অতএব তিনি তার লাঠি নিক্ষেপ করলেন এবং সাথে সাথে তা সাক্ষাত অজগরে পরিণত হলো।

١٠٨۔ وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّٰظِرِينَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. আর তিনি তার হাত বের করার সাথে সাথে তা দর্শকদের সামনে উজ্জ্বল সাদা প্রতিভাত হলো।

١٠٩۔ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾

১০৯. ফেরাউনের গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ বললো, নিশ্চয়ই সে এক মহাযাদুকর।

١١٠۔ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾

১১০. সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে উৎখাত করতে চায়। অতএব তোমরা কী পরামর্শ দাও?

١١١۔ قَالُوٓا۟ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ ﴿١١١﴾

১১১. তারা বললো, তুমি তাকে ও তার ভাইকে কিছুটা অবকাশ দাও এবং শহরে-বন্দরে সংগ্রহকারীদের পাঠাও–

١١٢۔ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾

১১২. যাতে তারা তোমার নিকট সকল মহাজাদুকরকে নিয়ে আসে।

١١٣۔ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا۟ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَٰلِبِينَ ﴿١١٣﴾

১১৩. জাদুকররা ফেরাউনের নিকট এসে উপস্থিত হয়ে বললো, আমরা যদি বিজয়ী হতে পারি তবে আমাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে তো?

١١٤۔ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾

১১৪. সে বললো, হাঁ, এবং তোমরা অবশ্যই আমার ঘনিষ্ঠজনদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

١١٥۔ قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾

১১৫. তারা বললো, হে মূসা! আপনিই কি (আগে) নিক্ষেপ করবেন, না আমরাই নিক্ষেপ করবো?

١١٦۔ قَالَ ٱلْقُوا۟ ۖ فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ سَحَرُوٓا۟

১১৬. তিনি বললেন, তোমরাই নিক্ষেপ করো।

www.pathagar.com

তারা নিক্ষেপ করে লোকজনের চোখে যাদু করলো, তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করলো এবং এক ভয়ংকর যাদু দেখালো।

اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ○

১১৭. আমি মূসার নিকট ওহী পাঠালাম, আপনার লাঠি নিক্ষেপ করুন। সাথে সাথে তা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গলাধঃকরণ করতে লাগলো।

١١٧۔ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ج فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ۝

১১৮. তাতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং তারা যা করছিলো তা ভণ্ডুল হয়ে গেলো।

١١٨۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

১১৯. তারা ঘটনাস্থলে পরাভূত হলো এবং তারা অপমানজনক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলো।

١١٩۔ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ۝

১২০. আর জাদুকররা সিজদায় পতিত হলো।

١٢٠۔ وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ۝

১২১. তারা বললো, আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনলাম–

١٢١۔ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১২২. যিনি মূসা ও হারূনেরও প্রতিপালক।

١٢٢۔ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ○

১২৩. ফেরাউন বললো, কী, আমি অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা তার উপর ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই এটা একটা ষড়যন্ত্র, তোমরা এই শহরেই এ ষড়যন্ত্র করেছো, এখান থেকে তার বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করার জন্য। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।

١٢٣۔ قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ج اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ج فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○

১২৪. আমি অবশ্যই বিপরীত দিক থেকে তোমাদের হাত ও পা কেটে ফেলবো, অতঃপর তোমাদের সকলকে শূলীবিদ্ধ করবোই।

١٢٤۔ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

১২৫. তারা বললো, নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে প্রত্যাবর্তন করবো।

١٢٥۔ قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ○

১২৬. তুমি তো আমাদের উপর এজন্যই প্রতিশোধ নিচ্ছ যে, আমরা আমাদের প্রভুর নিদর্শনসমূহে ঈমান এনেছি, যখন তা আমাদের

١٢٦۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ط رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا

www.pathagar.com

صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ۝

নিকট এসেছে। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের ধৈর্য ধারণের শক্তি দান করো এবং আমাদেরকে মুসলমানরূপে মৃত্যু দাও।

١٢٧۔ وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ط قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ ج وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ۝

১২৭. ফেরাউনের গোষ্ঠীর প্রভাবশালীরা বললো, তুমি কি মূসাকে ও তার সম্প্রদায়কে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার এবং তোমাকে ও তোমার দেবতাদেরকে বর্জন করার সুযোগ দিবে? সে বললো, অচিরেই আমরা তাদের (সদ্যপ্রসূত) পুত্র সন্তানদের হত্যা করবো এবং তাদের নারীদের (কন্যা শিশুদের) জীবিত রাখবো। আমরা তো তাদের উপর প্রবল-পরাক্রান্ত।

١٢٨۔ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ج اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ق يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

১২৮. মূসা তার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো এবং ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই পৃথিবী আল্লাহ্‌র। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার মালিকানা স্বত্ব (শাসন ক্ষমতা) দান করবেন। আর আল্লাহভীরুদের জন্যই রয়েছে কল্যাণকর পরিণাম।

١٢٩۔ قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ط قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۝

১২৯. তারা বললো, আপনি আমাদের নিকট আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং আমাদের নিকট আপনার আসার পরেও। তিনি বলেন, অচিরেই তোমাদের প্রভু তোমাদের শত্রুকে সমূলে বিনাশ করবেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করবেন (রাজত্ব দান করবেন)। তারপর তিনি তোমাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করবেন।

١٣٠۔ وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝

১৩০. আমি তো ফেরাউন সম্প্রদায়কে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের উৎপাদন হ্রাসের মাধ্যমে গ্রেপ্তার করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

١٣١۔ فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ج وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ط اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

১৩১. যখন তাদের কোনো সুখ-শান্তি আসতো তখন তারা বলতো, এতো আমাদেরই প্রাপ্য এবং যখন তাদের কোনো দুঃখ-দুর্দশা আসতো তখন মূসা ও তার সঙ্গী-সাথীদের দোষারোপ করতো। শোনো! তাদের দুঃখ-দুর্দশা আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

١٣٢۔ وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ

১৩২. তারা আরো বলতো, আমাদেরকে জাদুগ্রস্ত করার জন্য আপনি যে কোনো নিদর্শনই আমাদের

www.pathagar.com

لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ○

সামনে পেশ করুন না কেনো আমরা আপনার উপর ঈমান আনবো না।

١٣٣۔ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ○

১৩৩. অতঃপর আমি একের পর এক জলোচ্ছ্বাস, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত ইত্যাদি সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ দ্বারা তাদেরকে আক্রান্ত করলাম। এরপরও তারা অহংকার করতেই থাকলো। বস্তুত তারা ছিলো এক দুষ্কৃতিকারী সম্প্রদায়।

١٣٤۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ ۞

১৩৪. যখনই তাদের উপর কোনো শাস্তি নেমে আসতো তারা বলতো, হে মূসা! আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট দোয়া করুন, আপনাকে তাঁর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মোতাবেক। যদি আপনি আমাদের উপর থেকে শাস্তি দূরীভূত করতে পারেন তবে আমরা অবশ্যই আপনার উপর ঈমান আনবো এবং আপনার সাথে বনী ইসরাঈলকে অবশ্যই যেতে দিবো।

١٣٥۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ○

১৩৫. অতঃপর যখন আমি তাদের জন্য অবধারিত একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাদের উপর থেকে শাস্তি অপসারিত করতাম, তৎক্ষণাৎ তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করতো।

١٣٦۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ○

১৩৬. অতএব আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়েছি এবং তাদেরকে অতল সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরেছি। কারণ তারা আমার বাণীসমূহকে মিথ্যা মনে করতো এবং তার প্রতি উদাসীন ছিলো।

١٣٧۔ وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ ۙ بِمَا صَبَرُوْا ؕ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ○

১৩৭. আর যে সম্প্রদায়কে অসহায়-দুর্বল মনে করা হতো আমি তাদেরকে আমার কল্যাণধন্য অঞ্চলের পূর্ব ও পশ্চিমের মালিকানাস্বত্ব (রাজত্ব) দান করেছিলাম। আর বনী ইসরাঈল সম্বন্ধে আপনার প্রভুর প্রতিশ্রুত কল্যাণ পূর্ণ হলো তাদের ধৈর্য ধারণের ফলে। আর ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় যা কিছু নির্মাণ করেছিলো এবং যেসব প্রাসাদ তৈরি করেছিলো তা ধ্বংস করে দিলাম।

টীকা : সূরা শুআরা, ৫৯ নং আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকাও দেখুন।

١٣٨۔ وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا

১৩৮. আর আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করে দিলাম। অতঃপর তারা নিজেদের মূর্তিপূজায়

www.pathagar.com

عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ج قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ط قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ○

নিমজ্জিত এক সম্প্রদায়ের নিকট আসলো। তারা বললো, হে মূসা! তাদের যেরূপ দেবতা আছে, আমাদের জন্যও অনুরূপ এক দেবতা স্থির করুন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমরা একটি জাহিল-মূর্খ সম্প্রদায়।

١٣٩۔ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৩৯. এসব লোক যাতে নিমজ্জিত আছে তা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তারা যা কিছু করছে তাও বাতিল।

١٤٠۔ قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

১৪০. তিনি আরো বলেন, আমি কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তোমাদের জন্য অন্য এক ইলাহ তালাশ করবো? অথচ তিনি তোমাদেরকে সকল সৃষ্টিজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

١٤١۔ وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ج يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ط وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝

১৪১. আমি (আল্লাহ) যখন তোমাদেরকে ফেরাউনের গোষ্ঠীর কবল থেকে মুক্ত করেছি তখন তারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিতো, তোমাদের পুত্রসন্তানদের হত্যা করতো এবং তোমাদের নারীদের (কন্যাদের) জীবিত রেখে দিতো। এতে ছিলো তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা।

١٤٢۔ وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ج وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ○

১৪২. আমি মূসাকে তিরিশ রাতের প্রতিশ্রুতি দিলাম এবং তার সাথে আরো দশ রাত যোগ করে তা পূর্ণ করলাম। এভাবে তার প্রভুর নির্ধারিত মেয়াদ চল্লিশ রাতে পূর্ণ হলো। আর মূসা তার ভাই হারূনকে বলে গেলেন, আপনি আমার অবর্তমানে আমার সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করবেন, সংশোধন করবেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবেন না।

টীকা : মূসা (আ)-কে তাওরাত কিতাব দান করার উদ্দেশে আল্লাহ তায়ালা চল্লিশ দিনের জন্য তূর (জাবাল মূসা) পাহাড়ে ডেকে নেন। আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরের আয়াত থেকে জানা যায় যে, পার্থিব জগতে চর্মচোখে আল্লাহ্‌কে দেখা মোটেই সম্ভব নয়। যারা দেখেছে বলে দাবি করে তারা মিথ্যাবাদী।

١٤٣۔ وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ط

১৪৩. মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে এসে উপস্থিত হলেন এবং তার প্রভু তার সাথে কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, হে প্রভু! আমাকে

www.pathagar.com

قَالَ لَنْ تَرٰنِیْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰنِیْ ج فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ج فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখতে চাই। তিনি বললেন, আপনি আমাকে কখনো দেখতে পাবেন না। বরং আপনি পর্বতের দিকে তাকান। তা যদি নিজ জায়গায় স্থির থাকে তবে আপনি আমাকে হয়ত দেখতে পাবেন। অতএব যখন তার প্রভু পর্বতের উপর জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা পর্বতকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো এবং মূসা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। তিনি জ্ঞান ফিরে পেয়ে বলেন, আপনি পবিত্র-মহান। আমি আপনার সমীপে অনুতপ্ত হলাম এবং ঈমানদারগণের মধ্যে আমিই প্রথম।

١٤٤۔ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِیْ وَبِكَلَامِیْ ز فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

১৪৪. তিনি বললেন, হে মূসা! আমি আমার প্রদত্ত রিসালাত এবং আমার বাক্যালাপ দ্বারা আপনাকে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। অতএব আমি আপনাকে যা দিলাম তা গ্রহণ করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হোন।

টীকা : মূসা (আ)-এর সাথে সরাসরি দেখা করে আল্লাহ তায়ালা কথা বলেননি। বরং দূর থেকে অলৌকিক প্রক্রিয়ায় তাঁর সাথে কথা বলেছেন। এজন্য দেখুন সূরা শূরা, ৫১ নং আয়াত।

١٤٥۔ وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَیْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَیْءٍ ج فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ط سَاُوْرِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ○

১৪৫. আমি তার জন্য (তাওরাতের) ফলকসমূহে প্রতিটি বিষয়ের উপদেশ এবং প্রতিটি বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছিলাম। অতএব আপনি সেগুলো দৃঢ়ভাবে ধারণ করুন এবং আপনার সম্প্রদায়কে ঐগুলোর মধ্যকার যা সর্বোত্তম তা গ্রহণের নির্দেশ দিন। আমি অচিরেই তোমাদেরকে দুষ্কৃতিকারীদের বাসস্থান দেখাবো।

١٤٦۔ سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِیَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ج وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ج وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ○

১৪৬. যারা পৃথিবীর বুকে অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায় আমি তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শনসমূহ থেকে দূরে সরিয়ে দিবো। তারা আমার প্রতিটি নিদর্শন দেখলেও তাতে ঈমান আনবে না। তারা হেদায়াতের পথ দেখলেও তাকে পথ হিসেবে গ্রহণ করবে না। কিন্তু তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে তাকেই পথ হিসেবে গ্রহণ করবে। কারণ তারা আমার বাণীসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে এবং এ সম্পর্কে তারা ছিলো উদাসীন অমনোযোগী।

www.pathagar.com

١٤٧. وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ط هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৪৭. যারা আমার বাণীসমূহ ও আখেরাতের সাক্ষাতকে মিথ্যা মনে করেছে তাদের যাবতীয় কার্যকলাপ নিষ্ফল হয়ে গেলো। তারা যেরূপ কাজ করে ঠিক সেরূপই তাদের প্রতিদান দেয়া হবে।

١٤٨. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ط اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝

১৪৮. মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে তাদের অলংকারাদি দিয়ে একটি গরুর বাছুরের অবয়ব তৈরি করলো, যা হাম্বা হাম্বা শব্দ করতো। তারা কি দেখেনি যে, সেটি তাদের সাথে কথা বলতে পারে না এবং তাদেরকে কোনো পথও দেখাতে পারে না? তারা একে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করলো এবং তারা ছিলো যালেম।

١٤٩. وَلَمَّا سُقِطَ فِيْٓ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

১৪৯. যখন তারা অনুতপ্ত হলো এবং দেখলো যে, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তখন বললো, আমাদের প্রভু আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করলে এবং আমাদেরকে ক্ষমা না করলে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

١٥٠. وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْۢ بَعْدِيْ ۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗٓ اِلَيْهِ ط قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ ز فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

১৫০. মূসা রাগান্বিত ও মনঃক্ষুণ অবস্থায় তার সম্প্রদায়ে ফিরে এসে বলেন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কতো নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছো! তোমরা তোমাদের প্রভুর নির্দেশের আগেই তাড়াহুড়া করলে? আর তিনি ফলকগুলো নিচে ফেলে দিলেন এবং নিজের ভাইয়ের মাথার চুল ধরে নিজের দিকে টেনে আনলেন। ভাই বললেন, হে আমার মায়ের পুত্র! নিশ্চয়ই সম্প্রদায়ের লোকজন আমাকে দুর্বল মনে করেছে এবং তারা আমাকে প্রায় হত্যা করেই ফেলেছিলো। শত্রুরা আনন্দিত হতে পারে এমন কিছু তুমি আমার সাথে করো না এবং আমাকে জালেমদের দলভুক্ত করো না।

١٥١. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ز وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

১৫১. মূসা বললেন, প্রভু! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আপনার অপার করুণার মধ্যে দাখিল করুন। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

www.pathagar.com

১৫২. নিশ্চয়ই যারা গরুর বাছুরকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছিলো অচিরেই তাদের উপর দুনিয়ার জীবনে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে গযব ও লাঞ্ছনা আসবে। আমি মিথ্যা রচনাকারীদের এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।

১৫২۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ ○

১৫৩. আর যারা পাপকাজ করার পরে তওবা করেছে ও ঈমান এনেছে (তাদের প্রতি) নিশ্চয়ই তোমার প্রভু অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৫৩۔ وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا ز اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৫৪. মূসার রাগ প্রশমিত হওয়ার পর তিনি ফলকগুলো তুলে নিলেন। যারা তাদের প্রভুকে ভয় করে তাদের জন্য উক্ত ফলকসমূহে লিপিবদ্ধ ছিলো হেদায়াত ও রহমত।

১৫৪۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ج وَفِىْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ ○

১৫৫. আমার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হওয়ার জন্য মূসা তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সত্তর ব্যক্তিকে মনোনীত করলেন। তারা ভূমিকম্পে আক্রান্ত হলে মূসা বললেন, হে আমার প্রভু! তুমি চাইলে ইতিপূর্বেই তাদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করতে পারতে। আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা যা করেছে তার জন্য তুমি কি আমাদের ধ্বংস করবে? এতো তোমার পরীক্ষা, এর দ্বারা যাকে ইচ্ছা তুমি পথভ্রষ্ট করো এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করো। তুমিই আমাদের অভিভাবক। অতএব তুমি আমাদের ক্ষমা করো, আমাদের দয়া করো এবং তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী।

১৫৫۔ وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ج فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّاىَ ط اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ج اِنْ هِىَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ط تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِىْ مَنْ تَشَآءُ ط اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ○

১৫৬. আর তুমি আমাদের জন্য এই পৃথিবীতে ও আখেরাতে কল্যাণ অবধারিত করে দাও। আমরা তোমার নিকটই ফিরে এসেছি। আল্লাহ বলেন, আমি যাকে ইচ্ছা আমার শাস্তি দিয়ে থাকি এবং আমার দয়া প্রতিটি জিনিসের উপর প্রসারিত। যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং

১৫৬۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ط قَالَ عَذَابِىْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ج وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ط فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ

www.pathagar.com

يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

যারা আমার বাণীসমূহে ঈমান আনে আমি তাদের জন্যই তা (রহমত) অবধারিত করবো।

١٥٧. اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ز يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ لا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

১৫৭. (ইহুদী-খৃস্টানদের মধ্যে) যারা এই বার্তাবাহক উম্মী নবীর আনুগত্য করে, যার সম্পর্কে তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইনজীলে লিপিবদ্ধ পায়, যিনি তাদেরকে ন্যায়ানুগ কাজের নির্দেশ দেন, গর্হিত কাজে লিপ্ত হতে নিষেধ করেন, তাদের জন্য পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জিনিসসমূহ হালাল করেন, তাদের জন্য অপবিত্র ও গর্হিত জিনিসসমূহ হারাম করেন এবং তাদের উপর চাপানো গুরুভার ও শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্ত করেন। অতএব যারা তার উপর ঈমান এনেছে, তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে এবং তার সাথে যে নূর (কুরআন) নাযিল করা হয়েছে সেটির অনুসরণ করে তারাই সাফল্যমণ্ডিত হবে।

টীকা : 'উম্মী নবী' অর্থাৎ মহানবী (স) আরবী ভাষার অক্ষরসমূহের সাথে পরিচিত ছিলেন না। তিনি নবুওয়াত লাভের পূর্ব পর্যন্ত পারিবারিক বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষালাভ করেননি। আল্লাহ তায়ালা নিজ সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁর অন্তরাত্মাকে ওহী গ্রহণের জন্য বাইরের সমস্ত ক্লেদ-কালিমা থেকে স্বচ্ছ, নিখুঁত ও পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রেখেছিলেন। এই অক্ষরজ্ঞানহীনতা তাঁর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এটা প্রমাণ করে যে, আল-কুরআন নামক এই মহাগ্রন্থ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। এটি তাঁর এক অনুপম মু'জিযাও।

١٥٨. قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ن الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ص فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

১৫৮. আপনি বলুন, হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মহাসম্রাট। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্‌র উপর এবং তাঁর রাসূল উম্মী নবীর উপর, যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে ঈমান আনেন এবং তোমরা তার অনুসরণ করো, যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পারো।

www.pathagar.com

১৫৯. মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি দলও আছে যারা (লোকজনকে) যথার্থভাবে সৎপথে পরিচালিত করে এবং সেমতেই ইনসাফ করে।

١٥٩. وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ○

টীকা : অর্থাৎ ইহুদী পণ্ডিত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-সহ যে সকল ইহুদী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছেন, এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে।

১৬০. আমি তাদেরকে (বনী ইসরাঈলকে) বারোটি গোত্রে বা দলে বিভক্ত করলাম। আর আমি মূসার নিকট ওহী পাঠালাম, যখন তার সম্প্রদায় তার নিকট পানি প্রার্থনা করলো, আপনার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করুন। ফলে তা থেকে বারোটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হলো। প্রতিটি গোত্র নিজ নিজ পানি পানের স্থান জেনে নিলো। আর মেঘমালা দ্বারা আমি তাদের উপর ছায়া বিস্তার করেছিলাম, তাদের জন্য মান্না ও সালওয়া পাঠিয়েছিলাম। আমি তোমাদের যে পরিচ্ছন্ন রিযিক দান করেছি তোমরা তা আহার করো। আর তারা আমার উপর যুলুম করেনি, বরং তারা নিজেদের উপরই যুলুম করেছে।

١٦٠. وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ط وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ج فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ط قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ط وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ط كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ط وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

১৬১. যখন তাদের বলা হয়েছিলো, তোমরা এই এলাকায় বসবাস করো, যেখান থেকে ইচ্ছা আহার করো আর বলো, 'ক্ষমা চাই' এবং মাথা নিচু করে ফটক দিয়ে প্রবেশ করো, আমি তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবো। আমি উত্তম কাজ সম্পাদনকারীদের অধিক দান করবো।

١٦١. وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓئٰتِكُمْ ط سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ○

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা ছিলো যালেম তাদেরকে যা বলা হয়েছিলো তারা তা পরিবর্তন করে ভিন্ন কথা বললো। অতএব তাদের যুলুম করার কারণে আমি তাদের উপর আকাশ থেকে শাস্তি পাঠালাম।

١٦٢. فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ○

www.pathagar.com

১৬৩. আপনি তাদেরকে সমুদ্রসৈকতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। যখন তারা শনিবারের বিধিনিষেধ লংঘন করতো, যখন তাদের শনিবার উদযাপনের দিন মাছ পানিতে ভেসে তাদের নিকট আসতো, কিন্তু যেদিন তারা শনিবার উদযাপন করতো না সেদিন তা তাদের নিকট আসতো না। এভাবে আমি তাদের পরীক্ষা করলাম, কেনোনা তারা দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিলো।

١٦٣. وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۚ كَذٰلِكَ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○

১৬৪. তাদের মধ্যকার একটি দল (নিজেদের) বললো, আল্লাহ যে গোষ্ঠীকে ধ্বংস করবেন অথবা ভয়ংকর শাস্তি দিবেন, তোমরা তাদের উপদেশ দাও কেনো ? তারা বললো, তোমাদের প্রভুর নিকট দায়িত্বমুক্ত হওয়ার জন্য এবং যাতে তারা সংযত হয় এই উদ্দেশে।

١٦٤. وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۭ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

১৬৫. যখন তারা তাদেরকে প্রদত্ত উপদেশ ভুলে গেলো, তখন যারা খারাপ কাজ করতে নিষেধ করতো আমি তাদের রক্ষা করলাম এবং যারা অন্যায়-অত্যাচার করতো তাদেরকে তাদের দুষ্কর্মে লিপ্ত থাকার দরুন কঠোর শাস্তি দ্বারা গ্রেপ্তার করলাম।

١٦٥. فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖٓ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۢ بَئِيْسٍۢ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○

১৬৬. তাদেরকে (ইহুদীদেরকে) যা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছিলো যখন তারা ধৃষ্টতা সহকারে তা করতে থাকলো তখন আমি তাদেরকে বললাম, তোরা ঘৃণিত বানর হয়ে যা।

١٦٦. فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ○

টীকা : ১৬৩-১৬৬ আয়াতের মর্ম এই যে, শনিবার ইহুদীদের জন্য পার্থিব সমস্ত কাজ বন্ধ রেখে সারা দিন আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকা বাধ্যতামূলক ছিল। সমুদ্র সৈকতের ইহুদীরা এই বিধান অমান্য করে শনিবার সৈকতে যে মাছ ভেসে আসতো তা আটকে রেখে রবিবার শিকার করতো। তাদের মধ্যকার দীনদার লোকেরা অনবরত তাদেরকে নিষেধ করা সত্ত্বেও তাতে তারা কর্ণপাত করেনি। ফলে তারা আল্লাহ্‌র গযবে পতিত হয়ে বানরে রূপান্তরিত হয় এবং তিন দিন পর সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। আয়াতসমূহে সেই ঘটনা উধৃত হয়েছে।

১৬৭. যখন আপনার প্রভু ঘোষণা করলেন যে, তিনি কিয়ামত পর্যন্ত অবশ্যই তাদের (ইহুদীদের) উপর এমন লোকদের ক্ষমতাসীন করতে থাকবেন

١٦٧. وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ

www.pathagar.com

الْعَذَابِ ط اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ج وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

যারা তাদেরকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট শাস্তি দিতে থাকবে। আর আপনার প্রভু দ্রুত শাস্তিদানকারী এবং তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٦٨۔ وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا ج مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ز وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

১৬৮. আর আমি তাদেরকে (ইহুদীদেরকে) পৃথিবীময় বিভক্ত করে দিয়েছি বিভিন্ন দলে। তাদের মধ্যে সৎকর্মপরায়ণ লোকও আছে এবং অন্য রকম লোকও আছে। আমি তাদেরকে কল্যাণ ও দুরবস্থা দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা ফিরে আসে।

١٦٩۔ فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ج وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ط اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ط وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

১৬৯. তারপর তাদের স্থলাভিষিক্তরূপে কিতাবের ধারক-বাহক হয়ে আসে একদল অযোগ্য লোক। তারা (বিধানকে বিকৃত করে) তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থ হাসিল করে এবং বলে, আমাদেরকে মাফ করা হবে। কিন্তু এর অনুরূপ তুচ্ছ স্বার্থ পুনরায় তাদের সামনে এলে তাও তারা গ্রহণ করে। তাদের নিকট থেকে কি কিতাবের অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়নি যে, তারা আল্লাহ সম্বন্ধে যথার্থ সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলবে না? আর কিতাবে যা আছে তা তারা পড়েও। যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখেরাতের ঘরই উত্তম। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?

١٧٠۔ وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ط اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ○

১৭০. আর যারা এই কিতাবকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে এবং নামায কায়েম করে, আমি তো এরূপ সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান নষ্ট করি না।

١٧١۔ وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ج خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

১৭১. আমি যখন পাহাড়কে তাদের উপর শামিয়ানার মতো তুলে ধরলাম এবং তারা ধারণা করলো যে, তা তাদের উপর পতিত হবে। আমি তোমাদের যা দিয়েছি তা দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করো এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ করো, যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হতে পারো।

www.pathagar.com

১৭২. আপনার প্রভু যখন আদম-সন্তানদের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদের সৃষ্টি করলেন এবং নিজেদের সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তারা বললো, হাঁ, অবশ্যই, আমরা সাক্ষ্য দিলাম। যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন না বলো, আমরা তো এ সম্পর্কে অবহিত ছিলাম না।

١٧٢. وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِىْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ج اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ط قَالُوْا بَلٰى ج شَهِدْنَا ج اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ○

১৭৩. অথবা তোমরা না বলো, আগেই তো আমাদের পূর্বপুরুষগণ শেরেক করেছে এবং আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে বাতিলপন্থীরা যা করেছে তার জন্য আপনি কি আমাদের ধ্বংস করবেন?

١٧٣. اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ج اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ○

১৭৪. আমি এভাবে আয়াতসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করি, যাতে তারা (সঠিক পথে) ফিরে আসে।

١٧٤. وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

১৭৫. আপনি তাদের নিকট এমন ব্যক্তির বিবরণ পাঠ করুন যাকে আমি দান করেছিলাম আমার বাণীসমূহ। কিন্তু সে তা পাশ কাটিয়ে যায়। এই সুযোগে শয়তান তার পিছনে লাগে, ফলে সে বিপথগামীদের দলভুক্ত হয়ে যায়।

١٧٥. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ○

টীকা : বর্তমান কালে মুসলিম উম্মাহ্‌র একটি গোষ্ঠী এই দুর্ভাগ্যের শিকার। তাদের সামনে আল্লাহ্‌র কিতাব বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা অধ্যয়ন না করে বিপথগামী হয়ে পড়েছে। তাদের কেউ কেউ প্রকাশ্যে তার নিজ ধর্মের সমালোচনাই শুধু করে না, পৃথিবীর তাবত ধর্মীয় ব্যবস্থার সমালোচনা করে। চরম দুর্ভাগ্য এদের জন্য।

১৭৬. আমি চাইলে এর দ্বারা তাকে অবশ্যই উচ্চ মর্যাদা দান করতে পারতাম। কিন্তু সে পার্থিব মোহে বিভোর হয়ে পড়ে এবং নিজ কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে যায়। অতএব তার অবস্থা হলো কুকুরের মতো। আপনি সেটিকে তাড়া করলেও সে হাঁপাতে থাকে এবং আপনি সেটিকে তাড়া না করলেও তা হাঁপায়। যারা আমার বাণীসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এই হলো তাদের দৃষ্টান্ত। অতএব আপনি ঘটনাবলী বর্ণনা করুন, হয়তো তারা চিন্তা-ভাবনা করবে।

١٧٦. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ج فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ج اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ط ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ج فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○

www.pathagar.com

১৭৭. যে সম্প্রদায় আমার বাণীসমূহকে মিথ্যা বলেছে তাদের দৃষ্টান্ত অতি নিকৃষ্ট এবং তারা নিজেদের বিরুদ্ধে অন্যায় করেছে।

১৭৭. سَآءَ مَثَلًا ۨ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ○

১৭৮. আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন সে-ই কেবল হেদায়াতপ্রাপ্ত। আর তিনি যাদের বিপথগামী করেন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

১৭৮. مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

১৭৯. আমি তো দোযখের জন্য সৃষ্টি করেছি অসংখ্য জিন ও মানুষ। তাদের অন্তর আছে কিন্তু তার দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চোখ আছে কিন্তু তারা তা দ্বারা দেখে না। তাদের কান আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা শোনে না। এরা পশুর সমতুল্য, বরং তার চেয়েও অধিক বিভ্রান্ত। এরাই উদাসীন, অসচেতন।

১৭৯. وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ط اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ○

১৮০. আল্লাহ্‌র জন্য আছে উত্তম নামসমূহ। অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামেও ডাকো। আর যারা তাঁর নামসমূহ বিকৃত করে তোমরা তাদের বর্জন করো। অচিরেই তারা তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে।

১৮০. وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ص وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ط سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৮১. আর আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে যারা সত্য অনুসারে সৎপথ প্রদর্শন করে এবং তদনুযায়ী সুবিচারও করে।

১৮১. وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ۝

১৮২. আর যারা আমার বিধানসমূহ অমান্য করে আমি তাদেরকে পর্যায়ক্রমে (দোযখে) নিয়ে যাচ্ছি এমনভাবে যে, তারা টেরও পাচ্ছে না।

১৮২. وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

১৮৩. আর আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই আমার কর্মকৌশল অত্যন্ত মজবুত।

১৮৩. وَاُمْلِيْ لَهُمْ ط اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ○

১৮৪. তারা কি মোটেও চিন্তা করে না যে, তাদের সঙ্গী (মুহাম্মাদ) হিতাহিত জ্ঞানশূন্য নন। তিনি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।

১৮৪. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا ۗ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ط اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

www.pathagar.com

১৮৫. তারা কি লক্ষ করে না আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থার প্রতি এবং আল্লাহ যেসব বস্তুনিচয় সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জন্য নির্ধারিত (মৃত্যুর) কাল সম্পর্কে, যা তাদের নিকটবর্তী ? এরপর তারা আর কোন কথার উপর ঈমান আনবে ?

١٨٥۔ اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ وَّاَنْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ج فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ○

১৮৬. আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই। তিনি তাদেরকে তাদের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় বল্গাহীন ছেড়ে দেন।

١٨٦۔ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ ط وَيَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

১৮৭. তারা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তা কখন ঘটবে? আপনি বলুন, তার জ্ঞান কেবল আমার প্রভুর কাছেই আছে। তিনিই এর যথাযথ সময়ে তা প্রকাশ করবেন। তা হবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এক ভয়ংকর ঘটনা। হঠাৎ করেই তা তোমাদের কাছে এসে যাবে। আপনি এ বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত মনে করেই তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, তার সঠিক জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই আছে। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ তা জানে না।

١٨٧۔ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ط قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ ج لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَآ اِلَّا هُوَ ج ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ط يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا ط قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

১৮৮. আপনি বলুন, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমি আমার নিজের উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখি না। আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম তবে অবশ্যই অনেক কল্যাণ লাভ করতে পারতাম এবং আমাকে ক্ষতি স্পর্শ করতে পারতো না। যে জনগোষ্ঠী ঈমান আনে আমি তো কেবল তাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।

١٨٨۔ قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ط وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ج وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ ج اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

টীকা : কেবল আল্লাহ তায়ালাই আলেমুল গায়েব (অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত), রাসূলুল্লাহ (স) মোটেই আলেমুল গায়েব নন। আয়াতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা ব্যক্ত করা হয়েছে। তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া বহু ঘটনা এর সাক্ষী। তবে তিনি যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অবহিত করার পরই করেছেন।

www.pathagar.com

১৮৯. هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ج فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ج فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

১৮৯. তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার নিকট থেকে প্রশান্তি লাভ করতে পারে। অতঃপর পুরুষ যখন স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলো তখন সে এক হালকা গর্ভধারণ করলো এবং গর্ভাবস্থায় (অনায়াসে) চলাফেরা করতে থাকলো। গর্ভ যখন পরিপুষ্ট হলো তখন তারা উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করলো, আপনি যদি আমাদের সুস্থ-সুন্দর নেক সন্তান দান করেন তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাকবো।

١٩٠. فَلَمَّآ اٰتٰهُمَا صَالِحًا جَعَلاَ لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰهُمَا ج فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

১৯০. তিনি যখন তাদেরকে (স্বামী-স্ত্রীকে) এক সুস্থ-সুন্দর নেক সন্তান দান করলেন তখন তারা, তিনি তাদের যা দান করলেন, তাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করলো। তারা যে শেরেক করে আল্লাহ তার অনেক উর্ধে।

١٩١. اَيُشْرِكُوْنَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ○

১৯১. তারা কি এমন কিছুকে শরীক করে যা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না ? বরং এগুলো নিজেরাই তো সৃষ্ট।

١٩٢. وَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلاَ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ○

১৯২. এরা না তাদের সাহায্য করতে সক্ষম, আর না নিজেদের সাহায্য করতে পারে।

١٩٣. وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لاَ يَتَّبِعُوْكُمْ ط سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ○

১৯৩. তোমরা যদি তাদেরকে সৎপথের দিকে ডাকো তবে তারা তোমাদের অনুসরণ করবে না। তোমরা তাদেরকে ডাকো অথবা নীরব থাকো উভয়ই তোমাদের জন্য সমান।

١٩٤. اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

১৯৪. তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ডাকো তারা তো তোমাদের মতোই বান্দা। তোমরা তাদের ডেকে দেখো, তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক তো দেখি, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

١٩٥. اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآ ز اَمْ لَهُمْ

১৯৫. এদের কি পা আছে যাতে ভর করে এরা চলতে পারে অথবা এদের কি হাত আছে যা দিয়ে

www.pathagar.com

اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَآ ز اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ ز اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ط قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ ○

এরা ধরতে পারে অথবা এদের কি চোখ আছে যার দ্বারা এরা দেখতে পারে অথবা এদের কি কান আছে যার সাহায্যে এরা শুনতে পারে? আপনি বলুন, তোমরা তোমাদের শেরেকের প্রতীকসমূহকে ডাকো, তারপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো এবং আমাকে অবকাশ দিও না।

١٩٦۔ اِنَّ وَلِيِّ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ز وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ○

১৯৬. নিশ্চয়ই আমার অভিভাবক হলেন আল্লাহ, যিনি এই কিতাব নাযিল করেছেন এবং তিনিই সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

١٩٧۔ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ○

১৯৭. তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যেগুলোকে ডাকো সেগুলো তো তোমাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং তাদের নিজেদের সাহায্য করতেও সক্ষম নয়।

١٩٨۔ وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا ط وَتَرٰهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ○

১৯৮. তোমরা যদি সেগুলোকে সৎপথের দিকে ডাকো তবে সেগুলো তা শুনতে পায় না। আপনি লক্ষ করবেন যে, সেগুলো আপনার দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ এদের দৃষ্টিশক্তিই নেই।

١٩٩۔ خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ○

১৯৯. আপনি ক্ষমাপরায়ণ হোন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং মূর্খ-জাহিলদের এড়িয়ে চলুন।

٢٠٠۔ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২০০. আর আপনি যদি শয়তানের কোনো কুপ্ররোচনা অনুভব করেন তবে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

٢٠١۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ۝

২০১. যারা আল্লাহভীরু তাদেরকে শয়তান কখনো কুপ্ররোচনা দিলে তারা সতর্ক-সচেতন হয়ে যায় এবং তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে।

٢٠٢۔ وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِى الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ○

২০২. কিন্তু যারা শয়তানের ভাই-ব্রাদার তাদেরকে সে ক্রমান্বয়ে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায় এবং তারা তাতে কোনো ত্রুটি করে না।

٢٠٣۔ وَاِذَا لَمْ تَاْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا

২০৩. আপনি তাদের নিকট কোনো নিদর্শন নিয়ে

www.pathagar.com

اجْتَبَيْتَهَا ط قُلْ اِنَّمَآ اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰٓى
اِلَىَّ مِنْ رَّبِّىْ ج هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ
وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

না আসলে তারা বলে, তুমি নিজেই একটি নিদর্শন বেছে নাও না কেনো? আপনি বলুন, আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমার নিকট যে ওহী পাঠানো হয় আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। এই কুরআন তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন (মু'জিযা) এবং ঈমানদার জনগোষ্ঠীর জন্য পথপ্রদর্শক ও রহমত।

٢٠٤۔ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ
وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

২০৪. যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শোনো এবং নীরবতা অবলম্বন করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।

٢٠٥۔ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا
وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ
وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ○

২০৫. আপনি আপনার প্রভুকে সকাল-সন্ধ্যায় মনে মনে, সবিনয়ে, ভীতি-বিহ্বল অবস্থায় ও অনুচ্চ স্বরে স্মরণ করুন এবং উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

٢٠٦۔ اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ
عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ ○

২০৬. যারা আপনার প্রভুর একান্ত সান্নিধ্যে অবস্থান করে তারা অহংকারবশে তাঁর ইবাদত থেকে বিরত থাকে না, তারা তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁকেই সিজদা করে।

টীকা : উপরোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করার পর নামাযের সিজদার ন্যায় একটি সিজদা করুন। যিনি তিলাওয়াত শোনবেন তিনিও সিজদা করবেন। একই বৈঠকে সিজদার একই আয়াত বারবার তিলাওয়াত করা হলে একবারই সিজদা করা ওয়াজিব। সিজদায় নিম্নোক্ত দোয়া পড়বেন :

سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ ثُمَّ صَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

"আমার মুখমণ্ডল তাঁকেই সিজদা করলো যিনি একে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর একে কাঠামো দান করেছেন এবং তাতে তার শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি বিদীর্ণ করেছেন নিজ শক্তি-সামর্থ্যবলে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কতো বরকতময়" (মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, মুসনাদ আহ্মাদ)।

রাসূলুল্লাহ (স) রাতের বেলা তাঁর তিলাওয়াতের সিজদায় উপরোক্ত দোয়া কয়েকবার পড়তেন। দোয়াটি জানা না থাকলে সিজদার তাসবীহ পাঠ করবেন।

www.pathagar.com

৮. সূরা আল-আনফাল ٨. سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ

আয়াত : ৭৫; রুকূ' : ১০; মাদানী اٰيَاتُهَا : ٧٥، رُكُوْعُهَا : ١٠، مَدَنِيَّةٌ

সূরাটি দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর নাযিল হয়েছে। সূরার বিভিন্ন স্থানে এই যুদ্ধের মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং মুসলমানদেরকে সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হওয়ার জোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١. يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ط قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ج فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ص وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১. লোকজন আপনাকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাপ্ত মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।[১] আপনি বলুন, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাপ্ত মাল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং নিজেদের মধ্যকার পারস্পরিক অবস্থা সুসংহত করো। আর তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের আনুগত্য করো।

টীকা-১ : 'যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাপ্ত মাল'-এর আরবী হলো আনফাল, যার এক বচন হলো নফল– অর্থাৎ অতিরিক্ত। একে পরিভাষায় গনীমত (war booty) বলা হয়। তা এ অর্থে অতিরিক্ত যে, আখেরাতের জীবনে জিহাদের আসল সওয়াব লাভের আগেই পৃথিবীতে কিছু অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ হলো। তা সৈনিকদেরসহ তার প্রাপকদের মধ্যে বণ্টিত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেয়া বিধান অনুসারে (আরো দ্র. ৪১ নং আয়াত)।

٢. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝٢

২. ঈমানদার ব্যক্তিগণের অবস্থা এই যে, আল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে এবং তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হলে তা তাদের ঈমানকে আরো বাড়িয়ে দেয় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে।

٣. الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣

৩. তারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা (আল্লাহ্‌র রাহে) ব্যয় করে।

٤. اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ط لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ○

৪. এরাই প্রকৃত ঈমানদার। তাদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট রয়েছে উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও মর্যাদাপূর্ণ রিযিক।

٥. كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ص وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ۝٥

৫. যেমন আপনার প্রভু আপনাকে নিজ বসতবাড়ি থেকে যথার্থভাবে বের করেছিলেন। আর ঈমানদারগণের একটি অংশ তা পছন্দই করেনি।

www.pathagar.com

টীকা : বসতবাড়ি থেকে বদর যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই অভিযান কিছু সংখ্যক মুসলমানের নিকট বাঞ্ছনীয় না হওয়ার কারণ ছিলো মুসলমানদের আর্থিক দুরবস্থা ও সামরিক সরঞ্জামের অভাব।

٦۔ يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝٦

৬. সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, যেনো তাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে এবং তারা তা স্বচক্ষে দেখছে।

টীকা : রাসূলুল্লাহ (স) মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন কুরাইশ ব্যবসায়ী কাফেলাকে আক্রমণ করার জন্য। কিন্তু গন্তব্যে পৌছার পূর্বেই কাফেলা নিরাপদে মক্কায় পৌছে যায় এবং মুসলমানরা অপ্রস্তুত অবস্থায় বদর প্রান্তরে কুরাইশ বাহিনীর সম্মুখীন হন। তখন কিছু সংখ্যক মুসলমান যেনো সাক্ষাত মৃত্যুকে দেখতে পাচ্ছিল। আয়াতে সেই দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে।

٧۔ وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۝٧

৭. আর যখন আল্লাহ তোমাদের সাথে দু'টি দলের (কুরাইশ ব্যবসায়ী কাফেলা ও কুরাইশ সৈন্যবাহিনী) একটির ব্যাপারে ওয়াদা করেছিলেন যে, তা তোমাদের হস্তগত হবে। আর তোমরা চাচ্ছিলে যে, অস্ত্রহীন দলটি তোমাদের হস্তগত হোক। আর আল্লাহ চাচ্ছিলেন যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণীর সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং কাফেরদেরকে সমূলে ধ্বংস করবেন।

٨۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝٨

৮. যাতে তিনি সত্যকে সত্য এবং বাতিলকে বাতিল সাব্যস্ত করেন, যদিও দুষ্কৃতিকারীরা তা পছন্দ করে না।

٩۔ اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۝٩

৯. তোমরা যখন তোমাদের প্রভুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে তখন তিনি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করেছিলেন : আমি তোমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে আগত এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবো।

টীকা : বদর প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে মুসলমানরা কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করতে থাকেন। আয়াতে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে এবং আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

١٠۔ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ط وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝١٠

১০. কেবল সুসংবাদ দেয়ার জন্য এবং এর দ্বারা তোমাদের অন্তরের প্রশান্তি লাভের জন্য আল্লাহ এটা করলেন। সাহায্য তো কেবল আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

١١۔ اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ

১১. যখন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি দেয়ার জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করলেন এবং আকাশ

www.pathagar.com

عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ⑪

থেকে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করলেন– তার সাহায্যে তোমাদেরকে পবিত্র করা, তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূরীভূত করা, তোমাদের অন্তরসমূহ সুদৃঢ় করা এবং তোমাদের কদমগুলো সুস্থির রাখার জন্য।

টীকা : বদরের যুদ্ধ চলাকালে শ্রান্তি-ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য যুদ্ধরত অবস্থায় আল্লাহ মুসলিম সৈনিকদের তন্দ্রাচ্ছন্ন করেন। এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। অনন্তর মুসলিম সৈনিকদের যুদ্ধস্থল ছিলো বালুকাময় এবং কাফেরদের যুদ্ধস্থল ছিলো শক্ত মাটিময়। বৃষ্টির ফলে বালু জমে গেলো এবং শক্ত মাটি কাদায় পরিণত হলো। তাতে মুসলমানদের উপকার হলো এবং কাফেরদের জন্য মারাত্মক অসুবিধার সৃষ্টি হলো। আয়াতে সেদিকেও ইংগিত করা হয়েছে।

١٢۔ اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ⑫

১২. যখন আপনার প্রভু ফেরেশতাগণকে ওহী করলেন, আমি তোমাদের সাথেই আছি। অতএব তোমরা ঈমানদারগণকে সুস্থির রাখো। যারা কুফরী করে আমি অচিরেই তাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করবো। সুতরাং তোমরা তাদের ঘাড়ে আঘাত করো এবং তাদের (হাত-পায়ের) প্রতিটি (আঙ্গুলের) গিরায় আঘাত হানো।

١٣۔ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ج وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

১৩. তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচারী হয়েছে। আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচারী হলে আল্লাহ তো কঠোর শাস্তিদাতা।

١٤۔ ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ○

১৪. আপাতত তোমরা এই শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো এবং কাফেরদের জন্য অবধারিত রয়েছে দোযখের শাস্তি।

١٥۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ⑮

১৫. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে কাফেরদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হবে তখন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করো না।

١٦۔ وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

১৬. সেদিন কেউ যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন অথবা সৈন্যদলে আশ্রয় নেয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত শত্রুবাহিনীকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন) করলে সে আল্লাহ্‌র গযবের শিকার হলো এবং জাহান্নাম তার আশ্রয়স্থল, তা কতো নিকৃষ্ট আশ্রয়!

www.pathagar.com

টীকা : শত্রুর প্রবল চাপের মুখে নিজেদের পিছনের কেন্দ্রে ফিরে আসা অথবা নিজ সেনাদলের অন্য কোনো অংশের সাথে যোগ দেয়ার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে পশ্চাদপসরণ করা নিষিদ্ধ নয়। তবে যুদ্ধের উদ্দেশে নয়, বরং নিছক কাপুরুষতা ও পরাজিত মানসিকতার কারণে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালানো হারাম।

١٧۔ فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

১৭. তোমরা এদেরকে (কাফের বাহিনীকে) হত্যা করোনি, আল্লাহ্ই তাদের হত্যা করেছেন। আপনি যখন ধুলা নিক্ষেপ করেছেন তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছেন, যাতে তিনি ঈমানদারগণের প্রতি যথার্থভাবে অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

টীকা : বদর যুদ্ধ চলাকালে রাসূলুল্লাহ (স) এক মুঠো ধুলাবালি তুলে নিয়ে কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করেন। ফলে তাদের দৃষ্টিবিভ্রম হয়। আয়াতে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে।

١٨۔ ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

১৮. এই তো হলো (একটি কথা) এবং (দ্বিতীয় কথা হলো) আল্লাহ কাফেরদের ষড়যন্ত্র দুর্বলকারী ছিলেন।

١٩۔ اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১৯. তোমরা যদি মীমাংসা কামনা করে থাকো তবে তা তো তোমাদের নিকট এসেছে।[১] আর তোমরা যদি বিরত হও তবে সেটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যদি তোমরা পুনরায় একই কাজ করো তবে আমিও পুনরায় তাই করবো এবং তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক হলেও তা তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ঈমানদারগণের সাথে আছেন।

টীকা-১ : বদর যুদ্ধে রওয়ানার প্রাক্কালে আবু জাহল প্রমুখ কুরাইশ নেতৃবৃন্দ কা'বা ঘরের গেলাফ ধরে আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করে বলেছিল, 'হে আল্লাহ! আমাদের ও মুসলমানদের মধ্যে যারা তোমার সর্বাধিক অবাধ্যাচারী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী তুমি আগামী যুদ্ধে তাদের সমূলে বিনাশ করো'। তারা মূলত মুসলমানদের সম্পর্কে উপরোক্ত মত পোষণ করতো। কাফেরদের দু'আর প্রেক্ষিতে বদর যুদ্ধে পথভ্রষ্ট দলটিই মারাত্মকভাবে পরাভূত হয়। পুনরায় তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হলে তাদের একই পরিণতি হবে। আয়াতে সেদিকেও ইংগিত করা হয়েছে।

٢٠۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ۝

২০. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং (তাঁর কথা) জেনেশুনে তা অমান্য করো না।

٢١۔ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا

২১. আর তোমরা সেইসব লোকের (কাফেরদের) অন্তর্ভুক্ত হয়ো না যারা বলে, আমরা শোনলাম,

www.pathagar.com

মূলত তারা শোনে না।

وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ○

২২. নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট সমস্ত প্রাণীর তুলনায় তারাই বোবা ও বধির যারা উপলব্ধি করে না।

٢٢۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

২৩. আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে ভালো কিছু দেখতেন তবে তিনি তাদেরকেও শুনাতেন। আর তিনি যদি তাদের শুনাতেনও তথাপি তারা তা উপেক্ষা করে ফিরে যেতো।

٢٣۔ وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ط وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

২৪. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান জানান যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করবে। আর তোমরা জেনে রাখো! নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে (মৃত্যুদানের মাধ্যমে) প্রতিবন্ধক হয়ে যান এবং তোমাদেরকে তাঁর নিকট সমবেত করা হবে।

٢٤۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ج وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

২৫. আর তোমরা এমন বিপর্যয় সম্পর্কে সতর্ক হও যা তোমাদের মধ্যে যারা যালেম বিশেষভাবে তাদেরকেই বিপদগ্রস্ত করবে না (তাদের সাথে তোমরাও বিপর্যস্ত হবে) এবং তোমারা জেনে রাখো! নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

٢٥۔ وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ج وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

২৬. স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে সংখ্যায় নগণ্য, পৃথিবীতে দুর্বলরূপে গণ্য হতে এবং আশঙ্কা করতে যে, লোকেরা (মক্কার মুশরিকরা) তোমাদের আচমকা ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁর সাহায্য দ্বারা তোমাদের শক্তিশালী করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

٢٦۔ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

টীকা : এ আয়াতে মক্কায় মুসলমানদের দুরবস্থা এবং মদীনায় তাদের নিরাপদ অবস্থার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

২৭. হে ঈমানদারগণ! তোমরা জ্ঞাতসারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে প্রতারণা করো না এবং

٢٧۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ

www.pathagar.com

وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

তোমাদের পারস্পরিক আমানতের ক্ষেত্রেও প্রতারণা করো না।

٢٨۔ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝٢٨

২৮. আর তোমরা জেনে রাখো! তোমাদের সম্পদ ও সন্তান (ধনবল-জনবল) পরীক্ষার বস্তু। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।

٢٩۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

২৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভয় করো তবে তিনি তোমাদেরকে সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যশক্তি দান করবেন, তোমাদের গুনাহসমূহ বিলোপ করে দিবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মহান অনুগ্রহকারী।

٣٠۔ وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ط وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ○

৩০. যখন কাফেররা আপনাকে বন্দী করা অথবা হত্যা করা অথবা (ভিটামাটি থেকে) উচ্ছেদ করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিলো। তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলো এবং আল্লাহও ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার কৌশল অবলম্বন করেন। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।

٣١۔ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

৩১. যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, আমরা তো শোনলাম। ইচ্ছা করলে আমরাও এর অনুরূপ অবশ্যই বলতে পারি। এটা তো পূর্বকালের জনগোষ্ঠীর রূপকথা।

٣٢۔ وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

৩২. যখন তারা বললো, হে আল্লাহ! এটা যদি আপনার পক্ষ থেকে সত্য বাণী হয়ে থাকে তবে আপনি আকাশ থেকে আমাদের উপর পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করুন অথবা আমাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি দিন।

٣٣۔ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ط وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ○

৩৩. আপনি তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবার নন এবং তারা ক্ষমা প্রার্থনারত অবস্থায়ও আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবার নন।

টীকা : কোনো জাতির মধ্যে নবী-রাসূল বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাদের উপর ধ্বংসাত্মক গযব নাযিল করেন না, যতোক্ষণ না তারা চূড়ান্তভাবে তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে।

www.pathagar.com

٣٤. وَمَا لَهُمْ اَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ط اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلاَّ الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ ○

৩৪. তাদের মধ্যে এমন কি-ই বা আছে, যার জন্য আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেন না? অথচ তারা লোকজনকে মসজিদুল হারামে আসতে বাধা দেয়, যদিও তারা এর তত্ত্বাবধায়ক নয়। দীনদার-পরহেযগার লোকেরাই কেবল এর তত্ত্বাবধায়ক। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ লোকই তা জানে না।

٣٥. وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلاَّ مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً ط فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○

৩৫. আর কা'বা ঘরের নিকট শিস দেয়া ও হাততালি দেয়াই হলো তাদের প্রার্থনা। অতএব তোমরা যে অবাধ্যাচরণ করেছো তার শাস্তি ভোগ করো।

٣٦. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ۝٣٦

৩৬. যারা কাফের তারা লোকজনকে আল্লাহ্‌র পথে আসতে বাধা দেয়ার জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ খরচ করে। তারা তা ব্যয় করতে থাকবে, অতঃপর তা তাদের আফসোসের কারণ হবে, অতঃপর তারা পরাভূত হবে। আর যারা অবাধ্যাচরণ করে তাদেরকে জাহান্নামে সমবেত করা হবে।

٣٧. لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِىْ جَهَنَّمَ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝٣٧

৩৭. তা এজন্য যে, আল্লাহ পবিত্র থেকে অপবিত্রকে পৃথক করে দিবেন এবং অপবিত্রকে একটির উপর অপরটিকে জমা করে স্তূপীকৃত করবেন। অতঃপর একে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এরাই মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত।

٣٨. قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ج وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ○

৩৮. যারা কুফরী (অবাধ্যাচরণ) করে আপনি তাদের বলুন, তারা যদি নিবৃত্ত হয় তবে তাদের পূর্বেকার অপরাধ ক্ষমা করা হবে। আর যদি তারা পুনরায় তা করে তবে আগেকার জনগোষ্ঠীর দৃষ্টান্ত তো (সামনেই) আছে।

٣٩. وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ

৩৯. আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না বিপর্যয়-বিশৃংখলা দূরীভূত হয় এবং

www.pathagar.com

وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ج فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

সার্বিকভাবে আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি তারা (কাফেররা) ক্ষান্ত হয় তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপের সম্যক দ্রষ্টা।

٤٠۔ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰكُمْ ط نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ○

৪০. তারা যদি মুখ ফিরিয়ে চলে যায় তবে তোমরা জেনে রাখো! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক, তিনি কতো চমৎকার অভিভাবক এবং কতো চমৎকার সাহায্যকারী!

পারা-১০

٤١۔ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৪১. তোমরা জেনে রাখো যে, তোমরা গনীমতের যা কিছু অর্জন করো তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ্‌র, রাসূলের, (তাঁর) নিকটাত্মীয়ের, ইয়াতীমদের, গরীবদের ও পরিব্রাজকদের জন্য– যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো আল্লাহ্‌র প্রতি এবং সেই জিনিসের উপর যা মীমাংসার দিন আমি আমার বান্দার উপর নাযিল করেছিলাম, যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিলো। আল্লাহ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

টীকা : পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার দিন অর্থাৎ বদর যুদ্ধের দিন ফেরেশতাদের আগমন ও অন্যান্য মু'জিযার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। গনীমতের জন্য ১ নং আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকাও দ্র.।

٤٢۔ اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ط وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِى الْمِيْعٰدِ لا وَلٰكِنْ لِّيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا لا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَىَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۙ

৪২. যখন তোমরা ছিলে (যুদ্ধক্ষেত্রে) এই প্রান্তে, তারা (কুরাইশ বাহিনী) ছিলো ঐ প্রান্তে এবং (কুরাইশ) কাফেলা ছিলো তোমাদের চেয়ে নিম্নভূমিতে (লোহিত সাগরের তীরে)। তোমরা যদি (যুদ্ধ সম্পর্কে) পরস্পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাইতে তবে সেই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমরা অবশ্যই মতভেদে লিপ্ত হতে। কিন্তু যা কিছু ঘটার ছিলো আল্লাহ তা সুসম্পন্ন করার জন্য উভয় দলকে (যুদ্ধক্ষেত্রে) সমবেত করলেন।[১] যাতে কেউ ধ্বংস হলে সে যেনো স্পষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে ধ্বংস হয় এবং কেউ জীবিত থাকলে সেও যেনো স্পষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে জীবিত থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

টীকা-১ : মুসলিম ও কুরাইশ মুশরিক উভয় দলেরই যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কোনো পরিকল্পনা ছিলো না। আল্লাহ তা'আলার গাইবী পরিকল্পনা মোতাবেক তারা অপ্রস্তুত অবস্থায় পরস্পরের মুখোমুখি হয়। আয়াতে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৪৩. আল্লাহ যখন আপনাকে আপনার স্বপ্নের মধ্যে তাদেরকে স্বল্প সংখ্যক দেখিয়েছেন, যদি তিনি আপনাকে তাদের বহু সংখ্যক দেখাতেন তবে তোমরা অবশ্যই কাপুরুষতা প্রদর্শন করতে এবং যুদ্ধের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হতেই। কিন্তু আল্লাহ (তোমাদের) নিরাপত্তা দান করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তর্যামী।

٤٣۔ اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا ط وَلَوْ اَرٰىكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

৪৪. তোমরা যখন (যুদ্ধক্ষেত্রে) পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছো তখন যা সংঘটিত হওয়ার ছিলো তা বাস্তবায়িত করার জন্য আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে কম সংখ্যক এবং তাদের দৃষ্টিতে তোমাদেরকেও কম সংখ্যক দেখিয়েছেন। সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র নিকট রুজু হয়।

٤٤۔ وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِىْٓ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَّيُقَلِّلُكُمْ فِىْٓ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○

৪৫. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোনো দলের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হও তখন অবিচল থাকো এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।

٤٥۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

৪৬. আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হও এবং ঝগড়া-বিবাদ করো না, অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি শেষ হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

٤٦۔ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

৪৭. আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা নিজেদের বাড়ি-ঘর থেকে অহংকারের সাথে ও লোকদেখানোর জন্য এবং (লোকজনকে) আল্লাহ্‌র পথে (আসতে) বাধা দেয়ার জন্য রওয়ানা হয়েছিলো। তারা যা করে আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

٤٧۔ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ○

৪৮. শয়তান যখন তাদের (কুরাইশ কাফেরদের) যাবতীয় কাজকে তাদের সামনে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলে ধরেছিলো এবং বলেছিলো, আজ

٤٨۔ وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ

www.pathagar.com

وَاِنِّیْ جَارٌ لَّكُمْ ج فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ
نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّیْ بَرِیْٓءٌ
مِّنْكُمْ اِنِّیْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّیْٓ اَخَافُ
اللّٰهَ ط وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

কোনো লোকজনই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদের পাশে আছি। শয়তান যখন দুই দলকে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ দেখলো তখন পিছু হটে গেলো এবং বললো, তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। নিশ্চয়ই আমি দেখতে পাচ্ছি (ফেরেশতাদের) যা তোমরা দেখতে পাচ্ছো না। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি এবং আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

٤٩۔ اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِیْ
قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ط وَمَنْ
يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

৪৯. যখন মোনাফিকরা এবং যাদের অন্তর রোগাক্রান্ত (অবিশ্বাসী) তারা বললো, এদের ধর্ম এদেরকে (মুসলমানদেরকে) ধোঁকায় ফেলেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তবে আল্লাহ তো মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٥٠۔ وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا لا
الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ج
وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝

৫০. আপনি যদি দেখতে পেতেন, যারা (আল্লাহ্‌র) অবাধ্যাচারী হয়েছে তাদের প্রাণ হরণকালে ফেরেশতাগণ তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হানে এবং (বলে,) উত্তপ্ত আগুনের শাস্তি ভোগ করো।

٥١۔ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ
لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

৫১. এটা তাই যা তোমাদের হাত অগ্রিম পাঠিয়েছে। অন্যথায় আল্লাহ বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন।

٥٢۔ كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ لا وَالَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِهِمْ ط كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ
بِذُنُوْبِهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ قَوِیٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

৫২. ফেরাউন সম্প্রদায় ও তার পূর্বকালের লোকজনের অবস্থার অনুরূপ যে, তারা আল্লাহ্‌র বিধানসমূহ অমান্য করেছিলো। অতএব আল্লাহ তাদের পাপাচারের কারণে তাদের গ্রেপ্তার করলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিধর, কঠোর শাস্তিদাতা।

٥٣۔ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً
اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا
بِاَنْفُسِهِمْ لا وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

৫৩. তা এজন্য যে, আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়কে নিয়ামত (সুযোগ-সুবিধা) দান করার পর তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না করা পর্যন্ত তিনি তা পরিবর্তন করেন না এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

٥٤۔ كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ لا وَالَّذِيْنَ مِنْ

৫৪. ফেরাউন সম্প্রদায় ও তার পূর্বকালের লোকজনের অবস্থার অনুরূপ যে, তারা তাদের

www.pathagar.com

قَبْلِهِمْ ط كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ ج وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ○

প্রভুর বিধানসমূহ অমান্য করেছিলো। তাই তাদের পাপাচারের কারণে আমি তাদের ধ্বংস করলাম এবং ফেরাউন সম্প্রদায়কে পানিতে ডুবিয়ে মারলাম। আর এরা সকলেই ছিলো যালেম।

٥٥۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

৫৫. আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা (আল্লাহ্‌র বিধান) প্রত্যাখ্যান করেছে। অতএব তারা ঈমান আনেনি।

٥٦۔ اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ○

৫৬. আপনি তাদের মধ্যে যাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন, তারপর তারা প্রতিবার (সুযোগ পেলেই) নিজেদের চুক্তি লংঘন করে এবং সতর্ক হয় না।

٥٧۔ فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

৫৭. যদি আপনি কখনো তাদেরকে (যুদ্ধক্ষেত্রে) নাগালে পেয়ে যান তবে তাদেরকে তাদের পিছনের লোকজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিন, হয়তো তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।

٥٨۔ وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ۝

৫৮. আর আপনি যদি কোনো সম্প্রদায়ের বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করেন তবে আপনার চুক্তিও আপনি সমানভাবে তাদের দিকে নিক্ষেপ (বাতিল) করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না।

টীকা : পারস্পরিক চুক্তি ভঙ্গ করতে হলে অপর পক্ষকে অবহিত করেই কেবল তা ভঙ্গ করতে হবে এবং এজন্য সঙ্গত কারণও থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক চুক্তির বেলায়ও একই কথা। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "কোনো জাতির সাথে কারো কোনো চুক্তি বিদ্যমান থাকলে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে তা ভঙ্গ করা উচিৎ নয়। এক পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করলে উভয় পক্ষের সমতার ভিত্তিতে অপর পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করার কথা অবশ্যই জানাতে পারে"। আমীর মুআবিয়া (রা) তাঁর রাজত্বকালে একবার রোম (বায়যানটাইন) সাম্রাজ্যের সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ শুরু করে দিলেন। চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে অতর্কিতে রোম সাম্রাজ্য আক্রমণই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু আমর ইবনে আনবাসা (রা) তাঁর পদক্ষেপের কঠোর প্রতিবাদ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপরোক্ত হাদীস শুনিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করেন। ইসলামী আইনে কেবল একটি অবস্থায়ই পূর্ব-ঘোষণা ছাড়াই শত্রুরাষ্ট্র আক্রমণ করার অনুমতি আছে। তা হলো, দ্বিতীয় পক্ষ ঘোষণা দিয়ে চুক্তি ভঙ্গ করার পরপরই যুদ্ধের কার্যক্রম শুরু করে দেয়া। অন্যথায় যুদ্ধের ঘোষণা না দিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করা ইসলামের সামরিক বিধিতে জায়েয নয়।

٥٩۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ○

৫৯. কাফেররা যেনো মনে না করে যে, তারা রেহাই পেয়ে গেছে। নিশ্চয়ই তারা (ঈমানদারগণকে) হীনবল করতে পারবে না।

٦٠۔ وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ

৬০. তোমরা তাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করার জন্য)

www.pathagar.com

وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ج لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ج اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ○

যথাসাধ্য (সামরিক) শক্তি অর্জন করো ও অশ্বারোহী বাহিনী প্রস্তুত রাখো। তোমরা এর দ্বারা ভীত-সন্ত্রস্ত রাখবে আল্লাহ্‌র শত্রুদের, তোমাদের শত্রুদের এবং এদের ছাড়াও অন্যদেরকে যাদের সম্পর্কে তোমরা জ্ঞাত নও, আল্লাহ জ্ঞাত আছেন। আর তোমরা আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদে) যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি মোটেই অবিচার করা হবে না।

টীকা : উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে যথাসাধ্য সামরিক শক্তি অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমান কালে প্রতিটি রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বরং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। জাতীয় বাজেটের সিংহভাগ এই বিভাগের পেছনে ব্যয় করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মুসলিম রাষ্ট্রগুলো এক্ষেত্রে সর্বাধিক পেছনে পড়ে আছে। আজ আমাদের উপর পাশ্চাত্যের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিরাজ করছে তার পেছনে রয়েছে তাদের অত্যাধুনিক সামরিক শক্তি। এর মোকাবিলায় টিকে থাকতে হলে উত্তরোত্তর সামরিক শক্তির উন্নয়ন ঘটাতে হবে এবং সাথে সাথে পাশ্চাত্য অঞ্চলে ব্যাপকভাবে দাওয়াতী কাজ করতে হবে।

٦١- وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৬১. আর তারা যদি সন্ধি করতে আগ্রহী হয় তবে আপনিও তাতে আগ্রহ প্রকাশ করুন এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

٦٢- وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ط هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ۙ

৬২. আর তারা যদি আপনাকে ধোঁকা দিতে চায় তবে আল্লাহ্‌ই আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনিই নিজ সাহায্য দ্বারা আপনাকে শক্তিশালী করেছেন এবং ঈমানদারগণের দ্বারাও।

٦٣- وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ط لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ط اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

৬৩. আর তিনি তাদের পরস্পরের অন্তরে ভালোবাসার সঞ্চার করেছেন। আপনি যদি পৃথিবীর সমস্ত কিছুও খরচ করতেন তবুও তাদের পরস্পরের অন্তরে ভালোবাসার সঞ্চার করতে পারতেন না, বরং আল্লাহই তাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٦٤- يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৬৪. হে নবী! আপনার জন্য এবং আপনার আনুগত্যকারী ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

www.pathagar.com

٦٥. يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ط اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ج وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ○

৬৫. হে নবী! আপনি ঈমানদারগণকে যুদ্ধে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করুন। তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল লোক (যোদ্ধা) থাকলে তারা দুই শতজনের উপর বিজয়ী হতে পারবে। আর তোমাদের মধ্যে এক শতজন (ধৈর্যশীল) লোক (যোদ্ধা) থাকলে তারা এক হাজার কাফেরের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে পারবে। কারণ তারা উপলব্ধিহীন এক সম্প্রদায়।

٦٦. اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ط فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ج وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

৬৬. আল্লাহ আপাতত তোমাদের দায়ভার সহজতর করে দিয়েছেন এবং তিনি জানেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে এক শত ধৈর্যশীল লোক (যোদ্ধা) থাকলে তারা দুই শতজনের উপর বিজয়ী হতে পারবে। আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার (ধৈর্যশীল) লোক (যোদ্ধা) থাকলে তারা আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে দুই হাজার লোকের উপর বিজয়ী হতে পারবে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

٦٧. مَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ط تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

৬৭. দেশময় ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দীদের নিজের কাছে রাখা কোনো নবীর জন্য সঙ্গত নয়।[১] তোমরা কামনা করো পার্থিব সম্পদ, আর আল্লাহ চান আখেরাত। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

টীকা-১ : এখানে বদর যুদ্ধের সত্তরজন বন্দী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। একদল সাহাবীর মত ছিলো, তাদেরকে হত্যা করা হোক। অপর দলের মত ছিলো, তাদেরকে বিনিময় নিয়ে ছেড়ে দেয়া হোক। রাসূলুল্লাহ (স) শেষোক্ত মত গ্রহণ করেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট প্রথমোক্ত মত পছন্দনীয় ছিলো।

٦٨. لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

৬৮. যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পূর্ব-নির্ধারিত না থাকতো তবে তোমরা যা (মুক্তিপণ) গ্রহণ করেছো তার কারণে তোমরা ভয়ংকর শাস্তির শিকার হতে।

٦٩. فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ج وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৬৯. অতএব তোমরা যে গনীমতের হালাল ও পরিচ্ছন্ন মাল অর্জন করেছো তা ভোগ করো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

www.pathagar.com

৭০. হে নবী! আপনাদের হাতে যেসব যুদ্ধবন্দী রয়েছে তাদের বলুন, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে উত্তম কিছু লক্ষ করেন তবে তোমাদের নিকট থেকে যা (মুক্তিপণ) গ্রহণ করা হয়েছে তোমাদেরকে তার তুলনায় উত্তম কিছু দান করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٧٠۔ يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّمَنْ فِىٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ خَيْـرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْـرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৭১. আর তারা (যুদ্ধবন্দীরা) যদি আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায় তবে ইতিপূর্বে তারা আল্লাহ্‌র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ফলে তিনি তাদেরকে গ্রেপ্তার করিয়েছেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٧١۔ وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَـانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰـهَ مِنْ قَـبْلُ فَـاَمْكَنَ مِنْـهُمْ ط وَاللّٰـهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৭২. যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য-সহযোগিতা করেছে নিশ্চয়ই তারা পরস্পরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি তাদের পৃষ্ঠপোষকতার কিছুমাত্র দায়িত্ব তোমাদের নয়, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। আর যদি তারা ধর্মীয় বিষয়ে তোমাদের সাহায্য কামনা করে তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। তবে যে সম্প্রদায়ের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ আছো তাদের বিরুদ্ধে (সাহায্য) নয়। তোমরা যা করো আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

٧٢۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ج وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

৭৩. যারা কুফরী করেছে তারা আপোসে পরস্পরের বন্ধু। তোমরা (মুসলমানরা) যদি তা (পারস্পরিক বন্ধুত্ব) না করো তাহলে দেশময় ব্যাপক বিপর্যয়, নিপীড়ন ও নিষ্ঠুরতা ছড়িয়ে পড়বে।

٧٣۔ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ط اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ⑧

টীকা : কাফেররা যেমন পরস্পরকে সাহায্য করে ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং নিজেদের বন্ধুত্ব বজায় রাখে, তদ্রূপ তোমরা মুসলমানরা যদি ঈমানের ভিত্তিতে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা না করো, বন্ধুত্ব না রাখো তবে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে, সমাজ অন্যায়-অবিচার ও যুলুম-অত্যাচারে ছেয়ে যাবে।

www.pathagar.com

٧٤. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ط لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ○

৭৪. আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছে এবং যারা (তাদের) আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য-সহযোগিতা করেছে তারাই হলো সত্যিকার ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।

٧٥. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ط وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

৭৫. আর যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও তোমাদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত। আর আত্মীয়-স্বজনরা আল্লাহ্‌র বিধানমতে একে অপরের তুলনায় অধিক অগ্রগণ্য।[১] নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে মহাজ্ঞানী।

টীকা-১ : প্রাথমিক পর্যায়ে চুক্তির ভিত্তিতে আনসার ও মুহাজিরগণ পরস্পরের ওয়ারিস হতো। মক্কা বিজয়ের পর এ ধরনের চুক্তি ভিত্তিক উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ নিষিদ্ধ করা হয় এবং বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভের বিধান দেয়া হয়। একই সাথে মুসলিম ও অমুসলিম ব্যক্তিগণও পরস্পরের ওয়ারিস হবে না।

মহানবীর (স) মহাবাণী

আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اَلْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِىَ اللّٰهُ اِلٰى اَنْ يُّقَاتِلَ اٰخِرُ اُمَّتِى الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَ لَا عَدْلُ عَادِلٍ.

"আমাকে পাঠানোর সময় থেকে আমার উম্মতের সর্বশেষ দলের দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত থাকবে। স্বৈরাচারী শাসকের স্বৈরাচার অথবা ন্যায়পরায়ণ শাসকের ন্যায়পরায়ণতা তা বাতিল করতে পারবে না" (সুনান আবু দাউদ, জিহাদ, বাব ৩৪, নং ২৫৩২; আরো দ্র. নং ২৪৮৪)।

www.pathagar.com

৯. সূরা আত-তাওবা (১১৩)[১]

٩. سُوْرَةُ التَّوْبَةِ

আয়াত : ১২৯; রুকূ' : ১৬; মাদানী

اٰيَاتُهَا : ١٢٩، رُكُوْعٌ : ١٦، مَدَنِيَّةٌ

আলোচ্য সূরাটি নবম হিজরীতে তিন পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। শুরু থেকে ৩৭ আয়াত পর্যন্ত নবম হিজরীর যুল-কা'দা মাসে, ৩৮ আয়াত থেকে ৭২ আয়াত পর্যন্ত নবম হিজরীর রজব মাসে বা তার কিছুকাল আগে এবং ৭৩ থেকে শেষ পর্যন্ত তাবূক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে নাযিল হয়েছে।

١. بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১. মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো।

٢. فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ○

২. অতএব তোমরা (কাফেররা) চার মাসকাল দেশময় ভ্রমণ করো এবং জেনে রাখো, তোমরা আল্লাহ্‌কে মোটেই পরাভূত করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদের লাঞ্ছিতকারী।

٣. وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

৩. মহান হজ্জের দিন[২] আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে জনগণের প্রতি ঘোষণা : নিশ্চয়ই আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। যদি তোমরা তওবা করো তবে তা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখো, নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহ্‌কে পরাভূত করতে পারবে না। আর আপনি কাফেরদের মর্মান্তিক শাস্তির দুঃসংবাদ দিন।

টীকা-১ : কেবল সূরা তাওবার শুরুতেই 'বিসমিল্লাহ' যোগ করা হয়নি। তাফসীরকার ও মুহাদ্দিসগণ এর বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। সর্বপ্রধান কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ (স) এ সূরার সূচনায় বিসমিল্লাহ বলা বা লেখার নির্দেশ দেননি। তাই এর সূচনায় বিসমিল্লাহ বলা বা পড়া হয় না।

২. নবম হিজরীতে সূরাটি নাযিল হয়। এই সূরার মাধ্যমে মূর্তিপূজারী মুশরিক তথা অমুসলিমদের জন্য হজ্জ করা চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। হজ্জকে কেবল মুসলমানদের ধর্মীয় ইবাদত অনুষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়।

সাধারণ্যে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে যে, শুক্রবার আরাফাত দিবস হলে সেই হজ্জকে 'হজ্জে আকবার' (সর্বশ্রেষ্ঠ হজ্জ) বলে। আসলে হজ্জের গোটা অনুষ্ঠানটিই হজ্জে আকবার (মহান হজ্জ) হিসেবে গণ্য, তা যেদিনই অনুষ্ঠিত হোক। সহীহ বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাব থেকে জানা যায় যে, 'ইয়াওমুল হাজ্জিল আকবার" (মহান হজ্জের দিন) হলো ১০ যুলহিজ্জা অর্থাৎ কুরবানীর দিন (বুখারী, নং ৪৬৫৫; মুসলিম, নং ৯৮২; তিরমিযী, নং ৯৫৭)।

www.pathagar.com

৪. কিন্তু মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অতঃপর তারা চুক্তি রক্ষায় তোমাদের সাথে কিছুই ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে অপর কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে তোমরা চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীগণকে মহব্বত করেন।

٤۔ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ○

৫. যখন হারাম মাসসমূহ অতিক্রান্ত হয় তখন তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করো, তাদের বন্দী করো, অবরোধ করো এবং প্রতিটি ঘাঁটিতে তাদের জন্য অবস্থান করো।[১] তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে তবে তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥۔ فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ج فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

টীকা-১ : জাহিলী যুগ থেকে আরব মুশরিকরা চারটি মাসকে (রজব, যুলকা'দা, যুলহিজ্জাহ ও মুহাররাম) হারাম মাস হিসাবে মান্য করতো। এই মাসগুলোতে তারা যুদ্ধ-সংঘাত থেকে বিরত থাকতো। ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়েও এসব মাসে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিলো। পরে তা রহিত হয়।

"তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করো" বাক্যাংশের অর্থ এই যে, আরব উপদ্বীপের মুশরিকরা যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরও পুনরায় তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলে তোমরা তাদের যুদ্ধক্ষেত্রের যেখানে পাও সেখানেই হত্যা করো। আয়াতের লক্ষ হলো : আরব উপদ্বীপকে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের থেকে মুক্ত করা। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আরব উপদ্বীপের লোকজনের কাছ থেকে শয়তান পূজা পাওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েছে। অর্থাৎ আরব উপদ্বীপে একটি মাত্র ধর্ম কার্যকর থাকবে।

কুরআনের এই নির্দেশ কেবল তৎকালীন আরবদের জন্য প্রযোজ্য ছিলো। অন্যথায় বিনা কারণে কোনো অমুসলিম ব্যক্তির রক্তপাত ঘটানো কোনো মুসলমানের রক্তপাত ঘটানোর মতোই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

৬. মুশরিকদের মধ্যকার কেউ যদি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে আপনি তাকে আশ্রয় দিন, যাতে সে আল্লাহ্‌র বাণী শোনার সুযোগ পায়। অতঃপর আপনি তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিন। তা এজন্য যে, তারা একটি জ্ঞানশূন্য সম্প্রদায়।

٦۔ وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝٦

৭. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট মুশরিকদের মৈত্রী চুক্তি কীভাবে বলবৎ থাকবে, তাদের ব্যতীত যাদের সাথে তোমরা মসজিদুল হারামের নিকট চুক্তিবদ্ধ হয়েছো? তারা যতোক্ষণ

٧۔ كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ج فَمَا اسْتَقَامُوْا

www.pathagar.com

لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ○

তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকে, তোমরাও ততোক্ষণ তাদের চুক্তিতে বহাল থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধর্মভীরুদের মহব্বত করেন।

٨۔ كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ط يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ ج وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

৮. কীভাবে (তাদের সাথে চুক্তি বহাল থাকবে)! তারা যদি তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারে তবে তারা তোমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বা চুক্তি কোনোটিরই মর্যাদা রক্ষা করে না। তারা মুখের কথায় তোমাদের সন্তুষ্ট রাখে কিন্তু তাদের অন্তরাত্মা তা অস্বীকার করে। তাদের অধিকাংশই হলো অবাধ্যাচারী।

٩۔ اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ط اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৯. তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে (পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্য) তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করেছে এবং (লোকজনকে) আল্লাহ্‌র পথে (আসতে) বাধা দেয়। তারা যা করে তা খুবই নিকৃষ্ট।

١٠۔ لَا يَرْقُبُوْنَ فِىْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ○

১০. তারা কোনো ঈমানদার ব্যক্তির সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বা চুক্তি কোনোটিরই মর্যাদা রক্ষা করে না এবং এরাই সীমালংঘনকারী।

١١۔ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ط وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

১১. যদি তারা অনুতপ্ত হয় (ইসলাম গ্রহণ করে), নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই। আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য বিধানসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি।

١٢۔ وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ○

১২. যদি তারা চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর তাদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করে এবং তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে উপহাস করে তবে তোমরা (কুরাইশ) কাফেরদের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। এদের জন্য কোনো প্রতিশ্রুতি নেই, (তাতে) হয়তো তারা বিরত হতে পারে।

١٣۔ اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ط اَتَخْشَوْنَهُمْ ج فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ

১৩. যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছে এবং রাসূলকে উচ্ছেদ করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা কি যুদ্ধ করবে না? তারাই প্রথমে তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় করো?

www.pathagar.com

তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকলে আল্লাহ্‌কে ভয় করাই তোমাদের কর্তব্য।

تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১৪. তোমরা এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। আল্লাহ তোমাদের হাতে এদের শাস্তি দিবেন, এদের লাঞ্ছিত করবেন, এদের বিরুদ্ধে তোমাদের বিজয়ী করবেন এবং ঈমানদার জনগোষ্ঠীর অন্তরসমূহে প্রশান্তি দান করবেন।

١٤۔ قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ۙ

১৫. আর তিনি মু'মিনদের অন্তরের ক্রোধ দূরীভূত করবেন। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাপরায়ণ হন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

١٥۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ط وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

১৬. তোমরা কি চিন্তা করেছো যে, তোমাদের মধ্যে কারা (আল্লাহ্‌র পথে) জিহাদকারী এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণ ব্যতীত অপর কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে না– তা প্রকাশ না করেই তোমাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে? তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

١٦۔ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ط وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

টীকা : সূরা আনফাল ও সূরা তাওবায় 'জিহাদ' শব্দটি প্রধানত 'সশস্ত্র যুদ্ধ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। জিহাদ বলতেই মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বুঝায়। কুরআন মজীদে এবং হাদীস শরীফে জিহাদের অপরিসীম গুরুত্ব ও ফযীলাত বর্ণিত হয়েছে। হাদীস ও ফিক্‌হ-এর যে কোনো কিতাবে জিহাদ সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রয়েছে। মুসলিম উম্মাহ্‌র মহান উলামায়ে কিরাম কুরআন-হাদীসের বক্তব্যের আলোকে যুগে যুগে জিহাদ সম্পর্কে স্বতন্ত্র বই-পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁরা তাতে জিহাদের সার্বিক নীতি-নিয়ম তুলে ধরেছেন।

ইদানীং একটি প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে যে, এসব বইকে জঙ্গী বই আখ্যা দিয়ে নিষিদ্ধ বই-এর মতো বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে এবং এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। যাদের কাছে এসব বই পাওয়া যাচ্ছে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, নির্যাতন করা হচ্ছে। অথচ তারা একটিবারও ভেবে দেখছে না যে, এসব বই তো কুরআন-হাদীসকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে, তা কুরআন-হাদীসেরই অংশ। এগুলোকে অপরাধী বই আখ্যা দিয়ে মূলত কুরআন-হাদীসের এক বিরাট অংশকেই অপরাধী সাব্যস্ত করা হচ্ছে। ঈমানদার মুসলমানগণ দেশের সশস্ত্র বাহিনীর যে বিভাগেই কর্মরত থাকুন, বিষয়টি তাদের একবার ভেবে দেখা উচিৎ।

আমাদের বড়োই দুর্ভাগ্য যে, মুসলিম বিশ্বের সশস্ত্র বাহিনী ব্যবহৃত হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরে মুসলমানদেরকে দমন করার জন্য। ফলে তারা আমাদের পূর্বপুরুষদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অঞ্চলসমূহও রক্ষা করতে সক্ষম হচ্ছে না। তীমুর দ্বীপপুঞ্জ, সুদানের অর্ধেক, বলকান অঞ্চল আমাদের হাতছাড়া হলো। ইরাক ও আফগানিস্তানের মতো দু'টি বিরাট মুসলিম রাষ্ট্র খৃষ্টান বাহিনীর কাছে পদানত, কিন্তু মুসলিম বিশ্বের সশস্ত্র বাহিনীর কোনো কার্যকরী উদ্যোগ নেই। আর খৃষ্টান বিশ্বের সশস্ত্র বাহিনী ব্যবহৃত হচ্ছে খৃষ্টান জনগণের স্বার্থে নতুন নতুন দেশ দখল করার জন্য। তারা কখনো দেশের জনগণের বিরুদ্ধে তাদের অস্ত্র ব্যবহারের কল্পনাও করতে পারে না। আমাদের দুর্ভাগ্য এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, নিজেদের দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব উদ্ধারের জন্য পরাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অকুতভয় আফগান মুজাহিদদের সাহায্য-সহযোগিতা করা তো দূরের কথা, তাদেরকে রাজাকার বলতেও আমরা দ্বিধাবোধ করি না। আমাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভংগিতে এতোটাই পচন ধরেছে (সূরা আনকাবূতের ৬ নং আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকাও দেখুন)।

www.pathagar.com

১৭. আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্যতা মুশরিকদের নেই যখন তারা নিজেরাই নিজেদের অবাধ্যাচরণের স্বীকারোক্তি করে। তাদের যাবতীয় কর্মসাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে এবং তারা স্থায়ীভাবে দোযখে থাকবে।

١٧۔ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ط اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ج وَفِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ○

১৮. আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করবে তারাই যারা আল্লাহ ও আখেরাতের দিনে ঈমান এনেছে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং কেবল আল্লাহকেই ভয় করে। আশা করা যায়, এরাই সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

١٨۔ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ○

১৯. যেসব (অবিশ্বাসী) লোক হাজ্জীদের পানি পানের ব্যবস্থা করে এবং মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করে তোমরা কি তাদেরকে সেইসব লোকের সমতুল্য মনে করো যারা আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের উপর ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছে? তারা আল্লাহ্‌র নিকট একসমান নয়। আল্লাহ স্বৈরাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

١٩۔ اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ط لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

২০. যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের জান-মাল দ্বারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছে তারা আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তারাই সফলকাম।

٢٠۔ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○

২১. তাদের প্রভু তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর দয়া ও সন্তুষ্টির এবং জান্নাতের, যেথায় আছে তাদের জন্য স্থায়ী সুখশান্তি।

২২. তারা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।

٢١۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ۝

٢٢۔ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

২৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের পিতাগণকে ও তোমাদের ভাইদেরকে

٢٣۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا

www.pathagar.com

أَبَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ط وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُونَ ○

অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না– যদি তারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরকে পছন্দ করে। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে তারা হবে সীমালংঘনকারী।

٢٤۔ قُلْ إِن كَانَ أَبَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِىَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَٰسِقِينَ ۝٢٤

২৪. আপনি বলুন, তোমাদের পিতাগণ, তোমাদের সন্তানগণ, তোমাদের ভাইগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, তোমাদের নিজেদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা করো এবং তোমাদের পছন্দনীয় বসতবাড়ি যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদের তুলনায় অধিক প্রিয় হয়ে থাকে তবে আল্লাহ্‌র নির্দেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আল্লাহ সত্য ত্যাগকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ لا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ لا إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْـًٔا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ۝٢٥

২৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু জায়গায় এবং হুনাইনের যুদ্ধের দিনও, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে আনন্দিত করেছিলো। কিন্তু তা তোমাদের কিছুই উপকারে আসেনি এবং পৃথিবী ব্যাপক-বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিলো। অতঃপর তোমরা পশ্চাদমুখী হয়ে পলায়ন করেছিলে।

টীকা : অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের ১৮-১৯ দিন পর হুনাইনের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এই যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ছিলো বারো হাজার, অর্থাৎ মুশরিক হাওয়াযিন ও ছাকীফ গোত্রদ্বয়ের সৈন্যসংখ্যার তুলনায় অধিক। এতে মুসলমানরা কিছুটা আত্মগর্ববোধ করে। প্রথমদিকে যুদ্ধে মুসলমানরা পর্যুদস্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে থাকে। পরিশেষে আল্লাহ্‌র বিশেষ সাহায্যে তারা বিজয়ী হয়। কয়েকটি আয়াতে এই আলোচনা করা হয়েছে।

ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ط وَذَٰلِكَ جَزَآءُ الْكَٰفِرِينَ ○

২৬. অতঃপর আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূলের উপর ও ঈমানদারগণের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং এমন এক সামরিক বাহিনী পাঠালেন যাদের তোমরা দেখতে পাওনি এবং যারা কাফের ছিলো তিনি তাদের শাস্তি দিলেন। আর এটাই হলো কাফেরদের প্রতিদান।

www.pathagar.com

২৭. এরপরও পুনরায় আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাপরায়ণ হতে পারেন এবং আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٧۔ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২৮. হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা (মূর্তিপূজারীরা) হলো নাপাক।[১] অতএব তারা যেনো তাদের এই বছরের (৯ম হিজরী) পর থেকে আর মসজিদুল হারামের নিকট না আসে। তোমরা যদি অভাব-অনটনের আশঙ্কা করো তবে আল্লাহ যদি চান তাঁর নিজ দয়ায় অচিরেই তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٢٨۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ج وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَآءَ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

টীকা-১ : 'মুশরিকরা' (মূর্তিপূজারীরা) হলো নাপাক। এখানে নাপাক বা অপবিত্র অর্থ– দৈহিক দিক থেকে নাপাক নয়। তাদের দেহ মুসলমানদের দেহের সাথে লাগলে মুসলমানরাও নাপাক হয়ে যাবে তা নয়। যেমন নিম্নবর্ণের (অস্পৃশ্য) হিন্দুর দেহ কোনো ব্রাহ্মণের দেহ স্পর্শ করলে ব্রাহ্মণকে অবশ্যই স্নান করতে হয়। ইসলামে এ ধরনের কোনো জাতপাত নেই। এখানে নাপাক বলতে বুঝানো হয়েছে– তাদের আকীদা-বিশ্বাস, পূজা-উপাসনা ও সমাজ ব্যবস্থা নাপাক।

২৯. যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র উপর ও আখেরাত দিবসের উপর ঈমান আনে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা কিছুই হারাম ঘোষণা করেছেন তাকে হারাম মানে না এবং সত্য দীনের অনুসারী হয় না, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যে পর্যন্ত না তারা নতিস্বীকার করে স্বেচ্ছায় জিযয়া দেয়।

٢٩۔ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۝

টীকা : যুদ্ধে মুসলমানদের নিকট পরাজিত হওয়ার পর পরাজিত অমুসলিমরা মুসলিম সরকারের বশ্যতা স্বীকার করে স্বস্থানে স্বধর্মে স্থির থাকতে চাইলে তাদের কর্মক্ষম বা আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল বালেগ পুরুষদের উপর একটি বিশেষ কর আরোপ করা হয়, নারীদের উপর নয়। একে 'জিযয়া' বলে। তাদেরকে সামরিক সেবা থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্যই এই কর আরোপ করা হয়। তাছাড়া তাদের সম্পদের উপর যাকাত ধার্য করা হয় না। এখানে উল্লেখ্য যে, মুসলিম রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিকদের উপর এ ধরনের কোনো কর আরোপিত হয় না। আবার প্রথমোক্তরাও পুরুষানুক্রমে স্থায়ী নাগরিক হয়ে গেলে অথবা ইসলাম গ্রহণ করলে অথবা মুসলিম সামরিক বাহিনীতে যোগদান করলে এই কর মওকুফ হয়ে যায়। উপরন্তু এই করের বিনিময়ে তাদের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্বভার মুসলমানদের উপর বর্তায়। আবার সরকার ইচ্ছা করলে এ জাতীয় কর নাও আরোপ করতে পারে।

৩০. ইহুদীরা বলে, উযাইর আল্লাহ্‌র পুত্র এবং

٣٠۔ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ِۨابْنُ اللّٰهِ

www.pathagar.com

وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ج يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ط قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ج اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

খৃষ্টানরা বলে, মসীহ (ঈসা) আল্লাহ্‌র পুত্র।[১] এটা তাদের মুখের কথা। আগেকার কালের কাফেরদের মতো এদের কথা। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন। এরা কীভাবে সত্যবিমুখ হয়!

টীকা-১ : গোটা ইহুদী সম্প্রদায় হযরত উযাইর (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলতো না, বরং মদীনায় বসবাসকারী ইহুদীরাই তাকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলতো। এখানে তাদেরকে দোষারোপ করা হয়েছে।

٣١۔ اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ج وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

৩১. তারা (ইহুদীরা) আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিত ও (খৃষ্টানরা) সন্যাসীদেরকে নিজেদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মরিয়ম-পুত্র মসীহ্‌কেও।[১] তাদেরকে তো একমাত্র ইলাহ-এর ইবাদত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তারা যা কিছু শরীক করে তা থেকে তিনি পবিত্র, মহান।

টীকা-১ : সুবিখ্যাত দানবীর হাতেম তাঈ-এর পুত্র আদী (রা) ও তাদের গোত্র ছিলো খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলেন, আমরা তো আমাদের পাদ্রী-পুরোহিতদের রব হিসেবে গ্রহণ করিনি। তাহলে এ আয়াতের তাৎপর্য কি? তিনি বলেন, তারা যেসব জিনিসকে হালাল বলতো এবং যেসব জিনিসকে হারাম বলতো তোমরা নির্বিচারে সেগুলোকে সেভাবেই গ্রহণ করতে। একথা কি ঠিক নয়? তিনি বলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, এটিই হচ্ছে তাদেরকে রব বানিয়ে নেয়া।

ইসলামী ব্যবস্থায়ও যদি কোনো ব্যক্তি কুরআন-হাদীসের সনদ ব্যতীত কোনো কিছুকে হালাল-হারাম এবং অবশ্যই করণীয় ও বর্জনীয় ঘোষণা করে এবং তা যারা মেনে নিবে তাদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য।

٣٢۔ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ○

৩২. তারা তাদের মুখের ফুঁ দিয়ে আল্লাহ্‌র নূর (দীন ইসলাম)-কে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু কাফেররা অপছন্দ করা সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতা দান করবেনই।

٣٣۔ هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○

৩৩. তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন তাকে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

www.pathagar.com

٣٤. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

৩৪. হে ঈমানদারগণ! (ইহুদী) ধর্মীয় পণ্ডিত ও (খৃস্টান) সন্যাসীরা জনগণের ধনসম্পদ বাতিল পন্থায় ভোগদখল করে এবং (জনগণকে) আল্লাহ্‌র পথে (আসতে) বাধা দেয়। আর যারা সোনা-রূপা সঞ্চয় করে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে না আপনি তাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির দুঃসংবাদ দিন।

٣٥. يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ط هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ○

৩৫. সেই (কিয়ামতের) দিন সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তা দিয়ে তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে (এবং বলা হবে), তোমরা যা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে এগুলো তাই। অতএব তোমরা যা সঞ্চয় করতে (এখন) তার স্বাদ গ্রহণ করো।

٣٦. اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ج فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ ج وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ط وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○

৩৬. আল্লাহ যেদিন আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে তাঁর নিকট মাসসমূহের সংখ্যা বারো। এগুলোর মধ্যে চারটি হলো হারাম (নিষিদ্ধ) মাস। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত (প্রাকৃতিক) বিধান। অতএব এসব মাসে তোমরা নিজেদের উপর যুলুম করো না এবং সার্বিকভাবে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সার্বিকভাবে যুদ্ধ করে। আর তোমরা জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধর্মভীরুদের সাথে আছেন।

٣٧. اِنَّمَا النَّسِيْٓءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِئُوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ط زُيِّنَ لَهُمْ

৩৭. এই যে মাসকে (ইচ্ছামতো) আগে-পিছে হটিয়ে দেয়া কেবল অবাধ্যাচরণকেই বৃদ্ধি করে। এর দ্বারা কাফেররা পথভ্রষ্ট হয়। তারা (ইচ্ছামতো) একে (হারাম মাসকে) কোনো বছর হালাল করে এবং কোনো বছর হারাম করে, যাতে তারা আল্লাহ যেগুলোকে হারাম করেছেন সেগুলোর সংখ্যা পূর্ণ করতে পারে, আবার আল্লাহ যা হারাম করেছেন

www.pathagar.com

سُوْٓءُ اَعْمَالِهِمْ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

সেগুলোকে হালাল করতে পারে। তাদের নিকৃষ্ট কার্যকলাপসমূহ তাদের জন্য সৌন্দর্যময় করা হয়েছে। আল্লাহ অবাধ্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

٣٨. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ج فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ۝

৩৮. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হলো যে, তোমাদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় সামরিক অভিযানে রওয়ানা হও, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটি আঁকড়ে ধরো। তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছো? অথচ আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগবিলাস একেবারেই সামান্য।

টীকা : এখান (৩৮ নং আয়াত) থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত ভাষণটি তাবূক যুদ্ধকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে, যদিও মাঝে মাঝে প্রসঙ্গক্রমে অন্য আলোচনাও আছে। ৯ম হিজরী সনে এই যুদ্ধাভিযান পরিচালিত হয় সরাসরি মহানবী (স)-এর সেনাপতিত্বে (ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে বিস্তারিত দেখুন)।

'আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগবিলাস একেবারেই সামান্য', এর দু'টি অর্থ হতে পারে : (এক) আখেরাতের অনন্ত জীবনের ভোগবিলাস, সীমাহীন সুখ-শান্তি ও সৌন্দর্য দেখার পর তোমাদের মনে হবে পার্থিব জীবনের ভোগবিলাস, রাজত্ব, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, বাহাদুরী, সম্পদের বৈভব, সুযোগ-সুবিধার ছড়াছড়ি আখেরাতের তুলনায় কিছুই নয়। (দুই) পার্থিব জীবনের ঐসব কিছু আখেরাতে কোনো কাজে আসবে না। শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করার সাথে সাথে সব কিছুই হাতছাড়া হয়ে যাবে।

٣٩. اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৩৯. যদি তোমরা অভিযানে রওয়ানা না হও তবে তিনি তোমাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি দিবেন এবং ভিন্ন সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন আর তোমরা তাঁর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সব কিছুর উপর সর্বময় শক্তির অধিকারী।

٤٠. اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ج فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا

৪০. তোমরা যদি তাকে সাহায্য না করো তবে (জেনে রাখো) আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছেন, যখন (কুরাইশ) কাফেররা তাকে দেশছাড়া করেছিলো এবং তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা দু'জন পর্বতের গুহার মধ্যে ছিলেন, যখন তিনি তার সাথীকে বলেছিলেন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না, আল্লাহ অবশ্যই আমাদের সাথে আছেন।[১] অতএব আল্লাহ তার উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে সাহায্য করলেন এমন

www.pathagar.com

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

এক বাহিনী দ্বারা যাদের তোমরা দেখোনি। তিনি কাফেরদের বাক্যকে অবনত করে দিলেন। আর আল্লাহ্‌র বাণীই সমুন্নত এবং আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

টীকা-১ : এখানে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সময়কার ঘটনার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। মহানবী (স)-এর সাথে ছিলেন আবু বকর সিদ্দীক (রা)।

٤١۔ اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৪১. তোমরা হালকা বা ভারী যে কোনো (অস্ত্র সজ্জিত) অবস্থায় (তাবূক) যুদ্ধাভিযানে রওয়ানা হয়ে যাও এবং নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা অনুধাবন করো।

টীকা : এখানে মুসলিম সামরিক বাহিনীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। পরাশক্তির মারাত্মক মারণাস্ত্রের মোকাবিলায় তাদের কাছে অস্ত্রের প্রাচুর্য না থাকলেও ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া যাবে না। হাতে যা আছে তাই নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অস্ত্র উসীলামাত্র, বিজয় আল্লাহ্‌র মর্জির উপর নির্ভরশীল। "কতো ক্ষুদ্র দল কতো বিশাল বাহিনীকে আল্লাহ্‌র হুকুমে পরাভূত করেছে" (সূরা বাকারা : ২৪৯)।

٤٢۔ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ط وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِاسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ج يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ج وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝

৪২. অচিরেই লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে এবং সফরও সহজসাধ্য হলে তারা অবশ্যই আপনার অনুসরণ করতো। কিন্তু পথ ছিলো সুদীর্ঘ, তাদের নিকট সুকঠিন। অচিরেই তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে, সামর্থ্য থাকলে অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে রওয়ানা হতাম। তারা নিজেদের ধ্বংসসাধন করছে। আল্লাহ জানেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

٤٣۔ عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ج لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ○

৪৩. আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, কারা সত্যবাদী তা আপনার নিকট পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত এবং মিথ্যাবাদীদের সম্পর্কে অবহিত না হয়ে আপনি কেনো তাদেরকে (যুদ্ধযাত্রা থেকে) অব্যাহতি দিলেন?

٤٤۔ لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ○

৪৪. যারা আল্লাহ্‌র উপর ও আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে তারা নিজেদের জান-মাল দিয়ে জিহাদ করা থেকে আপনার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করবে না। আল্লাহ ধর্মভীরুদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

www.pathagar.com

৪৫. এমন লোকেরাই (মোনাফিকরা) কেবল আপনার নিকট (যুদ্ধে যোগদান থেকে) অব্যাহতি প্রার্থনা করবে যারা আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের উপর ঈমান আনে না এবং যাদের অন্তরসমূহ সন্দেহে ভুগছে। অতএব তারা তাদের সন্দেহ-সংশয়ে হাবুডুবু খেতে থাকবে।

٤٥. اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِىْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ○

৪৬. তারা যদি যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করতো তবে তার জন্য অবশ্যই প্রস্তুতি গ্রহণ করতো। কিন্তু আল্লাহ তাদের যুদ্ধযাত্রা অপছন্দ করেছেন, তাই তাদের বিরত রাখলেন এবং বলা হলো, তোমরা অলস-নিষ্ক্রিয় বসে থাকা লোকদের সাথে বসে থাকো।

٤٦. وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ○

৪৭. যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধযাত্রা করতো তবে তোমাদের মধ্যে বিভ্রান্তিরই বিস্তার ঘটাতো এবং তোমাদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পায়তাড়া করতো। তোমাদের মধ্যে তাদের কথায় কর্ণপাত করার মতো লোকও আছে। আল্লাহ যালেমদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

٤٧. لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَاَ اَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ج وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

৪৮. ইতিপূর্বেও তারা বিশৃংখলা সৃষ্টিতে তৎপর হয়েছিলো এবং আপনার কর্ম-পরিকল্পনা নস্যাত করতে চেয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত এদের অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও সত্য এসে গেলো এবং আল্লাহ্‌র হুকুম বিজয়ী হলো।

٤٨. لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ○

৪৯. ওদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে বিপদে ফেলবেন না। সাবধান! তারা তো বিপদে পড়েই আছে। নিশ্চয়ই জাহান্নাম তো কাফেরদের পরিবেষ্টন করেই রেখেছে।

٤٩. وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّىْ وَلَا تَفْتِنِّىْ ط اَلَا فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ط وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ○

৫০. আপনার কোনো কল্যাণ হলে তা তাদেরকে দুঃখ-ভারাক্রান্ত করে এবং আপনার কোনো বিপদ হলে তারা বলে, আমরা তো আগে থেকেই সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আর তারা আনন্দিত অবস্থায় ফিরে যায়।

٥٠. اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ج وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَآ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ ○

www.pathagar.com

৫১. আপনি বলুন, আল্লাহ যা আমাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন তা ব্যতীত অন্য কোনো বিপদ আমাদের উপর আসবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর ঈমানদারগণের তাঁর উপরই ভরসা করা উচিৎ।

٥١۔ قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ج هُوَ مَوْلٰنَا ج وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

৫২. আপনি বলুন, তোমরা মূলত আমাদের জন্য দু'টি কল্যাণের যে কোনো একটির অপেক্ষা করছো। আর আমরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি যে, আল্লাহ হয় তাঁর পক্ষ থেকে সরাসরি তোমাদের শাস্তি দিবেন অথবা আমাদের হাত দ্বারা (শাস্তি দিবেন)। অতএব তোমরা অপেক্ষায় থাকো, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষারত থাকলাম।

٥٢۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ط وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖٓ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ز فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ○

৫৩. আপনি বলুন, তোমরা স্বেচ্ছায় দান করো বা অনিচ্ছায়, তা কখনো তোমাদের থেকে কবুল করা হবে না। তোমরা তো একটি নাফরমান দল।

٥٣۔ قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ط اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○

৫৪. তাদের আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করতে এজন্যই নিষেধ করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, অলসতা সহকারে নামাযে উপস্থিত হয় এবং একান্ত অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থব্যয় করে।

٥٤۔ وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ○

৫৫. অতএব তাদের ধনবল ও জনশক্তি যেনো আপনাকে অবাক (প্রভাবিত) না করে। আল্লাহ তো এর দ্বারাই তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান এবং তাদের কুফরীতে লিপ্ত থাকা অবস্থায় তাদের প্রাণ বের হয়ে যাবে।

٥٥۔ فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ ط اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ○

৫৬. তারা আল্লাহ্‌র শপথ করে বলে যে, তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে আছে। আসলে তারা তোমাদের সাথে নেই। বস্তুত এরা একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী দল।

٥٦۔ وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ط وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ○

৫৭. তারা যদি কোনো আশ্রয়স্থল অথবা পাহাড়ের নিরাপদ গুহা অথবা মাথা গোঁজার কোনো ঠাই পেতো তবে অবশ্যই দ্রুত গতিতে সেদিকে পালাতো।

٥٧۔ لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ○

www.pathagar.com

৫৮. এদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা যাকাত বণ্টনে আপনাকে (পক্ষপাতিত্বের) দোষারোপ করে। তা থেকে তাদেরকে দেয়া হলে তারা খুশি হয় এবং তা থেকে কিছু না দেয়া হলে তারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়।

٥٨. وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ ج فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ○

৫৯. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা যদি সন্তুষ্ট হতো এবং বলতো, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট, অচিরেই আল্লাহ আমাদেরকে দান করবেন তাঁর দয়ার ভাণ্ডার থেকে এবং তাঁর রাসূলও। নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি আকৃষ্ট।

٥٩. وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗٓ لا اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ۝

৬০. নিশ্চয়ই এই সাদাকাত (যাকাত) নিঃসম্বল ব্যক্তি, অভাবগ্রস্ত, যাকাত সংশ্লিষ্ট কর্মচারী, যাদের মন জয় করা প্রয়োজন, দাসত্বমুক্তি, ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি, আল্লাহ্‌র রাস্তায় (জিহাদকারী) ও মুসাফিরদের প্রাপ্য। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফরযকৃত (সুনির্ধারিত)। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٦٠. اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

টীকা : নিঃসম্বল (ফকীর) ব্যক্তি হলো, নিজের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের জন্য যার কাছে অর্থকড়ি নেই, মানুষের কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়। অভাবগ্রস্ত (মিসকীন) ব্যক্তি হলো, যার কাছে প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদও নেই এবং স্বাভাবিক লজ্জাবোধের কারণে অপরের নিকট সাহায্যও চায় না অর্থাৎ গরীব ভদ্রলোক। রাসূলুল্লাহ (স) এই শেষোক্ত লোকদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে যাকাত দিতে বলেছেন। ভিন্নমতে ফকীর অর্থ দরিদ্র ভদ্রলোক এবং মিসকীন হলো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি যে অপরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে লজ্জাবোধ করে না। যাদের মন জয় করা প্রয়োজন, অর্থাৎ অমুসলিম ব্যক্তি যাকে দান-খয়রাত করলে ইসলাম গ্রহণের সমূহ আশা আছে অথবা তার শত্রুতার মাত্রা কমতে পারে। মুসাফির অর্থাৎ পর্যটক। পর্যটন ব্যাপদেশে যার পথখরচা শেষ হয়ে গেছে তাকেও যাকাতের ফাণ্ড থেকে সাহায্য করা যাবে।

৬১. ওদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, সে তো কানকথা শোনে। আপনি বলুন, সে কান তো তোমাদের কল্যাণের জন্য, তিনি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনেন, ঈমানদারগণকে বিশ্বাস করেন এবং তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তাদের জন্য করুণার পাত্র। আর যারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।

٦١. وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِىَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ط قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ط وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

www.pathagar.com

٦٢. يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ج وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○

৬২. তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে তারা তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে। তারা ঈমানদার হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ছিলেন অগ্রগণ্য যে, তারা তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করতো।

٦٣. اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ط ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ○

৬৩. তারা কি জানে না, যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তাতে সে স্থায়ী হবে? তা তো চরম লাঞ্ছনা।

٦٤. يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ ط قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ج اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ○

৬৪. মোনাফিকরা ভয় করে যে, তাদের অন্তরের ভেদ ঈমানদারগণের কাছে প্রকাশ করে দেয়ার মতো কোনো সূরা তাদের উপর নাযিল হয় কিনা। আপনি বলুন, তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকো। তোমরা যার আশঙ্কা করো নিশ্চয়ই আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিবেন।

٦٥. وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ط قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ○

৬৫. আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন তবে তারা অবশ্যই বলবে, আমরা তো অলস কথাবার্তা বলছিলাম ও রসিকতা করছিলাম। আপনি জিজ্ঞেস করুন, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর বাণী ও তাঁর রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলে?

٦٦. لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ط اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً م بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ۝

৬৬. তোমরা ছলনা করো না, তোমরা তোমাদের ঈমান আনার পর কুফরী করেছো। আমি যদি তোমাদের কোনো দলকে ক্ষমা করি, তবে অন্য দলকে শাস্তি দিবো। কারণ তারা নিশ্চয়ই অপরাধী।

٦٧. اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ م يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ط نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ط اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

৬৭. মোনাফিক পুরুষরা ও মোনাফিক নারীরা পরস্পরের সহযোগী। এরা অসৎ কাজের নির্দেশ দেয়, সৎকাজে বাধা দেয় এবং নিজেদের হাত রুদ্ধ করে রাখে। এরা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে এবং আল্লাহ্‌ও এদের ভুলে গেছেন। মোনাফিকরা অবশ্যই দুষ্কর্মপরায়ণ।

www.pathagar.com

৬৮. আল্লাহ মোনাফিক পুরুষ ও মোনাফিক নারী এবং কাফেরদেরকে জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এটাই ওদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ ওদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। এদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।

٦٨. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط هِيَ حَسْبُهُمْ ج وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝

৬৯. তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ, তারা ছিলো তোমাদের তুলনায় অধিক শক্তিমান এবং প্রাচুর্যে ও জনসংখ্যায় সমৃদ্ধ। তারা তাদের অংশ ভোগ করেছে এবং তোমরা তোমাদের অংশ ভোগ করেছো, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের অংশ ভোগ করেছে। তারা যেমন অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত ছিলো, তোমরাও সেরূপ অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত রয়েছো। তাদের যাবতীয় কার্যকলাপই দুনিয়াতে ও আখেরাতে নিষ্ফল হয়েছে এবং তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

٦٩. كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالاً وَّاَوْلَادًا ط فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ط اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ج وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

৭০. তাদের নিকট কি তাদের পূর্বকালের নূহ, আদ ও ছামূদ জাতির এবং ইবরাহীমের জনগোষ্ঠীর, মাদয়ান অঞ্চলের ও বিধ্বস্ত জনপদের বাসিন্দাদের খবর পৌছেনি? তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ এসেছিলেন। আল্লাহ তাদের প্রতি যুলুমকারী ছিলেন না, বরং তারাই নিজেদের উপর যুলুম করেছিলো।

٧٠. اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ لا وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ط اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ج فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

৭১. ঈমানদার নারীগণ ও ঈমানদার পুরুষগণ পরস্পরের সহযোগী-পৃষ্ঠপোষক। তারা সৎকাজের আদেশ দেয়, নিষিদ্ধ কর্মে বাধা দেয়, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকেই আল্লাহ দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٧١. وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ م يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

www.pathagar.com

৭২. আল্লাহ ঈমানদার পুরুষগণকে ও ঈমানদার নারীগণকে জান্নাত দানের ওয়াদা করেছেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। তারা সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে এবং আদন জান্নাতের উত্তম বাসস্থানসমূহেও। আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এটাই মহাসাফল্য।

٧٢. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

৭৩. হে নবী! কাফেরদের ও মোনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। জাহান্নাম হলো এদের বাসস্থান এবং কতো নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

٧٣. يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

৭৪. এরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যে, এরা বলেনি। অথচ তারা অবশ্যই কুফরী কথা বলেছে, নিজেদের ইসলাম গ্রহণের পর অবাধ্যাচরণ করেছে এবং যে সংকল্প করেছিলো (রাসূলকে হত্যা করার) তা বাস্তবায়িত করতে পারেনি। নিজ দয়ায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন বলেই তারা প্রতিশোধপরায়ণ হয়েছে। তারা যদি অনুতপ্ত হয় তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আর যদি তারা পিছনে ফিরে যায় তবে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্মান্তিক শাস্তি দিবেন। পৃথিবীর বুকে না তাদের কোনো অভিভাবক থাকবে, না কোনো সাহায্যকারী।

٧٤. يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ط وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ج وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ج فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ج وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ج وَمَا لَهُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

টীকা : 'এরা বলেনি' অর্থাৎ মোনাফিকরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত দৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য করেছিল। তা তাঁর কানে এলে তিনি তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। তারা তা জোরালোভাবে অস্বীকার করে। এই প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়। এ আয়াত থেকে আরো জানা গেলো যে, মহানবী (স)-এর মুসলমান নামধারী সমালোচনাকারী ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।

দশ-বারোজন মোনাফিক অতর্কিতে হামলা করে রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। তিনি ওহীর মাধ্যমে তা অবহিত হয়ে সতর্ক হয়ে যান। আয়াতে সেদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

'আল্লাহ নিজ দয়ায়... অভাবমুক্ত করেছেন' অর্থাৎ মদীনা ইসলামী দাওয়াতের কেন্দ্রে পরিণত হওয়ায় এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করে এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে। তাতে মোনাফিকরাও প্রচুর লাভবান হয়। আয়াতে সেদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৭৫. তাদের মধ্যে কেউ কেউ অংগীকার করেছিলো, 'আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহের ভাণ্ডার থেকে আমাদের দান করলে আমরা অবশ্যই দান-খয়রাত করবো এবং নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবো'।

৭৫. وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

৭৬. তিনি যখন তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহের ভাণ্ডার থেকে দান করলেন তখন তারা তাতে কৃপণতা করলো এবং বিরুদ্ধবাদী হয়ে পিছনে ফিরে গেলো।

৭৬. فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

৭৭. তারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতির বরখেলাফ করার কারণে এবং তাদের মিথ্যাচারের পরিণামে তিনি তাদের অন্তরে মোনাফিকী ঢুকিয়ে দিয়েছেন তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাতের (কিয়ামত) দিন পর্যন্ত।

৭৭. فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ○

৭৮. তারা কি জানতো না যে, আল্লাহ তাদের গোপন পরিকল্পনা ও গোপন পরামর্শ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত এবং আল্লাহ তো সকল অদৃশ্য বিষয়ের মহাজ্ঞানী ?

৭৮. اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ۝

৭৯. ঈমানদেরগণের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় দান-খয়রাত করে এবং যারা (দান করার জন্য) কায়িক শ্রম ব্যতীত কিছুই পায় না তাদের (দানকে) যারা সমালোচনা করে ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে আল্লাহ এদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন এবং এদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।

৭৯. اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ط سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ز وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৮০. আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা ক্ষমা প্রার্থনা না করুন, আপনি যদি সত্তরবারও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, আল্লাহ কখনো তাদের ক্ষমা করবেন না। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। আর আল্লাহ পাপাত্মা সম্প্রদায়কে সৎপথ দেখান না।

৮০. اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

৮১. (তাবূক যুদ্ধে যোগদান না করে) নিজেদের বাড়ি-ঘরে অবস্থানকারীরা আল্লাহ্‌র রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে পিছনে নিষ্ক্রিয় থেকে

৮১. فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا

www.pathagar.com

بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ ط قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ط لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ○

যাওয়াতেই আনন্দবোধ করলো এবং নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করাকে অপছন্দ করলো আর (অন্যদের) বললো, তোমরা এই গরমের মধ্যে যুদ্ধে যেও না। আপনি বলুন, জাহান্নামের আগুন তো প্রচণ্ড গরম, যদি তারা উপলব্ধি করতো!

٨٢. فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ج جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

৮২. অতএব তারা যেনো কিছুটা হেসে নেয় এবং তারা তাদের উপার্জিত কৃতকর্মের পরিণতিতে প্রচুর কাঁদবে।

٨٣. فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِىَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِىَ عَدُوًّا ط اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ○

৮৩. আল্লাহ যদি আপনাকে তাদের কোনো দলের নিকট ফিরিয়ে আনেন এবং তারা যুদ্ধাভিযানে যাওয়ার জন্য আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে তবে আপনি বলুন, তোমরা কখনো আমার সাথে রওয়ানাও হবে না এবং আমার সাথে কখনো শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করবে না। নিশ্চয়ই তোমরা প্রথমবার বাড়ি-ঘরে অবস্থান করাকেই পছন্দ করেছিলে। অতএব তোমরা পিছনে নিষ্ক্রিয় থেকে যাওয়া লোকদের সাথেই বসে থাকো।

٨٤. وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ط اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

৮৪. এদের মধ্যকার কেউ মারা গেলে আপনি কখনো তার জানাযার নামাযও পড়বেন না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না। নিশ্চয়ই এরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং পাপাচারী অবস্থায় মারা গেছে।

٨٥. وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ط اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ○

৮৫. তাদের নিজস্ব সম্পদ ও জনশক্তি যেনো আপনাকে প্রভাবিত না করে। আল্লাহ তো এসবের দ্বারাই তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতে চান এবং কাফের অবস্থায় এদের জানগুলো বের হয়ে যাক।

٨٦. وَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ○

৮৬. যখন কোনো সূরা নাযিল হয় যে, তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনো এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ করো, তখন এদের মধ্যকার সচ্ছল লোকেরা আপনার নিকট (যুদ্ধযাত্রা থেকে) অব্যাহতি লাভের প্রার্থনা করবে এবং বলবে, আমাদের বাদ দিন, আমরা নিষ্ক্রিয় বসে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে চাই।

www.pathagar.com

৮৭. এরা পিছনে নিষ্ক্রিয় থেকে যাওয়া লোকদের সাথে অবস্থান করাকেই পছন্দ করেছে এবং এদের অন্তরসমূহ সীলমোহর করে দেয়া হয়েছে, ফলে তারা উপলব্ধি করতে পারে না।

৮৭. رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ○

৮৮. কিন্তু এই রাসূল ও তার সাথের ঈমানদারগণ নিজেদের জান-মাল দিয়ে জিহাদ করেছেন। তাদের জন্যই রয়েছে কল্যাণের প্রাচুর্য এবং তারাই সাফল্যমণ্ডিত।

৮৮. لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ط وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ز وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

৮৯. আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তারা সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হবে। এ এক মহাসাফল্য।

৮৯. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞

৯০. বেদুইনদের মধ্যকার কিছু লোক ওজর পেশ করে (যুদ্ধে যাওয়া থেকে) অব্যাহতি লাভের প্রার্থনা নিয়ে এলো এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা বলেছিলো তারা (নিজ নিজ আবাসে) নিষ্ক্রিয় বসে থাকলো। তাদের মধ্যকার যেসব লোক বিরুদ্ধাচরণ করেছে অচিরেই তারা মর্মান্তিক শাস্তি ভোগ করবে।

৯০. وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৯১. (শারীরিকভাবে) দুর্বল, রোগাক্রান্ত ও (যুদ্ধের) ব্যয়ভার বহনে অক্ষম লোকজনের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই– যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তাদের নিখাদ ধর্মানুরাগ থাকে। যারা মূলতই সৎকর্মপরায়ণ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো পথ নেই। আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯১. لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ط مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

৯২. তাদের বিরুদ্ধেও কোনো অভিযোগ নেই যারা আপনার নিকট যানবাহনের জন্য আসলে আপনি বললেন, তোমাদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করে দেয়ার কোনো উপায় আমি দেখতে পাচ্ছি না। তারা (যুদ্ধের জন্য) অর্থব্যয়ে অসমর্থ

৯২. وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ص تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ

www.pathagar.com

الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿٩٢﴾

হওয়ার কারণে দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলো।

٩٣۔ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَآءُ ج رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ ز وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৯৩. যারা সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও (যুদ্ধে যোগদান থেকে) অব্যাহতি প্রার্থনা করে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই অভিযোগ আছে। তারা পিছনে থেকে যাওয়া লোকজনের সাথে নিষ্ক্রিয় অবস্থান করাকেই পছন্দ করেছে। আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহ সীলমোহর করে দিয়েছেন, ফলে তারা অনুধাবন করছে না।

পারা-১১

٩٤۔ يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ط قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ط وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৯৪. (যুদ্ধশেষে) তোমরা যখন তাদের নিকট ফিরে আসবে তখন তারা তোমাদের নিকট অজুহাত পেশ করবে। আপনি বলুন, তোমরা অজুহাত পেশ করো না। আমরা তোমাদের মোটেই বিশ্বাস করি না। আল্লাহ অবশ্যই আমাদেরকে তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। অচিরেই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলও তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন। অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের মহাজ্ঞানীর নিকট এবং তখন তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

٩٥۔ سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ط فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ط اِنَّهُمْ رِجْسٌ ز وَّمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ج جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

৯৫. তোমরা তাদের নিকট ফিরে এলে তারা তোমাদের সামনে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও। অতএব তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করো। নিশ্চয়ই তারা নাপাক, ঘৃণ্য। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। তা তাদের কৃত উপার্জনের ফল।

٩٦۔ يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ج فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ○

৯৬. তারা তোমাদের সামনে শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও। তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও কিন্তু আল্লাহ পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতি মোটেই সন্তুষ্ট হবেন না।

www.pathagar.com

٩٧. اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৯৭. বেদুইনরা অবাধ্যাচরণ ও মোনাফিকীতে খুবই কঠোর, নিকৃষ্ট এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলের নিকট যা নাযিল করেছেন তার সীমারেখা সম্পর্কে সর্বাধিক অজ্ঞ। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٩٨. وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ط عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

৯৮. আবার কোনো কোনো বেদুইন (আল্লাহর পথে) নিজেদের ধন-সম্পদ খরচ করাকে জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের উপর বিপদ-দুর্বিপাক আসার অপেক্ষায় থাকে। বিপদ-দুর্বিপাক তো ওদের উপরই আসবে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

٩٩. وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ط اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ط سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৯৯. বেদুইনদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমানদার এবং সে যে ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য এবং রাসূলের দোয়া লাভের উপায় মনে করে। শোনো! তা অবশ্যই তাদের জন্য নৈকট্য লাভের উপায়। অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহের ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٠٠. وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ لا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

১০০. মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা সর্বাগ্রগণ্য এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য নির্মাণ করেছেন জান্নাত, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে। তা এক মহাসাফল্য।

١٠١. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ط وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قف مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ قف لَا تَعْلَمُهُمْ ط نَحْنُ

১০১. তোমাদের চারপাশে বসবাসকারী বেদুইনদের মধ্যে কতক মোনাফিকও আছে এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও। তারা মোনাফিকীতে অনঢ়। আপনি তাদের সম্পর্কে অবহিত নন, আমি

www.pathagar.com

نَعْلَمُهُمْ ط سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ۝

তাদেরকে জানি। অচিরেই আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দিবো, অতঃপর তারা ভয়ংকর শাস্তিতে নিপতিত হবে।

١٠٢۔ وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ط عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১০২. আর কিছু লোক নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা একটি সৎকাজ ও একটি অসৎ কাজ মিশ্রিত করেছে। শীঘ্রই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

টীকা : আকাবার শপথে অংশগ্রহণকারী এবং আস-সাবিকূন আল-আওয়ালূন-এর অন্তর্ভুক্ত সাহাবী আবু লুবাবা ইবনুল মুনযির (রা) ও তাঁর ছয় জন সঙ্গীর ব্যাপারে আয়াত কয়টি নাযিল হয়েছে। তাঁরা কোনো কারণ ছাড়াই তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি এবং অকপটে অপরাধ স্বীকার করেন এবং নিজেদেরকে মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে বেঁধে রাখেন। আয়াতে তাদের ক্ষমার কথা বলা হয়েছে।

١٠٣۔ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

১০৩. আপনি তাদের মাল থেকে দান-খয়রাত গ্রহণ করুন, এর দ্বারা তাদের পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবেন এবং তাদেরকে দোয়া করবেন। নিশ্চয়ই আপনার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

١٠٤۔ اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

১০৪. তারা কি জানে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং দান-খয়রাত গ্রহণ করেন? আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

١٠٥۔ وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

১০৫. আর আপনি বলুন, তোমরা (মোনাফিকরা) কাজ করো, আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণ তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন। অচিরেই তোমরা গোপন-প্রকাশ্যের মহাজ্ঞানীর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। তখন তিনি তোমাদের অবগত করবেন যা কিছু তোমরা করতে।

١٠٦۔ وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

১০৬. অপর কতক ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ্‌র নির্দেশের অপেক্ষায় সিদ্ধান্ত স্থগিত রয়েছে। তিনি হয় তাদের শাস্তি দিবেন অথবা তাদের তওবা কবুল করবেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

www.pathagar.com

১০৭. অপরদিকে যারা (মুসলিম সমাজের) ক্ষতিসাধন, অবাধ্যাচরণ ও ঈমানদারগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং ইতিপূর্বে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের গোপন ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের জন্য মসজিদ নির্মাণ করেছে তারা অবশ্যই শপথ করে বলবে, আমরা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই তা নির্মাণ করেছি। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

١٠٧۔ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ط وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّا الْحُسْنٰى ط وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

টীকা : রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে মদীনার খাযরাজ গোত্রে আবু আমের নামের এক নেতৃস্থানীয় ও প্রভাবশালী খৃষ্টান পাদ্রী ছিলো। মহানবী (স)-এর উপস্থিতিতে তার প্রতিপত্তি হ্রাস পেতে থাকে। এ কারণে সে কুরাইশ মুশরিকদেরকে মদীনা আক্রমণে উস্কানি দিতে থাকে। বদর যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজয়ের পর তার অপতৎপরতা আরো বৃদ্ধি পায় এবং উহুদ, খন্দক ও হুনাইনসহ সবগুলো যুদ্ধের পেছনে তার সক্রিয় ইন্ধন ছিলো। হেজাজ ভূমি থেকে পৌত্তলিকতার উৎখাত হলে সে আরবদেশ ত্যাগ করে রোম (বায়যানটাইন) সাম্রাজ্যে চলে যায় এবং সেখানে রোম-সম্রাট কায়সার (সিজার)-কে মহানবী (স)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের উস্কানি দিতে থাকে। এর ফলে তাবূক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

আবু আমেরের অপতৎপরতার সাথে যুক্ত হয় মুসলমান নামধারী একদল মোনাফেক। মদীনায় তখন দু'টি প্রসিদ্ধ মসজিদ ছিলো : মসজিদে নববী (শহরে) এবং মসজিদে কুবা (শহরের উপকণ্ঠে)। ষড়যন্ত্রকারীরা ইবাদতের ছদ্মাবরণে তাদের অপতৎপরতা চালানোর জন্য আরেকটি মসজিদ নির্মাণের কাজ হাতে নেয় এবং নবী (স)-কে নামায পড়ার মাধ্যমে তা উদ্বোধন করার জন্য অনুরোধ করে। আল্লাহ তায়ালা সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো নাযিল করে তাদের মুখোশ উন্মোচিত করেন এবং দালানটির নাম রাখেন মসজিদে দিরার (ক্ষতিকর মসজিদ)। সাথে সাথে নবী (স)-কে এখানে নামায পড়তে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়। মদীনার উপকণ্ঠে এর ধ্বংসাবশেষ বর্তমানেও বিদ্যমান আছে (তাফসীরের কিতাবসমূহে বিস্তারিত দেখুন)।

১০৮. আপনি কখনো সেই মসজিদে দাঁড়াবেন না (নামায পড়বেন না)। যে মসজিদটির ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই আল্লাহভীতির উপর স্থাপিত সেই মসজিদই (মসজিদে কুবা অথবা মসজিদে নববী) আপনার দাঁড়ানোর জন্য অগ্রগণ্য। সেই মসজিদে এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন পছন্দ করে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের পছন্দ করেন।

١٠٨۔ لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ط لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ط فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ○

১০৯. যে ব্যক্তি তার ঘরের ভিত রেখেছে আল্লাহ্‌র ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টির উপর সে উত্তম না এমন ব্যক্তি উত্তম যে তার ঘরের ভিত রেখেছে গর্তের ধ্বংসন্মুখ কিনারায়, যা তাকে নিয়ে দোযখের আগুনে পতিত হয়? আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

١٠٩۔ اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

www.pathagar.com

১১০. তাদের নির্মিত ঘরটি তাদের মনের মধ্যে সদা সন্দেহের উদ্রেক করতে থাকবে যাবত না তাদের অন্তরসমূহ খান খান হয়ে যায়। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

١١٠. لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِيْ بَنَوْا رِيْبَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّآ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝١١٠

১১১. নিশ্চয়ই আল্লাহ ঈমানদারগণের জান-মাল তাদেরকে জান্নাত দেয়ার বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংগ্রাম করে, (শত্রুকে) হত্যা করে ও (নিজেরাও) নিহত হয়। তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে এজন্য যথার্থ প্রতিশ্রুতি রয়েছে। প্রতিশ্রুতি পালনে আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ আর কে আছে! অতএব তোমরা (ঈমানদারগণ) যে পণ্য (জান্নাত) ক্রয় করেছো সেই পণ্যের জন্য আনন্দিত হও। এতো মহাসাফল্য।

١١١. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ قف وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ط وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ط وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝١١١

টীকা : আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার মুসলমানদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন এবং এর বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাত দান করবেন বলে পাকাপোক্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এখন তাদের জান ও মালের মালিক হলেন আল্লাহ। আল্লাহ্‌র মর্জি মোতাবেক এই জান ও মাল তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধে খরচ করবে। এটাই তাঁর পক্ষ থেকে চাপানো বান্দার কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন করলেই সে মহাসাফল্য লাভ করতে পারবে। আর এই জান ও মাল আল্লাহ্‌র পথ ছাড়া ভিন্ন পথে বা পন্থায় খরচ করলে তাকে তার বিনিময় (জান্নাত) থেকে বঞ্চিত হতে হবে। পরের (১১২) আয়াতে জান-মাল বিক্রয়কারীদের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

বর্তমান কালে বিদ্যমান বিকৃত তাওরাতে উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি খুঁজে পাওয়া যায় না, এমনকি মৃত্যুর পরবর্তী জীবন, শেষ বিচারের দিন এবং আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তির ধারণাও তাতে অনুপস্থিত। এটা ইহুদী পণ্ডিতদের হাতে তাওরাত বিকৃত হওয়ার একটি আলামত। অবশ্য ইনজীল কিতাবে (মথি, ৫ : ১০; ১০ : ৩৯ ও ১৯ : ২৯ শ্লোকে) একথা বিদ্যমান আছে।

১১২. এরা তওবাকারী, ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী, রোযা পালনকারী (অথবা আল্লাহ্‌র রাস্তায় সফরকারী), রুকূ'কারী, সিজদাকারী, সত্য-ন্যায়ের আদেশ দানকারী, অন্যায়ের প্রতিরোধকারী এবং আল্লাহ্‌ নির্ধারিত সীমারেখাসমূহের হেফাজতকারী। আপনি ঈমানদারগণকে সুসংবাদ দিন।

١١٢. اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١١٢

১১৩. মুশরিকরা নিকটাত্মীয় হলেও তাদের জন্য

١١٣. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ

www.pathagar.com

يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

নবী ও ঈমানদারগণের ক্ষমা প্রার্থনা করা মোটেই উচিৎ নয়– এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, তারা দোযখের অধিবাসী।

١١٤. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ج فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ط اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ

১১৪. ইবরাহীম তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন একটি প্রতিশ্রুতির কারণে, যা তিনি বিশেষভাবে তার সাথে করেছিলেন। কিন্তু যখন তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, সে আল্লাহ্‌র দুশমন, তখন তিনি তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন। নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন বড়োই নরমদিল ও সহনশীল।

টীকা : কেবলমাত্র মুসলমানের জন্যই ক্ষমাপ্রার্থনার দু'আ করা জায়েয, সে যতো বড়ো পাপীই হোক, স্বৈরাচারী যালেম হোক। কিন্তু মৃত কাফের ব্যক্তির জন্য কোনো অবস্থায়ই ক্ষমাপ্রার্থনা করা জায়েয নয়, সম্পূর্ণ হারাম। তবে প্রতিবেশী হিসেবে তার আত্মীয়-স্বজনের সামনে সমবেদনা প্রকাশ করতে হবে, শান্ত্বনা দিতে হবে, প্রয়োজনবোধে আহারাদি পাঠাতে হবে এবং জীবিতদের জন্য ঈমান নসীব হওয়ার দু'আ করতে হবে (মনে মনে)।

١١٥. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًاۢ بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ط اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

১১৫. আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়কে সৎপথে আনার পর তাদেরকে বিপথগামী করেন না– তাদেরকে কি বিষয়ে তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে তা বিস্তারিতভাবে বলে না দেয়া পর্যন্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

١١٦. اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ط وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

১১৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের জন্য অন্য কোনো অভিভাবকও নেই, সাহায্যকারীও নেই।

١١٧. لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ط اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

১১৭. আল্লাহ নবীর প্রতি এবং মুহাজিরগণ ও আনসারগণের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হলেন, যারা নবীর আনুগত্য করেছিল (তাবূকের) সংকটময় পরিস্থিতিতে, এমনকি তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তরসমূহ বেঁকে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো, অতঃপর তিনি তাদের তওবা কবুল করলেন। তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল, পরম করুণাময়।

www.pathagar.com

١١٨. وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ط حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ط ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

১১৮. আর (তাবূক যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা) সেই তিন ব্যক্তির বিষয় যা মুলতবি রাখা হয়েছিলো, পৃথিবী সুবিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিলো, তাদের জীবনটাও তাদের জন্য দুর্বিসহ হয়ে পড়েছিলো এবং তারা উপলব্ধি করেছিলো যে, আল্লাহ থেকে (রক্ষার) তিনি ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই, অতঃপর তিনি তাদের প্রতি সদয় হলেন, যাতে তারা (ভবিষ্যতেও) তওবা করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পর্যাপ্তভাবে তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

টীকা : কা'ব ইবনে মালেক (রা), হেলাল ইবনে উমায়্যা (রা) ও মুরারাহ ইবনুর রবী' (রা) এই তিনজন সাহাবী কোনোরূপ অসুবিধা ছাড়াই তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় ফিরে এলে তাঁরা কোনোরূপ প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে সত্য কথা বলেন। তিনি তাদের বিষয়টি স্থগিত রাখেন এবং জনসাধারণকে তাদের সাথে কোনোরূপ মেলামেশা ও সামাজিক লেনদেন করতে নিষেধ করে দেন। পঞ্চাশ দিন পর আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্ষমা ঘোষণা করে সংশ্লিষ্ট আয়াত নাযিল করেন (তাফসীরের কিতাবে বিস্তারিত দেখুন)।

١١٩. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

১১৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

١٢٠. مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَئُوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

১২০. মদীনাবাসী ও তার আশপাশের বেদুইনদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের সঙ্গ ত্যাগ করে পিছনে থেকে যাওয়া এবং তার জীবনের চেয়ে নিজেদের জীবনকে অধিক প্রিয় মনে করা সংগত নয়। কারণ আল্লাহ্‌র রাস্তায় তারা যে পানির পিপাসা, শ্রান্তি-ক্লান্তি ও অনাহার-দুর্ভিক্ষের শিকার হয়, কাফেরদের ক্রোধান্বিত করার মতো যেসব পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করে এবং তাদের শত্রুদের থেকে (যুদ্ধবন্দী, গনীমত, বিজয় ইত্যাদি) যা কিছু তারা লাভ করে তার সবই তাদের জন্য সৎকাজ হিসেবে (তাদের আমলনামায়) লিপিবদ্ধ করা হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণ লোকদের প্রাপ্য পুরস্কার বিনষ্ট করেন না।

www.pathagar.com

١٢١. وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১২১. আর তারা পরিমাণে অল্প বা বেশি যা-ই (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) ব্যয় করে এবং যতো মাঠ-ঘাট অতিক্রম করে তার সবই তাদের নামে (আমলনামায়) লিখে রাখা হয়, যাতে আল্লাহ তাদের কাজকর্মের তুলনায় অধিক উত্তম পুরস্কার তাদেরকে দান করতে পারেন।

١٢٢. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ط فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ۝

১২২. ঈমানদারগণের সকলের একসঙ্গে যুদ্ধাভিযানে যাত্রা করা উচিৎ নয়। অতএব তাদের প্রতিটি দল থেকে একটি অংশ কেনো যুদ্ধযাত্রা করে না? যাতে তারা পিছনে থেকে যাওয়া অংশ দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং তাদের (অভিযানে যাওয়া) অংশ তাদের নিকট ফিরে এলে তারা তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, তাতে তারা সতর্কতা অবলম্বন করবে।

١٢٣. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ط وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○

১২৩. হে ঈমানদারগণ! কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটস্থ এলাকায় বসবাস করে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো এবং তারা যেনো তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর তোমরা জেনে রাখো! নিশ্চয়ই আল্লাহ ধার্মিক লোকদের সাথে আছেন।

١٢٤. وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا ج فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ○

১২৪. আর যখনই কোনো সূরা নাযিল হয় তখন তাদের মধ্যকার কোনো কোনো মোনাফিক বলে, এ সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বৃদ্ধি করলো? যারা ঈমান এনেছে তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়।

١٢٥. وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ○

১২৫. আর যাদের অন্তর (কপটতার) রোগে আক্রান্ত এ সূরা তাদের (অন্তরের) মলিনতার সাথে আরো মলিনতা (পাপ) যোগ করে এবং তাদের মৃত্যু হয় কাফের অবস্থায়।

١٢٦. اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِىْ كُلِّ

১২৬. তারা (মোনাফিকরা) কি দেখে না যে,

www.pathagar.com

عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

তারা প্রতি বছর একবার বা দু'বার বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছে? তারপরও তারা অনুতপ্ত হয় না এবং উপদেশও গ্রহণ করে না।

١٢٧۔ وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ط هَلْ يَرٰكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا ط صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ○

১২৭. যখনই কোনো সূরা নাযিল করা হয় তখন তারা পরস্পরের প্রতি তাকায় (এবং ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে), কোনো মুসলমান তোমাদের দেখছে না তো? অতঃপর তারা কেটে পড়ে। আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহকে সত্যবিমুখ করে দিয়েছেন। কারণ তারা এক উপলব্ধিহীন সম্প্রদায়।

١٢٨۔ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

১২৮. তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল এসেছেন। যা তোমাদের বিপদগ্রস্ত করে তা তার জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, ঈমানদারগণের প্রতি স্নেহশীল ও পরম দয়ালু।

١٢٩۔ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ز لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝

১২৯. এরপরও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে চলে যায় তবে আপনি বলুন, আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তাঁর উপর ভরসা করলাম এবং তিনি মহান আরশের অধিপতি।

টীকা : আবু দারদা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ. সাতবার করে সত্যিকারভাবে অথবা এমনিই পাঠ করবে আল্লাহ তার দুশ্চিন্তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট হবেন" (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ১০০, নং ৫০৮১)।

মহানবীর (স) মহাবাণী

আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ قَاتَلَ حَتّٰى تَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا (اَعْلٰى) فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বাণীকে সমুন্নত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করে সে-ই মহামহিমাময় আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে" (সুনান আবু দাউদ, জিহাদ, বাব ২৫, নং ২৫১৭; বুখারী, মুসলিম, ১৯০৪, তিরমিযী ১৬৪৬, ইব্‌নে মাজা, ২৭৮৩)

www.pathagar.com

১০. সূরা ইউনুস (৫১) ١٠. سُوْرَةُ يُوْنُسَ

আয়াত : ১০৯; রুকূ' : ১১; মাক্কী اٰيَاتُهَا : ١٠٩، رُكُوْعٌ : ١١، مَكِّيَّةٌ

সূরাটি মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে। মতান্তরে এর কিছু আয়াত মদীনায় নাযিল হয়েছে। এর নাযিলের নির্দিষ্ট কালটি হাদীস বা ইতিহাসের কিতাবে উল্লেখ নেই। তবে বিষয়বস্তু ও বক্তব্যের ধরন থেকে মনে হয় সূরাটি মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়ে থাকবে। এই সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াতী কাজ প্রবলভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল এবং কাফেররা তাদের সমাজে তাঁর উপস্থিতি কোনোভাবেই বরদাশত করতে পারছিল না।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-রা। এগুলো মহাপ্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাবের বাণী।

١. الٓرٰ ۣ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ○

২. মানুষের জন্য এটা কি আশ্চর্যজনক বিষয় যে, আমি তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির নিকট ওহী পাঠিয়েছি এজন্য যে, আপনি মানুষকে সতর্ক করুন এবং ঈমানদারগণকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট রয়েছে মহামর্যাদা! কাফেররা বলে, এ যে এক সুস্পষ্ট যাদুকর!

٢. اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ○

৩. নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু আল্লাহ, যিনি ছয় দিনে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর পূর্বানুমতি লাভ করার পরই কেউ সুপারিশ করতে পারবে। ইনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রভু। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত করো। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?

٣. اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ط مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ط اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

৪. তাঁর কাছেই তোমাদের সকলের ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। তিনিই সৃষ্টিকে প্রথম অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর তিনিই পুনর্বার সৃষ্টি করবেন– যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদেরকে ইসাফের সাথে পুরস্কৃত করার জন্য এবং যারা কাফের হয়েছে তাদের অবাধ্যাচরণের কারণে তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত গরম পানীয় এবং মর্মান্তিক শাস্তি।

٤. اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ط وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ط اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ○

www.pathagar.com

৫. তিনিই সূর্যকে করেছেন জ্যোতির্ময়, চাঁদকে করেছেন স্নিগ্ধ আলোকময় এবং চাঁদের জন্য কয়েকটি মনযিল (তিথি) নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পারো। আল্লাহ এগুলো যথার্থভাবেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করেন।

٥۔ هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِیْنَ وَالْحِسَابَ ط مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ج یُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ ○

৬. নিশ্চয়ই রাত-দিনের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে ধর্মপরায়ণ লোকদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

٦۔ اِنَّ فِی اخْتِلَافِ الَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَّقُوْنَ ○

৭. যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা করে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই আনন্দিত এবং তাতেই প্রশান্তি লাভ করে এবং যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি উদাসীন–

٧۔ اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنْ اٰیٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ⑦

৮. তাদের বাসস্থান হলো দোযখ, তাদের কৃত উপার্জনের প্রতিদানস্বরূপ।

٨۔ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ○

৯. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদেরকে তাদের প্রতিপালক তাদের ঈমানের বদৌলতে সৎপথে পরিচালিত করবেন। জান্নাতুন-নাঈমে তাদের তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে।

٩۔ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ یَهْدِیْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِیْمَانِهِمْ ج تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِیْ جَنّٰتِ النَّعِیْمِ ○

১০. সেখানে তাদের কলরব হবে, হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র মহান। আর সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম (শান্তি) এবং শেষ দোয়া হবে, বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য সমস্ত প্রশংসা।

١٠۔ دَعْوٰهُمْ فِیْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِیَّتُهُمْ فِیْهَا سَلٰمٌ ج وَاٰخِرُ دَعْوٰهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ⑩

১১. আল্লাহ যদি মানুষের কাছে তাদের ক্ষতিকে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিতেন, যেমন তাড়াতাড়ি তারা তাদের উপকার লাভ করতে চায়, তাহলে

١١۔ وَلَوْ یُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَیْرِ لَقُضِیَ اِلَیْهِمْ

www.pathagar.com

أَجَلُهُمْ ط فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

অবশ্যই তাদের মৃত্যু ঘটতো। অতএব যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না আমি তাদেরকে তাদের বিদ্রোহী কার্যকলাপে ব্যতিব্যস্ত ছেড়ে দেই।

١٢۔ وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖٓ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا ج فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ط كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১২. মানুষ যখন দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হয় তখন সে শোয়া, বসা বা দাঁড়ানো অবস্থায় আমাকে ডাকতে থাকে। যখন আমি তাকে দুর্দশা থেকে উদ্ধার করি তখন সে এমন ভাব দেখায় যে, তাকে যে দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করেছিলো সেজন্য সে যেনো আমাকে ডাকেইনি। সীমালংঘনকারীদের নিকট তাদের কার্যকলাপ এভাবেই চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকে।

١٣۔ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا لا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ط كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ○

১৩. আমি তোমাদের পূর্বেকার বহু জাতিকে তাদের অন্যায়-অত্যাচারের কারণে ধ্বংস করেছি। তাদের রাসূলগণ তাদের নিকট স্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ এসেছিলেন, কিন্তু তারা ঈমান আনার পাত্র ছিলো না। আমি এরূপেই অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

١٤۔ ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ○

১৪. পুনরায় আমি তোমাদেরকে তাদের পরে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমরা কিরূপ আচরণ করো আমি তা দেখার জন্য।

١٥۔ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ لا قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ط قُلْ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِىْ ج اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ ج اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

১৫. যখন তাদের সামনে আমার স্পষ্ট বাণীসমূহ পাঠ করা হয় তখন যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তারা বলে, এটা ছাড়া অন্য একটি কুরআন নিয়ে এসো অথবা এটাকে রদবদল করো। আপনি বলুন, আমার নিজের পক্ষ থেকে তাতে রদবদল করার ক্ষমতা আমার নেই। আমার নিকট যে ওহী পাঠানো হয় আমি কেবল তার অনুসরণ করি। আমি যদি আমার প্রভুর অবাধ্যাচরণ করি তবে আমি অবশ্যই ভয়ংকর দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি।

١٦۔ قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ

১৬. আপনি বলুন, আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমি তোমাদের সামনে তা পাঠ করতাম না

www.pathagar.com

وَلَآ اَدْرٰكُمْ بِهٖ ز فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

এবং তিনিও তোমাদের এ বিষয়ে অবহিত করতেন না। আমি তো ইতিপূর্বে তোমাদের মধ্যে এক দীর্ঘকাল অবস্থান করেছি। তবুও কি তোমরা বুঝতে পারো না?

١٧۔ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ط اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ○

১৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর বাণীসমূহকে মিথ্যা মনে করে তার চেয়ে বড়ো যালেম আর কে আছে? অপরাধীরা আদৌ সফলকাম হবে না।

١٨۔ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ط قُلْ اَتُنَبِّئُوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ط سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

১৮. ওরা (পৌত্তলিকরা) আল্লাহ ব্যতীত যার পূজা করে তা তাদের ক্ষতি করতেও সক্ষম নয় এবং তাদের উপকার করতেও সক্ষম নয়। ওরা বলে, এগুলো আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের জন্য সুপারিশকারী। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে আকাশসমূহের ও পৃথিবীর এমন কিছু সম্পর্কে খবর দিচ্ছো যা তিনি জানেন না? তিনি পবিত্র মহান এবং তারা যা কিছু শরীক করে তা থেকে অনেক ঊর্ধে।

١٩۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ط وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

১৯. মানুষ তো ছিলো একই উম্মত। পরে তারা বিভেদে লিপ্ত হয়। যদি আপনার প্রতিপালকের একটি আগাম কথা না থাকতো তবে তারা যে বিষয়ে বিভেদে লিপ্ত হয়েছে সে বিষয়ে তাদের মধ্যে অবশ্যই মীমাংসা হয়ে যেতো।

٢٠۔ وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ج فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ج اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝

২০. ওরা বলে, তার প্রভুর নিকট থেকে তার কাছে কোনো নিদর্শন আসে না কেনো? আপনি বলুন, গায়েবের বিষয় তো আল্লাহ্‌ই জানেন। অতএব তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষারত থাকলাম।

٢١۔ وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِىْٓ اٰيَاتِنَا ط قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ط اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ ○

২১. মানুষ দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ার পর আমি যখন তাদেরকে আমার অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করাই তখনই তারা আমার বিধানসমূহকে বিদ্রূপ করতে থাকে। আপনি বলুন, আল্লাহ বিদ্রূপের দ্রুত শাস্তিদাতা। তোমরা যে বিদ্রূপ করো তা আমার ফেরেশতাগণ অবশ্যই লিখে রাখে।

www.pathagar.com

২২. তিনিই তোমাদেরকে স্থলভাগে ও সমুদ্রের বুকে ভ্রমণ করান। এমনকি যখন তোমরা নৌযানে আরোহণ করো এবং তা আরোহীদের নিয়ে অনুকূল বাতাসে চলতে থাকে, আর তারা তাতে আনন্দিত হয়, এমন অবস্থায় প্রবল বায়ু নৌযানকে আঘাত হানে এবং তাদেরকে সব দিক থেকে ঢেউ দোলাতে থাকে এবং তারা মনে করে যে, তারা তাতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, এই অবস্থায় তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁকে ডাকতে থাকে: আপনি যদি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

২২. هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط حَتّٰٓى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ ج وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ لا دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ج لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

২৩. অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে উদ্ধার করেন, সাথে সাথে তারা পৃথিবীর বুকে অন্যায়ভাবে অনাচার করতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদের অনাচারের শিকার তোমরাই হবে। পার্থিব জীবনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে নাও। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই। তখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবো।

২৩. فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ لا مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ز ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

২৪. পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত হলো যেমন পানি, তা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি। তার দ্বারা ভূমিতে খুব ঘন হয়ে উদ্ভিদ জন্মায় যেগুলো মানুষ ও জীব-জন্তু আহার করে। শেষে ভূমি যখন তার চাকচিক্য ধারণ করে এবং সৌন্দর্যে বিকশিত হয় এবং তার মালিক ধারণা করলো যে, তা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন, তখন দিনে অথবা রাতে আমার নির্দেশ কার্যকর হলো এবং আমি তা এমনভাবে বিলীন করে দিলাম যেনো গত কালও এখানে তার অস্তিত্ব ছিলো না। আমি এভাবে আমার আয়াতসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

২৪. اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ط حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ لا اَتٰىهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ط كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

www.pathagar.com

২৫. আল্লাহ তো শান্তি ও নিরাপত্তার বাসস্থানের দিকে ডাকেন এবং যাকে ইচ্ছা সহজ-সরল পথে পরিচালিত করেন।

٢٥۔ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ط وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

২৬. যারা কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ এবং আরো অধিক কিছু। মলিনতা ও অপমান তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, তারা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে।

٢٦۔ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ط وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২৭. আর যারা মন্দ কাজ করে, একটি মন্দ কাজের প্রতিদান অনুরূপ মন্দ এবং তারা অপমান-লাঞ্ছনায় জর্জরিত হবে। আল্লাহ থেকে তাদেরকে রক্ষাকারী কেউ নেই। এদের মুখমণ্ডল যেনো আচ্ছন্ন করা হয়েছে অন্ধকার রাতের টুকরো দিয়ে। এরাই দোযখবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

٢٧۔ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا لا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ط مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ج كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২৮. যেদিন আমি তাদের সকলকে সমবেত করবো, অতঃপর যারা শেরেক করেছে তাদেরকে বলবো, তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করো। আমি এদেরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবো এবং ওদের শরীকরা বলবে, তোমরা তো আমাদের পূজা করতে না।

٢٨۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ج فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ ○

২৯. আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। তোমাদের পূজা-অর্চনা সম্পর্কে আমরা একেবারেই অজ্ঞাত ছিলাম।

٢٩۔ فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ ○

৩০. সেদিন তাদের প্রত্যেকে তার পূর্বেকার কাজকর্ম যাচাই করে নিতে পারবে এবং তাদেরকে তাদের সত্যিকার অভিভাবক আল্লাহ্‌র কাছে ফিরিয়ে আনা হবে এবং তাদের মনগড়া মিথ্যা (উপাস্য) তাদের থেকে হারিয়ে যাবে।

٣٠۔ هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّآ اَسْلَفَتْ وَرُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ع

www.pathagar.com

৩১. আপনি জিজ্ঞেস করুন, কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিকদান করেন অথবা কে শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তির মালিক, কে মৃত্যু থেকে জীবিতকে বের করেন, জীবিত থেকে মৃত্যুকে বের করেন এবং কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। আপনি বলুন, তবুও কি তোমরা (আল্লাহ্‌কে) ভয় করছো না?

৩১۔ قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ط فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ج فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○

৩২. তিনিই আল্লাহ, তোমাদের সঠিক প্রভু। সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কী অবশিষ্ট থাকে? অতএব তোমরা কোথায় ঘুরপাক খাচ্ছো?

৩২۔ فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ج فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ج فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ○

৩৩. এভাবেই অবাধ্যাচারীদের বেলায় আপনার প্রভুর বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না।

৩৩۔ كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

৩৪. আপনি জিজ্ঞেস করুন, তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে সৃষ্টিকুলকে অস্তিত্ব দান করতে পারে, তা আবার সৃষ্টি করতে পারে? আপনি বলুন, আল্লাহ্‌ই সৃষ্টিকুলকে অস্তিত্ব দান করেন, তা আবার সৃষ্টি করেন। তারপরও তোমরা কেমন করে সত্য থেকে বিচ্যুত হচ্ছো?

৩৪۔ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ط قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

৩৫. আপনি জিজ্ঞেস করুন, তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে সত্যের দিকে পরিচালিত করতে পারে? আপনি বলুন, আল্লাহ্‌ই সত্যের দিকে পরিচালিত করেন। যিনি সত্যের দিকে পরিচালিত করেন তিনি কি আনুগত্য লাভে অগ্রগণ্য, না যাকে পথ না দেখালে পথ খুঁজে পায় না সে? তোমাদের কী হলো, তোমরা কেমন বিচার করো?

৩৫۔ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ط قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ط اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ج فَمَا لَكُمْ قف كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ○

৩৬. তাদের অধিকাংশ লোক অনুমানের উপরই চলে। অথচ অনুমান সত্যের বেলায় কিছুই উপকারে আসে না। তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ উত্তমরূপেই জানেন।

৩৬۔ وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ط اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ○

www.pathagar.com

৩৭. এই কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মনগড়া রচনা নয়। বরং এটি তো ইতিপূর্বেকার কিতাবের সত্যায়নকারী এবং কিতাবের বিস্তারিত বিবরণ। কোনো সন্দেহ নেই যে, তা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত।

٣٧۔ وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮. তারা (মুশরিকরা) নাকি বলে, তিনি (মুহাম্মাদ) এটা মনগড়াভাবে রচনা করেছেন? আপনি বলুন, তাহলে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা এনে পেশ করো এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য যাকেই পারো (রচনার জন্য) ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

٣٨۔ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ ط قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৩৯. কিন্তু তারা যার জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারেনি তাকে মিথ্যা মনে করেছে এবং এখনো তাদের নিকট এর পরিণতি (শাস্তি) আসেনি। একইভাবে তাদের পূর্বেকার লোকেরাও মিথ্যা মনে করেছিলো। অতএব লক্ষ করো যালেমদের কী পরিণতি হয়েছে।

٣٩۔ بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ط كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ○

৪০. তাদের মধ্যে কেউ এই কুরআনের উপর ঈমান আনবে এবং কেউ ঈমান আনবে না। আর আপনার প্রভু বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

٤٠۔ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ط وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪১. তারা যদি আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে আপনি বলুন, আমার কাজকর্মের দায়ভার আমার এবং তোমাদের কৃতকর্মের দায়ভার তোমাদের উপর বর্তাবে। আমি যা করি তা থেকে তোমরা দায়মুক্ত এবং তোমরা যা করো তা থেকে আমি দায়মুক্ত।

٤١۔ وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّىْ عَمَلِىْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ج اَنْتُمْ بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

৪২. এদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার দিকে কান খাড়া রাখে। বধিররা না বুঝলেও কি আপনি তাদের শুনাবেন?

٤٢۔ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ط اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوْا لَا يَعْقِلُوْنَ ○

৪৩. তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার দিকে তাকিয়ে থাকে। অন্ধরা না দেখলেও কি আপনি

٤٣۔ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ ط اَفَاَنْتَ

www.pathagar.com

তাদের পথ দেখাতে পারবেন?

تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ ○

৪৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি সামান্য যুলুমও করেন না, বরং মানুষেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করে।

٤٤. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

টীকা : অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যাবতীয় যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা দান করেছেন। তাকে চোখ, কান ও জ্ঞানবুদ্ধি দিয়েছেন। এর সাহায্যে সে সত্য-মিথ্যা ও হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে সত্যকে গ্রহণ ও বাতিলকে বর্জন করতে পারে। সে যদি তার অন্তর্নিহিত যোগ্যতাকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে সত্য-সঠিক পথ গ্রহণ না করে তবে সে নিজেই নিজের উপর যুলুম করলো, আল্লাহ তার উপর যুলুম করেননি।

৪৫. আল্লাহ যেদিন তাদের একত্র করবেন (হাশরের ময়দানে) সেদিন তাদের মনে হবে যেনো তারা দিনের কিছু অংশমাত্র (পৃথিবীতে) অবস্থান করেছে। তারা পরস্পরকে চিনতে পারবে। যারা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতকে মিথ্যা মনে করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হলো এবং তারা সঠিক পথে পরিচালিত ছিলো না।

٤٥. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ط قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ○

৪৬. আমি তাদেরকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তার কিছুমাত্র যদি আপনাকে দেখাই অথবা আপনাকে মৃত্যুদান করি, তথাপি তাদের প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই। তারপর তারা যা কিছু করে আল্লাহ তার সাক্ষী।

٤٦. وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ○

৪৭. প্রতিটি উম্মতের জন্য রয়েছে একজন রাসূল। যখন তাদের রাসূল এসেছেন তখন ন্যায়-ইনসাফের সাথে তাদের মধ্যকার বিষয়ের চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হয়নি।

٤٧. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ج فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

টীকা : আয়াতের দ্বিবিধি তাৎপর্য হতে পারে। কোনো জাতির মধ্যে তাদের রাসূল আসার পর যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছে তারা সফলকাম হয়েছে এবং যারা তাঁর বিরোধিতা করেছে তারা আল্লাহ্‌র গযবে ধ্বংস হয়েছে (তাফসীর ফাতহুল কাদীর)।

কিয়ামতের দিন প্রতিটি উম্মত তাদের রাসূলসহ উপস্থিত হবে এবং ফেরেশতারাও সাক্ষী হিসেবে হাজির হবে। তখন রাসূল ও তাঁকে অমান্যকারীদের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করে দেয়া হবে এবং রাসূল-বিরোধীরা করুণ পরিণতির শিকার হবে (তাফসীর ইবনে কাছীর)।

৪৮. তারা (রাসূলকে অমান্যকারীরা) বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে নির্দিষ্ট করে বলো) কখন সেই প্রতিশ্রুতি কার্যকর হবে?

٤٨. وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

www.pathagar.com

৪৯. আপনি বলুন, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তার অতিরিক্ত আমি আমার নিজের ক্ষতি এবং উপকার করার মালিক নই। প্রতিটি উম্মতের মেয়াদকাল নির্দিষ্ট আছে। যখন তাদের মেয়াদ (শেষ হয়ে) আসবে তখন তারা মুহূর্ত কালও (তাদের পতন) বিলম্বিত বা অগ্রগামী করতে পারবে না।

٤٩۔ قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ط لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ط اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ○

৫০. আপনি জিজ্ঞেস করুন, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছো, আল্লাহ্র শাস্তি যদি তোমাদের উপর রাতের বেলা বা দিনের বেলা এসে পড়ে তবে অপরাধীরা এর আগে কী ত্বরান্বিত করবে?

٥٠۔ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ ○

৫১. তোমরা কি তা (শাস্তি) এসে যাওয়ার পর তার উপর ঈমান আনবে? এখন? তোমরা তো এটাকেই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে।

٥١۔ اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ ط اٰٰلْـٰٔنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ○

৫২. অতঃপর অত্যাচারী যালেমদের বলা হবে, তোমরা স্থায়ী শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করো। তোমরা যা উপার্জন করেছো তার প্রতিফলই তো তোমাদের দেয়া হচ্ছে।

٥٢۔ ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ ج هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ○

৫৩. তারা আপনার নিকট খবর জানতে চায় তা (কিয়ামত) কি সত্য? আপনি বলুন, আমার প্রভুর শপথ! হাঁ, তা অবশ্যই সত্য এবং তোমরা তা অকার্যকর করতে পারবে না।

٥٣۔ وَيَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ط قُلْ اِىْ وَرَبِّىْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ج وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ⑤

৫৪. পৃথিবীর সবকিছু যদি প্রত্যেক অত্যাচারী যালমের (মালিকানাধীন) হতো তবে সে অবশ্যই মুক্তিপণ হিসেবে তা দিয়ে দিতো। এরা যখন শাস্তি (উপস্থিত) দেখতে পাবে তখন (নিজেদের) অনুশোচনা গোপন করবে। ইনসাফের সাথে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

٥٤۔ وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ط وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ج وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

৫৫. শোনো! আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্রই মালিকাধীন। শোনো! নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু তাদের অধিধাংশ লোকই অনুধাবন করে না।

٥٥۔ اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

www.pathagar.com

৫৬. তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং তাঁর নিকট তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

٥٦. هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৫৭. হে মানবজাতি! তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট এসেছে উপদেশনামা, অন্তরসমূহে যা আছে তার প্রতিশেধক এবং ঈমানদারগণের জন্য পথনির্দেশ ও করুণা (আল-কুরআন)।

٥٧. يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ○

৫৮. আপনি বলুন, এটা (আল-কুরআন) আল্লাহ্‌র করুণায় ও তাঁর দয়ায় (তোমরা পেয়েছো)। অতএব এজন্য তাদের আনন্দিত হওয়া উচিৎ। তারা যা সঞ্চয় করে তার চেয়ে এটা অধিক কল্যাণকর।

٥٨. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ط هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ○

৫৯. আপনি জিজ্ঞেস করুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছো– আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিযিক পাঠিয়েছেন তোমরা (কিসের ভিত্তিতে) তার কিছু হারাম (নিষিদ্ধ) করছো এবং কিছু হালাল (বৈধ) করছো? আপনি জিজ্ঞেস করুন, আল্লাহ কি তোমাদের (তা করার) অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো?

٥٩. قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلاً ط قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ○

৬০. যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে কিয়ামতের দিন সম্পর্কে তাদের ধারণা কি? আল্লাহ তো মানুষের প্রতি দয়াপরবশ, কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না।

٦٠. وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُوْنَ ۝

৬১. আপনি যে অবস্থায়ই থাকুন এবং কুরআন থেকে যা-ই পাঠ করুন এবং তোমরা যে কাজই করো, আমি তোমাদের কাছেই উপস্থিত, যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ করো। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণও আপনার প্রভুর অগোচরে নয় এবং তার চেয়ে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে বিদ্যমান নেই।

٦١. وَمَا تَكُوْنُ فِىْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلاَ تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ط وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَآءِ وَلآَ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلآَ اَكْبَرَ اِلاَّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○

www.pathagar.com

٦٢- اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

৬২. শোনো! আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুর্দশাগ্রস্তও হবে না।

٦٣- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

৬৩. যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং ধর্মভীরু হয়েছে–

٦٤- لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ط لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

৬৪. তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনেও এবং আখেরাতেও। আল্লাহ্‌র বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই। নিশ্চয়ই তা এক মহাসাফল্য।

٦٥- وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ م اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ط هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৬৫. ওদের কথাবার্তায় আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। সার্বিক ক্ষমতা আল্লাহ্‌র। তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

٦٦- اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ ط وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ط اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ○

৬৬. শোনো! যারা আছে আকাশসমূহে এবং যারা আছে পৃথিবীতে তারা আল্লাহ্‌রই কর্তৃত্বাধীন। যারা আল্লাহ ছাড়া শরীকদেরকে ডাকে তারা কিসের অনুসরণ করে? তারা তো কেবল আন্দাজ-অনুমানের অনুসরণ করে। তারা কেবল মিথ্যা রচনা করে।

٦٧- هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○

৬৭. তিনিই তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাতে প্রশান্তি লাভ করতে পারো এবং দিন সৃষ্টি করেছেন দেখার জন্য। (সত্য বাণী) শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই তাতে বহু নিদর্শন রয়েছে।

٦٨- قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ط هُوَ الْغَنِىُّ ط لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ط اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৬৮. ওরা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র-মহান। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। আকাশসমূহে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই মালিকানাভুক্ত। তোমাদের নিকট উপরোক্ত কথার কোনো প্রমাণ নেই। তোমরা কি আল্লাহ্‌র ব্যাপারে এমন কিছু বলবে যে সম্পর্কে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই?

www.pathagar.com

٦٩. قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ۝

৬৯. আপনি বলুন, যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তারা সফলকাম হবে না।

٧٠. مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝

৭০. পৃথিবীতে সামান্যই সুযোগ-সুবিধা আছে। অতঃপর তাদেরকে আমার নিকট ফিরে আসতে হবে। তারপর আমি তাদের অবাধ্যাচরণের কারণে তাদেরকে কঠোর শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো।

٧١. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ ۘ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِىْ وَتَذْكِيْرِىْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَىَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ۝

৭১. আপনি তাদেরকে নূহ-এর সম্প্রদায়ের সংবাদ পড়ে শুনান। তিনি যখন তার সম্প্রদায়কে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থান এবং আল্লাহ্‌র বাণীর সাহায্যে আমার উপদেশ তোমাদের নিকট অসহনীয় লাগলে আমি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করলাম। তোমরা তোমাদের শরীকদেরসহ তোমাদের কর্তব্যকর্ম স্থির করো, অতঃপর যেনো তোমাদের কর্তব্য কর্মে কোনো সংশয় না থাকে। অতঃপর আমার সম্পর্কে তোমাদের যা করার করে ফেলো এবং আমাকে অবকাশ দিও না।

٧٢. فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۙ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

৭২. যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে চলে যাও তবে (শুনে রাখো) আমি তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক দাবি করিনি। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্‌র কাছে। আর আমাকে মুসলমাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

٧٣. فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝

৭৩. তারা তাকে মিথ্যাবাদী বললো। অতএব আমি তাকে এবং তার সাথে যারা নৌযানে ছিলো তাদেরকে বিপদমুক্ত করলাম ও স্থলাভিষিক্ত করলাম। আর যারা আমার বাণীসমূহকে মিথ্যা বললো আমি তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে দিলাম। অতএব লক্ষ করো, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিলো তাদের কী পরিণতি হয়েছে।

٧٤. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا

৭৪. তারপর পুনরায় আমি রাসূলগণকে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট পাঠালাম। তারা তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ হাজির হলেন।

www.pathagar.com

لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ط كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ○

কিন্তু তারা আগে যাকে মিথ্যা বলেছিলো তার প্রতি ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিলো না। এভাবে আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তরসমূহ সীলমোহর করে দেই।

٧٥۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ○

৭৫. এদের পরে আমি পুনরায় মূসা ও হারূনকে আমার বাণীসহ ফিরাউন ও তার সভাসদবর্গের নিকট পাঠালাম। কিন্তু তারা অহংকার করলো এবং তারা ছিলো অপরাধী সম্প্রদায়।

٧٦۔ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৭৬. তাদের নিকট যখন আমার পক্ষ থেকে সত্য আসলো তখন তারা বললো, নিশ্চয়ই এ তো স্পষ্ট জাদু!

٧٧۔ قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ط اَسِحْرٌ هٰذَا ط وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ○

৭৭. মূসা বললেন, তোমাদের নিকট সত্য আসার পর তোমরা সেই সম্পর্কে এরূপ বলছো? একি জাদু? জাদুকররা তো সফলকাম হয় না।

٧٨۔ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ط وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ○

৭৮. তারা বললো, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের যার উপর পেয়েছি তুমি কি তা থেকে আমাদেরকে ভিন্ন পথগামী করার জন্য এবং দেশে যাতে তোমাদের দু'জনের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় সেজন্য আমাদের নিকট এসেছো? আমরা তোমাদের দু'জনের উপর ঈমান আনার পাত্র নই।

٧٩۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ○

৭৯. আর ফিরাউন বললো, তোমরা (সভাসদগণ) আমার নিকট মহাজ্ঞানী জাদুকরদের নিয়ে এসো।

٨٠۔ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ○

৮০. জাদুকররা এসে হাজির হলে মূসা তাদের বললেন, তোমরা যা নিক্ষেপ করতে চাও তা নিক্ষেপ করো।

٨١۔ فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ط اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ○

৮১. যখন তারা নিক্ষেপ করলো, মূসা বললেন, তোমরা যা নিয়ে এসেছো তা তো জাদু। নিশ্চয়ই আল্লাহ একে অকার্যকর করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ দুষ্কর্মকারীদের কার্যকলাপ স্বার্থক হতে দেন না।

www.pathagar.com

৮২. অপরাধীরা অপছন্দ করা সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

٨٢۔ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ○

৮৩. ফিরাউন ও তার শাসকবর্গের নির্যাতনের ভয়ে মূসার সম্প্রদায়ের একদল লোক ব্যতীত আর কেউ তার উপর ঈমান আনেনি। ফিরাউন ছিলো দেশে পরাক্রমশালী এবং নিশ্চয়ই সে ছিলো সীমালংঘনকারী।

٨٣۔ فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ط وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ج وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ○

৮৪. মূসা বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনে থাকো এবং মুসলমান হয়ে থাকো তবে তাঁর উপর ভরসা করো।

٨٤۔ وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ○

৮৫. অতএব তারা বললো, আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করলাম। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের নির্যাতনের শিকারে পরিণত করো না;

৮৬. এবং আমাদেরকে তোমার দয়ায় সত্যত্যাগী সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দাও।

٨٥۔ فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ج رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۙ○

٨٦۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

৮৭. আর আমি মূসা ও তার ভাইয়ের নিকট ওহী পাঠালাম, তোমরা মিসরে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য বাড়ি-ঘরের ব্যবস্থা করো এবং তোমাদের ঘরসমূহকে ইবাদতের স্থানে পরিণত করো এবং নামায কায়েম করো। আর আপনি ঈমানদারগণকে সুসংবাদ দিন।

٨٧۔ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৮৮. মূসা বললেন, হে আমাদের প্রভু! আপনি তো ফিরাউন ও তার শাসকবর্গকে পার্থিব জীবনের চাকচিক্য ও অঢেল সম্পদ দান করেছেন। হে আমাদের প্রভু! (এর দ্বারা) তারা লোকজনকে আপনার পথ থেকে বিপথগামী করে। হে আমাদের প্রভু! আপনি তাদের

٨٨۔ وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ج رَبَّنَا اطْمِسْ

www.pathagar.com

عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ○

সহায়-সম্পদ ধ্বংস করুন এবং তাদের অন্তরসমূহকে কঠিন করে দিন, তারা তো মর্মান্তিক শাস্তির সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত ঈমান আনবে না।

٨٩. قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৮৯. আল্লাহ বললেন, আপনাদের উভয়ের দোয়া কবুল করা হলো। অতএব আপনারা অবিচল থাকুন এবং জ্ঞানহীনদের পথ অবলম্বন করবেন না।

٩٠. وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ط حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ لا قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

৯০. আর আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করিয়ে দিলাম এবং ফিরাউন ও তার সামরিক বাহিনী ধৃষ্টতা সহকারে সীমালংঘন করে তাদের পিছু ধাওয়া করলো। শেষে যখন সে পানিতে ডুবে যেতে লাগলো তখন বললো, আমি ঈমান আনলাম যে, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, যাঁর উপর বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হলাম।

٩١. اٰلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ○

৯১. এখন! অথচ ইতিপূর্বে তুমি তো বিরুদ্ধাচরণ করেছো এবং তুমি ছিলে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের একজন।

٩٢. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ط وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ۝

৯২. অতএব আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করবো, যাতে তুমি তোমার পরবর্তী মানবগোষ্ঠীর জন্য নিদর্শন হতে পারো। অবশ্য অধিকাংশ মানুষ আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি অমনোযোগী।

টীকা : ১৯০৮ খৃ. ফিরাউনের লাশ আবিষ্কৃত হয়। বর্তমানে তা কায়রোর জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

٩٣. وَلَقَدْ بَوَّاْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ج فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ط اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا

৯৩. আমি তো বনী ইসরাঈলকে দান করেছি উত্তম বসৎভূমি এবং তাদেরকে পবিত্র ও পরিছন্ন রিযিকও দিয়েছি।[১] শেষে তাদের নিকট জ্ঞান (তাওরাত) আসার পর তারা মতভেদে লিপ্ত হলো।[২] তারা যে বিষয়ে মতভেদে লিপ্ত ছিলো আপনার প্রভু কিয়ামতের দিন অবশ্যই তাদের

www.pathagar.com

মধ্যে এর মীমাংসা করে দিবেন।

فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

টীকা-১ : ফিরাউনের পতনের পর আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলকে মিসরের রাজত্ব দান করেন এবং এর সাথে সিরিয়া ও ফিলিস্তীনও দান করেন।

টীকা-২ : তাওরাত কিতাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান ছিলো, যা তারা বিভিন্ন অপব্যাখ্যার ছদ্মাবরণে অস্বীকার করতো।

৯৪. আমি আপনার নিকট যা নাযিল করেছি তাতে যদি আপনার কোনো সন্দেহ থাকে তবে আপনার পূর্বেকার কিতাব (তাওরাত-ইনজীল) যারা পাঠ করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন। আপনার প্রভুর নিকট থেকে আপনার নিকট অবশ্যই সত্য (কিতাব) এসেছে। অতএব আপনি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

٩٤۔ فَاِنْ كُنْتَ فِىْ شَكٍّ مِّمَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ج لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ⑦

টীকা : এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করে মূলত জনগণকে সম্বোধন করা হয়েছে যে, কুরআন যে আল্লাহ্‌র বাণী সেই সম্পর্কে তারা যেনো সন্দিহান না হয়। অন্যথায় কুরআনের সত্যতার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সন্দেহ পোষণ করার প্রশ্নই আসে না।

৯৫. আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে আপনি তাদেরও অন্তর্ভুক্ত হবেন না। অন্যথায় আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবেন।

٩٥۔ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

৯৬. যাদের সম্পর্কে আপনার প্রভুর বাণী (সিদ্ধান্ত) চূড়ান্ত হয়েছে তারা ঈমান আনবে না–

٩٦۔ اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑦

৯৭. যদিও তাদের নিকট প্রতিটি নিদর্শন পেশ করা হয়, যাবত না তারা মর্মান্তিক শাস্তির শিকার হয়।

٩٧۔ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ○

৯৮. জনপদবাসীরা কেনো (আল্লাহ্‌র গযব আসার পূর্বেই) ঈমান আনলো না, তাহলে তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসতো! তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতিক্রম।[১] তারা ঈমান আনলে আমি তাদের উপর থেকে পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি দূরীভূত করলাম এবং তাদেরকে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত সুযোগ-সুবিধা দান করলাম।

٩٨۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ط لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ○

টীকা-১ : নবী-রাসূলকে অমান্য করার ফলে কোনো জাতিকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ্‌র গযব এসে গেলে তখন তারা ঈমান আনলে তা তাদের কোনো উপকারে আসে না। যেমন ফেরাউনের ঈমান আনয়ন তার কোনো উপকারে আসেনি (দ্র. ৯০-৯১ আয়াত)। কিন্তু এর ব্যতিক্রম হলো ইউনুস (আ)-এর জাতি। তারা তাঁর আহ্বানে সাড়া না দেয়ায় তিনি

www.pathagar.com

তাদের এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। ঠিক তখন আল্লাহ্‌র গযব আসতে দেখে তারা ঈমান আনে এবং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে রক্ষা করেন। আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৯৯. আপনার প্রভু ইচ্ছা করলে পৃথিবীবাসীর সকলেই ঈমান আনতো। তবে কি মানুষ ঈমান না আনা পর্যন্ত আপনি তাদের উপর জোরজবরদস্তি (উৎপীড়ন) করবেন?

٩٩۔ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ط اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○

১০০. আল্লাহ্‌র অনুমোদন ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে ঈমান আনা সম্ভব নয়। যারা বুঝতে চায় না আল্লাহ তাদেরকে কলুষ-কালিমালিপ্ত করেন।

١٠٠۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

১০১. আপনি বলুন, আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তোমরা তার প্রতি লক্ষ করো। যে সম্প্রদায় ঈমান আনে না, নিদর্শনসমূহ ও সতর্কবাণী তাদের কোনো উপকারে আসে না।

١٠١۔ قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ○

১০২. তাদের পূর্বেকার জাতিসমূহের বেলায় যা ঘটে গেছে তারা কি অনুরূপ কিছু (ধ্বংস) ঘটে যাওয়ার অপেক্ষা করছে? আপনি বলুন, তাহলে তোমরা অপেক্ষায় থাকো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষারতদের অন্তর্ভুক্ত থাকলাম।

١٠٢۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ط قُلْ فَانْتَظِرُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ○

১০৩. অতঃপর আমি আমার রাসূলগণকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে রক্ষা করলাম। এভাবে ঈমানদারগণকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য।

١٠٣۔ ثُمَّ نُنَجِّىْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ج كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٤

১০৪. আপনি বলুন, হে মানুষ! আমার দীন সম্পর্কে তোমরা যদি সন্দিহান হয়ে থাকো তবে (শোনো,) তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা করো আমি তাদের পূজা করি না। বরং আমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করি যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান। আর আমি ঈমানদারগণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

١٠٤۔ قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِىْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ ج وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٥

www.pathagar.com

১০৫. আরো (আদিষ্ট হয়েছি) ঃ আপনি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন সরল দীনের উপর এবং আপনি অবশ্যই মুশরিকদের দলভুক্ত হবেন না।

١٠٥۔ وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ج وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১০৬. আর আপনি আল্লাহ ছাড়া অপর কিছুকে ডাকবেন না, যা আপনার না উপকার করতে আর না অপকার করতে পারে। অনুরূপ করলে আপনি অবশ্যই যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

١٠٦۔ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ج فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

১০৭. আল্লাহ আপনাকে কষ্টে ফেললে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি আপনার উপকার করতে চান তবে তাঁর অনুগ্রহ প্রতিরোধ করারও কেউ নেই। তাঁর বান্দাগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি কল্যাণ দান করেন। তিনি মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٠٧۔ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ج وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ط يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

১০৮. আপনি বলুন, হে মানুষ! তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সত্য এসেছে। অতএব যারা সৎপথে চলবে তারা নিজেদের জন্যই সৎপথ অবলম্বন করলো। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হলো সে তো নিজের (ধ্বংসের) জন্যই পথভ্রষ্ট হলো। আমি তোমাদের কর্মবিধায়ক নই।

١٠٨۔ قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ج فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ج وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ⑧

১০৯. আপনার উপর যে ওহী নাযিল করা হয়েছে আপনি তার অনুসরণ করুন এবং ধৈর্য ধারণ করুন, যে পর্যন্ত না আল্লাহ চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেন। আল্লাহ সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

١٠٩۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ج وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ⑨

www.pathagar.com

১১. সূরা হূদ (৫২)

١١- سُوْرَةُ هُوْدٍ

আয়াত : ১২৩; রুকূ' : ১০; মক্কী

اٰيَاتُهَا : ١٢٣، رُكُوْعٌ : ١٠، مَكِّيَّةٌ

সূরার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করলে মনে হয় এটি সূরা ইউনুস-এর কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়েছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (স) প্রবল বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন। দাওয়াতী কাজে প্রাণান্তকর পরিশ্রমে তাঁকে খুবই ক্লান্ত-শ্রান্ত মনে হচ্ছিল। আবু বাক্‌র (রা) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি লক্ষ করছি যে, আপনি ক্রমেই বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। এর কারণ কি? তিনি বলেন, সূরা হূদ ও তার অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত সূরাগুলোই আমাকে বৃদ্ধ করে দিচ্ছে"।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-রা। এটি এমন কিতাব যার বাণীসমূহ সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত, অতঃপর সবিস্তারে ব্যাখ্যাত, পরম প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে–

١- الٓرٰ ۟ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۙ﴿١﴾

২. যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অপর কিছুর ইবাদত করো না। নিশ্চয়ই আমি (মুহাম্মাদ) তাঁর পক্ষ থেকে (তোমাদের জন্য) সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।

٢- اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ۙ﴿٢﴾

৩. আরো এই যে, তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁর কাছে তওবা করো। তিনি তোমাদেরকে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উত্তম জীবনোপকরণ দান করবেন এবং তিনি প্রত্যেক সদাশয় ব্যক্তিকে তাঁর বিপুল অনুগ্রহ দান করবেন। আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আমি তোমাদের জন্য এক মহাভয়ংকর দিনের (কিয়ামতের) শাস্তিভোগের আশঙ্কা করি।

٣- وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ۝

৪. আল্লাহ্‌র কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٤- اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৫. শোনো! তারা তাদের অন্তরসমূহ দুই ভাঁজ করে তাঁর থেকে (তাদের অন্তরের বিদ্বেষ) গোপন রাখার জন্য। সাবধান! তারা যখন নিজেদেরকে পরিধেয় বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে তখন তারা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে তাও তিনি জানেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তরসমূহের গোপন ভেদ সম্পর্কে সম্যক অবগত।

٥- اَلَآ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ ؕ اَلَا حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

www.pathagar.com

পারা-১২

৬. পৃথিবীতে অবস্থানকারী প্রতিটি প্রাণীর রিযিকের দায়িত্বভার আল্লাহ্‌র উপরই ন্যস্ত। তিনি এদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থানস্থল সম্পর্কেও অবগত। সব কিছুই এক সুস্পষ্ট কিতাবে (রক্ষিত) আছে।

٦۔ وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ط كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○

৭. তিনিই ছয় দিনে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর আরশ ছিলো পানির উপর। তিনি পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের মধ্যে কে কাজেকর্মে অধিক উত্তম। আপনি যদি বলেন, মৃত্যুর পরে অবশ্যই তোমাদেরকে আবার (হাশরের ময়দানে) উঠানো হবে, তবে কাফেররা অবশ্যই বলবে, এতো স্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছু নয়।

٧۔ وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৮. একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আমি যদি তাদের উপর শাস্তি কার্যকর করা বিলম্বিত করি তবে তারা অবশ্যই বলবে, কিসে শাস্তি প্রতিরোধ করে রাখছে? শোনো! যেদিন তা তাদের উপর কার্যকর হবে সেদিন তাদের থেকে তা আর প্রতিরোধ করে রাখা হবে না এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তা তাদেরকে ঘিরে ফেলবে।

٨۔ وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰٓى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ط اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

৯. আর আমি যদি মানুষকে আমার রহমতের স্বাদ গ্রহণ করানোর পর তার থেকে তা তুলে নেই তবে সে অবশ্যই হতাশাগ্রস্ত হয় এবং অকৃতজ্ঞা প্রকাশ করে।

٩۔ وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ اِنَّهٗ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ ○

১০. আর সে দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত হওয়ার পর আমি যদি তাকে সুখ-শান্তি দান করি তবে সে অবশ্যই বলতে থাকে, আমার দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে গেছে। সে আনন্দ ও অহংকারে উদ্ধত হয়।

١٠۔ وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّىْ ط اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ۝

১১. কিন্তু যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

١١۔ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ○

১২. আপনার নিকট যে ওহী পাঠানো হয়েছে

١٢۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ

www.pathagar.com

وَضَآئِقٌۢ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ
عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ط اِنَّمَآ اَنْتَ
نَذِيْرٌ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ط

(কাফেররা বৃথা আশা করে যে,) আপনি হয়তো তার কিছু অংশ বর্জন করবেন এবং তাতে আপনার অন্তর সংকুচিত হবে তাদের একথার জন্য যে, কেনো তাঁর নিকট ধনভাণ্ডার পাঠানো হয়নি অথবা তার সাথে ফেরেশতা আসেনি? আপনি তো কেবল সতর্ককারী। আর আল্লাহ সকল কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

١٣۔ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ط قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ
سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

১৩. অথবা তারা কি বলে, সে নিজে এটা রচনা করেছে? আপনি বলুন, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে এর অনুরূপ দশটি স্বরচিত সূরা পেশ করো এবং আল্লাহ ব্যতীত যাকে পারো ডেকে (তারও সাহায্য) নাও।

١٤۔ فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْٓا
اَنَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ ج فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

১৪. তারা যদি তোমাদেরকে জবাব না দেয় তাহলে তোমরা জেনে রাখো, নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ্‌র জ্ঞান থেকে নাযিল করা হয়েছে এবং তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। অতএব তোমরা কি মুসলমান হবে?

١٥۔ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا
وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ○

১৫. যারা পার্থিব জীবন ও তার জাঁকজমক কামনা করে আমি তাদেরকে এখানেই তাদের কাজকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দান করবো এবং তাদেরকে এখানে কিছুমাত্র কম দেয়া হবে না।

١٦۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ
اِلَّا النَّارُ ز وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا
وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৬. আখেরাতে তাদের জন্য আগুন (দোযখ) ছাড়া আর কিছুই প্রাপ্য নেই। আর তারা এখানে যা কিছু করে আখেরাতে তা নিষ্ফল হবে এবং তারা যেসব কাজ করে তা বাতিল গণ্য হবে।

١٧ اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ
وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ
مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ط اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ
بِهٖ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ
مَوْعِدُهٗ ج فَلَا تَكُ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ق اِنَّهُ

১৭. যে ব্যক্তি তার প্রভুর পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের (কুরআনের) উপর স্থির আছে এবং তাঁর (আল্লাহ্‌র) পক্ষ থেকে একজন সাক্ষী (মুহাম্মাদ) তা পড়ে শুনান এবং যার আগে ছিলো পথনির্দেশ ও অনুগ্রহস্বরূপ মূসার কিতাব (তাওরাত), সে কি ওদের সমতুল্য? তারা এর উপর ঈমান আনে। অন্যান্য দলের যারা একে (কুরআনকে) প্রত্যাখ্যান করে আগুন (দোযখ)-ই তাদের

www.pathagar.com

الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

প্রতিশ্রুত স্থান। অতএব আপনি তাতে সন্দিহান হবেন না। নিশ্চয়ই তা আপনার প্রভু কর্তৃক প্রেরিত সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না।

١٨۔ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ط اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ج اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۙ○

১৮. যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে ওদের চেয়ে বড়ো যালেম আর কে আছে? ওদেরকে পেশ করা হবে ওদের প্রভুর সামনে এবং সাক্ষীগণ বলবে, ওরাই সেইসব লোক যারা নিজেদের প্রভুর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে। সাবধান! স্বৈরাচারী যালেমদের প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ–

١٩۔ اَلَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ط وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ○

১৯. যারা (মানুষকে) আল্লাহ্র পথে (আসতে) বাধা দেয় এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে। এরাই আখেরাতকে অস্বীকার করে।

٢٠۔ اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ۘ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ط مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ ○

২০. এরা পৃথিবীতে আল্লাহ্কে মোটেও অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তাদের আর কোনো অভিভাবকও নেই। এদের দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। এদের (সত্যকে) শোনবার সামর্থ্যও ছিলো না এবং দেখারও নয়।

٢١۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

২১. এরাই নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং এরা যে ভিত্তিহীন কল্পনা করতো তাও নিরুদ্দেশ হয়ে গেলো।

٢٢۔ لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ

২২. নিশ্চয়ই এরা আখেরাতে হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

٢٣۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২৩. যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং নিজেদের প্রভুর প্রতি বিনয়ী তারাই জান্নাতের অধিকারী। তারা সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা।

www.pathagar.com

২৪. এই দুই দলের দৃষ্টান্ত হলো অন্ধ ও বধির এবং দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তিসম্পন্নদের অনুরূপ। তুলনায় এরা উভয়ে কি সমান হতে পারে? তারপরও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

٢٤۔ مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ ط هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلاً ط اَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ ۝٢٤

২৫. নিশ্চয়ই আমি নূহ-কে তার কওমের নিকট পাঠিয়েছিলাম। (তিনি বললেন,) নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী–

٢٥۔ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ ز اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٢٥

২৬. যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ব্যাপারে এক নির্মম দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি।

٢٦۔ اَنْ لاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلاَّ اللّٰهَ ط اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ۝٢٦

২৭. তার কওমের কাফের নেতৃবৃন্দ বললো, আমরা তো তোমাকে আমাদের মতো একজন মানুষরূপেই দেখতে পাচ্ছি। আমরা আরো দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের মধ্যকার অধম, নীচ ও সমঝদার নয় এমন লোকেই তোমার অনুসরণ করছে। আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি।

٢٧۔ فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلاَّ بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلاَّ الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّاْىِ ج وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ م بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ۝٢٧

২৮. নূহ বললেন, হে আমার কওম! তোমরা কি মনে করো, আমি যদি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে প্রদত্ত স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি আমাকে তাঁর নিজ অনুগ্রহ থেকে দান করে থাকেন, তা তোমাদের দৃষ্টিগোচর না হয় তবে আমি কি তোমরা তা অপছন্দ করা সত্ত্বেও তোমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিবো?

٢٨۔ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ط اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ۝٢٨

২৯. হে আমার কওম! আমি এজন্য তোমাদের নিকট ধন-সম্পদ দাবি করি না। আমার পুরস্কার তো আল্লাহ্‌র কাছে প্রাপ্য। আর আমি ঈমানদারগণকে বিতাড়িত করার পাত্র নই। নিশ্চয়ই তারা তাদের প্রভুর সাক্ষাত লাভ করবে। কিন্তু আমি লক্ষ করছি, তোমরা এক জাহেল-মূর্খ সম্প্রদায়।

٢٩۔ وَيٰقَوْمِ لآَ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً ط اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّىْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۝٢٩

www.pathagar.com

৩০. হে আমার কওম! আমি যদি তাদেরকে বিতাড়িত করি তবে কে আমাকে আল্লাহ্‌র বিপরীতে সাহায্য করবে? তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?

٣٠۔ وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ط اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

৩১. আমি তোমাদের বলি না যে, আমার নিকট রয়েছে আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডার। আমি গায়েব সম্পর্কেও অবগত নই। আমি এটাও বলি না যে, নিশ্চয়ই আমি এক ফেরেশতা। তোমরা যাদেরকে অবজ্ঞা ও অপমানের দৃষ্টিতে দেখছো তাদের সম্পর্কে আমি বলি না যে, আল্লাহ তাদেরকে কখনো কল্যাণ দান করবেন না। তাদের মনের মধ্যে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ খুবই জানেন। অন্যথায় আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েবো।

٣١۔ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِىْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ط اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ ج اِنِّىْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৩২. তারা বললো, হে নূহ! তুমি তো আমাদের সাথে বিতর্ক করেছো মাত্রাতিরিক্ত বিতর্ক। অতএব তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছো তা আমাদের নিকট উপস্থিত করো।

٣٢۔ قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

৩৩. তিনি বললেন, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা অবশ্যই তোমাদের নিকট উপস্থিত করবেন। তোমরা তা মোটেই ব্যর্থ করতে পারবে না।

٣٣۔ قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ○

৩৪. তোমাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করতে চাইলে আমি তোমাদের যতোই কল্যাণকামী হই না কেনো, তা তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না। তিনি তোমাদের প্রভু এবং তাঁর নিকটই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

٣٤۔ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِىْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ط هُوَ رَبُّكُمْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

৩৫. অথবা তারা কি বলে যে, এটা তার মনগড়া রচনা? আপনি বলুন, যদি তা আমার মনগড়া রচনা হয়ে থাকে তবে আমার অপরাধের জন্য আমিই দায়ী হবো। আর তোমরা যে অপরাধ করে যাচ্ছো তা থেকে আমি দায়মুক্ত।

٣٥۔ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ط قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَىَّ اِجْرَامِىْ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ۝

৩৬. নূহের নিকট ওহী পাঠানো হলো, যারা ইতিমধ্যে ঈমান এনেছে তারা ব্যতীত আপনার কওমের আর কেউ কখনো ঈমান আনবে না। অতএব তারা যা করে তার জন্য আপনি দুঃখভারাক্রান্ত হবেন না।

٣٦۔ وَاُوْحِىَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

www.pathagar.com

৩৭. আর আপনি আমার চোখের সামনে আমার ওহী মোতাবেক একটি নৌযান তৈরি করুন এবং যালেমদের ব্যাপারে আমাকে কোনো কথা বলবেন না। অবশ্যই তারা পানিতে নিমজ্জিত হবে।

৩৭. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ج اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ○

৩৮. তিনি নৌযান তৈরি করতে লেগে গেলেন। তার কওমের নেতৃবৃন্দ যখনই তার নিকট দিয়ে যাতায়াত করতো তখনই তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। তিনি বললেন, তোমরা যদি আমাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করো তবে আমরাও তোমাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবো, যেমন তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছো।

৩৮. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ قف وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ط قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ⑤

৩৯. আর তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার উপর অপমানকর শাস্তি আসে এবং কে স্থায়ী শাস্তির শিকার হয়।

৩৯. فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○

৪০. অবশেষে যখন আমার নির্দেশ কার্যকর হলো এবং চুলা উথলিয়ে উঠলো, আমি (নূহকে) বললাম, নৌযানে প্রতিটি শ্রেণীর এক জোড়া করে তুলে নিন এবং যাদের সম্পর্কে আগেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে তাদের ব্যতীত আপনার পরিবার-পরিজনকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকেও। অল্প সংখ্যক লোকই তার সাথে ঈমান এনেছিলো।

৪০. حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ط وَمَآ اٰمَنَ مَعَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلٌ ○

৪১. নূহ বললেন, তোমরা নৌযানে আরোহণ করো, আল্লাহর নামে এর চলাচল ও স্থিরতা। নিশ্চয়ই আমার প্রভু অবশ্যই ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

৪১. وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰهَا ط اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৪২. পর্বততুল্য ঢেউয়ের মাঝে নৌযানটি তাদেরকে নিয়ে চলতে থাকলো। নূহ তার বিচ্ছিন্ন থাকা পুত্রকে ডাক দিলেন, হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে (নৌযানে) আরোহণ করো এবং কাফেরদের দলভুক্ত হয়ো না।

৪২. وَهِىَ تَجْرِىْ بِهِمْ فِىْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ قف وَنَادٰى نُوْحُ نِ ابْنَهٗ وَكَانَ فِىْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَىَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ○

৪৩. সে বললো, আমি পর্বতে আশ্রয় নিবো, তা আমাকে প্লাবণ থেকে রক্ষা করবে। তিনি

৪৩. قَالَ سَاٰوِىْٓ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِىْ مِنَ

www.pathagar.com

الْمَآءِ ط قَالَ لَاعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ج وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ○

বললেন, কেউ-ই আজ আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত থেকে নিস্তার পাবে না, তিনি যার প্রতি দয়াপরবশ হবেন সে ব্যতীত। এমতাবস্থায় ঢেউ তাদের উভয়ের মাঝে প্রতিবন্ধক হলো এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

٤٤۔ وَقِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

৪৪. অতঃপর বলা হলো, হে জমীন! তোমার পানি গিলে ফেলো আর হে আকাশ! ক্ষান্ত হও। অতএব পানি কমে গেলো এবং কাজ সমাধা হলো, আর জূদী পর্বতের উপর নৌযানটি স্থির হলো এবং বলা হলো, দুরাত্মা কাফেরের দল নিপাত যাক।

٤٥۔ وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ○

৪৫. নূহ তাঁর প্রভুকে ডাকলেন; বললেন, প্রভু হে! আমার পুত্র আমার পরিবারের সদস্য। নিশ্চয়ই আপনার ওয়াদা সত্য এবং আপনি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক।

٤٦۔ قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ج اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ز فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ط اِنِّيْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

৪৬. তিনি বলেন, হে নূহ! সে তো আপনার পরিবারের সদস্য নয়, নিশ্চয়ই সে দুরাচার। অতএব আপনি আমার নিকট এ ধরনের আবেদন করবেন না যে সম্পর্কে আপনি অবহিত নন। আমি অবশ্যই আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি অজ্ঞ-মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

٤٧۔ قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ط وَاِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

৪৭. তিনি বললেন, প্রভু! যে সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই সেই সম্পর্কে তোমার নিকট আবেদন করা থেকে তোমার আশ্রয় চাই। তুমি আমাকে মাফ না করলে এবং আমার প্রতি সদয় না হলে আমি তো ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

٤٨۔ قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ط وَاُمَمٌ

৪৮. বলা হলো, হে নূহ! আমার তরফ থেকে নিরাপত্তা এবং আপনার ও আপনার সঙ্গী সম্প্রদায়গুলোর প্রতি বরকত ও প্রাচুর্যসহ (নৌযান থেকে) নেমে পড়ুন। আর অন্যান্য (পাপাচারী)

www.pathagar.com

سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

সম্প্রদায়কেও আমি সুযোগ-সুবিধা দান করবো, অতঃপর তারা আমার পক্ষ থেকে মর্মান্তিক শাস্তির শিকার হবে।

٤٩۔ تِلْكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ج مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ط فَاصْبِرْ ط اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ○

৪৯. এ সমস্ত হলো গায়েবের খবর। এগুলো আমি আপনার নিকট ওহী করেছি। ইতিপূর্বে আপনি ও আপনার কওম এগুলো অবহিত ছিলেন না। অতএব আপনি ধৈর্য ধরুন। নিশ্চয়ই মুত্তাকীগণের জন্য রয়েছে উত্তম পরিণতি।

টীকা : এই সূরার ২৫ নং আয়াত থেকে ৪৮ নং আয়াত পর্যন্ত হযরত নূহ (আ)-এর অব্যাহত দাওয়াত, অহংকার ও ঘৃণাভরে তার জাতি কর্তৃক তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান এবং পরিণতিতে আল্লাহ্‌র গযবে পতিত হয়ে তাদের সমূলে ধ্বংস হওয়ার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। নবী-রাসূলগণের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলে মানবজাতি এরূপ নির্মম পরিণতিরই শিকার হয়। ৪৯ নং আয়াতে মহানবী মুহাম্মাদ (স)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, তাঁর সম্প্রদায়ও যদি তাঁর আহ্বানে সাড়া না দেয় তবে তারাও শোচনীয় পরিণতির শিকার হবে।

বর্তমান কালে বিশ্বব্যাপী তাঁর উম্মতের চরম নির্যাতন ও যুলুমের শিকার হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে– তারা দীন ইসলামের পূর্ণ অনুসরণ না করে বরং তার বিপরীতে পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদির প্রসার ঘটাচ্ছে তাদের রাষ্ট্রে ও সমাজে। মুসলিম সমাজব্যবস্থায় ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কেবল তারা শক্তিশালী ও দুর্দমনীয় জাতিতে পরিণত হতে পারে। তাদের জন্য এর বিকল্প কোনো পথ নেই।

٥٠۔ وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ○

৫০. আর আমি আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তোমরা তো মিথ্যা রচনাকারী।

٥١۔ يٰقَوْمِ لَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ط اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

৫১. হে আমার কওম! এই আহ্বানের বিনিময়ে আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক দাবি করছি না। আমার পারিশ্রমিক তো রয়েছে যিনি আমায় সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিকট। তোমরা কি উপলব্ধি করবে না?

٥٢۔ وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ○

৫২. হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে মাফ চাও, অতঃপর তাঁর কাছে অনুতপ্ত হও। তিনি তোমাদের জন্য পর্যাপ্ত বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তিমত্তার সাথে আরো শক্তি যোগ করবেন। তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

www.pathagar.com

৫৩. তারা বললো, হে হূদ! তুমি তো আমাদের সামনে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করোনি। আর আমরা তোমার কথায় আমাদের দেবতাগুলোকে (প্রতিমাগুলোকে) ত্যাগ করার পাত্র নই এবং আমরা তোমাকে বিশ্বাসই করি না।

٥٣۔ قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ○

৫৪. বরং আমরা তো বলাবলি করছি যে, আমাদের কোনো দেবতা তোমাকে অশুভ দ্বারা মোহাবিষ্ট করেছে। তিনি বললেন, আমি তো আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাকো যে, নিশ্চয়ই আমি এগুলো থেকে মুক্ত যেগুলোকে তোমরা (আল্লাহ্‌র) শরীক স্থির করছো–

٥٤۔ اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ط قَالَ اِنِّيْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۙ﴿٥٤﴾

৫৫. আল্লাহ ব্যতীত। অতএব তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাও, অতঃপর আমাকে অবকাশ দিও না।

٥٥۔ مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ○

৫৬. নিশ্চয়ই আমি ভরসা করি আল্লাহ্‌র উপর, যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব। এমন কোনো প্রাণী নেই যার কপালের কেশগুচ্ছ তাঁর কব্জায় নেই। নিশ্চয়ই আমার প্রভু সরল পথে আছেন।

٥٦۔ اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ط مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ط اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

টীকা : 'যার কপালের কেশগুচ্ছ তাঁর কব্জায় নেই', এটি একটি বাগধারা। এর অর্থ সমস্ত সৃষ্টিই আল্লাহ তায়ালার নিয়ন্ত্রণাধীনে আছে, তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে কিছুই নেই।

৫৭. যদি তোমরা পিঠ ফিরিয়ে চলে যাও তবে আমাকে যা নিয়ে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে তা আমি অবশ্যই তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি। আর আমার প্রভু তোমাদের পরিবর্তে আরেক কওমকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আমার প্রভু সকল কিছুর হেফাজতকারী।

٥٧۔ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَيْكُمْ ط وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ج وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْئًا ط اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ○

৫৮. আর যখন আমার হুকুম এলো তখন আমি হূদকে এবং তার সহযোগী ঈমানদারগণকে আমার দয়ায় রক্ষা করলাম এবং তাদেরকে কঠোর শাস্তি থেকেও মুক্তি দিলাম।

٥٨۔ وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ج وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ○

www.pathagar.com

৫৯. এই হলো আদ জাতি, তারা তাদের প্রভুর বাণীসমূহকে বেপরোয়াভাবে অমান্য করেছে, তাঁর রাসূলগণের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং প্রত্যেক দুর্দান্ত স্বৈরাচারীর আদেশ পালন করেছে।

٥٩۔ وَتِلْكَ عَادٌ قف جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ○

৬০. এই পৃথিবীতেও তারা অভিশপ্ত এবং কিয়ামতের দিনও। সাবধান! আদ সম্প্রদায় তাদের প্রভুর অবাধ্যাচরণ করেছিলো। সাবধান! হূদের সম্প্রদায় আদ-এর ধ্বংসই হলো পরিণতি।

٦٠۔ وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اَلَآ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ط اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ع

৬১. আর আমি ছামূদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালেহ-কে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং মাটিতেই তোমাদের বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। অতএব তোমরা তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর তাঁর কাছে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসো। নিশ্চয়ই আমার প্রভু নিকটে আছেন, তিনি (বান্দার) ডাকে সাড়াদানকারী।

٦١۔ وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا م قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ط اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ○

৬২. তারা বললো, হে সালেহ! ইতিপূর্বে তুমি তো ছিলে আমাদের মধ্যে আশা-ভরসার উৎস। আমাদের পূর্বপুরুষরা যেগুলোর পূজা করতো তুমি কি আমাদেরকে সেগুলোর পূজা করতে নিষেধ করো? তুমি যে ধর্মের দিকে আমাদের ডাকছো সে সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর সন্দেহ রয়েছে।

٦٢۔ قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ○

৬৩. তিনি বললেন, হে আমার কওম! তোমরা কি মনে করো, আমি যদি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে মযবুত দলীল-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে রহমত দান করেন, এরপরও যদি আমি আল্লাহ্‌র অবাধ্যাচরণ করি তবে তাঁর বিপক্ষে কে আমাকে সাহায্য করবে? তোমরা তো আমার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছো।

٦٣۔ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ قف فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ○

www.pathagar.com

٦٤. وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ○

৬৪. হে আমার সম্প্রদায়! এটি হলো আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। অতএব তোমরা তাকে আল্লাহ্‌র পৃথিবীতে অবাধে বিচরণ করে আহার করতে দাও এবং তাকে ক্ষতিকরভাবে স্পর্শ করো না। অন্যথায় তোমরা আসন্ন শাস্তির শিকার হবে।

٦٥. فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ط ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ○

৬৫. কিন্তু তারা তার পা কেটে দিলো। তিনি বললেন, মাত্র তিন দিন তোমরা তোমাদের বসতিতে জীবন উপভোগ করো। এটি একটি প্রুতিশ্রুতি, যা মিথ্যা হওয়ার নয়।

٦٦. فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ط اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ○

৬৬. অতএব যখন আমার হুকুম এলো তখন আমি সালেহ-কে এবং তার সহযোগী ঈমানদারগণকে আমার দয়ায় রক্ষা করলাম এবং সেদিনকার লাঞ্ছনা থেকেও। নিশ্চয়ই আপনার প্রভু মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী।

٦٧. وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ⑦

৬৭. আর যালেমদেরকে এক ভয়ংকর গর্জন আঘাত হানলো। ফলে তারা তাদের বসতিতে ভোর না হতেই নতজানু অবস্থায় ধ্বংস হয়ে গেলো।

٦٨. كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ط اَلَآ اِنَّ ثَمُوْدَ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ط اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ⑧

৬৮. যেনো তারা সেখানে কখনো ছিলো না। সাবধান! ছামূদ সম্প্রদায় তো তাদের প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। ধ্বংসই হলো ছামূদ সম্প্রদায়ের পরিণতি।

٦٩. وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ط قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ○

৬৯. আর আমার রাসূলগণ (ফেরেশতাগণ) সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে এসেছিলো। তারা বললো, সালাম। তিনিও বললেন, সালাম। অবিলম্বে তিনি এক ভুনা গরুর বাছুর এনে পেশ করলেন।

٧٠. فَلَمَّا رَآ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ط قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ⑩

৭০. তিনি যখন লক্ষ করলেন, তারা আহার্যের দিকে তাদের হাত বাড়াচ্ছে না তখন তাদেরকে অবাঞ্ছিত-অনাহুত মনে করলেন এবং তাদের সম্পর্কে তার মধ্যে ভয় জাগলো। তারা বললো, আপনি ভয় পাবেন না, আমরা তো লূত-এর কওমের নিকট প্রেরিত হয়েছি।

٧١. وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا

৭১. আর তার স্ত্রী (কাছেই) দাঁড়ানো ছিলেন,

www.pathagar.com

بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ○

তিনি হাসলেন। আমি তাকে ইসহাকের এবং ইসহাকের পরে ইয়া'কূবের সুসংবাদ দিলাম।

٧٢۔ قَالَتْ يٰوَيْلَتٰى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ط اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ○

৭২. তিনি বললেন, হায় আফসোস! আমি কি সন্তান প্রসব করবো, অথচ আমি এক বৃদ্ধা এবং এই আমার বৃদ্ধ স্বামী? নিশ্চয়ই এতো এক অদ্ভূত ঘটনা!

٧٣۔ قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ط اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

৭৩. তারা বললো, আপনি কি আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তে অবাক হচ্ছেন? হে আহ্‌লুল- বায়েত! আপনাদের উপর রয়েছে আল্লাহ্‌র দয়া ও তাঁর প্রাচুর্য। নিশ্চয়ই তিনি প্রশংসিত, মহিমাময়।

٧٤۔ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ ⑤

৭৪. অতঃপর ইবরাহীমের ভয় দূরীভূত হলে এবং তাঁর নিকট সুসংবাদ এলে তিনি আমার সাথে লূতের কওমের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হলেন।

٧٥۔ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ○

৭৫. নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন বড়োই ধৈর্যশীল, কোমল হৃদয় ও আল্লাহ-অভিমুখী।

٧٦۔ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ج اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ج وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ○

৭৬. হে ইবরাহীম! বিতর্ক থেকে বিরত হোন। আপনার প্রভুর সিদ্ধান্ত এসেই গেছে এবং তাদের উপর আসবে অপ্রতিহত শাস্তি।

٧٧۔ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِىْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ○

৭৭. আমার রাসূলগণ (ফেরেশতাগণ) লূতের নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন, তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে নিজেকে অসমর্থ মনে করলেন এবং বললেন, এটা অত্যন্ত নিদারুণ দিন।

٧٨۔ وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ط وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ط قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِىْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ

৭৮. আর তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তীব্র বেগে তার দিকে ধেয়ে আসলো। আগে থেকেই তারা ঘৃণিত কুকর্মে লিপ্ত ছিলো। তিনি বললেন, হে আমার কওম! এরা আমার কন্যা, তারা তোমাদের জন্য অতি পবিত্র। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে

www.pathagar.com

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِىْ ضَيْفِىْ ط اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ○

ভয় করো এবং আমার মেহমানদেরকে কেন্দ্র করে আমাকে অপমান করো না। তোমাদের মধ্যে কি একটিও উত্তম লোক নেই?

٧٩۔ قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِىْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ج وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ○

৭৯. তারা বললো, তুমি অবশ্যই জানো যে, তোমার কন্যাদের আমাদের মোটেই প্রয়োজন নেই। নিশ্চয়ই তুমি জানো আমরা কি চাই।

٨۰۔ قَالَ لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ○

৮০. তিনি বললেন, তোমাদের উপর আমার যদি জোর খাটতো অথবা আমি যদি কোনো মজবুত স্তম্ভের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতাম!

টীকা : লূত (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের ঘটনা কিছুটা বিস্তারিত আকারে এসেছে ১৫ : ৫১-৭৭; ২৬ : ১৬০-১৭৫ এবং ৫৪ : ৩৩-৩৯ আয়াতে। আরো কয়েক স্থানে আছে অতি সংক্ষেপে।

লূত (আ)-এর সম্প্রদায় সমকামিতায় ব্যাপক হারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। তারা রাজাহানিসহ হেন দুষ্কর্ম নেই যা করতো না। লূত (আ)-এর নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শাস্তি নিয়ে মানববেশে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হলে তাদের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হওয়ার উদ্দেশে তাদেরকে ওদের হাতে সোপর্দ করার জন্য তারা তাঁকে চাপ দিতে থাকে। তিনি যেনো এদের সামনে একেবারে অসহায় হয়ে পড়লেন। তখন মানবরূপী ফেরেশতাগণ তাঁর কাছে তাদের আসল পরিচয় দান করে এবং তাকে তাঁর পরিবার ও ঈমানদারগণকে নিয়ে রাতের আঁধারে এলাকা ত্যাগ করতে বলে। তারপর তারা উক্ত জনপদকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়। আজকের লূত সাগর (Dead Sea) তার স্মৃতি বহন করে চলছে। অর্থাৎ ভূমিকে উল্টিয়ে দাবিয়ে দেয়ার ফলে এই লূত সাগরের সৃষ্টি।

আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াতদানকারী বান্দাগণ যখন সর্বদিক থেকে হতাশ ও নিরুপায় হয়ে যালেমদের চরম নির্যাতনের শিকার হন, ঠিক সেই মুহূর্তেই তাদের জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য এসে যায়, তারা বিজয়ী হন এবং অবাধ্য স্বৈরাচারী যালেমরা চিরতরে ধ্বংস হয়।

٨١۔ قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ط اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ط اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ط اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ○

৮১. রাসূলগণ বললো, হে লূত! আমরা তো আপনার প্রভুর দূত। এরা কখনো আপনার কাছে ঘেঁষতে পারবে না। অতএব আপনি রাতের কোনো এক প্রহরে আপনার স্ত্রী ব্যতীত আপনার পরিবার- পরিজনসহ বের হয়ে পড়ুন এবং আপনাদের মধ্যকার কেউ যেনো পিছনে ফিরে না তাকায়। ওদের উপর যে বিপদ আসবে তা তার উপরও আসবে। নিশ্চয়ই ভোরবেলা তাদের জন্য প্রতিশ্রুত সময়। ভোরবেলা কি নিকটবর্তী নয়?

٨٢۔ فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ ۙ

৮২. অতএব যখন আমার হুকুম আসলো তখন আমি উক্ত বসতি এলাকার উপরিভাগ নিচে উল্টিয়ে দিলাম এবং সুবিন্যস্তভাবে একের পর এক তাদের উপর পোড়া মাটির কংকর নিক্ষেপ করলাম।

www.pathagar.com

৮৩. (এর প্রতিটি) আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে সুচিহ্নিত ছিলো। তা পাপিষ্ঠদের থেকে খুব দূরে নয়।

٨٣۔ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ط وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ۝

৮৪. আর আমি মাদ্‌য়ানবাসীদের নিকট তাদের ভাই শুআইবকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। আর তোমরা ওজনে ও পরিমাপে কারচুপি করো না। আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধিশালী দেখছি। আর আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য আশঙ্কা করছি এক সর্বগ্রাসী শাস্তির দিনের।

٨٤۔ وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ۝

৮৫. হে আমার সম্প্রদায়! ন্যায়সঙ্গতভাবে ওজন ও পরিমাপ করো, জনগণকে তাদের প্রাপ্য পণ্যসামগ্রী কম দিও না এবং পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াবে না।

٨٥۔ وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝

৮৬. আল্লাহ প্রদত্ত উদ্ধৃত্ত তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো। আমি তোমাদের নিরাপত্তা দানকারী নই।

٨٦۔ بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ج وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ۝

৮৭. তারা বললো, হে শুআইব! তোমার নামায কি তোমাকে আদেশ দেয় দেয় যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা যেগুলোর (মূর্তি) উপাসনা করতো আমরা তা বর্জন করি অথবা আমরা আমাদের ধন-সম্পদ সম্পর্কে ইচ্ছামতো যা কিছু করি তাও? তুমি তো দেখছি খুবই সহিষ্ণু, উত্তম মানুষ!

٨٧۔ قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِىْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ط اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۝

৮৮. তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি মনে করেছো যে, আমি যদি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে স্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি তাঁর তরফ থেকে আমাকে উত্তম রিযিক দান করেন (আমি কি তাঁর আদেশ অমান্য করবো)? আমি চাই না যে, আমি তোমাদেরকে

٨٨۔ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ط وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ

www.pathagar.com

عَنْهُ ط اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ط وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ○

যা করতে নিষেধ করি পরে আমি নিজেই তা করি। আমি তো যথাসাধ্য সংশোধন করতে চাই। আমার পথনির্দেশনা তো কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই। আমি তাঁর উপরই ভরসা করি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী।

٨٩۔ وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ط وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ○

৮৯. হে আমার কওম! আমার সাথে বিরোধ যেনো তোমাদেরকে এমন অপরাধে লিপ্ত না করে যার পরিণতিতে নূহ-এর সম্প্রদায় বা হূদ-এর সম্প্রদায় বা সালেহ-এর কওমের উপর যে গযব এসেছিলো অনুরূপ গযব তোমাদের উপরও এসে পড়ে। আর লূত-এর কওমের পরিণতি তো তোমাদের থেকে দূরে নয়।

٩٠۔ وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ط اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ○

৯০. আর তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর অনুতপ্ত হয়ে তাঁর দিকে ফিরে এসো। নিশ্চয়ই আমার প্রভু পরম দয়ালু, প্রেমময়।

٩١۔ قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ج وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ز وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ○

৯১. তারা বললো, হে শুআইব! তুমি যা বলো তার বেশিরভাগ কথাই আমরা বুঝি না এবং আমরা তো তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল লক্ষ করছি। তোমার আত্মীয়-স্বজন না থাকলে আমরা তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করতাম। আর আমাদের তুলনায় তুমি মোটেই পরাক্রমশালী নও।

٩٢۔ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ط وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَاۗءَكُمْ ظِهْرِيًّا اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ○

৯২. তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট কি আমার আত্মীয়-স্বজন আল্লাহ্‌র তুলনায় অধিক শক্তিশালী? তোমরা তাঁকে ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণ পিছনে ফেলে রেখেছো। তোমরা যা করছো নিশ্চয়ই আমার প্রভু তা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

٩٣۔ وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ط سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ط وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ○

৯৩. আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে (তোমাদের ইচ্ছামাফিক) কাজ করে যাও, আমিও কাজ করছি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির শিকার হয় এবং কে মিথ্যাবাদী। আর তোমরা অপেক্ষায় থাকো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় থাকলাম।

www.pathagar.com

৯৪. আর যখন আমার আদেশ আসলো তখন আমি শুআইবকে এবং তার সঙ্গী ঈমানদারগণকে আমার দয়ায় রক্ষা করলাম। আর যালেমদের উপর বিকট শব্দ আঘাত হানলো। ফলে তারা ভোর না হতেই নিজেদের বসতিতে উপুর হয়ে পড়ে থাকলো (ধ্বংস হলো)।

٩٤۔ وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ○

৯৫. যেনো তারা কখনো সেখানে বসবাস করেনি। আহা! ধ্বংসই ছিলো মাদ্‌য়ানবাসীদের পরিণতি, যেভাবে ধ্বংস হয়েছে ছামূদ জাতি।

٩٥۔ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ط اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ۝٤

৯৬. আমি তো মূসাকেও আমার বাণী ও স্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ পাঠিয়েছিলাম–

٩٦۔ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝٧

৯৭. ফেরাউন ও তার শাসকবর্গের নিকট। কিন্তু তারা ফেরাউনের আদেশের অনুসরণ করতো। আর ফেরাউনের কার্যকলাপ (বা আদেশ) ন্যায়সঙ্গত ছিলো না।

٩٧۔ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ج وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ○

৯৮. কিয়ামতের দিন সে তার সম্প্রদায়ের আগে আগে থাকবে এবং তাদেরকে নিয়ে দোযখে প্রবেশ করাবে। কতো নিকৃষ্ট স্থান যেখানে তারা পৌঁছবে!

٩٨۔ يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ط وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ○

৯৯. এই পৃথিবীতে তারা ছিলো অভিশপ্ত এবং কিয়ামতের দিনও। কতো নিকৃষ্ট প্রতিফল যা তারা পেয়েছে।

٩٩۔ وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ○

১০০. এই হলো কয়েকটি জনপদের সামান্য ইতিবৃত্ত যা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করলাম। এগুলোর (ধ্বংসাবশেষের) কতক এখনো বিদ্যমান আছে এবং কতক বিলুপ্ত করা হয়েছে।

١٠٠۔ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ ○

টীকা : সূরার ২৫ নং আয়াত থেকে ৯৯ আয়াত পর্যন্ত হযরত নূহ (আ), হূদ (আ), সালেহ (আ), শুআইব (আ) ও মূসা (আ)-এর জাতিসমূহের আল্লাহ্‌র গযবে ধ্বংস হওয়ার যেসব ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে সেই সম্পর্কে ১০০ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ বর্তমান কালেও বিদ্যমান আছে এবং কতক ধ্বংসাবশেষ কালের গহ্বরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং ইতিহাসের পাতায় স্মৃতি হয়ে আছে।

১০১. আমি তাদের উপর যুলুম করিনি, বরং

١٠١۔ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا

www.pathagar.com

أَنْفُسَهُمْ فَمَآ أَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ط وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ○

তারাই নিজেদের উপর যুলুম করেছিল। তারা আল্লাহ ব্যতীত যেসব দেব-দেবীর উপাসনা করতো সেগুলো আপনার প্রভুর আদেশ এলে তাদের কিছুই উপকার করতে পারলো না। সেগুলো তাদের ধ্বংসই বৃদ্ধি করলো।

١٠٢. وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ط إِنَّ أَخْذَهٗٓ أَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ○

১০২. আর আপনার প্রভু যখন কোনো স্বৈরাচারী যালেম জনগোষ্ঠীকে শাস্তিদান করেন তখন এভাবেই শাস্তিদান করেন। নিশ্চয়ই তাঁর শাস্তি মর্মান্তিক, কঠোর।

١٠٣. إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ط ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ○

১০৩. যে ব্যক্তি আখেরাতের শাস্তিকে ভয় করে নিশ্চয়ই এতে তার জন্য নিদর্শন রয়েছে। এটা এমন একটি দিন যখন সকল মানুষকে সমবেত করা হবে এবং এটা সকল মানুষের উপস্থিতির দিন।

١٠٤. وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ①

১০৪. একে আমি মুলতবি রাখছি কেবল এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্তই।

١٠٥. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهٖ ج فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ○

১০৫. যখন দিনটি আসবে তখন কেউই তাঁর অনুমতি ব্যতীত কথা বলতে পারবে না। তাদের মধ্যে কেউ হবে চরম হতভাগ্য এবং কেউ হবে পরম সৌভাগ্যবান।

١٠٦. فَأَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ⑦

১০৬. অতএব যারা চরম হতভাগ্য তারা যাবে দোযখে এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে শুধু চীৎকার আর আর্তনাদ।

١٠٧. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ط إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ○

১০৭. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, যাবত আসমান ও যমীন বিদ্ধমান থাকবে, যদি না আপনার প্রভু ভিন্ন কিছু চান। নিশ্চয়ই আপনার প্রভু যা ইচ্ছা করেন করতে পারেন।

টীকা : এখানে 'আসমান-যমীন' বলতে আখেরাতের আসমান-যমীন বুঝানো হয়েছে। কারণ বর্তমান আসমান-যমীন কিয়ামতের দিন ধ্বংস হয়ে যাবে। অন্যত্র বলা হয়েছে : يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ "যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে ভিন্ন পৃথিবী হবে এবং আকাশসমূহও" (সূরা ইবরাহীম : ৪৮)।
আখেরাতের পৃথিবী ও আকাসসমূহের ধ্বংস নেই। অতএব কাফেরদের দোযখের শাস্তি হবে স্থায়ী।

١٠٨. وَأَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِي الْجَنَّةِ

১০৮. পক্ষান্তরে যারা হবে পরম সৌভাগ্যবান

www.pathagar.com

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ط عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ○

তারা থাকবে জান্নাতে চিরস্থায়ীভাবে– যাবত আসমান ও যমীন বিদ্যমান থাকবে, যদি না আপনার প্রভু ভিন্ন কিছু চান। এ এক অবিরত পুরস্কার।

١٠٩۔ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ ط مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ط وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ ۞

১০৯. অতএব তারা যেসব কিছুর উপাসনা করে আপনি সেসব সম্পর্কে ধোঁকায় পড়বেন না। তাদের পূর্বপুরুষরা অতীতে যেমন (মূর্তির) পূজা-উপাসনা করতো, তারাও অনুরূপ পূজা-উপাসনাই করে। নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিফল দান করবো, মোটেও কম দিবো না।

١١٠۔ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ط وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ط وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ○

১১০. নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দান করেছিলাম, অতঃপর তাতে মতভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে। আগেই আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে একটি কথা (শাস্তির নির্দিষ্ট কাল নির্ধারিত) না থাকতো তবে অবশ্যই তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যেতো। এ (কুরআন) সম্পর্কে তারা বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পতিত হয়েছে।

١١١۔ وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ط اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

১১১. নিশ্চয়ই আপনার প্রভু তাদের প্রত্যেককে তার পূর্ণ কর্মফল দান করবেন যখন সে উপস্থিত হবে। তারা যা করে সে সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে অবহিত।

١١٢۔ فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ط اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

১১২. অতএব আপনাকে যেভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে সেভাবে আপনি এবং আপনার সাথে যারা তওবা করেছে তারা স্থির থাকুন। আর তোমরা সীমালংঘন করো না। তোমরা যা করো তিনি তার সম্যক দ্রষ্টা।

١١٣۔ وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ لا وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ○

১১৩. আর যারা যালেম-স্বৈরাচারী হয়েছে তোমরা তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ো না, অন্যথায় তোমরা দোযখে যাবে। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, অতঃপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

www.pathagar.com

১১৪. আর আপনি নামায কায়েম করুন দিনের দুই প্রান্তে (ভোরে ফজর ও সন্ধ্যায় মাগরিব) এবং রাতের প্রথম প্রহরে (এশা)। নিশ্চয়ই সৎকাজসমূহ পাপসমূহ দূর করে দেয়। উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এটা এক উপদেশ।

١١٤۔ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ط اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ط ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۝

১১৫. আর আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। কারণ আল্লাহ নিশ্চয়ই পুণ্যবানদের প্রতিদান বরবাদ করেন না।

١١٥۔ وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

১১৬. অতএব তোমাদের আগেকার জাতিগুলোর মধ্যে কেনো এমন উত্তম লোক থাকলো না যারা পৃথিবীর বুকে অনাচার সৃষ্টি করতে বাধা দিতো? তবে কিছু লোক ছিলো যাদেরকে আমি তাদের মধ্য থেকে রক্ষা করেছি। আর স্বৈরাচারীরা যাতে আনন্দ পেতো তারই অনুসরণ করতো এবং এরা ছিলো দুষ্কৃতিকারী।

١١٦۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ج وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ۝

১১৭. কোনো জনপদের অধিবাসীগণ পুণ্যবান হওয়া সত্ত্বেও আপনার প্রভু তাদেরকে ধ্বংস করবেন– তিনি এমন নন।

١١٧۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ۝

১১৮. আপনার প্রভু ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে একই উম্মতভুক্ত করতে পারতেন। আর তারা মতবিরোধ করতেই থাকবে–

١١٨۔ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ۝

১১৯. কিন্তু তারা নয় যাদের প্রতি আপনার প্রভু দয়া করেছেন। তিনি এজন্যই তাদের সৃষ্টি করেছেন। আপনার প্রভুর কথাই পূর্ণ হবে : আমি অবশ্যই জিন ও মানুষ উভয়ের দ্বারা জাহান্নামকে ভরে ফেলবো।

١١٩۔ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ط وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ط وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝

১২০. আমি আপনার অন্তরকে মজবুত করার উদ্দেশেই রাসূলগণের ঘটনাবলী আপনার নিকট বর্ণনা করেছি। আর এর দ্বারা আপনার নিকট এসেছে সত্য এবং ঈমানদারদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সতর্কবাণী।

١٢٠۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ج وَجَآءَكَ فِىْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

www.pathagar.com

١٢١. وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ط اِنَّا عٰمِلُوْنَ ۝١٢١

১২১. যারা ঈমান আনে না আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় কাজ করতে থাকো, আমরাও আমাদের কাজ সম্পাদনকারী।

١٢٢. وَانْتَظِرُوْا ج اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ۝١٢٢

১২২. আর তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো, আমরাও অপেক্ষায় আছি।

١٢٣. وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ط وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝١٢٣

১২৩. আকাশরাজী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়সমূহ আল্লাহ্ই অবগত আছেন এবং সমস্ত কাজের প্রত্যাবর্তন তাঁর নিকট। অতএব আপনি তাঁর ইবাদত করুন এবং তাঁর উপর ভরসা করুন। তোমরা যা কিছু করো আপনার প্রভু সে সম্পর্কে উদাসীন নন।

মহানবীর (স) মহাবাণী

يُوْشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَدَاعٰى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْاَكَلَةُ اِلٰى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ.

"খাদ্যগ্রহণকারীরা যেভাবে আহারের পাত্রের চারদিকে সমবেত হয়, অচিরেই বিজাতিসমূহ তোমাদের বিরুদ্ধে ঠিক সেভাবেই সমবেত হবে। এক শ্রোতা জিজ্ঞেস করলো, সেকালে আমাদের জনসংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি? তিনি বলেন, তোমরা বরং সেকালে জনসংখ্যায় সমৃদ্ধ থাকবে। কিন্তু তোমরা হবে প্লাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মতো। আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের পক্ষ থেকে আতংক দূরীভূত করে দিবেন এবং তোমাদের অন্তর 'ওয়াহ্ন' (কাপুরুষতা)-এ ভরে দিবেন। শ্রোতা জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওয়াহ্ন কি? তিনি বলেন, পার্থিব মোহ ও মৃত্যুর অনিচ্ছা" (আবু দাউদ, মালাহিম, বাব ৫, নং ৪২৯৭; মুসনাদ আহ্মাদ, ৫খ, পৃ. ২৭৮, নং ২২৭৬০)।

www.pathagar.com

১২. সূরা ইউসুফ (৫৩) ١٢- سُوْرَةُ يُوْسُفَ

আয়াত : ১১১; রুকূ' : ১২; মক্কী اٰيَاتُهَا : ١١١، رُكُوْعٌ : ١٢، مَكِّيَّةٌ

মহানবী (স)-এর মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে এই সূরা নাযিল হয়। তখন তাঁকে গুপ্তহত্যা অথবা নির্বাসন অথবা বন্দী করার জন্য কাফেরদের শলা-পরামর্শ চলছিল। এ সূরায় পরোক্ষভাবে তাদের একটা মারাত্মক হুমকি দেয়া হয়েছে।

সূরাটি নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, ইহুদীদের প্ররোচনায় মক্কার মূর্তিপূজারীরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বেকায়দায় ফেলার জন্য প্রশ্ন করলো যে, কেনান (ফিলিসতীন)-এর অধিবাসী বনী ইসরাঈল জাতির মিসরে যাবার কারণ কি ছিলো? এই ইতিহাস আরবদেরও অজানা ছিলো এবং নবী (স)-ও জানতেন না। তারা মনে করেছিলো, এইবার মুহাম্মাদের গোমর ফাঁস হয়ে যাবে এবং প্রমাণিত হবে যে, গোপনে কোনো লোকের শিখিয়ে দেয়া কথা সে আল্লাহ্‌র বাণী বলে প্রচার করে।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর মুখে হযরত ইউসুফ (আ)-এর পুরো কাহিনী জারি করে দিলেন। তিনি ধারাবাহিকভাবে তাদেরকে সূরা ইউসুফ পড়ে শুনালেন। দূর অতীতের একটি ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা মক্কার মূর্তিপূজারীদের কয়েকটি বিষয় জানিয়ে দিলেন।

আজ তোমরা যেভাবে আল্লাহ্‌র রাসূলকে হত্যা করার, দেশান্তরী করার বা বন্দী করার ষড়যন্ত্র করছো, দূর অতীতে ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরাও তাঁর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অনুরূপ ষড়যন্ত্র করেছিলো। পিতাকে প্রতারিত করে বিনোদনের বাহানা দিয়ে তারা ইউসুফকে বাড়ি থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে একটি পরিত্যক্ত ইঁদারার মধ্যে ফেলে দেয়। তারা মনে করেছিলো যে, তারা নিজেদের পথের কাঁটাটি সফলভাবে সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তারা মুহূর্তের জন্যও কল্পনা করতে পারেনি যে, তারা ইউসুফ (আ)-কে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে তাঁকে তাঁর উন্নতির সিঁড়ির প্রথম ধাপে তুলে দিয়েছে এবং তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে।

এখান থেকে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গেলো। তিনি মিসরে পৌঁছে পরম করুণাময়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে এক পর্যায়ে দেশটির সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হলেন এবং দীর্ঘদিন মিসর শাসন করলেন।

ঘটনাক্রমে তাঁর সৎ ভাইয়েরা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য মিসর-রাজের দরবারে উপস্থিত হয়। ইউসুফ (আ) তাদেরকে চিনতে পারলেও তারা তাঁকে চিনতে পারেনি। এক পর্যায়ে তিনিই নিজের পরিচয় ব্যক্ত করলেন। তারা তাঁর কাছে অসহায়ের মতো করজোরে ক্ষমা ভিক্ষা করলো। তিনি তাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং সপরিবারে মিসরে চলে আসতে বললেন।

বনী ইসরাঈল এভাবে ফিলিসতীন থেকে মিসরে পুনর্বাসিত হলো। তারা সেখানে বসবাস করতে থাকলো, যাবত না হযরত মূসা (আ)-এর যুগে ফেরাউনের অত্যাচারে তারা মিসর ত্যাগ করতে বাধ্য হলো।

এই ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক আল্লাহ তায়ালা মক্কার দুর্দমনীয় ও আপোষহীন মনোভাবাপন্ন মূর্তিপূজারীদের জানিয়ে দিলেন, আজ তোমরা মুহাম্মাদ (স)-কে সমূলে বিনাশ করার যে ষড়যন্ত্র করছো, দূর অতীতে হযরত ইউসুফ (আ)-এর বিরুদ্ধে তার ভাইয়েরাও অনুরূপ ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ তায়ালা যেভাবে তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন, একইভাবে তোমাদেরত ষড়যন্ত্রও নস্যাৎ করে দিবেন। বাস্তবে হয়েছেও তাই। তারা সশস্ত্র অবস্থায় রাতের অন্ধকারে তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে রেখেও তাঁকে হত্যা করতে পারেনি।

ইউসুফ (আ) অসহায় অবস্থায় মিসরে পৌঁছে যেমন সেদেশের মালিক-মোখতার হয়ে গেলেন, একইভাবে মুহাম্মাদ (স) দীনহীন অবস্থায় মদীনায় পৌঁছে এক পর্যায়ে বারো লক্ষ বর্গমাইল এলাকার মালিক-মোখতার হবেন। অতএব তোমরা কাফেররা আজ আমার নবীকে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দেয়ার যে ষড়যন্ত্র করছো, এর মাধ্যমে আসলে তোমরা তাঁকে তাঁর উন্নতির সিঁড়ির গোড়ায় বসিয়ে দিচ্ছো।

শুধু তাই নয়, তোমাদের জন্য এমন একটি দিন অবশ্যই আসছে যখন তোমরা একান্ত অসহায়ের মতো করজোরে আমার নবীর কাছে প্রাণভিক্ষা চাইতে বাধ্য হবে, যেভাবে আমার নবী ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা তাঁর কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল। ঠিকই হিজরতের মাত্র আট বছরের মাথায় মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর প্রাণের শত্রুরা, বাড়ি-ঘর ও সহায়-সম্পদ থেকে তাঁকে ও তাঁর অনুসারী মুসলমানদের উচ্ছেদকারীরা এই দৃশ্যেরই অবতারণা করলো। পাঠকদের কাছে সূরাটি খুব মনোযোগ সহকারে পাঠ করার অনুরোধ করছি।

www.pathagar.com

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-রা। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

١۔ الٓرٰ ۣ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝١

২. আমিই তা নাযিল করেছি আরবী ভাষায় কুরআনরূপে, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।

٢۔ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

৩. আমিই ওহীর মাধ্যমে আপনার নিকট এই কুরআনের সর্বোত্তম ঘটনা বর্ণনা করছি। যদিও আপনি এর আগে (উক্ত বিষয়ে) অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

٣۔ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۚ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝

৪. ইউসুফ যখন তার পিতাকে বলেছিলেন, হে পিতা! নিশ্চয়ই আমি দেখেছি এগারোটি তারকা, সূর্য ও চাঁদ, এগুলোকে আমার প্রতি সিজদায় পতিত অবস্থায় দেখেছি।

٤۔ اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ۝

টীকা : ইয়া'কূব (আ)-এর প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ছিলো ১০ জন এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ছিলো দুইজন : ইউসুফ (আ) ও বিন্‌য়ামীন (বেনজামিন)।

৫. তিনি বলেছিলেন, হে বৎস! তোমার ভাইদের নিকট তোমার স্বপ্নের ঘটনা বলো না। অন্যথায় তারা তোমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করবে। নিশ্চয়ই শয়তান মানবজাতির এক প্রকাশ্য দুশমন।

٥۔ قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

৬. এমনিভাবে তোমার প্রভু তোমাকে মনোনীত করবেন, তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখাবেন এবং তোমার প্রতি ও ইয়া'কূবের পরিবার-পরিজনের প্রতি তাঁর নিয়ামত (অনুগ্রহ) পূর্ণ করবেন, যেমন তা অতীতে পূর্ণ করেছেন তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٦۔ وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

www.pathagar.com

৭. ইউসুফ ও তার ভাইদের মধ্যে জিজ্ঞেসকারীদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় উপদেশ রয়েছে।

٧. لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ○

৮. যখন তারা বলেছিলো, অবশ্যই ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার নিকট আমাদের তুলনায় অধিক প্রিয়। অথচ আমরা একটি শক্তিশালী দল। নিশ্চয়ই আমাদের পিতা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই আছেন।

٨. اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ط اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۞

৯. তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো অথবা তাকে কোনো এলাকায় ফেলে আসো। তাতে তোমাদের পিতার সুদৃষ্টি কেবল তোমাদের প্রতিই নিবদ্ধ থাকবে এবং তারপর তোমরা উত্তম লোক হয়ে যাও।

٩. اُقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ○

১০. তাদের মধ্যকার একজন বক্তা বললো, তোমরা যদি কিছু করতেই চাও তবে ইউসুফকে হত্যা করো না, বরং তাকে কোনো কূপের গভীরে ফেলে দাও। কোনো কাফেলা তাকে তুলে নিয়ে যাবে।

١٠. قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ○

১১. তারা বললো, হে আমাদের পিতা! আপনার কি হয়েছে যে, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করছেন না? আমরা তো তার কল্যাণকামী।

١١. قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ○

১২. আগামী কাল সকালে তাকে আমাদের সাথে যেতে দিন, সে তৃপ্তি সহকারে আহার করবে ও খেলাধুলা করবে এবং আমরা অবশ্যই তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবো।

١٢. اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ○

১৩. তিনি বললেন, তোমরা তাকে নিয়ে গেলে আমি অবশ্যই দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়বো এবং আমার ভয় হয় তাকে নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলবে। আর তোমরা তার ব্যাপারে উদাসীন হবে।

١٣. قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْٓ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ○

১৪. তারা বললো, আমরা একটি শক্তিশালী দল থাকতে যদি তাকে নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলে তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তই হবো।

١٤. قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ○

www.pathagar.com

১৫. অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে চলে গেলো এবং তাকে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে একতাবদ্ধ হলো তখন আমি তাকে ইঙ্গিত দিলাম, তুমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের এই অপকর্মের কথা অবহিত করবে এমতাবস্থায় যে, তারা (তোমাকে) চিনতে পারবে না।

١٥. فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ج وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

১৬. তারা রাতের প্রথম প্রহরে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার নিকট উপস্থিত হলো।

١٦. وَجَآءُوْٓ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ط

১৭. তারা বললো, হে আমাদের পিতা! ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের নিকট রেখে আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম। একটি নেকড়ে বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু আপনি তো আমাদের বিশ্বাস করার পাত্র নন, যদিও আমরা সত্যবাদী।

١٧. قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ج وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ○

১৮. তারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত মাখিয়ে নিয়ে আসে। তিনি বললেন, বরং তোমাদের কল্পনা তোমাদের জন্য একটি গল্প রচনা করে দিয়েছে। অতএব ধৈর্য ধারণই (আমার জন্য) উত্তম। তোমরা যা বর্ণনা করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ্ই আমার সাহায্যের উৎস।

١٨. وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ط قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ط فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ط وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ○

১৯. একটি কাফেলা এসে তাদের পানি সংগ্রাহককে (পানির খোঁজে) পাঠালো। সে তার বালতি (কূপের মধ্যে) নামিয়ে দিলো। সে বললো, আহা কী সুখবর! এই যে এক কিশোর। তারা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখলো। তারা যা করছিলো সেই সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

١٩. وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ ط قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ط وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ○

২০. তারা তাকে সস্তা দামে বিক্রি করলো, মাত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি দিরহামের বিনিময়ে। তার ব্যাপারে তাদের কোনো অনুরাগ ছিলো না।

٢٠. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ج وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ع

২১. মিসরের যে ব্যক্তি তাকে কিনে এনেছিলো সে তার স্ত্রীকে বললো, একে সম্মানের সাথে রাখো। হয়তো সে আমাদের উপকারে আসবে

٢١. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِيْ مَثْوٰىهُ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ

www.pathagar.com

أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ط وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْأَرْضِ ز وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْثِ ط وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى أَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করবো। আমি এভাবেই সেই দেশে ইউসুফের জন্য বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলাম এবং যাতে আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখাতে পারি। আল্লাহ তাঁর কাজ সমাধায় অপ্রতিহত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ উপলব্ধি করে না।

٢٢. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهٗ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ○

২২. তিনি পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত হলে আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। আমি এভাবেই পূণ্যবানদেরকে পুরস্কৃত করি।

٢٣. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ط قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ إِنَّهٗ رَبِّيْٓ أَحْسَنَ مَثْوَايَ ط إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ○

২৩. তিনি যে মহিলার বাড়িতে ছিলেন সে নিজে তাকে ফুসলাতে লাগলো এবং ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে বললো, আরে এসো। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি। তিনি (আপনার স্বামী) আমার মনিব। তিনি আমার বসবাসের উত্তম ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হয় না।

٢٤. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ج وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَنْ رَّأٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ط كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ط إِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ○

২৪. সেই নারী তো তাকে কামনা করেছিলো এবং তিনিও তার কামনার কাছে নতিস্বীকার করতেন যদি না তিনি তার প্রভুর নিদর্শন অবলোকন করতেন। আমি তাকে খারাপ কাজ ও অশ্লীলতা থেকে মুক্ত রাখার জন্য এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছি। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন আমার নিষ্ঠাবান বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত।

টীকা : আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কি নিদর্শন দেখিয়েছিলেন তা কুরআন মজীদে উল্লেখ নেই, রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীতেও নেই। তাফসীরকারগণ নিজ নিজ গবেষণামতে বিভিন্ন নিদর্শনের উল্লেখ করেছেন। মোটকথা তাঁকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কিছু দেখানো হয়েছে যার ফলে তিনি নিজেকে সংবরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা এভাবেই নবী-রাসূলগণকে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে মুক্ত রাখেন।

٢٥. وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ وَّأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ط قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوْٓءًا إِلَّآ أَنْ

২৫. তারা উভয়ে দৌড় দিয়ে একে অপরের আগে দরজার দিকে গেলো, স্ত্রীলোকটি ইউসুফের জামা পিছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেললো এবং এই অবস্থায় উভয়ে তার স্বামীকে দরজার নিকট উপস্থিত পেলো। নারী বললো, যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে গর্হিত কাজের ইচ্ছা করে তার প্রতিশোধ

www.pathagar.com

يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

এছাড়া আর কি হতে পারে যে, তাকে কারাদণ্ড প্রদান অথবা মর্মান্তিক শাস্তি প্রদান করা হোক।

٢٦۔ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ج اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○

২৬. ইউসুফ বললেন, সে-ই আমার নিকট গর্হিত কাজ কামনা করেছে। নারীর পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলো, যদি ইউসুফের জামা সামনের দিক থেকে ছিঁড়ে গিয়ে থাকে তবে নারী সত্য কথা বলেছে এবং সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।

٢٧۔ وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

২৭. আর যদি তার জামা পিছন দিক থেকে ছিঁড়ে গিয়ে থাকে তবে নারী মিথ্যা কথা বলেছে এবং সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।

٢٨۔ فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ط اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ○

২৮. সে (স্বামী) যখন দেখলো, তার জামা পিছন দিক থেকে ছিঁড়ে গিয়েছে তখন বললো, নিশ্চয়ই এটা তোমাদের নারীদের ষড়যন্ত্র। আর তোমাদের ষড়যন্ত্র তো ভয়ংকর।

٢٩۔ يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا سكته وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ج اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ ۝

২৯. হে ইউসুফ! তুমি এটা (অপবাদ) উপেক্ষা করো এবং তুমি (হে নারী) তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তুমি পাপীদের অন্তর্ভুক্ত।

٣٠۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ج قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ط اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৩০. শহরের কতক নারী বললো, আযীযের স্ত্রী তার যুবককে নিজের কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য প্ররোচিত করছে। প্রেম তো তাকে পাগলিনী করে ফেলেছে। নিশ্চয়ই আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট বিপথগামী।

٣١۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ج فَلَمَّا رَاَيْنَهٗٓ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ

৩১. তাদের ষড়যন্ত্রের কথা স্ত্রীলোকটির কর্ণগোচর হলে সে তাদেরকে ডেকে পাঠালো, তাদের জন্য আসন প্রস্তুত করলো, তাদের প্রত্যেককে (হাতে) একটি করে ছুরি দিলো এবং ইউসুফকে বললো, তাদের সামনে বের হয়ে এসো। তারা তাকে দেখে এতোই অভিভূত হলো যে, নিজেদের হাত কেটে ফেললো এবং বললো,

www.pathagar.com

أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ط إِنْ هٰذَآ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ○

অদ্ভূত আল্লাহ্‌র মহিমা, এতো মানুষ নয়, এতো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা!

٣٢۔ قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ط وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهُ عَنْ نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ط وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَآ آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصّٰغِرِينَ ○

৩২. স্ত্রীলোকটি বললো, এই সে, যাকে কেন্দ্র করে তোমরা আমাকে দোষারোপ করেছো। আমিই তাকে অসৎ কর্মে প্ররোচিত করেছি, কিন্তু সে নিজেকে নিষ্পাপ রেখেছে। আমার আদেশ অনুসারে সে যদি কাজ না করে তবে জেলখানায় বন্দী হবেই এবং খুবই বেইজ্জত হবে।

٣٣۔ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ ج وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِينَ ○

৩৩. ইউসুফ বললেন, হে আমার প্রভু! এই নারীরা আমাকে যেদিকে ডাকছে তার তুলনায় জেলখানাই আমার কাছে অধিক প্রিয়। আপনি যদি আমার থেকে এদের ষড়যন্ত্র প্রতিহত না করেন তাহলে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বো এবং জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

٣٤۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ط إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

৩৪. অতএব তার প্রভু তার ডাকে সাড়া দিলেন এবং তার থেকে ওদের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

٣٥۔ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتّٰى حِينٍ ۞

৩৫. তারা (তার নির্দোষিতার) এসব প্রমাণ দেখার পর তাকে কিছুকাল জেলখানায় আবদ্ধ রাখা সমীচীন মনে করলো।

٣٦۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ط قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّيٓ أَرٰنِيٓ أَعْصِرُ خَمْرًا ج وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّيٓ أَرٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ط نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ج إِنَّا نَرٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ○

৩৬. তার সাথে আরো দুই যুবক জেলখানায় বন্দী হলো। তাদের একজন বললো, আমাকে স্বপ্নে দেখানো হলো যে, আমি (আঙ্গুর) নিংড়িয়ে মদ তৈরি করছি। অপরজন বললো, আমাকে স্বপ্নে দেখানো হলো যে, আমি মাথায় করে রুটি বহন করছি আর পাখি তা থেকে খাচ্ছে। আপনি আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলে দিন। নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত দেখছি।

٣٧۔ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهِۦٓ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ

৩৭. তিনি বললেন, তোমাদের দু'জনকে যে খাদ্য দেয়া হয় তা তোমাদের নিকট পৌছার আগেই আমি তোমাদের দু'জনকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা অবহিত

www.pathagar.com

يَّاْتِيَكُمَا ط ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ ط
اِنِّىْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ○

করবো। তা আমার প্রভুই আমাকে শিখিয়েছেন। যে সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে না এবং আখেরাত অস্বীকারকারী, আমি অবশ্যই তাদের ধর্ম বর্জন করেছি।

٣٨۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِىْٓ اِبْرٰهِيْمَ
وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ط مَا كَانَ لَنَآ اَنْ
نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ ط ذٰلِكَ مِنْ
فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ○

৩৮. আর আমি আমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কূবের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করি। আমরা আল্লাহ্‌র সাথে কোনো কিছু শরীক করবো তা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা আমাদের প্রতি এবং মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

٣٩۔ يٰصَاحِبَىِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ
مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑤

৩৯. হে জেলখানার দুই সাথী! পৃথক পৃথক অনেক প্রভু উত্তম, না মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ!

٤٠۔ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً
سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ
بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ط اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ط
اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ
الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৪০. তোমরা তো তাঁকে বাদ দিয়ে কতোগুলো নামের (মূর্তির) পূজা করো, যে নামকরণ তোমাদের পূর্বপুরুষগণ ও তোমরা করেছো। এর সমর্থনে আল্লাহ কোনো সনদ নাযিল করেননি। বিধান দেয়ার এখতিয়ার কেবল আল্লাহ্‌র। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করো, এটাই সোজা-সরল (সত্য) দীন। কিন্তু বেশিরভাগ লোকই উপলব্ধি করে না।

٤١۔ يٰصَاحِبَىِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا
فَيَسْقِىْ رَبَّهٗ خَمْرًا ج وَاَمَّا الْاٰخَرُ
فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ط
قُضِىَ الْاَمْرُ الَّذِىْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ⑤

৪১. হে জেলখানার দুই সাথী! তোমাদের দু'জনের একজনে তার মনিবকে মদ পরিবেশন করবে। আর অপরজন, তাকে শূলীবিদ্ধ করা হবে এবং তার মগজ পাখি আহার করবে। তোমরা দু'জন যা জানতে চেয়েছো তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

٤٢. وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ أَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ز فَأَنْسٰهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ۝٤٢

৪২. দু'জনের মধ্যকার যে বন্দী মুক্তি পাবে বলে তিনি ধারণা করলেন তাকে বললেন, তোমার মনিবের নিকট আমার প্রসঙ্গ উল্লেখ করো। কিন্তু তার মনিবের কাছে তার প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিলো। ফলে তিনি কয়েক বছর জেলখানায় পড়ে থাকলেন।

٤٣. وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّيْٓ أَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّأُخَرَ يٰبِسٰتٍ ط يٰٓأَيُّهَا الْمَلَاُ أَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ ۝

৪৩. রাজা বললো, আমি স্বপ্নে দেখেছি সাতটি মোটাতাজা গাভী, এগুলোকে সাতটি কৃশকায় দুর্বল গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুকনো শীষ। হে সভাসদগণ! তোমরা যদি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারো তবে আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও।

٤٤. قَالُوْٓا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ج وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيْلِ الْأَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ ۝

৪৪. তারা বললো, কল্পনা প্রসূত স্বপ্ন। এ ধরনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাদের জানা নেই।

٤٥. وَقَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيْلِهٖ فَأَرْسِلُوْنِ ۝

৪৫. দুই কারাবন্দীর মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিলো দীর্ঘ দিন পর তার স্মরণ হলে সে বললো, আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা অবহিত করছি। অতএব তোমরা আমাকে পাঠাও (ইউসুফের নিকট)।

٤٦. يُوْسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيْقُ أَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّأُخَرَ يٰبِسٰتٍ لا لَّعَلِّيْٓ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

৪৬. ইউসুফ, হে সত্যবাদী! সাতটি মোটাতাজা গাভী, এগুলোকে খেয়ে ফেলছে সাতটি কৃশকায় দুর্বল গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুকনো শীষ। এ (স্বপ্ন) সম্পর্কে আপনি আমাদের ব্যাখ্যা দিন, যাতে আমি লোকজনের নিকট ফিরে যেতে পারি এবং যাতে তারা অবগত হতে পারে।

٤٧. قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَأَبًا ج فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ إِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَأْكُلُوْنَ ۝

৪৭. তিনি বললেন, তোমরা পরপর সাত বছর উত্তমরূপে ফসল উৎপন্ন করবে। তোমরা যে ফসল কাটবে তা থেকে সামান্য পরিমাণ আহার করবে, বাকি শস্য শীষসমেত রেখে দিও।

www.pathagar.com

৪৮. এরপর আসবে কঠিন দুর্ভিক্ষের সাতটি বছর। তোমরা যা জনগণের জন্য সঞ্চয় করে রাখবে তা তারা আহার করবে, সামান্য কিছু ব্যতীত যা তোমরা তুলে রাখবে।

٤٨۔ ثُمَّ يَأْتِىْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلاً مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ○

৪৯. এরপর আসবে একটি বছর যখন লোকজনের জন্য পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হবে এবং তখন তারা (আঙ্গুরের রস) নিংড়াবে।

٤٩۔ ثُمَّ يَأْتِىْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ ۝

৫০. রাজা বললো, তোমরা তাকে আমার নিকট উপস্থিত করো। রাজ-দূত তার নিকট এসে পৌছলে তিনি বলেন, তুমি তোমার মনিবের কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো, যে সকল নারী তাদের হাত কেটেছিলো তাদের অবস্থা কি? নিশ্চয়ই আমার প্রভু তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সম্যক অবগত।

٥٠۔ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ بِهٖ ج فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِىْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ط اِنَّ رَبِّىْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ○

৫১. রাজা জিজ্ঞেস করলো, তোমরা যখন ইউসুফকে কুকাজে প্ররোচিত করেছিলে তখন তোমাদের কী হয়েছিলো? তারা বললো, অদ্ভূত আল্লাহ্‌র মহিমা! আমরা তার সম্পর্কে মন্দ কিছু জানি না। আযীযের স্ত্রী বললো, এখন সত্য প্রকাশ পেলো। আমিই তাকে অসৎ কাজে প্ররোচিত করেছি। নিশ্চয়ই সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।

٥١۔ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ط قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ط قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْئٰنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ز اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ○

৫২. এটা এজন্য যে, সে (আযীয) যাতে অবগত হয় যে, আমি গোপনে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আল্লাহ নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল হতে দেন না।

٥٢۔ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّىْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ○

www.pathagar.com

পারা-১৩

৫৩. وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِىْ ج اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىْ ط اِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৫৩. আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না। নিশ্চয়ই মানুষের মন খারাপ কাজে প্ররোচিত করে, কিন্তু যার প্রতি আমার প্রভু দয়া করেন সে ব্যতিক্রম। নিশ্চয়ই আমার প্রভু ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

৫৪. وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ بِهٖٓ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِىْ ج فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ ○

৫৪. রাজা বললো, তোমরা তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো। আমি তাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করবো। রাজা তার সাথে কথা প্রসঙ্গে বললো, নিশ্চয়ই আজ তুমি আমাদের নিকট মর্যাদাবান ও বিশ্বাসভাজন হলে।

৫৫. قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ج اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ○

৫৫. তিনি বললেন, আপনি আমাকে দেশের ধনভাণ্ডারের দায়িত্ব দিন। নিশ্চয়ই আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও সুবিজ্ঞ।

৫৬. وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ج يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ط نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

৫৬. আমি এভাবে ইউসুফকে দেশে পূর্ণ কর্তৃত্ব দান করলাম। তিনি দেশের যেথায় ইচ্ছা অবস্থান করতে পারতেন। আমি যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করি এবং আমি পুণ্যবানদের প্রতিদান নষ্ট করি না।

৫৭. وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○

৫৭. যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আখেরাতের পুরস্কার অবশ্যই অতি উত্তম।

৫৮. وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ○

৫৮. আর ইউসুফের ভাইয়েরা এলো এবং তার দরবারে প্রবেশ করলো। তিনি তাদের চিনতে পারলেন, কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারেনি।

টীকা : ইউসুফ (আ) মিসরের সম্রাট হয়েছেন এবং সেই দুর্ভিক্ষের যুগও শুরু হয়েছে। এমতাবস্থায় তাঁর সৎ-ভাইয়েরা খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য কিনান (ফিলিসতীন) থেকে মিসরে আসে। এখান থেকে তাদের আসা-যাওয়ার বর্ণনা শুরু হয়েছে।

৫৯. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِىْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ ج اَلَا تَرَوْنَ اَنِّىْٓ اُوْفِى الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ○

৫৯. তিনি যখন তাদের রসদপত্র সরবরাহ করলেন তখন বললেন, তোমরা তোমাদের সৎভাইকে আমার নিকট নিয়ে আসবে। তোমরা কি দেখছো না, আমি পূর্ণ মাত্রায় মেপে দেই এবং আমি উত্তমরূপে মেহমানের সমাদর করি।

www.pathagar.com

٦٠. فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ○

৬০. যদি তোমরা তাকে আমার নিকট না নিয়ে আসো তবে আমার নিকট তোমরা খাদ্যশস্যের বরাদ্দ পাবে না এবং আমার কাছেও আসতে পারবে না।

٦١. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ○

৬১. তারা বললো, আমরা তার বিষয়ে তার পিতাকে রাজী করাতে চেষ্টা করবো এবং আমরা অবশ্যই তা করবো।

٦٢. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ○

৬২. ইউসুফ তার যুবকদের বললেন, তোমরা তাদের রসদপত্রের মূল্য তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও, যাতে তারা তাদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়ে তা চিনতে পারে, যাতে তারা পুনরায় ফিরে আসে।

٦٣. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ○

৬৩. তারা তাদের পিতার নিকট ফিরে গিয়ে বললো, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য খাদ্যশস্যের বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে পাঠান, যাতে আমরা রসদের বরাদ্দ লাভ করতে পারি। নিশ্চয়ই আমরা তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবো।

٦٤. قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ط فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ص وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ○

৬৪. তিনি বললেন, আমি কি তার ব্যাপারে তোমাদের বিশ্বাস করবো, যেমন ইতিপূর্বে তোমাদের বিশ্বাস করেছিলাম তার ভাইয়ের ব্যাপারে? অতএব আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ হেফাজতকারী এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

٦٥. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ط قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ط هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ج وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ط ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ○

৬৫. তারা যখন তাদের মালপত্র খুললো তখন দেখতে পেলো যে, তাদের খাদ্যশস্যের মূল্য তাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বললো, হে আমাদের পিতা! আমরা আর কতো বেশী আশা করতে পারি! এই যে আমাদের পণ্যের মূল্য আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। আমরা পুনরায় আমাদের পরিবারবর্গের জন্য খাদ্যশস্য আনতে যাবো, আমাদের ভাইয়ের হেফাজত করবো এবং আরো এক উট বোঝাই অতিরিক্ত খাদ্যশস্য আনবো। ঐ (অতিরিক্ত) বরাদ্দ দেয়া (রাজার পক্ষে) সহজ।

www.pathagar.com

٦٦. قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَأْتُنَّنِيْ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ج فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ○

৬৬. তিনি বললেন, আমি তাকে মোটেই তোমাদের সাথে পাঠাবো না– তোমরা যতোক্ষণ পর্যন্ত আমাকে এই প্রতিশ্রুতি না দাও যে, তোমরা অবশ্যই তাকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনবে– যদি না তোমরা একান্তই অসহায় হয়ে পড়ো। তারা যখন তাকে তাদের প্রতিশ্রুতি দিলো তখন তিনি বললেন, আমরা যা বলছি আল্লাহ তার রক্ষক।

٦٧. وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ط وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ط اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ج وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○

৬৭. তিনি আরো বললেন, হে আমার পুত্রগণ! তোমরা একই ফটক দিয়ে প্রবেশ করবে না, পৃথক পৃথক ফটক দিয়ে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্‌র বিপরীতে তোমাদের রক্ষা করতে আমি মোটেই সক্ষম নই। বিধান দেয়ার এখতিয়ার কেবল আল্লাহ্‌র। আমি তাঁর উপর ভরসা করি এবং ভরসাকারীদের তাঁর উপরই ভরসা করা উচিৎ।

٦٨. وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ط مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰهَا ط وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৬৮. তাদের পিতা তাদেরকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা যখন সেভাবে প্রবেশ করলো তখন আল্লাহ্‌র বিপরীতে তা তাদের কিছুই কাজে এলো না। তবে ইয়া'কূবের মনের একটি বাসনাই কেবল তিনি পূর্ণ করেছিলেন। তিনি অবশ্যই জ্ঞানী ছিলেন, আমিই তাকে জ্ঞান দান করেছিলাম। কিন্তু বহু মানুষ অবগত নয়।

٦٩. وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْٓ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৬৯. তারা ইউসুফের দরবারে উপস্থিত হলে তিনি তার ভাইকে নিজের কাছে আশ্রয় দিলেন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমার ভাই। অতএব তুমি তাদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ করো না।

٧٠. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ○

৭০. অতঃপর তিনি যখন তাদের পণ্যসামগ্রী গোছগাছ করে দিলেন তখন তিনি তার ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে (তার) পানপাত্রটি রেখে দিলেন। অতঃপর এক ঘোষক ডাক দিয়ে বললো, হে কাফেলা! তোমরা অবশ্যই অবশ্যই চোর।

www.pathagar.com

৭১. তারা তাদের দিকে ফিরে বললো, তোমরা কি জিনিস হারিয়েছ?

৭২. তারা বললো, আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি। যে তা এনে দিতে পারবে সে এক উট বোঝাই মাল পুরস্কার পাবে এবং আমি এর যামিন।

৭৩. তারা বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা অবশ্যই জানো, আমরা এ দেশে দুষ্কর্ম করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই।

৭৪. তারা বললো, তোমরা যদি মিথ্যাবাদী হও তবে তার প্রতিশোধ কি?

৭৫. তারা বললো, এর জরিমানা হলো : যার মালের মধ্যে সেটি পাওয়া যাবে সে-ই তার বিনিময়। এভাবেই আমি যালেমদের শাস্তি দেই।

৭৬. অতঃপর সে (ঘোষক) তার ভাইয়ের মালপত্র তল্লাশীর আগে তাদের মালপত্র তল্লাশী করতে লাগলো, তারপর তার ভাইয়ের মালপত্র থেকে পাত্রটি বের করলো। আমি ইউসুফের জন্য এভাবে একটি কৌশল এঁটে দিয়েছিলাম। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা না থাকলে রাজার (দেশের) বিধানে তিনি তার ভাইকে গ্রেপ্তার করতে পারতেন না। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নত করি এবং সকল জ্ঞানীর উপর আছেন এক মহাজ্ঞানী (আল্লাহ)।

৭৭. তারা বললো, যদি সে চুরি করে থাকে, তবে ইতিপূর্বে তার ভাইও চুরি করেছিলো। ইউসুফ বাস্তব ঘটনা নিজের মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন এবং তাদের নিকট প্রকাশ করলেন না। তিনি (মনে মনে) বললেন, তোমরা নিতান্তই মন্দ লোক। আর তোমরা যা বলছো সেই সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

৭৮. তারা বললো, হে আযীয! তার পিতা (জীবিত) আছেন, অতিশয় বৃদ্ধ। অতএব তার

٧١. قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ○

٧٢. قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ○

٧٣. قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ○

٧٤. قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ○

٧٥. قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِىْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ط كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ○

٧٦. فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ط كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ط مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ط نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ط وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ○

٧٧. قَالُوْٓا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ج فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِىْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ج قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ج وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ○

٧٨. قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗٓ اَبًا

www.pathagar.com

شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ج اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

বদলে আপনি আমাদের একজনকে রেখে দিন। নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে পুণ্যবান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত দেখছি।

٧٩۔ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ اِنَّآ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ۝

৭৯. তিনি বললেন, আল্লাহ পানাহ! আমরা আমাদের মাল যার নিকট পেয়েছি কেবল তাকেই আটক রাখবো। অন্যথায় আমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

٨٠۔ فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ط قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ج فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْٓ اَبِيْٓ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ج وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ○

৮০. তারা তার দিক থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর নির্জনে পরামর্শ করতে বসলো। তাদের মধ্যকার জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বললো, তোমরা কি জ্ঞাত নও যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট থেকে আল্লাহ্‌র নামে একটি প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন এবং ইতিপূর্বে ইউসুফের ব্যাপারেও তোমরা যে অন্যায় করেছো? অতএব আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত অথবা আল্লাহ আমার (এ) ব্যাপারে সুরাহা না করা পর্যন্ত আমি এ দেশ ত্যাগ করবো না। তিনিই সর্বোত্তম বিচারক।

٨١۔ اِرْجِعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ج وَمَا شَهِدْنَآ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ○

৮১. তোমরা তোমাদের পিতার নিকট ফিরে গিয়ে বলো, হে আমাদের পিতা! নিশ্চয়ই আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা যা জানি তাই বলে দিলাম এবং আমরা অদৃশ্যের হেফাজতকারী নই।

٨٢۔ وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ط وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ○

৮২. আমরা যে জনবসতিতে ছিলাম সেখানকার লোকজনকে এবং যে কাফেলার সাথে আমরা এসেছি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।

٨٣۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ط فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ط عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

৮৩. ইয়া'কূব বললেন, বরং তোমাদের কল্পনা তোমাদের জন্য একটি গল্প রচনা করে দিয়েছে। অতএব ধৈর্য ধারণই (আমার জন্য) উত্তম। অচিরেই হয়ত আল্লাহ তাদের সকলকে আমার নিকট পৌছিয়ে দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

www.pathagar.com

৮৪. তিনি তাদের থেকে বিমুখ হয়ে বললেন, হায় আফসোস ইউসুফের জন্য! আর শোকে-দুঃখে তার দুই চোখ সাদা হয়ে গেলো। তিনি দুঃখ সংবরণ করে যাচ্ছিলেন।

٨٤. وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰٓاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ○

৮৫. তারা বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি তো সর্বদা ইউসুফের স্মরণেই লেগে থাকবেন যাবত না মরণাপন্ন হবেন অথবা মৃত্যুবরণ করবেন।

٨٥. قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ○

৮৬. তিনি বললেন, আমি আমার দুঃখ-বেদনা কেবল আল্লাহ্‌র কাছে নিবেদন করছি এবং আমি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে (এমন কিছু) অবগত আছি যা তোমরা অবগত নও।

٨٦. قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৮৭. হে আমার পুত্রগণ! তোমরা চলে যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে খোঁজ করো এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত আর কেউই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয় না।

٨٧. يٰبَنِىَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ط اِنَّهٗ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

৮৮. তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আযীয! আমাদেরকে ও আমাদের পরিবার-পরিজনকে কষ্ট-কাঠিন্য (দুর্ভিক্ষ) স্পর্শ করেছে এবং আমরা খুব সামান্য পুঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব আপনি আমাদেরকে পূর্ণ মাত্রায় দিন এবং আমাদেরকে দান-খয়রাত করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ দান-খয়রাতকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

٨٨. فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ط اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ○

৮৯. ইউসুফ বললেন, তোমরা কি জ্ঞাত আছো, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কী আচরণ করেছিলে, যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ জাহেল?

٨٩. قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ○

৯০. তারা বললো, তবে কি আপনিই ইউসুফ? তিনি বললেন, আমিই ইউসুফ এবং এই আমার

٩٠. قَالُوْٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ط قَالَ اَنَا

www.pathagar.com

يُوْسُفُ وَهٰذَآ اَخِىْ ز قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ط اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

ভাই। আল্লাহ্ই আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন। নিশ্চয়ই যে লোক ধার্মিকতা অবলম্বন করে এবং ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ এরূপ সৎকর্মপরায়ণ লোকজনের পুরস্কার বিনষ্ট করেন না।

٩١. قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ ○

৯১. তারা বললো, আল্লাহ্র শপথ! নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে আমাদের উপর প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করেছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী।

٩٢. قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ط يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ز وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ○

৯২. তিনি বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

٩٣. اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِىْ يَاْتِ بَصِيْرًا ج وَاْتُوْنِىْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

৯৩. তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে চলে যাও, এটি আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখে দিও। তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনের সকলকে নিয়ে আমার এখানে চলে এসো।

٩٤. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّىْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ○

৯৪. কাফেলা (মিসর থেকে) রওয়ানা হলে তাদের পিতা (ইয়া'কূব তার নিকট উপস্থিত লোকজনকে) বললেন, নিশ্চয়ই আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি, যদি তোমরা আমাকে (বার্ধক্যের কারণে) নির্বোধ না ভাবো।

٩٥. قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِىْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ○

৯৫. তারা (উপস্থিত লোকজন) বললো, আল্লাহ্র শপথ! আপনি তো আপনার সেই আগের বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন।

٩٦. فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ج قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৯৬. সুসংবাদদাতা এসে যখন জামাটি তার মুখমণ্ডলের উপর রেখে দিলো সাথে সাথে তিনি নিজের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্র নিকট থেকে (এমন কিছু) অবগত আছি যা তোমরা অবগত নও?

www.pathagar.com

৯৭. তারা (ফিরে এসে) বললো, হে আমাদের পিতা! আপনি আমাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আমরা গুনাহ্গার।

٩٧- قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ ○

৯৮. তিনি বললেন, অচিরেই আমি তোমাদের জন্য আমার প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো। নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٩٨- قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

৯৯. তারা যখন ইউসুফের নিকট প্রবেশ করলো তখন তিনি তার মাতা-পিতাকে নিজের নিকট স্থান দিলেন এবং বললেন, আপনারা আল্লাহ্র মর্জি নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন।

٩٩- فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ط

টীকা : ইউসুফ (আ)-এর ছোট বেলায়ই তাঁর মা মারা যান। পরে ইয়া'কূব (আ) ইউসুফের খালা লিয়া-কে বিবাহ করেন। এখানে মাতা বলতে তাকে বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : الخالة بمنزلة الام। "খালা মাতৃস্থানীয়"।

১০০. তিনি তার মাতা-পিতাকে সিংহাসনে বসালেন এবং উপস্থিত সকলে ইউসুফের সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়লো।[১] তিনি বললেন, হে আমার পিতা! এটাই আমার সেই পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা।[২] আমার প্রভুই তা সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি আমার প্রতি আরো দয়াপরবশ হয়েছেন এভাবে যে, তিনি আমাকে জেলখানা থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক বিনষ্ট করার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল থেকে এখানে নিয়ে এসেছেন। নিশ্চয়ই আমার প্রভু যা ইচ্ছা করেন তা সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন করেন। অবশ্যই তিনি মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

١٠٠- وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ج وَقَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ز قَدْ جَعَلَهَا رَبِّىْ حَقًّا ط وَقَدْ اَحْسَنَ بِىْٓ اِذْ اَخْرَجَنِىْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اِخْوَتِىْ ط اِنَّ رَبِّىْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ط اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

টীকা-১ : এটি ছিলো সম্মান প্রদর্শনমূলক সিজদা, ইবাদতের সিজদা নয়। কারো প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এভাবে সিজদা করা ইয়া'কূব (আ)-এর শরীয়াতে জায়েয ছিলো। কিন্তু শেরেক-এর মূলোৎপাটনের জন্য মহানবী (স)-এর শরীয়াতে কাউকে সম্মানসূচক সিজদা করা নিষিদ্ধ (হারাম)।

একটি বন্য উট এসে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সিজদা করলে সাহাবায়ে কিরাম (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বন্য পশুরাও আপনাকে সিজদা করে। তাহলে আমরা তো আপনাকে সিজদা করার ব্যাপারে অগ্রগণ্য। তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে সিজদা করবে না (বুখারী, মুসলিম)।

২. প্রত্যেক মানুষের স্বপ্নের একটি বাস্তব ফলাফল আছে, যার সঠিক ব্যাখ্যা করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত,

www.pathagar.com

স্বপ্নও আখেরাত জীবনের বাস্তবতার সাক্ষ্য বহন করে। বিছানায় অচেতনভাবে ঘুমিয়ে থাকা একটি মানুষ স্বপ্নের মধ্যে কতো জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, কতো সুখ-শান্তি লাভ করে অথবা কতো কষ্টক্লেশ ভোগ করে, আক্রান্ত হয়, নির্যাতিত হয়, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। অথচ তার পাশে তার সাথে ঘুমিয়ে থাকা লোকটি এর কিছুই অনুভব করতে পারে না। যারা কবরের শাস্তি, জান্নাত, দোযখ ইত্যাদি অস্বীকার করে তাদের জন্য এর মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে।

١٠١۔ رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ج فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ نت اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ج تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ○

১০১. হে আমার প্রভু! আপনিই আমাকে রাজত্ব দান করেছেন এবং আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আকাশরাজী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! আপনিই দুনিয়া ও আখেরাতে আমার অভিভাবক। আপনি আমাকে মুসলমানরূপে মৃত্যুদান করুন এবং আমাকে সৎকর্মশীল লোকজনের সাথে মিলিত করুন।

١٠٢۔ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ج وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ○

১০২. এ হলো গায়েবের খবর যা আমি আপনাকে ওহী মারফত অবহিত করছি। যখন তারা তাদের কাজে একমত হয়েছিলো এবং তারা ষড়যন্ত্র করেছিলো তখন আপনি তাদের নিকট উপস্থিত ছিলেন না।

١٠٣۔ وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ○

১০৩. আপনি যতোই আকাঙ্ক্ষা করুন, অধিকাংশ লোক ঈমান আনবে না।

١٠٤۔ وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ط اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

১০৪. আপনি তো তাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক দাবি করছেন না। এটা তো বিশ্ববাসীর জন্য এক উপদেশভাণ্ডার।

١٠٥۔ وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ○

১০৫. আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে কতো রকমের নিদর্শন বিদ্যমান আছে যেগুলো তারা অহরহ অবলোকন করছে এবং এগুলোকে তারা উপেক্ষা করছে।

١٠٦۔ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ○

১০৬. তাদের অধিকাংশ লোক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখা সত্ত্বেও মুশরিক (মূর্তিপূজারী)।

টীকা : অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁর সাথে শরীক স্থির করে।

١٠٧۔ اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ

১০৭. তবে কি তাদের উপর আল্লাহ্‌র সর্বগ্রাসী

www.pathagar.com

শাস্তি আসা থেকে অথবা তাদের অজান্তে তাদের উপর আকস্মিকভাবে কিয়ামত এসে যাওয়ার ব্যাপারে তারা কি নিজেদের নিরাপদ মনে করছে?

عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

১০৮. আপনি বলুন, এটাই আমার পথ, আমি নিজে এবং আমার অনুসারীরা বুঝেশুনে (মানুষকে) আল্লাহ্‌র দিকে ডাকি। আল্লাহ পবিত্র-মহান। আমি মূর্তিপূজারী মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

١٠٨۔ قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ط عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ط وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১০৯. আমি আপনার আগেও জনবসতির লোকজনের মধ্য থেকে পুরুষগণকেই রাসূলরূপে পাঠিয়েছি এবং তাদের নিকট ওহী পাঠিয়েছি। লোকজন কি পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করেনি এবং তাদের আগেকার লোকজন কী করুণ পরিণতির শিকার হয়েছিলো তা কি স্বচক্ষে দেখেনি? যারা ধর্মভীরু তাদের জন্য আখেরাতের বাসস্থানই কল্যাণকর। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?

١٠٩۔ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ط اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

১১০. শেষ পর্যায়ে রাসূলগণ যখন (অনবরত দাওয়াত দিতে দিতে) নিরাশ হয়ে গেলেন এবং লোকজন ধারণা করলো যে, রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য এলো। আমি যাকে চাই সে নাজাত পেলো। অপরাধে লিপ্ত সম্প্রদায় থেকে আমার শাস্তি রদ করা যায় না।

١١٠۔ حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا لا فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ ط وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ○

টীকা : ধারাবাহিকভাবে ইউসুফ (আ)-এর পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করার পর শেষ পর্যায়ে নবী-রাসূলগণের আহ্বানে সাড়া না দেয়া বা তাঁদের বিরোধিতা করার পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে। মানবজাতিকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তারা পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করে অবাধ্য জাতিসমূহের ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া বসতি এলাকাগুলো দেখুক। বর্তমান কালেও আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দানকারীদের দাওয়াত কবুল করে সৎপথের অনুসারী না হলে অনুরূপ পরিণতির শিকার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অপরদিকে দাওয়াতে জনগণের সাড়া না পাওয়ার দরুন আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানকারীদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তাদের দায়িত্ব কেবল দীনের দাওয়াত দেয়া, কবুল করানোর দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালার।

১১১. জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য তাদের ঘটনায় অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এটা এমন বাণী যা মিথ্যা নয়, বরং এটা ঈমানদারগণের জন্য পূর্বকালের কিতাবে যা আছে তার সত্যায়নকারী, সকল কিছুর বিশদ বিবরণ এবং পথপ্রদর্শক ও রহমত।

١١١۔ لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ط مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

www.pathagar.com

১৩. সূরা আর-রা'দ (৯৬) ١٣- سُوْرَةُ الرَّعْدِ

আয়াত : ৪৩; রুকূ' : ৬; মাদানী اٰيَاتُهَا : ٤٣، رُكُوْعُهَا : ٦، مَدَنِيَّةٌ

২৭-৩১ এবং ৩৮-৪৩ আয়াতসমূহের বক্তব্য থেকে অনুমান করা যায়, যে কালে সূরা আ'রাফ, হূদ ও ইউসুফ নাযিল হয়েছে ঠিক সেকালে অর্থাৎ মক্কী জীবনের শেষদিকে এই সূরাও নাযিল হয়েছে। এ সময় কাফেররা ইসলামের বিরুদ্ধে চরমভাবে উঠেপড়ে লেগেছিল।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-মীম-রা। এগুলো কিতাবের (কুরআনের) আয়াত এবং যা কিছু আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে আপনার উপর নাযিল করা হয়েছে তা সত্য, সঠিক। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ ঈমান আনে না।

١. الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

২. তিনিই আল্লাহ, যিনি আকাশসমূহকে কোনো স্তম্ভ ছাড়াই সুউচ্চে স্থাপন করেছেন যা তোমরা দেখতে পাচ্ছো। অতঃপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন। প্রতিটিই নির্দিষ্ট মেয়াদে আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন এবং আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা নিজেদের প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।

٢. اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ○

৩. তিনিই পৃথিবীকে সুবিস্তৃত করেছেন, তাতে পাহাড়-পর্বত ও নদী-নালা সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন দুই দুই শ্রেণীতে। তিনি দিনকে রাতের দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল গোষ্ঠীর জন্য নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান রয়েছে।

٣. وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

৪. পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ডসমূহ[১], আঙ্গুর ফলের বাগানসমূহ, ফসলের জমি, খেজুরবাগান, (কতগুলো) একাধিক শাখাবিশিষ্ট এবং (কতগুলো) শাখাবিহীন, সবগুলো একই পানি দ্বারা সঞ্জীবিত হয়। আমি স্বাদে এর

٤. وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۫ وَنُفَضِّلُ

www.pathagar.com

بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

কতগুলোকে অপর কতগুলোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। নিশ্চয়ই এগুলোর মধ্যে জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান রয়েছে।

টীকা-১ : পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ডসমূহ, যেমন সাতটি মহাদেশ পরস্পরের পাশাপাশি অবস্থিত। অর্থ এও হতে পারে যে, ভূমিখণ্ডসমূহ পরস্পর সংলগ্ন হলেও প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে এদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন উর্বর-অনুর্বর, মরুভূমি-মরূদ্যান, পাহাড়ী-সমতল, পানিহীন-পানিতে ডুবন্ত ইত্যাদি।

٥- وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ج وَاُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ ج وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

৫. আপনি যদি বিস্মিত হন তবে তাদের কথা আরো বিস্ময়কর : আমরা যখন মাটিতে পরিণত হবো তারপরও কি আমরা অবশ্যই নতুনভাবে সৃষ্টি হবো? এরাই নিজেদের প্রভুর অবাধ্যাচরণকারী হয়েছে। এদের গলায়ই পরানো থাকবে শিকল এবং এরাই দোযখবাসী, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।

٦- وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ط وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ج وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

৬. এরা আপনার নিকট কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ ত্বরান্বিত করার দাবি করে। অবশ্য তাদের পূর্বে অনুরূপ অনেক শাস্তিপ্রাপ্ত জাতি অতিক্রান্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই আপনার প্রভু মানুষকে তাদের অন্যায় কাজ করা সত্ত্বেও ক্ষমা করেন এবং নিশ্চয়ই আপনার প্রভু কঠোর শাস্তিদাতাও বটে।

٧- وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ط اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

৭. যারা অবাধ্যাচরণ করে তারা বলে, তার প্রভুর পক্ষ থেকে তার নিকট কোনো নিদর্শন নাযিল হয় না কেনো? আপনি তো কেবল সতর্ককারী। আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে একজন পথপ্রদর্শক।

٨- اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ط وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ○

৮. প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং তার গর্ভাশয়ে যা সংকুচিত হয় ও বর্ধিত হয় তা আল্লাহ জানেন। তাঁর কাছে প্রতিটি জিনিসের একটা পরিমাণ নির্ধারিত রয়েছে।

www.pathagar.com

৯. তিনি সকল অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয় অবহিত, তিনি সুমহান, মহামর্যাদাবান।

٩۔ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ○

১০. তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কথা গোপন করে, যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনের বেলা প্রকাশ্যে যা বিচরণ করে সবই তাঁর নিকট সমান।

١٠۔ سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۢ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ○

১১. তার (প্রত্যেক মানুষের) জন্য তার সামনে ও পিছনে একের পর এক প্রহরী (ফেরেশতা) রয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাকে পাহারা দেয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থান (অবস্থা) পরিবর্তন করেন না যাবত না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থান (অবস্থা) পরিবর্তন করে।[১] আল্লাহ কোনো জাতিকে শাস্তি দিতে চাইলে তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ছাড়া তাদের কোনো রক্ষকও নেই।

١١۔ لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ط وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ج وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ○

টীকা-১ : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ মানুষকে তার নিজের জন্য কিছু করার শক্তি, ক্ষমতা, যোগ্যতা, বুদ্ধিবিবেক ও অনুকূল পরিবেশ দান করেছেন। এগুলোকে কাজে খাটিয়ে সে তার ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারে এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ তার সহায় হন।

১২. তিনিই তোমাদেরকে (পথচারীদেরকে) বিদ্যুতের ভয় দেখান এবং আশার সঞ্চার করেন (বৃষ্টির জন্য অপেক্ষাকারীদের মধ্যে) এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ভারী মেঘমালা।

١٢۔ هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝

১৩. বজ্রধ্বনি তাঁর প্রশংসাসহ তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং ফেরেশতাগণও তাঁর ভয়ে। তিনি বজ্রপাত করেন এবং তার দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত হানেন। আর তারা আল্লাহ সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা করে, অথচ তিনি মহাশক্তিধর (ভয়ংকর শাস্তিদাতা)।

١٣۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ج وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ ج وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ۝

১৪. সত্যের দা'ওয়াত তাঁরই।[১] আর যারা তাঁকে ব্যতীত অন্যদের ডাকে তারা তাদের ডাকে সাড়া দিতে কিছুই সক্ষম নয়। তা এমন ব্যক্তিতুল্য যে,

١٤۔ لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ط وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا

www.pathagar.com

كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ط وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ○

তার মুখে পানি পৌঁছানোর জন্য তার দুই হাত পানির দিকে প্রসারিত করে, অথচ তা তার মুখে পৌঁছবার নয়।[২] (মূর্তির কাছে) কাফেরদের আবেদন সবই নিষ্ফল।

টীকা-১ : সুখে-সম্পদে ও বিপদে-আপদে তাঁকেই ডাকতে হবে এবং তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী করতে হবে, এটিই যথার্থ আহ্বান, এর বিপরীত সব কিছুই বাতিল।

টীকা-২ : যারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অপর কিছুকে ডাকে বা পূজা করে এখানে তাদের নিষ্ফল কৃতকর্মের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। যেমন এক ব্যক্তি দূর থেকে পানির দিকে তার হাত প্রসারিত করে তা তার মুখে এসে পতিত হওয়ার আহ্বান জানায়। তা কখনো তার মুখে এসে পৌঁছবে না। কাফেরদের কৃতকর্ম এরূপই নিষ্ফল।

١٥۔ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ○

১৫. আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় আল্লাহ্‌কে সিজদা করে এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাদের ছায়াসমূহও।

টীকা : আয়াতটি তিলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী একটি সিজদা করুন।

١٦۔ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط قُلِ اللّٰهُ ط قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ لا اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ج اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ط قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

১৬. আপনি জিজ্ঞেস করুন, আকাশরাজী ও পৃথিবীর প্রতিপালক কে? আপনি বলুন, আল্লাহ্। আপনি আরো জিজ্ঞেস করুন, তবে কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছো যারা নিজেদেরই কোনো উপকার বা অপকার করতে সক্ষম নয়? আপনি জিজ্ঞেস করুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে অথবা অন্ধকার ও আলো কি সমান হতে পারে? তবে কি তারা আল্লাহ্‌র জন্য এমন কিছু শরীক স্থির করেছে যে, তারা কিছু সৃষ্টি করেছে, যেমন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে সৃষ্টি তাদের নিকট এক রকম মনে হয়েছে? আপনি বলুন, আল্লাহ-ই সকল কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি এক, তিনি মহাপরাক্রমশালী।

١٧۔ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا

১৭. তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তাতে উপত্যকাসমূহ এদের প্রশস্ততা অনুযায়ী প্লাবিত হয়, প্লাবন তার উপরিভাগে উত্থিত ফেনারাশি

www.pathagar.com

رَّابِيًا ط وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ط كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ط فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ج وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ط كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ⑰

বয়ে নিয়ে যায়। অলংকার ও তৈজসপত্র নির্মাণের উদ্দেশে কোনো কিছু আগুনে উত্তপ্ত করা হলে অনুরূপভাবে ফেনারাশি উপরিভাগে ভেসে উঠে। আল্লাহ এভাবে সত্য ও মিথ্যার দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। যা ফেনা তা শুকিয়ে শেষ হয়ে যায় আর যা মানুষের উপকারে আসে তা ভূ-পৃষ্ঠে অবশিষ্ট থেকে যায়। আল্লাহ এভাবে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।

টীকা : এ আয়াতে কুরআনের নাযিলকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে। বৃষ্টি যেমন মানুষের জন্য উপকারী, তদ্রূপ কুরআনও তাদের জন্য উপকারী। যার অন্তর যতোটা প্রশস্ত সে তদনুপাতে কুরআনের হেদায়াত অনুসরণ করতে সক্ষম হবে। এখানে ফেনারাশি দ্বারা কুফর তথা আল্লাহ্‌র অবাধ্যাচারিতাকে বুঝানো হয়েছে। পরিণামে কুফর নিষ্ফল হতে বাধ্য।

١٨۔ لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ط وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ط اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ لا وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمِهَادُ ⑱

১৮. যারা নিজেদের প্রভুর ডাকে সাড়া দেয় তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আর যারা তাদের প্রভুর ডাকে সাড়া দেয় না, যদি তাদের কাছে পৃথিবীর সমস্ত কিছু এবং তার সাথে তার সম-পরিমাণও থাকতো তবে তারা অবশ্যই মুক্তিপণস্বরূপ তার সবই দিয়ে দিতো। তাদের হিসাব নেয়া হবে নিকৃষ্টভাবে এবং তাদের আশ্রয়স্থল হবে দোযখ। তা কতো নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল!

١٩۔ اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ط اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ⑲

১৯. আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে আপনার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে তাকে যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে এবং যে ব্যক্তি (এ সম্পর্কে) অন্ধ তারা কি একসমান? কেবল বিবেকবান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে;

٢٠۔ الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ⑳

২০. যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং তারা প্রতিজ্ঞা ভংগ করে না;

٢١۔ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ

২১. এবং যারা আল্লাহ যে সম্পর্ক অটুট রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা অটুট রাখে, তাদের প্রভুকে

www.pathagar.com

ভয় করে এবং হিসাবের কঠোরতাকেও ভয় করে;

يُوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

২২. যারা নিজেদের প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের আশায় (বিপদাপদে) ধৈর্যধারণ করে, নামায কায়েম করে, আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করে এবং উত্তম (সদ্ব্যবহার) দ্বারা মন্দকে (দুর্ব্যবহারকে) দূরীভূত করে। এদের জন্যই রয়েছে পরকালের আবাস–

٢٢۔ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾

২৩. স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা দাখিল হবে এবং তাদের পিতা-মাতা, স্ত্রীগণ ও তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তারাও। আর ফেরেশতারা তাদের নিকট উপস্থিত হবে প্রতিটি প্রবেশদ্বার দিয়ে।

٢٣۔ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾

২৪. (তারা বলবে), তোমরা যে ধৈর্যধারণ করেছিলে সেজন্য তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। কতো উত্তম এই শেষ আবাসস্থল!

٢٤۔ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾

২৫. আর যারা আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভংগ করে, যে সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীর বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের প্রতি রয়েছে অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট বাসস্থান।

٢٥۔ وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ لا اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾

২৬. আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন তার রিযিকের ব্যবস্থা প্রশস্ত করে দেন এবং সংকুচিত করেন। তারা পার্থিব জীবনের আনন্দে বিভোর হয়ে আছে। অথচ পার্থিব জীবন আখেরাতের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী উপভোগমাত্র।

٢٦۔ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ط وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾

২৭. কাফেররা বলে, তার নিকট তার প্রভুর পক্ষ

٢٧۔ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ

www.pathagar.com

عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ط قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ۝

থেকে কোনো নিদর্শন নাযিল হয় না কেনো? আপনি বলুন, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যারা তাঁর অভিমুখী তিনি তাদের সৎপথে পরিচালিত করেন–

٢٨۔ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ط اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝

২৮. যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ্‌র যিকিরে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। জেনে রাখো, আল্লাহ্‌র যিকিরেই রয়েছে অন্তরসমূহের প্রশান্তি।

٢٩۔ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ ۝

২৯. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ ও চমৎকার আশ্রয়স্থল।

٣٠۔ كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ط قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ۝

৩০. আমি এভাবে আপনাকে একটি উম্মতের মধ্যে পাঠিয়েছি, এদের আগে বহু উম্মত গত হয়েছে, আমি আপনার নিকট যে ওহী পাঠাই তা যেনো এদেরকে আপনি তিলাওয়াত করে শুনান। তথাপি এরা দয়াময় রহমানের বিরুদ্ধাচরণ করে। আপনি বলুন, তিনিই আমার রব, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আমি তাঁর উপর ভরসা করি এবং আমাকে তাঁর নিকটই ফিরে যেতে হবে।

٣١۔ وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ط بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ط اَفَلَمْ يَيْئَسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝

৩১. যদি এমন একটি কুরআন (নাযিল) হতো যার সাহায্যে পর্বতমালাকে পরিভ্রমণ করানো যেতো অথবা পৃথিবীকে খণ্ড-বিখণ্ড করা যেতো অথবা মৃত ব্যক্তির সাথে কথা বলা যেতো (তবুও তারা ঈমান আনতো না)। বরং সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বাধীন। যারা ঈমান এনেছে তারা কি নিশ্চিত নয় যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে অবশ্যই গোটা মানবজাতিকে সৎপথে আনতে পারতেন?১ যারা অবাধ্যাচারী হয়েছে তারা তাদের কার্যকলাপের ফলে অনবরত বিপর্যস্ত হতে থাকবে অথবা তাদের বসতির আশেপাশে বিপর্যয় ঘটতে থাকবে– যাবত না আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি এসে যায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রুতির খেলাফ করেন না।

টীকা-১ : আল্লাহ তায়ালা ঈমান আনার বিষয়টি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তবে তিনি সত্য পথ ও ভ্রান্ত পথ বলে দিয়েছেন এবং নবী-রাসূলগণ তা দেখিয়ে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

৩২. আপনার পূর্বে আগত রাসূলগণকেও উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। যারা অবাধ্যাচরণ করেছে আমি তাদেরকে কিছুটা অবকাশ দিয়েছিলাম, তারপর তাদেরকে গ্রেপ্তার করলাম। কেমন (নির্মম) ছিলো আমার শাস্তি!

٣٢. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ○

৩৩. যিনি (আল্লাহ) প্রত্যেক ব্যক্তির কার্যকলাপের পর্যবেক্ষক এবং তারা সেই আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করেছে। আপনি বলুন, ওদের একটু নাম লও তো দেখি অথবা তোমরা কি আল্লাহ্‌কে এমন কিছুর খবর দিচ্ছো পৃথিবীর বুকে যা তিনি অবগতই নন অথবা তোমরা অসার কথা বলছো? বরং কাফেরদের জন্য তাদের প্রতারণাকে মনঃপুত করা হয়েছে এবং তাদেরকে সঠিক পথ থেকে প্রতিরোধ করা হয়েছে। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই।

٣٣. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ج وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ ط قُلْ سَمُّوْهُمْ ط أَمْ تُنَبِّئُوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ط بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ○

৩৪. তাদের জন্য পৃথিবীর জীবনেও রয়েছে শাস্তি এবং আখেরাতের শাস্তি তো আরো কঠোর। আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করার মতো তাদের কেউ নেই।

٣٤. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْأٰخِرَةِ أَشَقُّ ج وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ○

৩৫. ধর্মপরায়ণ লোকদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার বিবরণ এই যে, তার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত রয়েছে এবং ওখানকার ফলফলাদি ও ছায়া চিরস্থায়ী। এটা ধার্মিকদের প্রতিদান। আর কাফেরদের প্রতিদান বা শেষ পরিণতি হলো দোযখ।

٣٥. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ط أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ط تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ق وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ○

৩৬. আর আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা আপনার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে তাতে আনন্দিত হয় এবং কোনো কোনো দল এর কোনো কোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান করে।[১] আপনি বলুন, আমি আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহ্‌র ইবাদত

٣٦. وَالَّذِيْنَ أٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ط قُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ

www.pathagar.com

وَلَآ أُشْرِكَ بِهٖ ط اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ○

করার জন্য এবং তাঁর সাথে শরীক স্থির না করার জন্য। আমি তাঁর দিকেই (তোমাদের) ডাকি এবং তাঁর কাছেই আমার প্রত্যাবর্তন।

টীকা-১ : অর্থাৎ তাওরাত-ইনজীল কিতাব যাদের দেয়া হয়েছিল (ইহুদী-খৃস্টান) তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করে তারা কুরআনের বাণীতে আনন্দিত হয় এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করে না তারা তা প্রত্যাখ্যান করে।

٣٧۔ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ط وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لا مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ۝

৩৭. এভাবে আমি আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি আইন-বিধানরূপে। আর আপনি যদি আপনার নিকট যথার্থ জ্ঞান আসার পর তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেন তাহলে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে আপনি কোনো অভিভাবক বা রক্ষাকারী পাবেন না।

٣٨۔ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ط وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ○

৩৮. আমি অবশ্যই আপনার পূর্বে রাসূলগণকে পাঠিয়েছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান দান করেছিলাম। আল্লাহ্‌র অনুমোদন ছাড়া কোনো নবীর পক্ষেই কোনো নিদর্শন (মু'জিযা) আনয়ন করা সম্ভবপর ছিলো না। প্রতিটি প্রতিশ্রুতির জন্য একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে।

٣٩۔ يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ج وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ ○

৩৯. আল্লাহ যা চান বিলীন করে দেন এবং (যা চান) বহাল রাখেন। তাঁর কাছেই রয়েছে মূল কিতাব (সংরক্ষিত ফলক)।

٤٠۔ وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ○

৪০. আমি তাদেরকে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার কিছু যদি আপনাকে দেখাই অথবা আপনাকে উঠিয়ে নেই তাতে কি! আপনার কর্তব্য তো প্রচার করা এবং হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার।

٤١۔ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ط وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ط وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

৪১. তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চারদিক থেকে সংকুচিত করে আনছি? আল্লাহ আদেশ দেন, তার আদেশ রদ করার মতো কেউ নেই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

٤٢۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ط يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ

৪২. এদের আগে যারা ছিলো তারাও চক্রান্ত করেছিলো। কিন্তু সমস্ত কৌশল আল্লাহ্‌র হাতে। প্রত্যেক মানুষ যা উপার্জন করে তা তিনি

www.pathagar.com

نَفْسٍ ط وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ○

জানেন। অচিরেই কাফেররা জানতে পারবে শুভ (উত্তম) আবাসস্থল কার জন্য।

٤٣- وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلاً ط قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ○

৪৩. যারা অবাধ্যাচরণ করেছে তারা বলে, তুমি (আল্লাহ কর্তৃক) প্রেরিত নও। আপনি বলুন, আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ এবং যাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে তারা সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।

মহানবীর (স) মহাবাণী

عِصَابَتَانِ مِنْ اُمَّتِىْ اَحْرَزَهُمُ (حَرَّرَهُمَا) اللّٰهُ مِنَ النَّارِ عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ وَعِصَابَةٌ تَكُوْنُ مَعَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ.

"আমার উম্মতের দু'টি দলকে আল্লাহ তায়ালা দোযখ থেকে মুক্তি দিয়েছেন– যে দলটি হিন্দুস্তানে জিহাদ করবে এবং যে দলটি মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ)-এর সাথে (দাজ্জালের বিরুদ্ধে) জিহাদ করবে" (নাসাঈ, জিহাদ, বাব, ৪১, নং ৩১৭৭; মুসনাদ আহ্মাদ, ৫খ, পৃ. ২৭৮, নং ২২৭৫৯)।

وَعَدَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْهِنْدِ فَاِنْ اَدْرَكْتُهَا اُنْفِقُ فِيْهَا نَفْسِىْ وَمَالِىْ وَاِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ اَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ فَاِنْ رَجَعْتُ فَاَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ الْمَحَرَّرُ.

"আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হিন্দুস্তানে যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি যদি তাতে যোগদান করতে পারি তবে তাতে আমার জান-মাল দু'টোই উৎসর্গ করবো। আর যদি আমি নিহত হই তবে আমি হবো শহীদগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আর আমি যদি ফিরে আসতে পারি তবে আমি (দোযখ থেকে) মুক্ত আবু হুরায়রা" (নাসাঈ, জিহাদ, বাব ৪১, নং ৩১৭৫ ও ৩১৭৬)।

www.pathagar.com

১৪. সূরা ইবরাহীম (৭২)

١٤۔ سُوْرَةُ اِبْرَاهِيْمَ

আয়াত : ৫২; রুকূ' : ৭; মক্কী

اٰيَاتُهَا : ٥٢، رُكُوْعٌ : ٧، مَكِّيَّةٌ

বিশেষ করে ১৩ নং আয়াতের বক্তব্য থেকে অনুধাবন করা যায় যে, এ সূরা পূর্ববর্তী সূরার সমকালে নাযিল হয়ে থাকবে। এ সময় ঈমানদারগণকে মক্কা থেকে উচ্ছেদ করার জন্য কাফেররা জোর প্রচেষ্টা শুরু করেছিল।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-রা। একটি মহাগ্রন্থ, যা আমি আপনার উপর নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানবজাতিকে তাদের প্রভুর নির্দেশক্রমে অন্ধকার থেকে বের করে নিয়ে আসেন আলোতে– মহাপরাক্রমশালী, বিপুল প্রশংসার অধিকারী সত্তার পথে,

١۔ الٓرٰ ج كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ○

২. আল্লাহ্‌র পথে, যিনি আকাশরাজী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক। কাফেরদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তির দুর্ভোগ–

٢۔ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۙ ⑦

৩. যারা আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনকে ভালোবাসে, আল্লাহ্‌র পথে বাধার সৃষ্টি করে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে। এরাই মারাত্মক বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।

٣۔ الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ط اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ○

৪. আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার নিজ জাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, যাতে তিনি তাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পারেন। অতএব আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ দান করেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٤۔ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ط فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৫. নিশ্চয়ই আমি মূসাকে আমার বাণীসহ পাঠালাম যে, আপনি নিজ সম্প্রদায়কে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসুন এবং তাদেরকে

٥۔ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَذَكِّرْهُمْ

www.pathagar.com

بِاَيّٰمِ اللّٰهِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○

ঐতিহাসিক ঘটনাবহুল দিনগুলোর সাহায্যে উপদেশ দিন। এর মধ্যে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য রয়েছে নিদর্শন।

٦۔ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ط وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝٦

৬. মূসা যখন তার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা নিজেদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ করো– যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরাউন গোষ্ঠীর কবল থেকে উদ্ধার করলেন, যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দিতো, তোমাদের পুত্রসন্তানদের হত্যা করতো এবং তোমাদের কন্যা সন্তানদের জীবিত রাখতো। তাতে ছিলো তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা।

٧۔ وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ ○

৭. যখন তোমাদের প্রভু ঘোষণা করলেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তবে আমি অবশ্যই তোমাদের আরো অধিক দিবো। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অবশ্যই কঠোর।

٨۔ وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ ○

৮. আর মূসা বললেন, তোমরা এবং পৃথিবীর সকলে যদি অকৃতজ্ঞ হও তবুও আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ, বিপুল প্রশংসার অধিকারী।

٩۔ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ط وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ط لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ ط جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فِىْٓ اَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْٓا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ وَاِنَّا لَفِىْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ○

৯. তোমাদের নিকট কি তোমাদের পূর্বেকার নূহের জাতি, আদ ও ছামূদের এবং তাদের পরবর্তীদের খবর পৌঁছেনি? তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ এসেছিলেন। কিন্তু তারা তাদের হাতগুলো নিজেদের মুখের উপর রেখে দিয়ে বলেছে, তোমাদের যা নিয়ে পাঠানো হয়েছে আমরা অবশ্যই তা মানি না এবং যার দিকে তোমরা আমাদের ডাকছো সে সম্পর্কে আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে রয়েছি।

www.pathagar.com

১০. তাদের রাসূলগণ বললেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সম্পর্কে কি সন্দেহ আছে? তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করার জন্য এবং একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবকাশ দেয়ার জন্য তোমাদেরকে ডাকছেন। তারা বললো, না, তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ। আমাদের পূর্বপুরুষরা যেগুলোর উপাসনা করতো তোমরা আমাদেরকে সেগুলোর উপাসনা থেকে বিরত রাখতে চাচ্ছো। তাহলে তোমরা আমাদের নিকট স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসো।

١٠۔ قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِى اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ط قَالُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ط تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاۤؤُنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

১১. তাদের রাসূলগণ তাদের বললেন, আমরা অবশ্যই তোমাদের মতো মানুষ। কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। আল্লাহ্‌র অনুমোদন ছাড়া তোমাদের নিকট দলীল-প্রমাণ পেশ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করাই ঈমানদারগণের কর্তব্য।

١١۔ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط وَمَا كَانَ لَنَآ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

১২. আমরা কেনো আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করবো না ? তিনিই তো আমাদেরকে আমাদের সৎপথে পরিচালিত করেছেন। তোমরা আমাদের উপর যে নির্যাতন করছো তাতে আমরা অবশ্যই ধৈর্যধারণ করবো। ভরসাকারীদের আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করা কর্তব্য।

١٢۔ وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ط وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝

১৩. যারা অমান্য করেছে তারা তাদের রাসূলগণকে বললো, আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে আমাদের এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিবো অথবা তোমাদেরকে অবশ্যই আমাদের ধর্মে ফিরে আসতে হবে। তখন তাদের প্রভু তাদের নিকট ওহী পাঠালেন, আমি অবশ্যই যালেমদের ধ্বংস করবো–

١٣۔ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِىْ مِلَّتِنَا ط فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ۝

www.pathagar.com

১৪. এবং তাদের পরে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই দেশে ক্ষমতাসীন করবো। যারা আমার সামনে উপস্থিত হওয়ার এবং আমার শাস্তির ভয় রাখে তাদেরকে এটা দেয়া হবে।

১৫. তারা মীমাংসা প্রার্থনা করলো এবং প্রত্যেক অবাধ্য স্বৈরাচারী ব্যর্থ হলো।

١٤۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ط ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِیْ وَخَافَ وَعِیْدِ ○

١٥۔ وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِیْدٍ ○

টীকা : 'তারা মীমাংসা প্রার্থনা করলো'– ক্রিয়াপদের কর্তা যালেম মুশরিকরাও হতে পারে। তারা নবীদের সাথে বিবাদের ফয়সালার জন্য দোয়া করলো : নবীগণ যদি সত্যবাদী হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের ধ্বংস করুন। যেমন মক্কার মুশরিকরা এ ধরনের দোয়া করেছিলো (দ্র. সূরা আনফাল : ১৯ ও ৩১ আয়াত)। আবার কর্তা নবীগণও হতে পারেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় প্রার্থনা করেছেন। ফলে কাফেররা ধ্বংস হয়েছে।

১৬. পরিণামে ওদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তাকে পান করানো হবে পুঁজ মিশানো পানি–

١٦۔ مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَیُسْقٰی مِنْ مَّآءٍ صَدِیْدٍ ○

১৭. সে এক ঢোক করে গিলবে এবং তা কণ্ঠনালী থেকে নামাতে পারবে না। সব দিক থেকে তার কাছে হাজির হবে মৃত্যুযন্ত্রণা, কিন্তু সে মরবে না। তার পিছনেও রয়েছে কঠোর শাস্তি।

١٧۔ یَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا یَكَادُ یُسِیْغُهٗ وَیَاْتِیْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَیِّتٍ ط وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِیْظٌ ○

১৮. যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে অবাধ্যাচরণ করে তাদের দৃষ্টান্ত হলো– তাদের যাবতীয় কার্যকলাপ ছাই-ভস্মের মতো। ঝড়ের দিনের প্রবল বাতাস সেগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তারা যা উপার্জন করেছে তার কিছুই তাদের কাজে আসবে না। এটা তো বহু দূরব্যাপী পথভ্রষ্টতা।

١٨۔ مَثَلُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ نِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیْحُ فِیْ یَوْمٍ عَاصِفٍ ط لَا یَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰی شَیْءٍ ط ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِیْدُ ○

১৯. আপনি কি দেখেন না যে, আল্লাহ যথাযথ বিন্যাসে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের বিলুপ্তিসাধন করে অন্য এক নতুন সৃষ্টিকে অস্তিত্বদান করতে পারেন–

২০. এবং তা আল্লাহ্‌র জন্য কঠিন কিছু নয়।

١٩۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط اِنْ یَّشَاْ یُذْهِبْكُمْ وَیَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِیْدٍ ○

٢٠۔ وَّمَا ذٰلِكَ عَلَی اللّٰهِ بِعَزِیْزٍ ○

www.pathagar.com

২১. সকলে আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হবে। দুর্বলরা অহংকারী দাম্ভিকদের বলবে, আমরা তো তোমাদের কথামতো চলতাম। অতএব তোমরা কি আমাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে কিছুটা রক্ষা করতে পারবে? ওরা বলবে, আল্লাহ যদি আমাদের সৎপথে পরিচালিত করতেন তাহলে আমরাও অবশ্যই তোমাদেরকে সৎপথে চালাতাম। এখন আমরা ধৈর্যহীন হই বা ধৈর্যধারণ করি উভয়টিই আমাদের জন্য সমান। আমাদের মোটেই রেহাই নেই।

٢١۔ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ط قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ط سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ۝

২২. আর বিচারকার্য সম্পন্ন হওয়ার পর শয়তান বলবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন সত্যিকার ওয়াদা এবং আমিও তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলাম। কিন্তু আমি তোমাদের সাথে কৃত ওয়াদা ভংগ করেছি। তোমাদের উপর আমার তো কোনো কর্তৃত্ব ছিলো না। শুধু এতোটুকু যে, আমি তোমাদের ডেকেছি আর তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছো। অতএব তোমরা আমাকে দোষারোপ করো না, তোমাদের নিজেদের দোষারোপ করো। আমিও তোমাদের উদ্ধার করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমাকে উদ্ধার করতে সক্ষম নও। ইতিপূর্বে তোমরা যে আমাকে (আল্লাহ্‌র) শরীক বানিয়েছিলে আমি তা অবশ্যই অস্বীকার করলাম। নিশ্চয়ই যালেমদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।

٢٢۔ وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ط وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ج فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ط اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ط اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

২৩. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম (শান্তি)।

٢٣۔ وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ط تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۝

২৪. আপনি কি লক্ষ করেন না, আল্লাহ কিরূপে উপমা দিয়েছেন? পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষসদৃশ। তার শিকড় অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত

٢٤۔ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا

www.pathagar.com

এবং তার ডালপালা আকাশে প্রসারিত।

ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَآءِ ﴿٢٤﴾

২৫. তা তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে প্রতি মুহূর্তে ফল দান করে। আর আল্লাহ মানবজাতির জন্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে, উপদেশ গ্রহণ করে।

٢٥ تُؤْتِىٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ط وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬. আর নিকৃষ্ট বাক্য হলো নিকৃষ্ট বৃক্ষতুল্য যার শিকড় মাটি থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে, যার কোনো স্থিতি নেই।

٢٦۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ نِ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾

২৭. যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনে এবং আখেরাতে সুদৃঢ় বাক্য দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।[১] আর আল্লাহ স্বৈরাচারী যালেমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।

টীকা-১ : ২৪ ও ২৫ নং আয়াতে কলেমা তায়্যিবার এবং ২৬ নং আয়াতে শেরেকী বাক্যের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। ২৭ নং আয়াতে ঈমানদারগণকে দুনিয়া ও আখেরাতে কলেমা তায়্যিবার উপর অবিচল রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

٢٧۔ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ج وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ف وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾

২৮. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি– যারা আল্লাহ্‌র দেয়া সুযোগ-সুবিধাকে অবাধ্যাচারে পরিবর্তিত করেছে এবং নিজেদের জাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে–

٢٨۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾

২৯. জাহান্নামে, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তা কতো নিকৃষ্ট আবাসস্থল!

٢٩۔ جَهَنَّمَ ج يَصْلَوْنَهَا ط وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾

৩০. আর তারা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ স্থির করেছে তাঁর পথ থেকে (মানুষকে) বিচ্যুত করার জন্য। আপনি বলুন, তোমরা উপভোগ করো। পরিণামে দোযখই হবে তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।

٣٠۔ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ط قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾

৩১. আপনি আমার সেই বান্দাদের বলুন যারা ঈমান এনেছে, তারা যেনো নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, সেই দিন

٣١۔ قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا

www.pathagar.com

وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ○

আসার পূর্বে যখন ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বন্ধুত্ব থাকবে না।

٣٢. اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ○

৩২. তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশরাজী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তার সাহায্যে তোমাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য ফলমূল উৎপন্ন করেন, নৌযানকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন, যাতে তা তাঁর নির্দেশে সাগরে চলাচল করতে পারে এবং নদ-নদীকেও তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।

٣٣. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ○

৩৩. তিনি তোমাদের সেবায় আরো নিয়োজিত করেছেন অব্যাহতভাবে চলমান সূর্য ও চাঁদকে এবং রাত ও দিনকেও তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।

٣٤. وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ط وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ط اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ○

৩৪. আর তোমরা তাঁর নিকট যা কিছু প্রার্থনা করেছো তা থেকে তিনি তোমাদের দান করেছেন। তোমরা যদি আল্লাহ্‌র দেয়া নেয়ামত ও সুযোগ-সুবিধার হিসাব নাও তাহলে তার সংখ্যা নির্ণয় করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। নিশ্চয়ই মানুষ অতি মাত্রায় স্বৈরাচারী ও অকৃতজ্ঞ।

٣٥. وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ○

৩৫. ইবরাহীম যখন বললেন, প্রভু হে! তুমি এই শহরকে নিরাপদ বানাও এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা করা থেকে রক্ষা করো।

٣٦. رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ج فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ ج وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৩৬. প্রভু হে! এ সকল মূর্তি তো প্রচুর সংখ্যক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যাচরণ করবে (সেক্ষেত্রে) নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

٣٧. رَبَّنَآ اِنِّىْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ

৩৭. হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তো আমার কতক বংশধরকে তোমার পবিত্র ঘরের নিকট

www.pathagar.com

غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ○

ফসলহীন অনুর্বর ভূমিতে বসবাস করালাম। হে আমাদের প্রভু! (এই উদ্দেশ্যে যে,) তারা যেনো নামায কায়েম করে। অতএব তুমি কতক লোকের হৃদয় তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দাও এবং ফলমূল দ্বারা তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করো। আশা করা যায় তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

টীকা : সদ্য প্রসূত শিশু সন্তানসহ হাজেরা (রা)-কে ইবরাহীম (আ) জনমানবহীন এক অনুর্বর ভূমিতে এক থলে খেজুর ও এক মশক পানিসহ রেখে যান এবং আয়াতোক্ত দোয়া করেন। স্বাভাবিক বিবেচনায় বিষয়টি নিদারুণ অমানবিক ও নিষ্ঠুর বলে প্রতীয়মান হয়। তখন কে জানতো যে, এই মাতা-পুত্রের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা এখানে একটি জনবসতি গড়ে তুলবেন। আজকের বালাদুল আমীন (নিরাপদ শহর) মক্কা সেই মাতা-পুত্রের স্মৃতি বহন করে। ইতিহাসের গভীরে যে ইতিহাস নিহিত রয়েছে তা আমরা বস্তুবাদী স্থূল দৃষ্টিতে অনুধাবন করতে অক্ষম। ইবরাহীম (আ) যখন মাতা-পুত্রকে রেখে চলে যাচ্ছিলেন তখন হাজেরা (রা) পিছন থেকে জিজ্ঞেস করেন, আমাদেরকে কার তত্ত্বাবধানে রেখে যাচ্ছেন ? একবার, দুবারের প্রশ্নে কোনো উত্তর নেই। তৃতীয়বারে তিনি জবাব দেন, আল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধানে। তখন হাজেরা (রা) বলেন, তাহলে আমাদের কোনো দুশ্চিন্তা নেই। আপনি চলে যান। সালমান রুশদী এই সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হলে 'স্যাটোনিক ভার্সেস' লিখত না। শিশু সন্তানটির পদাঘাতেই যমযম কূপের সৃষ্টি হয়।মা হাজেরার স্মৃতি স্মরণ করে হাজীগণ সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাতবার সাঈ (দৌড়ঝাপ) করেন।

٣٨۔ رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ط وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ○

৩৮. হে আমাদের প্রভু! আমরা যা গোপন করি এবং যা প্রকাশ করি তার সবই তো তুমি জানো। পৃথিবী ও আকাশের মধ্যকার কোনো কিছুই আল্লাহ্‌র নিকট গোপন (অজ্ঞাত) নয়।

٣٩۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ط اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ ○

৩৯. নিরঙ্কুশভাবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। তিনি আমার বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাককে আমায় দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার রব অবশ্যই দোয়া শ্রবণকারী।

٤٠۔ رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ق رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ○

৪০. প্রভু হে! আমাকে নামায কায়েমকারী বানাও এবং আমার বংশধরের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের রব! আমার দোয়া কবুল করো।

٤١۔ رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ۝

৪১. হে আমাদের রব! যেদিন হিসাব গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে সেদিন আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে এবং ঈমানদারগণকে মাফ করে দিও।

www.pathagar.com

৪২. স্বৈরাচারী যালেমরা যা কিছু করে সে সম্পর্কে আপনি আমাকে কখনো উদাসীন ভাববেন না। তবে তিনি দৃষ্টিশক্তি স্থির হয়ে যাওয়ার দিন (কিয়ামত) পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন।

٤٢۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ط اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ۝

৪৩. তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ঊর্ধশ্বাসে দ্রুতবেগে ছুটতে থাকবে, নিজেদের দিকে দৃষ্টি ফেরাবার অবকাশও থাকবে না এবং তাদের অন্তরসমূহ হবে ব্যাকুল।

٤٣۔ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ج وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ۝

টীকা : مُهْطِعِيْنَ দ্রুতবেগে ছুটে যাওয়া। مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তাদের মাথা উপরে তুলে।

৪৪. যেদিন তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে আপনি লোকজনকে সেই দিনটি সম্পর্কে সতর্ক করুন। যারা স্বৈরাচার ও যুলুম করেছে তারা তখন বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে সামান্য কাল সুযোগ দিন, আমরা আপনার ডাকে সাড়া দিবো এবং রাসূলগণকে মান্য করবো। ইতিপূর্বে তোমরা কি শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের কোনো পতন নেই?

٤٤۔ وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ لا نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ط اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ۝

৪৫. যারা নিজেদের উপর যুলুম করছিলো তাদের আবাসভূমিতেই তো তোমরা বসবাস করেছো এবং তোমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো যে, আমি তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করেছি আর তোমাদের সামনে দৃষ্টান্তসমূহও তুলে ধরেছি।

٤٥۔ وَّسَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ ۝

৪৬. তারা তাদের ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করে যাচ্ছিলো। তাদের চক্রান্ত আল্লাহ্ নস্যাৎ করে দিলেন, যদিও তাদের চক্রান্ত ছিলো পর্বতমালা টলে যাওয়ার মতো (মারাত্মক)।

٤٦۔ وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ط وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝

৪৭. আপনি কখনো ভাববেন না যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলদেরকে দেয়া ওয়াদা ভংগ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

٤٧۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامٍ ۝

www.pathagar.com

٤٨. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ○

৪৮. সেদিন এই পৃথিবীকে ভিন্নতর পৃথিবীতে রূপান্তরিত করা হবে এবং আকাশরাজীকেও। আর মানুষ মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হবে।

٤٩. وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِى الْأَصْفَادِ ○

৪৯. সেদিন আপনি অপরাধীদেরকে শিকলে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পাবেন।

٥٠. سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ○

৫০. তাদের পোশাক হবে আলকাতরার এবং আগুন তাদের মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলবে।

٥١. لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

৫১. তা এজন্য যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যা উপার্জন করেছে আল্লাহ তার প্রতিদান দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

٥٢. هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْأَلْبَابِ ○

৫২. এটা (কুরআন) মানবজাতির জন্য একটি বার্তা, যাতে এর মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং তারা আরো জানতে পারে যে, নিশ্চয়ই তিনি একমাত্র ইলাহ এবং জ্ঞানবান লোকেরা যাতে উপদেশ গ্রহণ করে।

মহানবীর (স) মহাবাণী

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ.

"তরবারির ছায়াতলে জান্নাত"

(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নং ১৬০৬ ও মুসনাদ আহ্‌মাদ)।

www.pathagar.com

১৫. সূরা আল-হিজর (৫৪) ١٥۔ سُوْرَةُ الْحِجْرِ

আয়াত : ৯৯; রুকূ' : ৬; মক্কী اٰيَاتُهَا : ٩٩، رُكُوْعٌ : ٦، مَكِّيَّةٌ

সূরা ইউনুস থেকে শুরু করে পরবর্তী অনেকগুলো সূরা ইসলামী দাওয়াতের সেই পর্যায়ে নাযিল হয় যখন কাফেররা সর্বশক্তি নিয়োগ করে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরম বিরোধিতা করে যাচ্ছিল। অন্যদিকে তিনিও দাওয়াত দিতে দিতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন এই কারণে যে, কাফেরদের চরম বিরোধিতার কারণে লোকজন খুব একটা ইসলাম গ্রহণ করছে না। তিনি ভাবছিলেন, হয়ত তাঁর দাওয়াত পেশ করায় কোনো ত্রুটি আছে।

আলোচ্য সূরাসমূহে, বিশেষ করে এই সূরায় একদিকে কাফেরদের চরম পরিণতির সম্মুখীন হওয়ার সতর্কবাণী শুনিয়ে দেয়া হয়েছে এবং অন্যদিকে মহানবী (স)-কে শান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, তাঁর দুঃখ-ভারাক্রান্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١۔ الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

১. আলিফ-লাম-রা। এগুলো মহাগ্রন্থের অর্থাৎ সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত।

পারা-১৪

٢۔ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ○

২. যারা কুফরী করেছে তারা এক সময় আকাঙ্ক্ষা করবে যে, তারা যদি মুসলমান হতো!

٣۔ ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○

৩. আপনি তাদেরকে ভুরিভোজনে, ভোগলিপ্সায় ও অলিক আশার মোহে নিমগ্ন থাকতে দিন। অচিরেই তারা জানতে পারবে।

٤۔ وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ○

৪. আমি যে লোকালয়ই ধ্বংস করেছি তার জন্য ছিলো নির্দিষ্ট একটি লিপিবদ্ধ মুহূর্ত।

٥۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ○

৫. কোনো উম্মত তার জন্য নির্ধারিত কালটি না এগিয়ে আনতে পারে, আর না বিলম্বিত করতে পারে।

٦۔ وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الَّذِىْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ۝

৬. তারা বলে, হে ঐ ব্যক্তি যার উপর যিকির (কুরআন) নাযিল হয়েছে! নিশ্চয়ই তুমি একটা বদ্ধ পাগল।

www.pathagar.com

৭. যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আমাদের নিকট ফেরেশতাদের নিয়ে আসছো না কেনো?

٧. لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

৮. যথার্থ প্রয়োজন ব্যতীত আমি ফেরেশতাদের পাঠাই না। (তারা উপস্থিত হলে) তখন আর ওদেরকে অবকাশ দেয়া হবে না।

٨. مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْٓا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ○

৯. নিশ্চয়ই আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই অবশ্যই তার হেফাজতকারী।

٩. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ○

১০. আমি আপনার আগেও অতীত মানবগোষ্ঠীর নিকট রাসূল পাঠিয়েছিলাম।

١٠. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ○

১১. তাদের নিকট কোনো রাসূল এলেই তারা তার প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করতো।

١١. وَمَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

১২. এভাবেই আমি পাপাচারীদের মনের ভিতরে (উক্তরূপ আচরণ) বদ্ধমূল করে দেই।

١٢. كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ○

১৩. ওরা কুরআনের উপর ঈমান আনবে না। অতীতের লোকদের আচরণ এরূপই ছিলো।

١٣. لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ○

১৪. আমি যদি তাদের জন্য আকাশের একটি দরজা খুলেও দেই এবং তাতে তারা দিনভর আরোহণ করতে থাকে–

١٤. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ○

১৫. তবুও তারা অবশ্যই বলবে, নিশ্চয়ই আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। বরং আমরা তো এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।

١٥. لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ○

১৬. আমি আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র স্থাপন করেছি এবং তাকে দর্শকদের জন্য সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি–

١٦. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ ○

www.pathagar.com

১৭. এবং প্রতিটি অভিশপ্ত শয়তান থেকে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছি।

١٧۔ وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۝١٧

১৮. কিন্তু কেউ চোরের মতো লুকিয়ে শুনতে চেষ্টা করলে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পিছু ধাওয়া করে।

١٨۔ اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ۝

১৯. আর পৃথিবী, একে আমি সুবিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তার বুকে প্রতিটি জিনিস উৎপন্ন করেছি পরিমিত মাত্রায়।

١٩۔ وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ ۝

২০. আর আমি তাতে তোমাদের জীবন ধারণের সুব্যবস্থা করেছি এবং তোমরা যাদের রিযিকের ব্যবস্থাকারী নও তাদের জন্যও।

٢٠۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ۝

২১. এমন কোনো জিনিস নেই যার ভাণ্ডার আমার নিকট নেই এবং আমি তা বরাদ্দ করি জ্ঞাত পরিমাণে।

٢١۔ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ ز وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۝

২২. আর আমি ভারী (মেঘবাহী) বায়ুপ্রবাহের ব্যবস্থা করি, অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি এবং তোমাদেরকে তা পান করাই। তোমরা এর ভাণ্ডার রক্ষক নও।

٢٢۔ وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ج وَمَآ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ ۝

২৩. আর নিশ্চয়ই আমি জীবিত করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং (শেষ পর্যন্ত) মালিকানা স্বত্ব আমারই।

٢٣۔ وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ ۝

২৪. অবশ্যই আমি জানি তোমাদের মধ্যে যারা আগে অতীত হয়েছে তাদেরকেও এবং যারা ভবিষ্যতে আসবে তাদের সম্পর্কেও নিশ্চয়ই আমি অবহিত।

٢٤۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ ۝

২৫. অবশ্যই আপনার প্রভু তাদের সকলকে একত্র করবেন। নিশ্চয়ই তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।

٢٥۔ وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ط اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝٢٥

www.pathagar.com

২৬. আর আমি অবশ্যই মানুষকে গন্ধযুক্ত কাদার শুকনো কঠিন মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি;

٢٦۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۝

টীকা : বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে মাটির বিভিন্নরূপ নাম রয়েছে। শুকনো মাটিকে تُرَابٌ; ভিজা মাটিকে طِيْنٌ; দুর্গন্ধযুক্ত আঠালো মাটিকে حَمَاٌ مَسْنُوْنٌ; ঠনঠনে শব্দযুক্ত শুকনো মাটিকে صَلْصَالٌ এবং আগুনে পোড়ানো পাকা মাটিকে فَخَّارٌ বলে।

২৭. এবং ইতিপূর্বে জিনকে সৃষ্টি করেছি অতি উত্তপ্ত আগুন থেকে।

٢٧۔ وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ۝

২৮. আপনার প্রভু যখন ফেরেশতাগণকে বললেন, নিশ্চয়ই আমি গন্ধযুক্ত কাদার শুকনো কঠিন মাটি থেকে একটি মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।

٢٨۔ وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۝

২৯. যখন আমি তাকে সুগঠিত করে তাতে আমার পক্ষ থেকে প্রাণসঞ্চার করবো তখন তোমরা তার সমীপে সিজদাবনত হবে।

٢٩۔ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۝

৩০. অতএব ফেরেশতাগণ সকলে সম্মিলিতভাবে সিজদাবনত হলো।

٣٠۔ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ۝

৩১. কিন্তু ইবলীস, সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করলো।

٣١۔ اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ۝

৩২. তিনি বললেন, হে ইবলীস! তোর কী হলো, তুই সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না কেনো?

٣٢۔ قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ۝

৩৩. সে বললো, আপনি যে মানুষটিকে দুর্গন্ধময় কাদার শুকনো কঠিন মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন আমি তাকে সিজদা করার পাত্র নই।

٣٣۔ قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۝

৩৪. তিনি বললেন, তাহলে তুই এখান থেকে বের হয়ে যা। নিশ্চয়ই তুই অভিশাপগ্রস্ত;

٣٤۔ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ۝

৩৫. এবং শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত অবশ্যই তোর প্রতি রইলো অভিশাপ।

٣٥۔ وَّاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

www.pathagar.com

টীকা : এ আয়াত পাঠ করে কারো সন্দেহ হতে পারে যে, শয়তান শেষ বিচারের দিন পর্যন্তই অভিশপ্ত। বিচারের পরদিন সে অভিশাপমুক্ত হয়ে যাবে। বিষয়টি তদ্রূপ নয়, বরং সে অবাধ্য হওয়ার মুহূর্ত থেকে ঐ দিন পর্যন্ত অভিশপ্ত অবস্থায় থাকবে। বিচারের পর তার সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে তার আসল শাস্তিভোগ শুরু হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, "মানুষের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে, নিশ্চয়ই আমি তোদের সকলের দ্বারা জাহান্নামকে ভর্তি করবোই" (৭ : ১৮; আরো কয়েক স্থানে)।

٣٦. قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ○

৩৬. সে বললো, প্রভু আমার! পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত আপনি আমাকে অবকাশ দিন।

٣٧. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ○

৩৭. তিনি বললেন, তোকে অবকাশ লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হলো–

٣٨. إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ○

৩৮. সেই অবধারিত সময়টি আসার দিন পর্যন্ত।

٣٩. قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ○

৩৯. সে বললো, হে আমার প্রভু! যেহেতু আপনি আমাকে বিপথগামী করেছেন, তাই আমিও পৃথিবীর বুকে মানুষের সামনে পাপাচারকে অবশ্যই আকর্ষণীয় করে তুলে ধরবো এবং অবশ্যই তাদের সকলকে বিপথগামী করে ছাড়বো,

٤٠. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ○

৪০. তবে তাদের মধ্যকার আপনার বাছাইকৃত বান্দাদের ব্যতীত।

٤١. قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ○

৪১. আল্লাহ বলেন, এটিই আমার নিকট পৌছার সরল পথ।

٤٢. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ○

৪২. আমার বান্দাদের উপর তোর কোনো কর্তৃত্ব চলবে না, বিপথগামীদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তারা ব্যতীত।

٤٣. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

৪৩. নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওদের সকলের প্রতিশ্রুত স্থান।

٤٤. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ط لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ۝

৪৪. এর রয়েছে সাতটি প্রবেশদ্বার। প্রতিটি প্রবেশদ্বারের জন্য তাদের পৃথক পৃথক দল রয়েছে।

٤٥. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝

৪৫. আল্লাহভীরুগণ থাকবে ঝর্ণাধারা বেষ্টিত জান্নাতে।

٤٦. ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ○

৪৬. (তাদের বলা হবে) তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে তাতে প্রবেশ করো।

www.pathagar.com

৪৭. আমি তাদের অন্তর থেকে ক্রোধ ও আক্রোশ দূর করে দিবো। তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে সামনাসামনি আসনে অবস্থান করবে।

٤٧۔ وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ○

৪৮. তারা সেখানে কোনো কষ্ট-ক্লেশের শিকারও হবে না এবং সেখান থেকে কখনো উচ্ছেদও হবে না।

٤٨۔ لاَ يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَاهُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ○

টীকা : অর্থাৎ পার্থিব জীবনে তাদের পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা, ক্ষোভ ও শত্রুতার যে আক্রোশ তাদের অন্তরে বিদ্যমান ছিলো, সেগুলো দূরীভূত হয়ে যাবে।

৪৯. আপনি আমার বান্দাদের অবহিত করুন যে, নিশ্চয়ই আমি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু;

٤٩۔ نَبِّئْ عِبَادِىْٓ اَنِّىْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝٤٩

৫০. এবং পাশাপাশি আমার শাস্তিও অবশ্যই অত্যন্ত মর্মান্তিক।

٥٠۔ وَاَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ○

৫১. আর আপনি তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানদের সম্পর্কেও অবহিত করুন।

٥١۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ۝٥١

৫২. যখন তারা তার বাড়িতে প্রবেশ করে তাকে সালাম দিলো তখন তিনি বললেন, তোমাদের কারণে আমরা ভীত-শঙ্কিত।

٥٢۔ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ط قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ○

৫৩. তারা বললো, আপনি ভীত-শঙ্কিত হবেন না। আমরা আপনাকে অবশ্যই এক জ্ঞানবান পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি।

٥٣۔ قَالُوْا لاَ تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ○

৫৪. তিনি বললেন, বার্ধক্য আমাকে গ্রাস করা সত্ত্বেও কি তোমরা আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছো! তা তোমরা কিসের সুসংবাদ দিচ্ছো?

٥٤۔ قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِىْ عَلٰٓى اَنْ مَّسَّنِىَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ○

৫৫. তারা বললো, আমরা আপনাকে যথার্থই সুসংবাদ দিচ্ছি। অতএব আপনি হতাশাগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

٥٥۔ قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ○

৫৬. তিনি বললেন, বিপথগামীরা ছাড়া আর কে তাঁর প্রভুর রহমত থেকে নিরাশ হয়?

٥٦۔ قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلاَّ الضَّآلُّوْنَ ○

www.pathagar.com

৫৭. তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রেরিতগণ! তোমরা কিসের অভিযানে এসেছো?

٥٧۔ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ○

৫৮. তারা বললো, আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রেরিত হয়েছি–

٥٨۔ قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ۙ

৫৯. তবে লূতের পরিবার-পরিজন তার ব্যতিক্রম। আমরা অবশ্যই এদের সকলকেই উদ্ধার করবো,

٥٩۔ اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ط اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۙ

৬০. তার স্ত্রী ব্যতীত। আমরা স্থির করেছি যে, সে পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

٦٠۔ اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۙ

৬১. প্রেরিত ফেরেশতাগণ যখন লূত-এর পরিবার-পরিজনের নিকট এসে উপস্থিত হলো–

٦١۔ فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ نِ الْمُرْسَلُوْنَ ○

৬২. তখন তিনি বললেন, তোমাদের তো একদল অপরিচিত লোক মনে হচ্ছে।

٦٢ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ۙ

৬৩. তারা বললো, আমরা বরং আপনার নিকট সেই বিষয়সহ এসেছি যে সম্পর্কে তারা সন্দেহ পোষণ করে আসছে।

٦٣ قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ○

৬৪. আমরা আপনার নিকট যথার্থ বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছি এবং আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।

٦٤۔ وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ○

৬৫. অতএব আপনি রাতের কোনো এক প্রহরে আপনার পরিবার-পরিজনসহ বের হয়ে পড়ুন এবং আপনি তাদের পিছে পিছে যাবেন। আর আপনাদের কেউ যেনো পিছনে ফিরে না তাকায় এবং যেখানে যাওয়ার নির্দেশ আপনাদের দেয়া হয়েছে সেখানে চলে যাবেন।

٦٥۔ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ○

৬৬. আমি তাকে এই সিদ্ধান্ত পৌঁছে দিলাম যে, তারা ভোর না হতেই সমূলে বিনাশ হবে।

٦٦۔ وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ○

৬৭. এদিকে নগরবাসীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে (লূতের বাড়িতে) এসে উপস্থিত হলো।

٦٧۔ وَجَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ○

www.pathagar.com

৬৮. তিনি বললেন, নিশ্চয়ই এরা আমার মেহমান। অতএব তোমরা আমাকে অপমান করো না।

٦٨۔ قَالَ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِيْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ ۙ

৬৯. আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আমাকে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত করো না!

٦٩۔ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ ۝

৭০. তারা বললো, আমরা কি তোমাকে দুনিয়াসুদ্ধ লোককে আশ্রয় দিতে নিষেধ করিনি?

٧٠۔ قَالُوْٓا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৭১. তিনি (নিরুপায় হয়ে) বললেন, তোমরা যদি কিছু করতেই চাও তবে আমার এই কন্যাগণ রয়েছে।

٧١۔ قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِيْٓ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۝

৭২. (হে নবী!) আপনার জীবনের শপথ! তারা তো মারাত্মক নেশায় আত্মহারা হয়ে পড়েছে।

٧٢۔ لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝

৭৩. পূর্ব দিগন্ত আলোকিত হতেই এক প্রচণ্ড ও ভয়াবহ শব্দ তাদেরকে আঘাত হানলো।

٧٣۔ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ۝

৭৪. আর আমি সেই জনপদকে সমূলে উল্টিয়ে ফেললাম এবং তাদের উপর পাকা মাটির পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করলাম।

٧٤۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝

৭৫. নিশ্চয়ই এই ঘটনায় বিচক্ষণশক্তি ও অন্তরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

٧٥۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ۝

৭৬. আর সেই (ধ্বংসপ্রাপ্ত) অঞ্চলটি জনপথের পাশেই অবস্থিত।

٧٦۔ وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ ۝

৭৭. এতে অবশ্যই ঈমানদারগণের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

٧٧۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৭৮. আর আয়কার অধিবাসীরাও তো ছিলো যালেম।

٧٨۔ وَاِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَ ۝

৭৯. অতএব আমি তাদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছি। উভয় ধ্বংসস্তূপই জনপথের পাশে অবস্থিত।

٧٩۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۘ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ ۝

টীকা : আয়কার অধিবাসী হযরত শুআইব (আ)-এর জাতি। এলাকাটির অপর নাম মাদ্‌য়ান। হিজাজ ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী এলাকা, লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের এলাকার কাছাকাছি। এরা হযরত লূত (আ)-এর পরবর্তী কালের লোক।

৮০. আল-হিজর-এর অধিবাসীরাও রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো।

٨٠۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ

টীকা : 'আল-হিজর' ছিলো ছামূদ জাতির কেন্দ্রীয় শহর। মদীনার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বর্তমান আল-উলা শহরের কয়েক মাইল দূরে উক্ত শহরের ধ্বংসাবশেষ আজো বিদ্যমান আছে। রাসূলুল্লাহ (স) পথচারীদেরকে এই এলাকা দ্রুত অতিক্রম করে চলে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এখানে অবস্থান করতে নিষেধ করেছেন।

www.pathagar.com

৮১. আমি আমার নিদর্শনসমূহ তাদের সামনে পেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা এর প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেনি।

٨١. وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۝

৮২. তারা পাহাড় খোদাই করে নিরাপদে বসবাসের জন্য বাড়ি-ঘর তৈরি করেছিল।

٨٢. وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ۝

৮৩. অতঃপর এক বিকট ও ভয়ংকর শব্দ সকালবেলা তাদেরকে আঘাত হানলো।

٨٣. فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ۝

৮৪. অতএব তারা যা উপার্জন করেছিলো তা তাদের কোনো উপকারে আসেনি।

٨٤. فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

৮৫. আমি আকাশরাজী ও পৃথিবী এবং এই দুইয়ের মধ্যস্থিত সব কিছু যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছি এবং কিয়ামত অবশ্যই আসবে। অতএব আপনি ভদ্রোচিতভাবে ক্ষমা করতে থাকুন।

٨٥. وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ط وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ۝

৮৬. নিশ্চয়ই আপনার প্রভু মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।

٨٦. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ۝

৮৭. আমি অবশ্যই আপনাকে বারবার পড়ার সাতটি আয়াত (সূরা ফাতিহা) এবং মহান কুরআন দান করেছি।

٨٧. وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ۝

৮৮. আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ-বিলাসের যেসব উপকরণ দান করেছি আপনি তার প্রতি কখনো আপনার দৃষ্টি প্রসারিত করবেন না এবং তাদের জন্য দুঃখপ্রকাশও করবেন না। আর আপনি ঈমানদারগণের প্রতি সদয় হোন।

٨٨. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৮৯. আর আপনি বলুন, আমি তো স্পষ্ট ভাষায় সতর্ককারী।

٨٩. وَقُلْ اِنِّيْٓ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ ۝

৯০. যেমন আমি (সতর্কবাণী) নাযিল করেছিলাম (ইহুদী-খৃষ্টান) বিভক্তকারীদের উপর–

٩٠. كَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ۝

৯১. যারা কুরআনকে (তাওরাতকে) বিভিন্নভাবে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে।

٩١. الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ۝

www.pathagar.com

৯২. অতএব আপনার প্রভুর শপথ! আমি অবশ্যই এদের সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো–

٩٢۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۙ

৯৩. যেসব কার্যকলাপ তারা করতো সেই সম্পর্কে।

٩٣۔ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

৯৪. অতএব আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন তা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করুন এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করুন।

٩٤۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

৯৫. ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আপনার পক্ষে আমিই যথেষ্ট–

٩٥۔ اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ۙ

৯৬. যারা আল্লাহ্‌র সাথে অপর কাউকেও ইলাহ বানিয়েছে। অতএব অচিরেই তারা জানতে পারবে (শিরকের পরিণতি)।

٩٦۔ الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝

৯৭. আমি অবশ্যই জানি, ওরা যা বলে তাতে আপনার মনটা ছোট হয়ে যায়।

٩٧۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ۙ

৯৮. অতএব আপনি নিরঙ্কুশ প্রশংসা সহকারে আপনার প্রভুর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন।

٩٨۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ۙ

৯৯. আর আপনি আপনার প্রভুর ইবদাত করুন আপনার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত।

٩٩۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ۝

মহানবীর (স) মহাবাণী

فَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلٰى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلٰى خَلْقِهِ.

"সমস্ত কথার উপর বাণীর মর্যাদা এতো অধিক যতো অধিক আল্লাহ্‌র মর্যাদা তাঁর সৃষ্টিকুলের উপর" (তিরমিযী, ফাদাইলুল কুরআন, নং ২৯২৬; দারিমী, বায়হাকী)।

www.pathagar.com

১৬. সূরা আন-নাহল (৭০) ١٦- سُوْرَةُ النَّحْلِ

আয়াত : ১২৮; রুকূ' : ১৬; মক্কী اٰيَاتُهَا : ١٢٨، رُكُوْعٌ : ١٦، مَكِّيَّةٌ

সূরাটি নবুওয়াতের দ্বাদশ বর্ষে মুসলমানের আবিসিনিয়ায় ও মদীনায় হিজরত চলাকালে নাযিল হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আল্লাহ্‌র ফয়সালা এসেই গেছে। অতএব তোমরা তার জন্য তাড়াহুড়া করো না। তিনি মহিমান্বিত এবং ওরা যে শেরেক করে তা থেকে অনেক উর্ধ্বে।

١- اَتٰٓى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ط سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

২. তিনি এই রূহ (ওহী) তাঁর যে বান্দার উপর ইচ্ছা নিজ নির্দেশক্রমে ফেরেশতাদের মাধ্যমে নাযিল করেন ঃ 'তোমরা সতর্ক করো যে, নিশ্চয়ই আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। অতএব তোমরা আমাকে ভয় করো'।

٢- يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ○

৩. তিনি যথার্থভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। ওরা যা শরীক করে তিনি তার উর্ধে।

٣- خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

৪. তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন শুক্রবিন্দু থেকে। এখন সে প্রকাশ্য বিতর্ককারী।

٤- خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ○

৫. আর গবাদি পশু, তাও তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাতে রয়েছে তোমাদের জন্য পোশাক, নানাবিধ উপকার এবং তোমাদের খাদ্যের সংস্থানও।

٥- وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ج لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝

৬. আর তোমরা যখন সন্ধ্যার দিকে সেগুলোকে চারণভূমি থেকে নিয়ে আসো এবং সকালবেলা চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা সেগুলোর অনাবিল সৌন্দর্য উপভোগ করে থাকো।

٦- وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ۝

৭. আর সেগুলো তোমাদের ভারী বোঝাসমূহ বহন করে এমন স্থানে পৌঁছিয়ে দেয় যেখানে তোমরা প্রাণান্তকর কষ্টস্বীকার ব্যতীত পৌঁছতে

٧- وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ط اِنَّ رَبَّكُمْ

www.pathagar.com

لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝٧

পারতে না। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু বড়োই অনুগ্রহশীল পরম দয়ালু।

٨۔ وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ط وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৮. তিনি তোমাদের আরোহণের জন্য ও সৌন্দর্যের উপকরণস্বরূপ ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের অজানা আরো অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন।

٩۔ وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ط وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝٩

৯. সত্য-সঠিক পথের দিশা রয়েছে আল্লাহ্‌র দায়িত্বে এবং পথসমূহের মধ্যে বাঁকাচোরা পথও আছে। তিনি চাইলে তোমাদের সকলকেই সৎ পথে পরিচালিত করতেন।

টীকা : আল্লাহ মানবজাতির হেদায়াতের জন্য নবী-রাসূলগণকে নিয়োগ না করে তাদেরকে সরাসরি অনুগত বান্দারূপে সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি এই জাতিকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৎপথ বলে দিয়েছেন এবং তা বেছে নেয়ার এখতিয়ার তাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। তবে শেষ যমানায় দাজ্জালের পতনের পর অল্প কালের মধ্যে গোটা মানবজাতি ইসলামের অনুসারী হয়ে যাবে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়।

١٠۔ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ۝

১০. তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তাতে রয়েছে তোমাদের পানীয় এবং তার সাহায্যে (ভূমিতে) উদ্ভিদ (পশুখাদ্য) জন্মায়। সেখানে তোমরা পশুচারণ করো।

١١۔ يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

১১. তিনি তোমাদের (আহারের) জন্য সেই পানির সাহায্যে ক্ষেত-খামারে ফসল ফলান, যায়তূন, খেজুর, আঙ্গুর এবং আরো নানাবিধ ফল উৎপন্ন করেন। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল জনগোষ্ঠীর জন্য।

١٢۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝١٢

১২. তিনি তোমাদের উপকারার্থে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে নিয়োজিত রেখেছেন রাত-দিন ও চাঁদ-সূরুজকে এবং তারকারাজীও তাঁর নির্দেশে সুনিয়ন্ত্রিত রয়েছে। নিশ্চয়ই এগুলোতে নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য।

١٣۔ وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ۝

১৩. তিনি তোমাদের কল্যাণে ভূমিতে বিচিত্র রং-এর নানাবিধ বস্তুও উৎপন্ন করেছেন। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে উপদেশ গ্রহণকারী সম্প্রদায়ের জন্য।

١٤۔ وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً

১৪. আর তিনিই সাগর-মহাসাগরকে সুনিয়ন্ত্রিত-ভাবে তোমাদের (উপকারের) জন্য নিয়োজিত রেখেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা গোশত

www.pathagar.com

تَلْبَسُوْنَهَا ج وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

(জলজ খাদ্য) আহার করতে পারো এবং পরিধানের জন্য অলংকার সংগ্রহ করতে পারো। তোমরা দেখতে পাচ্ছো তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

١٥۔ وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ⑮

১৫. তিনি পৃথিবীর বুকে পর্বতমালা গভীরভাবে গেঁড়ে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে হেলতে-দুলতে না পারে। তিনি নদী-নালাও প্রবাহিত করেছেন এবং স্থলপথও, যাতে তোমরা সঠিকভাবে গন্তব্যে পৌঁছতে পারো।

١٦۔ وَعَلٰمٰتٍ ط وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ○

১৬. আর তিনি (পথের সংকেতস্বরূপ) বিভিন্ন আলামতও সৃষ্টি করেছেন এবং তারকার সাহায্যেও তারা পথের দিশা পায়।

١٧۔ اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لاَّ يَخْلُقُ ط اَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ ○

১৭. যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তার মতো যে কিছু সৃষ্টি করতে পারে না? তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?

١٨۔ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لاَ تُحْصُوْهَا ط اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৮. তোমরা যদি আল্লাহ্‌র নিয়ামত গণনা করো তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে সক্ষম হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

টীকা : ৪-১৮ নং আয়াত পর্যন্ত এবং ৬৬-৬৯ ও ৮০-৮১ আয়াতে মানব জাতিকে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ও জীবনোপকরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে বলা হয়েছে, তারা যেনো সর্বোতভাবে আল্লাহ্‌র বিধান মেনে চলে এবং সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে।

١٩۔ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ○

১৯. তোমরা যা গোপনে লুকিয়ে রাখো এবং যা প্রকাশ করো তা সবই আল্লাহ জানেন।

٢٠۔ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لاَ يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ⑳

২০. আর যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাদেরকে ডাকে সেগুলো কোনো কিছুই সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়, বরং সেগুলোকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

٢١۔ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ ج وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ㉑

২১. সেগুলো প্রাণহীন, নির্জীব এবং ওরা কখন পুনরুত্থিত হবে সে সম্পর্কেও ওদের কোনো চেতনা নেই।

٢٢۔ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج فَالَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ○

২২. তোমাদের ইলাহ একজন মাত্র ইলাহ। অতএব যারা আখেরাতের প্রতি ঈমানদার নয় তাদের অন্তরসমূহ সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকারী-দাম্ভিক।

www.pathagar.com

২৩. ওরা যা গোপনে লুকিয়ে রাখে এবং যা প্রকাশ করে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি অহংকারী দাম্ভিকদের অবশ্যই পছন্দ করেন না।

২৩. لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ○

২৪. ওদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, তোমাদের প্রভু কী নাযিল করেছেন, তখন ওরা বলে, অতীতের লোকজনের কল্পকাহিনী।

২৪. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

২৫. এর ফলে ওরা কিয়ামতের দিন পূর্ণ মাত্রায় নিজেদের পাপের বোঝা বহন করবে এবং সেইসব লোকের পাপের বোঝাও, যাদেরকে তারা অজ্ঞতাবশত পথভ্রষ্ট করেছে। তারা যা বহন করবে তা কতোই না নিকৃষ্ট!

২৫. لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ۝

২৬. এদের আগেকার লোকজনও ষড়যন্ত্র করেছিলো। অতএব আল্লাহ তাদের (ষড়যন্ত্রের) প্রাসাদের ভিত্তিমূলে আঘাত হানেন। ফলে তাদের উপর (ঐ প্রাসাদের) ছাদ ধ্বসে পড়লো এবং এমন দিক থেকে তাদের উপর শাস্তি এলো যা ছিলো তাদের ধারণাতীত।

২৬. قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

২৭. পুনরায় কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং বলবেন, কোথায় আমার শরীকেরা যাদের জন্য তোমরা (সত্যপন্থীদের সাথে) বিতর্কে লিপ্ত থাকতে? যাদেরকে (দুনিয়ায়) জ্ঞানদান করা হয়েছিলো তারা বলবে, আজ তো কাফেরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা ও দুর্দশা।

২৭. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ط قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝

২৮. ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে তাদের নিজেদের প্রতি যুলুম করা অবস্থায়। তখন ওরা আত্মসমর্পণ করে বলবে, 'আমরা কোনো দুষ্কর্ম করতাম না'। হাঁ, তোমরা যা করতে সে সম্পর্কে আল্লাহ অবশ্যই সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

২৮. الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ص فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ط بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

২৯. অতএব তোমরা জাহান্নামের বিভিন্ন ফটক

২৯. فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ

www.pathagar.com

فِيْهَا ط فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ○

দিয়ে তাতে দাখিল হও স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য। খুবই নিকৃষ্ট বাসস্থান অহংকারীদের জন্য।

٣٠. وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ط قَالُوْا خَيْرًا ط لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ط وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ط وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ○

৩০. আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের বলা হবে, তোমাদের প্রভু কী নাযিল করেছেন? তারা বলবে, 'মহাকল্যাণ'। যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য এই পৃথিবীতে রয়েছে কল্যাণ এবং আখেরাতের বাসস্থান তো আরো উত্তম। আর কি চমৎকার মুত্তাকীগণের বাসস্থান!

٣١. جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ط كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ○

৩১. সেটি চিরস্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে। তার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। সেখানে তারা যা কিছু কামনা করবে তা-ই উপস্থিত পাবে। এভাবেই আল্লাহ মুত্তাকীগণকে পুরস্কৃত করেন।

٣٢. الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ لا يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৩২. ফেরেশতাগণ তাদের প্রাণ হরণ করে (তাদের) পবিত্র-পরিচ্ছন্ন অবস্থায়। আর তারা বলে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যা করতে তার পুরস্কারস্বরূপ জান্নাতে প্রবেশ করো।

٣٣. هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ط كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

৩৩. ওরা (দুষ্কৃতিকারীরা) তো ওদের নিকট ফেরেশতা উপস্থিত হওয়ার অথবা আপনার প্রভুর ফয়সালা (শাস্তি) আসার অপেক্ষায় আছে। ওদের আগেকার লোকেরাও তাই করেছিলো। আল্লাহ তাদের প্রতি যুলুম করেননি, বরং তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে।

٣٤. فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

৩৪. অতএব তারা যা করেছে তার নিকৃষ্ট ফল (শাস্তি) তাদের উপর পতিত হয়েছে এবং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তা (শাস্তি) তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলেছে।

٣٥. وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ

৩৫. যারা শেরেকে লিপ্ত ছিলো তারা বলবে, আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা তিনি ব্যতীত অন্য কিছুর উপাসনা করতাম না,

www.pathagar.com

আমরাও না, আমাদের পূর্বপুরুষরাও না; এবং তাঁর নির্দেশ ব্যতীত কোনো কিছু হারাম ঘোষণাও করতাম না। এদের আগেকার লোকেরাও এরূপই করতো। স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছানো ছাড়াও কি রাসূলগণের আরো দায়িত্ব আছে!

أَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾

৩৬. যাতে আমি প্রতিটি উম্মতের কাছেই রাসূল পাঠিয়েছি (এই শিক্ষা দেয়ার জন্য) : 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং তাগূতকে বর্জন করো'। অতএব তাদের কতককে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন এবং তাদের কতকের জন্য ভ্রান্ত পথ অবধারিত হয়েছে। অতএব তোমরা পৃথিবীর বুকে পরিভ্রমণ করে দেখো, মিথ্যা আরোপকারীদের কী করুণ পরিণতি হয়েছে।

٣٦- وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

৩৭. আপনি তাদের জন্য সৎপথ কামনা করলেও আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেছেন তাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করেন না এবং তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারীও নেই।

٣٧- إِنْ تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮. ওরা আল্লাহ্‌র নামে কঠিন শপথ করে (বলে), যে মারা যায় তাকে আল্লাহ পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন না। হাঁ, অবশ্যই তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ তা জানে না।

٣٨- وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَّمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯. যাতে পুনরুত্থান সম্পর্কে তাদের যে বিতর্ক চলছে তা তিনি তাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন এবং যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তারা যাতে জানতে পারে যে, তারা ছিলো মিথ্যাবাদী।

٣٩- لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾

৪০. আমি যখন কোনো কিছু করার ইচ্ছা করি তখন আমার কথা এই যে, আমি তাকে বলি, 'হও', সুতরাং তা হয়ে যায়।

٤٠- إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

৪১. আর যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম বাসস্থান দান করবো এবং

٤١- وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ

www.pathagar.com

وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

আখেরাতের পুরস্কার নিশ্চয়ই আরো শ্রেষ্ঠ, তারা যদি তা উপলব্ধি করতো!

٤٢. الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝

৪২. যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং নিজেদের প্রভুর উপর ভরসা করেছে (কতো উত্তম তাদের পরিণাম)!

٤٣. وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৪৩. আমি আপনার পূর্বে পুরুষদেরকেই (রাসূলরূপে) পাঠিয়েছি, তাদের নিকট আমি ওহী নাযিল করেছি। তোমাদের জানা না থাকলে জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞেস করো।

٤٤. بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ط وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

৪৪. তাদেরকে পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ ও কিতাবাদিসহ এবং আপনার নিকটও যিকির (কুরআন) নাযিল করেছি, যাতে আপনি তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যা তাদের নিকট নাযিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।

٤٥. اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

৪৫. (নবীর দাওয়াতের বিরুদ্ধে) যারা নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে তারা কি নিজেদের নিরাপদ মনে করেছে যে, আল্লাহ তাদেরকে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দিবেন না অথবা এমন দিক থেকে তাদের উপর শাস্তি আসবে না যা তাদের কল্পনাতীত?

٤٦. اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝

৪৬. অথবা যাতায়াতরত অবস্থায়ই তিনি তাদের গ্রেপ্তার করবেন না? তারা তো তা ব্যর্থ করতে সক্ষম হবে না।

٤٧. اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ ط فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

৪৭. অথবা তিনি কি তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় গ্রেপ্তার করবেন না? নিশ্চয়ই আপনার প্রভু খুবই নরমদিল, পরম দয়ালু।

٤٨. اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ ۝

৪৮. অথবা আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি তারা কি লক্ষ করে না, যার ছায়া ডানে-বাঁয়ে ঝুঁকে বিনীতভাবে আল্লাহ্‌র জন্য সিজদায় লুটিয়ে পড়ে?

টীকা : সকল বাহ্যিক অবয়বধারী বস্তুনিচয়েরই ছায়া আছে, কোনোটিই ছায়াহীন নয়, এমনকি পৃথিবী, চাঁদ, সূর্যও নয়। এই ছায়া প্রমাণ করে যে, এগুলো সবই এক বিশ্বব্যাপক প্রাকৃতিক বিধানের অধীন। এর কোনোটিই মানুষের পূজনীয় হতে পারে না।

www.pathagar.com

৪৯. আর আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যতো জীব আছে এবং ফেরেশতারা আল্লাহ্‌কে সিজদা করে এবং তারা অহংকার করে না।

٤٩. وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝

টীকা : মহাবিশ্বের সবকিছুই আল্লাহর অনুগত বান্দা। সবই তাঁর ইবাদতে নিয়োজিত। প্রতিটি সৃষ্টিই তার নিজস্ব ইবাদত পদ্ধতি অবগত আছে (দ্র. সূরা নূর, ৪১ নং আয়াত)। আসমানের প্রতিটি স্তরেই প্রাণী আছে (দ্র. সূরা শূরা, ২৯ নং আয়াত)। আয়াতটি তিলাওয়াতকারী ও তা শ্রবণকারী একটি সিজদা করুন।

৫০. তারা তাদের উপর তাদের পরাক্রমশালী প্রভুকে ভয় করে এবং তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তা পালন করে।

٥٠. يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝

৫১. আল্লাহ বলেন, তোমরা দুইজন ইলাহ গ্রহণ করো না। তিনিই একমাত্র ইলাহ। অতএব তোমরা আমাকেই ভয় করো।

٥١. وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ۝

৫২. আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই আয়ত্তাধীন এবং তাঁরই আনুগত্য করা শাশ্বত কর্তব্য। তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অপর কাউকে ভয় করো?

٥٢. وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ؕ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ۝

৫৩. তোমরা যেসব নিয়ামত লাভ করেছো তা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এসেছে। অতঃপর যখন কোনো দুঃখ-দুর্দশা তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁর নিকট কাতর কণ্ঠে ফরিয়াদ করে থাকো।

٥٣. وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْئَرُوْنَ ۝

৫৪. পুনরায় তিনি যখন তোমাদের বিপদাপদ দূর করেন তখন সহসা তোমাদের মধ্যকার একদল তাদের প্রভুর শরীক স্থির করে–

٥٤. ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ۝

৫৫. আমি তাদেরকে যা দান করেছি তার নাশোকরি করার জন্য। অতএব তোমরা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকো, অচিরেই জানতে পারবে।

٥٥. لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ؕ فَتَمَتَّعُوْا ۫ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

৫৬. আমি তাদেরকে যে জীবন-জীবিকা দান করেছি তার এক অংশ তারা এমন কিছুর জন্য নির্দিষ্ট করে যে সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা যে অসার মিথ্যা রচনা করো সে সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

٥٦. وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ؕ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ۝

www.pathagar.com

৫৭. তারা তাঁর জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে। তিনি পবিত্র মহান এবং তারা যা (পুত্রসন্তান) কামনা করে তা-ই তাদের জন্য নির্দিষ্ট।

٥٧۔ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ○

৫৮. অথচ যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনোকষ্টে জর্জরিত হতে থাকে।

٥٨۔ وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ۚ

৫৯. তাকে যে দুঃসংবাদ দেয়া হয়েছে তার দুঃখে সে লোকজন থেকে মুখ লুকিয়ে বেড়ায়। (সে ভাবতে থাকে), অপমান সহ্য করে সে কি তাকে জীবিত রাখবে, নাকি মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে! সাবধান, তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কতো নিকৃষ্ট!

٥٩۔ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ط اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ط اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○

৬০. যেসব লোক আখেরাতে বিশ্বাসী নয় তারা নিকৃষ্ট প্রকৃতির। আর আল্লাহ তো মহত্তম প্রকৃতির অধিকারী এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٦٠۔ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ج وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۚ

৬১. আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের স্বৈরাচারের কারণে (তৎক্ষণাৎ) গ্রেপ্তার করতেন তবে পৃথিবীর বুকে একটি প্রাণীকেও রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবকাশ দেন। অতঃপর যখন তাদের নির্ধারিত কাল এসে যায় তখন তারা তা মুহূর্ত কালও বিলম্বিত করতে বা অগ্রবর্তী করতে পারে না।

٦١۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ج فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ○

৬২. তারা যা (কন্যাসন্তান) নিজেদের জন্য অপছন্দ করে সেটিই আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত করে। আর তাদের জিহ্বা মিথ্যা বর্ণনা করে যে, কল্যাণ তাদের জন্যই নির্ধারিত। নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে দোযখ এবং তাদেরকে সকলের আগেই তাতে নিক্ষেপ করা হবে।

٦٢۔ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ط لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ○

৬৩. আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আপনার পূর্বেও বিভিন্ন জাতির নিকট রাসূলগণকে পাঠিয়েছি। কিন্তু শয়তান তাদের কার্যকলাপকে তাদের জন্য

٦٣۔ تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ

www.pathagar.com

وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

সৌন্দর্যমণ্ডিত করে পেশ করে। অতএব সে-ই আজ তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।

٦٤ ـ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

৬৪. আমি আপনার নিকট এই কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আপনি তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন যে বিষয়ে তারা মতভেদ করে এবং (তা) ঈমানদার জনগোষ্ঠীর জন্য পথনির্দেশ ও অনুগ্রহস্বরূপ।

٦٥ ـ وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○

৬৫. আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তার সাহায্যে তিনি মৃত ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে মনোযোগ সহকারে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য।

٦٦ ـ وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ○

৬৬. গবাদি পশুর মধ্যেও তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় রয়েছে। সেগুলোর পেটের মধ্যকার গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে আমি তোমাদের পান করাই বিশুদ্ধ দুধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু, সুপেয়।

٦٧ ـ وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

৬৭. আর খেজুর, আঙ্গুর প্রভৃতি ফল থেকে তোমরা নেশাকর বস্তু ও উত্তম খাদ্য আহরণ করে থাকো। এর মধ্যেও অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য।

٦٨ ـ وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ○

৬৮. আর আপনার প্রভু মৌমাছিকে ওহী পাঠালেন (ইঙ্গিত দিলেন) যে, তোমরা ঘর (মৌচাক) বানাও পাহাড়ের গুহায়, গাছের শাখায় এবং ঘরের উঁচু চালায়;

٦٩ ـ ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ط يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

৬৯. অতঃপর প্রতিটি ফল থেকে তুমি আহরণ করো (মধু) এবং তোমার প্রভুর সহজ পথ অনুসরণ করো। এর পেট থেকে বের হয় বিচিত্র রং-এর পানীয়, যার মধ্যে মানুষের জন্য রয়েছে রোগনিরাময়। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

www.pathagar.com

৭০. আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। তোমাদের মধ্যকার কোনো কোনো ব্যক্তি নিকৃষ্ট বয়সে উপনীত হয়, ফলে সে যা জানতো তার কিছুই জ্ঞাত থাকে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

٧٠ ـ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

৭১. আর আল্লাহ জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে তোমাদের কতককে অপর কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অতএব যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে তারা নিজেদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের তাদের জীবন-জীবিকা থেকে এতো পরিমাণ দান করতে প্রস্তুত হয় না, যাতে তারা উভয়ে এ ব্যাপারে সম-পর্যায়ে এসে যেতে পারে। তবে কি তারা আল্লাহ্‌র নিয়ামত অস্বীকার করে?

٧١ ـ وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَاۗدِّيْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَاۗءٌ ۭ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ۝

৭২. আল্লাহ তোমাদের স্বজাতি থেকে তোমাদের জোড়া (স্ত্রী) সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের স্বামী-স্ত্রী থেকে পুত্র-কন্যা ও নাতি-নাতনী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম ও পরিচ্ছন্ন রিযিক দান করেছেন। তবুও কি তারা বাতিলের উপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٧٢ ـ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۭ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ۝

৭৩. আর তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর উপাসনা করে যেগুলো আকাশসমূহ ও পৃথিবী থেকে তাদের জন্য সামান্য রিযিক সরবরাহ করারও মালিক নয় এবং সেই সামর্থ্যও ওদের নেই।

٧٣ ـ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۝

৭৪. অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ স্থির করো না। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।

٧٤ ـ فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৭৫. আল্লাহ উদাহরণ পেশ করেছেন কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন এক দাসের, যার কোনো কিছুর উপরই কর্তৃত্ব নেই এবং এমন এক ব্যক্তির যাকে আমি নিজ থেকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে

٧٥ ـ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ۭ هَلْ

www.pathagar.com

يَسْتَوُوْنَ ط اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ ○

দান-খয়রাত করে, এরা দু'জন কি পরস্পর সমান হতে পারে? প্রশংসা তো নিরংকুশভাবে আল্লাহ্‌র প্রাপ্য। বরং তাদের অধিকাংশ লোকই জ্ঞান রাখে না।

٧٦۔ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰهُ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لاَ يَاْتِ بِخَيْرٍ ط هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ لا وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

৭৬. আল্লাহ আরো উদাহরণ পেশ করেছেন দুই ব্যক্তির। তাদের একজন বোবা, যার কোনো কিছুর উপরই কর্তৃত্ব নেই এবং সে তার মনিবের জন্য বোঝাস্বরূপ। তাকে যেখানেই পাঠানো হয় সে উত্তম কিছু করে আসতে পারে না। এই ব্যক্তি কি সমকক্ষ হতে পারে এমন ব্যক্তির যে ন্যায়বিচারের আদেশ দেয় এবং যে সরল-সঠিক পথের উপর রয়েছে?

٧٧۔ وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৭৭. আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্যের ভাণ্ডার আল্লাহ্‌র কাছে এবং কিয়ামতের বিষয়টি তো কেবল চোখের পলকের ন্যায়, বরং তার চেয়েও নিকটতর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

٧٨۔ وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا لا وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৭৮. আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের পেট থেকে বের করেছেন এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না; এবং তিনি তোমাদের দান করেছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তকরণ, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

٧٩۔ اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ ط مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلاَّ اللّٰهُ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

৭৯. তারা কি আকাশের শূন্যগর্ভে নিয়ন্ত্রিত (ভাসমান) পাখিদের প্রতি লক্ষ করে না? কেবল আল্লাহ্‌ই সেগুলোকে শূন্যলোকে স্থির অবিচল রাখেন। নিশ্চয়ই ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য এতে নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান রয়েছে।

٨٠۔ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ

৮০. আর আল্লাহ তোমাদের ঘর-বাড়িকে তোমাদের জন্য নিরাপদ বাসস্থান বানিয়েছেন এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুর চামড়া নির্মিত তাঁবুর ব্যবস্থাও করেছেন, যাকে তোমরা তোমাদের বিদেশ সফরে ও (নির্দিষ্ট স্থানে) তোমাদের অবস্থানকালে হালকা পেয়ে থাকো। আর তিনি

www.pathagar.com

اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ۝

এগুলোর পশম, লোম ও চুল দ্বারা তোমাদের কিছু কালের জীবন ধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও উপকরণের ব্যবস্থা করেন।

٨١۔ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلاً وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ۝

৮১. আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার কতক দ্বারা তোমাদের ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন, পর্বতমালায় তোমাদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন আর তোমাদের জন্য পোশাকের ব্যবস্থাও করেছেন, যা তোমাদেরকে গরম থেকে রক্ষা করে এবং তোমাদের জন্য বর্মের ব্যবস্থা করেছেন যা তোমাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিরাপত্তা দান করে। তিনি এভাবে তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করেন, যাতে তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও।

٨٢۔ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

৮২. এরপরও যদি তারা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার কর্তব্য হলো সুস্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া।

٨٣۔ يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝

৮৩. তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ চিনতে পেরে তারপরও তা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই কাফের।

٨٤۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝

৮৪. আমি যেদিন প্রতিটি উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী উপস্থিত করবো, অতঃপর কাফেরদের (যুক্তি-প্রমাণ পেশের) অনুমতিও দেয়া হবে না এবং তাদের কোনো ওজর-আপত্তিও গ্রহণযোগ্য হবে না।

٨٥۔ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝

৮৫. স্বৈরাচারী যালেমরা যখন শাস্তির সম্মুখীন হবে তখন তা তাদের জন্য হালকাও করা হবে না এবং তাদেরকে কোনো অবকাশও দেয়া হবে না।

٨٦۔ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝

৮৬. মুশরিক মূর্তিপূজারীরা যখন আল্লাহ্‌র সাথে তাদের শরীক করা মূর্তিগুলো দেখতে পাবে তখন বলবে, হে আমাদের প্রভু! এগুলোই তোমার সাথে শরীক করা আমাদের মূর্তি, আপনার পরিবর্তে এদের নিকট আমরা আবেদন করতাম। প্রতিউত্তরে সেগুলো তাদেরকে বলবে, তোরা অবশ্যই মিথ্যুক।

www.pathagar.com

৮৭. সেদিন তারা আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করবে এবং তারা যে মিথ্যা রচনা করতো তা তাদের জন্য নিষ্ফল হবে।

٨٧ ـ وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

৮৮. যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধার সৃষ্টি করেছে আমি তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধিই করতে থাকবো। কেনোনা তারা নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করতো।

٨٨ـ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ○

৮৯. সেই (কিয়ামতের) দিন আমি প্রতিটি উম্মতের বিরুদ্ধে তাদের মধ্য থেকেই একজন করে সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং আপনাকেও তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে নিয়ে আসবো। আর আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রতিটি বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, পথনির্দেশ, করুণা ও সুসংবাদরূপে আপনার নিকট এই কিতাব নাযিল করেছি।

٨٩ ـ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ط وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ۝

৯০. নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দান-খয়রাত করার নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, পাপাচার ও যুলুম-নিপীড়নকে নিষিদ্ধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা স্মরণ করো।

٩٠ ـ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ ج يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

৯১. আর তোমরা আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার করার পর সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করো এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে তোমাদের যামিন করে শপথ সুদৃঢ় করার পর তা লংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন যা তোমরা করো।

٩١ ـ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ط اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ○

৯২. তোমরা সেই স্ত্রীলোকের মতো হয়ে না যে তার সূতা মজবুত করে পাকানোর পর তার পাক খুলে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। তোমরা তোমাদের

٩٢ ـ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِىْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ط تَتَّخِذُوْنَ

www.pathagar.com

أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ط إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ط وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ○

শপথগুলোকে পারস্পরিক প্রতারণার হাতিয়াররূপে এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করো না যাতে একদল অন্য দল অপেক্ষা অধিক লাভবান হতে পারে। আল্লাহ তো এর দ্বারা তোমাদের কেবল পরীক্ষাই করেন। আর তোমরা যে বিষয়কে কেন্দ্র করে মতভেদ করতে, তিনি কিয়ামতের দিন নিশ্চয়ই তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবেন।

টীকা : তৎকালের অন্ধকারাচ্ছন্ন আরব সমাজে পারস্পরিক চুক্তিভুক্ত কোনো পক্ষ চুক্তির বিপরীতে লাভবান হওয়ার সুযোগ দেখলে এবং প্রতিপক্ষ দুর্বল হলে সবল পক্ষটি একতরফাভাবে চুক্তি ভংগ করতো। তথাকথিত বর্তমান সুসভ্য সমাজেও পৃথিবীব্যাপী এই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন ফারাক্কা চুক্তির শর্ত মোতাবেক বাংলাদেশ তার পানির ন্যায্য হিস্যা কোনো দিন পায়নি। চুক্তি মোতাবেক বাংলাদেশ 'বেরুবাড়ি সিটমহল' ভারতকে ছেড়ে দিলেও 'তিন বিঘা করিডোর' চল্লিশ বছরেও বাংলাদেশ ফেরত পায়নি। আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াতে এবং পরের আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে একতরফাভাবে চুক্তি ভঙ্গ করতে নিষেধ করেছেন।

٩٣ ـ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ط وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

৯৩. আল্লাহ ইচ্ছা করলে অবশ্যই তোমাদেরকে এক উম্মতভুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন। তোমরা যা কিছু করো সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

টীকা : ব্যাখ্যার জন্য ৯ নং আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকা দেখুন।

٩٤ ـ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ج وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

৯৪. তোমরা তোমাদের শপথকে পরস্পরকে প্রতারিত করার জন্য ব্যবহার করো না। অন্যথায় কোনো পদক্ষেপ স্থিতি লাভ করার পর তা পিছলিয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র পথে তোমাদের বাধা সৃষ্টি করার কারণে তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে। আর তোমাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি।

٩٥ ـ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ط إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

৯৫. তোমরা নগণ্য স্বার্থের বিনিময়ে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত (তাঁর আদেশ-নিষেধ পালনের) অংগীকার বিক্রি করো না। আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে কেবল তা-ই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, উপকারী, যদি তোমরা উপলব্ধি করো।

٩٦ ـ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ط وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ

৯৬. তোমাদের নিকট যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা-ই অবশিষ্ট থাকবে। যারা ধৈর্যধারণ করেছে আমি তাদেরকে

www.pathagar.com

بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

তাদের কৃত কার্যাবলীর তুলনায় অবশ্যই অধিক উত্তম পুরস্কার দান করবো।

٩٧۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ج وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৯৭. কোনো পুরুষ অথবা নারী ঈমানদার অবস্থায় সৎকাজ করলে আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন যাপন করাবো এবং তাদেরকে তাদের কৃত কার্যাবলীর তুলনায় অধিক উত্তম প্রতিদান দিবো।

٩٨۔ فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

৯৮. অতএব আপনি যখন কুরআন পড়বেন তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করবেন।

টীকা : কুরআন তিলাওয়াতকারীগণ 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ-শাইতানির রাজীম' পড়ার পর তিলাওয়াত শুরু করবেন।

٩٩ ۔ اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○

৯৯. যেসব লোক যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের প্রভুর উপর ভরসা করছে তাদের উপর শয়তানের কোনো আধিপত্য নেই।

١٠٠۔ اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ ۞

১০০. যারা শয়তানকে নিজেদের অভিভাবক বানিয়েছে এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে কেবল তাদের উপরই ওর আধিপত্য চলে।

١٠١۔ وَاِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مُفْتَرٍ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

১০১. আমি যখন এক আয়াতের পরিবর্তে অন্য আয়াত নাযিল করি এবং আল্লাহ্‌ই অধিক জানেন যে, তিনি কি নাযিল করেন, তখন তারা বলে, তুমি (মুহাম্মাদ) তো মনগড়া উক্তিকারী। বরং এদের অধিকাংশই (আসল বিষয়) জানে না।

١٠٢ ۔ قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ○

১০২. আপনি বলুন, এই কুরআন তো রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) সঠিকভাবে আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে নাযিল করেছেন, যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং মুসলমানদের জন্য (তা) পথনির্দেশ ও সুসংবাদবাহীরূপে।

١٠٣۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا

১০৩. আমি অবশ্যই জানি যে, তারা বলে,

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই এক ব্যক্তি তাকে এটা শিক্ষা দেয়। অথচ তারা যে লোকটির কথা বলে তার ভাষা আজামী (আরবী নয়), আর এটা বিশুদ্ধ আরবী ভাষা।

يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ط لِسَانُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ ○

টীকা : মক্কার মুশরিক পৌত্তলিকদের অভিযোগ ছিলো, নিরক্ষর মুহাম্মাদের পক্ষে এতো উচ্চাঙ্গের কিতাব রচনা করা মোটেই সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি তাকে শিখিয়ে দেয়। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা যাকে সন্দেহ করতো সে ছিল অনারব, ভিন্ন মাতৃভাষী, উপরন্তু ক্রীতদাস। তার পক্ষে কি এ ধরনের উচ্চাঙ্গের কিতাব রচনা করা সম্ভব ? সম্ভব হলে তো সে নিজেই নবুওয়াত দাবি করতো।

১০৪. যেসব লোক আল্লাহ্‌র বাণীসমূহে ঈমান আনে না তাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।

١٠٤۔ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১০৫. যেসব লোক আল্লাহ্‌র বাণীসমূহে ঈমান আনে না তারাই কেবল মিথ্যা রচনা করে এবং তারাই প্রকৃত মিথ্যাবাদী।

١٠٥۔ اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ج وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ○

১০৬. কোনো ব্যক্তি ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করলে এবং কুফরীর জন্য নিজের অন্তর উন্মুক্ত করে দিলে তাদের উপর পতিত হবে আল্লাহ্‌র গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। কিন্তু কাউকে কুফরী করতে জোরপূর্বক বাধ্য করা হলে এবং সেই অবস্থায় তার অন্তর ঈমানে অবিচল থাকলে তার কোনো দোষ হবে না।

١٠٦۔ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

টীকা : কোনো ব্যক্তিকে জোরপূর্বক ঈমানের পরিপন্থী কথা স্বীকার করতে বা কাজ করতে বাধ্য করা হলে সে জীবন রক্ষার্থে তা করলে এবং অন্তরে ঈমান বহাল থাকলে তার কোনো পাপ হবে না এবং ইসলাম থেকেও খারিজ হবে না। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ্‌র ফকীহগণ একমত। দরিদ্র যুবক সাহাবী আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা)-কে কাফেররা হাত-পা বেঁধে পানিতে ফেলে দেয়। তিনি প্রায় ডুবে যাচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় তারা আম্মার (রা)-কে তাদের দেব-দেবীর প্রশংসা করতে এবং মহানবী (স)-কে গালি দিতে বাধ্য করে। তিনি তা করলে তারা তাঁকে ছেড়ে দেয়। তিনি অত্যন্ত মর্মাহত অবস্থায় মহানবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বিষয়টি জানালে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমার মনের অবস্থা কিরূপ ছিলো ? তিনি বলেন, ঈমানে অবিচল। এই প্রেক্ষাপটে আয়াতটি নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বলেন, তুমি পুনরায় অনুরূপ পরিস্থিতির শিকার হলে পূর্বের মতো কাজ করবে। তাতে তোমার পাপ হবে না। চীন-রাশিয়ার মুসলমানগণ সমাজতন্ত্রের কবল থেকে এভাবেই তাদের ঈমান গোপন করে আত্মরক্ষা করেছিলেন।

১০৭. তা এজন্য যে, তারা আখেরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে নিয়েছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

١٠٧۔ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○

www.pathagar.com

১০৮. এসব লোকের অন্তর, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ সীলমোহর করে দিয়েছেন এবং এরাই উদাসীন।

١٠٨۔ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ج وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ○

১০৯. নিশ্চয়ই তারা আখেরাতে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

١٠٩۔ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

১১০. যেসব লোক (ঈমান আনার কারণে) নির্যাতিত হয়ে হিজরত করেছে, অতঃপর জিহাদ করেছে এবং ধৈর্যধারণ করেছে, এসবের পর তাদের প্রতি আপনার প্রভু অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١١٠۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْا لا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১১১. সেই (কিয়ামতের) দিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি-তর্ক পেশ করতে এগিয়ে আসবে এবং প্রত্যেককে সে যা করেছে তার পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি মোটেও যুলুম করা হবে না।

١١١۔ يَوْمَ تَأْتِىْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

১১২. আল্লাহ একটি লোকালয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, যা ছিলো শান্ত-সমাহিত ও নিরাপদ। সব এলাকা থেকে এখানে জীবন ধারণের পর্যাপ্ত উপকরণ সরবরাহ হতো। অতঃপর সেই লোকালয় আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহকে অবজ্ঞা করতে লাগলো। ফলে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কার্যকলাপের স্বাদ আস্বাদন করালেন দুর্ভিক্ষ ও নিরাপত্তাহীনতার বিপদ চাপিয়ে দিয়ে।

١١٢۔ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ○

১১৩. তাদের নিকট তাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল এসেছিলেন, কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। ফলে তারা যুলুম করতে থাকা অবস্থায় শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করলো।

١١٣۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

১১৪. অতএব আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল ও পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জীবনোপকরণ দান করেছেন তা থেকে তোমরা আহার করো এবং আল্লাহ্‌র

١١٤۔ فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ

www.pathagar.com

إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ○

নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাকো।

١١٥. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ج فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

১১৫. নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত, শূকরের গোশত এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে যা যবেহ করা হয়েছে তা। কিন্তু কেউ নিরূপায় অবস্থায় অবাধ্য-বিদ্রোহী বা সীমালংঘনকারী না হলে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

টীকা : আলোচ্য আয়াতে একান্ত নিরূপায় অবস্থায় হারাম দ্রব্যাদি পানাহার করে জীবন রক্ষার অনুমতি দেয়া হয়েছে (আরো দেখুন সূরা বাকারা ১৭৩ আয়াত)।

١١٦. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَّهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ط إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ⑥

১১৬. আর তোমাদের জবান থেকে মিথ্যা কথা বের হয় বলে তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করার জন্য একথা বলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। যেসব লোক আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে তারা কখনো সফলকাম হতে পারে না।

١١٧. مَتَاعٌ قَلِيلٌ ص وَّلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

১১৭. পার্থিব জীবনের ভোগবিলাস খুবই সীমিত এবং ওদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।

١١٨. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ج وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○

১১৮. ইতিপূর্বে আমি আপনার নিকট যা উল্লেখ করেছি কেবল সেগুলোই ইহূদীদের জন্য হারাম করেছিলাম। আমি ওদের উপর যুলুম করিনি, বরং ওরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছে।

١١٩. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا لا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑦

১১৯. অবশ্য যেসব লোক অজ্ঞতাবশত পাপকাজ করেছে, অতঃপর তওবা করেছে এবং নিজেদের সংশোধন করেছে, এরপর তাদের প্রতি আপনার প্রভু বড়োই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٢٠. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا ط وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ⑨

১২০. নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন আল্লাহ্‌র অনুগত ও একনিষ্ঠ এক উম্মত এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

١٢١. شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ط اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ○

১২১. তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছেন এবং সহজ-সরল পথে পরিচালিত করেছেন।

www.pathagar.com

১২২. আর আমি তাকে পার্থিব জীবনে কল্যাণ দান করেছিলাম এবং আখেরাতেও তিনি সৎকর্মশীল লোকদের অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

١٢٢۔ وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ط وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

১২৩. অতঃপর আমি আপনার নিকট ওহী পাঠালাম যে, আপনি একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের আদর্শ মিল্লাতের অনুসরণ করুন। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

١٢٣۔ ثُمَّ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

১২৪. যারা শনিবারের বিধিনিষেধ সম্পর্কে মতভেদ করেছিলো তাদের জন্যই তো শনিবার পালন বাধ্যতামূলক করা হয়েছিলো। তারা যে বিষয়ে মতভেদ করতো, কিয়ামতের দিন আপনার প্রভু অবশ্যই সেই বিষয়ে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন।

١٢٤۔ اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

১২৫. আপনি লোকজনকে আপনার প্রভুর পথে ডাকুন প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশ সহকারে এবং তাদের সাথে সর্বোত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন। নিশ্চয়ই আপনার রব সবিশেষ অবহিত যে, কে তাঁর পথ ত্যাগ করে বিপথগামী হয় এবং সৎপথের পথিকদের সম্পর্কেও তিনি সবিশেষ অবহিত।

١٢٥۔ اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ط اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝

১২৬. তোমরা যদি প্রতিশোধ নিতে চাও তবে ঠিক ততোটুকু প্রতিশোধ নিবে– যতোটুকু অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো তবে সেটিই ধৈর্যশীলদের জন্য কল্যাণকর।

টীকা : সূরা হজ্জ-এর ৬০ নং আয়াতও পাঠ করুন।

١٢٦۔ وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ط وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ۝

১২৭. আর আপনি ধৈর্যধারণ করুন, আল্লাহ্‌র জন্যই আপনার ধৈর্যধারণ। ওদের কার্যকলাপে আপনি দুঃখিত হবেন না এবং ওরা যে ষড়যন্ত্র করে তাতেও আপনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন না।

١٢٧۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ۝

১২৮. যেসব লোক তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাথে আছেন।

١٢٨۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ۝

www.pathagar.com

১৭. সূরা বনী ইসরাঈল (৫০)

١٧- سُوْرَةُ الْاِسْرَاءِ

আয়াত : ১১১; রুকূ' : ১২; মক্কী

اٰيَاتُهَا : ١١١، رُكُوْعٌ : ١٢، مَكِّيَّةٌ

নবুওয়াতের দ্বাদশ বর্ষে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মি'রাজ থেকে ফিরে আসার পরপরই সূরাটি নাযিল হয়। মি'রাজ সংক্রান্ত বিষয়ই সূরাটিতে আলোচিত হয়েছে। মুসলিম উম্মাহ্‌র একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলার জন্য মি'রাজে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যেসব পথনির্দেশ দান করেছেন তা-ই এই সূরার বিষয়বস্তু।

এই সূরায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী (স)-কে একটি সহায়ক রাষ্ট্রীয় শক্তি দান করার জন্য তাঁর কাছে আবেদন করার দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন (দ্র. ৮০ নং আয়াত)। যারা বলে, ধর্মে রাজনীতি নেই, তাদের এই আয়াতটি মনোযোগ সহকারে পড়া কর্তব্য। মক্কী জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে নাযিলকৃত এটি সর্বশেষ সূরা। এরা অপর নাম সূরা আল-ইসরা'।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- سُبْحَانَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ○

১. পবিত্র মহান সেই সত্তা যিনি তাঁর এক বান্দাকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা (বাইতুল মুকাদ্দাস) পর্যন্ত, যার পরিবেশকে আমি বরকতময় করেছি, যাতে আমি তাকে আমার কুদরতের কিছু নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করাতে পারি। নিশ্চয়ই তিনি মহাশ্রোতা, মহাদ্রষ্টা।

٢- وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا○

২. আর আমি মূসাকে কিতাব দান করেছিলাম এবং তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করেছিলাম যে, 'তোমরা আমাকে ছাড়া অপর কাউকে অভিভাবক বা পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করো না'।

٣- ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ط اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا○

৩. (তোমরা তো) তাদেরই সন্তান যাদেরকে আমি নূহ-এর সাথে নৌযানে তুলে নিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই নূহ ছিলেন এক কৃতজ্ঞ বান্দা।

٤- وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا○

৪. আর আমি সেই কিতাবে (তাওরাতে) বনী ইসরাঈলকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম, 'তোমরা অবশ্যই পৃথিবীতে দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমরা অবশ্যই বিদ্রোহাত্মক কাজে লিপ্ত হবে'।

٥- فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ

৫. অতএব যখন এই দুই বিদ্রোহের প্রথমটির কাল এলো তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার

www.pathagar.com

عِبَادًا لَّنَآ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ط وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلاً ○

অসম সাহসী যোদ্ধাদের পাঠালাম। তারা লোকালয়সমূহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে (তোমাদের) ধ্বংসসাধন করেছিল। আর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েই থাকে।

٦۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا ○

৬. পুনরায় আমি তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয় লাভের সুযোগ করে দিলাম, ধন ও জনের প্রাচুর্য দিয়ে তোমাদের সাহায্য করলাম এবং তোমাদের জনসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি করলাম।

٧۔ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ز وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ط فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْٓءٗا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا ○

৭. তোমরা উত্তম কাজ করলে তা তোমাদের নিজেদেরই উপকার করলে। আর তোমরা খারাপ কাজ করলে তাও তোমাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর। অতএব যখন দ্বিতীয় বিদ্রোহের কাল আসলো তখন আমি আমার বান্দাদেরকে পাঠালাম তোমাদের মুখমণ্ডল বিবর্ণ করার জন্য, প্রথমবার তারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করেছিলো পুনরায় সেভাবেই তাতে প্রবেশ করার জন্য এবং যেখানেই জয়লাভ করে সেখানেই ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্য।

٨۔ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ج وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ز وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ○

৮. তোমাদের প্রভু হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। কিন্তু তোমরা যদি (তোমাদের পূর্বেকার আচরণের) পুনরাবৃত্তি করো তবে আমিও (শাস্তির) পুনরাবৃত্তি করবো। আর আমি কাফেরদের জন্য জাহান্নামকে করেছি কারাগার।

٩۔ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ۝٩

৯. নিশ্চয়ই এই কুরআন সেই পথ দেখায় যা সুদৃঢ় এবং তা উত্তম কাজ সম্পাদনকারী ঈমানদারগণকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

١٠۔ وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝١٠

১০. আর যারা আখেরাতে বিশ্বাসী নয় আমি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি মর্মান্তিক শাস্তি।

١١۔ وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ط وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلاً ○

১১. মানুষ এমনভাবে অকল্যাণ কামনা করে যেভাবে সে কল্যাণ কামনা করে থাকে। মানুষ অতি মাত্রায় তাড়াহুড়াপ্রবণ।

www.pathagar.com

১২. وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ط وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ○

১২. আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টি নিদর্শন, অতঃপর রাতের নিদর্শনকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছি এবং দিনের নিদর্শনকে দেখার উপযোগী করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং বছরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব অবগত হতে পারো। আর আমি প্রতিটি জিনিস বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

১৩. وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ط وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا ○

১৩. আমি প্রত্যেক মানুষের ভাগ্যলিপি তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য একটি কিতাব প্রকাশ করবো– যা সে উন্মুক্ত দেখতে পাবে।

১৪. اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ط كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ⑭

১৪. পড়ো তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব-নিকাশের (চূড়ান্ত করার) জন্য তুমিই যথেষ্ট।

১৫. مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ط وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ط وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ○

১৫. যে ব্যক্তি সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন করে সে তো নিজের (উপকারের) জন্যই সেই পথ বেছে নেয়। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয় সে তো নিজের (ধ্বংসের) জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। একজনের পাপের বোঝা অপর কেউ বহন করবে না। আর আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত শাস্তি দিবার নই।

১৬. وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ○

১৬. আমি যখন কোনো লোকালয়কে ধ্বংস করতে চাই তখন সেখানকার প্রভাবশালী-সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিবর্গকে (সৎকাজের) আদেশ দেই, কিন্তু তারা সেখানে পাপাচারে মেতে যায়। তখন সেখানকার জন্য দণ্ডাদেশ অবধারিত হয়ে যায়। ফলে আমি সেই লোকালয়কে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেই।

১৭. وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ط وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ○

১৭. নূহ-এর পরে আমি কতো শত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি! আপনার প্রভুই তাঁর বান্দাদের পাপাচারের সংবাদ রাখার এবং পর্যবেক্ষণ করার জন্য যথেষ্ট।

www.pathagar.com

১৮. কোনো ব্যক্তি পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে ইচ্ছা এখানেই তা তাড়াতাড়ি দিয়ে দেই, অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের ফয়সালা করি। সেখানে সে নিন্দিত-তিরস্কৃত ও অনুগ্রহ বঞ্চিত অবস্থায় প্রবেশ করবে।

١٨۔ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ج يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ○

১৯. আর যে ব্যক্তি ঈমানদার অবস্থায় আখেরাত কামনা করে এবং তা অর্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা-তদবির করে তাদের চেষ্টা-সাধনা সাদরে গৃহীত হয়।

١٩۔ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ○

২০. এদেরকেও এবং ওদেরকেও আমি জীবনধারণের সামগ্রী সরবরাহ করে যাচ্ছি, এতো আপনার প্রভুর দান। আর আপনার প্রভুর দান অপ্রতিরোধ্য।

٢٠۔ كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ط وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ○

২১. লক্ষ করুন, আমি কিভাবে তাদের কতককে অপর কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আর আখেরাত তো মর্যাদায় আরো ব্যাপক, আরো বিরাট।

٢١۔ اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ○

২২. তুমি আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোনো ইলাহ স্থির করো না। অন্যথায় তুমি নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হবে।

টীকা : এ পর্যন্ত ভূমিকাস্বরূপ বলার পর মি'রাজের শিক্ষা, তাৎপর্য ও বাস্তবতার বর্ণনা শুরু হয়েছে।

٢٢۔ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ع

২৩. আর আপনার প্রভু নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং মাতা-পিতার সাথে সদয় ব্যবহার করবে। তোমার জীবিত অবস্থায় তাদের একজন অথবা উভয়ে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তি, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও ঘৃণাসূচক কোনো কথা বলো না, তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সাথে ভদ্রভাবে সম্মানজনক কথা বলো।

٢٣۔ وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ○

২৪. তুমি তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বলো, "হে আমার প্রভু! তাদের প্রতি দয়াপরবশ হও, যেমন তারা আমাকে শিশুকালে লালন-পালন করেছেন"।

٢٤۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ط

www.pathagar.com

২৫. তোমাদের মনের মধ্যে যা লুকিয়ে আছে তা তোমাদের প্রভু উত্তমরূপেই জানেন। তোমরা যদি সৎকাজে অগ্রণী হও তবেই তো তিনি এ ধরনের আল্লাহমুখী লোকদের প্রতি অতিশয় ক্ষমাপরায়ণ।

٢٥. رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ ط اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ○

২৬. তুমি আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন (গরীব ভদ্রলোক) ও সহায়-সম্বলহীন পথিককে নিজ নিজ প্রাপ্য দিয়ে দাও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না।

٢٦. وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ○

২৭. অপব্যয়কারীরা তো শয়তানের ভাই-বন্ধু। আর শয়তান তার প্রভুর প্রতি বড়োই নাফরমান।

٢٧. اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ط وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ○

২৮. আর তুমি যদি তোমার প্রভুর অনুগ্রহ (সম্পদ) লাভের আশায় অপেক্ষারত থাকা অবস্থায় তাদের (আত্মীয়, মিসকীন, পথিক) থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখো (কিছু দিতে না পারো) তবে তাদের সাথে বিনীতভাবে কথা বলো।

٢٨. وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ○

২৯. আর তুমি তোমার হাত তোমার ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখো না (কৃপণতা করো না) এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না (সব কিছু দান করো না)। অন্যথায় তুমি তিরস্কৃত হবে এবং অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

٢٩. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ○

৩০. নিশ্চয়ই তোমার প্রভু যার জন্য ইচ্ছা করেন তার রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং কমিয়েও দেন। তিনি অবশ্যই তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং সবকিছু দেখেন।

٣٠. اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ط اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ع

৩১. তোমরা গরীব হয়ে যাওয়ার ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে রিযিক দান করি এবং বিশেষভাবে তোমাদেরকেও। তাদেরকে হত্যা করা অবশ্যই গুরুতর অপরাধ।

٣١. وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ○

৩২. তোমরা যেনা-ব্যভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয়ই তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং ঘৃণিত আচরণ।

٣٢. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَآءَ سَبِيْلًا ○

www.pathagar.com

৩৩. আল্লাহ যে নরহত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তোমরা তাকে হত্যা করো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে আমি তার ওয়ারিসকে বা অভিভাবককে তার প্রতিকার দাবির অধিকার দিয়েছি। কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেনো বাড়াবাড়ি না করে। তাকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে।

৩৩. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ط وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ ط اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ○

৩৪. ইয়াতীম শিশু বালেগ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সদুদ্দেশ্য ছাড়া তাদের ধন-সম্পদের কাছেও যেও না এবং ওয়াদা পূর্ণ করো। নিশ্চয়ই ওয়াদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

৩৪. وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ص وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ج اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ○

৩৫. পাত্র দ্বারা মেপে দেয়ার সময় তোমরা পূর্ণরূপে তা ভর্তি করে দিবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে দিবে। এটাই কল্যাণকর এবং পরিণামেও অতি উত্তম।

৩৫. وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ○

৩৬. যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার (অমূলক ধারণা-অনুমানের) অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তর– এগুলোর প্রতিটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

৩৬. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ط اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ○

৩৭. পৃথিবীতে বাহাদুরি করে চলাফেরা করো না। তুমি তো মোটেই মাটিকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং পর্বতপ্রমাণ উঁচুও হতে পারবে না।

৩৭. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ج اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ○

৩৮. এসবের মধ্যে যেগুলো মন্দ ও খারাপ কাজ সেগুলো তোমার প্রভুর নিকট ঘৃণ্য।

৩৮. كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ○

৩৯. এগুলো প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞানের কথা যা আপনার প্রভু আপনাকে ওহী মারফত দান করেছেন। আপনি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ স্থির করবেন না। অন্যথায় আপনি নিন্দিত ও অনুগ্রহ বঞ্চিত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন।

৩৯. ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ط وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِيْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ○

www.pathagar.com

৪০. তোমাদের প্রভু কি তোমাদের জন্য পুত্রসন্তান নির্ধারণ করেছেন আর তিনি কি ফেরেশতাদেরকে নিজের কন্যা সন্তানরূপে গ্রহণ করেছেন? তোমরা অবশ্যই গুরুতর কথা মুখে উচ্চারণ করছো!

٤٠. اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ط اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ۝

৪১. আর আমি অবশ্যই এই কিতাবে নানাভাবে (লোকজনকে) বুঝিয়ে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু তাতে তারা (সত্য থেকে) আরো দূরে সরে যাচ্ছে।

٤١. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ط وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ۝

৪২. আপনি বলুন, তাদের বক্তব্য অনুযায়ী যদি তাঁর সাথে আরো ইলাহ থাকতো তবে তারা অবশ্যই মহান আরশের মালিক পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার পথ খুঁজতো।

٤٢. قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا ۝

৪৩. তিনি পবিত্র, মহান এবং ওরা যা বলে তা থেকে বহু ঊর্ধে।

٤٣. سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝

৪৪. সাত আকাশ, পৃথিবী এবং এসবের মধ্যে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং যা কিছুই আছে তা অবশ্যই তাঁর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। কিন্তু তোমরা এদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারো না। নিশ্চয়ই তিনি অতীব সহনশীল, ক্ষমাশীল।

٤٤. تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ط وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝

৪৫. আপনি যখন কুরআন পড়েন তখন আমি আপনার এবং যারা আখেরাতে বিশ্বাসী নয় তাদের মাঝখানে একটি অদৃশ্য পর্দার অন্তরাল সৃষ্টি করে দেই।

٤٥. وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۝

৪৬. আর আমি তাদের কলবসমূহের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি, যাতে তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদের কান বয়রা করে দিয়েছি। আর আপনি যখন কুরআনে আপনার প্রভুর একক সত্তার উল্লেখ করেন তখন তারা ঘৃণাভরে পিছন দিকে ফিরে যায়।

٤٦. وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِىْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ط وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ۝

www.pathagar.com

৪৭. যখন তারা আপনার কথা কান পেতে শোনে তখন কেনো তারা তা কান লাগিয়ে শোনে সেটা আমি উত্তমরূপেই জানি এবং (এও জানি যে,) যখন গোপনে আলোচনাকালে যালেমরা বলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছো।

٤٧۔ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْهُمْ نَجْوٰٓى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ○

৪৮. আপনি লক্ষ করুন, তারা আপনার ব্যাপারে কী ধরনের উপমা দেয়। অতএব তারা তো পথভ্রষ্ট হয়েছে, ফলে তারা সৎপথ খুঁজে পাওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে।

٤٨۔ اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ○

৪৯. তারা আরো বলে, আমরা যখন হাড়-হাড্ডিতে পরিণত হবো এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবো, তারপরও কি আমরা নতুন সৃষ্টিরূপে আবির্ভূত হবো?

٤٩۔ وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ○

৫০. আপনি বলুন, তোমরা পাথর বা লোহায় পরিণত হও,

٥٠۔ قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ۝٧

৫১. অথবা এমন সৃষ্টি যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন (তারপরও তোমরা পুনরুত্থিত হবে)। তারা বলবে, কে আমাদের পুনরায় ফিরিয়ে আনবে? আপনি বলুন, যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তিনিই (ফিরিয়ে আনবেন)। তখন তারা আপনার সামনে মাথা নাড়াতে নাড়াতে জিজ্ঞেস করবে, তা কবে ঘটবে? আপনি বলুন, হয়তো নিকট ভবিষ্যতেই।

٥١۔ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ ج فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ط قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ج فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ط قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ○

৫২. যেদিন তিনি তোমাদের ডাকবেন সেদিন তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে (কবর থেকে) বের হয়ে আসবে এবং তোমাদের ধারণা হবে যে, তোমরা সামান্য কালই (পৃথিবীতে) অবস্থান করেছো।

٥٢۔ يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۝٨

৫৩. আর আপনি আমার বান্দাদের বলুন, তারা যেনো সর্বোত্তম কথা বলে। শয়তানই মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিতে উস্কানি দেয়। শয়তান তো মানবজাতির প্রকাশ্য দুশমন।

٥٣۔ وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ط اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ط اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ○

www.pathagar.com

৫৪. তোমাদের প্রভু তোমাদের সম্পর্কে উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের প্রতি দয়া করতেও পারেন অথবা ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন। আমি আপনাকে তাদের অভিভাবক হিসেবে পাঠাইনি।

٥٤. رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ط اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ ط وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلاً ○

৫৫. আপনার প্রভু আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সকল সৃষ্টি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ওয়াকিফহাল। আমি অবশ্যই কোনো কোনো নবীকে অপর কতক নবীর তুলনায় অধিক মর্যাদা দিয়েছি এবং দাউদকে যাবূর কিতাব দান করেছি।

٥٥. وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ○

৫৬. আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ইলাহ বলে ধারণা করো তাদের নিকট আবেদন করো তো দেখি! তারা তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার অথবা পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না।

٥٦. قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلاً ○

৫৭. তারা যাদের নিকট আবেদন-নিবেদন করে তারাই তো তাদের প্রভুর নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কতো বেশি নৈকট্য লাভকারী হতে পারে। তারা তাঁর রহমত লাভের আশা করে এবং তাঁর শাস্তির ভয় করে। নিশ্চয়ই আপনার প্রভুর শাস্তি ভয়াবহ।

٥٧. اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ط اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ○

৫৮. এমন কোনো মানববসতি নেই যাকে আমি কিয়ামতের দিনের আগেই ধ্বংস করবো না অথবা তাকে কঠোর শাস্তি দিবো না। এটা নির্দিষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

٥٨. وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا ط كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ○

৫৯. আগেকার কালের লোকেরা নিদর্শনসমূহ মিথ্যা মনে করার কারণেই আমি নিদর্শনসমূহ পাঠাতে বিরত থেকেছি। আমি ছামূদ জাতির সামনে প্রকাশ্যে উষ্ট্রী এনে হাযির করেছিলাম, কিন্তু তারা তার উপর যুলুম করেছে। আমি ভয় দেখানোর জন্যই নিদর্শনসমূহ পাঠিয়ে থাকি।

٥٩. وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ط وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ط وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ○

www.pathagar.com

৬০. আমি আপনাকে বলেছি যে, আপনার প্রভু লোকজনকে পরিবেষ্টন করে আছেন। আর যে দৃশ্য আমি আপনাকে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত গাছটি কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি তাদেরকে ভয় দেখাই, কিন্তু তা তাদের চরম অবাধ্যাচারের মাত্রাই বাড়িয়ে দিচ্ছে।

٦٠. وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ط وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِىٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْاٰنِ ط وَنُخَوِّفُهُمْ لا فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ۝

৬১. আমি যখন ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমের জন্য সিজদাবনত হও, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদাবনত হলো। সে বললো, আপনি যাকে কাদা মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন তাকে আমি কি সিজদা করবো?

٦١. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ۝

৬২. সে আরো বললো, দেখুন, এতো সেই ব্যক্তি যাকে আপনি আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আপনি যদি আমাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন তবে আমি অবশ্যই অল্প সংখ্যক ব্যতীত তার সমস্ত বংশধরকে সমূলে নষ্ট করে ছাড়বো।

٦٢. قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ ز لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

৬৩. তিনি বললেন, যা তুই। তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসারী হবে তোদের সকলের প্রতিদান হলো জাহান্নাম, পূর্ণ প্রতিদান।

٦٣. قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ۝

৬৪. তোর ডাকে তাদের মধ্যে যাকে পারিস তার পদস্খলন ঘটা, তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর, তাদের ধনে-জনে অংশীদার হয়ে যা এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিতে থাক। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা প্রবঞ্চনা মাত্র।

٦٤. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ط وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ۝

৬৫. নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের উপর তোর কোনো আধিপত্য নেই। অভিভাবক হিসেবে আপনার প্রভুই যথেষ্ট।

٦٥. اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ط وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ۝

www.pathagar.com

٦٦. رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ط اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ○

৬৬. তিনিই তোমাদের প্রভু যিনি তোমাদের উপকারার্থে সাগর-মহাসাগরে নৌযান চালনা করেন, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

٦٧. وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّآ اِيَّاهُ ج فَلَمَّا نَجّٰكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ط وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ○

৬৭. সাগরের বুকে যখন তোমরা বিপদে পড়ো তখন তোমরা কেবল তিনি ব্যতীত আর যাদেরকে ডাকো তারা হারিয়ে যায়। যখন তিনি তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলভাগে নিয়ে আসেন তখন তোমরা (তাঁর থেকে) মুখ ঘুরিয়ে নাও। বাস্তবিকই মানুষ বড়ো অকৃতজ্ঞ।

٦٨. اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا ۝٦٨

৬৮. তোমরা কি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়েছো যে, তিনি তোমাদেরসহ স্থলভাগের কোনো অংশ ধ্বসিয়ে দিবেন না অথবা তোমাদের উপর পাথর বর্ষণকারী ঘূর্ণিঝড় পাঠাবেন না, অতঃপর তোমরা নিজেদের কোনো রক্ষাকারী পাবে না?

٦٩. اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ لا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا ○

৬৯. অথবা তোমরা কি একেবারে নিরাপদ হয়ে গেছো যে, তিনি তোমাদেরকে পুনরায় সাগরের মাঝে নিয়ে যেতে পারবেন না, তোমাদের উপর ঝঞ্ঝাবায়ু পাঠাবেন না এবং তোমাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে তোমাদেরকে ডুবিয়ে মারবেন না? অতঃপর তোমরা এ ব্যাপারে আমার বিরুদ্ধে কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

٧٠. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۝٧٠

৭০. আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদাবান করেছি, তাদেরকে স্থলভাগে ও সাগরে চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদেরকে পরিচ্ছন্ন ও উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর এদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

٧١. يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ ج فَمَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ○

৭১. সেই (কিয়ামতের) দিন আমি যখন সকল মানুষকে তাদের নেতৃবৃন্দসহ ডাকবো, তখন যাদের কিতাব (আমলনামা) তাদের ডান হাতে অর্পণ করা হবে তারা তাদের কিতাব পাঠ করবে এবং তাদের উপর বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না।

www.pathagar.com

৭২. আর যে ব্যক্তি এই দুনিয়ায় (মুক্তির পথ থেকে) অন্ধ ছিলো সে আখেরাতেও (মুক্তির পথ খুঁজে পেতে) অন্ধ থাকবে এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট হবে।

٧٢- وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ○

৭৩. আমি আপনার নিকট যে ওহী পাঠিয়েছি তা থেকে আপনাকে বিচ্যুত করার জন্য ওরা প্রাণান্তকর অপচেষ্টা করেছিল, যাতে আপনি আমার সম্পর্কে ঐ ওহীর বিপরীত মিথ্যা রচনা করেন। তাহলেই তারা আপনাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতো।

٧٣- وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ز وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ○

৭৪. আমি আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত না রাখলে আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেই পড়তেন।

٧٤- وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلًا ⑦

৭৫. তাই হলে আমি অবশ্যই আপনাকে এই জীবনে দ্বিগুণ এবং মৃত্যুর পর দ্বিগুণ শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাতাম। অতঃপর আপনি আমার বিপরীতে আপনার কোনো সাহায্যকারী পেতেন না।

٧٥- اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ○

৭৬. এরা তো আপনাকে এ ভূখণ্ড থেকে উৎখাত করার চূড়ান্ত অপচেষ্টা করেছিল, যাতে আপনাকে এখান থেকে বিতাড়িত করতে পারে। তাহলে এরাও আপনার পরে এখানে বেশি দিন টিকে থাকতে পারতো না।

٧٦- وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

৭৭. আপনার আগের কালে আমার রাসূলগণের মধ্য থেকে আমি যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তাদের বেলায়ও ছিলো এরূপ নিয়ম। আর আপনি আমার নিয়মের কোনো পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম পাবেন না।

٧٧- سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ⑧

৭৮. সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার আসন্ন হওয়ার সময় পর্যন্ত আপনি নামায কায়েম করুন এবং ফজরের কুরআন পাঠও (ফজরের নামাযও)। নিশ্চয়ই ফজরের কুরআন পাঠে উপস্থিত থাকা হয় (ফেরেশতাগণের)।

٧٨- اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ط اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ○

৭৯. আর আপনি রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ নামায পড়ুন, তা আপনার জন্য নফল (অতিরিক্ত কর্তব্য)। অচিরেই আপনার প্রভু আপনাকে প্রশংসিত স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন।

٧٩- وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ○

www.pathagar.com

৮০. আর আপনি বলুন, হে আমার প্রভু! আমাকে প্রবেশ করান উত্তমরূপে এবং আমাকে বের করুন উত্তমরূপে (নিরাপদে) আর আমাকে আপনার পক্ষ থেকে সাহায্যকারী রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দান করুন।

٨٠. وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ○

৮১. আপনি আরো বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যার বিলুপ্ত হওয়াই অবশ্যম্ভাবী।

٨١. وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ○

৮২. আর আমি এই কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা ঈমানদারগণের জন্য রোগ নিরাময়কারী ও অনুগ্রহস্বরূপ। কিন্তু তা স্বৈরাচারী যালেমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

٨٢. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ لا وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ○

৮৩. আমি মানুষকে নিয়ামত দান করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পাশ কাটিয়ে দূরে সরে যায় (নির্দেশ অমান্য করে)। আর সে বিপদগ্রস্ত হলে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে।

٨٣. وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ج وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوْسًا ○

৮৪. আপনি বলুন, প্রত্যেকে নিজ নিজ পন্থায় কাজ করে। আপনার প্রভু উত্তমরূপেই জানেন, হেদায়াতের সঠিক পথে কে চলছে।

٨٤. قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ط فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ۞

৮৫. তারা আপনাকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, 'রূহ' আমার প্রভুর আদেশের অন্তর্ভুক্ত। আর তোমাদেরকে জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে খুব সামান্যই দেয়া হয়েছে।

٨٥. وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ط قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ○

৮৬. আমি আপনাকে ওহী মারফত যা কিছু দান করেছি, আমি ইচ্ছা করলে তা আপনার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে পারতাম। অতঃপর আপনি তা ফিরিয়ে পাওয়ার জন্য আমার বিরুদ্ধে কোনো সহায়তাকারী পেতেন না।

٨٦. وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ۞

৮৭. কিন্তু এটা (ছিনিয়ে না নেয়া) আপনার প্রভুর অনুগ্রহ। আপনার প্রতি রয়েছে তাঁর অবারিত অনুগ্রহ।

٨٧. اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ط اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ○

www.pathagar.com

৮৮. আপনি বলুন, যদি এই কুরআনের সমতুল্য কিতাব আনার (রচনা করার) জন্য মানবজাতি ও জিনজাতি একতাবদ্ধ হয় এবং যদিও তারা পরস্পরকে সহাযোগিতা করে তবুও তারা তার সমতুল্য কিতাব আনতে সক্ষম হবে না।

٨٨۔ قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ۝

৮৯. অবশ্যই আমি এই কুরআনে মানুষকে উপমা সহকারে বিভিন্নভাবে বুঝিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই অস্বীকার করে যাচ্ছে।

٨٩۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ز فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ۝

৯০. আর তারা বলে, আমরা আপনার উপর কখনো ঈমান আনবো না– যতক্ষণ না আপনি আমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠ দীর্ণ করে একটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করেন;

٩٠۔ وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ۝

৯১. অথবা যতক্ষণ না আপনার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান রচিত হয় এবং তার ফাঁকে ফাঁকে আপনি অজস্র পানির ফোয়ারা প্রবাহিত করেন;

٩١۔ اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ۝

৯২. অথবা আপনি যেমন দাবি করেন তদনুযায়ী আমাদের উপর আকাশকে টুকরা টুকরা করে নিক্ষেপ করেন অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাগণকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেন;

٩٢۔ اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ۝

৯৩. অথবা আপনি সোনার তৈরী একটি প্রাসাদের মালিক হন অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করেন। আর আমরা আপনার আকাশে আরোহণে কখনো ঈমান আনবো না– যতক্ষণ না আপনি আমাদের উপর এমন একটি কিতাব নাযিল করান যা আমরা পাঠ করতে পারি। আপনি বলুন, পবিত্র মহান আমার প্রভু। আমি তো কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল।

٩٣۔ اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ ط وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ط قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ۝

www.pathagar.com

৯৪. মানুষের নিকট যখনই হেদায়াতের বাণী এসেছে তখন তার প্রতি তাদের ঈমান আনতে তাদেরকে একটি বক্তব্যই বিরত রেখেছে : 'আল্লাহ কি একজন মানুষকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন'?

٩٤۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ○

৯৫. আপনি বলুন, ফেরেশতাগণ যদি পৃথিবীর বুকে নিশ্চিন্তে যাতায়াত করতো তবে আমি অবশ্যই আকাশ থেকে রাসূল হিসেবে একজন ফেরেশতা পাঠাতাম।

٩٥۔ قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ○

৯৬. আপনি বলুন, আমার ও তোমাদের মধ্যে কেবল এক আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যই যথেষ্ট। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে বিশেষভাবে জানেন ও দেখেন।

٩٦۔ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ○

৯৭. আল্লাহ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন কেবল সে-ই সৎপথ প্রাপ্ত হয় এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য আপনি তিনি ব্যতীত অপর কাউকে অভিভাবক হিসেবে পাবেন না। আমি এসব লোককে কিয়ামতের দিন অন্ধ, বোবা ও বধিররূপে এদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় সমবেত করবো। দোযখ হবে ওদের বাসস্থান। যখনই (তার আগুন) নিস্তেজ হয়ে আসবে তখনই আমি তাদের জন্য তা অতিশয় উত্তপ্ত করবো।

٩٧۔ وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ج وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ط وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ط مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ○

৯৮. এটা তাদের সেই আচরণের প্রতিফল যে, তারা আমার বাণীসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বলেছে, আমরা যখন হাড়-হাড্ডিতে পরিণত হবো এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবো তারপরও কি আমাদেরকে পুনরায় নতুন সৃষ্টিরূপে উঠানো হবে?

٩٨۔ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ○

৯৯. তারা কি লক্ষ করে না, যে আল্লাহ আকাশরাজী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি সেগুলোর অনুরূপ সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণ শক্তিমান? আর তিনি সেগুলোর জন্য একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, যাতে কোনো সন্দেহই নেই।

٩٩۔ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ط

www.pathagar.com

فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ○

তারপরও এই যালেমরা বরাবর অস্বীকার ও অমান্য করতে থাকবে।

١٠٠. قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ۝١٠٠

১০০. আপনি বলুন, তোমরা যদি আমার প্রভুর দয়ার ভাণ্ডারের মালিক হতে, তবে তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তোমরা তা আটক করে রাখতে। মানুষ বড়োই কৃপণ।

١٠١. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ○

১০১. আমি তো মূসাকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন (মু'জিযা) দান করেছিলাম। অতএব আপনি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করুন, (সেগুলোসহ) তিনি যখন তাদের নিকট এসেছিলেন তখন ফেরাউন তাকে বললো, হে মূসা! আমি অবশ্যই মনে করি যে, তুমি নিশ্চয়ই এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি।

١٠٢. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ○

১০২. তিনি বললেন, তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ এসব নিদর্শন কেবল আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই নাযিল করেছেন। আর হে ফেরাউন! আমি অবশ্যই তোমাকে এক আসন্ন ধ্বংসপ্রাপ্ত হতভাগ্য ব্যক্তি মনে করি।

١٠٣. فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ۝١٠٣

১০৩. শেষ পর্যন্ত ফেরাউন তাদেরকে (মূসা ও বনী ইসরাঈলকে) দেশ থেকে উচ্ছেদ করার সংকল্প করলো। কিন্তু আমি তাকে ও তার সঙ্গী-সাথীদের সকলকে একত্রে পানিতে ডুবিয়ে মারলাম।

١٠٤. وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ۝١٠٤

১০৪. এরপর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম, তোমরা দেশে বসবাস করো। অতঃপর যখন আখেরাতের প্রতিশ্রুতি পূরণের সময় এসে যাবে তখন আমি তোমাদের সকলকে একত্র করে উপস্থিত করবো।

١٠٥. وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ؕ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝١٠٥

১০৫. আমি এই কুরআন যথার্থভাবে নাযিল করেছি এবং তা যথার্থ সত্যসহ নাযিল হয়েছে। আমি আপনাকে অবশ্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি।

www.pathagar.com

١٠٦۔ وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ○

১০৬. আর আমি কুরআন নাযিল করেছি অল্প অল্প করে, যাতে আপনি তা পর্যায়ক্রমে মানুষকে পড়ে শুনাতে পারেন এবং আমিও তা পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি।

١٠٧۔ قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ط اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۝٧

১০৭. আপনি বলুন, তোমরা কুরআনের উপর ঈমান আনো বা না আনো, তবে ইতিপূর্বে যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের নিকট যখন তা পাঠ করা হয় তখন তারা সাথে সাথে অবনত মস্তকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে;

١٠٨۔ وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ○

১০৮. এবং তারা বলে, আমাদের প্রভু পবিত্র মহান। আমাদের প্রভুর ওয়াদা কার্যকরী হয়েই থাকে।

١٠٩۔ وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ○

১০৯. তারা কাঁদতে কাঁদতে অবনত মস্তকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং কুরআন তাদেরকে আরো অধিক বিনয়ী করে তোলে।

টীকা : উপরোক্ত তিনটি আয়াত পাঠকারী ও শ্রবণকারী একটি সিজদা করুন।

١١٠۔ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ج وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ○

১১০. আপনি বলুন, তোমরা 'আল্লাহ' বলে ডাকো অথবা 'রহমান' (দয়াময়) বলেই ডাকো, যে নামেই ডাকো, সকল সুন্দর নাম তাঁরই। আপনি আপনার নামাযে (কিরাআত) উচ্চ স্বরেও পড়বেন না এবং অতিশয় ক্ষীণ স্বরেও পড়বেন না, বরং উভয়ের মাঝামাঝি আওয়াজ অবলম্বন করবেন।

١١١۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ۝٢

১১১. আর আপনি বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সার্বভৌমত্বে তাঁর কোনো শরীক নেই এবং তিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না যে, তাঁর পৃষ্ঠপোষকের প্রয়োজন হতে পারে। অতএব আপনি তাঁর পরিপূর্ণ মহত্ত্ব ঘোষণা করুন।

www.pathagar.com

১৮. সূরা আল-কাহ্‌ফ (৬৯) ١٨۔ سُوْرَةُ الْكَهْفِ

আয়াত : ১১০; রুকূ' : ১২; মক্কী اٰيَاتُهَا : ١١٠، رُكُوْعٌ : ١٢، مَكِّيَّةٌ

সূরাটি মক্কী জীবনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমদিকে কোনো এক সময় নাযিল হয়ে থাকবে। সূরার বিষয়বস্তু থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এ সময়ের বৈশিষ্ট্য হলো– কাফেররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুলুম-নির্যাতন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কট আরোপ করে এবং কতক মুসলমান আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছেন এবং তাতে তিনি কোনো ত্রুটি রাখেননি;

١۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ؕ سكتة ①

২. (বরং তা প্রতিটি দিক থেকে) যথার্থ, যাতে তিনি তাঁর পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করতে পারেন এবং সৎকাজ সম্পাদনকারীদের সুসংবাদ দিতে পারেন যে, তাদের জন্য রয়েছে অতি চমৎকার পুরস্কার (জান্নাত),

٢۔ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ②

৩. তাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে;

٣۔ مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ③

৪. আর যারা বলে, আল্লাহ্‌ সন্তান গ্রহণ করেছেন তাদেরকে সতর্ক করার জন্য।

٤۔ وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ④

৫. এ বিষয়ে মূলত এদের যথার্থ জ্ঞান নেই, আর না তাদের পূর্বপুরুষদের ছিলো। তাদের মুখ থেকে যে কথা বের হয় তা খুবই সাংঘাতিক। তারা কেবল মিথ্যা কথাই বলে।

٥۔ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ⑤

৬. অতএব তারা যদি একথায় ঈমান না আনে তবে আপনি তাদের পিছনে ঘুরে ঘুরে নিজের জীবনটাকে শেষ করে দিবেন নাকি!

٦۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ⑥

টীকা : এ আয়াতে মহানবী (স)-কে শান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। তিনি দাওয়াত দিচ্ছেন, কিন্তু লোকজন তা কবুল তো করছেই না, উল্টো তাঁকে নানাভাবে নির্যাতন করছে। তাঁকে বলে দেয়া হয়েছে যে, তাঁর কাজ কেবল জানিয়ে দেয়া, পৌঁছিয়ে দেয়া, সতর্ক করা।

www.pathagar.com

৭. পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে সেগুলোকে আমি তার জাঁকজমক ও সৌন্দর্যবর্ধক বানিয়েছি, যাতে আমি মানুষকে পরীক্ষা করতে পারি যে, তাদের মধ্যে কাজকর্মে কে অধিক উত্তম।

٧۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ○

৮. পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে আমি তাকে (এক সময়) অবশ্যই পরিষ্কার সমতল ভূমিতে পরিণত করবো।

٨۔ وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ⑧

৯. আপনি কি গুহাবাসী ও রাকীমের বাসিন্দাদেরকে আমার বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন?

٩۔ اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ ۙ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ○

টীকা : এখান থেকে আসহাবে কাহ্‌ফ (গুহাবাসী)-এর ঘটনা শুরু হয়েছে। এ সূরায় প্রধানত তিনটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ তিনটিই আহলে কিতাব-এর ইতিহাস সংশ্লিষ্ট। নবী করীম (স)-কে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশেই তারা তাঁর কাছে তাঁর অজানা বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতো। আসহাবে কাহ্‌ফ ছিলো তাওহীদবাদী খাঁটি ধর্মের অনুসারী। তৎকালে এই ধর্মের মধ্যে পৌত্তলিকতা অনুপ্রবেশ করলে তারা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। কিন্তু ক্ষমতাসীন পথভ্রষ্ট রাজশক্তির চরম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তারা দেশত্যাগ করে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। এরা সকলেই ছিল যুবক। মক্কা শরীফেও রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াতে যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদের মধ্যকার যুবক শ্রেণী সবচেয়ে বেশি কাফেরদের নির্যাতনের শিকার হয়। প্রতি যুগেই আদর্শবাদী যুবক শ্রেণীই নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং হচ্ছে। এই ঘটনা উল্লেখ করে তাদেরকে ঈমানে অবিচল থাকার উপদেশ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে আখেরাত অবিশ্বাসীদের বলে দেয়া হয়েছে যে, দীর্ঘকাল ধরে এই যুবকদের ঘুমন্ত অবস্থায় রাখার পর পুনরায় তাদেরকে জীবন্ত জাগ্রত করা যেভাবে সম্ভব হয়েছে, আখেরাতেও এভাবে পুনর্জীবিত করা আল্লাহ্‌র জন্য অতি সহজ।

১০. যখন কতিপয় যুবক গুহায় আশ্রয় নেয়ার পর বলেছিলো, 'হে আমাদের প্রভু! আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন এবং আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয়ার ব্যবস্থা করে দিন'।

١٠۔ اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ○

১১. অতএব আমি তাদেরকে গুহার ভেতরে কয়েক বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম।

١١۔ فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ⑪

১২. তারপর আমি তাদেরকে ঘুম থেকে উঠালাম, যাতে আমি জানতে পারি যে, দুই দলের মধ্যে কারা নিজেদের অবস্থানকাল সঠিকভাবে গণনা করে বলতে পারে।

١٢۔ ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَىُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا اَمَدًا ⑫

১৩. আমি আপনার নিকট তাদের সঠিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করছি। নিশ্চয়ই তারা ছিলো কয়েকজন যুবক, তারা তাদের প্রভুর উপর ঈমান এনেছিলো

١٣۔ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ط

www.pathagar.com

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾

এবং আমি তাদের সৎপথে চলায় উন্নতি দান করেছিলাম;

١٤- وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴿١٤﴾

১৪. এবং আমি তাদের অন্তরসমূহ মযবুত করে দিয়েছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রভুই হলেন আমাদেরও প্রভু। আমরা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে ইলাহরূপে ডাকবো না। যদি তাই করি তাহলে আমরা নেহায়েতই ভ্রান্ত কথা বললাম।

١٥- هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ۖ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾

১৫. এরা হলো আমাদের সম্প্রদায়, এরা তাঁর পরিবর্তে অন্যান্য ইলাহ গ্রহণ করেছে। কেনো তারা এসব ইলাহ্‌র সমর্থনে স্পষ্ট প্রমাণাদি পেশ করে না? অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্পর্কে মনগড়া কথা বলে তার তুলনায় বড়ো যালেম আর কে আছে?

١٦- وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ﴿١٦﴾

১৬. তোমরা যখন তাদের থেকে এবং আল্লাহ ব্যতীত তাদের অপরাপর ইলাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছো তখন গুহায় আশ্রয় লও। তোমাদের প্রভু তোমাদের উপর তাঁর দয়া প্রসারিত করবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মতৎপরতাকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন।

١٧- وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۗ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ﴿١٧﴾

১৭. আপনি দেখতে পাবেন, সূর্য উদিত হওয়ার সময় তাদের গুহার ডান দিকে হেলে যায় এবং ডুবে যাওয়ার সময় তাদেরকে অতিক্রম করে বাম পাশ দিয়ে। আর তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থানরত আছে।[১] এটি হলো আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যাকে সৎপথপথে পরিচালিত করেন কেবল সে-ই সৎপথপ্রাপ্ত। আর তিনি যাকে বিপথগামী করেন, আপনি তার জন্য কোনো পথ প্রদর্শনকারী পৃষ্ঠপোষক পাবেন না।

টীকা-১ : তাদের গুহা ছিলো উত্তরমুখী। তাই কোনো মৌসুমেই সূর্যের আলো গুহার মধ্যে পৌছতে পারেনি। আবছা অন্ধকারে বাইরে থেকে ভেতরে কি আছে তা পরিষ্কারভাবে দেখা যেতো না।

١٨- وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۚ

১৮. আপনি তাদেরকে (দেখলে) ধারণা করতেন যে, তারা জেগে আছে, কিন্তু তারা ছিলো ঘুমন্ত। আমিই তাদেরকে ডান ও বাম কাতে পার্শ্ব বদল

www.pathagar.com

وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ط لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ○

করে দিতাম। আর তাদের কুকুরটি তার সামনের পা দু'টি গুহার মুখে প্রসারিত অবস্থায় (বসা) ছিলো। আপনি যদি তাদেরকে উঁকি দিয়ে দেখতে চাইতেন তবে অবশ্যই পিছু হটে পালাতেন এবং তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হতেন।

١٩۔ وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ط قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ط قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ط فَابْعَثُوْٓا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ○

১৯. পরস্পরকে জিজ্ঞেস করার জন্য এভাবে আমি তাদেরকে জাগিয়ে দিলাম। তাদের মধ্যকার একজন জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কতো কাল অবস্থান করেছো? তারা বললো, আমরা এক দিন বা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। তারা আবার বললো, বরং তোমাদের প্রভুই সঠিকভাবে জানেন তোমরা কতো কাল অবস্থান করেছো। অতএব তোমাদের একজনকে এই মুদ্রাসহ শহরে (বা লোকালয়ে) পাঠাও। সে যেনো দেখেশুনে তোমাদের জন্য উত্তম ও টাটকা খাবার কিনে নিয়ে আসে। সে যেনো খুবই সাবধানতা অবলম্বন করে এবং নম্রতা প্রদর্শন করে। আর সে যেনো তোমাদের সম্পর্কে কাউকে কিছু অবগত হতে না দেয়।

٢٠۔ اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْٓا اِذًا اَبَدًا ○

২০. তারা যদি তোমাদের সম্পর্কে জানতে পারে তাহলে তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মমতে ফিরিয়ে নিতে তৎপর হবে এবং (এই শেষোক্ত অবস্থায়) তোমরা কখনো সাফল্য লাভ করতে পারবে না।

٢١۔ وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ج اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ط رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ط قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ○

২১. আমি এভাবে লোকজনকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলাম, যাতে তারা জানতে পারে যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। লোকজন যখন তাদের কর্তব্য সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হলো তখন তারা বললো, তোমরা তাদের উপর একটি ইমারত নির্মাণ করো। তাদের প্রভুই তাদের সম্পর্কে উত্তমরূপে জ্ঞাত। যাদের মত প্রাধান্য পেলো তারা বললো, আমরা অবশ্যই তাদের এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করবো।

www.pathagar.com

২২. লোকজন অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে বলবে, তাদের সংখ্যা ছিলো তিন, তাদের চতুর্থটি তাদের কুকুর, আবার কিছু লোক বলবে, পাঁচজন, তাদের ষষ্ঠটি তাদের কুকুর, কিছু লোক বলবে, সাতজন এবং তাদের অষ্টমটি তাদের কুকুর। আপনি বলুন, আমার প্রভুই তাদের সংখ্যা সম্পর্কে সঠিকভাবে জ্ঞাত। খুব কম লোকই তাদের সম্পর্কে জানে। অতএব আপনি তাদের সম্পর্কে একটি সাধারণ আলোচনা করবেন এবং এদের কারো নিকট তাদের সম্পর্কে কিছুই জানতে চাইবেন না।

٢٢۔ سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ج وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ج وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ط قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ قف فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ص وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ع

২৩. আপনি কখনো কোনো কিছু সম্পর্কে এভাবে বলবেন না, 'নিশ্চয়ই আমি আগামী কাল এটা করবো;

٢٣۔ وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ○

২৪. কিন্তু সাথে সাথে ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ্‌র মর্জি হলে) বলবেন। আপনি ভুলে গেলে আপনার প্রভুকে স্মরণ করুন এবং বলুন, আমি আশা করি আমার প্রভু আমাকে এর চেয়েও সত্যের অধিক নিকটতর পথনির্দেশ দান করবেন।

٢٤۔ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ز وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ○

২৫. (কিছু লোক বলে), তারা তাদের গুহায় তিন শত বছর এবং আরো নয় বছর অবস্থান করেছিল।

٢٥۔ وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ○

২৬. আপনি বলুন, তারা কতো কাল অবস্থান করেছিল তা আপনার প্রভুই অধিক ভালো জানেন। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য জ্ঞানভাণ্ডার তাঁর করায়ত্ত। তিনি কতো সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা। তিনি ছাড়া তাদের অন্য কোনো অভিভাবক নেই এবং তিনি তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় কাউকে অংশীদার করেন না।

٢٦۔ قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ج لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ ط مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ ز وَّلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا ○

২৭. আপনার নিকট আপনার প্রভুর কিতাবের যা ওহী পাঠানো হয় তা আপনি পাঠ করে শুনান।

٢٧۔ وَاتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ

www.pathagar.com

رَبِّكَ ج لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ج وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ○

তাঁর বক্তব্যের কোনো পরিবর্তনকারী নেই এবং আপনি কখনো তিনি ব্যতীত অন্য কোনো আশ্রয় পাবেন না।

٢٨۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلاَ تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ج تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَلاَ تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ○

২৮. যারা সকাল-সন্ধ্যায় নিজেদের প্রভুর নিকট আবেদন-নিবেদন করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায় আপনি ধৈর্য সহকারে তাদের সাথে থাকুন এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য ও চাকচিক্য কামনায় আপনার দৃষ্টি তাদের থেকে সরিয়ে নিবেন না। আর আমি যার অন্তরকে আমার স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমালংঘন করেছে আপনি তার অনুসরণ করবেন না।

٢٩۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ قف فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ قف وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ لا اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا لا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ط وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ط بِئْسَ الشَّرَابُ ط وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ○

২৯. আর আপনি বলুন, সত্য এসেছে তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে। অতএব যার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করুক। নিশ্চয়ই আমি যালেমদের জন্য দোযখকে প্রস্তুত রেখেছি, এর দেয়াল তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে। যদি তারা (পানির জন্য) কাতর প্রার্থনা করে তবে তাদেরকে আলকাতরাবৎ পানীয় দেয়া হবে, তা তাদের মুখমণ্ডলকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিবে। কতো নিকৃষ্ট পানীয় এবং (দোযখ) কতো নিকৃষ্ট আবাস!

٣٠۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لاَ نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلاً ۝

৩০. নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে, আমি তো উত্তম কাজ সম্পাদনকারীদের পুরস্কার নষ্ট করি না।

٣١۔ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ

৩১. তাদের জন্যই রয়েছে স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা পরিধান করবে মিহি ও মোটা সবুজ রেশমী পোশাক। সেখানে তারা সুসজ্জিত সোফায় হেলান

www.pathagar.com

سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ط نِعْمَ الثَّوَابُ ط وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝

দিয়ে বসা থাকবে। কতো উত্তম পুরস্কার এবং (জান্নাত) কতো সুন্দর আবাস।

٣٢. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلاً رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۝

৩২. আপনি তাদের নিকট দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত পেশ করুন। আমি তাদের একজনকে দু'টি আঙ্গুর বাগান দান করেছি এবং উভয়টির চারদিক খেজুর গাছ দ্বারা পরিবেষ্টন করেছি, আবার এ দু'টির মাঝখানের জমিকে করেছি ফসলের খেত।

٣٣. كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا لا وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ۝

৩৩. দু'টি বাগানই প্রচুর ফল দান করতো এবং তাতে কিছুই কমতি করতো না। দুই বাগানের মাঝখানে আমি ঝর্ণাধারাও প্রবাহিত করেছি।

٣٤. وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ط فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَّاَعَزُّ نَفَرًا ۝

৩৪. তার প্রচুর লাভও হতো। সে তার প্রতিপক্ষকে কথা প্রসঙ্গে বললো, আমি তোমার তুলনায় অধিক সম্পদশালী এবং জনবলেও তোমার চেয়ে শক্তিশালী।

٣٥. وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ج قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا ۝

৩৫. এভাবে সে নিজের প্রতি যুলুম করে তার বাগানে প্রবেশ করে বললো, এগুলো কখনো ধ্বংস হবে বলে আমি মনে করি না।

٣٦. وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً لا وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ۝

৩৬. আর আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। যদি আমাকে আমার প্রভুর নিকট ফিরিয়ে নেয়াও হয় তবে আমি নিশ্চয়ই এর চেয়েও উত্তম স্থান লাভ করবো।

٣٧. قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلاً ۝

৩৭. তার প্রতিপক্ষ তার কথার উত্তরে বললো, যে মহান সত্তা তোমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর বীর্য থেকে, অতঃপর তোমাকে সুঠামদেহী মানুষে পরিণত করেছেন, তুমি কি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করছো?

٣٨. لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ وَلَآ اُشْرِكُ بِرَبِّىْٓ اَحَدًا ۝

৩৮. কিন্তু আমার বিশ্বাস, তিনিই আল্লাহ, আমার প্রভু এবং আমি আমার প্রভুর সাথে কাউকে শরীক করি না।

www.pathagar.com

৩৯. তোমার বাগানে প্রবেশকালে তুমি কেনো বললে না, আল্লাহ যা চান তাই হয়, আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কোনো শক্তি নেই। যদিও তুমি আমাকে ধনে-জনে তোমার চেয়ে কম দেখতে পাচ্ছো–

٣٩. وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ۝

৪০. তবে অসম্ভব নয় যে, আমার প্রভু আমাকে তোমার বাগানের তুলনায় উত্তম কিছু দান করবেন এবং তোমার বাগানে আকাশ থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ পাঠাবেন, পরিণামে তা বিরান ভূমিতে পরিণত হবে।

٤٠. فَعَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ۝

৪১. অথবা তার পানিস্তর এতো নিচে নেমে যাবে যে, তুমি তা তুলে আনতে মোটেই সক্ষম হবে না।

٤١. اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ۝

৪২. আসলেই তার ফলের বাগান ধ্বংস হয়ে গেলো এবং তা মাচানসহ উল্টিয়ে মাটিতে পতিত হলো। সে তার দুই হাতের তালু কচলাতে কচলাতে তার বিনিয়োগকৃত পুঁজির জন্য আক্ষেপ করে বললো : হায়, আমি যদি আমারপ প্রভুর সাথে কাউকে শরীক না করতাম!

٤٢. وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّىْٓ اَحَدًا ۝

৪৩. আল্লাহর বিপরীতে কোনো গোষ্ঠী তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো না এবং সে নিজেও কোনো প্রতিকার করতে পারলো না।

٤٣. وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ۝

৪৪. তখন (তার বোধোদয় হলো যে), প্রকৃতপক্ষে কর্ম সম্পাদনের সর্বময় কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র। পুরস্কার প্রদানে এবং পরিণতি নির্ধারণে তিনিই সর্বোত্তম।

٤٤. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ۗ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا ۝

৪৫. আপনি তাদের সামনে পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরুন। তা যেনো পানির ন্যায় যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি। এই পানির সাহায্যে জমিতে খুব ঘন হয়ে উদ্ভিদ গজায়, তারপর তা শুকিয়ে ভুষিতে পরিণত হয়, বাতাস

٤٥. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ

www.pathagar.com

الرِّيْحُ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ○

তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সব কিছুর উপর সর্বময় শক্তির অধিকারী।

٤٦۔ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ○

৪৬. ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (ধনবল-জনবল) হলো পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যমাত্র। স্থায়ী সৎ কাজই আপনার প্রভুর নিকট প্রতিদান লাভেও উত্তম এবং আশা-ভরসায়ও উত্তম।

٤٧۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً لا وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ۞

৪৭. যেদিন আমি পর্বতমালাকে গতিশীল করবো এবং আপনি পৃথিবীকে দেখতে পাবেন বিশাল উন্মুক্ত ময়দান হিসেবে এবং (সেদিন) আমি তাদেরকে সমবেত করবো, ওদের কাউকেও রেহাই দিবো না।

٤٨۔ وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ط لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ز بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ○

৪৮. আর তাদেরকে আপনার প্রভুর সামনে পেশ করা হবে কাতারবন্দি অবস্থায়। আমি প্রথমবার তোমাদের যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছো। বরং তোমরা মনে করেছিলে যে, আমি কখনো তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত সময়টির আগমন ঘটাবো না।

٤٩۔ وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا ج وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ط وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۞

৪৯. আর আমলনামা (প্রত্যেকের) সামনে রেখে দেয়া হবে। তখন আপনি অপরাধীদেরকে দেখতে পাবেন, তাতে যা কিছু (লিপিবদ্ধ) আছে তার কারণে তারা আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আর তারা বলবে, হায় আমাদের সর্বনাশ! এটি কেমন কিতাব, তা তো ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোনো কিছুই বাদ দেয়নি, সবকিছুরই হিসাব রেখেছে। তারা যেসব কার্যকলাপ করেছে তা সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার প্রভু কারো প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করেন না।

٥٠۔ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط كَانَ مِنَ الْجِنِّ

৫০. আমি যখন ফেরেশতাদের বলেছিলাম, তোমরা আদমের জন্য সিজদাবনত হও, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদাবনত হলো। সে

www.pathagar.com

ছিলো জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। সে তার প্রভুর নির্দেশ অমান্য করলো। অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে ওকে ও ওর বংশধরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে? অথচ ওরা তো তোমাদের শত্রু। যালেমদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট বদলা।

فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ط اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِىْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ط بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ○

৫১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টিকালে আমি তো ওদেরকে (শয়তানদেরকে পরামর্শের জন্য) ডাকিনি, এমনকি স্বয়ং ওদেরকে সৃষ্টিকালেও নয়। পথভ্রষ্টকারীদের আমি সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করার নই।

٥١. مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ص وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ○

৫২. যেদিন তিনি (মুশরিকদের) বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে ডাকো। কিন্তু ওরা তাদের ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম হবে না এবং আমি তাদের মাঝখানে স্থাপন করবো একটি ধ্বংস গহ্বর।

٥٢. وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ○

৫৩. আর অপরাধীরা দোযখ দেখতে পেয়েই বুঝতে পারবে যে, নিশ্চয়ই তারা তাতে পতিত হতে যাচ্ছে এবং তা থেকে নাজাতের কোনো উপায়ই তারা দেখতে পাবে না।

٥٣. وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا ۞

৫৪. অবশ্যই আমি এই কুরআনে মানুষকে নানাভাবে বুঝিয়েছি। আর মানুষ বহু কিছু সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে।

٥٤. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ط وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلًا ○

৫৫. মানুষের নিকট যখন পথনির্দেশ এলো তখন তা গ্রহণ করে নিতে এবং তাদের প্রভুর নিকট তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করতে কেবল সেই জিনিসই তাদেরকে বাধা দিলো যে, তাদের নিকট পূর্বকালের লোকজনের বেলায় অনুসৃত রীতি আসুক অথবা তাদের নিকট সরাসরি শাস্তি উপস্থিত হোক।

٥٥. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ○

৫৬. আমি তো কেবল রাসূলগণকে পাঠাই সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী হিসেবে। আর

٥٦. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ

www.pathagar.com

وَمُنْذِرِيْنَ ج وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَمَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا ○

কাফেররা বাতিলকে গ্রহণের জন্য বিতর্ক করে, তার সাহায্যে সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য। আর তারা আমার বাণীসমূহকে এবং যা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত করেছে।

টীকা : নবী-রাসূলগণকে পাঠানো হয় সত্য দীনকে মেনে নেয়ার দাওয়াত দেয়ার জন্য। কিন্তু কাফেররা তাদের দাওয়াত কবুল না করে তাদের কাছে আল্লাহ্‌র গযব নামিয়ে আনার দাবি করে। কিন্তু তাঁরা আল্লাহ্‌র গযব নিয়ে আসার জন্য নয়, বরং সেই সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক ও সাবধান করার জন্য আসেন।

٥٧. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ط اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ط وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ○

৫৭. কোনো মানুষকে তার প্রভুর বাণীসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর সে যদি তা আমলে না নেয় এবং সে যেসব কার্যকলাপ করেছে তা ভুলে যায় তবে তার চেয়ে মারাত্মক যালেম আর কে হতে পারে? আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি, যাতে তারা কুরআন বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে দিয়েছি বধিরতা। আপনি তাদেরকে সৎপথে আসার আহ্বান জানালেও তারা কখনো সৎপথে আসবে না।

٥٨. وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُوالرَّحْمَةِ ط لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ط بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا ○

৫৮. আর আপনার প্রভু ক্ষমাশীল, দয়া করার মালিক। তাদের কৃতকর্মের কারণে তিনি যদি তাদেরকে (তৎক্ষণাৎ) গ্রেপ্তার করতে চাইতেন তবে তাদের জন্য শাস্তিকে ত্বরান্বিত করতেন। বরং তাদের জন্য রয়েছে একটি প্রতিশ্রুত মুহূর্ত। তা থেকে পালাবার কোনো পথ তারা কখনো পাবে না।

٥٩. وَتِلْكَ الْقُرٰٓى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ع

৫৯. ঐসব লোকালয়, যখন তারা অতি মাত্রায় সীমালংঘন করেছিলো তখন আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং তাদের ধ্বংসের জন্য একটি নির্দিষ্ট মুহূর্ত স্থির করেছিলাম।

٦٠. وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰٓى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا ○

৬০. মূসা যখন তার সফরসঙ্গীকে বলেছিলেন, দুই সাগরের মিলনকেন্দ্রে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি যাত্রাবিরতি করবো না। অন্যথায় আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবো।

টীকা : এখান থেকে হযরত মূসা (আ) ও খিযির (আ)-এর ঘটনা শুরু হয়েছে। এ ঘটনা থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, আল্লাহ তায়ালার এই মহাজাগতিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে যে কতো বিচিত্র রকমের ঘটনা ঘটে তা আমরা মোটেই জ্ঞাত নই। আল্লাহদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী, যালেম-স্বৈরাচারীরা যে কতো পার্থিব সুযোগ-সুবিধা লাভ করে এবং আল্লাহ্‌র দীনের পথে উৎসর্গপ্রাণ লোকেরা যে কতো যুলুম-নির্যাতন, অপবাদ, ক্ষুধা-দুর্ভিক্ষ ও অধিকার বঞ্চিত হন, এর রহস্য আমাদের অজ্ঞাত থাকলেও আল্লাহ্‌র জ্ঞানে স্পষ্ট।

www.pathagar.com

٦١. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا ○

৬১. তারা উভয়ে যখন দুই সাগরের মিলনকেন্দ্রে পৌঁছে গেলেন তখন তাদের মাছের কথা ভুলে গেলেন এবং তা সুড়ংগের মতো পথ তৈরি করে সাগরের মধ্যে চলে গেলো।

٦٢. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ○

৬২. তারা আরো সামনে অগ্রসর হওয়ার পর তিনি তার যুবক সঙ্গীকে বললেন, আমাদের সকালের নাস্তা পরিবেশন করো। আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছি।

٦٣. قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ز وَمَآ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ج وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا ○

৬৩. সঙ্গী বললো, আপনি কি লক্ষ করেছেন, আমরা যখন পাথরের নিকট বিশ্রাম গ্রহণ করছিলাম তখন আমি মাছের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছি? শয়তানই আমাকে সেটির কথা বলতে ভুলিয়ে দিয়েছে এবং তা আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ ধরে সাগরের মধ্যে নেমে গিয়েছে।

٦٤. قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ق فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ۞

৬৪. তিনি বললেন, আমরা তো সেই স্থানটিরই সন্ধান করছি। অতএব তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে আসতে থাকলেন।

٦٥. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ○

৬৫. তারা উভয়ে আমার বান্দাদের মধ্যকার একজনের সাক্ষাত পেলেন, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং আমার পক্ষ থেকে এক বিশেষ জ্ঞানও দান করেছিলাম।

টীকা : এই আয়াত থেকে একদল লোক 'ইলমে লাদুন্নী' আবিষ্কার করেছে। বিশেষ করে আমাদের সমাজের বাতিলপন্থী বিদআতপন্থী তথাকথিত ওলী-দরবেশ দাবিকারীরা এর খুবই চর্চা করে থাকে এবং এর দ্বারা সরলপ্রাণ ও ইসলামী শরীয়াতের জ্ঞানবর্জিত সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করে। আল্লাহ্‌র কিতাব, রাসূলে পাক (স)-এর হাদীস এবং এতোদুভয়ের আলোকে সত্যপন্থী গভীরজ্ঞানী আলেমদের পথনির্দেশই উম্মতের জন্য যথেষ্ট। ইলমে লাদুন্নী ইসলামী শরীয়াতের কোনো উৎস নয়।

٦٦. قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ○

৬৬. মূসা তাকে বলেছিলেন, আপনাকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে তা থেকে আমাকে শিক্ষা দেয়ার জন্য আমি কি আপনার অনুসরণ করতে পারি?

٦٧. قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ○

৬৭. তিনি বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আপনি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না।

٦٨. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ○

৬৮. আর যে বিষয় আপনার জ্ঞানের আওতায় নেই সেই সম্পর্কে আপনি কেমনেই বা ধৈর্য ধারণ করতে পারেন?

www.pathagar.com

৬৯. তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্‌র মর্জি আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন এবং কোনো ব্যাপারে আমি আপনার আদেশ অমান্য করবো না।

٦٩۔ قَالَ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ○

৭০. তিনি বলেছিলেন, আপনি যদি আমার অনুসরণ করতেই চান তবে আপনি আমাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারবেন না, যতোক্ষণ না আমি আপনাকে সেই সম্পর্কে কিছু বলি।

٧٠۔ قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْئَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝

৭১. অতএব তারা উভয়ে রওয়ানা হলেন। এক পর্যায়ে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করলেন তখন তিনি সেটির তলা ফুটো করে দিলেন। মূসা বললেন, আপনি কি যাত্রীদের ডুবিয়ে মারার জন্য এর তলা ফুটো করে দিলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করে বসলেন!

٧١۔ فَانْطَلَقَا ۫ حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ؕ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا ○

৭২. তিনি বলেছিলেন, আমি কি বলিনি, আপনি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবেন না?

٧٢۔ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ○

৭৩. মূসা বলেছিলেন, আমি যা ভুলে গিয়েছি তার জন্য আপনি আমাকে অপরাধী বানাবেন না এবং আমার ব্যাপারে অত্যধিক কড়াকড়িও করবেন না।

٧٣۔ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا ○

৭৪. তারা দু'জন আবার রওয়ানা হলেন। এক পর্যায়ে তারা একটি বালকের সাক্ষাত পেলেন। তিনি তাকে হত্যা করলেন। মূসা বললেন, নরহত্যার অপরাধ ছাড়াই আপনি একটি নিষ্পাপ বালককে হত্যা করলেন! আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করে বসলেন।

٧٤۔ فَانْطَلَقَا ۫ حَتّٰٓى اِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ؕ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا ○

পারা-১৬

৭৫. তিনি বললেন, আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না?

٧٥۔ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ○

৭৬. তিনি বলেছিলেন, আবার যদি আমি আপনাকে কোনো কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করি তবে আপনি আর আমাকে সাথে রাখবেন না। আপনি তো আমার (আর) একটি ওজর পেয়ে গেলেন।

٧٦۔ قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِيْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا ○

www.pathagar.com

৭৭. অতএব তারা দু'জন আবার রওয়ানা হলেন। এক পর্যায়ে তারা একটি লোকালয়ে পৌঁছে তাদের নিকট খাদ্যদ্রব্য চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানালো। তারা সেখানে একটি ধ্বংসম্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন এবং তিনি সেটিকে (মেরামত করে) সুদৃঢ় করে দিলেন। মূসা বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে অবশ্যই এই কাজের পারিশ্রমিক আদায় করতে পারতেন।

৭৭. فَانْطَلَقَا ز حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ نِ اسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ط قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ○

৭৮. তিনি (খিযির) বললেন, এই এখানেই আমার ও আপনার মাঝে বিচ্ছেদ। আপনি যেসব বিষয়ে সবর করতে পারেননি আমি এখন আপনাকে তার তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত করবো।

৭৮. قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ ج سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ○

৭৯. নৌকার বিষয়টি হলো : এটি কয়েকজন গরীব মানুষের, তার সাহায্যে তারা সাগরে জীবিকার সন্ধান করতো। আমি এটিকে ত্রুটিযুক্ত করার ইচ্ছা এজন্য করেছি যে, তাদের সামনে রয়েছে এক বাদশাহ। সে প্রতিটি নৌকা জবরদখল করছে।

৭৯. اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ○

৮০. বালকের বিষয়টি হলো : তার মাতা-পিতা ছিলো ঈমানদার। আমরা আশঙ্কা করলাম, সে তার বিদ্রোহাত্মক ও অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপ দ্বারা তাদেরকে নিপীড়ন করবে।

৮০. وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۝

৮১. তাই আমরা চাইলাম যে, তাদের প্রভু তাদেরকে এর পরিবর্তে এমন একটি সন্তান যেনো দান করেন, যে হবে চরিত্র-নৈতিকতায়ও উত্তম এবং দয়া-দাক্ষিণ্যেও ঘনিষ্ঠতর।

৮১. فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ○

৮২. প্রাচীরের বিষয়টি হলো : তা ছিলো লোকালয়ের দুই ইয়াতীম বালকের মালিকানাধীন। এর নিচে তাদের জন্য লুকানো আছে ধনভাণ্ডার এবং তাদের পিতা-মাতা ছিলো সৎকর্মপরায়ণ। তাই আপনার প্রভু ইচ্ছা করলেন যে, তারা

৮২. وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ج فَاَرَادَ رَبُّكَ

www.pathagar.com

أَنْ يَّبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ق رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ج وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ أَمْرِىْ ط ذٰلِكَ تَأْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ۝

প্রাপ্তবয়সে পৌঁছে তাদের ধনভাণ্ডার তুলে নিক। এটা আপনার প্রভুর অপরিসীম দয়া। আমি নিজ সিদ্ধান্তে তা করিনি। যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি, এ হলো তার গূঢ় রহস্য।

টীকা : ইলমে লাদুন্নীর দোহাই দিয়ে কেউ শরীয়াত বিরোধী কিছু করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। খিযির (আ)-এর এসব ঘটনা বাস্তব জগতের শরীয়াত বহির্ভূত এবং তিনি এক ভিন্ন জগতের লোক।

٨٣. وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ط قُلْ سَأَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ۝

৮৩. লোকজন আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, আমি তার কিছু বিবরণ তোমাদের তিলাওয়াত করে শুনাচ্ছি।

টীকা : যুলকারনাইন কে ছিলেন তা স্পষ্ট করে নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। প্রাচীন তাফসীরকারগণ আলেকজাণ্ডারকে চিহ্নিত করেছেন এবং কেউ কেউ পারস্য সম্রাট সাইরাস-এর কথা বলেছেন। কিন্তু কুরআন মজীদে যুলকারনাইনের যেসব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো না।

٨٤. إِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْأَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ۝

৮৪. নিশ্চয়ই আমি তাকে পৃথিবীতে আধিপত্য দান করেছিলাম এবং তাকে সব রকমের উপায়-উপকরণও দান করেছিলাম।

٨٥. فَأَتْبَعَ سَبَبًا ○

৮৫. অতএব সে এক (অভিযানের) আয়োজন করেছিলো।

٨٦. حَتّٰٓى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ط قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ○

৮৬. এক পর্যায়ে সে সূর্য ডুবে যাওয়ার সীমায় পৌঁছে গিয়ে দেখতে পেলো, তা এক কর্দমাক্ত ঘোলাটে পানিতে ডুবে যাচ্ছে এবং সে ঐ এলাকায় এক জনগোষ্ঠীর সাক্ষাত পেলো। আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! তুমি এদের নির্যাতন করতেও পারো অথবা তাদের সাথে সদয় ব্যবহারও করতে পারো।

٨٧. قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ إِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ○

৮৭. সে বললো, যে কেউ যুলুম করবে আমি তাকে শাস্তি দিবো, অতঃপর তাকে তার প্রভুর নিকট ফিরিয়ে আনা হবে, তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দিবেন।

٨٨. وَأَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ نِ الْحُسْنٰى ج وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۝

৮৮. আর যে কেউ ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তার জন্য রয়েছে চমৎকার পুরস্কার-প্রতিদান। তার সাথে ব্যবহারে আমি নম্রতা অবলম্বন করবো।

www.pathagar.com

৮৯. পুনরায় সে আর এক (অভিযানের) আয়োজন করেছিলো।

٨٩۔ ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ○

৯০. এক পর্যায়ে সে সূর্য উদিত হওয়ার সীমায় পৌঁছে গিয়ে দেখতে পেলো, তা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর দিয়ে উদিত হচ্ছে যাদেরকে সূর্যের উত্তাপ থেকে রক্ষার জন্য আমি কোনো আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিনি।

٩٠۔ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ۝

৯১. এই ছিলো তাদের অবস্থা। যুলকারনাইনের নিকট যেসব তথ্য ছিলো সে সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত আছি।

٩١۔ كَذٰلِكَ ط وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ○

৯২. অতঃপর সে আর এক (অভিযানের) আয়োজন করেছিলো।

٩٢۔ ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ○

৯৩. এক পর্যায়ে সে দুই পর্বতের মাঝখানে পৌঁছে এমন এক জনগোষ্ঠীর সাক্ষাত পেলো যারা (তার) ভাষা প্রায় বুঝতেই পারছিলো না।

٩٣۔ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ○

৯৪. তারা বললো, হে যুলকারনাইন! ইয়া'জূজ ও মা'জূজ (আমাদের) দেশে চরম অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে। অতএব আপনি আমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি প্রতিবন্ধক প্রাচীর নির্মাণ করে দেয়ার জন্য আমরা কি আপনাকে অর্থের যোগান দিবো?

٩٤۔ قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰٓى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ○

টীকা : 'ইয়া'জূজ মা'জূজ' মানবজাতিভুক্ত দু'টি জনগোষ্ঠীর নাম। এরা কোন কালে কোন এলাকার অধিবাসী ছিলো তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা মোটেই সম্ভব নয়। তবে ক্ষমতা পেলেই যে মানুষ স্বৈরাচারী যালেম হয়ে যায় তার উদাহরণ হলো ইয়া'জূজ-মা'জূজ। বর্তমান কালের নির্দয় স্বৈরাচারী একনায়ক শাসকগোষ্ঠীও প্রকারান্তরে ইয়া'জূজ-মা'জূজ (আরো দেখুন সূরা আম্বিয়ার ৯৬ আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকা)।

৯৫. সে বললো, আমার প্রভু আমাকে যে প্রযুক্তিগত শক্তি দান করেছেন তা-ই উত্তম, যথেষ্ট। তোমরা আমাকে কায়িক শ্রম দিয়ে সাহায্য করো। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দিবো।

٩٥۔ قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝

www.pathagar.com

৯৬. তোমরা আমাকে লোহার পিণ্ড সরবরাহ করো। শেষে উভয় পাহাড়ের মধ্যবর্তী খালি জায়গা ভরাট হয়ে যাওয়ার পর সে বললো, তোমরা তাতে হাঁপরের দম দিতে থাকো। এক পর্যায়ে তা আগুনের মতো উত্তপ্ত হলে সে বললো, তোমরা আমাকে গলিত তামা সরবরাহ করো, আমি তা এর উপর ঢেলে দিবো।

٩٦۔ اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ط حَتّٰٓى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ط حَتّٰٓى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا لا قَالَ اٰتُوْنِىْٓ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾

৯৭. এরপর তারা (ইয়া'জূজ-মা'জূজ) তা পার হয়ে (এপাশে) আসতেও সক্ষম হয়নি এবং তাতে সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করতেও সক্ষম হয়নি।

٩٧۔ فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ○

৯৮. সে (যুলকারনাইন) বললো, এটা আমার প্রভুর দয়া। তবে যখন আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি (কিয়ামত) আসবে তখন তিনি এটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবেন। আর আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি সত্য।

٩٨۔ قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ ج فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ج وَكَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا ﴿٩٨﴾

৯৯. আর সেদিন আমি মানুষকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দিবো যে, তাদের একদল অপর দলের উপর উত্তাল ঢেউ-এর ন্যায় পতিত হবে এবং শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। তখন আমি তাদের সকলকে একসাথে সমবেত করবো।

٩٩۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِىْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾

১০০. সেদিন আমি জাহান্নামকে সরাসরি কাফেরদের সামনে উপস্থিত করবো;

١٠٠۔ وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضَا نِ ﴿١٠٠﴾

১০১. তারা আমার উপদেশ থেকে নিজেদের চোখকে অন্ধ করে রেখেছিলো এবং কিছু শুনতেও প্রস্তুত ছিলো না।

١٠١۔ الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِىْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِىْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

১০২. যারা কুফরী করে তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, তারা আমাকে বাদ দিয়ে আমার বান্দাদেরকে রক্ষক হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে? আমি কাফেরদের অভ্যর্থনার জন্য জাহান্নামকে প্রস্তুত রেখেছি।

١٠٢۔ اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِىْ مِنْ دُوْنِىْٓ اَوْلِيَآءَ ط اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ○

www.pathagar.com

১০৩. আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করবো যে, কৃতকর্মের দিক থেকে কারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ?

١٠٣۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً ⑮

১০৪. পার্থিব জীবনে যাদের চেষ্টা-সাধনা বিপথে পরিচালিত হয়েছে, আর তারা ধরে নিয়েছে যে, তারা সঠিক কাজই করছে।

١٠٤۔ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ○

১০৫. এরাই তাদের প্রভুর বাণীসমূহের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে। ফলে তাদের যাবতীয় কর্মতৎপরতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। অতএব আমি কিয়ামতের দিন তাদের কোনো গুরুত্বই দিবো না।

١٠٥۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ○

১০৬. যেহেতু তারা কুফরী করেছে এবং আমার বাণীসমূহ ও আমার রাসূলগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে, তাই জাহান্নামই হচ্ছে তাদের উপযুক্ত পুরস্কার।

١٠٦۔ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِىْ وَرُسُلِىْ هُزُوًا ○

টীকা : আমাদের মধ্যকার বহু মানুষ আল্লাহ্‌র দীনের বিরুদ্ধাচরণ করে, দীনের বিধিবিধান বেপরোভাবে অমান্য করে, মানবীয় নীতি-নৈতিকতাকে চরমভাবে পদদলিত করে, কুফরী মতাদর্শ ও মুসলমানদের পথভ্রষ্টকারী এবং সরাসরি কুরআন-হাদীস বিরোধী নীতি-নিয়ম রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করে। এরপরও তারা মনে করে যে, তারা খুব ভালো কাজ করে যাচ্ছে। ১০৩-১০৬ আয়াত কয়টি এসব লোকের মনোযোগ সহকারে একবার পড়া উচিৎ। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ঈমানদার অবস্থায় শরীয়াত অনুমোদিত কাজ শরীয়াতের নীতি-নিয়ম মোতাবেক করা হলেই কেবল তার সওয়াব আশা করা যায়।

১০৭. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে জান্নাতুল ফিরদাওস।

١٠٧۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ⑰

১০৮. সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে এবং তাদের মন সেখান থেকে বের হয়ে অন্য কোথাও যেতে চাইবে না।

١٠٨۔ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلاً ○

১০৯. আপনি বলুন, আমার প্রভুর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার জন্য সাগর-মহাসাগর যদি

١٠٩۔ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ

www.pathagar.com

رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ○

কালিতে পরিণত হয় তবে আমার প্রভুর বাণী লিপিবদ্ধ করা শেষ হওয়ার আগেই তা নিঃশেষ হয়ে যাবে, এমনকি লেখার সাহায্যার্থে আমি অনুরূপ সাগরভর্তি আরো কালি এনে দিলেও।

١١٠. قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ۝

১১০. আপনি বলুন, আমি অবশ্যই তোমাদের মতো একজন মানুষই। আমার নিকট ওহী পাঠানো হয় যে, নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ একজন মাত্র ইলাহ। অতএব যে ব্যক্তিই তার প্রভুর সাক্ষাত কামনা করে, সে যেনো সৎকাজই করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে।

টীকা : আয়াতের শেষাংশ পাঠ করার পর এভাবে বলা উচিৎ : لاَ نُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّنَا اَحَدًا. "আমরা আমাদের প্রভুর ইবাদতে কাউকেও শরীক করি না"।

মহানবীর (স) মহাবাণী

مَنْ لَّمْ يَمْنَعْهُ عَنِ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَمْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ اَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا.

"অনিবার্য প্রয়োজন অথবা স্বৈরশাসক অথবা মারাত্মক রোগ যার হজ্জ করার প্রতিবন্ধক হয়নি, সে হজ্জ না করে মারা গেলে যেনো ইহুদী হয়ে অথবা খৃস্টান হয়ে মারা যায়" (সুনান আদ-দারিমী, কিতাবুল হজ্জ, নং ১৫৭৫)।

www.pathagar.com

১৯. সূরা মারয়াম (৪৪) ١٩- سُوْرَةُ مَرْيَمَ

আয়াত : ৯৮; রুকূ' : ৬; মক্কী اٰيَاتُهَا : ٩٨، رُكُوْعٌ : ٦، مَكِّيَّةٌ

আলোচ্য সূরাটি মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের আগে নাযিল হয়েছে। মুহাজিরগণ সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হলে তাদের নিকট হযরত মরিয়ম (আ) ও হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ও মতামত জানতে চাওয়া হয়। তখন দলপতি হযরত জাফর (রা) নাজ্জাশীর সামনে পূর্ণ সূরাটি তিলাওয়াত করেন। উল্লেখ্য যে, নবুওয়াতের ৫ম বর্ষে (৬১৫ খৃ.) মুসলমানদের প্রথম দলটি আবিসিনিয়ায় হিজরত করে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. كٓهٰيٰعٓصٓ ﴿١﴾

১. কাফ-হা-ইয়া-'আইন-সাদ।

২. ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ﴿٢﴾

২. এটি যাকারিয়ার প্রতি আপনার প্রভুর অবারিত দয়ার বিবরণ।

৩. اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ○

৩. তিনি যখন একান্ত নির্জনে তাঁর প্রভুর নিকট আবেদন পেশ করলেন।

৪. قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ○

৪. তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! আমার হাড়-হাড্ডি দুর্বল হয়ে পড়েছে, বার্ধক্যের কারণে আমার মাথার চুল ধবধবে সাদা হয়ে গেছে এবং হে প্রভু! আমি আপনার নিকট আবেদন-নিবেদন করে কখনো ব্যর্থ ও বিফল হইনি।

৫. وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَآءِىْ وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾

৫. আর আমি নিশ্চয়ই আশঙ্কা করছি আমার পরে আমার নিজ লোকজন সম্পর্কে এবং আমার স্ত্রী সন্তানদানে অক্ষম। অতএব আপনি আমাকে আপনার পক্ষ থেকে একজন দায়িত্বশীল দান করুন;

৬. يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ز وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ○

৬. যে আমারও উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়া'কূব-পরিবারেরও উত্তরাধিকারী হবে; এবং হে প্রভু! তাকে করুন সন্তোষভাজন ব্যক্তি।

৭. يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ِۨ اسْمُهٗ يَحْيٰى لا لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ○

৭. হে যাকারিয়া! আমি নিশ্চয়ই তোমাকে এক পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। তার নাম হবে ইয়াহ্‌ইয়া। এর আগে আমি এ নামে কারো নামকরণ করিনি।

৮. قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ

৮. তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! কিভাবে

www.pathagar.com

امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ○

আমার পুত্রসন্তান হবে, অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা? আর আমিও বার্ধক্যের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গিয়েছি।

টীকা : নবীকে (পরের আয়াতে) জানিয়ে দেয়া হয়েছে, যে মহান স্রষ্টা অনস্তিত্ব থেকে আপনাকে অস্তিত্বে এনেছেন তাঁর পক্ষে আপনাদের মতো বৃদ্ধ ও বন্ধ্যা দম্পতিকে সন্তানদান করা মোটেও অসম্ভব নয়।

٩۔ قَالَ كَذٰلِكَ ج قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ○

৯. তিনি বললেন, তাই হবে। আপনার প্রভু বলেন, এটা আমার জন্য খুবই সহজ। আমি তো ইতিপূর্বে আপনাকে সৃষ্টি করেছি, অথচ আপনার কোনো অস্তিত্বই ছিলো না।

١٠۔ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْٓ اٰيَةً ط قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ○

১০. তিনি বললেন, হে প্রভু! আমাকে একটি নিশানি দান করুন। তিনি বলেন, আপনার নিশানি হলো, আপনি (সুস্থ-সবল থাকা সত্ত্বেও) একাধারে তিন রাত (দিন) লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলবেন না।

١١۔ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ○

১১. অতএব তিনি মিহ্‌রাব থেকে বের হয়ে এসে ইশারায় লোকজনকে বললেন, তোমরা সকাল-সন্ধ্যা (রাত-দিন) আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহত্ত্ব বর্ণনা করতে থাকো।

١٢۔ يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ط وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۙ

১২. হে ইয়াহ্‌ইয়া! দৃঢ়ভাবে এই কিতাব ধারণ করুন। আর আমি তাকে তার বাল্যকালেই বিচারবুদ্ধির সূক্ষ্মজ্ঞান দান করেছিলাম,

١٣۔ وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ط وَكَانَ تَقِيًّا ۙ

১৩. এবং আমার পক্ষ থেকে অন্তরের কোমলতা ও পবিত্রতাও। তিনি ছিলেন খুবই আল্লাহভীরু;

١٤۔ وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ○

১৪. আর ছিলেন তার মাতা-পিতার অনুগত এবং ছিলেন না উদ্যত-দুর্বিনীত ও অবাধ্যাচারী।

١٥۔ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۔

১৫. তার জন্য রয়েছে অব্যাহত শান্তি যেদিন তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, যেদিন মৃত্যুবরণ করেছেন এবং যেদিন তাকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে।

টীকা : ইহুদী-রাজ হিরোদের রাজত্বকালে দেশে যেনা-ব্যভিচার, অশ্লীলতা ও অনৈতিকতা মারাত্মকভাবে সমাজদেহকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল। ইয়াহ্‌ইয়া (আ) এ সবের চরম বিরোধিতা ও সোচ্চার প্রতিবাদ করেন। রাজার প্রেমিকা বারবণিতা নর্তকীর দাবির মুখে সে ইয়াহইয়া (আ)-কে হত্যা করে (দ্র. মথি, ১৪:৩-১২; মার্ক, ৬:১৭; লূক, ৩:১৯-২০)।

١٦۔ وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ

১৬. আপনি এই কিতাবে উধৃত মরিয়মের অবস্থা বর্ণনা করুন, যখন তিনি নিজ পরিবার-পরিজন

www.pathagar.com

انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ⑰

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরালায় পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

١٧۔ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۖ فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ○

১৭. তিনি লোকজনের দৃষ্টি আড়াল করার জন্য একটি পর্দা টানিয়ে নিলেন। এই অবস্থায় আমি তার নিকট আমার রূহ্ (জিবরাঈল)-কে পাঠালাম। তিনি তার সামনে পূর্ণ মানব আকৃতিতে আবির্ভূত হলেন।

١٨۔ قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ○

১৮. তিনি বললেন, যদি আপনি আল্লাহভীরু লোক হয়ে থাকেন তবে আমি আপনার থেকে অবশ্যই দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি।

١٩۔ قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ○

১৯. ফেরেশতা বললেন, নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রভুর বাণীবাহক। আপনাকে একটি পবিত্র-পরিচ্ছন্ন পুত্রসন্তান দান করার জন্য এসেছি।

٢٠۔ قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ○

২০. তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেমন করে আমার পুত্রসন্তান হবে? অথচ কোনো পুরুষলোক কখনো আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি এবং আমি নিজেও যেনাকারী ব্যভিচারী নই।

٢١۔ قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ○

২১. ফেরেশতা বললেন, যেভাবেই হোক হবে, আপনার প্রভু বলেছেন, "এটা আমার জন্য খুব সহজ, যাতে আমি তাকে মানবজাতির জন্য একটি নিদর্শন বানাতে পারি এবং আমার পক্ষ থেকে একটি রহমত"। এতো এমন একটি বিষয় যে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

٢٢۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ○

২২. অতএব তিনি তাকে গর্ভে ধারণ করলেন এবং গর্ভাবস্থায় এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন।

٢٣۔ فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ○

২৩. সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কষ্ট তাকে একটি খেজুর গাছের গোড়ায় পৌঁছে দিলো। তিনি বললেন, আহা! আমি যদি এর আগেই মারা যেতাম এবং নাম-নিশানাহীন হয়ে যেতাম!

٢٤۔ فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِيْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ○

২৪. ফেরেশতা তার পাদদেশ থেকে তাকে ডাক দিলেন, আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। আপনার প্রভু আপনার নিচ থেকে একটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করেছেন।

www.pathagar.com

২৫. আর আপনি এই খেজুর গাছের গোড়া ধরে নাড়া দিন, আপনার সামনে তরতাজা পরিপক্ক খেজুর ঝরে পড়বে।

٢٥۔ وَهُزِّيْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۝

২৬. অতএব আপনি আহার করুন, পান করুন এবং আপনার চক্ষু শীতল করুন। লোকজনের মধ্যে কাউকে দেখতে পেলে আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমি দয়াময়ের জন্য রোযা রাখার মানত করেছি। অতএব আজ আমি লোকজনের সাথে কথাই বলবো না।

٢٦۔ فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا ج فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا لا فَقُوْلِيْٓ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ۝

২৭. অতঃপর তিনি সন্তানকে কোলে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এলেন। তারা বললো, হে মরিয়ম! তুমি তো এক গুরুতর কাণ্ড ঘটিয়ে এসেছো!

٢٧۔ فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ط قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۝

২৮. হে হারূনের বোন! তোমার পিতা তো খারাপ লোক ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিলেন না চরিত্রহীনা!

٢٨۔ يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ۝

২৯. মরিয়ম শিশুটির দিকে ইশারা করলেন। লোকজন বললো, আমরা দোলনায় শায়িত একটি সদ্যপ্রসূত শিশুর সাথে কীভাবে কথা বলবো?

٢٩۔ فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ط قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝

৩০. শিশুটি বললো, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্‌র বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন।

٣٠۔ قَالَ اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ قف اٰتٰنِيَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا ۝

৩১. তিনি আমাকে করেছেন বরকতময়, আমি যেখানেই থাকি না কেনো। আর তিনি আমাকে আজীবন নামায ও যাকাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٣١۔ وَّجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ص وَاَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝

৩২. আর তিনি আমাকে করেছেন আমার মায়ের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ এবং আমাকে উদ্যত স্বৈরাচারী ও হতভাগা বানাননি।

٣٢۔ وَّبَرًّا بِوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا ۝

www.pathagar.com

৩৩. আর আমার জন্য রয়েছে অব্যাহত শান্তি– যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করবো এবং যেদিন আমাকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে।

٣٣۔ وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ○

৩৪. ইনি হলেন মরিয়মের পুত্র ঈসা, এ হলো (তার সম্পর্কে) সত্য কথা, যে সম্পর্কে লোকজন সন্দেহ পোষণ করে।

٣٤۔ ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ج قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ○

৩৫. সন্তান গ্রহণ আল্লাহ্‌র জন্য মোটেও শোভনীয় নয়, তিনি পবিত্র-মহান। তিনি কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে শুধু বলেন, 'হও', আর অমনি তা হয়ে যায়।

٣٥۔ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ لا سُبْحٰنَهٗ ط اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

৩৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত করো। এটাই সরল পথ।

٣٦۔ وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ط هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○

৩৭. কিন্তু পরে (খৃষ্টানদের) বিভিন্ন দল নিজেদের মধ্যে মতবিরোধে লিপ্ত হলো। অতএব যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য সেই ভয়ংকর দিনের উপস্থিতিতে ধ্বংস অনিবার্য।

٣٧۔ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ج فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

টীকা : ঈসা (আ)-এর অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণের কারণে খৃষ্টানরা তাঁকে খোদার পুত্র বানিয়ে নিয়েছে, তাঁর উর্ধারহণের ২০০ পর এবং অভিশপ্ত ইহুদীরা তাঁর ও তাঁর মাতার অশালীন ভাষায় সমালোচনা করে উভয় গোষ্ঠীই পথভ্রষ্ট হয়েছে। আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক পরিণতি।

৩৮. যেদিন তারা আমার নিকট উপস্থিত হবে তখন কতো স্পষ্টভাবে শোনতে পাবে ও দেখতে পাবে। কিন্তু এই যালেমরা আজ কী স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত।

٣٨۔ اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ لا يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৩৯. এরা তো বেখেয়াল হয়ে আছে এবং ঈমান আনছে না। যেদিন চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে এবং আফসোস করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না, আপনি তাদেরকে সেই দিনটি সম্পর্কে সতর্ক করুন।

٣٩۔ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ م وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

৪০. পৃথিবী এবং তাতে যারা আছে আমিই সেসবের উত্তরাধিকারী (মালিক) এবং তাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

٤٠۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ۝

www.pathagar.com

৪১. আপনি এই কিতাবে উধৃত ইবরাহীমের অবস্থা বর্ণনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন একজন সত্যবাদী মানুষ ও একজন নবী।

٤١۔ وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ط اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ○

৪২. যখন তিনি তার পিতাকে বলেছিলেন, হে আমার পিতা! যার শোনার শক্তি নেই, দেখার শক্তি নেই এবং আপনার কিছু উপকার করার মোটেও সামর্থ্য নেই, আপনি কেনো তার উপাসনা করেন?

٤٢۔ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِىْ عَنْكَ شَيْئًا ○

৪৩. হে আমার পিতা! আমার নিকট এমন এক জ্ঞানভাণ্ডার এসেছে, যা আপনার নিকট আসেনি। অতএব আপনি আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে একটি সম্পূর্ণ সোজা পথ দেখিয়ে দিবো।

٤٣۔ يٰٓاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَآءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ○

৪৪. হে আমার পিতা! আপনি শয়তানের উপাসনা ত্যাগ করুন। নিশ্চয়ই শয়তান দয়াময় রহমানের অবাধ্য।

٤٤۔ يٰٓاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ط اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ○

৪৫. হে আমার পিতা! আমি ভয় পাচ্ছি, না জানি আপনি দয়াময় রহমানের শাস্তির শিকার হন। তখন আপনি না জানি শয়তানের সাথী হয়ে যান।

٤٥۔ يٰٓاَبَتِ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ○

৪৬. সে বললো, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার উপাস্য দেব-দেবীর প্রতি বিরাগভাজন হয়েছো? তুমি যদি (তোমার কথাবার্তা থেকে) বিরত না হও তবে আমি অবশ্যই তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করবো। তুমি চিরতরে আমাকে ত্যাগ করে দূরে চলে যাও।

٤٦۔ قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ج لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا ○

৪৭. তিনি বললেন, আপনাকে (বিদায়ী) সালাম। আমি আমার প্রভুর নিকট আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো। আমার প্রভু আমার প্রতি বড়োই দয়াশীল।

٤٧۔ قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ج سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ ط اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا ○

৪৮. আমি আপনাদেরকে ত্যাগ করে এবং আপনারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেগুলোর উপাসনা করেন সেগুলোকে বর্জন করে চলে যাচ্ছি এবং আমি আমার প্রভুর নিকটই আবেদন-নিবেদন করবো। আশা করি আমি আমার প্রভুর নিকট আবেদন করে ব্যর্থ হবো না।

٤٨۔ وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّىْ ز عَسٰٓى اَلَّآ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّىْ شَقِيًّا ○

www.pathagar.com

৪৯. অতএব তিনি যখন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যেগুলোর উপাসনা করতো সেগুলোকে বর্জন করলেন তখন আমি তাকে ইসহাক ও ইয়া'কূবকে উপহার দিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে নবী বানালাম।

٤٩۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ط وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ○

টীকা : মনে রাখতে হবে যে, সূরাটি হাবশায় হিজরত শুরু হওয়ার পূর্বে নাযিল হয়েছে। এ সময় বহু বিরুদ্ধবাদী কাফের পরিবারের সন্তানরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এ অবস্থায় তাদেরকে সংসার থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, নির্মম নির্যাতন করা হয়েছে, শিকলাবদ্ধ করে অনাহারী রাখা হয়েছে। তারপরও তারা ইসলাম ত্যাগ করেননি। এই অবস্থায় ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে তাদের ঈমানী জোশ আরো বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

৫০. আর আমি তাদেরকে নিজ অনুগ্রহদানে ধন্য করলাম এবং তাদেরকে সুউচ্চ সুনাম-সুখ্যাতিও দান করলাম।

٥٠۔ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝٥٠

৫১. আপনি এই কিতাবে উধৃত মূসার বিষয়েও বর্ণনা করুন। তিনি ছিলেন একান্ত নিষ্ঠাবান ও মনোনীত এবং ছিলেন (একই সাথে) রাসূল ও নবী।

٥١۔ وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مُوْسٰٓى ز اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ○

৫২. আমি তাকে তূর পাহাড়ের ডান দিক থেকে ডেকেছিলাম এবং একান্ত আলাপে তাকে নৈকট্য দান করেছিলাম।

٥٢۔ وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ○

৫৩. আর আমি নিজ অনুগ্রহে তার ভাই হারূনকে নবী বানিয়ে তাকে উপহার দিয়েছিলাম।

٥٣۔ وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ○

৫৪. আপনি এই কিতাবে উধৃত ইসমাঈলের বিষয়েও বর্ণনা করুন। তিনি ছিলেন ওয়াদা পালনে সত্যবাদী এবং (একই সাথে) ছিলেন রাসূল ও নবী।

٥٤۔ وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ز اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۝٥٤

৫৫. তিনি তার পরিবার-পরিজনকে নামায পড়ার ও যাকাত দেয়ার জন্য নির্দেশ দিতেন এবং তিনি ছিলেন তার প্রভুর সন্তোষভাজন ব্যক্তি।

٥٥۔ وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ص وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ○

৫৬. আপনি এই কিতাবে উধৃত ইদরীসের বিষয়েও আলোচনা করুন। তিনি ছিলেন পরম সত্যবাদী ও নবী।

٥٦۔ وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ز اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ۝٥٦

৫৭. আমি তাকে উচ্চতর স্থানে উন্নীত করেছি।

٥٧۔ وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ○

www.pathagar.com

টীকা : কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইদরীস (আ)-কে জীবন্ত অবস্থায় আসমানে তুলে নিয়েছেন, যেমন হযরত ঈসা (আ)-কে তুলে নিয়েছেন। বাইবেলে এরূপই বর্ণিত আছে (আদি পুস্তক, ৫:২৪)। কিন্তু এর সমর্থনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোনো হাদীস বিদ্যমান নেই। উচ্চতর স্থানে উন্নীত করার অর্থ তাঁকে নবুওয়াত দান করে মর্যাদাবান করাও হতে পারে।

٥٨۔ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ق وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآءِيْلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ط اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ○

৫৮. এরাই হলেন সেই নবীগণ যারা আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমি নূহ-এর সাথে নৌযানে তুলে নিয়েছিলাম, ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশধর এবং যাদেরকে আমি সৎপথে পরিচালিত করেছি ও মনোনীত করেছি (তাদের বংশধর)। তাদের নিকট দয়াময় রহমানের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হলে তারা কাঁদতে কাঁদতে সিজদায় লুটিয়ে পড়তো।

টীকা : আয়াতটি তিলাওয়াতকারী এবং শ্রবণকারী একটি সিজদা করুন।

٥٩۔ فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ⑦

৫৯. এদের পরে সেইসব অযোগ্য-অবাঞ্ছিত লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো যারা নামাযকে বরবাদ করে দিলো এবং লালসার শিকার হলো। অতএব তারা অচিরেই তাদের পথভ্রষ্টতার পরিণতি ভোগ করবে।

٦٠۔ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا ⑧

৬০. কিন্তু যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য যুলুমও করা হবে না।

٦١۔ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ط اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ○

৬১. তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত, যার ওয়াদা দয়াময় রহমান তাঁর বান্দাদের সাথে গোপনে করে রেখেছেন। তাঁর ওয়াদা পূর্ণ হবেই হবে।

٦٢۔ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ط وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ○

৬২. তারা সেখানে শান্তির বার্তা ব্যতীত কোনো বেহুদা কথাবার্তা শুনবে না এবং সেখানে নিয়মিতভাবে সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রিযিক লাভ করতে থাকবে।

٦٣۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ○

৬৩. এই সেই জান্নাত, আমি যার অধিকারী করবো আমার বান্দাদের মধ্য থেকে আল্লাহভীরুদেরকে।

www.pathagar.com

٦٤. وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ج لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ج وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۞

৬৪. (হে মুহাম্মাদ) আমরা (ফেরেশতাগণ) আপনার প্রভুর নির্দেশ ছাড়া (পৃথিবীতে) আসি না। যা কিছু আমাদের সামনে আছে, যা কিছু আমাদের পিছনে আছে এবং যা কিছু এই দুই-এর মাঝখানে আছে তা সবই তাঁর মালিকানাধীন। আর আপনার প্রভু কখনো ভুলে যাওয়ার পাত্র নন।

٦٥. رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ط هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ۞

৬৫. তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর এবং এ দুইয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার প্রতিপালক। অতএব আপনি তাঁর ইবাদত করুন এবং তাঁর ইবাদতে ধৈর্যের সাথে স্থির থাকুন। আপনার জানামতে তাঁর সমতুল্য কোনো সত্তা আছে কি?

٦٦. وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ۝

৬৬. মানুষ বলে, আমি মারা যাওয়ার পরও কি আমাকে আবার পুনর্জীবিত করে উঠানো হবে?

٦٧. اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۝

৬৭. মানুষ কি স্মরণ করে না যে, ইতিপূর্বে আমি তাকে সৃষ্টি করেছি যখন তার কোনো অস্তিত্বই ছিলো না?

٦٨. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۞

৬৮. অতএব আপনার প্রভুর শপথ! আমি তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে অবশ্যই সমবেত করবো, তারপর তাদেরকে জাহান্নামের চারদিকে নতজানু অবস্থায় উপস্থিত করবোই।

٦٩. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ۞

৬৯. অতঃপর প্রতিটি দলে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ছিলো দয়াময় রহমানের সর্বাধিক অবাধ্য ও দুর্বীনিত, আমি তাকে টেনে বের করবোই।

٧٠. ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ۝

৭০. তারপর আমি অবশ্যই উত্তমরূপে জানি, তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের সর্বাধিক উপযোগী।

٧١. وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ج كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۞

৭১. আর তোমাদের মধ্যকার প্রত্যেকেই সেখানে উপস্থিত হবে। এটা আপনার প্রভুর অলংঘনীয় সিদ্ধান্ত।

টীকা : হাদীস থেকে জানা যায় যে, জাহান্নামের উপর পুল স্থাপন করা হবে। ঈমানদার ও কাফের সকলকে তা অতিক্রম করতে হবে। কাফেররা তা পার হতে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। ঈমানদারগণ তাদের ঈমান ও আমলের মান অনুসারে তা দ্রুত বা আস্তে পার হয়ে যাবে এবং কিছু সংখ্যক জাহান্নামে পতিত হবে। পরে তারা শাফায়াত লাভ করে তা থেকে নাজাত পাবে (বুখারী-মুসলিম)।

www.pathagar.com

৭২. অতঃপর আমি তাকওয়ার জীবন অবলম্বনকারীদের নাজাত দিবো এবং স্বৈরাচারী যালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দিবো।

٧٢۔ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ○

৭৩. তাদের উপস্থিতিতে আমার স্পষ্ট বাণীসমূহ পাঠ করা হলে কাফেররা ঈমানদারগণকে বলে, (আমাদের ও তোমাদের) দুই দলের মধ্যে কোন দলটি মর্যাদায় অধিক শ্রেষ্ঠ এবং কোন দলের সভা অধিক জাঁকজমকপূর্ণ?

٧٣۔ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا ○

৭৪. এদের পূর্বে আমি কতো মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি। তারা ছিলো এদের চেয়েও অধিক সম্পদশালী ও জাঁকজমকপূর্ণ!

٧٤۔ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا ○

৭৫. আপনি বলুন, যারা বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয় তাদেরকে দয়াময় রহমান যথেষ্ট ঢিল দিতে থাকেন, যতোক্ষণ না তারা যে বিষয়ে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা স্বচক্ষে দেখে, তা শাস্তি বা কিয়ামত যাই হোক। তখন তারা জানতে পারবে, কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট এবং দলবলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল।

٧٥۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ج حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ ط فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا ○

৭৬. যারা সৎপথে চলে আল্লাহ তাদের সৎপথে অধিক অগ্রগতি দান করেন। অব্যাহত সৎকাজ আপনার প্রভুর কাছে সওয়াব লাভেও উত্তম এবং প্রতিদান লাভেও উত্তম।

٧٦۔ وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ط وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ○

৭৭. আপনি কি লক্ষ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার বাণীসমূহের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং বলেছে, আমাকে অবশ্যই ধনবল ও জনবল দান করা হবে?

٧٧۔ اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ⑦

৭৮. সে কি গাইবী বিষয় জেনে ফেলেছে, নাকি দয়াময়ের নিকট থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি আদায় করেছে?

٧٨۔ اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ○

৭৯. কখনো নয়, সে যা বলে আমি তা লিখে

٧٩۔ كَلَّا ط سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهٗ

www.pathagar.com

مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾

রাখবো এবং তার শাস্তির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিবো।

٨٠. وَنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾

৮০. আর সে যা বলে তা থাকবে আমার স্বত্বাধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে নিঃসঙ্গ অবস্থায়।

٨١. وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾

৮১. তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য ইলাহ গ্রহণ করে, যাতে সেগুলো তাদের সহায়তাকারী হয়।

٨٢. كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾

৮২. কখনো নয়, সেগুলো তাদের উপাসনাকে অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।

٨٣. اَلَمْ تَرَ اَنَّآ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا ﴿٨٣﴾

৮৩. আপনি কি দেখেননি, কাফেরদেরকে বিশেষভাবে মন্দ কাজে প্ররোচিত করার জন্য আমি তাদের উপর শয়তানদেরকে লেলিয়ে দিয়েছি?

٨٤. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ط اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾

৮৪. অতএব আপনি তাদের (উপর শাস্তি আসার) ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। আমি তো তাদের নির্ধারিত কাল গণনা করে পূর্ণ করছি।

٨٥. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾

৮৫. যেদিন আমি আল্লাহভীরু লোকজনকে দয়াময়ের নিকট সম্মানিত মেহমান হিসেবে সমবেত করবো;

٨٦. وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾

৮৬. এবং আমি অপরাধীদেরকে পিপাসা কাতর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবো।

٨٧. لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾

৮৭. যে ব্যক্তি দয়াময়ের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছে সে ছাড়া অপর কারো পক্ষে সুপারিশ করার বা সুপারিশ লাভের অধিকার থাকবে না।

টীকা : কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কেউ কারো পক্ষে সুপারিশ করতে সক্ষম হবে না।

٨٨. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾

৮৮. আর ওরা বলে, দয়াময় রহমান সন্তান গ্রহণ করেছেন।

٨٩. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا ﴿٨٩﴾

৮৯. তোমরা তো এক সাংঘাতিক বিষয়ের অবতারণা করেছ।

www.pathagar.com

৯০. অসম্ভব নয় যে, আকাশমণ্ডলী ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে এবং পর্বতমালা ধূলিস্মাৎ হয়ে যাবে–

٩٠. تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝٩٠

৯১. (এই কারণে) যে, তারা দয়াময় রহমানের সন্তান থাকার দাবি করেছে।

٩١. اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۝٩١

৯২. সন্তান গ্রহণ দয়াময় রহমানের জন্য মোটেই শোভনীয় নয়।

٩٢. وَمَا يَنْبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ۝٩٢

৯৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে সকলেই দয়াময়ের নিকট দাসানুদাসরূপেই উপস্থিত হবে।

٩٣. اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۝٩٣

৯৪. তিনি অবশ্যই তাদের সকলকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং পূর্ণরূপে গণনা করে রেখেছেন।

٩٤. لَقَدْ اَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝٩٤

৯৫. আর কিয়ামতের দিন তাদের প্রত্যেকে তাঁর নিকট উপস্থিত হবে এক এক করে স্বতন্ত্রভাবে।

٩٥. وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ۝٩٥

৯৬. নিশ্চয়ই যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে দয়াময় রহমান তাদের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিবেন।

٩٦. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ۝٩٦

৯৭. নিশ্চয়ই আমি এই কুরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর সাহায্যে আল্লাহভীরুদের সুসংবাদ দেন এবং বিতর্কপ্রবণ সম্প্রদায়কে সাবধান করেন।

٩٧. فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ۝٩٧

৯৮. আর তাদের পূর্বে আমি কতো মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি। আপনি কি তাদের একজনেরও দেখা পাচ্ছেন অথবা তাদের ক্ষীণ সাড়া-শব্দও শুনতে পাচ্ছেন?

٩٨. وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ ط هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۝٩٨

www.pathagar.com

২০. সূরা তহা (৪৫) ١٩۔ سُوْرَةُ طٰهٰ

আয়াত : ১৩৫; রুকূ' : ৮; মক্কী اٰيَاتُهَا : ١٣٥، رُكُوْعٌ : ٨، مَكِّيَّةٌ

সূরা মরিয়মের কাছাকাছি সময়ে এবং নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরে হযরত উমার (রা)-র ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আলোচ্য সূরাটি নাযিল হয়। সর্বপ্রথম তিনি এই সূরাটি পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١۔ طٰهٰ ۝

১. ত– হা।

٢۔ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ۝

২. আপনাকে কষ্ট-ক্লেশে নিক্ষেপ করার জন্য আমি আপনার উপর আল-কুরআন নাযিল করিনি।

٣۔ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۝

৩. এতো বরং এক উপদেশমালা, যে ভয় করে তার জন্য।

٤۔ تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ۝

৪. এটি নাযিল করা হয়েছে সেই মহান সত্তার পক্ষ থেকে, যিনি এই পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন।

٥۔ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ۝

৫. তিনি দয়াময়, (বিশ্বজাহানের) সিংহাসনে সমাসীন।

٦۔ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ۝

৬. আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এই দুইয়ের মাঝখানে ও ভূগর্ভে যা কিছু আছে তা তাঁরই মালিকানাধীন।

٧۔ وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى ۝

৭. তুমি যদি উচ্চস্বরে কথা বলো, তবে তিনি তো গোপন ও নিঃশব্দ উভয়টিই পরিজ্ঞাত।

٨۔ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۝

৮. আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তাঁর জন্য আছে অতি সুন্দর সর্বোত্তম নামসমূহ।

٩۔ وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۝

৯. আর মূসার বৃত্তান্ত কি আপনার নিকট পৌঁছেছে?

টীকা : মাদায়েনে (মাদয়ানে) শ্বশুরালয়ে নির্বাসিত জীবন কাটাবার পর সপরিবারে মিসরে ফেরার সময় মূসা (আ) পথ হারিয়ে সিনাই (তূর) পর্বতে উপস্থিত হন। এই সময়ে তিনি এখানে নবুওয়াত লাভ করেন। পর্বতের বর্তমান নাম জাবাল মূসা।

١٠۔ اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّٓى

১০. তিনি আগুন দেখে তার পরিবার-পরিজনকে বললেন, তোমরা (এখানে) অপেক্ষা করো, নিশ্চয়ই

www.pathagar.com

আমি আগুন (নূর) দেখতে পেয়েছি। হয়তো আমি তোমাদের জন্য তার কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারবো অথবা আগুনের নিকটে পৌঁছে (আমাদের গন্তব্যপথ সম্পর্কে) দিকনির্দেশনা পাবো।

اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ○

১১. অতএব তিনি এর নিকটে এসে উপস্থিত হলে ডাক দেয়া হলো, হে মূসা!

١١۔ فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى ۝

১২. নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রভু। অতএব আপনার জুতাজোড়া খুলে নিন। আপনি অবশ্যই পবিত্র তুয়া উপত্যকায় আছেন।

١٢۔ اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ج اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝

১৩. আর আমি আপনাকে মনোনীত করেছি। সুতরাং যে ওহী পাঠানো হচ্ছে আপনি তা মনোযোগ সহকারে শুনুন।

١٣۔ وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ○

১৪. নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। অতএব আপনি আমার ইবাদত করুন এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম করুন।

١٤۔ اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ○

১৫. অবশ্যই কিয়ামত আসবে। আমি তা (নির্দিষ্ট মুহূর্ত পর্যন্ত) গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ কর্মপ্রচেষ্টা অনুযায়ী প্রতিফল দেয়া যায়।

١٥۔ اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى ○

১৬. অতএব যে ব্যক্তি কিয়ামতে ঈমান আনে না এবং নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হয়েছে সে যেনো আপনাকে তাতে ঈমান আনতে নিবৃত্ত না করে, অন্যথায় আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন।

١٦۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ فَتَرْدٰى ○

১৭. হে মূসা! আপনার ডান হাতে ওটা কি?

١٧۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ○

১৮. তিনি বললেন, এটা আমার লাঠি; আমি এতে ভর দেই, এর সাহায্যে আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা ঝরাই এবং এটি আমার আরো বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি।

١٨۔ قَالَ هِيَ عَصَايَ ج اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ○

১৯. তিনি বললেন, হে মূসা! এটা নিচে (মাটিতে) ফেলে দিন।

١٩۔ قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ○

২০. অতএব তিনি তা (হাত থেকে) নিচে ফেলে দিলেন। অমনিই তা একটি সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগলো।

٢٠۔ فَاَلْقٰهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ○

www.pathagar.com

২১. তিনি বললেন, আপনি এটি ধরে ফেলুন এবং ভয় পাবেন না। আমি একে এর আসল রূপে ফিরিয়ে দিবো।

٢١. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ○

২২. আর আপনার হাত আপনার বগলের মধ্যে চেপে ধরুন। তা নির্দোষ উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসবে আরো একটি নিদর্শন (মু'জিযা) হিসেবে,

٢٢. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ ۝١

২৩. যাতে আমি আপনাকে আমার মহান নিদর্শনসমূহের কিছু দেখাতে পারি।

٢٣. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ۝٢

২৪. আপনি ফিরাউনের দরবারে চলে যান। সে মারাত্মক বিদ্রোহী হয়ে গেছে।

٢٤. اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝٣

২৫. তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! আমার বুক প্রশস্ত করে (আমার সাহস বাড়িয়ে) দিন;

٢٥. قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝٤

২৬. আমার কাজ আমার জন্য সহজসাধ্য করুন;

٢٦. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝٥

২৭. এবং আমার মুখের জড়তা দূর করুন,

٢٧. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ۝٦

২৮. যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।

٢٨. يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝٧

২৯. আর আপনি আমার পরিবার-পরিজনের মধ্য থেকে একজনকে আমার সহকর্মী নিযুক্ত করুন,

٢٩. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ۝٨

৩০. আমার ভাই হারূনকে।

٣٠. هَارُونَ أَخِي ۝٩

৩১. তার সহায়তায় আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন,

٣١. اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۝١٠

৩২. এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন,

٣٢. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ○

৩৩. যাতে আমরা আপনার প্রচুর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি;

٣٣. كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ۝١١

৩৪. এবং আপনাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্মরণ করতে পারি।

٣٤. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ۝١٢

৩৫. আপনিই আমাদের সম্যক দ্রষ্টা।

٣٥. إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ○

৩৬. তিনি বললেন, হে মূসা! আপনি যা যা চেয়েছেন তা আপনাকে দেয়া হলো।

٣٦. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ ○

www.pathagar.com

৩৭. আমি অবশ্যই আরো একবার আপনার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম।

٣٧۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرٰى ۝٣٧

৩৮. যখন আমি আপনার মায়ের নিকট ওহী পাঠালাম যা এখন বর্ণনা করা হচ্ছে,

٣٨۔ اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا يُوْحٰٓى ۝٣٨

৩৯. যে, তুমি শিশুটিকে বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে তাকে নদীতে ভাসিয়ে দাও। নদী তাকে কিনারায় ঠেলে দিবে এবং তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু তুলে নিয়ে যাবে। আর আমি আপনার উপর আমার বিশেষ মহব্বত ঢেলে দিলাম, যাতে আপনি আমার রক্ষণাবেক্ষণে লালিত-পালিত হতে পারেন।

٣٩۔ اَنِ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ط وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ ج وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ ۝٣٩

টীকা : আল্লাহ্‌র মহিমা ও পরিকল্পনা কতো নিখুঁত। ফেরাউন নিজ রাষ্ট্র ও কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য যে শিশুটির আগমন ঠেকাতে অনুমানে তাড়িত হয়ে শত-সহস্র শিশুকে হত্যা করলো, সেই দুশমনই আজ তার কোলে অতি আদর-স্নেহে-যত্নে লালিত-পালিত হচ্ছে। দীন ইসলামের প্রচার-প্রসারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের ষড়যন্ত্রজাল যুগে যুগে এভাবেই ব্যর্থ হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও ব্যর্থ হতে থাকবে।

৪০. যখন আপনার বোন হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে বললো, আমি কি তোমাদেরকে এই শিশুর লালন-পালন করার মতো লোকের সন্ধান দিবো? অতএব আমি আপনাকে পুনরায় আপনার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়। আর আপনি এক ব্যক্তিকে খুন করেছিলেন, আমি আপনাকে দুশ্চিন্তামুক্ত করলাম এবং আমি আপনাকে বহু পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছি। অতএব আপনি কয়েক বছর মাদ্‌য়ানের জনগোষ্ঠীর মধ্যেও বসবাস করেছিলেন। অতঃপর হে মূসা! আপনি ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

٤٠۔ اِذْ تَمْشِىْٓ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ ط فَرَجَعْنٰكَ اِلٰٓى اُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ط وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا ج فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِىْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى ۝

৪১. আর আমি আপনাকে আমার কাজের যোগ্য বানিয়ে নিয়েছি।

٤١۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِىْ ۝

৪২. আপনি ও আপনার ভাই আমার বাণীসমূহ নিয়ে চলে যান এবং আপনারা আমার স্মরণে শৈথিল্য করবেন না।

٤٢۔ اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِىْ وَلَا تَنِيَا فِىْ ذِكْرِىْ ۝

www.pathagar.com

৪৩. আপনারা উভয়ে ফেরাউনের দরবারে চলে যান, কেনোনা সে বিদ্রোহ করেছে।

٤٣۔ اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۞

৪৪. আপনারা দু'জনেই তার সাথে নম্র-ভদ্র কথা বলুন, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং ভয় পাবে।

٤٤۔ فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ۝

৪৫. তারা উভয়ে বললেন, হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই অমারা আশঙ্কা করি যে, সে আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করবে।

٤٥۔ قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ۝

৪৬. তিনি বললেন, আপনারা ভয় পাবেন না। আমি অবশ্যই আপনাদের সাথে আছি। আমি শুনছি ও দেখছি।

٤٦۔ قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِىْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى ۝

টীকা : আল্লাহ্‌র দীনের দাওয়াত দানকারীদের জন্য মূসা (আ) ও ফেরাউনের ঘটনায় নিহিত আছে প্রাণসঞ্জীবনী অনুপ্রেরণা ও আধ্যাত্মিক শক্তি। রাজ-পরিবারের এক সদস্যকে হত্যার অপরাধী শুধু মাত্র একটি লাঠি হাতে নিয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রাজার সামনে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্‌র দীনের দাওয়াত পেশ করলেন। অথচ তাঁকে গ্রেপ্তার করা তো দূরের কথা, তাঁর সাথে মত বিনিময় করতে ফেরাউন বাধ্য হলো। দাওয়াত দানকারীগণ এভাবেই গাইবী মদদ লাভ করে থাকেন।

৪৭. অতএব আপনারা উভয়ে তার নিকট যান এবং বলুন, আমরা তোমার প্রভুর দু'জন রাসূল। সুতরাং তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও এবং তাদেরকে নির্যাতন করো না। আমরা তো তোমার নিকট নিয়ে এসেছি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন। আর যারা সৎ পথের অনুসরণ করে তাদের জন্য রয়েছে শান্তি।

٤٧۔ فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ط قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ط وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ۝

৪৮. অবশ্যই আমাদেরকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, এমন লোকই শাস্তি ভোগ করবে যে মিথ্যা আরোপ করবে এবং সত্যবিমুখ হবে।

٤٨۔ اِنَّا قَدْ اُوْحِىَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝

৪৯. ফেরাউন জিজ্ঞেস করলো, হে মূসা! কে তোমাদের দু'জনের প্রভু?

٤٩۔ قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ۝

৫০. তিনি বললেন, যেই সত্তা প্রতিটি বস্তুর দৈহিক কাঠোমো গঠন করেছেন, অতঃপর পথ দেখিয়েছেন তিনিই আমাদের প্রভু।

٥٠۔ قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ۝

www.pathagar.com

৫১. সে আবার জিজ্ঞেস করলো, তাহলে আগেকার আমলের জাতিসমূহের কি অবস্থা হয়েছে?

৫১۔ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْأُوْلٰى ○

৫২. তিনি বললেন, সেই সম্পর্কিত তথ্যভাণ্ডার আমার প্রভুর নিকট একটি কিতাবে সংরক্ষিত আছে। আমার প্রভু না পথহারা হন, আর না ভুলে যান।

৫২۔ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ فِىْ كِتٰبٍ ج لَا يَضِلُّ رَبِّىْ وَلَا يَنْسَى ○

৫৩. তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানাস্বরূপ, তাতে তোমাদের জন্য যাতায়াতের পথসমূহের ব্যবস্থা করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। আমি (আল্লাহ) এর দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি।

৫৩۔ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ط فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ○

৫৪. তোমরা আহার করো এবং তোমাদের গবাদি পশুও চরাও। এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে বিবেকবান-বুদ্ধিমান লোকের জন্য।

৫৪۔ كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ○

৫৫. আমি এ মাটি থেকেই তোমাদের সৃষ্টি করেছি, এর অভ্যন্তরেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিবো এবং এ থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় বের করে আনবো।

৫৫۔ مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ○

৫৬. আমি তো ফিরাউনকে আমার যাবতীয় নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে এবং প্রত্যাখ্যান করেছে।

৫৬۔ وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى ○

৫৭. সে বললো, হে মূসা! তুমি কি তোমার জাদুর সাহায্যে আমাদের দেশ থেকে আমাদেরকে উচ্ছেদ করার জন্য আমাদের নিকট এসেছো?

৫৭۔ قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ○

৫৮. আমরাও অবশ্যই তোমার সামনে উপস্থিত করবো অনুরূপ জাদু। অতএব একটি সমতল মাঠে প্রতিযোগিতার জন্য তুমি আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি তারিখ নির্ধারণ করো, যার ব্যতিক্রম আমরাও করবো না এবং তুমিও না।

৫৮۔ فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَآ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ○

৫৯. তিনি বললেন, উৎসবের দিন তোমাদের জন্য নির্ধারণ করা হলো এবং দিনের প্রথম প্রহরেই লোকজনকে জড়ো করতে হবে।

৫৯۔ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ○

www.pathagar.com

٦٠. فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ○

৬০. অতএব ফেরাউন ফিরে গিয়ে তার সমস্ত কলাকৌশল একত্র করলো, অতঃপর (প্রতিযোগিতার জন্য) উপস্থিত হলো।

٦١. قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ○

৬১. মূসা তাদেরকে বললেন, দুর্ভোগ তোমাদের জন্য (অপেক্ষা করছে)। তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। অন্যথায় তিনি শাস্তি দ্বারা তোমাদেরকে সমূলে বিনাশ করবেন। যে-ই মিথ্যা রচনা করেছে সে-ই ব্যর্থ হয়েছে।

٦٢. فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ○

৬২. এ কথায় তারা নিজেদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হলো এবং গোপনে পরামর্শ করতে লাগলো।

٦٣. قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ○

৬৩. অবশেষে তারা বললো, এরা দু'জন অবশ্যই জাদুকর। তারা তাদের জাদুর সাহায্যে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে উচ্ছেদ করতে এবং তোমাদের আদর্শ জীবন ব্যবস্থা ধ্বংস করতে চায়।

٦٤. فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ○

৬৪. অতএব তোমরা তোমাদের কলাকৌশল একত্র করো, অতঃপর সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হও। আজ যে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে সে-ই সফল হবে।

٦٥. قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ○

৬৫. তারা বললো, হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ করো অথবা আমরাই প্রথমে নিক্ষেপ করি।

٦٦. قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ○

৬৬. তিনি বললেন, বরং তোমরাই নিক্ষেপ করো। অতএব তার মনে হলো, তাদের জাদুর প্রভাবে তাদের দড়িগুলো ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে।

٦٧. فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ○

৬৭. তাতে মূসা তার অন্তরে কিছুটা ভীতি অনুভব করলেন।

টীকা : তিনি মানবীয় বৈশিষ্ট্যের কারণেও ক্ষণিকের জন্য ভয় পেতে পারেন অথবা জাদুর প্রভাবে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এ ধরনের ভয়ও তাঁর মনে উদয় হতে পারে।

٦٨. قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ○

৬৮. আমি বললাম, আপনি ভয় পাবেন না, আপনিই জয়ী হবেন।

www.pathagar.com

৬৯. আপনার ডান হাতে যা আছে তা ছুড়ে মারুন, তারা যা বানিয়েছে এটি সেগুলো গিলে ফেলবে। তারা যা বানিয়েছে তা তো জাদুকরের প্রতারণা। আর জাদুকর যেখান থেকেই আসুক সফল হতে পারবে না।

٦٩۔ وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ط اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ط وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ○

৭০. সকল জাদুকর সিজদায় লুটিয়ে পড়ে বললো, আমরা হারূন ও মূসার প্রভুর উপর ঈমান আনলাম।

٧٠۔ فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ○

৭১. সে বললো, কী ব্যাপার! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা মূসার উপর ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই সে তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রধান, যে তোমাদের জাদু শিক্ষা দিয়েছে। আমি অবশ্যই বিপরীত দিক থেকে তোমাদের হাত-পা কেটে ফেলবো, অবশ্যই তোমাদেরকে খেজুর কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করবো এবং তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে, আমাদের মধ্যে কার শাস্তি অধিকতর কঠোর ও স্থায়ী।

٧١۔ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ط اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ج فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ز وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ○

৭২. জাদুকররা বললো, আমাদের নিকট যে স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ এসেছে এবং যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর আমরা তোমাকে কিছুতেই প্রাধান্য দিবো না। অতএব তুমি যে আদেশ জারী করতে চাও করো। তুমি কেবল এই পার্থিব জীবনের আদেশই জারী করতে পারো।

٧٢۔ قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِىْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ط اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ⑦

৭৩. নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রভুর উপর ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের গুনাহসমূহ এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু প্রদর্শন করতে বাধ্য করেছো তা মাফ করেন। আল্লাহ্ই কল্যাণময় এবং চিরস্থায়ী।

٧٣۔ اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ط وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ○

৭৪. যে ব্যক্তি তার প্রভুর নিকট দুষ্কৃতিকারী হিসেবে উপস্থিত হয়, নিশ্চয়ই তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না।

٧٤۔ اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ط لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ○

৭৫. পক্ষান্তরে যেসব লোক ঈমানদার অবস্থায়

٧٥۔ وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ

www.pathagar.com

الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ○

সৎকাজ করে তাঁর নিকট উপস্থিত হবে তাদের জন্য রয়েছে অতি উচ্চ মর্যাদা;

٧٦۔ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ۝

৭৬. স্থায়ী জান্নাত, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা বহমান। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। যে ব্যক্তি পবিত্রতা অবলম্বন করবে ঐ পুরস্কার তার জন্য।

٧٧۔ وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ○

৭৭. নিশ্চয়ই আমি মূসার নিকট ওহী পাঠালাম যে, আপনি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলা (দেশত্যাগ করে) চলে যান, তাদের জন্য সাগরের বুকে একটি শুকনো রাস্তা তৈরি করুন, পিছন থেকে (এসে আপনাদের) ধরে ফেলার আশঙ্কা করবেন না এবং (পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার) ভয়ও করবেন না।

٧٨۔ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۝

৭৮. ফেরাউন তার সামরিক বাহিনীসহ তাদের পিছু ধাওয়া করলো, কিন্তু সাগর তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করলো।

٧٩۔ وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ○

৭৯. আর ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে বিপথগামী করলো এবং সুপথগামী করেনি।

٨٠۔ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ○

৮০. হে বনী ইসরাঈল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুদের কবল থেকে উদ্ধার করেছিলাম, তূর পর্বতের ডানপাশে (তোমাদের উপস্থিত হওয়ার) সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের (আহারের) জন্য মান্না ও সালওয়া নাযিল করেছিলাম।

٨١۔ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى ○

৮১. তোমাদেরকে আমি যে রিযিক দান করেছি তোমরা তা থেকে আহার করো এবং এ বিষয়ে সীমালংঘন করো না। অন্যথায় তোমাদের উপর আমার অভিশাপ চেপে বসবে। আর যার উপর আমার অভিশাপ পতিত হয় তার ধ্বংস অনিবার্য।

٨٢۔ وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ○

৮২. আর যে ব্যক্তি তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, অতঃপর সৎপথে চলে আমি তার জন্য অবশ্যই ক্ষমাশীল।

www.pathagar.com

৮৩. হে মূসা! আপনার সম্প্রদায়কে (পিছনে) রেখে কিসে আপনাকে তাড়াহুড়া করে নিয়ে এলো?

٨٣۔ وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى ○

টীকা : এখানে ভিন্ন একটি প্রসঙ্গ আলোচিত হচ্ছে (দ্র. সূরা বাকারা, ৫১ আয়াতের টীকা)।

৮৪. তিনি বললেন, এই তো তারা আমার পিছনে (এসে যাচ্ছে)। হে প্রভু! তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই আমি তাড়াহুড়া করে তোমার কাছে চলে এসেছি।

٨٤۔ قَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلٰٓى اَثَرِىْ وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى ○

৮৫. তিনি বললেন, আপনার চলে আসার পর আমি তো আপনার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি এবং সামিরী তাদের বিপথগামী করেছে।

٨٥۔ قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْۢ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ ○

টীকা : 'সামিরী' নামটি কেবল এই সূরায় উক্ত হয়েছে। মূসা (আ)-এর অনুপস্থিতিতে সে বনী ইসরাঈলের মধ্যে গরুর বাছুর পূজার প্রচলন করে।

৮৬. অতএব মূসা ক্রোধান্বিত হয়ে মর্মাহত অবস্থায় তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে এলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রভু কি তোমাদেরকে এক চমৎকার প্রতিশ্রুতি দেননি? তবে কি প্রতিশ্রুতির মেয়াদ তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হয়েছে অথবা তোমরা কি তোমাদের প্রভুর অভিশাপ তোমাদের উপর পড়ুক এটাই চাচ্ছো, তাই তোমরা আমার সাথে ওয়াদা খেলাফী করলে?

٨٦۔ فَرَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ج قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ط اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِىْ ○

৮৭. তারা বললো, আমরা নিজেদের ইচ্ছায় আপনার সাথে ওয়াদা খেলাফী করিনি। আমরা বরং লোকজনের অলংকারের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম।আমরা সেগুলো আগুনে নিক্ষেপ করেছিলাম, একইভাবে সামিরীও নিক্ষেপ করেছিলো।

٨٧۔ قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِىُّ ۝

৮৮. অতঃপর সে তাদের জন্য একটি গরুর বাছুরের অবয়ব বানালো, যা হাম্বা রবে ডাক দিতো।[১] তারা বললো, এটি তোমাদের ইলাহ এবং মূসারও ইলাহ, কিন্তু মূসা ভুলে গিয়েছে।

٨٨۔ فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى فَنَسِىَ ۝

টীকা-১ : সামিরী গো-বৎসের মূর্তিটি এমন কৌশল খাটিয়ে তৈরি করেছিল যে, তার ভেতরে বায়ু প্রবেশে ও নির্গমনে ঐ শব্দ হতো।

৮৯. লোকজন কি দেখতে পাচ্ছিলো না যে, সেটি না তাদের কথার জবাব দিতে পারে আর না তাদের কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে সক্ষম?

٨٩۔ اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا ۙ وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ۝

www.pathagar.com

৯০. হারূন তাদেরকে আগেভাগেই বলে দিয়েছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদেরকে তো এটি দ্বারা পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। তোমাদের প্রভু তো দয়াময় রহমান। অতএব তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার নির্দেশ মেনে চলো।

٩٠. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ج وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِىْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِىْ ○

৯১. তারা বললো, মূসা আমাদের নিকট ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা কিছুতেই এটির পূজা থেকে বিরত হবো না।

٩١. قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ○

৯২. মূসা (ফিরে এসে) জিজ্ঞেস করলেন, হে হারূন! আপনি যখন দেখলেন যে, এরা বিপথগামী হয়েছে তখন আপনাকে কিসে বাধা দিলো–

٩٢. قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ۝١

৯৩. আমার অনুসরণ করতে? তবে কি আপনি আমার নির্দেশ অমান্য করেছেন?

٩٣. اَلَّا تَتَّبِعَنِ ط اَفَعَصَيْتَ اَمْرِىْ ○

৯৪. হারূন বললেন, হে আমার মায়ের পুত্র! তুমি আমার দাড়ি ও মাথার চুল ধরো না। নিশ্চয়ই আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে, তুমি বলবে, আপনি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন এবং আমার কথা স্মরণে রাখেননি।

٩٤. قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِىْ وَلَا بِرَاْسِىْ ج اِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِىْ ○

৯৫. মূসা জিজ্ঞেস করলেন, হে সামিরী! তোর ব্যাপারটা কী?

٩٥. قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِىُّ ○

৯৬. সে বললো, আমি এমন জিনিস দেখেছি যা লোকজন দেখতে পায়নি। আমি সেই দূতের (জিবরাঈল) পদচিহ্ন থেকে এক মুঠো (মাটি) তুলে নিয়ে তা (বাছুরের অবয়বের ভিতরে) নিক্ষেপ করেছি। আমার মন আমাকে এরূপ করতেই প্ররোচিত করেছিল।

٩٦. قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِىْ نَفْسِىْ ○

৯৭. মূসা বললেন, দূর হ' তুই, তোর জন্য জীবনভর এই (শাস্তি) থাকলো যে, তুই বলবি, আমি 'অস্পৃশ্য'। আর নিশ্চয়ই তোর জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি আছে কখনো যার কোনো ব্যতিক্রম হবে না। তুই তোর সেই ইলাহ-এর প্রতি তাকিয়ে দেখ, যার পূজায় তুই রত ছিলে। আমরা এটিকে আগুনে পোড়াবোই, অতঃপর তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সাগরের মাঝে ছড়িয়ে দিবোই।

٩٧. قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ص وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ج وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِىْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ط لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِى الْيَمِّ نَسْفًا ○

www.pathagar.com

৯৮. তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। সব কিছুর উপর তাঁর জ্ঞান পরিব্যাপ্ত।

৯৮. اِنَّمَآ اِلٰـهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ○

৯৯. অতীতে যা ঘটেছে তার খবরাদি আমি এভাবে আপনার নিকট বর্ণনা করি এবং আমার নিকট থেকে আপনাকে দান করেছি এক উপদেশনামা।

৯৯. كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ج وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ۞

১০০. যে ব্যক্তি তা থেকে বিমুখ হবে সে কিয়ামতের দিন (পাপের) দুর্বহ বোঝা বহন করবে।

১০০. مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ۞

১০১. তাতে (দোযখে) তারা স্থায়ী বাশিন্দা হবে। কিয়ামতের দিন এই (পাপের) বোঝা তাদের জন্য কতো দুর্বহ ও দুর্বিসহ হবে!

১০১. خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ط وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ۞

১০২. যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে এবং যেদিন আমি দুষ্কৃতিকারীদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করবো;

১০২. يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۞

১০৩. সেদিন তারা নিজেদের মধ্যে চুপিসারে বলাবলি করবে, তোমরা মাত্র দশটি দিন (পৃথিবীতে) অবস্থান করেছিলে।

১০৩. يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ○

১০৪. আমি উত্তমরূপেই জানি তারা কি বলবে। এদের মধ্যে সর্বাধিক সঠিক অনুমান যে করতে পারবে সে বলবে, না, তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছো।

১০৪. نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ۞

১০৫. আর লোকজন আপনাকে পর্বতমালা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, আমার প্রভু সেগুলোকে (মহাপ্রলয়ের দিন) ধূলিকণায় পরিণত করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন।

১০৫. وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا ۞

১০৬. অতঃপর তিনি একে (পৃথিবীকে) মসৃণ সমতল ময়দানে রূপান্তরিত করবেন।

১০৬. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۞

১০৭. আপনি তাতে আঁকাবাঁকা ও উঁচু-নিচু দেখতে পাবেন না।

১০৭. لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا ۞

১০৮. সেদিন লোকজন ঘোষণাকারীর অনুসরণ

১০৮. يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِىَ لَا عِوَجَ

www.pathagar.com

لَهٗ ج وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ○

করবে, কেউ এদিক-সেদিক করতে পারবে না। দয়াময় রহমানের সামনে সকল আওয়াজ নিস্তব্ধ হয়ে যাবে। অতএব আপনি ক্ষীণ পদধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাবেন না।

١٠٩۔ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا ○

১০৯. সেদিন দয়াময় রহমান যাকে অনুমতি দিবেন এবং যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ব্যতীত আর কারো সুপারিশ কোনো উপকারে আসবে না।

١١٠۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ○

১১০. মানবজাতির সামনের-পিছনের সবকিছুই তিনি জানেন। কিন্তু মানুষেরা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়।

١١١۔ وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ط وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ○

১১১. চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী সত্তার সামনে সকল মুখমণ্ডল অবনত থাকবে। যে ব্যক্তি যুলুম-নির্যাতনের বোঝা নিয়ে আসবে সে চরমভাবে ব্যর্থ হবে।

١١٢۔ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ○

১১২. আর যে ঈমানদার ব্যক্তি সৎকাজ করে তার যুলুমের বা অন্য কোনোরূপ ক্ষতির শিকার হওয়ার আশঙ্কা নেই।

١١٣۔ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ○

১১৩. আমি এভাবে কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল করেছি এবং তাতে বিভিন্ন রকমের সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছি, যাতে তারা সাবধান হয় অথবা তাদেরকে চিন্তার খোরাক যোগায়।

١١٤۔ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ج وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ز وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ○

১১৪. প্রকৃত রাজাধিরাজ আল্লাহ অতীব মহান। তাঁর ওহী আপনার নিকট পূর্ণরূপে নাযিল হওয়ার আগেই আপনি কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করবেন না। আর আপনি বলুন, হে আমার প্রভু! আমাকে পর্যাপ্ত জ্ঞান দান করো।

١١٥۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ۝

১১৫. আমি ইতিপূর্বে আদমকে একটি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু তিনি তা ভুলে গেলেন এবং আমি তাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পাইনি।

١١٦۔ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اَبٰى ○

১১৬. আমি যখন ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করলো। সে (আদেশ) অমান্য করলো।

www.pathagar.com

১১৭. আমি বললাম, হে আদম! নিশ্চয়ই সে তোমার এবং তোমার স্ত্রীর দুশমন। অতএব সে যেনো কিছুতেই তোমাদের দু'জনকে বেহেশত থেকে বের করে না দিতে পারে। অন্যথায় তোমরা দুর্ভাগ্যের শিকার হবে।

١١٧۔ فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ○

১১৮. নিশ্চয়ই তোমাকে এই সুবিধা দেয়া হলো যে, তুমি এখানে ক্ষুধায় কাতরও হবে না এবং উলংগও হবে না।

١١٨۔ اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ○

১১৯. আরো এই যে, এখানে তুমি পিপাসায় কাতরও হবে না এবং রোদের তাপেও কষ্ট পাবে না।

١١٩۔ وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ○

১২০. কিন্তু শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলো। সে বললো, হে আদম! আমি কি তোমাকে সেই গাছের সন্ধান দিবো যার দ্বারা অনন্ত জীবন ও অক্ষয় রাজত্ব লাভ করা যায়?

١٢٠۔ فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ○

১২১. অতএব তারা উভয়ে সেই গাছ থেকে আহার করলেন। ফলে তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকতে লাগলেন। আর আদম তার প্রভুর আদেশ লংঘন করলেন, ফলে তিনি পথহারা হলেন।

١٢١۔ فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ز وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ۝

১২২. পরে তার প্রভু তাকে মনোনীত করলেন, তার তওবা কবুল করলেন এবং তাকে সৎপথে পরিচালিত করলেন।

١٢٢۔ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ○

১২৩. তিনি বললেন, তোমরা উভয়ে একসঙ্গে এখান থেকে নেমে যাও। তোমাদের কতক অপর কতকের দুশমন। আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট পথনির্দেশ আসলে পর যে আমার পথনির্দেশ অনুসরণ করবে সে বিপথগামীও হবে না এবং দুর্ভাগাও হবে না।

١٢٣۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ○

১২৪. আর যে ব্যক্তি আমার উপদেশবাণী থেকে বিমুখ হবে তার পার্থিব জীবন হবে অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় উঠাবো।

١٢٤۔ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ○

www.pathagar.com

১২৫. সে জিজ্ঞেস করবে, হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে হাশরের ময়দানে কেনো অন্ধ অবস্থায় উঠালে? অথচ আমি ছিলাম চক্ষুষ্মান?

١٢٥۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ○

১২৬. তিনি বলবেন, এভাবেই আমার বাণীসমূহ তোমার নিকট এসেছিলো, কিন্তু তুমি তা ভুলে থেকেছিলে। একইভাবে আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হলো।

١٢٦۔ قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ج وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ○

১২৭. এভাবেই আমি সীমালংঘনকারীকে এবং যে ব্যক্তি তার প্রভুর বাণীতে ঈমান আনেনি তাকে (পার্থিব জীবনে) প্রতিফল দান করে থাকি। আর আখেরাতের শাস্তি তো আরো কঠোর ও স্থায়ী।

١٢٧۔ وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ط وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ○

১২৮. আমি এদের পূর্বে কতো মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যাদের বসতি এলাকা দিয়ে এরা যাতায়াত করে, এসবও কি তাদের সৎপথ দেখালো না? নিশ্চয়ই এতে বহু শিক্ষণীয় বিষয় আছে সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারীদের জন্য।

١٢٨۔ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ۝

১২৯. আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে যদি আগাম সিদ্ধান্ত এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারিত না হয়ে থাকতো তবে সহসাই শাস্তি এসে যেতো।

١٢٩۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ۝

১৩০. অতএব তারা যা বলে তাতে আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং সূর্য উঠার পূর্বে (ফজর) ও সূর্য ডোবার পূর্বে (আসর) প্রশংসা সহকারে আপনার প্রভুর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন। আর রাতেও (মাগরিব-এশা) তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং দিনের প্রান্তভাগেও (যুহর)। তাতে হয়তো আপনি সন্তুষ্ট হতে পারবেন।

١٣٠۔ فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ج وَمِنْ اٰنَآءِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ○

টীকা : এ আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৩১. আমি এদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের জাঁকজমক ও সৌন্দর্য হিসেবে যা কিছু উপভোগের সামগ্রী দিয়েছি তা এদেরকে পরীক্ষা করার জন্য এবং আপনি সেদিকে আপনার

١٣١۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

www.pathagar.com

لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ط وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ○

দু'চোখ তুলে তাকাবেনও না। আপনার প্রভুর দেয়া রিযিকই উত্তম ও অধিক স্থায়ী।

١٣٢۔ وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ط لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا ط نَحْنُ نَرْزُقُكَ ط وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ○

১৩২. আর আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে নামায পড়ার নির্দেশ দিন এবং আপনিও তা আদায়ে অবিচল থাকুন। আমি আপনার নিকট রিযিক চাই না। আমিই তো আপনাকে রিযিক দিয়ে থাকি। আর শুভ পরিণাম তাকওয়ার অধিকারীদের জন্যই।

١٣٣۔ وَقَالُوْا لَوْلَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ط اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ○

১৩৩. ওরা বলে, সে তার প্রভুর নিকট থেকে কোনো নিদর্শন আনে না কেনো? আগেকার কিতাবসমূহের মধ্যে বিদ্যমান সুস্পষ্ট প্রমাণ কি তাদের নিকট আসেনি?

টীকা : তোমাদের মধ্যকার একজন লেখাপড়া না জানা লোক এমন একটি উচ্চাংগের কিতাব তোমাদের সামনে পেশ করছেন যার মধ্যে পূর্বকালের কিতাবসমূহের সারনির্যাসও বিদ্যমান আছে। এটা কি মু'জিযা নয়?

١٣٤۔ وَلَوْ اَنَّآ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ○

১৩৪. আমি যদি তার (নবী হিসেবে আসার) আগেই তাদেরকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিতাম তবে তারা অবশ্যই বলতো, হে আমাদের রব! তুমি আমাদের নিকট একজন রাসূল পাঠালে না কেনো? তাহলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বেই তোমার বাণীসমূহ মেনে চলতাম।

١٣٥۔ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ج فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ۝

১৩৫. আপনি বলুন, প্রত্যেকেই (পরিণামের) অপেক্ষায় আছে, তোমরাও অপেক্ষায় থাকো। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কে সরল পথের পথিক এবং কে হেদায়াত লাভ করেছে।

www.pathagar.com

২১. সূরা আল-আম্বিয়া (৭৩) ٢١. سُوْرَةُ الْاَنْبِيَآءِ

আয়াত : ১১২; রুকূ' : ৭; মক্কী اٰيَاتُهَا : ١١٢، رُكُوْعٌ : ٧، مَكِّيَّةٌ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মক্কী জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ মাঝামাঝি সময় সূরাটি নাযিল হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. মানবজাতির হিসাব-নিকাশ গ্রহণের সময় অতি নিকটে এসে গেছে। অথচ তারা বিমুখ হয়ে উদাসীনতায় ডুবে আছে।

١. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ۝١

২. তাদের নিকট তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে নতুন কোনো উপদেশ আসলে তারা তা শোনে কিন্তু অবজ্ঞার সাথে।

٢. مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۝٢

৩. তাদের অন্তর থাকে উদাসীন। আর যারা স্বৈরাচারী যালেম তারা গোপনে সলা-পরামর্শ করে : সে তো তোমাদের মতো একজন মানুষই! তারপরও কি তোমরা দেখেশুনে জাদুজালে আটকা পড়বে?

٣. لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ط وَاَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ج اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝

৪. তিনি বললেন, আমার প্রভু আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই জানেন। তিনি মহাশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

٤. قٰلَ رَبِّىْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ز وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

৫. বরং তারা এও বলে, এতো আজেবাজে স্বপ্ন, বরং এতো তার মনগড়া কথা, বরং সে তো এক কবি! অতএব সে আমাদের নিকট কোনো নিদর্শন নিয়ে আসুক, যেমন আগেকার যুগের রাসূলগণকে নিদর্শনসহ পাঠানো হয়েছিল।

٥. بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بَلِ افْتَرٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ج فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ۝

৬. আমি এদের পূর্বে যেসব জনবসতিকে ধ্বংস করেছি তারা ঈমান আনেনি। তবে কি এরা ঈমান আনবে?

٦. مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ج اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ۝

৭. আপনার পূর্বেও আমি মানুষকেই রাসূল

٧. وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ

www.pathagar.com

إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

হিসেবে পাঠিয়েছি– যাদের নিকট আমি ওহী পাঠাতাম। অতএব তোমরা যদি না-ই জানো তবে জ্ঞানে বিশেষজ্ঞদের নিকট জিজ্ঞেস করো।

٨۔ وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ○

৮. আর আমি তাদেরকে খাদ্য গ্রহণ না করে (বেঁচে) থাকার মতো দেহবিশিষ্ট করিনি এবং তারা চিরস্থায়ীও ছিলো না।

٩۔ ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ○

৯. অতঃপর আমি তাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করলাম। আমি তাদেরকে এবং যাদেরকে ইচ্ছা করেছি (ধ্বংস থেকে) রক্ষা করেছি আর সীমালংঘনকারীদের ধ্বংস করেছি।

١٠۔ لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

১০. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট একটি কিতাব নাযিল করেছি, তাতে রয়েছে তোমাদের জন্য উপদেশ। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

١١۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ○

১১. আমি কতো জনপদ ধ্বংস করেছি, তারা ছিলো স্বৈরাচারী যালেম এবং তাদের পরে আরেক জাতির উত্থান ঘটিয়েছি।

١٢۔ فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَاْسَنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ ۝

১২. যখন তারা আমার শাস্তির বিষয়টি টের পেলো তখন জনপদ থেকে পালাতে লাগলো।

١٣۔ لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْٓا اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُوْنَ ○

১৩. তোমরা পলায়ন করো না এবং তোমাদের ভোগের সামগ্রী ও তোমাদের বাসস্থানসমূহে ফিরে এসো, হয়তো তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

١٤۔ قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○

১৪. তারা বললো, হায় আমাদের দুর্ভোগ! আমরা তো ছিলাম অত্যাচারী যালেম।

١٥۔ فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ○

১৫. তাদের এই আর্তনাদ চলতে থাকলো, যাবত না আমি তাদেরকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত আগুনবত (জীবনের স্পন্দনহীন) করে দিলাম।

١٦۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ○

১৬. আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যখানে যা কিছু আছে তা তামাশাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।

www.pathagar.com

১৭. যদি খেলনা বানানোই আমার ইচ্ছা হতো তাহলে নিজ থেকেই তা করে নিতাম। আমি তা করিনি।

١٧۔ لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ ق اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ○

১৮. বরং আমি সত্যের দ্বারা বাতিলের উপর আঘাত হানি। তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, সাথে সাথে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তোমরা মনগড়া যা রচনা করছো তার জন্য তোমাদের ভাগ্যে রয়েছে দুর্ভোগ।

١٨۔ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ط وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ○

১৯. যারা আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে তারা তাঁর মালিকানাধীন। আর যারা তাঁর নিকটে আছে তারা অহংকারের বশবর্তী হয়ে তাঁর ইবাদত ত্যাগ করে না এবং (ইবাদতে) ক্লান্তও হয় না।

١٩۔ وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ○ ج

২০. তারা রাত-দিন তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, (তাতে) শৈথিল্য প্রদর্শন করে না।

٢٠۔ يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ○

২১. তারা মাটির তৈরী যেসব দেব-দেবীকে গ্রহণ করেছে সেগুলো কি (মৃতকে) জীবিত করতে সক্ষম?

٢١۔ اَمِ اتَّخَذُوْٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ○

২২. আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যদি এক আল্লাহ ব্যতীত আরো ইলাহ থাকতো তবে উভয়ের সুশৃংখল ব্যবস্থাপনাই বিনষ্ট হয়ে যেতো। অতএব তারা যা যুক্ত করে তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র, মহান।

٢٢۔ لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ج فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○

২৩. তিনি যা করেন সেই সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায় না, কিন্তু তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

٢٣۔ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ ○

২৪. তারা কি তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য ইলাহ গ্রহণ করেছে? আপনি বলুন, তোমাদের দলীল পেশ করো। আমার সাথে যারা আছে এটা তাদের জন্য উপদেশ এবং আমার পূর্বেকার লোকজনের জন্যও এটাই ছিলো উপদেশ। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই প্রকৃত সত্য সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। তাই তারা সত্যবিমুখ।

٢٤۔ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ط قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ج هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِىَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِىْ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ لا الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

www.pathagar.com

২৫. আমি আপনার পূর্বে যে রাসূলই পাঠিয়েছি তার নিকট এই ওহীই করেছি যে, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত করো।

٢٥۔ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ○

২৬. ওরা বলে, দয়াময় রহমান সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র-মহান, বরং তারা (ফেরেশতারা) তাঁর সম্মানিত বান্দামাত্র।

٢٦۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ط بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ۝١

২৭. তারা আগে বেড়ে তাঁর সামনে কথা বলে না এবং তাঁর হুকুমমতো কাজ করে।

٢٧۔ لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ○

২৮. যা কিছু তাদের সামনে আছে এবং যা কিছু তাদের পিছনে (অজ্ঞাত) আছে সবই তিনি জানেন। তারা সুপারিশ করে কেবল তাদের জন্যই যাদের উপর তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-শঙ্কিত।

٢٨۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ○

২৯. তাদের মধ্যে যদি কেউ বলে, তিনি ছাড়া আমিও একজন ইলাহ, তাকে আমি প্রতিদান দিবো জাহান্নাম। আমি যালেমদেরকে এরূপ প্রতিদানই দিয়ে থাকি।

٢٩۔ وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ط كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ۝٢

৩০. যারা কুফরী করেছে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে একত্রে মিশে রয়েছিলো? অতঃপর আমি উভয়কে পরস্পর আলাদা করে দিয়েছি এবং পানির সাহায্যে প্রতিটি জিনিসকে জীবন্ত করেছি। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?

٣٠۔ اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ط وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ○

৩১. আর আমি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছি, যাতে তা এদেরকে নিয়ে (কম্পিত হয়ে) এদিক-সেদিক হেলে না যায়। আর আমি তাতে প্রশস্ত পথসমূহ সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা গন্তব্যে পৌঁছতে পারে।

٣١۔ وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ص وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ○

৩২. আর আমি আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ।

٣٢۔ وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ج

www.pathagar.com

وَّهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ○

আর তারপরও তারা আমার বাণীসমূহ থেকে বিমুখ হয়।

٣٣۔ وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ○

৩৩. তিনিই রাত, দিন, সূর্য ও চাঁদ সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটিই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।

٣٤۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ط اَفَاْئِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ○

৩৪. আমি আপনার পূর্বে কোনো মানুষকেই চিরন্তন জীবন দান করিনি। আপনি যদি মৃত্যুবরণ করেন তবে তারা কি চিরস্থায়ী জীবন লাভ করবে?

٣٥۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ط وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ط وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ○

৩৫. প্রতিটি জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আর আমি তোমাদেরকে অপকার ও উপকারের পরীক্ষা দ্বারা যাচাই করে থাকি এবং তোমাদেরকে আমার নিকটই ফিরে আসতে হবে।

٣٦۔ وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ط اَهٰذَا الَّذِىْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ج وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ○

৩৬. সত্য অমান্যকারীরা আপনাকে দেখলেই উপহাসের পাত্ররূপে আপনাকে বরণ করে। এই কি সেই ব্যক্তি যে তোমাদের দেব-দেবীর সমালোচনা করে? এরাই দয়াময় রহমানের আলোচনার বিরোধিতা করে।

٣٧۔ خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ط سَاُوْرِيْكُمْ اٰيٰتِىْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ○

৩৭. মানবজাতিকে তাড়াহুড়াপ্রবণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাবো। অতএব তোমরা আমাকে তাড়াহুড়া করতে বলো না।

٣٨۔ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৩৮. তারা আরো বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে এই প্রতিশ্রুতি কবে পূর্ণ হবে?

٣٩۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

৩৯. আহা, সত্য অমান্যকারীরা যদি জানতে পারতো, যখন তারা তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠকে আগুন থেকে রক্ষা করতে পারবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না!

٤٠۔ بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○

৪০. বরং তাদের উপর সেই প্রতিশ্রুতি কার্যকর হবে আকস্মিকভাবে এবং তা তাদেরকে হতবুদ্ধি করে ফেলবে। অতএব তারা তা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না।

www.pathagar.com

৪১. আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলকে অবশ্যই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। অতএব তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তা ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের পরিবেষ্টন করেছিলো।

٤١۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

৪২. আপনি জিজ্ঞেস করুন, রাতে ও দিনে দয়াময় রহমান থেকে তোমাদেরকে কে রক্ষা করবে? বরং তারা তাদের প্রভুর স্মরণ থেকে বিমুখ থাকে।

٤٢۔ قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ط بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

৪৩. অথবা আমি ব্যতীত তাদের কি এমন কোনো দেব-দেবী আছে যেগুলো তাদেরকে রক্ষা করতে পারে? এগুলো তো তাদের নিজেদেরই সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং আমার বিরুদ্ধেও সেগুলোর সাহায্যকারী নেই।

٤٣۔ اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ط لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ۝

৪৪. বরং আমি এদেরকে এবং এদের পূর্বপুরুষদেরকে ভোগ-বিলাসের সামগ্রী দান করেছিলাম, এমনকি তারা দীর্ঘজীবনও লাভ করেছিল। তারা কি দেখে না যে, আমি (তাদের) দেশকে চারদিক থেকে সংকুচিত করে আনছি? তবুও কি তারা জয়ী হবে?

٤٤۔ بَلْ مَتَّعْنَا هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ط اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ط اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝

টীকা : মূর্তিপূজারীরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে যুদ্ধ করছে আর পরাজিত হচ্ছে। ফলে তাদের প্রভাবাধীন এলাকা দিন দিন সংকুচিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দখলে চলে আসছে।

৪৫. আপনি বলুন, আমি তো কেবল ওহীর সাহায্যে তোমাদেরকে সতর্ক করছি। কিন্তু বধিরদেরকে সতর্ক করলেও তারা কোনো ডাক শুনতে পায় না।

٤٥۔ قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ز وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ۝

৪৬. আপনার প্রভুর নির্ধারিত শাস্তি যদি তাদেরকে কিছুমাত্র স্পর্শ করে তবে তারা অবশ্যই বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! আমরা তো ছিলাম যালেম।

٤٦۔ وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝

৪৭. আমি কিয়ামতের দিন সঠিক ওজন করার তুলাদণ্ডসমূহ স্থাপন করবো। অতএব কারো উপর কিছুমাত্র যুলুম করা হবে না। বিন্দু পরিমাণও

٤٧۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ط وَاِنْ كَانَ

www.pathagar.com

مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ط وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ○

কৃতকর্ম থাকলে তাও আমি উপস্থিত করবো। হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করার জন্য আমিই যথেষ্ট।

٤٨۔ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ⑦

৪৮. আমি অবশ্যই মূসা ও হারূনকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী মানদণ্ড, জ্যোতি ও উপদেশমালা দান করেছিলাম ধর্মভীরুদের জন্য,

٤٩۔ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ○

৪৯. যারা না দেখেই তাদের প্রভুকে ভয় করে এবং তারা কিয়ামত সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত।

٥٠۔ وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ط اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ⑧

৫০. আর এখন আমি এই বরকতময় উপদেশভাণ্ডার নাযিল করেছি। তথাপি তোমরা কি তা প্রত্যাখ্যান করবে?

٥١۔ وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ⑨

৫১. আমি ইতিপূর্বে ইবরাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দান করেছিলাম এবং আমি তাকে উত্তমরূপে জানতাম।

٥٢۔ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ○

৫২. যখন তিনি তার পিতা ও জাতিকে জিজ্ঞেস করলেন, এসব মূর্তি কী, যেগুলোর পূজা-অর্চনায় তোমরা লিপ্ত রয়েছ?

٥٣۔ قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ○

৫৩. তারা জবাব দিলো, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এদের পূজায় রত পেয়েছি।

٥٤۔ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৫৪. তিনি বললেন, অবশ্যই তোমরা নিজেরাও এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরাও সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত রয়েছ।

٥٥۔ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ○

৫৫. তারা বললো, তুমি কি আমাদের নিকট সত্য দীনসহ এসেছো নাকি তুমি উপহাসকারীদের একজন?

٥٦۔ قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ز وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

৫৬. তিনি বললেন, বরং তোমাদের প্রভু তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীরও প্রভু, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং এ বিষয়ে আমি তোমাদের সামনে অন্যতম সাক্ষী।

www.pathagar.com

৫৭. আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা যখন পিছনে ফিরে চলে যাবে তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্পর্কে অবশ্যই একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

٥٧۔ وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ○

৫৮. অতএব তিনি সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেললেন, তাদের প্রধান মূর্তিটি ব্যতীত, যাতে তারা সেটির কাছে ফিরে আসে।

٥٨۔ فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ○

৫৯. তারা পরস্পরকে বললো, আমাদের দেব-দেবীর সাথে এরূপ আচরণ কে করেছে? নিশ্চয়ই সে মারাত্মক যালেম।

٥٩۔ قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ⑤

৬০. কেউ কেউ বললো, ইবরাহীম নামে কথিত এক যুবককে আমরা এগুলোর সমালোচনা করতে শুনেছি।

٦٠۔ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ⑥

৬১. তারা বললো, তোমরা তাকে জনগণের সামনে উপস্থিত করো, যাতে তারা দেখতে পায়।

٦١۔ قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ○

৬২. তারা জিজ্ঞেস করলো, হে ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের দেব-দেবীর সাথে এই আচরণ করেছো?

٦٢۔ قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ○

৬৩. তিনি বললেন, বরং এগুলোর মধ্যকার প্রধানটিই এই কাজ করেছে। তোমরা এগুলোকে জিজ্ঞেস করো, যদি এগুলো জবানবন্দী দিতে পারে।

٦٣۔ قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ق كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ○

৬৪. তখন তারা নিজেদের মনে মনে চিন্তা করলো এবং পরস্পরকে বললো, আসলে তোমরাই তো যালেম।

٦٤۔ فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ⑦

৬৫. অতঃপর তাদের মাথা হেঁট হয়ে গেলো (এবং বললো), তুমি তো অবশ্যই জানো , এরা কথা বলতে পারে না।

٦٥۔ ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ج لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ○

৬৬. তিনি বললেন, তবে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা করবে যেগুলো তোমাদের কোনো উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না?

٦٦۔ قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ⑧

www.pathagar.com

٦٧. اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

৬৭. আফসোস তোমাদের জন্য এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যেগুলোর উপসনা করো সেগুলোর জন্য! তবুও কি তোমরা বুঝতে চেষ্টা করবে না?

٦٨. قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ○

৬৮. তারা পরস্পরকে বললো, তোমরা যদি কিছু করতে চাও তবে তাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলো এবং তোমাদের দেব-দেবীকে সাহায্য করো।

٦٩. قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ۝

৬৯. আমি বললাম, হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের জন্য ঠাণ্ডা ও শান্তিময় হয়ে যাও।

٧٠. وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ۝

৭০. তারা ইবরাহীমের ক্ষতিসাধন করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তাদেরকে নিকৃষ্টভাবে ব্যর্থ করে দিলাম।

টীকা : এতোটা যুক্তিসংগতভাবে বুঝানোর পরও তাঁর মূর্তিপূজারী জাতি তাঁর কথায় কর্ণপাত তো করলোই না, উপরন্তু তাঁকে জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আগুনের মধ্যে তাঁর জন্য মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করে দিলেন। আল্লাহ্‌র দীনের দাওয়াত দানকারীদের জন্য এ ঘটনায়ও অনুপ্রাণিত হওয়ার মতো শিক্ষা রয়েছে। তারা বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা নির্যাতিত হলেও এমন এক প্রয়োজনীয় মুহূর্তে আল্লাহ্‌র সাহায্য এসে যাবে যা তারা কল্পনাও করতে পারবে না। আল্লাহ তাঁর দীনের সাহায্যকারীদের কিভাবে সাহায্য করবেন তা তাঁর পরিকল্পনায় আছে।

٧١. وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ○

৭১. আর আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে এমন এক এলাকায় নিয়ে গেলাম যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণ ও বরকত রেখেছি।

٧٢. وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ط وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ○

৭২. আর আমি তাকে দান করেছি (পুত্র) ইসহাক ও তার অতিরিক্ত (নাতি) ইয়া'কূবকে এবং তাদের প্রত্যেককে বানিয়েছি সৎকর্মপরায়ণ।

٧٣. وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ج وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۝

৭৩. আর আমি তাদেরকে বানিয়েছি নেতা, তারা আমার নির্দেশ মোতাবেক মানুষকে সত্যপথ প্রদর্শন করতেন। আর আমি তাদের নিকট ওহী পাঠিয়েছিলাম সৎকাজ করতে, নামায কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে। তারা ছিলো আমারই ইবাদতগুজার।

٧٤. وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ

৭৪. আর আমি লূতকে বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান (নবুওয়াত) দান করেছিলাম এবং তাকে এমন

www.pathagar.com

مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ط
اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ۝٧٤

এক জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম যারা ঘৃণ্য অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিলো। এরা ছিলো খুবই জঘন্য পাপাচারী জাতি।

٧٥. وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ط اِنَّهٗ مِنَ
الصّٰلِحِيْنَ ۝٧٥

৭৫. অন্যদিকে আমি তাকে আমার রহমতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করলাম। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ লোকদের মধ্যকার একজন।

٧٦. وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا
لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۝٧٦

৭৬. আর নূহ, ইতিপূর্বে তিনি যখন আমাকে ডেকেছিলেন তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছি এবং তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে ভয়ানক বিপদ থেকে রক্ষা করেছি।

٧٧. وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ
فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ

৭৭. আমি তাকে আমার বাণীসমূহ প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্যও করেছি। নিশ্চয়ই তারা ছিলো একটি নিকৃষ্ট জাতি। তাই আমি তাদের সকলকে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছি।

٧٨. وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِي
الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ج
وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ۝

৭৮. আর দাউদ ও সুলায়মান, যখন তারা ফসলের ক্ষেত সম্পর্কে বিচার করছিলেন, তাতে রাতের বেলা এক সম্প্রদায়ের মেষপাল ঢুকে পড়ে (ফসল নষ্ট করেছিল)। আমি তাদের বিচার পর্যবেক্ষণ করছিলাম।

٧٩. فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ج وَكُلًّا اٰتَيْنَا
حُكْمًا وَّعِلْمًا ز وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ
الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ط وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ

৭৯. অতএব আমি সুলায়মানকে সঠিক সিদ্ধান্ত বুঝিয়ে দিলাম, অবশ্য বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান উভয়কেই দান করেছিলাম। আর আমি দাউদের সাথে পর্বতমালা ও পাখিদেরকে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার জন্য যুক্ত করে দিয়েছিলাম। আমিই ছিলাম এই কাজের কর্মবিধায়ক।

٨٠. وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ
لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ج فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ

৮০. আর আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিল্প শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা তোমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের নিরাপত্তা দান করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবে না?

٨١. وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ
بِاَمْرِهٖٓ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ط

৮১. আর আমি সুলায়মানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম তীব্র বাতাসকে। তা তার নির্দেশে এমন এলাকার দিকে প্রবাহিত হতো যেখানে

www.pathagar.com

وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ○

আমি রেখেছি পর্যাপ্ত বরকত ও কল্যাণ। আর আমি প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত।

٨٢۔ وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ط وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ⑫

৮২. আর শয়তানদের মধ্যে কতক তার জন্য ডুবুরীর কাজ করতো, এছাড়া আরো অনেক কাজ করতো। আমিই ছিলাম এদের নিরাপত্তা দানকারী।

٨٣۔ وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ⑬

৮৩. আর আইউব, যখন তিনি তার প্রভুকে ডাকলেন, আমি দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি এবং আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

٨٤۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ○

৮৪. অতএব আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, তাকে দুর্দশামুক্ত করলাম এবং তাকে দান করলাম তার পরিবার-পরিজন এবং তাদের সাথে আমার রহমতস্বরূপ অনুরূপ আরো কিছু। এজন্য যে, তা যেনো ইবাদতকারী বান্দাদের জন্য উপদেশ গ্রহণের বিষয় হতে পারে।

٨٥۔ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ط كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ⑭

৮৫. আর ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফ্‌ল, তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন ধৈর্যশীল।

٨٦۔ وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ط اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

৮৬. আমি তাদেরকে আমার রহমতের মধ্যে দাখিল করলাম। নিশ্চয়ই তারা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ।

٨٧۔ وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ق اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ⑮

৮৭. আর মাছওয়ালা (ইউনুস), যখন তিনি রাগান্বিত হয়ে (নিজ এলাকা থেকে) চলে গিয়েছিলেন, তিনি ধারণা করেছিলেন, আমি তাকে ধরতে (শাস্তি দিতে) পারবো না। অতএব তিনি (মাছের পেটে ঘোর) অন্ধকারের মধ্যে ডাক দিলেন যে, "আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয়ই আমি মহাঅপরাধী"।

٨٨۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ط وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ⑯

৮৮. তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করলাম। আমি এভাবেই ঈমানদারগণকে রক্ষা করে থাকি।

www.pathagar.com

টীকা : ইউনুস (আ) সম্পর্কে তিন স্থানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এসেছে : সূরা ইউনুস, ৯৮ নং আয়াত, সূরা সাফ্‌ফাত, ১৩৯-১৪৮ আয়াত ও সূরা কালাম, ৪৮-৫০ আয়াত। কথিত আছে যে, তিনি চল্লিশ দিন পর্যন্ত মাছের পেটে ছিলেন। অতঃপর মাছটি তাকে জীবন্ত অবস্থায় সমুদ্র সৈকতে নিক্ষেপ করে। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদীরা এর সমালোচনা করে বলে যে, এতো দিন ধরে একটি মানুষের মাছের পেটে জীবিত থাকা গালগল্প ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু এরূপ অলৌকিক বা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বিধান বহির্ভূত ঘটনা অহরহ ঘটছে। ১৮৯১ খৃ. ইংল্যাণ্ডের একদল মাছ শিকারী 'স্টার অব দি ইস্ট' নামক নৌযানে তিমি মাছ শিকারের জন্য গভীর সমুদ্রে যান। তারা বিশ ফুট লম্বা, পাঁচ ফুট চওড়া ১০০ মন ওজনের একটি তিমিকে আঘাত করে আহত করেন। মাছটির সাথে ধস্তাধস্তির সময় জেম্‌স বার্টলে নামীয় একজন জেলেকে সেটি গিলে ফেলে। তারা ষাট ঘণ্টা পর মাছটিকে মৃত অবস্থায় পেয়ে যান। এর পেট ফাড়া হলে বার্টলেকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেলো (উর্দূ ডাইজেস্ট, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪ খৃ. সংখ্যা)। আজ থেকে ১০-১২ বছর আগে লন্ডন ব্রিজের উপর থেকে একটি শিশু টেমস নদীতে পতিত হয়ে বরফের মধ্যে হারিয়ে যায়। ডুবুরীরা অনেক খোঁজাখুঁজি করে আট দিনের মাথায় তাকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রয়োজনীয় সেবাদানের পর শিশুটির জীবন স্পন্দন ফিরে আসে। বার্টলে ৬৪ ঘণ্টা মাছের পেটে এবং শিশুটি ৮ দিন বরফের মধ্যে কীভাবে জীবিত থাকলো? প্রকৃতিবাদী বস্তুবাদীরা কী উত্তর দিবেন? আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে জীবন ধারণের সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশেও মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। তিনি আগুনের মধ্যে ইবরাহীম (আ)-এর জন্য মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন (দ্র. এই সূরার ৬৯ নং আয়াত)।

৮৯. وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ۝

৮৯. আর যাকারিয়া, যখন তিনি তার প্রভুকে ডাকলেন, হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে নিঃসঙ্গ রেখো না, তুমিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী।

৯০. فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ط وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ۝

৯০. অতএব আমি তার দোয়া কবুল করলাম, তাকে দান করলাম ইয়াহ্‌ইয়া এবং তার স্ত্রীকে (সন্তান ধারণের) যোগ্যতাসম্পন্ন করলাম। তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করতেন এবং আগ্রহ ও ভয় সহকারে আমাকে ডাকতেন। তারা ছিলেন আমার প্রতি বিনীত-অবনত।

৯১. وَالَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

৯১. আর সেই নারী যিনি নিজ সতীত্ব বজায় রেখেছিলেন, আমি তার মধ্যে আমার রূহ থেকে ফুঁকে দিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন বানালাম।

৯২. اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ۝

৯২. নিশ্চয়ই তোমাদের এই উম্মত মূলত একই উম্মত এবং আমি তোমাদের প্রভু। অতএব তোমরা আমার ইবাদত করো।

৯৩. وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ط كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ۝

৯৩. কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে তাদের দীনকে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে। সকলকেই আমার নিকট ফিরে আসতে হবে।

www.pathagar.com

৯৪. কোনো ব্যক্তি ঈমানদার অবস্থায় সৎকাজ করলে তার কর্মপ্রচেষ্টার অমর্যাদা করা হবে না এবং অবশ্যই আমি তা লিপিবদ্ধ করে রাখছি।

٩٤. فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ج وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ○

৯৫. যে লোকালয়কে আমি ধ্বংস করেছি তার বাসিন্দাদের সম্পর্কে নিষিদ্ধ হয়েছে যে, তারা আর ফিরে আসবে না।

٩٥. وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ○

৯৬. শেষ পর্যন্ত যখন ইয়া'জূজ-মা'জূজকে মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে–

٩٦. حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ○

টীকা : কিয়ামতের একেবারেই নিকটবর্তী সময় ইয়া'জূজ-মা'জূজের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। এরা পৃথিবীবাসীর উপর সর্বদিক থেকে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে যেমন ক্ষুধার্ত হিংস্র প্রাণী সহসা খাঁচামুক্ত হয়ে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরা হবে চরম অত্যাচারী ও নির্দয় স্বৈরাচারী। সূরা কাহ্‌ফ-এর ৯৪ আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকাও দ্রষ্টব্য।

৯৭. এবং সত্য প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় নিকটবর্তী হবে তখন কাফেরদের দৃষ্টিশক্তি স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবে, হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীনতায় ডুবে ছিলাম, বরং আমরা ছিলাম যালেম।

٩٧. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○

৯৮. নিশ্চয়ই তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত যেগুলোর উপাসনা তোমরা করো সেগুলো জাহান্নামের ইন্ধন হবে। তোমরা তাতে প্রবেশ করবে।

٩٨. اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ط اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ ○

৯৯. এগুলো যদি ইলাহ হতো তবে সেগুলো দোযখে প্রবেশ করতো না। ওদের সকলেই তার স্থায়ী বাসিন্দা হবে।

٩٩. لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ط وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

১০০. সেখানে তারা কানফাটা আর্তনাদ করতে থাকবে এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না।

١٠٠. لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ○

১০১. যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে আগে থেকেই কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হবে।

١٠١. اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰٓى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ۝١٠١

www.pathagar.com

١٠٢۔ لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ج وَهُمْ فِىْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ۝

১০২. তারা জাহান্নামের ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং নিজেদের মনের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে যা চাবে চিরকাল তা পাবে।

١٠٣۔ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ط هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۝

১০৩. চরম ভীতিও তাদেরকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবে না এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে এই বলে অভ্যর্থনা জানাবে : এটা তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছিল।

١٠٤۔ يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ط كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ط وَعْدًا عَلَيْنَا ط اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ۝

১০৪. সেই (কিয়ামতের) দিন আমি আসমানকে লিখিত কিতাবসমূহের বাণ্ডিলের মতো ভাঁজ করে ফেলবো। আমি যেভাবে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছি ঠিক সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করবো। এটা আমার (অবশ্য পালনীয় একটি) প্রতিশ্রুতি। তা আমি পূর্ণ করবোই।

١٠٥۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ ۝

১০৫. আমি অবশ্যই যাবূর কিতাবে উপদেশ দেয়ার পর লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণই হবে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী।

টীকা : বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত গীতসংহিতা (যাবূর) কিতাবে প্রায় অনুরূপ বক্তব্য পাওয়া যায়। "কারণ দুরাচারগণ উচ্ছিন্ন হবে, কিন্তু যারা সদাপ্রভুর অপেক্ষা করে তারাই দেশের অধিকারী হবে" (৩৭ ঃ ৯)। "কিন্তু মৃদুশীলেরা দেশের অধিকারী হবে এবং শান্তির বাহুল্যে আমোদ করবে" (৩৭ ঃ ১১)। "ধার্মিকেরা দেশের অধিকারী হবে, তারা নিয়ত তথায় বাস করবে। ধার্মিকের মুখ জ্ঞানের কথা বলে। তার জিহ্বা ন্যায়বিচারের কথা বলে" (৩৭ ঃ ২৯-৩০)।

١٠٦۔ اِنَّ فِىْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ۝

১০৬. নিশ্চয়ই তাতে এক মহাকল্যাণ নিহিত রয়েছে ইবাদতকারী বান্দাদের জন্য।

١٠٧۔ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

১০৭. আর আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য করুণার আধার হিসেবেই পাঠিয়েছি।

١٠٨۔ قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

১০৮. আপনি বলুন, আমার নিকট ওহী পাঠানো হয় যে, তোমাদের ইলাহ হলেন মাত্র একজন ইলাহ। অতএব তোমরা কি মুসলমান হবে?

١٠٩۔ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ ط وَاِنْ اَدْرِىْٓ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ۝

১০৯. তারা যদি ফিরে যায় তাহলে আপনি বলুন, আমি তো প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে তোমাদেরকে যথাযথভাবে সাবধান করে দিয়েছি। তোমাদেরকে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় সেটি নিকটে না দূরে আছে তা আমি জানি না।

www.pathagar.com

১১০. নিশ্চয়ই তিনি প্রকাশ্যে বলা কথা সম্পর্কেও অবহিত এবং তোমরা যা গোপন করো তাও তিনি জানেন।

١١٠۔ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ○

১১১. আমি জানি না, হয়তো এটা (বিলম্ব) তোমাদের জন্য একটা পরীক্ষা এবং কিছু কাল ভোগবিলাসের জন্য অবকাশ।

١١١۔ وَاِنْ اَدْرِىْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○

১১২. তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! ইনসাফের সাথে মীমাংসা করে দিন। আর তোমরা (কাফেররা) যা কিছু বলো তার বিপরীতে (আমাদের জন্য) আমাদের প্রভু দয়াময় এবং তিনি সাহায্যের একমাত্র উৎস।

١١٢۔ قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ط وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ۞

মহানবীর (স) মহাবাণী

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلٰى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْاَلُ اللّٰهَ خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ اِيَّاهُ.

"যে কোনো মুসলিম ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে ঘুমিয়ে গেলো, অতঃপর গভীর রাতে উঠে আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও বরকত লাভের জন্য দোয়া করলো, আল্লাহ অবশ্যই তার দোয়া কবুল করেন" (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৫ খ, পৃ. ২৩৫, নং ২২৩৯৮; আবু দাউদ, আদাব, বাব ৯৬, নং ৫০৪২)।

www.pathagar.com

২২. সূরা আল-হজ্জ (১০৩)

٢٢- سُوْرَةُ الْحَجِّ

আয়াত : ৭৮; রুকূ' : ১০; মাদানী

اٰيَاتُهَا : ٧٨، رُكُوْعٌ : ١٠، مَدَنِيَّةٌ

যদিও সূরাটিকে মাদানী বলা হয় কিন্তু এর আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে মক্কী ও মাদানী উভয় সূরার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। অতএব সূরার একটি অংশ মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে এবং অপরাংশ মাদানী জীবনের প্রথম পর্যায়ে নাযিল হয়ে থাকবে। ২৪ নং আয়াত পর্যন্ত মক্কী এবং পরবর্তী আয়াতসমূহ মাদানী।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে মানবজাতি! তোমাদের প্রভুকে ভয় করো। নিশ্চয়ই কিয়ামতের প্রকম্পন অত্যন্ত ভয়ংকর একটি ব্যাপার।

١- يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ج اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ○

২. যেদিন তোমরা সেই কম্পন দেখবে সেদিন প্রত্যেক দুধদায়িনী তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে, প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে এবং তুমি মানুষকে দেখবে নেশাগ্রস্তের ন্যায়, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়; বরং আল্লাহ্‌র শাস্তিই হবে সাংঘাতিক কঠোর।

٢- يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ○

৩. মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা না জেনেই আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে এবং প্রতিটি উদ্ধত শয়তানের অনুসরণ করে।

٣- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ۙ

৪. এই শয়তান সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে যে, কেউ তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলে সে তাকে অবশ্যই বিপথগামী করবে এবং তাকে দোযখের শাস্তির দিকে পরিচালিত করবে।

٤- كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ○

৫. হে মানবজাতি! মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে যদি তোমাদের সন্দেহ থেকে থাকে তবে জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, তারপর রক্তপিণ্ড থেকে, তারপর পূর্ণ আকৃতির অথবা অপূর্ণ আকৃতির গোশতপিণ্ড থেকে, তোমাদের নিকট (প্রকৃত সত্য) স্পষ্ট করার জন্য। আর আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত নারীর

٥- يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ط وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى

www.pathagar.com

ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ج وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ط وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ○

গর্ভাশয়ে স্থির রাখি, তারপর তোমাদেরকে দুর্বল শিশুরূপে বের করি, অতঃপর যাতে তোমরা তোমাদের পরিণত বয়সে পৌছতে পারো। আর তোমাদের মধ্যে কেউ (বিভিন্ন পর্যায়ে) মারা যায়, আবার কেউ নিকৃষ্টতম বয়সে উপনীত হয়, ফলে সে যা কিছু জানতো তাও বিস্মৃত হয়ে যায়। আর তুমি মাঠ-ময়দানকে শুকনো দেখতে পাও। অতঃপর যখন আমি তাতে পানি সরবরাহ করি তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সব রকমের সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।

টীকা : কিয়ামতের আলোচনার পর তাতে বিশ্বাসী করার জন্য মানুষের জন্মবৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে, অতঃপর বৃষ্টির মাধ্যমে মৃত ভূমিকে জীবন্ত করার কথাও বলা হয়েছে। মানুষ মারা যাওয়ার পর মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে মাটি হয়ে যায়। আল্লাহ তাকে কিভাবে পুনর্গঠিত করবেন– কাফেরদের এরূপ সন্দেহ কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উক্ত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এর জবাবে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। বৃষ্টি বর্ষণ তার একটি। পানির বিশাল ভাণ্ডার (সাগর-মহাসাগর) থেকে তাপের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা একে বাষ্পে পরিণত করে আকাশে তুলে নেন। তারপর একে মেঘের আকার জমাটবদ্ধ করেন। তারপর বৃষ্টির আকারে লোকালয়ে ছড়িয়ে দেন। তারপর এই ছড়ানো-ছিটানো পানিকে আবার নদী-নালা দিয়ে প্রবাহিত করে সাগরে নিয়ে জমা করেন। মানুষের হারিয়ে যাওয়া দেহকেও তিনি মাটি থেকে এভাবে সংগ্রহ করে পুনর্জীবিত করে হাশরের মাঠে উপস্থিত করবেন।

٦۔ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ⑥

৬. এসব কিছু এজন্য যে, আল্লাহ্ই মহাসত্য, তিনিই মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনিই সব কিছুর উপর সর্বময় শক্তির অধিকারী।

٧۔ وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ ○

৭. আর কিয়ামত অবশ্যই আসবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং যারা কবরে অন্তর্হিত আছে আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উঠাবেন।

٨۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۙ⑧

৮. মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে কোনোরূপ জ্ঞান বা পথনির্দেশ বা আলোকোজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে–

٩۔ ثَانِىَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط لَهٗ فِى الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ○

৯. ঘাড় বাঁকিয়ে, আল্লাহ্র পথ থেকে বিপথগামী করার জন্য। পৃথিবীতে তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা-অপমান এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে জ্বালা-পোড়ার শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো।

www.pathagar.com

১০. এটা তোমার সেই কৃতকর্মের ফল যা তোমার হাত অগ্রিম পাঠিয়েছে। অন্যথায় আল্লাহ তো বান্দাদের প্রতি যুলমকারী নন।

١٠۔ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

১১. মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। তার কোনো কল্যাণ হলে তাতে সে প্রশান্তি বোধ করে এবং তার বিপর্যয় ঘটলে সে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। তাতে সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এতো সুস্পষ্ট ক্ষতি, ব্যর্থতা।

١١۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ج فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ِۨاطْمَاَنَّ بِهٖ ج وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ِۨانْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ق خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ط ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ۝

১২. সে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে এমন কিছুকে ডাকে যা তার অপকার বা উপকার কিছুই করতে সক্ষম নয়। এতো চরম পর্যায়ের পথভ্রষ্টতা।

١٢۔ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ط ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۝

১৩. সে এমন কিছুকে ডাকে যার অপকার উপকারের আগে পৌঁছে। কতো নিকৃষ্ট এই বন্ধু, কতো নিকৃষ্ট এই সাথী!

١٣۔ يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗٓ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ط لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ۝

১৪. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন।

١٤۔ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝

১৫. যে লোক ধারণা করে যে, আল্লাহ তাকে (নবীকে) দুনিয়া ও আখেরাতে কখনো সাহায্য করবেন না সে আকাশ পর্যন্ত একটি দড়ি টানিয়ে নিক, অতঃপর তা বিচ্ছিন্ন করুক, অতঃপর লক্ষ করুক, তার অপকৌশল তার এই আক্রোশ দূর করতে পারে কিনা।

١٥۔ مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ۝

টীকা : উপরোক্ত আয়াতের তরজমায় প্রচুর মতভেদ লক্ষ করা যায়। যেমন : যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আল্লাহ তাকে... সাহায্য করবেন না– (ক) সে যেনো ছাদের সাথে দড়ি বেঁধে আত্মহত্যা করে, (খ) সে যেনো দড়ির সাহায্যে আসমানে উঠে তার সাহায্য বন্ধ করাতে চেষ্টা করে, (গ) সে যেনো আকাশে উঠে ওহীর ধারাবাহিকতা ছিন্ন করার চেষ্টা করে, (ঘ) সে যেনো আসমানে উঠে তার রিযিক বন্ধ করার চেষ্টা করে ইত্যাদি।

www.pathagar.com

১৬. এরূপ স্পষ্ট বক্তব্যসহ আমি কুরআন নাযিল করেছি। আর আল্লাহ যাকে চান তাকেই সৎপথে পরিচালিত করেন।

١٦۔ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يُّرِيْدُ ○

১৭. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, যারা ইহুদী হয়েছে, যারা সাাবিঈ, খৃষ্টান ও আগুনের উপাসক এবং মুশরিক হয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিবেন। নিশ্চয়ই সব কিছু আল্লাহ্‌র দৃষ্টির সামনে রয়েছে।

١٧۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ○

১৮. আপনি কি দেখেন না যে, আল্লাহ্‌কে সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে, যা কিছু আছে পৃথিবীতে, সূর্য, চাঁদ, তারকারাজী, পর্বতমালা, গাছপালা, জীবজন্তু এবং বহু সংখ্যক মানুষ। আবার অনেকের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে। আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করেন তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা চান তাই করেন।

টীকা : উপরোক্ত আয়াত পাঠ ও শ্রবণশেষে একটি সিজদা করুন।

١٨۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ط وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ط وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ط اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩

১৯. এই দু'টি বিবদমান পক্ষ, তারা তাদের প্রভু সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে। অতএব (তাদের মধ্যে) যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য আগুনের পোশাক কাটা (তৈরি করা) হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে।

١٩۔ هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ ز فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ط يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ۞

২০. তার প্রতিক্রিয়ায় তাদের পেটের মধ্যে যা কিছু আছে তা এবং তাদের শরীরের চামড়া বিগলিত হবে।

٢٠۔ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ۞

২১. তাদের জন্য আরো থাকবে লোহার মুগুর।

٢١۔ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ○

২২. তারা যখনই যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে দোযখ থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে তৎক্ষণাৎ তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে, তোমরা জ্বলা-পোড়ার শাস্তি ভোগ করো।

٢٢۔ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ز وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۞

২৩. (অপর দলটি) যারা ঈমান এনেছে এবং

٢٣۔ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

www.pathagar.com

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ط وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ○

সৎকাজ করেছে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। সেখানে তাদেরকে সুসজ্জিত করা হবে সোনার কঙ্কন ও মণি-মুক্তা দ্বারা এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।

٢٤۔ وَهُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ج وَهُدُوْٓا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ○

২৪. তাদেরকে পবিত্র বাণীর অনুসারী বানানো হয়েছিল এবং পরিচালিত করা হয়েছিল সার্বিকভাবে প্রশংসিত সত্তার পথপানে।

٢٥۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ نِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ط وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

২৫. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে ও মসজিদুল হারামে আসতে বাধাগ্রস্ত করে, যাকে আমি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য সমান হিসেবে প্রস্তুত করেছি, এবং যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে তাতে পাপ কাজ করার ইচ্ছা করে তাকে আমি মর্মান্তিক শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো।

٢٦۔ وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ○

২৬. যখন আমি ইবরাহীমের জন্য কা'বা ঘরের স্থান নির্ধারণ করে দিলাম (তখন বললাম), আপনি আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবেন না এবং তাওয়াফকারী, নামায আদায়কারী ও রুকূ'-সিজদাকারীদের জন্য আমার ঘরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখুন।

٢٧۔ وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ۝

২৭. আর আপনি মানুষের মধ্যে হজ্জ করার ঘোষণা দিন, তারা আপনার নিকট আসবে পায়ে হেঁটে ও সকল প্রকার ক্ষীণকায় উটে চড়ে, তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।

٢٨۔ لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ج فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ۝

২৮. যাতে তারা তাদের জন্য কল্যাণকর স্থানসমূহে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে যে চতুষ্পদ গবাদি পশু রিযিক হিসেবে দান করেছেন সেগুলো যবেহ করাকালে নির্দিষ্ট কয়েক দিন আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করতে (যবেহ করতে) পারে।[১] অতএব সেগুলোর গোশত তোমরাও আহার করো এবং অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র লোকজনকেও আহার করাও।[২]

www.pathagar.com

টীকা-১ : নির্দিষ্ট কয়েক দিন বলতে ১০ যিলহজ্জ ও তার পরবর্তী ৩ দিনকে বুঝানো হয়েছে। এ কয়দিন রোযা রাখা নিষেধ। ১০, ১১ ও ১২ তারিখ এই তিন দিন হলো কুরবানী করার দিন (হানাফী ও মালিকী)। শাফিঈ ও হাম্বালী মতে ১৩ তারিখও কুরবানীর দিন।

টীকা-২ : কুরবানীর গোশত নিজেরাও খাবে, গরীবদেরও দিবে, আত্মীয়-বন্ধুদেরও দিবে এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকেও দেয়া যাবে। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র মতে, তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজেদের জন্য, এক ভাগ বন্ধু-আত্মীয়-প্রতিবেশীর জন্য এবং এক ভাগ গরীবের মধ্যে বিলানো উত্তম।

٢٩۔ ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ○

২৯. অতঃপর তারা যেনো নিজেদের ক্লেদ-কালিমা দূর করে, তাদের মানত পূর্ণ করে এবং প্রাচীনতম (কা'বা) ঘরের তাওয়াফ করে।

টীকা : 'ক্লেদ-কালিমা দূর করে' অর্থাৎ কুরবানী করার পর হাজ্জীগণ ইহরামমুক্ত হবেন এবং ক্ষৌরকর্ম ও গোসল করে পরিচ্ছন্ন হবেন।

٣٠۔ ذٰلِكَ ق وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ط وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ○١

৩০. এটাই (আল্লাহ্‌র বিধান), কেউ আল্লাহ নির্ধারিত পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানসমূহের প্রতি সম্মান দেখালে তা তার প্রভুর এখানে তার জন্য উপকারী, কল্যাণকর। তোমাদের জন্য গবাদি পশু হালাল করা হয়েছে, সেগুলো ব্যতীত যা তোমাদের নিকট (ব্যতিক্রম হিসেবে) উল্লেখ করা হয়েছে।[১] অতএব তোমরা মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো এবং মিথ্যা কথা বলা বর্জন করো–

টীকা-১ : 'গবাদি পশু হালাল করা হয়েছে', অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় গবাদি পশুর গোশত খাওয়া জায়েয। 'সেগুলো ব্যতীত' অর্থাৎ শূকর, মৃতজীব, রক্ত এবং আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীত অপর কিছুর নামে যবেহ করা হয়েছে এমন হালাল পশুর গোশত আহার করাও হারাম।

٣١۔ حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ط وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ○

৩১. আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর সাথে (কোনো কিছু) শরীক না করে। যে লোক আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে সে যেনো আসমান থেকে পতিত হলো, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী এলাকায় নিক্ষেপ করলো।

٣٢۔ ذٰلِكَ ق وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ○

৩২. এটাই (আল্লাহ্‌র বিধান)। কেউ আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তা তো অন্তরে আল্লাহভীতির লক্ষণ।

টীকা : যেসব জিনিস বা বিষয় ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র পরিচিতিমূলক চিহ্ন হিসেবে নির্ধারিত, সেগুলোর মর্যাদা রক্ষা করা অন্তরের তাকওয়ার পরিচয়বাহী। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, কুরবানী, দুই ঈদ উদযাপন, দাড়ি রাখা ইত্যাদি।

٣٣۔ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى

৩৩. একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত এসব পশুতে তোমাদের জন্য বিভিন্ন উপকার নিহিত রয়েছে।

www.pathagar.com

ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٣٣﴾

অতঃপর এগুলোর কুরবানী করার স্থান সেই প্রাচীন ঘরের নিকটে অবস্থিত।

টীকা : হানাফী মাযহাবমতে প্রয়োজনবোধে কুরবানীর পশুর দ্বারা সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে। শাফিঈ মাযহাবমতে স্বাভাবিকভাবেই এ পশু দ্বারা যে কোনো উপকারী সেবা নেয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তিকে একটি উটের লাগাম ধরে হেঁটে যেতে দেখে বললেন, "তুমি এর পিঠে সওয়ার হয়ে যাও। সে বললো, এটা কুরবানীর উট। তিনি বললেন, তা হোক, তবুও সওয়ার হও" (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারিমী, আহমাদ, মুওয়াত্তা)।

٣٤۔ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ط فَاِلٰـهُكُمْ اِلٰـهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا ط وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আমি প্রতিটি উম্মতের জন্য কুরবানীর একটি নিয়ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছি।১ তিনি তাদেরকে রিযিক হিসেবে যেসব চতুষ্পদ গবাদি পশু দান করেছেন তারা যাতে সেগুলো আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে যবেহ করে। অতএব তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। সুতরাং তোমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করো এবং আপনি অনুগত ও বিনয়ীদের সুসংবাদ দিন–

টীকা-১ : সকল নবীর শরীয়াতে কুরবানী করা আবশ্যকীয় ছিলো। এখানে সেই কথা বলা হয়েছে।

٣٥۔ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ لا وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○

৩৫. যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র নামের উল্লেখ হলেই প্রকম্পিত হয়, তাদের কোনো বিপদ আসলে তারা তাতে ধৈর্যধারণকারী, নামায কায়েমকারী এবং আমি তাদের যে রিযিক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।

٣٦۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ق فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ج فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ط كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

৩৬. আর আমি (কুরবানীর) উটকে আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছি। তার মধ্যে তোমাদের জন্য বিপুল কল্যাণ নিহিত আছে। অতএব তোমরা সেগুলোকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে (যবেহ করার সময়) সেগুলোর উপর আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করো। সেগুলো কাত হয়ে পড়ে যাবার পর তোমরা তা থেকে (গোশত) আহার করো এবং অল্পে তুষ্ট নীরব যাঞ্চাকারী ও সাধারণ যাঞ্চাকারীদেরও আহার করাও। আমি এগুলোকে এভাবে তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

٣٧۔ لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ط كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا

৩৭. আল্লাহ্‌র কাছে কখনো এর গোশতও পৌঁছে না এবং এর রক্তও পৌঁছে না, বরং পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া– আল্লাহ্‌ভীতি।১ এভাবে আমি এগুলোকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা

www.pathagar.com

هَدٰىكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ○

করো এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। আর আপনি সৎকর্মশীল লোকদের সুসংবাদ দিন।

টীকা-১ : কুরবানী করার পিছনে ব্যক্তির আল্লাহভীতিই মূল প্রেরণা। সামাজিক প্রথা বা প্রদর্শনীমূলক কুরবানীর পিছনে তাকওয়ার অস্তিত্ব নেই। যেসব লোক কুরবানীর গোশত সঞ্চিত রেখে মাসের পর মাস আহার করে, এই বাণীকে সামনে রেখে তাদের অন্তরের তাকওয়ার পর্যালোচনা করা উচিৎ।

একদল লোক গরীবদের সংগ্রহকৃত গোশত পুনরায় বিক্রি করার সমালোচনা করে থাকে। এটা সমালোচনার বিষয়ও নয়, নিন্দনীয়ও নয়। কারণ সে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা তারা নিজেদের অতি জরুরী প্রয়োজনগুলো মিটাবে, যা তাদের জন্য গোশত খাওয়ার চেয়েও বেশি জরুরী।

٣٨۔ اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ۝

৩৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ ঈমানদারগণের পক্ষ হয়ে প্রতিরোধ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।

٣٩۔ اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ط وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۝

৩৯. যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকেও (যুদ্ধ করার) অনুমতি দেয়া হলো। কারণ তাদের উপর যুলুম করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই মহাশক্তিমান।

টীকা : এই আয়াতে সর্বপ্রথম মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে হিজরী ১ম বছরের যিলহজ্জ মাসে। আর যুদ্ধ করার নির্দেশ সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হয়েছে দ্বিতীয় হিজরীর রজব বা শা'বান মাসে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার আগে। নির্দেশ সংক্রান্ত আয়াতগুলো হচ্ছে– ২:১৯০, ১৯১, ১৯৩, ২১৬ এবং ২৪৪ নং আয়াত।

٤٠۔ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ط وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ط وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ○

৪০. তাদেরকে অন্যায়ভাবে তাদের বসতি এলাকা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে এই কারণে যে, তারা বলে : 'আল্লাহ আমাদের প্রভু'। আল্লাহ যদি মানুষের এক দলের দ্বারা অপর দলকে প্রতিহত না করতেন তবে মঠ-আশ্রম, গির্যা, সিনাগগ ও মসজিদসমূহ ধ্বংস হয়ে যেতো যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে সাহায্য করে তিনি অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিমান, প্রবল পরাক্রান্ত।

টীকা : কোনো বিশেষ দল, সম্প্রদায় বা জাতিকে স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করা হলে তারা তাদের বিরোধী দল, সম্প্রদায় বা জাতিকে ধ্বংস করে ফেলতো। তাই পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো দলই স্থায়ীভাবে ক্ষমতাসীন থাকতে পারেনি বা পারে না।

٤١۔ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا

৪১. আমি তাদেরকে পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য (রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব) দান করলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎবৃত্তির আদেশ দেয়

www.pathagar.com

بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ○

এবং অসৎবৃত্তি প্রতিহত করে। আর সকল কাজের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে।

টীকা : আলোচ্য আয়াতে মুসলিম শাসক বা সরকারের কয়েকটি বিশেষ দায়িত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সরকারী ব্যবস্থাপনায় এবং জনগণের সহযোগিতায় নামায কায়েম, যাকাত আদায়, সৎবৃত্তির প্রসার এবং অন্যায়-অশ্লীলতার উচ্ছেদ করতে হবে সমাজকে সুষ্ঠু-সুন্দর-সুশৃংখল ও কলুষমুক্ত রাখার জন্য।

٤٢۔ وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ ۝

৪২. তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে নূহ, আদ ও ছামূদের জাতি,

٤٣۔ وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ۝

৪৩. ইবরাহীমের জাতি, লূতের জাতি,

٤٤۔ وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ ج وَكُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ج فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ○

৪৪. ও মাদয়ানবাসীরা এবং মূসাকেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। আমি কাফেরদেরকে অবকাশ দিয়েছিলাম, তারপর তাদেরকে গ্রেপ্তার করেছি। অতএব কেমন ভয়ংকর ছিলো আমার শাস্তি।

٤٥۔ فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ○

৪৫. আমি কতো জনপদকে ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা ছিলো যালেম! এসব জনপদ তাদের বাড়ি-ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, কতো কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে এবং কতো সুদৃঢ় প্রাসাদ ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে!

٤٦۔ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ج فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ○

৪৬. তারা কি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা সমঝদার হৃদয়ের এবং শ্রবণশক্তিসম্পন্ন কানের অধিকারী হতে পারতো। আসলে চোখ তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বুকের মধ্যকার অন্তর।

٤٧۔ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ط وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ○

৪৭. তারা আপনার কাছে শাস্তির দ্রুত বাস্তবায়ন চায়। আল্লাহ কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না। আর আপনার প্রভুর নিকট একটি দিনের দৈর্ঘ্য তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান।

٤٨۔ وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ

৪৮. আর আমি কতো লোকালয়কে অবকাশ

www.pathagar.com

ظَالِمَةً ثُمَّ اَخَذْتُهَا ج وَاِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿٤٨﴾

দিয়েছিলাম, যারা ছিলো যালেম, তারপর তাদেরকে গ্রেপ্তার করেছি। প্রত্যাবর্তন আমার নিকটই।

٤٩۔ قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَآ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٩﴾

৪৯. আপনি বলুন, হে মানবজাতি! আমি তো কেবল তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভাষায় সতর্ককারী।

٥٠۔ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٥٠﴾

৫০. অতএব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।

٥١۔ وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٥١﴾

৫১. আর যারা আমার বাণীসমূহকে ব্যর্থ করার অপচেষ্টা করে তারাই হবে দোযখের অধিবাসী।

টীকা : অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বাণী তথা কুরআন মজীদের আদেশ-নিষেধ, হারাম-হালাল, উপদেশসমূহ ও আইন-কানুন বাস্তবায়নে যেসব লোক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে তারাই হবে দোযখের বাসিন্দা। এ প্রসঙ্গে আরো দ্র. সূরা সাবা, ৫ ও ৩৮ নং আয়াত।

٥٢۔ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ج فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٢﴾

৫২. আমি আপনার আগে যে রাসূল অথবা নবীই পাঠিয়েছি, যখন তিনি কিছু কামনা করেছেন তখনই শয়তান তার কামনার সাথে কিছু মিশ্রণ ঘটিয়েছে। অতএব শয়তান যা মিশ্রণ ঘটিয়েছে আল্লাহ তা দূর করে দেন, অতঃপর আল্লাহ তাঁর বাণীসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٥٣۔ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ط وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿٥٣﴾

৫৩. যাদের অন্তর (কপটতার) রোগে আক্রান্ত এবং যাদের অন্তর পাষাণ (কদর্যপূর্ণ), তাদের জন্য শয়তানের প্রক্ষিপ্ত খারাবীকে একটি বিভ্রাট বা পরীক্ষার বিষয় বানাবার জন্য আল্লাহ এমনটি করেন। নিশ্চয়ই যালেমরা বিস্তর মতভেদে লিপ্ত রয়েছে।

٥٤۔ وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا

৫৪. (আরো এজন্য যে), যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা যেনো উপলব্ধি করতে পারে যে, এটা আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য, যাতে তারা এর উপর ঈমান আনে এবং তাঁর প্রতি তাদের অন্তর যেনো অবনমিত ও অনুগত হয়।

www.pathagar.com

যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সরল-সোজা পথে পরিচালিত করেন।

اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৫৫. যারা কুফরী করেছে তারা অনবরত তাতে সন্দেহ পোষণ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে সহসা কিয়ামত এসে যায় অথবা তাদের কাছে এমন এক দিনের শাস্তি উপস্থিত হয় যা থেকে রক্ষার কোনো উপায় নেই।

٥٥۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ○

৫৬. সেদিন সর্বময় কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্‌র, তিনিই তাদের মধ্যে বিচার সম্পন্ন করবেন। অতএব যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারা থাকবে প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ জান্নাতে।

٥٦۔ اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ط يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○

৫৭. আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার বাণীসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের জন্য রয়েছে অপমানকর লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

٥٧۔ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

৫৮. আর যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় হিজরত করেছে, অতঃপর নিহত হয়েছে বা মৃত্যুবরণ করেছে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে অতি উত্তম জীবনোপকরণ দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট রিযিকদাতা।

٥٨۔ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

৫৯. তিনি অবশ্যই তাদেরকে এমন স্থানে দাখিল করবেন যাতে তারা সন্তুষ্ট হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম সহিষ্ণু।

٥٩۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ○

৬০. এ হলো তাদের অবস্থা। কোনো ব্যক্তি ততোটুকু প্রতিশোধ গ্রহণ করবে যতোটুকু সে নির্যাতিত হয়েছে। পুনরায় সে অত্যাচারিত হলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

٦٠۔ ذٰلِكَ ج وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ○

৬১. তা এজন্যও যে, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করান। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাদ্রষ্টা।

٦١۔ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ○

www.pathagar.com

٦٢. ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ○

৬২. তা এজন্যও যে, কেবল তিনিই সত্য এবং তারা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে সেগুলো সর্বতই বাতিল। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সমুচ্চ, সুমহান।

٦٣. اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ز فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ط اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۝

৬৩. আপনি কি লক্ষ করেননি যে, আল্লাহ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তার সাহায্যে পৃথিবী সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠে? নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সকল বিষয়ে অবহিত।

٦٤. لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

৬৪. আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই মালিকানাধীন এবং আল্লাহ– তিনি অবশ্যই মহাপ্রাচুর্যময়, সার্বিকভাবে প্রশংসিত।

٦٥. اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ط وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

৬৫. তোমরা কি দেখো না যে, পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ তোমাদের উপকারার্থে নিয়োজিত রেখেছেন এবং সমুদ্রের বুকে তাঁর নির্দেশে চলমান নৌযানও? আর তিনি আসমানকেও ধরে (স্থির) রেখেছেন, যাতে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তা পৃথিবীর উপর পতিত না হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানবজাতির প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

٦٦. وَهُوَ الَّذِىْٓ اَحْيَاكُمْ ز ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ط اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ○

৬৬. এবং তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং তিনিই আবার তোমাদের জীবিত করবেন। নিশ্চয়ই মানুষ চরম অকৃতজ্ঞ।

٦٧. لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِى الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ط اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ ○

৬৭. আমি প্রতিটি উম্মতের জন্য ইবাদতের নিয়ম-পন্থা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি যা তারা অনুসরণ করে। অতএব তারা যেনো এ বিষয়ে আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত না হয় এবং আপনি (তাদেরকে) আপনার প্রভুর দিকে দাওয়াত দিন। নিশ্চয়ই আপনি সঠিক পথেই প্রতিষ্ঠিত আছেন।

টীকা : অর্থাৎ অতীত যুগে প্রতিটি মানবগোষ্ঠীর ইবাদতের পন্থা-পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল– তাওরাত, যাবূর, ইনজীল ইত্যাদি কিতাবের মাধ্যমে। বর্তমান পৃথিবীর মানবজাতির জন্য কুরআনের মাধ্যমে তাদের ইবাদতের পদ্ধতি

www.pathagar.com

নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা যেনো এখন থেকে এই সর্বশেষ নবীর শরীয়াত অনুসরণ করে। বিভিন্ন যুগে মানবজাতির জন্য মূলত একই শরীয়াত ছিলো (দ্র. সূরা শূরা, ১৩ নং আয়াত)।

٦٨۔ وَاِنْ جٰدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

৬৮. তারা যদি আপনার সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয় তাহলে আপনি বলুন, তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।

٦٩۔ اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○

৬৯. তোমরা যে বিষয়ে মতভেদে লিপ্ত আছো সে বিষয়ে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন।

٧٠۔ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ فِىْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

৭০. আপনি কি জানেন না, আসমানে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁর জ্ঞানায়ত্ত ? নিশ্চয়ই তা একটি কিতাবে সংরক্ষিত আছে। নিশ্চয়ই তা আল্লাহ্‌র কাছে অতি সহজ।

٧١۔ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ○

৭১. আর তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর উপাসনা করে যার সমর্থনে তিনি কোনো সনদ নাযিল করেননি এবং এই সম্পর্কে তাদেরও কোনো জ্ঞান নেই। আর যালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

٧٢۔ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ؕ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ؕ قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ اَلنَّارُ ؕ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۞

৭২. তাদের সামনে আমার স্পষ্ট বাণীসমূহ পাঠ করা হলে আপনি কাফেরদের মুখমণ্ডলে অসন্তুষ্টি লক্ষ করবেন। যারা ওদের সামনে আমার বাণীসমূহ পাঠ করে তাদেরকে ওরা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। আপনি বলুন, তাহলে আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও মন্দ কিছুর সংবাদ দিবো? আগুন– দোযখ। যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে আল্লাহ এই আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তা কতো নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

٧٣۔ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَاِنْ

৭৩. হে মানবজাতি! একটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে, তা মনোযোগ দিয়ে শোনো। তোমরা যারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যেগুলোর কাছে আবেদন-নিবেদন পেশ করো সেগুলো একত্রে সমবেত হয়ে একটি মাছিও সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না।

www.pathagar.com

يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ط ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ○

এগুলোর নিকট থেকে মাছি যা কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় এগুলো তাও উদ্ধার করতে মোটেই সক্ষম নয়। প্রার্থনাকারী এবং যেগুলোর নিকট প্রার্থনা করা হয় উভয়ই কতো শক্তিহীন, কতো দুর্বল!

٧٤۔ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ○

৭৪. ওরা আল্লাহ্‌র যথাযথ মর্যাদাই উপলব্ধি করলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী।

٧٥۔ اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ۝

৭৫. আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য থেকে পয়গামবাহক মনোনীত করেন এবং মানবজাতির মধ্য থেকেও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।

٧٦۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○

৭৬. তাদের সামনে-পিছনে (অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে) যা আছে সবই তিনি জানেন এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ হয়।

٧٧۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

৭৭. হে ঈমানদারগণ! তোমরা রকূ' করো, সিজদা করো, তোমাদের প্রভুর ইবাদত করো এবং কল্যাণধর্মী কাজ করো, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পারো।

٧٨۔ وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ط هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ج فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ط هُوَ مَوْلٰكُمْ ج فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

৭৮. আর তোমরা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করো যথার্থ জিহাদ। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনোরূপ সংকীর্ণতা বা কঠোরতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ)। তিনি ইতিপূর্বে তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান এবং এই কিতাবেও (কুরআনেও), যেনো এই রাসূল (মুহাম্মাদ) তোমাদের জন্য সাক্ষী হন এবং তোমরাও মানবজাতির জন্য সাক্ষী হও। অতএব তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে মজবুতভাবে ধারণ করো। তিনিই তোমাদের মনিব, তিনি অতি উত্তম মনিব এবং অতি উত্তম সাহায্যকারী।

টীকা : 'আল্লাহ্‌কে মজবুতভাবে ধারণ করো' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কুরআন এবং তাঁর রাসূলের হাদীসকে তোমাদের সার্বিক কার্যক্রমের পথনির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করো, অন্য কোনো মতাদর্শ নয়।

www.pathagar.com

২৩. সূরা আল-মু'মিনূন (৭৪) ٢٣- سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ

আয়াত : ১১৮; রুকূ' : ৬; মক্কী اٰيَاتُهَا : ١١٨، رُكُوْعٌ : ٦، مَكِّيَّةٌ

সূরাটি নাযিল হওয়াকালে মক্কায় দুর্ভিক্ষ চলছিল এবং এটা মক্কী যুগের মধ্যম ভাগের ঘটনা। হযরত উমার (রা)-র ইসলাম গ্রহণের পর এবং তাঁর উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর সূরাটি নাযিল হয়। এর প্রাথমিক দশটি আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন যে, এর আলোকে যে ব্যক্তি নিজেকে গঠন করতে পারবে সে নিশ্চয়ই জান্নাতে যাবে (তিরমিযী, নাসাঈ, আহমাদ)।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. ঈমানদারগণ অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে : ١- قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١

২. যারা নিজেদের নামাযে বিনম্র ও বিনয়ী, ٢- الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝٢

৩. যারা অসার-অর্থহীন কার্যকলাপ (ও আচরণ) পরিহার করে, ٣- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝٣

৪. যারা যাকাত পরিশোধে সক্রিয় থাকে, ٤- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝٤

৫. যারা নিজেদের গোপন অঙ্গকে হেফাজতকারী (সংযত রাখে), ٥- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝٥

৬. কিন্তু নিজেদের স্ত্রীগণ ও মালিকাধীন দাসীগণ ব্যতীত, তাতে তারা তিরস্কৃত হবে না; ٦- اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝٦

৭. তবে কেউ এদেরকে ব্যতীত অন্যদের কামনা করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী; ٧- فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝٧

৮. আর যারা নিজেদের আমানত ও ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষায় যত্নবান, ٨- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝٨

৯. আর যারা নিজেদের নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান থাকে– ٩- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝٩

টীকা : বিনয়ী ও বিনম্র মন-মানসিকতা সহকারে যথারীতি নামায পড়ে, কোনোরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাসাধ্য জামায়াতের সাথে আদায় করে, অন্যদেরকেও নামায পড়তে তাকিদ দেয়।

১০. এরাই হবে ওয়ারিস (স্বত্বাধিকারী)- ١٠- اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝١٠

www.pathagar.com

১১. এরা ওরারিস হবে জান্নাতুল ফিরদাওসের, তাতে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে।

١١۔ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

১২. আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস (সারাংশ) থেকে,

١٢۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ○

১৩. অতঃপর আমি একে শুক্রবিন্দুরূপে এক নিরাপদ স্থানে স্থাপন করেছি।

١٣۔ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ○

১৪. অতঃপর আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট বাঁধা রক্তে, অতঃপর জমাট বাঁধা রক্তকে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে, অতঃপর মাংসপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি-পঞ্জরে, অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে গোশত দিয়ে ঢেকে দেই, অতঃপর তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কতো বরকতময়-প্রাচুর্যময়!

١٤۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ○

টীকা : সূরা হজ্জ-এর ৫ নং আয়াতও দেখুন। এসব আয়াতে মাতৃগর্ভে ভ্রূণের ক্রমবিবর্তন ও ক্রমবৃদ্ধির যে ধারাবাহিকতা বর্ণনা করা হয়েছে, হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন যে, প্রতিটি ক্রমপরিবর্তন ঘটে চল্লিশ দিন ধরে এবং ১২০ দিনের মাথায় তার মধ্যে রূহ সঞ্চার করা হয় (হাদীস)। আধুনিক বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণেও এটাই প্রমাণিত হয়েছে। অন্যথায় পাশ্চাত্যের ইসলাম-বিদ্বেষী পণ্ডিতরা এতোদিনে কুরআনের বিরুদ্ধে বিষোদগার করার জন্য আয়াতটিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতো।

১৫. এরপর তোমরা অবশ্যই মারা যাবে।

١٥۔ ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ○

১৬. অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করে উঠানো হবে।

١٦۔ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ○

১৭. আমি অবশ্যই তোমাদের উপরের দিকে (শূন্যলোকে) সাতটি স্তর (আকাশ) সৃষ্টি করেছি এবং আমি সৃষ্টিকুল সম্পর্কে উদাসীন নই।

١٧۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ق وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ○

১৮. আর আমি আকাশ থেকে বিশেষ পরিমাণে পানি বর্ষণ করি, অতঃপর আমি তা মাটির মধ্যে সংরক্ষণ করি। আমি তা অপসারিত ও অন্তর্হিত করতেও অবশ্যই সক্ষম।

١٨۔ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِي الْاَرْضِ ق وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ○

১৯. তারপর আমি সেই পানির সাহায্যে

١٩۔ فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ

www.pathagar.com

وَّاَعْنَابٍ ۗ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝١٩

তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুর বাগান সৃষ্টি করি, সেই বাগানে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল এবং তা থেকে তোমরা আহার করো।

٢٠۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاۤءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ۝

২০. আরো একটি গাছ (আমি সৃষ্টি করেছি) যা সিনাই পর্বতে উদগত হয়, তাতে উৎপন্ন হয় (যায়তূন) তৈল এবং আহারকারীদের জন্য তরকারী।

টীকা : যায়তূন গাছ ভূমধ্য সাগরের আশেপাশের এলাকায় উৎপন্ন হয়। সিনাই উপদ্বীপ এর আদি উৎপাদন স্থল। পৃথিবীর অন্য কোনো অঞ্চলে তা উৎপন্ন হয় না। এ গাছ প্রায় দুই হাজার বছর পর্যন্ত বাঁচে। কুরআনে ৬ স্থানে এর উল্লেখ এসেছে।

٢١۔ وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝٢١

২১. আর তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় বা উপদেশ রয়েছে গবাদি পশুর মধ্যেও। এর উদরে যা আছে তা (দুধ) আমি তোমাদের পান করাই। তাছাড়া এসব পশুতে তোমাদের জন্য প্রচুর উপকারও রয়েছে এবং এর গোশতও তোমরা আহার করো।

٢٢۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ۝

২২. আবার এসব পশু ও নৌযান তোমাদের বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

٢٣۔ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

২৩. আমি অবশ্যই নূহ-কে তার কওমের নিকট রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বললেন, হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তারপরও কি তোমরা সতর্ক হবে না?

٢٤۔ فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۚ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْۤ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۝

২৪. তার কওমের অবাধ্যাচারী নেতৃবৃন্দ বললো, সে তো তোমাদের মতো একজন মানুষই। তোমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করা বা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করাই তার উদ্দেশ্য। আল্লাহ ইচ্ছা করলে অবশ্যই ফেরেশতা পাঠাতেন। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে এটা শুনিনি।

٢٥۔ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ۝

২৫. সে তো উন্মাদনায় আক্রান্ত একটি মানুষ। অতএব তোমরা তার ব্যাপারে কিছু কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

www.pathagar.com

২৬. তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে সাহায্য করো, কেনোনা তারা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে (আমাকে বিশ্বাস করছে না)।

٢٦۔ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ○

২৭. অতএব আমি তার নিকট ওহী পাঠালাম : আপনি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহী অনুসারে একটি নৌযান তৈরি করুন। অতঃপর যখন আমার নির্দেশ আসবে এবং চুলা উথলিয়ে উঠবে তখন আপনি প্রতিটি জীব-জন্তুর একজোড়া করে নৌযানে তুলে নিবেন এবং আপনার পরিবার-পরিজনকেও, কিন্তু ওদের মধ্যে যাদের সম্পর্কে আগেই সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে তারা ব্যতীত। আর আপনি যালেমদের সম্পর্কে আমার নিকট কোনো দরখাস্ত করবেন না। তারা অবশ্যই পানিতে নিমজ্জিত হবে।

٢٧۔ فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۚ وَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ○

২৮. আপনি ও আপনার সাথীরা নৌযানে আরোহণ করে আসীন হওয়ার পর বলবেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদেরকে অবাধ্যাচারী যালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

٢٨۔ فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

২৯. আপনি আরো বলুন, হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে বরকতময় মনযিলে অবতরণ করাও এবং তুমিই সর্বোত্তম মনযিল দানকারী।

٢٩۔ وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ○

৩০. নিশ্চয়ই এই ঘটনায় অবশ্যই নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান রয়েছে এবং আমিই যাচাই-বাছাইকারী।

٣٠۔ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ○

৩১. এদের পরে আমি আর এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করলাম।

٣١۔ ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ۝

৩২. আমি তাদের নিকট তাদের মধ্য থেকেই একজনকে রাসূল হিসেবে পাঠালাম যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তারপরও কি তোমরা সতর্ক হবে না?

٣٢۔ فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

৩৩. তার কওমের নেতৃবৃন্দ, যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, আখেরাতের সাক্ষাতকারকে অবিশ্বাস করেছে এবং যাদেরকে আমি পার্থিব

٣٣۔ وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِى

www.pathagar.com

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ۝

জীবনের প্রচুর ভোগসামগ্রী দান করেছিলাম, তারা বললো, সে তো তোমাদের মতো একজন মানুষই। তোমরা যা আহার করো সেও তাই আহার করে এবং তোমরা যা পান করো সেও তাই পান করে।

٣٤۔ وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۝

৩৪. তোমরা যদি তোমাদের মতো একজন মানুষের অনুগত হও তবে তোমরা অবশ্যই দুর্দশাগ্রস্ত হবে।

٣٥۔ اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ۝

৩৫. সে কি তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তোমরা যখন মারা যাবে এবং মাটি ও হাড়-হাড্ডিতে পরিণত হবে তারপরও কি তোমাদেরকে (জীবিত করে পুনরায়) উঠানো হবে?

٣٦۔ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ۝

৩৬. অসম্ভব, তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা একেবারেই অসম্ভব।

٣٧۔ اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ۝

৩৭. কেবল পার্থিব জীবনই আমাদের সবকিছু। এখানেই আমরা মরি ও বাঁচি এবং আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে না।

٣٨۔ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلُ ِۨ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهٗ بِمُؤْمِنِيْنَ ○

৩৮. এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে কেবল মিথ্যা কথাই রচনা করে। আমরা তার প্রতি বিশ্বাসীই নই।

٣٩۔ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ○

৩৯. তিনি বললেন, আমার প্রভু! তুমি আমাকে সাহায্য করো। কারণ এসব লোক আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে।

٤٠۔ قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ ۝

৪০. তিনি বললেন, অল্পকালের মধ্যেই তারা অনুতপ্ত হবে।

٤١۔ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

৪১. সত্য সত্যই এক বিকট শব্দ তাদেরকে আঘাত হানলো এবং আমি তাদেরকে আবর্জনায় পরিণত করলাম। অতএব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো যালেম সম্প্রদায়।

٤٢۔ ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ۝

৪২. এদের পরে আমি আরো বহু জাতি সৃষ্টি করেছি।

٤٣۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا

৪৩. কোনো জাতিই তার জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদের

www.pathagar.com

يَسْتَاْخِرُوْنَ ﴿٤٣﴾

পূর্বে না ধ্বংস হয়, আর না তার পরে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে।

٤٤۔ ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا ؕ كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. অতঃপর একাধারে আমি আমার রাসূলগণকে পাঠাতে থাকলাম। যখনই কোনো জাতির নিকট তার রাসূল এসেছেন, তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতএব আমিও তাদেরকে একে একে ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে ইতিহাসের বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছি। সুতরাং যে জাতি ঈমান আনেনি তারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো।

٤٥۔ ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٥﴾

৪৫. তারপর আমি মূসা ও হারূনকে আমার নির্দেশসমূহ ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠালাম;

٤٦۔ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. ফেরাউন ও তার সভাসদদের নিকট। কিন্তু তারা অহংকার করলো। তারা ছিলো উদ্যত-দুর্বিনীত এক সম্প্রদায়।

٤٧۔ فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. তারা বললো, আমরা কি আমাদের মতো দুইজন মানুষকে বিশ্বাস করবো এবং যাদের গোষ্ঠী আমাদের দাসানুদাস?

٤٨۔ فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. তারা তাদের উভয়কে মিথ্যাবাদী বললো। ফলে তারাও ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

٤٩۔ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আমি অবশ্যই মূসাকে কিতাব (তাওরাত) দিয়েছিলাম, যাতে তারা সৎ পথের সন্ধান পায়।

٥٠۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗٓ اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ﴿٥٠﴾

৫০. আর আমি মরিয়মের পুত্র ও তার মাকে বানিয়েছিলাম এক নিদর্শন এবং তাদেরকে বসবাস উপযোগী ও স্বচ্ছ পানির উৎস সম্বলিত এক উঁচু সমতল ভূমিতে আশ্রয় দিয়েছিলাম।

٥١۔ يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٥١﴾

৫১. হে রাসূলগণ! আপনারা পবিত্র বস্তুসামগ্রী আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। আপনারা যা করেন সেই সম্পর্কে আমি সবিশেষ পরিজ্ঞাত।

www.pathagar.com

৫২. আর নিশ্চয়ই আপনাদের এই উম্মত মূলত একই উম্মত এবং আমি আপনাদের প্রভু। অতএব আপনারা আমাকে ভয় করুন।

٥٢۔ وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ○

৫৩. কিন্তু লোকজন নিজেদের মধ্যে তাদের দীনকে বহুধা বিভক্ত করে ফেলেছে। প্রতিটি দল নিজেদের নিকট যা আছে তা নিয়েই আনন্দিত।

٥٣۔ فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ط كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ○

৫৪. অতএব আপনি তাদেরকে কিছু কালের জন্য তাদের উদাসীনতার মধ্যে ডুবে থাকতে দিন।

٥٤۔ فَذَرْهُمْ فِىْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ ○

৫৫. তারা কি ভেবেছে যে, আমি তাদের ধন-সম্পদ ও জনশক্তি দিয়ে যে সাহায্য করে যাচ্ছি তার দ্বারা–

٥٥۔ اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ۙ

৫৬. তাদেরকে দ্রুত কল্যাণের দিকে নিয়ে যাচ্ছি? বরং তারা (পরিণতি) উপলব্ধি করে না।

٥٦۔ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرٰتِ ط بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ○

৫৭. নিশ্চয়ই যারা নিজেদের প্রভুর ভয়ে ভীত-বিহ্বল,

٥٧۔ اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۙ

৫৮. যারা নিজেদের প্রভুর বাণীসমূহে ঈমান আনে,

٥٨۔ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ۙ

৫৯. যারা নিজেদের প্রভুর সাথে শরীক করে না,

٥٩۔ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ ۙ

৬০. এবং যারা নিজেদের বিগলিত অন্তরে যা কিছু দান করার তা এজন্য দান করে যে, তাদেরকে তাদের প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

٦٠۔ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ۙ

৬১. তারাই কল্যাণজনক কাজে তৎপর হয় এবং তারা তাতে অগ্রগামী হয়ে যায়।

٦١۔ اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ○

৬২. আমি কারো উপর তার সামর্থ্যের অধিক দায়িত্বভার অর্পণ করি না এবং আমার নিকট রয়েছে একখানি কিতাব যা (প্রত্যেকের অবস্থা)

٦٢۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

www.pathagar.com

যথাযথভাবে বলে দেয় এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

٦٣۔ بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِىْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ ○

৬৩. বরং তাদের অন্তরসমূহ এ বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন। এছাড়া তাদের (সৎকাজ বিরোধী) আরো কার্যকলাপ আছে যা তারা করে থাকে।

٦٤۔ حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْئَرُوْنَ ۝

৬৪. অবশেষে আমি যখন তাদের সম্পদশালী লোকজনকে শাস্তির দ্বারা গ্রেপ্তার করবো তখন তারা আর্তনাদ করতে থাকবে।

٦٥۔ لَا تَجْئَرُوا الْيَوْمَ ۖ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ ○

৬৫. আজ তোমরা আর্তনাদ করো না। নিশ্চয়ই আমার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

٦٦۔ قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ۝

৬৬. আমার বাণীসমূহ তো তোমাদের নিকট পাঠ করা হতো, কিন্তু তোমরা উল্টো পদে ফিরে যেতে;

٦٧۔ مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ○

৬৭. অহংকারের সাথে, এ বিষয়ে অর্থহীন গল্প-গুজব করতে করতে।

٦٨۔ اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

৬৮. তবে কি তারা এ বাণীসমূহ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেনি অথবা তাদের কাছে কি এমন কিছু এসেছে যা তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট আসেনি?

٦٩۔ اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ۝

৬৯. অথবা তারা কি তাদের রাসূলকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই তারা তাকে অস্বীকারকারী?

٧٠۔ اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ۭ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ○

৭০. অথবা তারা কি বলে, তাকে উন্মাদনায় পেয়েছে? বরং তিনি ওদের নিকট মহাসত্য নিয়ে এসছেন এবং ওদের অধিকাংশই সেই সত্যকে (অসহনীয়ভাবে) অপন্দকারী।

٧١۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۭ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

৭১. যদি সেই মহাসত্য তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হতো তাহলে আকাশরাজী ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যকার সবকিছু বিশৃংখল ও বিপর্যস্ত হয়ে যেতো। বরং আমি তাদের কাছে এনেছি তাদের (জন্য প্রয়োজনীয়) উপদেশ। অথচ তারা তাদের উপদেশ থেকে বিমুখ হচ্ছে।

www.pathagar.com

৭২. অথবা আপনি কি তাদের নিকট কোনো পারিতোষিক দাবি করেন? আপনার প্রভুর পারিতোষিকই অতীব উত্তম। তিনিই সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

٧٢۔ اَمْ تَسْئَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۚ وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

৭৩. নিশ্চয়ই আপনি তাদেরকে সঠিক পথের দিকেই ডাকছেন।

٧٣۔ وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৭৪. যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে না তারা অবশ্যই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

٧٤۔ وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ ○

৭৫. আর আমি তাদের প্রতি দয়াপরবশ হলেও এবং তারা যে দুঃখ-দুর্দশার শিকার হয়েছে তা দূরীভূত করলেও তারা অবশ্যই তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরপাক খেতে থাকবে।

٧٥۔ وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

৭৬. আমি অবশ্যই তাদেরকে দুঃখ-দুর্দশায় নিমজ্জিত করলাম। তবুও তারা তাদের প্রভুর সামনে নত হয়নি এবং কাতর কণ্ঠে প্রার্থনাও করেনি।

٧٦۔ وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ○

৭৭. শেষ পর্যন্ত আমি তাদের জন্য কঠোর শাস্তির দরজা খুলে দিলাম, সহসাই তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে গেলো।

٧٧۔ حَتّٰٓى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ۝

৭৮. তিনিই তোমাদেরকে দেখার ও শোনার শক্তি দান করেছেন এবং (চিন্তা-বিবেচনার জন্য) অন্তর (বিবেকশক্তি) দান করেছেন। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

٧٨۔ وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ط قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○

৭৯. তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর নিকটই তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

٧٩۔ وَهُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

৮০. তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং রাত ও দিনের পরিবর্তন তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করো না?

٨٠۔ وَهُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

www.pathagar.com

৮১. বরং তারা তাই বলে যা তাদের আগেকার লোকেরা বলেছিল।

٨١۔ بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ○

৮২. তারা বলেছিল, আমরা যখন মারা যাবো এবং মাটি ও হাড়-হাড্ডিতে পরিণত হবো তারপরও কি আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে ?

٨٢۔ قَالُوْٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ○

৮৩. আমাদেরকে এবং অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও এই প্রতিশ্রুতিই দেয়া হয়েছিলা। এতো নিছক অতীত কালের রূপকথা।

٨٣۔ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

৮৪. আপনি জিজ্ঞেস করুন, যদি তোমাদের জানা থাকে তবে (বলো) পৃথিবী এবং তাতে যারা বিদ্যমান আছে তারা কার (মালিকানাধীন) ?

٨٤۔ قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৮৫. তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্‌র। আপনি বলুন, তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?

٨٥۔ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

৮৬. আপনি আবার জিজ্ঞেস করুন, কে সাত আসমানের প্রভু এবং মহান আরশের প্রভু ?

٨٦۔ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○

৮৭. তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। আপনি বলুন, তবুও তোমরা সতর্ক হও না কেনো ?

٨٧۔ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○

৮৮. আপনি আরো জিজ্ঞেস করুন, তোমরা যদি জানো তবে (বলো,) প্রতিটি জিনিসের উপর কার কর্তৃত্ব বিরাজমান, যিনি আশ্রয় দেন এবং যাঁর কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না ?

٨٨۔ قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৮৯. তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্‌র। আপনি বলুন, তাহলে কোথা থেকে তোমরা জাদুগ্রস্ত হলে ?

٨٩۔ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ○

৯০. বরং আমি তাদের নিকট সত্য পৌছিয়ে দিয়েছি এবং তারা অবশ্যই ডাহা মিথ্যাবাদী।

٩٠۔ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

৯১. আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোনো ইলাহও নেই। অন্যথায় প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে

٩١۔ مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ

www.pathagar.com

وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝٩١

যেতো এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চড়াও হতো। ওরা মনগড়া যা বলে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র, মহান।

٩٢۔ عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝٩٢

৯২. তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছুরই জ্ঞানী। তারা যে শেরেক করে তিনি তার উর্ধে।

٩٣۔ قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّىْ مَا يُوْعَدُوْنَ ۝٩٣

৯৩. আপনি বলুন, হে আমার প্রভু! তাদেরকে (যে শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা যদি আমাকে দেখান!

٩٤۔ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِىْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝٩٤

৯৪. তবে হে প্রভু! আপনি আমাকে যালেম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।

٩٥۔ وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ۝٩٥

৯৫. আমি তাদেরকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তা আমি আপনাকে দেখাতে অবশ্যই পূর্ণ ক্ষমতাবান।

٩٦۔ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ط نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ۝٩٦

৯৬. আপনি মন্দকে প্রতিহত করুন যা অতি উত্তম তার দ্বারা। তারা মনগড়া যা বলে সে সম্পর্কে আমি পূর্ণ অবগত।

٩٧۔ وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ۝٩٧

৯৭. আপনি আরো বলুন, হে আমার প্রভু! আমি শয়তানদের উস্কানি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

٩٨۔ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ۝٩٨

৯৮. হে আমার প্রভু! আমার নিকট ওদের উপস্থিত হওয়া থেকেও আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

٩٩۔ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۝٩٩

৯৯. শেষে তাদের (কাফেরদের) কারো কাছে মৃত্যু এসে উপস্থিত হলে তখন বলে, হে আমার প্রভু! আমাকে পুনরায় (পৃথিবীতে) পাঠিয়ে দাও;

١٠٠۔ لَعَلِّىْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ ج كَلَّا ج اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ط وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝١٠٠

১০০. যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি আগে করিনি। কখনো নয়, এতো একটি কথামাত্র যা সে বলছে। তাদের (মৃতদের) সামনে একটি অন্তরায় (বারযাখ) আছে তাদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠানোর দিন পর্যন্ত।

www.pathagar.com

টীকা : 'বারযাখ' ফারসী 'পরদাহ' শব্দের আরবী রূপান্তর। মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বতন্ত্র এক জগত হলো বারযাখ। কবর নামক গর্তে অন্তর্হিত হয়ে মানুষ এই বারযাখ জীবনে প্রবেশ করে এবং এখানে কৃতকর্ম অনুযায়ী সুখ অথবা শাস্তিভোগ করে। যেমন মানুষ আত্মার জগত থেকে মায়ের পেট হয়ে পৃথিবীতে প্রবেশ করে।

١٠١۔ فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ ○

১০১. অতএব যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে সেদিন তাদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞেসও করবে না।

١٠٢۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

১০২. তখন যাদের (সৎ কাজের) পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম।

١٠٣۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِىْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ©

১০৩. আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা সেইসব লোক যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা হবে জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা।

١٠٤۔ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ○

১০৪. দোযখের আগুন তাদের মুখমণ্ডল জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাড়খার করবে এবং তারা সেখানে অতিশয় কদর্য চেহারাবিশিষ্ট হবে।

١٠٥۔ اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ○

১০৫. তোমাদের নিকট কি আমার বাণীসমূহ পাঠ করা হতো না? তোমরা তো সেগুলোকে মিথ্যা বলতে, প্রত্যাখ্যান করতে।

١٠٦۔ قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ○

১০৬. তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পরাভূত করেছে। আর আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়।

١٠٧۔ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ○

১০৭. হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দোযখ থেকে উদ্ধার করুন। পুনরায় যদি আমরা অবাধ্যাচারে লিপ্ত হই তবেই আমরা যালেম হিসেবে গণ্য হবো।

١٠٨۔ قَالَ اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ○

১০৮. তিনি বলবেন, তোরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সাথে কথা বলিস না।

١٠٩۔ اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِىْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ©

১০৯. আমার বান্দাদের মধ্যকার একদল বলতো, হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব আপনি আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ (দয়ালু)।

www.pathagar.com

১১০. কিন্তু তোমরা তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র হিসেবে গ্রহণ করতে, যা শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করতে।

١١٠۔ فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِىْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ○

১১১. আজ আমি তাদেরকে তাদের সবর করার কারণে অবশ্যই পুরস্কৃত করেছি, ফলে তারা সফলকাম হয়েছে।

١١١۔ اِنِّىْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْٓا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○

১১২. তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা পৃথিবীতে কতো বছর কাল অবস্থান করেছিলে?

١١٢۔ قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ○

১১৩. তারা বলবে, আমরা এক দিন অথবা একদিনের অংশবিশেষ অবস্থান করেছি। অতএব আপনি গণনাকারীদের জিজ্ঞেস করুন।

١١٣۔ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَآدِّيْنَ ○

১১৪. তিনি বলবেন, তোমরা অল্প কালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা উপলব্ধি করতে!

١١٤۔ قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

১১৫. তোমরা কি ধারণা করেছ যে, আমি তোমাদেরকে অযথা সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার নিকট ফিরেই আসতে হবে না?

١١٥۔ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ○

১১৬. অতএব মহাসম্মানিত আরশের অধিপতি মহিমান্বিত আল্লাহই সত্যিকারের বাদশাহ। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই।

١١٦۔ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ○

১১৭. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে, এর স্বপক্ষে তার কোনো দলীল নেই। তার হিসাব-নিকাশ তার প্রভুর নিকট আছে। নিশ্চয়ই কাফেররা সফলকাম হবে না।

١١٧۔ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ط اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ○

১১৮. আর আপনি বলুন, হে আমার প্রভু! আপনি ক্ষমা করুন, দয়া করুন এবং আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

١١٨۔ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۞

www.pathagar.com

২৪. সূরা আন-নূর (১০২)

١٩- سُوْرَةُ النُّوْرِ

আয়াত : ৬৪; রুকূ' : ৯; মাদানী,

اٰيَاتُهَا : ٦٤، رُكُوْعٌ : ٩، مَدَنِيَّةٌ

সূরাটি বনী মুসতালিক-এর যুদ্ধের পর নাযিল হয়েছে। ইবনে সা'দের মতে ৫ম হিজরীর শা'বান মাসে এবং ইবনে ইসহাকের মতে ৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

১. এটি একটি সূরা, আমি তা নাযিল করেছি এবং এটিকে (এর বিধানকে) অপরিহার্যরূপে পালনীয় করেছি। আর আমি তাতে সুস্পষ্ট বাণীসমূহ নাযিল করেছি, যাতে তোমরা নসীহত গ্রহণ করো।

٢- اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ص وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ج وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

২. যেনাকারিণী ও যেনাকারী : এদের প্রত্যেককে তোমরা এক শত বেত্রাঘাত করো। তোমরা যদি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহ্‌র নির্দেশ কার্যকর করতে তাদের প্রতি তোমাদের মনে যেনো অনুকম্পা না জাগে। আর ঈমানদারগণের একটি দল যেনো তাদের শাস্তি কার্যকর করার সময় উপস্থিত থাকে।

টীকা : এ আয়াতে অবিবাহিত অপরাধীর শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যথায় বিবাহিত অপরাধীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে এ শাস্তি কেবল বিচার বিভাগ কার্যকর করতে পারবে, বেসরকারী কোনো সংস্থা বা সংগঠন নয়। বিবাহিত যেনাকারীর শাস্তি হলো বিশেষ পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড। যদি চারজন বালেগ ও বুদ্ধিমান মুসলিম পুরুষ ব্যক্তি বিচারকের সামনে একযোগে এভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, তারা চারজনে একই সময়ে স্বচক্ষে অপরাধীদ্বয়কে একজনের পুরুষাঙ্গ অপরজনের যৌনাঙ্গে প্রবেশ করিয়ে কুকর্ম করতে দেখছে, তবেই কেবল অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

٣- اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ز وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ج وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৩. যেনাকারী পুরুষ কেবল যেনাকারী নারীকেই অথবা মুশরিক (মূর্তিপূজারী) নারীকেই বিবাহ করবে। আর যেনাকারী নারী কেবল যেনাকারী পুরুষকেই অথবা মুশরিক পুরুষকেই বিবাহ করবে। এদেরকে ঈমানদারগণের জন্য হারাম করা হয়েছে।

টীকা : যেনা-ব্যভিচার অত্যন্ত গর্হিত, ঘৃণিত ও কঠোর দণ্ডযোগ্য অপরাধ। যে ব্যক্তি তাতে লিপ্ত থাকে তার চরিত্র বলতে কিছু নেই। তার মধ্যে আর মূর্তিপূজারীর মধ্যে অপবিত্র চরিত্রের দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই। তাই সে যে চরিত্রের, বিবাহও করবে সেই চরিত্রের নারীকে। অন্যথায় কোনো মুসলমান ব্যক্তির জন্য কোনো অবস্থায়ই মূর্তিপূজারী মুশরিক নারীকে বিবাহ করা হারাম, যেমন যেনা করা হারাম। আলোচ্য আয়াতে মুশরিককে বিবাহ করা অনুমোদন করা হয়নি, বরং যেনা যে শেরেকের মতো ঘৃণ্য এক গুরুতর পাপ একথা বুঝানো হয়েছে।

www.pathagar.com

٤۔ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ج وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۙ﴿٤﴾

৪. যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি (যেনার) অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তোমরা সেই অপবাদ আরোপকারীদের (প্রত্যেককে) আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। এরাই ফাসেক (মিথ্যাবাদী, সত্যত্যাগী, অবাধ্যাচারী)।

টীকা : কেউ কারো প্রতি যেনার মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করলে তার বিধান এখানে বলা হয়েছে। অভিযোগ উত্থাপনকারী চারজন বিশ্বস্ত বলেগ মুসলমান পুরুষ সাক্ষী দ্বারা আদালতে তা প্রমাণ করতে না পারলে উল্টো সে আশি বেত্রাঘাত শাস্তি ভোগ করবে।

٥۔ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ج فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৫. কিন্তু এরপর যারা তওবা করে ও সংশোধন হয়, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٦۔ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

৬. আর যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ উত্থাপন করে এবং নিজেরা ব্যতীত তাদের পক্ষে অন্য কোনো সাক্ষী নেই, (সেই ক্ষেত্রে) তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য হবে এভাবে : সে আল্লাহ্‌র নামে (শপথ করে) চারবার সাক্ষ্য দিবে যে, সে (তার দাবিতে) অবশ্যই সত্যবাদী,

٧۔ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

৭. এবং পঞ্চমবারে সে বলবে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে তবে তার উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।

٨۔ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

৮. আর স্ত্রীর শাস্তিও রহিত হবে যদি সে আল্লাহ্‌র নামে চারবার (শপথ করে) বলে যে, নিশ্চয়ই তার স্বামী মিথ্যাবাদী,

٩۔ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

৯. এবং সে পঞ্চমবারে বলবে, তার স্বামী যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে তবে তার নিজের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ পড়বে।

টীকা : কেউ যদি নিজ স্ত্রীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ দায়ের করে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাক্ষী না থাকে তবে এই অবস্থায় আদালত কিভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করবে তার পন্থা-পদ্ধতি ৬-৯ আয়াতগুলোতে বিবৃত হয়েছে।

١٠۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

১০. তোমাদের উপর যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া ক্রিয়াশীল না থাকতো তবে (তোমরা জটিলতায় পড়ে যেতে)। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম প্রজ্ঞাময়।

www.pathagar.com

১১. যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে তারা তোমাদের মধ্যকার একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্য ক্ষতিকর ভেবো না, বরং তা তোমাদের জন্য উপকারী। তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে তার কৃত পাপকাজের ফল এবং এ বিষয়ে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে তার জন্য রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি।

١١۔ اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ط لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ط بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ج وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

টীকা : মোনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাঙ্গপাঙ্গ কর্তৃক উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-র বিরুদ্ধে যে গুরুতর মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল, ১১-২৬ আয়াত পর্যন্ত সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১২. যখন তোমরা এই গুজব শুনলে তখন ঈমানদার পুরুষগণ ও ঈমানদার নারীগণ নিজেদের লোকদের সম্পর্কে কোনো উত্তম ধারণা পোষণ করলো না এবং কেনো বললো না : এ তো একটা স্পষ্ট অপবাদ?

١٢۔ لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ○

১৩. তারা এ বিষয়ে চারজন পুরুষ সাক্ষী পেশ করলো না কেনো? যেহেতু তারা সাক্ষীদেরকে উপস্থিত করতে পারেনি তাই তারা আল্লাহ্‌র কাছে মিথ্যাবাদী।

١٣۔ لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ج فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ○

১৪. যদি দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো তবে তোমরা যাতে জড়িয়ে পড়েছিলে তার কারণে অবশ্যই ভয়ংকর শাস্তি তোমাদের গ্রাস করতো।

١٤۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞

১৫. যখন তোমরা মুখে মুখে তা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিলো না এবং তোমরা একে তুচ্ছ ব্যাপার ভেবেছিলে। অথচ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তা ছিলো একটি গুরুতর ব্যাপার!

١٥۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ن وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ○

১৬. তোমরা যখন তা শুনতে পেলে তখন কেনো বললে না, এ ধরনের কথা মুখে উচ্চারণ করা

١٦۔ وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ

www.pathagar.com

لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ق سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ○

আমাদের জন্য শোভা পায় না। পবিত্র মহান আল্লাহ, এটা তো এক গুরুতর অপবাদ!

١٧۔ يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۞

১৭. আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো তবে আর কখনো এরূপ কাজ করবে না।

١٨۔ وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

১৮. আর আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

١٩۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

১৯. যারা ঈমানদারগণের সমাজে প্রকাশ্যে বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতা ছড়িয়ে পড়া পছন্দ করে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।

টীকা : বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিম সমাজে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে যেনা-ব্যভিচার, ধর্ষণ, নারীদের, বিশেষত তরুণীদের অশালীন পোশাকে বাড়ির বাইরে যাতায়াতের মাধ্যমে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ছে। এগুলো আবার এক শ্রেণীর নীতিহীন লোকের সহযোগিতায় টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকার সহায়তায় আরো বিস্তার লাভ করেছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে অর্ধ-নগ্ন নারীদের পুরুষের সাথে নর্তন-কুর্দন সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এগুলো যেনো কোনো ঘৃণিত কাজ নয়, অশ্লীলতা নয়। ঈমানদার ব্যক্তির, বিবেকবান ব্যক্তির চোখ এগুলোর দিকে তাকাতে ঘৃণাবোধ করে, লজ্জাবোধ করে।

٢٠۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۞

২০. তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে (তোমাদের কেউই রক্ষা পেতে না) এবং আল্লাহ বড়োই দয়ার্দ্র, পরম করুণাময়।

٢١۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কোনো ব্যক্তি শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে– সে তো নির্লজ্জতা-বেহায়াপনা ও খারাপ কাজের আদেশ দেয়। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের একজনও কখনো পবিত্র হতে পারতো না। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

www.pathagar.com

২২. তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদাবান, অনুগ্রহশীল এবং ধনী তারা যেনো (এই মর্মে) শপথ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবী লোকজনকে এবং আল্লাহ্‌র পথে হিজরতকারীদের সাহায্য-সহযোগিতা করবে না। তারা যেনো এদেরকে মাফ করে দেয় এবং এদের ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٢۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ص وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ط أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

টীকা : মিসতাহ ইবনে উসাসাহ নামীয় আবু বকর (রা)-র এক আত্মীয়ও মোনাফিকদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে আয়েশা (রা)-র বিরুদ্ধে অপবাদ রটনায় যোগ দেয়। লোকটি দরিদ্র হওয়ায় আবু বকর (রা) তার পরিবারের নিয়মিত ভরণপোষণে সাহায্য করতেন। এ ঘটনার পর তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা বন্ধ করে দেন। মিসতাহ ছিলেন সরল প্রকৃতির। তিনি মক্কা থেকে হিজরত করেন এবং সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ নিঃস্বার্থ অবদানের জন্য উপরোক্ত আয়াতে আবু বকর (রা)-কে তার প্রতি তাঁর আর্থিক সাহায্য অব্যাহত রাখার উপদেশ দেন।

২৩. নিশ্চয়ই যেসব লোক পবিত্র চরিত্রের সতী ও নিরীহ ঈমানদার মহিলাদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি।

٢٣۔ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ص وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑦

২৪. যেদিন তাদের সকলের জিহ্বা, হাত ও পাগুলো তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে–

٢٤۔ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

২৫. সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিদান (শাস্তি) যথার্থভাবে পূর্ণ মাত্রায় দান করবেন এবং তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহ্‌ই সত্য, স্পষ্টভাবে ব্যক্তকারী।

٢٥۔ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ○

২৬. খারাপ চরিত্রের নারীরা খারাপ চরিত্রের পুরুষদের জন্য, খারাপ চরিত্রের পুরুষরা খারাপ চরিত্রের নারীদের জন্য, পবিত্র চরিত্রের মহিলারা পবিত্র চরিত্রের পুরুষদের জন্য এবং পবিত্র চরিত্রের পুরুষরা পবিত্র চরিত্রের মহিলাদের জন্য উপযুক্ত। ওরা যা বলে এরা তা থেকে পবিত্র। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং মর্যাদাপূর্ণ রিযিক।

٢٦۔ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ج وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ج أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ط لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ⑧

www.pathagar.com

২৭. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের বাড়িঘর ব্যতীত অপর কারো বাড়িঘরে তার বাসিন্দাদের অনুমতি লাভ না করা ও তাদের সালাম না দেয়া পর্যন্ত প্রবেশ করো না। এই নিয়ম তোমাদের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর। আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।

٢٧. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

২৮. তোমরা যদি বাড়িতে কাউকে না পাও তবে অনুমতি লাভ না করা পর্যন্ত তাতে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদের বলা হয়, তোমরা ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে যাবে। এটা তোমাদের জন্য উত্তম ও পবিত্রতর ব্যবস্থা। তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ মহাজ্ঞানী।

٢٨. فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ج وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○

টীকা : কারো বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে বাড়ির লোকজনের অনুমতি নিতে হবে এবং সালাম দিতে হবে। অনুমতি না পাওয়া গেলে ফিরে যেতে হবে, জোরপূর্বক প্রবেশ করা যাবে না।

২৯. যেসব ঘর বসতবাড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হয় না এবং সেখানে তোমাদের মালপত্র থাকলে তাতে তোমাদের প্রবেশে আপত্তি নেই। তোমরা যা প্রকাশ করো এবং যা গোপন করো তা আল্লাহ জানেন।

٢٩. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ○

টীকা : এ আয়াতে বৈঠকখানা, কাচারিঘর, মুসাফিরখানা অর্থাৎ পথিক, মেহমান ও আগন্তুকের সাময়িক আশ্রয়ের জন্য নির্মিত বাড়িঘরের বিধান দেয়া হয়েছে।

৩০. আপনি ঈমানদার পুরুষগণকে বলুন, তারা যেনো তাদের দৃষ্টিকে নত (সংযত) রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, এটা তাদের জন্য পবিত্রতর ব্যবস্থা। তারা যা করে সেই সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত।

٣٠. قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○

টীকা : এ আয়াতে এবং পরবর্তী আয়াতে মুসলিম নারী-পুরুষ উভয়কেই নিজ নিজ দৃষ্টি সংযত রাখতে বলা হয়েছে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত তথা সততা ও সতীত্ব বজায় রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, এক বা দু'বারের দৃষ্টি ক্ষমাযোগ্য, কিন্তু তৃতীয়বারেরটি ক্ষমাযোগ্য নয়। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, চোখের দৃষ্টি হচ্ছে ইবলীসের বিষাক্ত তীরগুলোর একটি। যে ব্যক্তি আমার ভয়ে তা ত্যাগ করবে, তার বিনিময়ে আমি তাকে এমন ঈমান দান করবো, যার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করতে পারবে (তাবারানী)।

৩১. আর আপনি ঈমানদার মহিলাদেরকেও বলুন,

٣١. وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ

www.pathagar.com

তারা যেনো তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে, তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং যা সাধারণত প্রকাশমান থাকে তা ব্যতীত তাদের দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শন না করে। তারা যেনো তাদের মাথার ওড়না দ্বারা তাদের গলা ও বুক ঢেকে রাখে। আর তারা যেনো তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইপুত, বোনপুত, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসী, যৌনক্ষমতা রহিত অধীনস্থ পুরুষগণ এবং নারীদের গোপন অঙ্গসমূহ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ বালকদের ব্যতীত অন্য কারো সামনে তাদের সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা প্রকাশ না করে। তারা যেনো তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশের জন্য সজোরে পদাঘাত না করে। হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।

أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ص وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

টীকা : ৩০-৩১ আয়াতে পর্দার (হিজাব) বিধান দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয়কেই সংযত, সুবিবেচক এবং আল্লাহ্‌র বিধান পালনের ব্যাপারে পরস্পরকে সহযোগিতা করতে হবে। অবশ্য হিজাব-এর ব্যাপারে নারীর দায়িত্ব অনেকটা বেশি। তারা যাদের সামনে সচরাচর পরিধানের পোশাকে একান্ত স্বাভাবিকভাবে আসতে পারবে এক এক করে আয়াতে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো মহিলাকে নিজ বাড়ির বাইরে যেতে হলে তাকে কিছুটা অতিরিক্ত পোশাক পরতে হয়। যেমন তাকে মুখমণ্ডল, দুই হাতের পাতা এবং দুই পায়ের পাতা ব্যতীত সমস্ত শরীর ঢেকে নিতে হয়। উল্লেখ্য যে, মাথা এবং মাথার চুল মাহরাম আত্মীয়দের সামনে খোলা রাখা যায়। কিন্তু বাড়ির বাইরে এলেই তা অবশ্যই ঢেকে রাখতে হয়। বোরকা মূলত বিচারক ও উকীলদের পরিহিত গাউনের মতো লম্বা একটি জামাবিশেষ। ওড়না বা চাদরের চেয়ে এর সুবিধা বেশি।

৩২. তোমরা তোমাদের মধ্যকার আয়্যিমদের বিবাহের ব্যবস্থা করো এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ ও সামর্থ্যবান তাদেরও। তারা যদি দরিদ্র বা অভাবগ্রস্ত হয় তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে

٣٢. وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ط اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط

www.pathagar.com

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন। আল্লাহ বড়োই প্রশস্ত, মহাজ্ঞানী।

টীকা : 'আয়্যিম' বলা হয় স্বামীহীন-স্ত্রীহীন নারী-পুরুষকে, তা বিবাহ না করা, বিবাহবিচ্ছেদ বা মৃত্যু যে কোনো কারণেই হতে পারে।

٣٣۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ز وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ط وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৩৩. আর যাদের বিবাহ করার (আর্থিক) সামর্থ্য নেই তাদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেনো নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করে। আর তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ দাসত্বমুক্তির চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চাইলে তোমরা তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হও, যদি জানো যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে এবং আল্লাহ তোমাদের যে ধন-সম্পদ দান করেছেন তা থেকে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য দান করো। তোমাদের দাসীরা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে তোমাদের বৈষয়িক স্বার্থ লাভের জন্য তোমরা তাদেরকে বল প্রয়োগে বেশ্যা হতে বাধ্য করো না। কেউ জোরপূর্বক তাদেরকে (বেশ্যা হতে) বাধ্য করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ এই জবরদস্তির পর ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٣٤۔ وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٣٤

৩৪. অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট বাণীসমূহ, যারা তোমাদের আগেকার যুগে অতীত হয়েছে তাদের দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহভীরুদের উপযোগী উপদেশ নাযিল করেছি।

٣٥۔ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ط اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ط اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ لا يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ط نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ط

৩৫. আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নূর (জ্যোতি)। তাঁর নূর-এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি পীলসুজ, যার উপর একটি প্রদীপ আছে, প্রদীপটি আছে একটি কাঁচপাত্রের মধ্যে, কাঁচপাত্রটি একটি উজ্জ্বল তারকা সদৃশ। তা বরকতপূর্ণ যায়তূন তৈল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়, যা প্রাচ্য দেশীয়ও নয় এবং পাশ্চাত্য দেশীয়ও নয়। তাতে আগুন ধরানো না হলেও তার তৈল যেনো উজ্জ্বল আলো দেয়। জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে চান

www.pathagar.com

তাঁর জ্যোতির দিকে পরিচালিত করেন। আল্লাহ মানবজাতির জন্য উপমাসমূহ তুলে ধরেন। আল্লাহ প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে মহাজ্ঞানী।

يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝٣٥

টীকা : এখান থেকে মোনাফিকদের লক্ষ করে আলোচনা শুরু হয়েছে। 'আকাশসমূহ ও পৃথিবী' বলতে এখানে আল্লাহ তায়ালার সমগ্র সৃষ্টিলোক বুঝানো হয়েছে, যার সীমা-পরিসীমা মানুষের কল্পনাতীত।

'নূর' এমন জিনিস যার সাহায্যে অন্ধকার দূরীভূত হয়ে সবকিছু আলোক উদ্ভাসিত হয়, জ্যোতির্ময় হয়ে উঠে, যা স্বতস্ফুর্তভাবে প্রকাশিত হয় এবং অন্য জিনিসকেও প্রকাশ করে। আল্লাহ্‌র নূরেই বিশ্বলোক আলোকিত, অন্যথায় তা অন্ধকারাচ্ছন্ন। যা কিছু আলো দেয় তা তাঁর দেয়া আলোর কারণেই আলোকিত এবং আলোদানকারী।

প্রদীপ বলতে আল্লাহ, পীলসুজ বলতে বিশ্বলোক এবং কাঁচপাত্র বলতে সেই পর্দা বা প্রতিবন্ধকতাকে বুঝানো হয়েছে যার সাহায্যে আল্লাহ তায়ালা নিজেকে সৃষ্টিকুলের দৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছেন। আল্লাহ্‌র নূর এতো প্রভাময়, তীক্ষ্ণ ও তীব্র যে, তা সংকীর্ণ ও দুর্বল শক্তিসম্পন্ন দৃষ্টির পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। মহান নবী হযরত মূসা (আ) তাঁকে দেখার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে তিনি বলেন, "আপনি কিছুতেই আমাকে দেখতে পাবেন না" (৭:১৪৩)। অতএব আল্লাহ্‌র নূর সরাসরি দেখা সম্ভব নয়। আল্লাহ যাকে চান তার অন্তরদৃষ্টিই কেবল এই নূরের অনুভূতি ও ফয়েজ লাভ করতে পারে। সর্বোপরি এটি একটি মুতাশাবিহ (ব্যাখ্যার অতীত) আয়াত।

৩৬. আল্লাহ যেসব ঘরকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং যেগুলোতে তাঁর নাম স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন তাতে সকাল-সন্ধ্যায় (জ্যোতির দিকে পরিচালিত লোকজন) তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে;

٣٦۔ فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۝٣٦

৩৭. তারা এমন লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে এবং নামায কায়েম করা ও যাকাত দেয়া থেকে অমনোযোগী করতে পারে না। তারা সেই দিনকে ভয় করে যেদিন অন্তরসমূহ ও চোখগুলো উল্টে যাবে।

٣٧۔ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ص يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ۝٣٧

৩৮. (তারা তা এজন্য করে) যাতে আল্লাহ তাদের উৎকৃষ্টতর কাজের পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো অধিক দান করেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।

٣٨۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝٣٨

টীকা : এই উপমায় ও পরবর্তী উপমায় আন্তরিকতাহীন, অনুভূতিহীন, প্রদর্শনীমূলক ও নিষ্ঠাহীন সৎকাজের কথা বলা হয়েছে। তা মরিচিকা সদৃশ, আখেরাতে নিষ্ফলদায়ক।

৩৯. আর যারা কাফের তাদের কার্যকলাপ

٣٩۔ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ

www.pathagar.com

بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ط حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ط وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝٣٩

মরুভূমির মরিচিকা সদৃশ, যে মরিচিকাকে পিপাসাকাতর ব্যক্তি পানি ধারণা করে (সেদিকে ছুটতে থাকে)। শেষ পর্যন্ত সেখানে পৌঁছে সে কিছুই পায় না, সেখানে সে আল্লাহ্‌কে উপস্থিত পায়। অতএব তিনি হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

٤٠۔ اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ط ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ط اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ط وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ۝٤٠

৪০. অথবা (তাদের কার্যকলাপ) অথৈ সাগরের বুকে ঘোর অন্ধকার সদৃশ, যাকে আচ্ছন্ন করে ঢেউয়ের পর ঢেউ, যার উপরে রয়েছে নিকশ কালো মেঘমালা, অন্ধকারের উপর অন্ধকার, যখন সে তার হাত বের করে তখন তা আদৌ দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে নূর থেকে বঞ্চিত করেছেন তার ভাগ্যে কোনো নূর নেই।

٤١۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ط كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝٤١

৪১. আপনি কি দেখেন না, আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড়ন্ত পাখির ঝাঁক আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে? প্রতিটি সৃষ্টিই নিজ নিজ ইবাদতের এবং (আল্লাহ্‌র) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার নিয়ম-কানুন জানে। ওরা যা করে সেই সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত।

٤٢۔ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝٤٢

৪২. আকাশমালা ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্‌র এবং তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

٤٣۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِىْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ج وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ

৪৩. আপনি কি লক্ষ করেন না, আল্লাহ মেঘমালাকে ধীরস্থিরভাবে পরিচালনা করেন, অতঃপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে বিন্যাস করেন, অতঃপর আপনি দেখতে পান যে, তার অভ্যন্তর থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে? তিনি আকাশের শিলার স্তূপ থেকে শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তার সাহায্যে যাকে ইচ্ছা আঘাত হানেন এবং যার থেকে ইচ্ছা

www.pathagar.com

يَّشَآءُ ط يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ۝

অন্যদিকে সরিয়ে নেন। আর এর বিদ্যুৎ ঝলক যেনো দৃষ্টিশক্তি প্রায় বিলীন করে দেয়?

٤٤۔ يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ۝

৪৪. আল্লাহ রাত ও দিনের ক্রম-আবর্তন ঘটান। নিশ্চয়ই এর মধ্যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ রয়েছে।

٤٥۔ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ ج وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ط يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৪৫. আল্লাহ সমস্ত প্রাণী পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এগুলোর মধ্যে কোনোটি পেটে ভর দিয়ে চলে, কোনোটি দুই পায়ে ভর করে চলে এবং কোনোটি চার পায়ে ভর করে চলে। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর সর্বময় শক্তির অধিকারী।

٤٦۔ لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ط وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

৪৬. নিশ্চয়ই আমি সুস্পষ্ট বাণীসমূহ নাযিল করেছি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

٤٧۔ وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ط وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৪৭. তারা (মোনাফিকরা) বলে, আমরা ঈমান আনলাম আল্লাহ্‌র উপর ও রাসূলের উপর এবং অনুগত হলাম। অতঃপর তাদের মধ্যকার একটি দল পুনরায় মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। মূলত এরা ঈমানদার নয়।

٤٨۔ وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

৪৮. তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়ার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যকার একটি দল মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

٤٩۔ وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ۝

৪৯. অবশ্য সত্য যদি তাদের অনুকূলে হয় তবে তারা বিনীতভাবে আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট এসে উপস্থিত হয়।

٥٠۔ اَفِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

৫০. তাহলে তাদের অন্তরের মধ্যে কি রোগ আছে অথবা তারা সন্দেহ পোষণ করে অথবা তারা আশঙ্কা করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল

www.pathagar.com

তাদের প্রতি অবিচার করবেন? বরং এরা নিজেরাই যালেম।

وَرَسُوْلُهٗ ط بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

৫১. ঈমানদারগণের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়ার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তখন তাদের বক্তব্যই হলো ঃ আমরা শোনলাম এবং মেনে নিলাম। এরাই সফলকাম।

٥١۔ اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

৫২. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়, আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং তাঁর (বিরুদ্ধাচরণ করার) ব্যাপারে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম।

٥٢۔ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝

৫৩. তারা (মোনাফিকরা) দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যে, আপনি নির্দেশ দিলে আমরা বাড়ি-ঘর থেকে বের হয়ে আসবো। আপনি বলুন, তোমরা শপথ করো না, যথারীতি আনুগত্য করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

٥٣۔ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ط قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ج طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

৫৪. আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগত হও এবং রাসূলের অনুগত হও। তোমরা যদি মুখ ঘুরিয়ে চলে যাও তবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তিনি দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী থাকবে। আর তোমরা যদি তার আনুগত্য করো তবে সৎপথ পেয়ে যাবে। রাসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে (আল্লাহ্‌র বাণী) পৌঁছে দেয়া।

٥٤۔ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ج فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ط وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ط وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খেলাফত (শাসন কর্তৃত্ব) দান করবেন, যেমন তিনি তাদের আগেকার (ঈমানদার) লোকদেরকে খেলাফত দান করেছিলেন। আর তিনি তাদের জন্য যে দীন মনোনীত করেছেন তাকে সুদৃঢ় ও

٥٥۔ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ

www.pathagar.com

وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا ط وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তাদের ভীতিকর অবস্থার পরিবর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। এরপরও যারা অবাধ্যাচারী হবে তারাই পাপাচারী ফাসেক।

টীকা : এ আয়াতে ঈমানদার, সৎকর্মশীল, আল্লাহর ইবাদতকারী, শেরেক বর্জনকারী এবং আল্লাহ্‌র বিধানের অবাধ্যাচারী নয় এমনসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী জনগোষ্ঠীকে খেলাফত (শাসনক্ষমতা) দানের ওয়াদা করা হয়েছে। অতীত ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আছে। আমরা আশা করি মুসলমানদের বর্তমান অধপতিত, বিভ্রান্ত ও পতন যুগের অবসান হওয়ার পর আবার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মুসলিম জনগোষ্ঠীর দ্বারা অচিরেই খিলাফত পুনরুদ্ধার হবে। পৃথিবীব্যাপী এর সুস্পষ্ট আলামত লক্ষ করা যাচ্ছে।

٥٦۔ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

৫৬. তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রাসূলের অনুগত হও, যাতে তোমরা অনুগ্রহ লাভকারী হতে পারো।

٥٧۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ج وَمَاْوٰهُمُ النَّارُ ط وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ⑤

৫৭. তোমরা পৃথিবীতে কাফেরদেরকে প্রবল পরাক্রান্ত মনে করো না। তাদের ঠিকানা আগুন (দোযখ)। কতো নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

٥٨۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ط مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ق ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ط لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ط طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৫৮. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যকার নাবালেগরা বিশেষ তিনটি সময়ে তোমাদের নিকট প্রবেশ করার পূর্বে যেনো তোমাদের নিকট অনুমতি চায়: ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা নিজেদের পোশাক খুলে রাখো এবং এশার নামাযের পর। এই তিনটি তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এই তিন সময়ের পরে (বিনা অনুমতিতে প্রবেশে) তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্য কোনো দোষ নেই। তোমাদের তো পরস্পরের নিকট যাতায়াত করতেই হয়। আল্লাহ এভাবে স্পষ্ট করে তোমাদের জন্য বিধানসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী পরম প্রজ্ঞাময়।

টীকা : এখান থেকে আবার সামাজিক ও পারিবারিক কিছু বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে। ফজরের পূর্বে স্বামী-স্ত্রী একই বিছানায় থাকে, দুপুরে বিশ্রাম করে এবং এশার পরে আবার ঘুমাতে যায়। এই তিন সময় সাধারণত দেহে হালকা পোশাক থাকে। তাই সাবধানতার খাতিরে নাবালেগ শিশুরাও ঐ সময়গুলোতে তাদের বড়োদের কামরায় অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করবে।

www.pathagar.com

৫৯. তোমাদের মধ্যকার শিশুরা বালেগ ও বুদ্ধিমান হলে পর (তোমাদের নিকট প্রবেশের জন্য) যেনো অনুমতি চায়, যেমন তাদের আগের (প্রাপ্তবয়স্ক) লোকেরা অনুমতি প্রার্থনা করতো। আল্লাহ এভাবে তাঁর বিধানসমূহ তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٥٩. وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৬০. আর বৃদ্ধা মহিলারা, যাদের বিবাহ করার আকাঙ্ক্ষা নেই তারা নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের পোশাক খুলে রাখলে তাতে তাদের কোনো দোষ হবে না। তবে তা থেকেও বিরত থাকাই তাদের জন্য কল্যাণকর, উপকারী বা উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

٦٠. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ ط وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

টীকা : বয়ঃবৃদ্ধা মহিলাদের পর্দার ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা আছে।

৬১. অন্ধের ক্ষেত্রে আপত্তি নেই, খোঁড়ার ক্ষেত্রে আপত্তি নেই, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আপত্তি নেই এবং তোমাদের বেলাও আপত্তি নেই আহার করায় তোমাদের নিজেদের বাড়িতে অথবা তোমাদের পিতাদের বাড়িতে অথবা তোমাদের মায়েদের বাড়িতে অথবা তোমাদের ভাইদের বাড়িতে অথবা তোমাদের বোনদের বাড়িতে অথবা তোমাদের চাচাদের বাড়িতে অথবা তোমাদের ফুফুদের বাড়িতে অথবা তোমাদের মামাদের বাড়িতে অথবা তোমাদের খালাদের বাড়িতে অথবা যে বাড়ির চাবি তোমাদের মালিকানায় আছে সেই বাড়িতে অথবা তোমাদের বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে। তোমরা একত্রে অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার করলেও কোনো আপত্তি নেই। তবে তোমরা যখন বাড়িতে প্রবেশ করবে তখন তোমাদের আপনজনদের সালাম দাও। (এই কল্যাণকর) অভিবাদন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যা খুবই বরকতময় ও পবিত্র। আল্লাহ এভাবে তোমাদের জন্য

٦١. لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ط لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ط فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ

www.pathagar.com

اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝٦١

বিধানসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।

টীকা : এই আয়াতে নিজ বাড়িতে প্রবেশকালেও পরিবারের লোকজনকে সালাম দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এই সালাম দেয়াকে আল্লাহ তায়ালা কল্যাণকর ও বরকতময় বলেছেন।

٦٢۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰٓى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

৬২. ঈমানদার তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে এবং তারা তাঁর সাথে কোনো সমষ্টিগত কাজে একত্র হলে তার কাছে অনুমতি না নিয়ে কখনো চলে যায় না। যারা আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে। অতএব তারা যখন তাদের কোনো প্রয়োজনে (যাবার জন্য) আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে তখন আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٦٣۔ لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ط قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ج فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৬৩. তোমরা রাসূলের দাওয়াত বা আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যকার দাওয়াত বা আহ্বানের অনুরূপ (সমান পর্যায়ের) গণ্য করো না। তোমাদের মধ্যে যারা চুপিসারে কেটে পড়ে আল্লাহ তো তাদের সম্পর্কে জানেন। অতএব যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেনো সতর্ক হয় যে, কোনো বিপর্যয় তাদেরকে আঘাত হানবে অথবা তারা মর্মান্তিক শাস্তির শিকার হবে।

٦٤۔ اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط قَدْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ ط وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝٦٤

৬৪. জেনে রাখো! আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে তথা গোটা বিশ্বলোকে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বাধীন। তোমরা যে অবস্থায় আছো তা তিনি অবশ্যই জানেন। আর যেদিন তাদেরকে তাঁর নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে সেদিন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে মহাজ্ঞানী।

www.pathagar.com

২৫. সূরা আল-ফুরকান (৪২)

٢٥- سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ

আয়াত : ৭৭; রুকূ' : ৬; মক্কী

اٰيَاتُهَا : ٧٧، رُكُوْعٌ : ٦، مَكِّيَّةٌ

ইমাম রাযী ও ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (র) একটি রিওয়ায়াত (দাহ্হাক ও মুকাতিলের সূত্রে) উল্লেখ করে বলেছেন, সূরা নিসা নাযিল হওয়ার আট বছর পূর্বে সূরা ফুরকান নাযিল হয়েছে। এটা ছিলো রাসূলে পাক (স)-এর মক্কী অধ্যায়ের মাঝামাঝি কাল (৭ম নববী সন)।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. কতো বরকতময় প্রাচুর্যময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার নিকট ফুরকান (কুরআন) নাযিল করেছেন, যাতে তিনি বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারেন।

١- تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَانِ ۙ

২. আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই। তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর রাজত্বে তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং তিনি প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করে তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন পরিমিতভাবে।

٢- الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ۝

৩. আর তারা তাঁর পরিবর্তে অন্যদেরকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে, যেগুলো কোনো কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়, বরং সেগুলো নিজেরাই সৃষ্ট এবং সেগুলো না নিজেদের কোনো ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে আর না জীবন, মরণ ও পুনর্জীবনের ক্ষমতা রাখে।

٣- وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ۝

৪. কাফেররা বলে, এটা মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয় যা সে নিজে উদ্ভাবন করেছে এবং অন্য কোনো সম্প্রদায় এ বিষয়ে তাকে সহযোগিতা করেছে। তারা অবশ্যই যুলুম ও মিথ্যাসহ আবির্ভূত হয়েছে।

٤- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ِۨافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ۝

৫. ওরা বলে, এগুলো তো অতীত কালের কল্পকাহিনী, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে। এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়।

٥- وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

www.pathagar.com

৬. আপনি বলুন, যিনি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর গোপন রহস্য অবগত আছেন তিনিই এটা নাযিল করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٦۔ قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِیْ یَعْلَمُ السِّرَّ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا ○

৭. ওরা বলে, ইনি আবার কেমন রাসূল, খাদ্যদ্রব্য আহার করেন এবং বাজারসমূহেও ঘোরাফেরা করেন! কেনো তার সাথে একজন ফেরেশতা পাঠানো হলো না, সে তার সাথে সতর্ককারী হিসেবে থাকতো?

৭۔ وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ یَاْكُلُ الطَّعَامَ وَیَمْشِیْ فِی الْاَسْوَاقِ ط لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَیْهِ مَلَكٌ فَیَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِیْرًا ۙ○

৮. অথবা তাকে একটা ধনভাণ্ডার দেয়া হয় না কেনো অথবা তার একটি বাগান থাকলো না কেনো, তিনি তা থেকে আহার করতে পারতেন? আর এই যালেমরা বলে, তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত লোকেরই অনুসরণ করছো।

৮۔ اَوْ یُلْقٰٓی اِلَیْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ یَّاْكُلُ مِنْهَا ط وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ○

৯. আপনি লক্ষ করুন, ওরা আপনার সম্পর্কে কেমন উপমাসমূহ বর্ণনা করছে। অতএব ওরা বিপথগামী হয়েছে। ফলে ওরা সঠিক রাস্তা পেতে সক্ষম হবে না।

৯۔ اُنْظُرْ كَیْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا یَسْتَطِیْعُوْنَ سَبِیْلًا ○

১০. কতো বরকতময় প্রাচুর্যময় তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে এর চেয়েও উত্তম জিনিস দিতে পারেন ঃ জান্নাত, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত এবং তিনি আপনাকে আরো দিতে পারেন প্রাসাদরাজী।

১০۔ تَبٰرَكَ الَّذِیْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَیْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَیَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ○

১১. বরং ওরা কিয়ামতকে অস্বীকার করেছে। আর যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করেছে আমি তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি।

১১۔ بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ز وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِیْرًا ۚ

১২. জ্বলন্ত আগুন যখন ওদেরকে দূর থেকে দেখতে পাবে তখন ওরা এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চীৎকার শুনতে পাবে।

১২۔ اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِیْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَیُّظًا وَّزَفِیْرًا ○

১৩. আর যখন তারা শিকলে বাঁধা অবস্থায় এর এক সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে।

১৩۔ وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَیِّقًا مُّقَرَّنِیْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ۔

www.pathagar.com

১৪. আজ তোমরা একটি মৃত্যুকে ডেকো না, অসংখ্য মৃত্যুকে ডাকো।

١٤۔ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ○

১৫. আপনি জিজ্ঞেস করুন, এটা কি উত্তম না চিরন্তন জান্নাত, আল্লাহভীরুদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে ? এটাই তাদের প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তনস্থল।

١٥۔ قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّمَصِيْرًا ○

১৬. তার মধ্যে তারা যা চাইবে তা-ই পাবে, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। এই প্রার্থিত প্রতিশ্রুতি পূরণ করা আপনার প্রভুর দায়িত্ব।

١٦۔ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ خٰلِدِيْنَ ط كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا ○

১৭. যেদিন তিনি অবাধ্যাচারীদেরকে এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তারা যেগুলোর উপাসনা করতো সেগুলোকে সমবেত করবেন সেদিন জিজ্ঞেস করবেন, তোরাই কি আমার এসব বান্দাকে বিপথগামী করেছিলে, না ওরা নিজেরাই সঠিক পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়েছিল ?

١٧۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِىْ هٰٓؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ؏

১৮. সেগুলো বলবে, আপনি পবিত্র মহান। আপনাকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বরং আপনিই তাদেরকে এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরকে ভোগ-বিলাসের সামগ্রী দান করেছিলেন, পরিশেষে তারা উপদেশ ভুলে গেছে। আর এরা ছিল একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি।

١٨۔ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِىْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ج وَكَانُوْا قَوْمًا بُوْرًا ○

১৯. তোমরা (অবাধ্যাচারীরা) যা বলো তা ওরা (পূজনীয়রা) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। অতএব তোমরা শাস্তিকে প্রতিরোধ করতেও সক্ষম হবে না এবং সাহায্য লাভ করতেও পারবে না। তোমাদের মধ্যে যে-ই যুলুম করবে আমি তাকে ভয়ংকর শাস্তি ভোগ করাবো।

١٩۔ فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ لا فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا ج وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا ○

২০. আমি আপনার পূর্বে যেসকল রাসূলই পাঠিয়েছি তারা অবশ্যই খাদ্যদ্রব্য আহার করতেন এবং হাটে-বাজারে যাতায়াত করতেন। আমি তোমাদের কতককে অপর কতকের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা কি ধৈর্যধারণ করবে ? আপনার প্রভু সবকিছু দেখেন।

٢٠۔ وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ ط وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ط اَتَصْبِرُوْنَ ج وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ؏

www.pathagar.com

২১. যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা করে না তারা বলে, আমাদের নিকট ফেরেশতা পাঠানো হয়নি কেনো অথবা আমরা আমাদের প্রভুকে দেখতে পাই না কেনো? এরা তো নিজেদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে এবং এরা গুরুতর অবাধ্যতায় লিপ্ত রয়েছে।

٢١۔ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا ؕ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيْرًا ○

২২. ওরা যেদিন ফেরেশতাদের দেখতে পাবে সেদিন অপরাধীদের জন্য কোনো সুসংবাদ নেই এবং তারা (ফেরেশতা) বলবে, (তোমাদের জন্য রয়েছে) অলংঘনীয় অন্তরায়।

٢٢۔ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ○

২৩. আর আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করবো, সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত করবো।

٢٣۔ وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ○

২৪. সেদিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামের জায়গা হবে চমৎকার।

٢٤۔ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّ اَحْسَنُ مَقِيْلًا ○

২৫. আর সেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেশতাদেরকে নামিয়ে দেয়া হবে।

٢٥۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ○

২৬. সেদিন সত্যিকার রাজত্ব হবে দয়াময় রহমানের এবং কাফেরদের জন্য সেই দিনটি হবে বড়োই কঠিন ও কষ্টকর।

٢٦۔ اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ؕ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ○

২৭. সেদিন স্বৈরাচারী যালেম তার দুই হাত দংশন করতে করতে বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম!

٢٧۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ○

২৮. হায় আমার দুর্ভোগ! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।

٢٨۔ يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ○

www.pathagar.com

২৯. আমার নিকট উপদেশ পৌঁছার পর সে তো আমাকে বিপথগামী করেছে। শয়তান মানবজাতির জন্য মহাবিশ্বাসঘাতক।

٢٩. لَقَدْ اَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِيْ ط وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلاً ○

৩০. আর রাসূল বলবেন, হে আমার প্রভু! নিশ্চয়ই আমার সম্প্রদায় তো এই কুরআনকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখেছে।

٣٠. وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ○

৩১. এভাবেই আমি (আল্লাহ) অপরাধীদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু বানিয়েছিলাম। আপনার জন্য আপনার প্রভুই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট।

٣١. وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ط وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ○

৩২. কাফেররা আরো বলে, তার নিকট পূর্ণ কুরআন একসঙ্গে নাযিল হলো না কেনো? আপনার হৃদয়মূলে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করার জন্য১ আমি তা এভাবে নাযিল করেছি এবং ক্রমান্বয়ে পাঠ করেছি।

٣٢. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ ص وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلاً ○

টীকা-১ : ভিন্ন তরজমা- "আমি এর সাহায্যে আপনার অন্তরকে সুদৃঢ় করে দেই" অথবা "আপনার মধ্যে সাহস জাগ্রত করি"।

৩৩. তারা আপনার নিকট যে কোনো সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হোক, আমিই আপনাকে তার সঠিক জবাব ও সুষ্ঠু ব্যাখ্যা শিখিয়ে দেই।

٣٣. وَلاَ يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلاَّ جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ⑤

৩৪. যাদেরকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে সমবেত করা হবে, তাদের স্থানই হবে অতি নিকৃষ্ট এবং তারাই সর্বাধিক বিপথগামী।

٣٤. اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ لا اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلاً ⑥

৩৫. আমি তো মূসাকে কিতাব (তাওরাত) দান করেছিলাম এবং তার সাথে তার ভাই হারূনকে (তার) সাহায্যকারী নিয়োগ করেছিলাম।

٣٥. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗٓ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ⑦

৩৬. আমি বলেছিলাম, যে সম্প্রদায় আমার বাণীসমূহকে বিশ্বাস করে না তোমরা দু'জন তাদের নিকট যাও। পরে আমি এই সম্প্রদায়কে সমূলে ধ্বংস করেছি।

٣٦. فَقُلْنَا اذْهَبَآ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ط فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ⑧

৩৭. এবং নূহ-এর সম্প্রদায় যখন রাসূলগণকে অবিশ্বাস করলো, আমি তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করলাম এবং মানবজাতির জন্য তাদেরকে

٣٧. وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ط

www.pathagar.com

وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

একটি নিদর্শন বানালাম। আমি স্বৈরাচারী যালেমদের জন্য মর্মান্তিক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

٣٨. وَّعَادًا وَّثَمُوْدَا۠ وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ۝

৩৮. আর আদ, ছামূদ ও আর-রাস্‌স-এর বাসিন্দাদেরকে এবং এদের মধ্যবর্তী কালের বহু সংখ্যক সম্প্রদায়কেও (ধ্বংস করেছি)।

٣٩. وَّكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ز وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ۝

৩৯. আমি এদের প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য বহু দৃষ্টান্ত পেশ করেছিলাম এবং প্রতিটিকেই সমূলে ধ্বংস করেছি।

٤٠. وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْٓ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ط اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ج بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ۝

৪০. তারা তো সেই জনপদের উপর দিয়েই যাতায়াত করে যাদের এখানে নিকৃষ্ট ধরনের বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল। তারা কি এদের পরিণতি লক্ষ করে না? বরং এরা মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের আশাই করে না।

٤١. وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ط اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ۝

৪১. তারা আপনাকে দেখলেই ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে আপনাকে গ্রহণ করে (এবং বলে), এই কি সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন?

٤٢. اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ط وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

৪২. সে তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্য দেব-দেবী থেকে বিচ্ছিন্নই করে ফেলেছিল প্রায়, যদি আমরা (এগুলোর পূজায়) ধৈর্যের সাথে স্থির না থাকতাম। অচিরেই তারা যখন শাস্তি দেখতে পাবে তখন জানতে পারবে, কে সর্বাধিক বিপথগামী।

٤٣. اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ط اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ۝

৪৩. যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে আপনি কি তাকে লক্ষ করেছেন? আপনি কি তার (হেদায়াতের) দায়িত্ব নিতে পারেন?

٤٤. اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ط اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

৪৪. অথবা আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অনেকেই শোনে এবং বোঝে? ওরা তো পশুর সমান, বরং ওরা আরো বেশি বিপথগামী।

٤٥. اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ج وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ج ثُمَّ جَعَلْنَا

৪৫. আপনি কি আপনার প্রভুকে দেখেন না যে, তিনি কিভাবে ছায়াকে সম্প্রসারিত করেন। তিনি ইচ্ছা করলে অবশ্যই একে স্থির রাখতে পারতেন।

www.pathagar.com

الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ۝

অতঃপর আমি সূর্যকে এর পথনির্দেশক করেছি।

٤٦۔ ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ۝

৪৬. অতঃপর আমি একে আস্তে-ধীরে আমার দিকে গুটিয়ে আনি।

٤٧۔ وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ۝

৪৭. তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে করেছেন পোশাকস্বরূপ, ঘুমকে বানিয়েছেন তোমাদের বিশ্রামের উপায় এবং দিনকে করেছেন জীবন্ত হয়ে ওঠার উপকরণ।

٤٨۔ وَهُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ج وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ۝

৪৮. তিনিই নিজের অনুগ্রহ দান করার আগেভাগে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে পাঠান। আর আমি আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি।

٤٩۔ لِّنُحْيِيَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا ۝

৪৯. এর সাহায্যে আমি মৃত ভূমিকে জীবন দান করি এবং আমার সৃষ্টি করা বহু জীব-জন্তু ও মানুষকে তা পান করাই।

٥٠۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ز فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ۝

৫০. এই (বিস্ময়কর কার্যাবলী) আমি তাদের সামনে বারবার ঘটাই, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে।

٥١۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ۝

৫১. আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি লোকালয়ে এক একজন সতর্ককারী পাঠাতে পারতাম।

٥٢۔ فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ۝

৫২. অতএব আপনি কাফেরদের অনুসরণ করবেন না এবং এই কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করুন।

٥٣۔ وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ج وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ۝

৫৩. তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, একটি (পানি) মিষ্টি ও সুস্বাদু এবং অপরটি লোনা ও কড়া। আর তিনি উভয়টির মাঝখানে রেখে দিয়েছেন একটি অন্তরাল, একটি দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধক।

٥٤۔ وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ط وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ۝

৫৪. আর তিনিই মানবজাতিকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কসূত্র স্থাপন করেছেন। আপনার প্রভু মহাশক্তিধর।

www.pathagar.com

৫৫. তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর উপাসনা করে যা তাদের উপকারও করতে পারে না এবং তাদের ক্ষতিও করতে সক্ষম নয়। কাফের তো তার প্রভুর বিরুদ্ধে (বিদ্রোহীর) সাহায্যকারী।

٥٥. وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ط وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ○

৫৬. আমি তো আপনাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবেই পাঠিয়েছি।

٥٦. وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ○

৫৭. আপনি বলুন, আমি তোমাদের নিকট এর প্রতিদান চাই না। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে তার প্রভুর দিকের রাস্তা ধরুক।

٥٧. قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ○

৫৮. আর আপনি চিরঞ্জীব অমর সত্তার উপর ভরসা করুন এবং তাঁর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন। তিনি তাঁর বান্দাদের পাপাচার সম্বন্ধে যথেষ্ট অবগত;

٥٨. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ط وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرَانِ ۞

৫৯. যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এই দু'টির মধ্যকার সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর (বিশ্বজাহানের) সিংহাসনে (আরশে) সমাসীন হয়েছেন। তিনি দয়াময়, এ সম্পর্কে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞেস করো।

٥٩. الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ج اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا ○

৬০. তাদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা দয়াময় রহমানকে সিজদা করো, তখন তারা বলে, রহমান আবার কে ? তুমি কাউকে সিজদা করতে বললেই কি আমরা তাকে সিজদা করবো ? এ উপদেশ তাদের ঘৃণাই বৃদ্ধি করে।

٦٠. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ق اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ۞

টীকা : আয়াতটি তিলাওয়াতকারী ও তিলাওয়াত শ্রবণকারী একটি সিজদা করুন।

৬১. কতো বরকতময় প্রাচুর্যময় তিনি যিনি আকাশে সৃষ্টি করেছেন (গ্রহ-নক্ষত্রের) কক্ষপথসমূহ এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ (সূর্য) ও জ্যোতির্ময় চাঁদ।

٦١. تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ○

৬২. তিনিই রাত ও দিনকে পরস্পরের অনুগামী করেছেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (তা থেকে) উপদেশ গ্রহণ করতে চায় এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়।

٦٢. وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ○

www.pathagar.com

৬৩. যেসব লোক পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং জাহিল-মূর্খরা তাদেরকে সম্বোধন করে কথা বললে তারা (জবাবে) সালাম বলে (চলে যায়) তারাই দয়াময় রহমানের বান্দা।

٦٣. وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ○

৬৪. আর যারা তাদের প্রভুর উদ্দেশে সিজদাবনত ও দাঁড়ানো অবস্থায় (তাহাজ্জুদ নামাযে) রাত কাটিয়ে দেয়।

٦٤. وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ○

৬৫. আর যারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি দূর করে দাও। তার শাস্তি নিশ্চয়ই সর্বনাশা।

٦٥. وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝

৬৬. আশ্রয়স্থল ও আবাস হিসেবে তা খুবই নিকৃষ্ট জায়গা।

٦٦. اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۝

৬৭. এবং তারা যখন অর্থব্যয় করে তখন অপব্যয়ও করে না এবং কৃপণতাও করে না, বরং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখে।

٦٧. وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ○

৬৮. আর তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোনো ইলাহকে ডাকে না, যে প্রাণনাশ আল্লাহ হারাম করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং যেনা-ব্যভিচারও করে না। যে ব্যক্তি এগুলো করে সে শাস্তিভোগ করবে।

٦٨. وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۝

৬৯. কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল তার মধ্যে থাকবে।

٦٩. يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ۝

৭০. কিন্তু যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তিনি তাদের পাপসমূহকে পুণ্যের দ্বারা পরিবর্তিত করে দিবেন। আল্লাহ বড়োই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٧٠. اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

৭১. আর যে ব্যক্তি অনুতপ্ত হয়, তওবা করে এবং

٧١. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا

www.pathagar.com

فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ○

সৎকাজ করে সে তো সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসে।

٧٢۔ وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ○

৭২. আর তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন বাজে ক্রিয়া-কর্মের কাছ দিয়ে যাতায়াত করে তখন ভদ্রলোকের মতো চলে যায়।

٧٣۔ وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ○

৭৩. তারা এমন যে, তাদেরকে তাদের প্রভুর বাণীসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলে সেগুলোর সাথে অন্ধ-বধিরের ন্যায় আচরণ করে না।

টীকা : ৬৩-৭৪ আয়াতে দয়াময় আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাদের কতোগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। তারা চলাফেরা ও আচার-ব্যবহারে বিনীত, অভদ্র-অশিষ্টদের এড়িয়ে চলে, আল্লাহ্‌র ইবাদতে রাত কাটায়, মিতব্যয়ী; অপচয়কারী ও কৃপণ নয়, শেরেকমুক্ত জীবন যাপন করে, নরহত্যা ও যেনা করে না, তওবাকারী, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, অনর্থক ও বেহুদা কথাবার্তা বলে না, আল্লাহ্‌র বাণীর গুরুত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করে এবং আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে। ৭৫-৭৬ আয়াতে এসব লোকের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

٧٤۔ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ○

৭৪. আর তারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তান দান করুন যারা হবে আমাদের জন্য চোখ জুড়ানো এবং আমাদেরকে ধর্মভীরুদের অগ্রদূত বানাও।

টীকা : আল্লাহ্‌র আনুগত্যেও আমরা অন্যদের অতিক্রম করে যাবো। আমরা কেবল উত্তম লোকই হবো না, উত্তম লোকদের নেতা বা অগ্রদূত হওয়ারও চেষ্টা করবো। আমাদের দেখাদেখি যাতে লোকজন সততা, সচ্চরিত্র ও সৎকাজে অগ্রণী হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করে।

٧٥۔ اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ۝٧٥

৭৫. যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছে তাই তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ এবং সেখানে তাদেরকে অভিবাদন ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা জানানো হবে।

٧٦۔ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ○

৭৬. সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। কী চমৎকার সেই আশ্রয় এবং সেই আবাস!

٧٧۔ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ج فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ۝٧٧

৭৭. আপনি বলুন, তোমরা আমার প্রভুকে না ডাকলে তাঁর কিছুই যায় আসে না। তোমরা তো মিথ্যা বলেছো। তাই অচিরেই নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি।

www.pathagar.com

২৬-সূরা আশ-শুআরা (৪৭)

٢٦- سُوْرَةُ الشُّعَرَآءِ

আয়াত : ২২৭; রুকূ' : ১১; মক্কী

اٰيَاتُهَا : ٢٢٧، رُكُوْعُهَا : ١١، مَكِّيَّةٌ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, প্রথমে সূরা তহা, অতঃপর ওয়াকিয়াহ, অতঃপর সূরা শুআরা নাযিল হয়েছে। একথা স্পষ্ট যে, সূরা তহা হযরত উমার (রা)-র (নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরে) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নাযিল হয়েছে। এটা ছিলো মহানবী (স)-এর মক্কী জীবনের মাঝামাঝি কাল।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- طٰسٓمٓ ○

১. ত-সীন-মীম।

٢- تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ○

২. এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের বাণী।

٣- لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○

৩. ওরা ঈমান আনে না বলে আপনি হয়ত মর্মবেদনায় নিজের জীবনটা শেষ করে দিবেন।

٤- اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ○

৪. আমি ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে তাদের নিকট কোনো নিদর্শন নাযিল করতে পারতাম। ফলে তার সামনে তাদের ঘাড় নত হয়ে যেতো।

٥- وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ○

৫. তাদের নিকট দয়াময় রহমানের পক্ষ থেকে নতুন কোনো উপদেশ এলেই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

٦- فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

৬. ওরা তো অবিশ্বাস করেছে। অতএব যে বিষয় নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তার যথার্থ সংবাদ (স্বরূপ) অচিরেই তাদের নিকট পৌঁছবে।

٧- اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ○

৭. তারা কি ভূপৃষ্ঠের দিকে দৃষ্টিপাত করে না ? আমি তাতে প্রত্যেক প্রকারের কতো উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ উদগত করেছি!

٨- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৮. নিশ্চয়ই এসব কিছুর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে অবশ্যই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঈমানদার নয়।

www.pathagar.com

৯. নিশ্চয়ই আপনার প্রভু অবশ্যই মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

৯. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

১০. যখন আপনার প্রভু মূসাকে ডাকলেন, তুমি স্বৈরাচারী যালেম সম্প্রদায়ের নিকট যাও–

১০. وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

১১. ফেরাউনের সম্প্রদায়। এরা কি সাবধান হবে না?

১১. قَوْمَ فِرْعَوْنَ ط اَلَا يَتَّقُوْنَ ○

১২. তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! আমার ভয় হচ্ছে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।

১২. قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ⑫

১৩. আর আমার মন সংকুচিত হচ্ছে, আমার জিহ্বাও সঞ্চালিত হচ্ছে না। অতএব আপনি হারূনকেও রিসালাত দান করুন।

১৩. وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ○

১৪. তাছাড়া আমার বিরুদ্ধে তাদের একটি অভিযোগও আছে। অতএব আমি আশঙ্কা করছি তারা আমাকে হত্যা করবে।

১৪. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْۢبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ○

১৫. তিনি (আল্লাহ) বললেন, কখনো সম্ভব নয়। অতএব তোমরা দু'জন আমার বাণীসমূহ নিয়ে চলে যাও। আমি শ্রবণকারী হিসেবে তোমাদের সাথে আছি।

১৫. قَالَ كَلَّا ج فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ○

১৬. অতএব তোমরা দু'জন ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হয়ে বলো, নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রাসূল।

১৬. فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৭. তাই তুমি আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে যেতে দাও।

১৭. اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ ○

১৮. সে বললো, আমরা কি তোমাকে শিশুকালে আমাদের এখানে লালন-পালন করিনি এবং তুমি তোমার জীবনের বেশ কয়েক বছর আমাদের মধ্যে কাটাওনি?

১৮. قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّ لَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ○

১৯. আর তুমি তোমার সেই অপরাধ যা করার করেছো। তুমি খুবই অকৃতজ্ঞ।

১৯. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○

www.pathagar.com

২০. তিনি বললেন, আমি তা করেছিলাম তখন, যখন আমি ছিলাম অজ্ঞতার মধ্যে।

٢٠۔ قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ○

২১. অতএব আমি তোমাদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তোমাদের মধ্য থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আমার প্রভু আমাকে জ্ঞান দান করেছেন এবং আমাকে রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

٢١۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِىْ رَبِّىْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

২২. আর তুমি আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলছো তা এই যে, তুমি গোটা বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছ।

٢٢۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ○

২৩. ফেরাউন বললো, বিশ্বজাহানের রব আবার কে?

٢٣۔ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

২৪. মূসা বললেন, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।

٢٤۔ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ○

২৫. সে তার চারপাশে উপস্থিত সকলকে বললো, তোমরা কি শুনছো না?

٢٥۔ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ○

২৬. তিনি বললেন, তিনি তোমাদেরও রব এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও রব।

٢٦۔ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ○

২৭. সে বললো, তোমাদের নিকট তোমাদের যে রাসূলকে পাঠানো হয়েছে সে নিশ্চয়ই পাগল।

٢٧۔ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ○

২৮. তিনি বললেন, তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এই দুইয়ের মাঝখানের সবকিছুর প্রতিপালক, যদি তোমাদের বোধবুদ্ধি থেকে থাকে।

٢٨۔ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

২৯. সে বললো, তুমি (মূসা) যদি আমার পরিবর্তে অপর কাউকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করো তবে আমি তোমাকে অবশ্যই জেলখানায় নিক্ষেপ করবো।

٢٩۔ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ○

৩০. তিনি বললেন, আমি যদি তোমার নিকট কোনো স্পষ্ট জিনিস নিয়ে আসি তবুও কি?

٣٠۔ قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَىْءٍ مُّبِيْنٍ ○

৩১. সে বললো, তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলে তা পেশ করো তো দেখি।

٣١۔ قَالَ فَاْتِ بِهٖٓ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

www.pathagar.com

৩২. অতএব তিনি তার লাঠি নিক্ষেপ করলে তৎক্ষণাৎ তা এক অজগর সাপ হয়ে গেলো।

٣٢. فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ۝

৩৩. আর তিনি তার হাত (বগল থেকে) টেনে বের করলে তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে পরিষ্কার সাদা প্রতিভাত হলো।

٣٣. وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ۝

৩৪. সে তার আশপাশের পারিষদবর্গকে বললো, নিশ্চয়ই সে খুব অভিজ্ঞ জাদুকর!

٣٤. قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗٓ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ۝

৩৫. সে তার জাদুবলে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে উচ্ছেদ করতে চায়। অতএব তোমরা কী সিদ্ধান্ত দাও?

٣٥. يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ۝

৩৬. তারা বললো, তাকে ও তার ভাইকে কিছুটা ফুরসত দাও এবং এই অবসরে শহরে-নগরে (যাদুকর) সংগ্রহকারীদের পাঠাও।

٣٦. قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ۝

৩৭. তারা তোমার নিকট প্রত্যেক সুদক্ষ-অভিজ্ঞ জাদুকরকে এনে হাযির করুক।

٣٧. يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ۝

৩৮. অতএব এক নির্দিষ্ট দিনে (নির্দিষ্ট স্থানে) জাদুকরদের একত্র করা হলো;

٣٨. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝

৩৯. এবং জনসাধারণকে বলা হলো, তোমরাও কি সমাবেশে একত্র হবে?

٣٩. وَّقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ۝

৪০. হয়ত আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করবো, যদি তারা বিজয়ী হয়।

٤٠. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ۝

৪১. অতএব জাদুকররা এসে উপস্থিত হয়ে ফেরাউনকে বললো, আমরা যদি বিজয়ী হতে পারি তাহলে আমাদের জন্য পুরস্কারের গ্যারান্টি আছে তো?

٤١. فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ۝

৪২. সে বললো, হাঁ, নিশ্চয়ই তোমরা তখন আমার ঘনিষ্ঠজনদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

٤٢. قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝

www.pathagar.com

৪৩. মূসা তাদের বললেন, তোমরা যা নিক্ষেপ করতে চাও তা নিক্ষেপ করো।

٤٣۔ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ○

৪৪. অতএব তারা তাদের দড়িগুলো ও লাঠিগুলো নিক্ষেপ করলো এবং বললো, ফেরাউনের ইজ্জতের শপথ! অবশ্যই আমরা বিজয়ী হবোই।

٤٤۔ فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ○

৪৫. অতঃপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করলেন। সাথে সাথে সেটি তাদের অলীক কীর্তিগুলো গ্রাস করতে লাগলো।

٤٥۔ فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ۝

৪৬. তখন জাদুকররা সিজদায় লুটিয়ে পড়লো।

٤٦۔ فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ○

৪৭. তারা বললো, আমরা বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনলাম,

٤٧۔ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৪৮. যিনি মূসা ও হারূনেরও প্রতিপালক।

٤٨۔ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ○

৪৯. ফেরাউন বললো, ব্যাপার কি, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা যে তার উপর ঈমান আনলে? যে ব্যক্তি তোমাদেরকে জাদুবিদ্যা শিখিয়েছে এই তো তোমাদের সেই প্রধান। বেশ, এখনই তোমরা জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলবো এবং নিশ্চয়ই তোমাদের সকলকে শূলে চড়াবো।

٤٩۔ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ؕ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

৫০. তারা জবাব দিলো, কোনো পরোয়া নেই, নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তনকারী।

٥٠۔ قَالُوْا لَا ضَيْرَ ۚ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ○

৫১. আমরা অবশ্যই আকাঙ্ক্ষা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের গুনাহগুলো মাফ করবেন। কেনোনা আমরা সবার আগে ঈমান এনেছি।

٥١۔ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৫২. আমি মূসার নিকট ওহী পাঠালাম, তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলায়ই এলাকা ত্যাগ করো। অবশ্যই তোমাদের পিছুধাওয়া করা হবে।

٥٢۔ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْٓ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ○

www.pathagar.com

৫৩. অতএব ফেরাউন শহরে-নগরে (সৈন্য) সংগ্রহকারীদের পাঠালো।

٥٣. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حٰشِرِيْنَ ○

৫৪. এরা তো নিতান্তই ক্ষুদ্র একটি দল।

٥٤. إِنَّ هٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ○

৫৫. এরা তো অবশ্যই আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করেছে।

٥٥. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُوْنَ ○

৫৬. আর আমরা সকলে সদা শঙ্কিত (সতর্ক) আছি।

٥٦. وَإِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ○

৫৭. অতএব আমি ফেরাউন সম্প্রদায়কে বের করে আনলাম তাদের বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারা থেকে;

٥٧. فَأَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ○

৫৮. এবং বিশাল ধনভাণ্ডার ও সুরম্য প্রাসাদরাজী থেকে।

٥٨. وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ○

৫৯. এরূপেই (তারা ধ্বংস হলো) এবং আমি এসবের উত্তরাধিকারী বানালাম বনী ইসরাঈলকে।

٥٩. كَذٰلِكَ وَأَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ ○

টীকা : ফেরাউনী রাজত্ব সমূলে বিনাশ হওয়ার সাথে সাথে বনী ইসরাঈল মিসরে ফিরে আসেনি। আবার দেশটি বেশি দিন শাসকশূন্যও ছিলো না। কোন গোষ্ঠী পরবর্তী কালে রাজত্ব করে? হয়ত পরবর্তী কালে কোনো এক সময় তাদের কোনো গোষ্ঠী মিসরের রাজত্ব দখল করে থাকবে। অথবা 'এসবের উত্তরাধিকারী বানালাম' কথার অর্থ এও হতে পারে যে, তাদেরকে সিনাই মালভূমি, উত্তর আরব, পূর্ব জর্দান ও ফিলিস্তীনের বিস্তীর্ণ এলাকায় মিসরের অনুরূপ রাজত্ব দান করা হয়েছিল (সূরা আ'রাফের ১৩৭ নং আয়াত থেকে এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়)। আয়াতের বক্তব্য সম্পর্কে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

৬০. সকাল হতেই তারা তাদের পিছু ধাওয়া করলো।

٦٠. فَأَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ○

৬১. অতএব যখন দুই দল পরস্পরকে দেখতে পেলো তখন মূসার সঙ্গীরা বললো, আমরা তো ধরা পড়েই গেলাম।

٦١. فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ أَصْحٰبُ مُوْسٰٓى إِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ○

৬২. তিনি (মূসা) বললেন, মোটেই নয়, নিশ্চয়ই আমার সাথে রয়েছেন আমার প্রতিপালক, অবশ্যই তিনি আমাকে রাস্তা দেখাবেন।

٦٢. قَالَ كَلَّا ج إِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ○

৬৩. অতএব আমি মূসার নিকট ওহী পাঠালাম, তুমি তোমার লাঠি দিয়ে সাগরের বুকে আঘাত হানো। ফলে তা ভাগ হয়ে গেলো এবং প্রতিটি ভাগ বিশাল পর্বতের মতো হয়ে গেলো।

٦٣. فَأَوْحَيْنَآ إِلٰى مُوْسٰٓى أَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ط فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ○

www.pathagar.com

٦٤. وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ ○

৬৪. আমি সেখানে অপর দলটিকেও পৌছালাম।

٦٥. وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ○

৬৫. আর আমি মূসাকে ও তার সকল সঙ্গী-সাথীকে রক্ষা করলাম।

٦٦. ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ○

৬৬. তারপর অপর দলটিকে পানিতে ডুবিয়ে দিলাম।

٦٧. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৬৭. নিশ্চয়ই এই ঘটনায় নিদর্শন আছে। কিন্তু তাদের বেশিরভাগই ঈমানদার নয়।

٦٨. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

৬৮. নিশ্চয়ই আপনার প্রভু, তিনি তো মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

٦٩. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ ۘ

৬৯. আর আপনি তাদেরকে ইবরাহীমের বৃত্তান্ত পড়ে শুনিয়ে দিন।

٧٠. اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ○

৭০. যখন তিনি তার পিতাকে ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কিসের উপাসনা করো?

٧١. قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ○

৭১. তারা বললো, আমরা কতিপয় মূর্তির পূজা করি এবং নিষ্ঠার সাথে এগুলোর পূজায় নিয়োজিত থাকি।

٧٢. قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ○

৭২. তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা যখন ডাকো এগুলো কি তোমাদের ডাক শোনে?

٧٣. اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ○

৭৩. অথবা এগুলো কি তোমাদের উপকার করতে বা অপকার করতে পারে?

٧٤. قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ○

৭৪. তারা বললো, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এটাই করতে দেখেছি।

٧٥. قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ○

৭৫. তিনি বললেন, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছো, তোমরা কিসের উপাসনা করো?

٧٦. اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ○

৭৬. তোমরা এবং তোমাদের অতীতের পূর্বপুরুষরা?

٧٧. فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىٓ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

৭৭. বিশ্বজাহানের প্রতিপালক ব্যতীত ঐ সবগুলো আমার দুশমন।

٧٨. الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ○

৭৮. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাকে পথ দেখান।

www.pathagar.com

৭৯. তিনিই আমাকে আহার করান এবং পান করান।

٧٩۔ وَالَّذِیْ هُوَ یُطْعِمُنِیْ وَیَسْقِیْنِ ○

৮০. আমি রোগাক্রান্ত হলে তিনি আমাকে রোগমুক্ত করেন।

٨٠۔ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِیْنِ ○

৮১. তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর আমাকে পুনর্জীবিত করবেন।

٨١۔ وَالَّذِیْ یُمِیْتُنِیْ ثُمَّ یُحْیِیْنِ ○

৮২. তিনিই সেই সত্তা যিনি কিয়ামতের দিন আমি আশা করি আমার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করবেন।

٨٢۔ وَالَّذِیْٓ اَطْمَعُ اَنْ یَّغْفِرَ لِیْ خَطِیْٓـَٔتِیْ یَوْمَ الدِّیْنِ ⑭

৮৩. হে আমার প্রভু! আমাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করো এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করো,

٨٣۔ رَبِّ هَبْ لِیْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِیْ بِالصّٰلِحِیْنَ ⑮

৮৪. এবং পরবর্তীদের মধ্যে আমার সুখ্যাতি ছড়িয়ে দাও,

٨٤۔ وَاجْعَلْ لِّیْ لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْاٰخِرِیْنَ ○

৮৫. আর আমাকে প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো,

٨٥۔ وَاجْعَلْنِیْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیْمِ ⑰

৮৬. আর আমার পিতাকেও ক্ষমা করো, সে তো বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

٨٦۔ وَاغْفِرْ لِاَبِیْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّیْنَ ⑱

৮৭. আর পুনরুত্থান দিবসে তুমি আমাকে অপমানিত করো না।

٨٧۔ وَلَا تُخْزِنِیْ یَوْمَ یُبْعَثُوْنَ ○

৮৮. সেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো উপকার করতে পারবে না,

٨٨۔ یَوْمَ لَا یَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ○

৮৯. কিন্তু যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হবে।

٨٩۔ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِیْمٍ ⑲

৯০. আর জান্নাতকে আল্লাহভীরুদের নিকটবর্তী করা হবে,

٩٠۔ وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِیْنَ ⑳

৯১. এবং দোযখকে পথভ্রষ্টদের সামনে খুলে দেয়া হবে।

٩١۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیْمُ لِلْغٰوِیْنَ ㉑

৯২. তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, (এখন) তারা কোথায় তোমরা যাদের পূজা করতে

٩٢۔ وَقِیْلَ لَهُمْ اَیْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ㉒

৯৩. আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে? সেগুলো কি

٩٣۔ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط هَلْ یَنْصُرُوْنَكُمْ

www.pathagar.com

তোমাদের সাহায্য করতে পারবে অথবা প্রতিশোধ নিতে পারবে?	اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ۝٩٢
৯৪. তারপর অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে সেগুলোকে, পথভ্রষ্টদেরকে	٩٤- فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ۝٩٤
৯৫. এবং ইবলীসের বাহিনীর সকলকে।	٩٥- وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ۝٩٥
৯৬. সেখানে ওরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ে বলবে–	٩٦- قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ۝٩٦
৯৭. আল্লাহ্‌র শপথ! নিশ্চয়ই আমরা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিলাম;	٩٧- تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٩٧
৯৮. যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম।	٩٨- اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٩٨
৯৯. দুষ্কৃতিকারীরাই আমাদেরকে বিপথগামী করেছে।	٩٩- وَمَآ اَضَلَّنَآ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ۝٩٩
১০০. ফলে আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই;	١٠٠- فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ۝١٠٠
১০১. এবং কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুও নেই।	١٠١- وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ۝١٠١
১০২. যদি একবার আমাদের (পৃথিবীতে) ফিরে যাওয়ার সুযোগ হতো, তাহলে অবশ্যই আমরা ঈমানদারগণের অন্তর্ভুক্ত হতাম।	١٠٢- فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٠٢
১০৩. নিশ্চয়ই এতে একটি নিদর্শন (শিক্ষা) রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঈমানদার নয়।	١٠٣- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝١٠٣
১০৪. নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক, তিনি অবশ্যই অবশ্যই মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	١٠٤- وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝١٠٤
১০৫. নূহ-এর সম্প্রদায়ও রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিলো,	١٠٥- كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ ۝١٠٥
১০৬. যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা কি সাবধান হবে না?	١٠٦- اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝١٠٦
১০৭. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।	١٠٧- اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝١٠٧

www.pathagar.com

٨ـ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ○

১০৮. অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আমার অনুগত হও।

١٠٩ـ وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১০৯. এজন্য আমি তোমাদের নিকট কোনো মজুরী চাই না। আমার মজুরী তো মহাবিশ্বের প্রভুর নিকট প্রাপ্য।

١١٠ـ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ط

১১০. অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

١١١ـ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ط

১১১. তারা বললো, আমরা কি তোমার উপর ঈমান আনবো, অথচ নীচ ও ইতর শ্রেণীর লোক তোমার অনুসরণ করে?

١١٢ـ قَالَ وَمَا عِلْمِىْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ج

১১২. তিনি বললেন, তারা কি করতো তা আমার জানা নেই।

١١٣ـ اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّىْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ○

১১৩. তাদের হিসাব গ্রহণ তো আমার প্রভুর বিষয়, যদি তোমরা উপলব্ধি করতে।

١١٤ـ وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১১৪. আমি কিন্তু ঈমানদারগণকে বিতাড়িত করার পাত্র নই।

١١٥ـ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

১১৫. আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী।

١١٦ـ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ط

১১৬. তারা বললো, হে নূহ! তুমি যদি (দাওয়াতী কাজ থেকে) বিরত না হও তবে তুমি অবশ্যই পাথরের আঘাতে নিহত ব্যক্তিদের শামিল হবে।

١١٧ـ قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِىْ كَذَّبُوْنِ ○

১১৭. তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে।

١١٨ـ فَافْتَحْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِىْ وَمَنْ مَّعِىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১১৮. অতএব তুমি আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট ফয়সালা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সাথের ঈমানদারগণকে রক্ষা করো।

١١٩ـ فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ج

১১৯. অতঃপর আমি তাকে ও তার সাথের লোকজনকে একটি বোঝাই নৌযানে তুলে নিয়ে রক্ষা করলাম।

www.pathagar.com

১২০. এরপর বাদবাকি সকলকে পানিতে ডুবিয়ে দিলাম।

١٢٠۔ ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২১. নিশ্চয়ই এতে একটি শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঈমানদার নয়।

١٢١۔ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٢١﴾

১২২. নিশ্চয়ই আপনার প্রভু, তিনি অবশ্যই মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

١٢٢۔ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٢﴾

১২৩. আদ সম্প্রদায়ও রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল।

١٢٣۔ كَذَّبَتْ عَادُ نِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৪. যখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি সাবধান হবে না?

١٢٤۔ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৫. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

١٢٥۔ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٢٥﴾

১২৬. অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

١٢٦۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٢٦﴾

১২৭. আমি এজন্য তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক দাবি করি না। আমার পারিশ্রমিক তো রয়েছে মহাবিশ্বের প্রভুর নিকট।

١٢٧۔ وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৮. এ কী অবস্থা, তোমরা প্রতিটি উচ্চ স্থানে অযথা স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করছো!

١٢٨۔ اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৯. আর বিরাট বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করছো, যেনো তোমরা চিরস্থায়ী হবে।

١٢٩۔ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ﴿١٢٩﴾

১৩০. তোমরা যখন আঘাত হানো, যালেম ও নিষ্ঠুরদের মতো আঘাত হানো।

١٣٠۔ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩১. অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আমার অনুগত হও,

١٣١۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٣١﴾

১৩২. এবং তাঁকেও ভয় করো যিনি তোমাদেরকে সেইসব কিছু দিয়েছেন যা তোমরা জানো।

١٣٢۔ وَاتَّقُوا الَّذِىْٓ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩৩. তিনি তোমাদেরকে গবাদি পশু ও সন্তান-সন্ততিও দান করেছেন,

١٣٣۔ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৪. এবং বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাসমূহ।

١٣٤۔ وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٣٤﴾

www.pathagar.com

১৩৫. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক ভয়ংকর দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি।

١٣٥۔ اِنِّیۡۤ اَخَافُ عَلَیۡکُمۡ عَذَابَ یَوۡمٍ عَظِیۡمٍ ○

১৩৬. তারা বললো, তুমি উপদেশ দাও বা উপদেশ দানকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান।

١٣٦۔ قَالُوۡا سَوَآءٌ عَلَیۡنَاۤ اَوَعَظۡتَ اَمۡ لَمۡ تَکُنۡ مِّنَ الۡوٰعِظِیۡنَ ۙ﴿۱۳۶﴾

১৩৭. এসব কথা তো আগেকার লোকদের অভ্যাসগত ব্যাপার।

١٣٧۔ اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّا خُلُقُ الۡاَوَّلِیۡنَ ۙ﴿۱۳۷﴾

১৩৮. আমরা মোটেই শাস্তির শিকার হবো না।

١٣٨۔ وَمَا نَحۡنُ بِمُعَذَّبِیۡنَ ۚ﴿۱۳۸﴾

১৩৯. অতএব তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং আমি তাদের ধ্বংস করলাম। নিশ্চয়ই এতে একটা নিদর্শন আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই ঈমানদার নয়।

١٣٩۔ فَکَذَّبُوۡهُ فَاَهۡلَکۡنٰهُمۡ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیَۃً ؕ وَمَا کَانَ اَکۡثَرُهُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ ○

১৪০. অবশ্যই আপনার প্রভু, তিনি তো মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

١٤٠۔ وَاِنَّ رَبَّکَ لَهُوَ الۡعَزِیۡزُ الرَّحِیۡمُ ﴿۱۴۰﴾

১৪১. ছামূদ সম্প্রদায়ও রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল।

١٤١۔ کَذَّبَتۡ ثَمُوۡدُ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ۚ﴿۱۴۱﴾

১৪২. যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি সাবধান হবে না?

١٤٢۔ اِذۡ قَالَ لَهُمۡ اَخُوۡهُمۡ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوۡنَ ۚ﴿۱۴۲﴾

১৪৩. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

١٤٣۔ اِنِّیۡ لَکُمۡ رَسُوۡلٌ اَمِیۡنٌ ۙ﴿۱۴۳﴾

১৪৪. অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

١٤٤۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیۡعُوۡنِ ۚ﴿۱۴۴﴾

১৪৫. আমি এজন্য তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক দাবি করি না। আমার পারিশ্রমিক তো জগতসমূহের প্রভুর যিম্মায়।

١٤٥۔ وَمَاۤ اَسۡـَٔلُکُمۡ عَلَیۡهِ مِنۡ اَجۡرٍ ۚ اِنۡ اَجۡرِیَ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۚ﴿۱۴۵﴾

১৪৬. তোমাদেরকে কি এজগতের ভোগ-বিলাসের মধ্যে নিরাপদে রেখে দেয়া হবে?

١٤٦۔ اَتُتۡرَکُوۡنَ فِیۡ مَا هٰهُنَاۤ اٰمِنِیۡنَ ۙ﴿۱۴۶﴾

১৪৭. বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে?

١٤٧۔ فِیۡ جَنّٰتٍ وَّعُیُوۡنٍ ۙ﴿۱۴۷﴾

১৪৮. এবং শস্যভর্তি মাঠ ও সুকোমল গুচ্ছবিশিষ্ট খেজুর বাগানের মধ্যে?

١٤٨۔ وَّزُرُوۡعٍ وَّنَخۡلٍ طَلۡعُهَا هَضِیۡمٌ ○

www.pathagar.com

১৪৯. আর তোমরা পাহাড় কেটে সানন্দে-সগর্ভে ঘর-বাড়ী নির্মাণ করছো।

١٤٩۔ وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ۝

১৫০. অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো,

١٥٠۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝

১৫১. এবং সীমালংঘনকারীদের নির্দেশ মান্য করো না,

١٥١۔ وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ

১৫২. যারা পৃথিবীতে অনাচার ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বেড়ায় এবং শান্তি স্থাপন করে না।

١٥٢۔ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۝

১৫৩. তারা বললো, নিশ্চয়ই তুমি জাদুগ্রস্তদের একজন।

١٥٣۔ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ۝

১৫৪. তুমি তো আমাদের মতো একজন মানুষই। অতএব তুমি যদি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকো তাহলে অন্তত একটি নিদর্শন পেশ করো।

١٥٤۔ مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

১৫৫. তিনি বললেন, এই একটি উষ্ট্রী! এর পানি পান করার জন্য একটি দিন এবং তোমাদের পশুর পানি পান করার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট রইলো।

١٥٥۔ قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝

১৫৬. তোমরা এর ক্ষতিসাধন করো না, অন্যথায় তোমাদেরকে এক ভয়ংকর দিনের শাস্তি আঘাত হানবে।

١٥٦۔ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

১৫৭. কিন্তু তারা তার পায়ের গিরার রগ কেটে ফেললো (হত্যা করলো)। পরিণামে তারা অনুতপ্ত হলো।

١٥٧۔ فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ۝

১৫৮. অতঃপর শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করলো। নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটি (শিক্ষণীয়) নিদর্শন আছে এবং ওদের অধিকাংশ লোক ঈমানদার নয়।

١٥٨۔ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১৫৯. আর নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক অবশ্যই প্রবল পরাক্রমশালী, পরম করুণাময়।

١٥٩۔ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

১৬০. লূত-এর সম্প্রদায়ও রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল,

١٦٠۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

www.pathagar.com

১৬১. যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বললেন, তোমরা কি সাবধান হবে না ?

١٦١۔ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

১৬২. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

١٦٢۔ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝

১৬৩. অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আমার অনুগত হও।

١٦٣۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝

১৬৪. আমি এজন্য তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক দাবি করি না। আমার পারিশ্রমিক তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট।

١٦٤۔ وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১৬৫. সারাজাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি পুরুষদের সাথে কুকর্ম করো ?

١٦٥۔ اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১৬৬. আর তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য তোমাদের যে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন তোমরা তাদের বর্জন করেছো। বরং তোমরা একটি সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

١٦٦۔ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ۝

১৬৭. তারা বললো, হে লূত! তুমি যদি (সমালোচনা থেকে) বিরত না থাকো তবে তুমি অবশ্যই (দেশ থেকে) নির্বাসিতদের দলভুক্ত হবে।

١٦٧۔ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ۝

১৬৮. তিনি বললেন, আমি তোমাদের এই কুকর্মকে অবশ্যই ঘৃণা করি।

١٦٨۔ قَالَ اِنِّىْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ۝

১৬৯. হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে ওরা যা করে তা থেকে রক্ষা করো।

١٦٩۔ رَبِّ نَجِّنِىْ وَاَهْلِىْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৭০. অতএব আমি তাকে ও তার পরিবার-পরিজনের সকলকে রক্ষা করলাম,

١٧٠۔ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ۝

১৭১. এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিলো পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

١٧١۔ اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ۝

১৭২. অতঃপর আমি অবশিষ্ট সকলকে ধ্বংস করলাম।

١٧٢۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۝

১৭৩. আর আমি তাদের উপর এক বিশেষ ধরনের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের জন্য এই বৃষ্টি ছিলো কতো ভয়াবহ!

١٧٣۔ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ج فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝

১৭৪. নিশ্চয়ই এতে রয়েছে অবশ্যই একটি

٧٤۔ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَمَا كَانَ

www.pathagar.com

শিক্ষণীয় নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই ঈমানদার নয়।

اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১৭৫. আপনার প্রতিপালক, নিশ্চয়ই তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

١٧٥۔ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۞

১৭৬. আয়কা এলাকার বাসিন্দারাও রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিলো,

١٧٦۔ كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ۞

১৭৭. যখন শুআইব তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা কি সাবধান হবে না?

١٧٧۔ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۞

১৭৮. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

١٧٨۔ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۞

১৭৯. অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আমাকে অনুসরণ করো।

١٧٩۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۞

১৮০. এজন্য আমি তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক দাবি করি না। আমার পারিশ্রমিক তো মহাবিশ্বের প্রতিপালকের নিকটই আছে।

١٨٠۔ وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞

১৮১. তোমরা পূর্ণ মাত্রায় ওজন-পরিমাপ করো এবং যারা ওজনে-পরিমাপে কারচুপি করে তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

١٨١۔ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ۞

১৮২. তোমরা সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায় মেপে দাও,

١٨٢۔ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ○

১৮৩. তোমরা লোকজনকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীর বুকে অপকর্ম করে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না,

١٨٣۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۞

১৮৪. এবং তোমরা সেই সত্তাকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং অতীতের জনগোষ্ঠীকেও।

١٨٤۔ وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ۞

১৮৫. তারা বললো, তুমি তো জাদুগ্রস্তদেরই অন্তর্ভুক্ত।

١٨٥۔ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ۞

১৮৬. আর তুমি তো আমাদের মতোই একটা মানুষ এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্তই মনে করি।

١٨٦۔ وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۞

১৮৭. বাস্তবিকই তুমি যদি সত্যবাদীদের একজন

١٨٧۔ فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ

www.pathagar.com

হয়ে থাকো, তাহলে আকাশের একটি টুকরা আমাদের উপর ফেলে দাও।

اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

১৮৮. তিনি বললেন, তোমরা যেসব কার্যকলাপ করো তা আমার প্রভু উত্তমরূপেই অবগত আছেন।

١٨٨۔ قَالَ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

১৮৯. অতএব ওরা তাকে মিথ্যাবাদী প্রত্যাখ্যান বললো। ফলে এক মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি তাদেরকে গ্রেপ্তার করলো। নিশ্চয়ই তা ছিলো এক ভয়ংকর দিনের শাস্তি।

١٨٩۔ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۚ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

১৯০. নিশ্চয়ই এতে অবশ্যই একটি শিক্ষণীয় নিদর্শন আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই ঈমানদার নয়।

١٩٠۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১৯১. আর নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক অবশ্যই মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

١٩١۔ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

১৯২. নিশ্চয়ই এটি (কুরআন) মহাবিশ্বের প্রভুর পক্ষ থেকেই নাযিলকৃত।

١٩٢۔ وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১৯৩. রূহুল আমীন (জিবরাঈল) তা নিয়ে অবতরণ করেছে

١٩٣۔ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ۝

১৯৪. আপনার অন্তরে, যাতে আপনি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হন।

١٩٤۔ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ۝

১৯৫. সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় (এই কিতাব নাযিল হয়েছে)।

١٩٥۔ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ۝

১৯৬. অতীত কালের কিতাবসমূহেও অবশ্যই এর উল্লেখ আছে।

١٩٦۔ وَاِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ ۝

১৯৭. বনী ইসরাঈলের আলেমগণ তা অবগত আছে, এটা কি তাদের (মক্কাবাসীদের) জন্য একটি নিদর্শন নয়?

١٩٧۔ اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝

টীকা : অর্থাৎ কুরআন মাজীদ যে আকীদা-বিশ্বাস, শিক্ষা, আদর্শ, বিধিবিধান, নীতিমালা ও উপদেশবাণী পেশ করছে, অতীত কালে নাযিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহেও এসব বিষয় বিদ্যমান ছিল। বিশেষ করে বনী ইসরাঈলের আলেমগণ তা উত্তমরূপেই অবগত আছে। উপরোক্ত দু'টি আয়াতের তাৎপর্য তাই।

১৯৮. আমি যদি এই কিতাব কোনো ভিন্ন ভাষাভাষীর উপর নাযিল করতাম,

١٩٨۔ وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ ۝

১৯৯. অতঃপর সে তাদের নিকট তা পাঠ করতো, কিন্তু তারা তার উপর ঈমান আনতো না।

١٩٩۔ فَقَرَاَهٗ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ۝

www.pathagar.com

২০০. আমি এভাবেই অপরাধীদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি।

٢٠٠۔ كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ۙ

২০১. তারা মর্মান্তিক শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত তাতে ঈমান আনবে না।

٢٠١۔ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۙ

২০২. তা (শাস্তি) এতোটা আকস্মিকভাবে তাদের নিকট উপস্থিত হবে যে, তারা কিছুই বুঝে উঠতে পারবে না।

٢٠٢۔ فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

২০৩. তারা বলবে, আমাদেরকে কিছুটা অবকাশ দেয়া হবে কি?

٢٠٣۔ فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ۙ

২০৪. ওরা (মক্কার পৌত্তলিকরা) কি আমার শাস্তিকে ত্বরান্বিত করার দাবি করে?

٢٠٤۔ اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ۙ

২০৫. আপনি কি ভেবে দেখেছেন, আমি যদি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগবিলাসে মত্ত থাকতে দেই?

٢٠٥۔ اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ۙ

২০৬. অতঃপর তাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা তাদের নিকট এসে উপস্থিত হয়।

٢٠٦۔ ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ۝

২০৭. তখন তাদেরকে প্রদত্ত ভোগবিলাসের সামগ্রী তাদের কোনো উপকারে আসবে না।

٢٠٧۔ مَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ ۙ

২০৮. আমি কোনো জনবসতিকে তাদের নিকট সতর্ককারীগণ না থাকা (না পাঠানো) অবস্থায় ধ্বংস করিনি।

٢٠٨۔ وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ۛ

২০৯. এটি (কুরআন) একটি স্মারক, উপদেশমালা। আর আমি যুলুমকারী নই।

٢٠٩۔ ذِكْرٰى ۛ وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝

২১০. শয়তানেরা এটা নিয়ে নাযিল হয়নি।

٢١٠۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ۝

২১১. ওদের পক্ষে তা সম্ভবও নয় এবং ওদের সেই সামর্থ্যও নেই।

٢١١۔ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۙ

২১২. ওদেরকে তো (তা) শোনার সুযোগ থেকেও দূরে রাখা হয়েছে।

٢١٢۔ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ۙ

www.pathagar.com

২১৩. অতএব আপনি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকবেন না। অন্যথায় আপনি শাস্তিভোগকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

٢١٣۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ۝

২১৪. আর আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন,

٢١٤۔ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ۝

টীকা : সর্বপ্রথম এই আয়াতে প্রকাশ্যে দীন ইসলামের প্রচারকার্য পরিচালনার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং তাঁর নিকটাত্মীয়দের থেকে তা শুরু করতে বলা হয়েছে। সেমতে তিনি তাদেরকে সাফা পর্বতের পাদদেশে সমবেত করে দাওয়াত পেশ করেন। সেখানে অন্যদের সাথে তাঁর ফুফু সফিয়া (রা) ও তাঁর কন্যা ফাতেমা (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন (তাফসীরের কিতাবসমূহে বিস্তারিত দেখুন)।

২১৫. এবং আপনার অনুসরণকারী ঈমানদারগণের প্রতি সদয় হোন।

٢١٥۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

২১৬. তারা যদি আপনার অবাধ্যাচরণ করে তবে আপনি বলে দিন, তোমরা যা করো তা থেকে আমি দায়মুক্ত।

٢١٦۔ فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّىْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

২১৭. আর আপনি মহাপরাক্রমশালী, পরম করুণাময়ের উপর ভরসা করুন,

٢١٧۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۝

২১৮. যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি দাঁড়ান (নামায পড়েন)

٢١٨۔ الَّذِىْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۝

২১৯. এবং সিজদাকারীদের সাথে আপনার উঠা-বসাও।

٢١٩۔ وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ ۝

২২০. নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

٢٢٠۔ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

২২১. আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করবো, শয়তানেরা কার উপর ভর করে?

٢٢١۔ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ۝

২২২. ওরা প্রত্যেক মিথ্যাচারী জালিয়াত ও পাপাত্মার উপর আছর করে।

٢٢٢۔ تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۝

২২৩. ওরা শোনা কথা সরবরাহ করে এবং ওদের বেশির ভাগই মিথ্যাবাদী।

٢٢٣۔ يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ۝

২২৪. আর কবিগণ, বিভ্রান্তরাই ওদের অনুসারী হয়।

٢٢٤۔ وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ۝

www.pathagar.com

২২৫. আপনি কি লক্ষ করেননি, ওরা উদ্ভ্রান্তের ন্যায় প্রতিটি (অলিক কল্পনার) উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় ?

২২৬. নিশ্চয়ই ওরা যা বলে তা করে না।

২২৭. কিন্তু যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, পর্যাপ্ত পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং অত্যাচারিত হলেই কেবল প্রতিশোধ গ্রহণ করে (সেই সকল কবি এর ব্যতিক্রম)। অত্যাচারী যালেমরা অচিরেই জানতে পারবে, কোন ধরনের গন্তব্যে তারা পৌছবে।

٢٢٥. اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ۙ

٢٢٦. وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ۙ

٢٢٧. اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ؕ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ۩

টীকা : উত্তম কথা উত্তম ও উপকারী এবং তা সকলে পছন্দ করে। খারাপ ও কুরুচিপূর্ণ কথা খারাপ ও ক্ষতিকর এবং তা সকলে অপছন্দ করে। কবিতা মূলত কতোগুলো কথার সমষ্টি। তা উত্তম ও উপকারী বক্তব্য সম্বলিত হলে তা অবশ্যই উত্তম। অন্যথায় তা নিকৃষ্ট এবং তার রচয়িতাও নিকৃষ্ট। আয়াতে খারাপ কবিতার সমালোচনা করা হয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) উত্তম ও উপকারী বক্তব্য সম্বলিত কবিতা পড়িয়ে শুনেছেন এবং তার প্রশংসাও করেছেন।

মহানবীর (স) মহাবাণী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِىْ فَاَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا فَاِنَّ الْفَقْرَ اَسْرَعُ اِلٰى مَنْ يُّحِبُّنِىْ مِنَ السَّيْلِ اِلٰى مُنْتَهَاهُ.

"তুমি যদি বাস্তবিকই আমাকে ভালোবাসো তবে অতি সত্বর দারিদ্রকে প্রতিরোধ করার জন্য বর্ম তৈরি করে নাও। কারণ পাহাড়ী ঢল যেভাবে তার গন্তব্যের দিকে ধেয়ে যায়, যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে তার দিকে দারিদ্র এর চেয়েও দ্রুত গতিতে ধেয়ে আসে" (তিরমিযী, যুহদ, বাব ৩৬, নং ২৩৫০)।

www.pathagar.com

২৭. সূরা আন-নামল (৪৮) ٢٧- سُوْرَةُ النَّمْلِ

আয়াত : ৯৩; রুকূ' : ৭; মক্কী اٰيَاتُهَا : ٩٣، رُكُوْعٌ : ٧، مَكِّيَّةٌ

সূরাটি মহানবী (স)-এর মক্কী জীবনের মধ্যবর্তী পর্যায়ে নাযিল হয়েছে বলে মনে হয়। ইবনে আব্বাস (রা) ও জাবের ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, প্রথমে সূরা শুআরা, তারপর সূরা নামল, তারপর সূরা কাসাস নাযিল হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. ত-সীন, এগুলো কুরআনের এবং (অর্থাৎ) সুস্পষ্ট কিতাবের বাণী;

١- طٰسٓ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۙ

টীকা : এখানে 'এবং' শব্দটি ব্যাখ্যামূলক অর্থে ব্যবহৃত। সুস্পষ্ট কিতাব অর্থাৎ এর বক্তব্য ও শিক্ষা স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. ঈমানদারদের জন্য পথনির্দেশ ও শুভ খবর;

٢- هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ

৩. যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আখেরাতের জীবনে নিশ্চিত বিশ্বাসী।

٣- الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

৪. যারা আখেরাতের জীবনে ঈমান আনে না আমি তাদের (পার্থিব) কাজকর্মকে তাদের জন্য আকর্ষণীয় করে দেই। ফলে তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

٤- اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ۝

৫. এদের জন্যই রয়েছে নিকৃষ্ট শাস্তি এবং আখেরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

٥- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ۝

৬. নিশ্চয়ই পরম প্রজ্ঞাময় ও মহাজ্ঞানীর পক্ষ থেকেই আপনাকে এই কুরআন দেয়া হচ্ছে।

٦- وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ۝

৭. যখন মূসা তার পরিবারবর্গকে বললেন, নিশ্চয়ই আমি আগুন দেখেছি। আমি হয় তোমাদের নিকট কোনো খবর আনতে পারবো অথবা তোমাদের জন্য জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসবো, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো।

٧- اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖٓ اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا ؕ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۝

www.pathagar.com

৮. فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِىَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ط وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৮. অতএব তিনি যখন সেখানে পৌঁছলেন তখন ডাক দেয়া হলো, যিনি আগুনের মধ্যে আছেন এবং যারা এর আশেপাশে আছে তাদেরকে বরকতপূর্ণ ও প্রাচুর্যময় করা হলো। বিশ্বজাহানের প্রভু আল্লাহ পবিত্র মহান।

৯. يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٩

৯. হে মূসা! আমিই আল্লাহ, মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

১০. وَاَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ط يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ قف اِنِّىْ لَا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُوْنَ ۝١٠

১০. আর আপনি আপনার লাঠিটি নিক্ষেপ করুন। অতএব তিনি সেটিকে একটি সাপের আকারে ছুটাছুটি করতে দেখে উল্টোদিকে পালাতে লাগলেন এবং পিছনে ফিরেও তাকালেন না। (আল্লাহ বলেন,) হে মূসা! আপনি ভয় পাবেন না। নিশ্চয়ই রাসূলগণ আমার দরবারে ভয় পান না।

১১. اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১১. কিন্তু যারা অন্যায়-অবিচার করার পর পাপাচারের পরিবর্তে সদাচার করে, নিশ্চয়ই আমি (তাদের প্রতি) ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১২. وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ قف فِىْ تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○

১২. আর আপনার হাত আপনার বগলের ভিতরে ঢুকান, তা সাদা, কিন্তু নির্দোষ অবস্থায় বের হবে। এটি ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে (প্রদর্শিত) নয়টি নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই এরা ছিলো একটি পাপাচারী সম্প্রদায়।

১৩. فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝١٣

১৩. অতএব এদের নিকট যখন আমার স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসলো তখন তারা বললো, এটা স্পষ্ট জাদু।

১৪. وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ط فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝١٤

১৪. এরা অন্যায্যভাবে ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করলো, যদিও তাদের অন্তরসমূহ এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কী পরিণতি হয়েছিলো।

www.pathagar.com

١٥. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ج وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১৫. নিশ্চয়ই আমি দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তারা দু'জনই বলেছিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে তাঁর অসংখ্য ঈমানদার বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

١٦. وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ط اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ○

১৬. আর সুলায়মান হয়েছিলেন দাউদের ওয়ারিস এবং তিনি বলেছিলেন, হে জনগণ! আমাকে পাখির ভাষা শেখানো হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু দেয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এটা সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।

١٧. وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ○

১৭. আর সুলায়মানের সামনে তার সামরিক বাহিনীর সমাবেশ করা হলো : জিনদের থেকে, মানব সম্প্রদায় থেকে এবং পাখিদের থেকে। অতঃপর সেগুলোকে বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হলো।

টীকা : আল্লাহ তায়ালা সুলায়মান (আ)-কে এসব প্রাণীর দ্বারা সেবা নেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। এরাও আল্লাহ্‌র হুকুমে সামরিক দায়িত্ব পালন করতে পারে। যেমন আবাবিল পাখি আবরাহার সামরিক বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল।

١٨. حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ج لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

১৮. শেষে যখন এই বাহিনী পিঁপড়াদের উপত্যকায় পৌঁছলো তখন একটি পিঁপড়া বললো, হে পিঁপড়ের দল! তোমরা তোমাদের বাসস্থানে ঢুকে যাও। অন্যথায় সুলায়মান ও তাঁর সামরিক বাহিনী অজান্তে তোমাদেরকে (পদাঘাতে) পিষে ফেলবে।

١٩. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ○

১৯. পিঁপড়াটির কথায় তিনি মুচকি হাসলেন এবং বললেন, হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে শক্তি-সামর্থ্য দান করো, যাতে আমি তোমার সেই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি যা তুমি আমাকে ও আমার মাতা-পিতাকে দান করেছো এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করতে পারি, আর আমাকে নিজ দয়ায় তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের শামিল করো।

www.pathagar.com

٢٠. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ أَرَى الْهُدْهُدَ ص أَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ○

২০. তিনি পাখিদের বাহিনী পরিদর্শন করলেন, অতঃপর বললেন, কি ব্যাপার, হুদহুদকে দেখছি না কেনো অথবা সেটি কি অনুপস্থিতদের অন্তর্ভুক্ত?

٢١. لَأُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهٗٓ أَوْ لَيَأْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

২১. আমি অবশ্যই একে কঠোর শাস্তি দিবো অথবা অবশ্যই একে হত্যা করবো অথবা একে অবশ্যই আমার কাছে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে হবে।

٢٢. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ أَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَّقِيْنٍ ○

২২. কিছুক্ষণের মধ্যেই হুদহুদ এসে বললো, আপনি যা অবহিত নন তা আমি অবহিত হয়েছি এবং 'সাবা' এলাকা থেকে একটি বিশ্বস্ত সংবাদ নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।

টীকা : সাবা ছিলো দক্ষিণ আরবের একটি দেশ ও জাতি। মাআরিব ছিলো এর রাজধানী শহর। বর্তমান ইয়ামানের রাজধানী সান'আ (সানা) থেকে ৫৫ মাইল উত্তর-পূর্বদিকে এর অবস্থান। শহরটির ধ্বংসাবশেষ বর্তমান কালেও বিদ্যমান আছে।

٢٣. إِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ○

২৩. আমি তো এক মহিলাকে সেখানকার জনগণের উপর রাজত্ব করতে দেখতে পেয়েছি, তাকে সব কিছুই দেয়া হয়েছে এবং তার একটি প্রকাণ্ড সিংহাসনও আছে।

٢٤. وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ○

২৪. আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখতে পেলাম, তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করে। আর শয়তান তাদের কাজকর্মকে তাদের জন্য চাকচিক্যময় করেছে, অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে বিচ্যুত করেছে। তাই তারা সৎপথপ্রাপ্ত নয়।

٢٥. أَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ○

২৫. তাই তারা আল্লাহ্‌কে সিজদা করে না, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর গোপন বিষয়সমূহ প্রকাশ করেন এবং তোমরা যা গোপন করো ও প্রকাশ করো তাও তিনি জানেন।

٢٦. اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○

২৬. আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি মহান আরশের মালিক।

টীকা : ২৫-২৬ আয়াত তিলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী একটি সিজদা করুন।

www.pathagar.com

২৭. তিনি বললেন, আমি (পরীক্ষা করে) দেখবো তুমি কি সত্য বলেছো, না তুমি মিথ্যাবাদীদের একজন?

٢٧۔ قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○

২৮. তুমি আমার এই পত্র নিয়ে চলে যাও এবং এটি তাদের নিকট অর্পণ করো, অতঃপর তাদের থেকে দূরে অপেক্ষা করো এবং দেখো, তারা কী জবাব দেয়।

٢٨۔ اِذْهَبْ بِّكِتٰبِىْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ○

২৯. মহিলা বললো, হে পারিষদবর্গ! আমাকে একটি মর্যাদাপূর্ণ পত্র দেয়া হয়েছে।

٢٩۔ قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّىْٓ اُلْقِىَ اِلَىَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ○

৩০. পত্রটি সুলায়মানের পক্ষ থেকে এসেছে এবং তার (বিষয়বস্তু) হলো : দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

٣٠۔ اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

৩১. আমার বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার দরবারে উপস্থিত হও।

٣١۔ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ۝

৩২. সম্রাজ্ঞী বললো, হে পারিষদবর্গ! আমার এই বিষয়ে তোমরা আমাকে তোমাদের অভিমত দাও। তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত কোনো বিষয়ে আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।

٣٢۔ قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِىْ فِىْٓ اَمْرِىْ ج مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ○

৩৩. তারা বললো, আমরা শক্তিশালী জাতি এবং কঠোর যোদ্ধা। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার আপনারই। আপনি বিবেচনা করুন কি আদেশ দিবেন।

٣٣۔ قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِىْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ○

৩৪. সম্রাজ্ঞী বললো, রাজা-বাদশাহগণ কোনো জনপদে প্রবেশ করলে অবশ্যই সেটিকে তছনছ করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপমানিত করে। এরাও তাই করবে।

٣٤۔ قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ج وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ○

৩৫. বরং আমি তার নিকট কিছু উপহার সামগ্রী পাঠাচ্ছি। দেখি দূতেরা কী জবাব নিয়ে আসে।

٣٥۔ وَاِنِّىْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ○

www.pathagar.com

৩৬. দূত সুলায়মানের নিকট এসে উপস্থিত হলে তিনি বলেন, তোমরা কি ধন-সম্পদ দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে অনেক উত্তম। বরং তোমরা তোমাদের উপহার সামগ্রী নিয়ে আনন্দিত হও।

٣٦. فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ز فَمَآ اٰتٰنِىَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰكُمْ ج بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ○

৩৭. তুমি তাদের নিকট ফিরে যাও। আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে এমন এক সামরিক বাহিনী নিয়ে আসবো যার মোকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে লাঞ্ছিতভাবে ঐ দেশ থেকে উচ্ছেদ করবো এবং তারা হবে পরাভূত।

٣٧. اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ○

৩৮. তিনি বললেন, হে পারিষদবর্গ! তারা আত্মসমর্পণ করে চলে আসার আগেই তোমাদের মধ্যে কে আমার নিকট তার সিংহাসনটি নিয়ে আসতে পারে?

٣٨. قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِىْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ○

৩৯. এক দৈত্য জিন বললো, আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বেই আমি তা আপনার নিকট এনে দিবো এবং একাজে আমি শক্তিমান, বিশ্বস্ত।

٣٩. قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ج وَاِنِّىْ عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ اَمِيْنٌ ○

৪০. যার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিলো সে বললো, আপনার চোখের পলক ফেলবার পূর্বেই আমি তা আপনার নিকট এনে দিবো। অতএব সুলায়মান তা নিজের সামনে রক্ষিত অবস্থায় দেখে বললেন, এটা আমার প্রভুর অনুগ্রহ, তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে চান যে, আমি কৃতজ্ঞ হই না অকৃতজ্ঞ হই। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিজের (উপকারের) জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হয় (তার জানা উচিৎ) আমার প্রভু স্বয়ংসম্পূর্ণ, মহানুভব।

٤٠. قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ط فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ قف لِيَبْلُوَنِىْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ط وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ ○

৪১. তিনি বললেন, তার জন্য তার সিংহাসনের কাঠামো বদলে দাও, দেখি সে সঠিকভাবে বুঝতে পারে, না সে বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

٤١. قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِىْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ○

www.pathagar.com

৪২. সম্রাজ্ঞী এসে পৌঁছলে বলা হলো, এরূপই কি তোমার সিংহাসন? সে বললো, সেরূপই তো মনে হচ্ছে। আমরা পূর্বেই অবগত হয়েছি এবং আমরা আত্মসমর্পণও করেছি।

٤٢۔ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ط قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ج وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ○

৪৩. সে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার উপাসনা করতো সেটিই তাকে (ঈমান আনা থেকে) বিরত রেখেছিলো। সে ছিলো কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

٤٣۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ○

৪৪. তাকে বলা হলো, এই প্রাসাদে প্রবেশ করো। সে যখন তা দেখলো তখন তার মনে হলো, এটি একটি স্বচ্ছ গভীর জলাশয় এবং সে তার পা দু'টি উন্মুক্ত করলো। সুলায়মান বললেন, এটি তো স্বচ্ছ কাঁচ নির্মিত প্রাসাদ। সম্রাজ্ঞী বললো, হে আমার প্রভু! নিশ্চয়ই আমি নিজের প্রতি যুলুম করেছি এবং আমি সুলায়মানের সাথে মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।

٤٤۔ قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ ج فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ط قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ط قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞

টীকা : সাবার রাণী সম্পর্কিত কুরআনের বর্ণনার ভিত্তিতে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) বলেছেন, পরামর্শ সভার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালিত হলে মহিলাদের তার রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া জায়েয (ইমদাদুল ফাতাওয়া, দ্বিতীয় পরিশিষ্ট দ্র.)।

৪৫. নিশ্চয়ই আমি ছামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই সালেহ-কে পাঠিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। কিন্তু তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হলো।

٤٥۔ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ○

৪৬. তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা উপকারের পরিবর্তে দ্রুত অপকার কামনা করছো কেনো? তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চাচ্ছো না কেনো? হয়তো তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।

٤٦۔ قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ج لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

৪৭. তারা উত্তর দিলো, আমরা তোমার দ্বারা ও তোমার সঙ্গী-সাথীদের দ্বারা অকল্যাণের শিকার

٤٧۔ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ط

www.pathagar.com

قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ○

হয়েছি। তিনি বললেন, তোমাদের অকল্যাণ আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে। বরং তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

٤٨۔ وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ○

৪৮. আর সেই শহরে ছিলো নয়জন প্রভাবশালী লোক যারা দেশময় অনাচার ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বেড়াতো এবং সংস্কারমূলক কিছু করতো না।

٤٩۔ قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ○

৪৯. তারা বললো, তোমরা পরস্পর আল্লাহ্‌র নামে শপথ গ্রহণ করো, 'অবশ্যই আমরা রাতের বেলা তাকে ও তার পরিবারবর্গকে আক্রমণ (হত্যা) করবো, তারপর নিশ্চিত করে তার অভিভাবককে বলবো, তার পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ডের সময় আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম না এবং আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।

টীকা : লক্ষ করুন, বর্তমান কালের ষড়যন্ত্রমূলক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডগুলো এভাবেই ঘটে। দুষ্কৃতিকারীদের চরিত্র সর্বকালেই একরকম। ইসলামী দাওয়াতের কর্মীদেরকেও বিভিন্ন দেশে এভাবে গুম করে হত্যা করা হচ্ছে।

٥٠۔ وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

৫০. তারা (এরূপ) একটা ষড়যন্ত্র করলো এবং আমিও একটা কৌশল গ্রহণ করলাম, কিন্তু ওরা কিছুই উপলব্ধি করতে পারেনি।

٥١۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

৫১. অতএব লক্ষ করো, ওদের ষড়যন্ত্রের পরিণতি কী হয়েছিলো! আমি ওদেরকে এবং ওদের গোটা সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে ছেড়েছি।

٥٢۔ فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

৫২. ঐ তো ওদের বাড়ি-ঘর, ওদের যুলুম-অত্যাচারের কারণে জনশূন্য অবস্থায় পরিত্যক্ত। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানবান জনগোষ্ঠীর জন্য একটি নিদর্শন রয়েছে।

٥٣۔ وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○

৫৩. আর যারা ঈমান এনেছিলো এবং (অনাচার থেকে) বিরত ছিলো আমি তাদেরকে রক্ষা করেছি।

٥٤۔ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ○

৫৪. আর লূত, যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা দেখেশুনে জেনেবুঝে এই নির্লজ্জ পাপাচার করছো কেনো?

٥٥۔ اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ

৫৫. তোমরা নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে

www.pathagar.com

دُوْنِ النِّسَآءِ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ○

যৌন লালসা চরিতার্থ করতে যাও কেনো? বরং তোমরা মূর্খতায় নিমজ্জিত এক সম্প্রদায়।

٥٦۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ج اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ○

৫৬. তার সম্প্রদায়ের প্রতিউত্তর কেবল এই ছিলো যে, তারা বললো, লূত পরিবারকে তোমাদের এলাকা থেকে উচ্ছেদ করো। এরা বড়োই পূত-পবিত্র চরিত্রের লোক সাজছে।

٥٧۔ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ز قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ○

৫৭. অতএব আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করলাম, তার স্ত্রীকে ব্যতীত। আমি তার জন্য ধ্বংসপ্রাপ্তদের ভাগ্য নির্ধারণ করেছিলাম।

٥٨۔ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ج فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝٤

৫৮. আর আমি তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এই বৃষ্টি ছিলো অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

٥٩۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ط اٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝٥

৫৯. আপনি বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাদের জন্য। কে শ্রেষ্ঠ! আল্লাহ না তারা যেগুলোকে শরীক সাব্যস্ত করে সেগুলো?

টীকা : এখান থেকে সূরার দ্বিতীয় ভাষণ শুরু হচ্ছে। এ আয়াত থেকে শিক্ষণীয় যে, আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে মুসলমানদের বক্তৃতা-ভাষণ শুরু করা সুন্নাত।

পারা-২০

٦٠۔ اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ج فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ج مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ۝٦

৬০. বলো তো, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য কে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর আমি তা থেকে সুশোভিত বাগ-বাগিচা সৃষ্টি করি? তাতে গাছপালা সৃষ্টি করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। অতএব আল্লাহ্‌র সাথে কোনো ইলাহ আছে কি? বরং তারা সত্যবিচ্যুত এক সম্প্রদায়।

٦١۔ اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٧

৬১. বলো তো, কে পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করেছেন, তার মাঝে মাঝে নদীনালা প্রবাহিত করেছেন, তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা এবং দুই সাগরের মাঝখানে রেখে দিয়েছেন একটি অন্তরায়? অতএব আল্লাহ্‌র সাথে কোনো ইলাহ আছে কি? বরং তাদের অধিক সংখ্যক লোকই জ্ঞানশূন্য।

www.pathagar.com

٦٢. اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ⑥

৬২. বলো তো, কে দুর্দশাগ্রস্তের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে, (তার) দুর্দশা দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেন ? অতএব আল্লাহ্‌র সাথে কোনো ইলাহ আছে কি ? তোমরা খুব সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করো।

٦٣. اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ⑦

৬৩. বলো তো, কে তোমাদেরকে স্থলভাগের ও সাগরের অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং কে তাঁর অনুগ্রহের আগে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন ? অতএব আল্লাহ্‌র সাথে কোনো ইলাহ আছে কি ? তারা যা শরীক করে আল্লাহ তার বহু ঊর্ধে।

٦٤. اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ⑧

৬৪. বলো তো, কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তা পুনর্বার সৃষ্টি করবেন এবং কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দান করেন? অতএব আল্লাহ্‌র সাথে কোনো ইলাহ আছে কি? আপনি বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে তোমাদের দলীল-প্রমাণ পেশ করো।

٦٥. قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ط وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ⑨

৬৫. আপনি বলুন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যেসব প্রাণী আছে, আল্লাহ ব্যতীত তাদের কারো অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান নেই এবং তারা জানে না, কখন তাদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে।

٦٦. بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ قف بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ⑩

৬৬. বরং আখেরাতের জ্ঞানই তাদের থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, বরং তারা এই বিষয়ে সন্দেহের শিকার হয়েছে, বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ।

٦٧. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ

৬৭. কাফেররা প্রশ্ন তুলে বলে, যখন আমরা এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা মাটিতে পরিণত হবো তারপরও কি আমাদেরকে (কবর থেকে) বের করা হবে ?

www.pathagar.com

৬৮. এই বিষয়ে আমাদেরকে এবং ইতিপূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। এটা অতীত জনগোষ্ঠীর রূপকথা ছাড়া আর কিছু নয়।

٦٨. لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

৬৯. আপনি বলুন, তোমরা পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করো এবং লক্ষ করো, অপরাধীদের পরিণতি কী হয়েছিল।

٦٩. قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ○

৭০. আর আপনি তাদের ব্যাপারে দুঃখবোধ করবেন না এবং তারা যে ষড়যন্ত্র করছে তাতে মন খাটো করবেন না।

٧٠. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ○

৭১. তারা জিজ্ঞাসার সুরে বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে সেই (কিয়ামতের) প্রতিশ্রুতি কখন কার্যকর হবে?

٧١. وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৭২. আপনি বলুন, তোমরা যে জিনিসের (গযবের) জন্য তাড়াহুড়া করছো তার কিছু অংশ বলতে গেলে তোমাদের পিছনে এসেই গেছে।

٧٢. قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ○

৭৩. নিশ্চয়ই আপনার প্রভু মানুষের প্রতি বড়োই অনুগ্রহশীল। কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।

٧٣. وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ○

৭৪. তাদের অন্তর যা লুকিয়ে রাখে এবং তারা যা প্রকাশ করে তা অবশ্যই আপনার প্রভু সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন।

٧٤. وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ○

৭৫. আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কিছু গোপন রহস্য নেই যা একটি সুস্পষ্ট কিতাবে বিদ্যমান নেই।

٧٥. وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○

৭৬. বনী ইসরাঈল যেসব বিষয়ে মতভেদ করে নিশ্চয়ই এই কুরআন তার অধিকাংশ বিষয় তাদের নিকট বর্ণনা করে।

٧٦. اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

৭৭. নিশ্চয়ই এই কুরআন ঈমানদারগণের জন্য হেদায়াত ও অনুগ্রহের ভাণ্ডার।

٧٧. وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ○

www.pathagar.com

৭৮. নিশ্চয়ই আপনার প্রভু নিজ নির্দেশ মোতাবেক তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন। তিনি অবশ্যই মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।

٧٨. اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۝

৭৯. অতএব আপনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আপনি স্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

٧٩. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ۝

৮০. নিশ্চয়ই আপনি মৃতকে শুনাতে পারেন না এবং যখন বধিররা পিঠ ফিরিয়ে পালিয়ে যায় তাদেরকেও আহ্বান শুনাতে পারবেন না।

٨٠. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ۝

৮১. আর আপনি অন্ধদেরকেও পথ দেখিয়ে তাদের ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরকেই শুনাতে পারবেন যারা আমার বাণীসমূহে ঈমান আনে। এরাই আত্মসমর্পণকারী।

٨١. وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ط اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

৮২. যখন কথা পূর্ণ (কিয়ামত) হওয়ার সময় তাদের নিকট ঘনিয়ে আসবে তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জন্তু নির্গত করবো, যা তাদের সাথে কথা বলবে এজন্য যে, মানুষ আমার বাণীসমূহে নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করে না।

٨٢. وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ۝

টীকা : এ আয়াতে কিয়ামতের একটি গুরুতর আলামত সম্পর্কে বলা হয়েছে। ইবনে উমার (রা) বলেন, যখন সত্য-ন্যায়ের আদেশ এবং অসত্য ও অন্যায় কাজে বাধা দেয়ার মতো কোনো মানুষ অবশিষ্ট থাকবে না তখন এই পশুর আবির্ভাব হবে। রাসূলে পাক (স) বলেন, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে এবং একদিন দুপুরবেলা একটি পশু আত্মপ্রকাশ করবে (সহীহ মুসলিম)।

৮৩. যেদিন আমি এমন প্রতিটি উম্মত থেকে এক একটি দলকে একত্র করবো যারা আমার বাণীসমূহ অবিশ্বাস করতো। এদেরকে সারিবদ্ধ করা হবে।

٨٣. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ۝

৮৪. অবশেষে যখন তারা এসে উপস্থিত হবে আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি আমার বাণীসমূহ অবিশ্বাস করেছিলে, অথচ তোমরা তা জ্ঞানগতভাবে আয়ত্ত করোনি? না তোমরা অন্য কিছু করছিলে?

٨٤. حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْ قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِىْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

www.pathagar.com

৮৫. তাদের অন্যায়-অত্যাচারের কারণে তাদের নিকট শাস্তির প্রতিশ্রুতি এসে গেছে। ফলে তারা কিছুই বলতে পারবে না।

٨٥۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ○

৮৬. তারা কি লক্ষ করে না, আমি তাদের বিশ্রামের জন্য রাত সৃষ্টি করেছি এবং দিনকে করেছি উজ্জ্বল আলোকময়। নিশ্চয়ই ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য এর মধ্যে রয়েছে বহু নিদর্শন।

٨٦۔ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

৮৭. আর যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে সেদিন আকাশসমূহে যারা আছে এবং পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, কিন্তু আল্লাহ যাদের চাইবেন তারা ব্যতীত এবং সকলেই তাঁর নিকট বিনীতভাবে উপস্থিত হবে।

٨٧۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ط وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ○

৮৮. আপনি পর্বতমালাকে দেখছেন এবং ধারণা করছেন, তা সুস্থির-সুদৃঢ়, অথচ তা মেঘমালার সঞ্চালনের ন্যায় চলতে থাকবে। এটা আল্লাহ্‌র কুদরতের বিস্ময়কর কীর্তি, যিনি প্রতিটি জিনিস সুষ্ঠুভাবে সুষম করেছেন। তোমরা যা করো নিশ্চয়ই তিনি সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

٨٨۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ط صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ط اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ○

৮৯. যে কেউ উত্তম কাজ নিয়ে আসবে সে তার চেয়েও উত্তম প্রতিদান পাবে এবং সেদিন তারা গুরুতর আতংক থেকে নিরাপদ থাকবে।

٨٩۔ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ج وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ○

৯০. আর যে কেউ মন্দ (পাপ) কাজ নিয়ে আসবে তাদেরকে অধোমুখে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যেমন কাজ করেছো তেমন প্রতিদানই দেয়া হবে।

٩٠۔ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ ط هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৯১. এই মহানগরীর প্রভুর ইবাদত করার জন্য আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যিনি একে মহাসম্মানিত করেছেন। সব কিছুর মালিকানা তাঁর। আর আমাকে আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত

٩١۔ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِىْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَىْءٍ ز

www.pathagar.com

হওয়ার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে।

وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ﴿٩١﴾

৯২. আমাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনানোর জন্যও আদেশ দেয়া হয়েছে। অতএব কোনো ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করলে সে নিজের উপকারের জন্যই সৎপথ অবলম্বন করে। আর কেউ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করলে আপনি বলুন, আমি তো কেবল সতর্ককারীদেরই একজন।

٩٢۔ وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ۝

৯৩. আর আপনি বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যই। খুব শীঘ্রই তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখাবেন, তখন তোমরা তা চিনতে পারবে। তোমরা যা করো সেই সম্পর্কে আপনার প্রভু উদাসীন নন।

٩٣۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

মহানবীর (স) মহাবাণী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَاسْتَظْهَرَهُ فَاَحَلَّ حَلاَلَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِيْ عَشَرَةٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ.

"যে ব্যক্তি কুরআন পড়েছে এবং মুখস্থ রেখেছে এবং তার হালালকে হালাল ও তার হারামকে হারাম মেনেছে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন এবং তার পরিবারের এমন দশজন লোকের পক্ষে তার সুপারিশ কবুল করবেন যাদের প্রত্যেকের জন্য দোযখ অবধারিত হয়ে গিয়েছিল" (তিরমিযী, বাব ১৩, নং ২৯০৫; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ইবনে মাজা, দারিমী)।

www.pathagar.com

২৮. সূরা আল-কাসাস (৪৯) ٢٨- سُوْرَةُ الْقَصَصِ

আয়াত : ৮৮; রুকূ' : ৯; মক্কী اٰيَاتُهَا : ٨٨، رُكُوْعٌ : ٩، مَكِّيَّةٌ

সূরা শুআরা, নামল ও কাসাস কাছাকাছি সময়ে পরপর নাযিল হয়েছে। (মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ে)।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- طٰسٓمٓ ○

১. ত-সীন-মীম।

٢- تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ○

২. এগুলো স্পষ্ট কিতাবের (কুরআনের) আয়াত।

٣- نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

৩. আমি মূসা ও ফেরাউনের কিছু বৃত্তান্ত আপনার নিকট যথাযথভাবে বর্ণনা করছি ঈমানদার সম্প্রদায়ের (কল্যাণের) জন্য।

٤- اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ○

৪. নিশ্চয়ই ফেরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে হীনবল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্রসন্তানদের হত্যা করতো এবং কন্যা সন্তানদের জীবিত থাকতে দিতো। নিশ্চয়ই সে ছিলো বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

٥- وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ۙ

৫. দেশের মধ্যে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল আমি তাদের প্রতি দয়াপরবশ হতে এবং তাদেরকে নেতৃত্বদানকারী ও (দেশের) উত্তরাধিকারী বানাতে ইচ্ছা করলাম।

٦- وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ○

৬. আর আমি তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করতে এবং ফেরাউন, হামান ও উভয়ের সামরিক বাহিনী তাদের তরফ থেকে যা আশঙ্কা করতো তাও তাদের দেখিয়ে দিতে চাইলাম।

٧- وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ

৭. আমি মূসার মা'কে ইঙ্গিতে নির্দেশ দিলাম, তাকে দুধপান করাতে থাকো। যখন তুমি তার

www.pathagar.com

فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ ج اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

সম্পর্কে বিপদের আশঙ্কা করবে তখন তাকে নদীতে ভাসিয়ে দিও এবং কোনোরূপ ভয়ও করো না এবং দুশ্চিন্তাও করো না। অবশ্যই আমি তাকে তোমার কোলে ফিরিয়ে দিবো এবং তাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করবো।

٨. فَالْتَقَطَهٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ط اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِئِيْنَ ○

৮. অতঃপর ফেরাউনের পরিবারের লোকজন তাকে (নদী থেকে) তুলে নিলো, যাতে তিনি তাদের শত্রু ও দুঃখ-দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারেন। নিশ্চয়ই ফেরাউন, হামান ও তাদের সেনাবাহিনী ছিলো অপরাধী।

٩. وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّىْ وَلَكَ ط لَا تَقْتُلُوْهُ ز عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

৯. ফেরাউনের স্ত্রী বললো, এই শিশু আমার ও তোমার জন্য নয়নপ্রীতিকর। তুমি একে হত্যা করো না। সে আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি। অথচ তারা (এর পরিণাম সম্পর্কে) ছিলো সম্পূর্ণ বেখবর।

١٠. وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ط اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِىْ بِهٖ لَوْلَآ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১০. এদিকে মূসার মায়ের অন্তর অস্থির হয়ে উঠলো। যাতে সে (আমার প্রতিশ্রুতিতে) আস্থাশীল থাকতে পারে তাই আমি তাকে দৃঢ় মনোবল দান করলাম, অন্যথায় সে আসল বিষয় ফাস করেই দিতো।

١١. وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ز فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

১১. সে মূসার বোনকে (নিজ কন্যাকে) বললো, এর পিছে পিছে যাও। সে দূর থেকে তাকে এমনভাবে দেখতে থাকলো যে, তারা বুঝতেই পারলো না।

١٢. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰٓى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ○

১২. আমি আগে থেকেই ধাত্রীর বুকের দুধপান তার জন্য নিষিদ্ধ করে রেখেছিলাম। মূসার বোন বললো, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি পরিবারের খোঁজ দিবো যারা তোমাদের পক্ষ থেকে তাকে লালন-পালন করবে এবং তারা হবে তার কল্যাণকামী?

١٣. فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

১৩. অতএব আমি তাকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চোখ জুড়ায়, তার দুশ্চিন্তা দূর হয় এবং সে জানতে পারে যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই তা উপলব্ধি করে না (জানতে চেষ্টা করে না)।

www.pathagar.com

١٤. وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰٓى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

১৪. মূসা যখন যৌবনপ্রাপ্ত হলেন এবং তার (শারীরিক ও মানসিক) গঠন পূর্ণ হলো তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। আমি এভাবেই উত্তম লোকদের পুরস্কৃত করে থাকি।

١٥. وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ز هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ج فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ لا فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ز قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ○

১৫. (একদিন) তিনি লোকজনের কোলাহলমুক্ত অবস্থায় শহরে প্রবেশ করে সেখানে দুই ব্যক্তিকে মারামারিতে লিপ্ত পেলেন। তাদের একজন ছিলো তার নিজ সম্প্রদায়ের এবং অপরজন ছিলো তার শত্রু সম্প্রদায়ের। তার নিজ সম্প্রদায়ের লোকটি তার শত্রুপক্ষের লোকটির বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করলো। অতএব মূসা তাকে ঘুষি মারলে লোকটি সাথে সাথে নিহত হলো। মূসা বললেন, এতো শয়তানের কাণ্ড। সে তো (মানুষের) শত্রু এবং স্পষ্টতই পথভ্রষ্টকারী।

١٦. قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَغَفَرَ لَهٗ ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

১৬. তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! নিশ্চয়ই আমি আমার নিজের উপর যুলুম করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। অতএব তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٧. قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ○

১৭. তিনি আরো বললেন, হে আমার প্রভু! যেহেতু আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাই আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না।

١٨. فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِى اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ ط قَالَ لَهٗ مُوْسٰٓى اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ ○

১৮. পরের দিন সকালবেলা তিনি ভীত-সতর্ক অবস্থায় শহরে যাচ্ছিলেন। তিনি সহসা দেখতে পেলেন, আগের দিন যে ব্যক্তি তার সাহায্য প্রার্থনা করেছিল সে চিৎকার করে আবার তার সাহায্য চাচ্ছে। মূসা তাকে বললেন, তুমি তো স্পষ্টতই বিভ্রান্ত লোক।

١٩. فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا لا قَالَ يٰمُوْسٰٓى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ ق اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ

১৯. অতঃপর মূসা যখন তাদের উভয়ের শত্রুকে শায়েস্তা করতে উদ্ধত হলেন, তখন সে (পক্ষের লোকটি) বললো, হে মূসা! তুমি কি আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছো, যেমন গতকাল তুমি একজনকে হত্যা করেছ? তুমি তো দেখছি দেশে স্বেচ্ছাচারী হতে চাচ্ছো এবং সংশোধনকারীদের

www.pathagar.com

অন্তর্ভুক্ত হতে চাচ্ছো না।

وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ○

২০. শহরের উপকণ্ঠ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে বললো, হে মূসা! রাজ্যের পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ দিচ্ছে। অতএব তুমি (এলাকা থেকে) চলে যাও। নিশ্চয়ই আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন।

٢٠۔ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى ز قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ○

২১. অতএব তিনি ভীত-সতর্ক অবস্থায় স্থান ত্যাগ করলেন। তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! যালেম সম্প্রদায় থেকে আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

٢١۔ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ز قَالَ رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

২২. তিনি যখন মাদ্‌য়ান এলাকার দিকে রওয়ানা করলেন তখন বললেন, আশা করি আমার প্রভু আমাকে সঠিক রাস্তায় পরিচালিত করবেন।

٢٢۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

২৩. তিনি মাদ্‌য়ানে পানির উৎসের নিকট পৌঁছে দেখতে পেলেন, বহু লোক (তাদের গবাদি পশুকে) পানি পান করাচ্ছে। এসব লোক ব্যতীত তিনি আরো দেখতে পেলেন যে, দু'জন নারী পৃথকভাবে তাদের গবাদি পশুকে আগলে রাখছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি অসুবিধা? তারা দু'জন বললো, রাখালেরা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে সরে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাতে পারি না এবং আমাদের পিতা একজন প্রবীণ বৃদ্ধ।

٢٣۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ز وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ج قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ط قَالَتَا لَا نَسْقِىْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ط وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ○

২৪. অতএব তিনি তাদের পশুগুলোকে পানি পান করালেন, অতঃপর ছায়ার স্থানে ফিরে গিয়ে বললেন, হে আমার প্রভু! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই করবেন নিশ্চয়ই আমি তার কাঙ্গাল।

٢٤۔ فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰٓى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ○

২৫. অতঃপর সেই দুই নারীর একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তার নিকট এসে বললো, আমার পিতা অবশ্যই আপনাকে ডাকছেন, আপনি যে আমাদের (পশুগুলোকে) পানি পান করিয়েছেন তার পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য। অতএব তিনি তার নিকট উপস্থিত হয়ে তার

٢٥۔ فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ز قَالَتْ اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ط فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ لا قَالَ لَا

www.pathagar.com

تَخَفْ ز نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

কাছে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বলেন, শঙ্কিত হয়ো না। তুমি যালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ।

٢٦۔ قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ز اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ○

২৬. দুই কন্যার একজন বললো, হে আব্বাজান! আপনি তাকে শ্রমিক নিয়োগ করুন। আপনি যাকে শ্রমে নিয়োগ করতে চান, সেক্ষেত্রে শক্তিমান ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিই হবে উত্তম।

টীকা : উপরোক্ত আয়াত ও পরবর্তী আয়াত থেকে শ্রমিক-কর্মচারী বাছাই করার কয়েকটি প্রয়োজনীয় শর্ত ও আচরণ বিধি পাওয়া যায় : দৈহিক শক্তি (বুদ্ধিমত্তাও এর অন্তর্ভুক্ত), বিশ্বস্ততা-নির্ভরযোগ্যতা, মজুরীর পরিমাণ নির্ধারণ ও শ্রমঘণ্টা নির্ধারণ। নিয়োগের পর শর্তের অতিরিক্ত শ্রম আদায় করা যাবে না, কর্মচারীকে অযথা হয়রানি করা যাবে না এবং তার সাথে সদয় ব্যবহার করতে হবে।

٢٧۔ قَالَ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ج فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ج وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ط سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

২৭. তিনি মূসাকে বললেন, আমি আমার এই দুই কন্যার একজনকে এই শর্তে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই যে, তুমি আট বছর আমার শ্রমে নিয়োজিত থাকবে। আর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ করো তবে সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছুক নই। ইনশাআল্লাহ তুমি আমাকে সদাচারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত পাবে।

٢٨۔ قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ط اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ط وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ۝

২৮. মূসা বললেন, আমার ও আপনার মাঝে এই চুক্তি স্থির হলো। আমি এই দু'টি মেয়াদের কোনো একটি পূর্ণ করতে পারলে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকবে না। আর আমরা যে কথাবার্তা স্থির করলাম আল্লাহ তার তত্ত্বাবধায়ক।

٢٩۔ فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖٓ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ج قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ○

২৯. মূসা (চাকুরীর) মেয়াদ পূর্ণ করার পর যখন সপরিবারে রওয়ানা হলেন তখন পথিমধ্যে তূর পাহাড়ের দিকে আগুন দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর পরিজনকে বললেন, তোমরা অপেক্ষা করো, নিশ্চয়ই আমি আগুন দেখেছি। হয়ত আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য প্রয়োজনীয় খবর নিয়ে আসতে পারবো অথবা এক খণ্ড জ্বলন্ত কাঠ আনতে পারবো, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো।

www.pathagar.com

٣٠. فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى اِنِّىْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৩০. তিনি আগুনের নিকট পৌঁছলে পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত উপত্যকার ডান প্রান্তের একটি গাছ থেকে তাকে ডেকে বলা হলো, হে মূসা! নিশ্চয়ই আমি সমগ্র বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ।

٣١. وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ط فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ط يٰمُوْسٰٓى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ قف اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ۝

৩১. আরো এই যে, আপনি নিজের লাঠিটি নিক্ষেপ করুন। যখন তিনি সেটিকে সাপের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখলেন তখন পিছনের দিকে সরে যেতে থাকলেন এবং ঘুরেও তাকালেন না। হে মূসা! এগিয়ে আসুন এবং ভয় করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি নিরাপত্তাপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

٣٢. اُسْلُكْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ز وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝

৩২. আপনার হাত আপনার বুকের উপর রাখুন, তা বের হয়ে আসবে সমুজ্জ্বল-নিরোগ- নির্দোষ অবস্থায়। আর ভয় দূর করার জন্য আপনার বাহুদ্বয় নিজের দিকে চেপে ধরুন। এ হলো আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে দু'টি দলীল (মু'জিযা) ফেরাউন ও তার সভাসদদের (দেখানোর) জন্য। নিশ্চয়ই তারা পাপাচারী সম্প্রদায়।

٣٣. قَالَ رَبِّ اِنِّىْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ۝

৩৩. তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! আমি তো তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। তাই আমি আশঙ্কা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।

٣٤. وَاَخِىْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِىْٓ ز اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ۝

৩৪. আর আমার ভাই হারূন, তিনি আমার তুলনায় প্রাঞ্জলভাষী-বাকপটু। অতএব আপনি তাকে সাহায্যকারী হিসেবে আমার সাথে পাঠান, তিনি আমার সমর্থন করবেন। আমি আশঙ্কা করি, তারা আমাকে অবিশ্বাস করবে।

٣٥. قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ج بِاٰيٰتِنَآ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ۝

৩৫. আল্লাহ বলেন, আমি আপনার ভাইয়ের সাহায্যে আপনার বাহু (হাত) শক্তিশালী করবো এবং আপনাদের উভয়কে এমন প্রতিপত্তি দান করবো যে, তারা আপনাদের কাছেও ঘেঁষতে পারবে না। আমার বাণীর সাহায্যে আপনারা ও

www.pathagar.com

আপনাদের দু'জনের অনুসারীরা (তাদের উপর) প্রভাবশালী হবেন।

৩৬. অতএব মূসা যখন আমার স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে তাদের নিকট এলেন তখন তারা বললো, এতো মনগড়া কল্পিত জাদুমাত্র। আর আমাদের পূর্বপুরুষদের কাল থেকে আমরা কখনো এরূপ কথা শুনিনি।

٣٦۔ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ○

৩৭. আর মূসা বললেন, আমার প্রভু সর্বতভাবে অবহিত যে, কে তাঁর নিকট থেকে পথনির্দেশ নিয়ে এসেছে এবং আখেরাতে কার পরিণাম কল্যাণকর হবে। নিশ্চয়ই স্বৈরাচারী যালেমরা কখনো সফলকাম হয় না।

٣٧۔ وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّىْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ط اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ○

৩৮. ফেরাউন বললো, হে সভাসদগণ! আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ আছে বলে আমার জানা নেই। অতএব হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পুড়িয়ে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো। হয়ত আমি তাতে উঠে মূসার ইলাহকে দেখতে পাবো এবং আমি অবশ্যই মনে করি যে, সে মিথ্যাবাদী দলেরই একজন।

٣٨۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ ج فَاَوْقِدْ لِىْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى لا وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○

৩৯. সে এবং তার সামরিক বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীর বুকে দাম্ভিকতা প্রদর্শন করেছিলো এবং মনে করেছিলো যে, তাদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না।

٣٩۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ○

৪০. অতএব আমি তাকে ও তার সামরিক বাহিনীকে গ্রেপ্তার করলাম এবং সকলকে সাগরে নিক্ষেপ করলাম। লক্ষ করো, স্বৈরাচারী যালেমদের কী পরিণতি হয়!

٤٠۔ فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ ج فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ○

৪১. আমি তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম। অথচ তারা জনগণকে দোযখের দিকে ডাকতো। কিয়ামতের দিন তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

٤١۔ وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ○

৪২. আমি এই পৃথিবীতে তাদের পিছনে অভিশাপ

٤٢۔ وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ج

www.pathagar.com

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ۝٤٢

লাগিয়ে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে চরমভাবে দুর্দশাগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

٤٣۔ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

৪৩. পূর্বকালের বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করার পর আমি তো মূসাকে দান করেছিলাম কিতাব– মানবজাতির অন্তরদৃষ্টির জ্ঞানবর্তিকা, পথনির্দেশনা ও অনুগ্রহস্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

٤٤۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

৪৪. আমি যখন মূসাকে এই নির্দেশনামা দান করেছিলাম তখন আপনি (মুহাম্মাদ) তো পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন না এবং আপনি প্রত্যক্ষদর্শীদের অন্তর্ভুক্তও ছিলেন না।

٤٥۔ وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۝

৪৫. বস্তুত আমি বহু মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়েছি, তাদের উপর দিয়ে বহুকাল অতিবাহিত হয়েছে। আপনি তো মাদ্‌য়ানবাসীদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিলেন না তাদেরকে আমার বাণীসমূহ পড়ে শোনানোর জন্য। তবে আমিই ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী।

٤٦۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

৪৬. আমি যখন (মূসাকে) ডেকেছিলাম তখনও আপনি তূর পাহাড়ের পাশে উপস্থিত ছিলেন না। বরং এটা (ওহী) আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারেন যাদের নিকট আপনার আগে কোনো সতর্ককারী আসেনি। আশা করা যায় তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।

٤٧۔ وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৪৭. আর এমন যেনো না হয় যে, তাদের নিজেদের কার্যকলাপের দরুন তাদের উপর কোনো বিপদ এসে পড়লে তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের নিকট একজন রাসূল পাঠালে না কেনো? তাহলে আমরা তোমার বাণীসমূহ মেনে চলতাম এবং ঈমানদারগণের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

٤٨۔ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا

৪৮. অতএব যখন আমার পক্ষ থেকে তাদের নিকট সত্য এসে গেলো তখন তারা বললো,

www.pathagar.com

لَوْلَآ أُوْتِىَ مِثْلَ مَآ أُوْتِىَ مُوْسٰى ط أَوَلَمْ
يَكْفُرُوْا بِمَآ أُوْتِىَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ج قَالُوْا
سِحْرٰنِ تَظَاهَرَا قف وَقَالُوْٓا إِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ○

মূসাকে যেমনটি দেয়া হয়েছিল এই রাসূলকে তেমনটি দেয়া হলো না কেনো? ইতিপূর্বে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তারা কি তা প্রত্যাখ্যান করেনি? তারা বলেছিলো, দু'টিই জাদু, একটি অপরটির সমর্থক এবং তারা আরো বলেছিলো, আমরা সকল নবী-রাসূলকেই অস্বীকার করি।

٤٩۔ قُلْ فَأْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ
أَهْدٰى مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৪৯. আপনি বলুন, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এমন একটি কিতাব আনো যা পথনির্দেশের বেলায় উভয়টির (তাওরাত ও কুরআন) তুলনায় অগ্রগণ্য হবে, আমি সেটি অনুসরণ করবো।

٥٠۔ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا
يَتَّبِعُوْنَ أَهْوَآءَهُمْ ط وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ
اتَّبَعَ هَوٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ط إِنَّ اللّٰهَ
لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٤

৫০. অতএব যদি তারা আপনার ডাকে সাড়া না দেয় তবে জেনে নিন যে, তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত পথনির্দেশ উপেক্ষা করে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার তুলনায় অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে? নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বৈরাচারী যালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

٥١۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُوْنَ ۝٥

৫১. তারা যাতে উপদেশ গ্রহণ করে তাই আমি তাদের জন্য অবশ্যই উপর্যুপরি বাণী পৌঁছিয়েছি।

٥٢۔ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ
بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ○

৫২. আমি ইতিপূর্বে যাদেরকে কিতাব দান করেছিলাম তারা এই কুরআনে ঈমান আনে।

٥٣۔ وَإِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ
إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ
مُسْلِمِيْنَ ○

৫৩. যখন তাদের নিকট তা পাঠ করা হয় তখন তারা বলে, আমরা এর উপর ঈমান আনলাম। নিশ্চয়ই তা আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আগত সত্য। আমরা আগেও মুসলমান (আত্মনিবেদিত) ছিলাম।

٥٤۔ أُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا
صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○

৫৪. এদেরকে দু'বার পুরস্কৃত করা হবে এদের ধৈর্যধারণ করার কারণে। আর এরা মন্দকে ভালো দ্বারা দূরীভূত করে এবং আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি তারা তা থেকে ব্যয় করে।

٥٥۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوْا عَنْهُ

৫৫. তারা যখন অবাঞ্ছিত কথাবার্তা শোনে তখন তা উপেক্ষা করে এবং বলে, আমাদের কৃতকর্ম

www.pathagar.com

وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ز سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ز لَآ نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ ○

আমাদের জন্য এবং তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের জন্য। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা জাহেল-মূর্খদের সাথে জড়াতে চাই না।

٥٦۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ج وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

৫৬. (হে নবী!) আপনি কাউকে ভালোবাসলেই তাকেই সৎপথে আনতে পারবেন না, কিন্তু আল্লাহ যাকে চান সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনি ভালো জানেন কে সৎপথ অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

٥٧۔ وَقَالُوْٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا ط اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৫৭. তারা (কুরাইশরা) বলে, আমরা যদি আপনার সাথে সত্য-সঠিক পথের অনুসরণ করি তবে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করা হবে। আমি কি তাদেরকে এক নিরাপদ হারাম (মক্কা)-এ সুপ্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সবদিক থেকে আমার দেয়া রিযিক হিসেবে যাবতীয় প্রকারের ফলমূল আমদানী হয়? কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা উপলব্ধি করে না।

٥٨۔ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ج فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا ط وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ○

৫৮. আমি যে কতো জনবসতিকে ধ্বংস করেছি যারা নিজেদের সম্পদের প্রাচুর্যে অহংকারী-দাম্ভিক হয়ে গিয়েছিল! ঐগুলোই তো তাদের শূন্য বসতি এলাকা, তাদের পরে খুব কম লোকই এখানে বসবাস করেছে। আর আমিই তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

٥٩۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ج وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى الْقُرٰٓى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ○

৫৯. আপনার প্রভু কোনো জনপদ ধ্বংস করেন না তার কেন্দ্রে একজন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত, যিনি তাদেরকে আমার বাণীসমূহ পড়ে শুনান। জনপদের লোকেরা অন্যায়-অত্যাচারে লিপ্ত হলেই কেবল আমি তাদেরকে ধ্বংস করি।

٦٠۔ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ج وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ع

৬০. তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগবিলাস ও সৌন্দর্যের উপকরণ মাত্র। আর যা আল্লাহ্‌র কাছে আছে তা অতি উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?

www.pathagar.com

٦١. اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ○

৬১. আমি যাকে উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তা সে পাবেই। সে কি এমন ব্যক্তির সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগবিলাসের উপকরণ দান করেছি, অতঃপর তাকে কিয়ামতের দিন অপরাধী হিসেবে হাযির করা হবে?

٦٢. وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ○

৬২. যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক দাবি করতে তারা কোথায়?

٦٣. قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ج اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ج تَبَرَّاْنَا اِلَيْكَ ز مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ○

৬৩. যাদের জন্য শাস্তি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! এরাই সেইসব লোক যাদেরকে আমরা বিভ্রান্ত করেছিলাম। আমরা এদেরকে বিপথগামী করেছিলাম, যেমন আমরা বিপথগামী হয়েছিলাম। আমরা আপনার সামনে নিজেদের দায়মুক্তি ঘোষণা করছি। এরা তো আমাদের ইবাদতই করতো না।

টীকা : অর্থাৎ বিচারের দিন অপরাধীরা বলবে, আমরা জোরপূর্বক এদের বিপথগামী করিনি। বরং এই কুরআন আমাদের সামনে থাকা সত্ত্বেও আমরা স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে যেভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছি, তারাও আমাদের মতোই স্বেচ্ছায় বিপথগামী হয়েছে। কুরআন তাদের সামনেও ছিলো। আমাদের মতো এরাও তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি।

٦٤. وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ج لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ○

৬৪. ওদেরকে বলা হবে, তোমাদের শরীকদের (মূর্তিগুলোকে) ডাকো। তারা সেগুলোকে ডাকবে, কিন্তু সেগুলো তাদের ডাকে সাড়া দিবে না এবং তারা শাস্তি দেখতে পাবে। আহা! তারা যদি সৎপথের পথিক হতো।

٦٥. وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ○

৬৫. যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রাসূলগণকে কী জবাব দিয়েছিলে?

٦٦. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ ○

৬৬. সেদিন সকল তথ্য তাদের কাছে প্রচ্ছন্ন মনে হবে এবং একজন অপরজনকে জিজ্ঞেসও করতে পারবে না।

টীকা : কঠোর শাস্তি দর্শনে তারা পাগলপ্রায় হয়ে যাবে। তাদের কাছে জীবনের অতীতকে অবাস্তব এবং বর্তমানকে দুর্বোধ্য মনে হবে। পরস্পরকে জিজ্ঞেস করার শক্তিও তারা হারিয়ে ফেলবে।

٦٧. فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ○

৬৭. তবে যে ব্যক্তি তওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, আশা করা যায় সে সাফল্য লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

www.pathagar.com

٦٨. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ط مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

৬৮. আর আপনার প্রভু যা চান সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা বেছে নেন। তাতে ওদের কোনো কর্তৃত্ব নেই। আল্লাহ পবিত্র-মহান এবং তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধে।

٦٩. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ○

৬৯. আর আপনার প্রভু জানেন যা তারা নিজেদের অন্তরে গোপন রাখে এবং যা তারা প্রকাশ করে।

٧٠. وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ز وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৭০. তিনিই আল্লাহ। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। ইহকালে ও পরকালে সকল প্রশংসা তাঁর। সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

٧١. قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ط اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ○

৭১. আপনি জিজ্ঞেস করুন, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছো, আল্লাহ যদি এই রাতকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী করেন তাহলে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন্ ইলাহ আছে যে তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারে? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না?

٧٢. قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ط اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ○

৭২. আপনি আবার জিজ্ঞেস করুন, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছো, আল্লাহ যদি এই দিনকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী করেন তাহলে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন্ ইলাহ আছে যে তোমাদেরকে তোমাদের বিশ্রামের জন্য রাত এনে দিতে পারে ? তবুও কি তোমরা দৃষ্টিপাত করবে না ?

٧٣. وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৭৩. তিনিই তাঁর অনুগ্রহস্বরূপ তোমাদের জন্য রাত ও দিনের ব্যবস্থা করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারো, তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং (তাঁর প্রতি) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।

٧٤. وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ○

৭৪. সেদিন তিনি ওদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যেগুলোকে আমার অংশীদার বলে ধারণা করতে সেগুলো (এখন) কোথায় ?

www.pathagar.com

৭৫. আমি প্রতিটি সম্প্রদায় থেকে একজন করে সাক্ষী বের করে এনে বলবো, তোমরা তোমাদের দলীল-প্রমাণ পেশ করো। তখন তারা জানতে পারবে, প্রকৃত সত্য আল্লাহ্‌র কাছেই। আর তাদের সমস্ত মনগড়া মিথ্যাই তাদের থেকে নিঃশেষে হারিয়ে যাবে।

৭৫. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬. নিশ্চয়ই কারূন ছিলো মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে গেলো। আমি তাকে অঢেল ধনভাণ্ডার দান করেছিলাম, যার চাবিগুলো একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও বহন করা কষ্টসাধ্য ছিলো। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিলো, উল্লাসে ফেটে পড়ো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক অহংকারীদের মোটেই পছন্দ করেন না।

৭৬. إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ۗ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾

৭৭. এবং আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দান করেছেন তার মাধ্যমে তুমি আখেরাতের অট্টালিকা অন্বেষণ করো। অবশ্য দুনিয়া থেকেও তোমার নিজের অংশ গ্রহণ করতে ভুলো না। আল্লাহ তোমার প্রতি যেমন অনুগ্রহ করেছেন, তুমিও (জনগণের প্রতি) তেমন অনুগ্রহ প্রদর্শন করো আর পৃথিবীতে অনাচার সৃষ্টির চেষ্টা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অনাচার সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।

৭৭. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

৭৮. সে বললো, আমি এই সম্পদ নিজ বুদ্ধিবলেই প্রদত্ত হয়েছি। সে কি জানতো না যে, আল্লাহ তার পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন, যারা ছিলো শক্তিতে তার তুলনায় অধিক শক্ত-সমর্থ এবং অধিক জনসংখ্যা সমৃদ্ধ? অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবে না।

৭৮. قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾

৭৯. একদা কারূন তার বাহুল্য জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে আবির্ভূত হলো। যারা পার্থিব জীবনের প্রত্যাশী ছিলো তারা বললো, আফসোস! কারূনকে যা দেয়া হয়েছে

৭৯. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا

www.pathagar.com

مِثْلَ مَآ أُوْتِىَ قَارُوْنُ ۙ إِنَّهُۥ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ○

তদ্রূপ আমাদেরকেও যদি দেয়া হতো। সে তো এক মহাভাগ্যবান!

٨٠. وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ج وَلَا يُلَقّٰهَآ إِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ○

৮০. আর যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা বললো, তোমাদের জন্য দুঃখ হয়! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র পুরস্কারই কল্যাণকর এবং তা ধৈর্যশীলগণ ব্যতীত কেউ লাভ করতে পারে না।

٨١. فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ق فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ق وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ○

৮১. অতঃপর আমি তাকে তার অট্টালিকাসহ জমিনে ধ্বসিয়ে দিলাম। আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে তাকে রক্ষা করার মতো তার কোনো সাহায্যকারী দলও ছিলো না আর না সে নিজেদেরকে রক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছে।

টীকা : কায়রোর কারুন হ্রদই হলো তার ধ্বসে যাওয়া প্রাসাদ এলাকা। হ্রদের মধ্যে বর্তমান কালেও স্তম্ভসমূহের অংশবিশেষ পানির উপর দিয়ে দৃষ্টিগোচর হয়।

٨٢. وَأَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْأَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَأَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ج لَوْلَآ أَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ط وَيْكَأَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۝

৮২. আগের দিন যারা তার মতো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেছিলো তারা সকালবেলা বলতে লাগলো, জানলে তো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পর্যাপ্ত রিযিক দান করেন এবং কমিয়েও দেন। তিনি আমাদের প্রতি দয়াপরবশ না হলে অবশ্যই আমাদেরকেও ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিতেন। জানলে তো, কাফেররা সফলকাম হয় না।

٨٣. تِلْكَ الدَّارُ الْأٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ○

৮৩. ঐ আখেরাতের বাড়ি আমি তাদের জন্য রেখেছি যারা পৃথিবীর বুকে উদ্ধত-অহংকারী হতে চায় না এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতেও চায় না। শুভ পরিণাম তাকওয়ার অধিকারীদের জন্য।

٨٤. مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ج وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ إِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৮৪. যে ব্যক্তি উত্তম আমল নিয়ে আসবে তার জন্য তা অপেক্ষাও উত্তম ফল রয়েছে এবং যেসব লোক নিকৃষ্ট আমল নিয়ে আসবে তারা যে ধরনের পাপকাজ নিয়ে হাজির হবে তাদেরকে তদনুযায়ী প্রতিফল দেয়া হবে।

www.pathagar.com

৮৫. নিশ্চয়ই যিনি আপনার উপর কুরআনকে ফরয (অবশ্য পালনীয়) করেছেন তিনি আপনাকে একটি পরিণতির দিকে পৌছাবেন। আপনি বলুন, আমার প্রভুই উত্তমরূপে অবগত আছেন, কে হেদায়াত (সৎপথ) নিয়ে এসেছে এবং কে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত।

٨٥۔ اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰی مَعَادٍ ط قُلْ رَّبِّیْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰی وَمَنْ هُوَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ○

টীকা : 'অবশ্য পালনীয় করেছেন' অর্থাৎ কুরআনের বাণী দুনিয়াবাসীর নিটক পৌছানো এবং তার বিধান মোতাবেক সমাজ-সভ্যতার সংশোধন করা আপনার দায়িত্ব। 'পরিণতির দিকে পৌছাবেন' অর্থাৎ দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে আল্লাহ আপনাকে বিপুল সম্মান-সুখ্যাতি দান করবেন। মাত্র কয়েকটি বছরের মধ্যে তিনি সমগ্র আরবভূমির শাসক হলেন। এখানে ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্ম অবশিষ্ট থাকেনি এবং তিনি সমগ্র আরবজাতিকে একটি ঐকবদ্ধ জাতিতে পরিণত করলেন।

৮৬. আপনি কখনো আশা করেননি যে, আপনার উপর কিতাব নাযিল হবে। তা তো কেবল আপনার প্রভুর অনুগ্রহ। অতএব আপনি কাফেরদের সাহায্যকারী হবেন না।

٨٦۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ یُّلْقٰٓی اِلَیْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِیْرًا لِّلْكٰفِرِیْنَ ○

টীকা : বড়োই অনুতাপের বিষয়, আজ মুসলিম শাসকগোষ্ঠী মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফের শাসক গোষ্ঠীকে সাহায্য-সহযোগিতা করছে এবং তাদের প্ররোচনায় মুসলমানদেরকে মৌলবাদী-জঙ্গীবাদী বানিয়ে তাদেরকে নির্যাতন করছে।

৮৭. আপনার উপর আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ নাযিল হওয়ার পর কাফেররা যেনো আপনাকে সেগুলো থেকে বিরত রাখতে না পারে। আপনি (লোকজনকে) আপনার প্রভুর দিকে ডাকুন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

٨٧۔ وَلَا یَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَیْكَ وَادْعُ اِلٰی رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ۞

৮৮. আর আপনি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোনো ইলাহ্‌কে ডাকবেন না। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস হবে। সার্বভৌমত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব তাঁরই এবং তোমরা তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে।

٨٨۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ كُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ط لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ۞

www.pathagar.com

২৯. সূরা আল-আনকাবূত (৮৫) ٢٩۔ سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ

আয়াত : ৬৯; রুকূ' : ৭; মাক্কী اٰيَاتُهَا : ٦٩، رُكُوْعٌ : ٧، مَكِّيَّةٌ

সূরাটি মুসলমানদের হাবশায় হিজরতের কিছুকাল পূর্বে নাযিল হয়েছে। মুফাসসিরদের কতকের মতে মদীনায় হিজরতের পূর্বে এবং কতকের মতে সূরার প্রথম দশটি আয়াত মদীনায় নাযিল হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١۔ الٓمّٓ ۝

১. আলিফ-লাম-মীম।

٢۔ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝

২. মানুষ কি ধারণা করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বললেই তারা অব্যাহতি পেয়ে যাবে এবং তাদেরকে (প্রতিকূল অবস্থায় ফেলে) পরীক্ষা করা হবে না?

٣۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۝

৩. আমি অবশ্যই তাদের আগেকার লোকজনকে পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন কারা সত্যবাদী এবং অবশ্যই জেনে নিবেন কারা মিথ্যাবাদী।

টীকা : সূরা বাকারার ২১৪ নং আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকাও পাঠ করুন।

٤۔ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ط سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝

৪. আবার যারা পাপকাজে লিপ্ত রয়েছে তারা কি ধারণা করে যে, তারা আমার নাগালের বাইরে চলে যেতে পারবে? তারা যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তা খুবই ক্ষতিকর।

٥۔ مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ط وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

৫. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের আশা করে আল্লাহ্‌র সেই নির্ধারিত কাল আসবেই। তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

٦۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৬. যে ব্যক্তি চেষ্টা-সাধনা করে সে তো নিজের জন্যই চেষ্টা-সাধনা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি অবশ্যই মুখাপেক্ষীহীন।

টীকা : 'চেষ্টা-সাধনা করে' (جَاهَدَ) অর্থাৎ ঈমানদার ব্যক্তিকে শয়তানের কুপ্ররোচনার বিরুদ্ধে, নিজের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে, তার লালসা-বাসনার বিরুদ্ধে, নিজের সমাজের ইসলাম বিরোধী পরিবেশের বিরুদ্ধে জিহাদ করে টিকে থাকতে হয়। দীন-ধর্ম-নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের বিপরীতে টিকে থাকতে হয় নিরন্তর চেষ্টা-সাধনা করে। এহেন সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য ঈমানদার ব্যক্তি যথাসাধ্য চেষ্টা-তদবীর করতে থাকে বিরোধী শক্তির বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে। একেই বলে মুজাহাদা (সাধনা)। ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কুফরী শক্তির সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিহত করা এবং নিজ জাতি ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও মজবুত করার জন্য সশস্ত্র চেষ্টা-সাধনা হলো সর্বোচ্চ মুজাহাদা বা জিহাদ। সূরা তাওবার ১৬ নং আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকাও দেখুন।

www.pathagar.com

٧. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৭. যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আমি তাদের (আমলনামা থেকে) তাদের মন্দ কাজসমূহ অবশ্যই বিলীন করে দিবো এবং তারা যে সর্বোত্তম কাজ করেছে তার প্রতিদান অবশ্যই দিবো।

٨. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ط وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ط اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৮. আমি মানুষকে তাদের মাতা-পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। তারা যদি জোরপূর্বক তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে বলে যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, সেক্ষেত্রে তুমি তাদের মান্য করো না। আমার নিকটই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তোমাদের জানিয়ে দিবো।

টীকা : মাতা-পিতার সাথে সদয় ব্যবহার সম্পর্কে আরো দেখুন ১৫:২৩-২৪, ৩১:১৪-১৫ এবং ৪৬:১৫ আয়াত।

٩. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى الصّٰلِحِيْنَ ○

৯. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আমি তাদেরকে অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করবো।

١٠. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَا اُوْذِىَ فِى اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ط وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ط اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِىْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ○

১০. মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি। কিন্তু তারা যখন আল্লাহ্‌র পথে অত্যাচারিত হয় তখন তারা মানুষের অত্যাচারকে আল্লাহ্‌র শাস্তির সমান গণ্য করে। আর আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য এলে অবশ্যই তারা বলতে থাকে, আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম। বিশ্ববাসীর মনের মধ্যে যা লুকিয়ে আছে আল্লাহ কি তা অবগত নন?

١١. وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ○

১১. আর আল্লাহ অবশ্যই যাচাই করে দেখবেন কে ঈমান এনেছে এবং অবশ্যই যাচাই করে দেখবেন মোনাফিকদেরকেও।

١٢. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ط وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَىْءٍ ط اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

১২. কাফেররা ঈমানদারদেরকে বলে, তোমরা আমাদের রীতি-নীতি মেনে চলো এবং আমরা তোমাদের পাপের বোঝা বহন করবো। কিন্তু ওরা তাদের পাপের বোঝা সামান্যও বহন করবে না। নিশ্চয়ই ওরা মিথ্যাবাদী।

www.pathagar.com

১৩. তবে তারা অবশ্যই নিজেদের পাপের বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরো অনেক বোঝাও। তারা যেসব মনগড়া কথা রচনা করছে এ সম্পর্কে কিয়ামতের দিন অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

١٣۔ وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالاً مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ز وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ع

টীকা : দুর্ভাগ্যক্রমে কুরআন-হাদীসের জ্ঞানবঞ্চিত কোনো কোনো মুসলমান বর্তমান কালেও তার সঙ্গী ও বন্ধুদের খারাপ কাজ করতে বলে এবং সে তাদের পাপের বোঝা বহন করার ঔদ্ধত্বপূর্ণ কথা বলে। নিজের পাপের বোঝা বহন করার শক্তিই কারো থাকবে না, তার সাথে আবার অপরের পাপের বোঝা বহনের আস্ফালন!

কোনো ব্যক্তির পরামর্শে বা অনুরোধে কেউ ভালো বা মন্দ, উপকারী বা ক্ষতিকর কিছু করলে তার ফল উভয়ে সমানভাবে ভোগ করবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "যে ব্যক্তি মানুষকে সৎপথের দিকে ডেকেছে এবং তার ডাকে যারা সাড়া দিয়ে হেদায়াত লাভ করেছে, তারা যে পরিমাণ সওয়াব পাবে ঐ দাওয়াতদানকারী তাদের সম-পরিমাণ সওয়াব পাবে। তাতে শেষোক্তদের সওয়াব কমানো হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষকে পথভ্রষ্টতার দিকে ডেকেছে এবং তার ডাকে যারা সাড়া দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে, তারা যে পরিমাণ পাপাচারী হয়েছে, ঐ পথভ্রষ্টকারীও তাদের সম-পরিমাণ পাপ অর্জন করেছে। তাতে শেষোক্তদের পাপ থেকে মোটেই কমবে না" (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা)।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, "কিয়ামতের দিন অবাধ্যাচারীরা নিজেদের পাপের বোঝাও পূর্ণ মাত্রায় বহন করবে এবং তারা যাদেরকে জ্ঞান না থাকার কারণে বিপথগামী করেছে তাদের পাপেরও একাংশ বহন করবে" (সূরা নাহল : ২৫)।

১৪. নিশ্চয়ই আমি নূহ-কে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর তুফান তাদেরকে গ্রাস করেছে। কারণ তারা ছিলো স্বৈরাচারী যালেম।

١٤۔ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلاَّ خَمْسِيْنَ عَامًا ط فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

১৫. আমি তাকে এবং নৌযানের আরোহীদেরকে রক্ষা করেছি আর নৌযানটিকে (বা প্লাবনকে) বিশ্ববাসীর জন্য একটি নিদর্শনে পরিণত করেছি।

١٥۔ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَا اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

১৬. আর ইবরাহীম, যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং তাঁকে ভয় করো। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা উপলব্ধি করো।

١٦۔ وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

১৭. তোমরা তো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মূর্তিগুলোর পূজা করছো এবং তোমরা একটা মিথ্যা উদ্ভাবন করছো। তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যেগুলোর পূজা করছো, তোমাদেরকে রিযিক দেয়ার কোনো ক্ষমতা সেগুলোর নেই। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র

١٧۔ اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ط اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لاَ يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا

www.pathagar.com

عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ط اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

কাছে রিযিকের জন্য আবেদন-নিবেদন করো এবং তাঁর ইবাদত করো ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

١٨۔ وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ط وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

১৮. যদি তোমরা অবিশ্বাস করো তবে তোমাদের আগেকার লোকেরাও অবিশ্বাস করেছে। স্পষ্টভাবে পয়গাম পৌঁছে দেয়াই কেবল রাসূলের দায়িত্ব।

١٩۔ اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

১৯. তারা কি কখনো লক্ষ করে দেখেনি যে, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টিকর্ম শুরু করেন, অতঃপর তা পুনরায় সৃষ্টি করেন? এটা তো আল্লাহ্‌র জন্য খুবই সহজ।

٢٠۔ قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

২০. আপনি বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং লক্ষ করো, তিনি কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেছেন। পরে আবার আল্লাহ পুনরায় সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

٢١۔ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَاۤءُ ج وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ○

২১. তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তোমরা তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তিত হবে।

٢٢۔ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاۤءِ ز وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

২২. তোমরা না পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে অক্ষম করতে পারো আর না আসমানে। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই।

٢٣۔ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَاۤئِهٖۤ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِىْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

২৩. যারা আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করে তারাই আমার অনুগ্রহ থেকে হতাশ হয় এবং তাদের জন্যই রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।

٢٤۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا

২৪. তার সম্প্রদায়ের জবাব কেবল এই ছিলো যে, তোমরা তাকে হত্যা করো অথবা আগুনে

www.pathagar.com

اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

পুড়ে মেরে ফেলো। অতএব আল্লাহ তাকে অগ্নিদগ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয়ই এই ঘটনায় নিদর্শন রয়েছে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য।

٢٥۔ وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا لا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ز وَّمَاْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ⑤

২৫. তিনি বললেন, তোমরা তো পার্থিব জীবনে নিজেদের মধ্যে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মূর্তিসমূহকে ভালোবাসার বস্তু বানিয়ে নিয়েছো। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা পরস্পরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিশাপ দিবে। তোমাদের বাসস্থান হলো দোযখ এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না।

٢٦۔ فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ ط اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২৬. অতএব লূত তার উপর ঈমান আনলেন। আর ইবরাহীম বললেন, আমি আমার প্রভুর উদ্দেশে দেশত্যাগ করছি। নিশ্চয়ই তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٢٧۔ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا ج وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

২৭. আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়া'কূবকে, তার বংশধরদের জন্য নবুওয়াত ও কিতাব স্থির করলাম এবং তাকে পৃথিবীতে পুরস্কৃত করলাম। আর আখেরাতেও তিনি সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

٢٨۔ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

২৮. আর লূত, যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বললেন, নিশ্চয়ই তোমরা এমন অশ্লীল কাজে লিপ্ত হচ্ছো যা তোমাদের আগে বিশ্ববাসীর মধ্যে কেউ করেনি।

٢٩۔ اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَتَاْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ط فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

২৯. তোমাদের অবস্থা কি এই যে, তোমরা পুরুষের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হও, রাহাজানি করো এবং তোমাদের ভরা মজলিশে পাপকাজে লিপ্ত হও? উত্তরে তার সম্প্রদায় কেবল এই বললো, তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব নিয়ে এসো তো।

www.pathagar.com

৩০. তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! দুষ্কৃতকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো।

٣٠. قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ۝٣٠

৩১. আর আমার পাঠানো ফেরেশতাগণ যখন সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের নিকট এসে পৌঁছলো তখন তারা বললো, আমরা অবশ্যই এই জনপদকে ধ্বংস করবো। নিশ্চয়ই এর অধিবাসীরা যালেম।

٣١. وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْٓا اِنَّا مُهْلِكُوْٓا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ج اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝٣١

৩২. তিনি বললেন, সেই জনপদে তো লূতও বসবাস করে! তারা বললো, সেখানে যারা আছে তাদের সম্পর্কে আমরা উত্তমরূপে অবহিত। আমরা অবশ্যই লূতকে ও তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করবো, কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়। সে তো পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

٣٢. قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ط قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ز لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ز كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝٣٢

৩৩. আমার পাঠানো ফেরেশতাগণ এসে লূতের নিকট উপস্থিত হলে তাদের কারণে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন এবং তাদের নিরাপত্তা বিধানে নিজেকে অসহায় ভাবলেন। তারা বললো, আপনি ভয় পাবেন না এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবেন না। নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবো, কিন্তু আপনার স্ত্রীকে নয়। সে তো পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

٣٣. وَلَمَّآ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ز اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝٣٣

৩৪. আমরা এই এলাকাবাসীদের উপর তাদের পাপাচারের কারণে আসমান থেকে গযব নাযিল করবো।

٣٤. اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝٣٤

৩৫. অবশ্যই আমি জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য তাতে একটি স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নিদর্শন রেখে দিয়েছি।

٣٥. وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝٣٥

৩৬. আর আমি মাদয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভাই শুআইবকে পাঠালাম। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, আখেরাত দিবসের (মুক্তির) আকাঙ্ক্ষা করো এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

٣٦. وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ز فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝٣٦

www.pathagar.com

৩৭. কিন্তু তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো। অতএব ভূমিকম্প তাদের উপর আঘাত হানলো। ফলে তারা নিজেদের বাড়ি-ঘরে অধঃমুখে উপুড় হয়ে ধ্বংস হয়ে পড়ে থাকলো।

৩৭. فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝

৩৮. আর আমি আদ ও ছামূদকেও ধ্বংস করেছি। তাদের বাড়ি-ঘরই তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান তাদের কাজকে তাদের সামনে জাঁকজমকপূর্ণ করে তুলে ধরেছিল। তারা সুচতুর বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও শয়তান তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল।

৩৮. وَعَادًا وَّثَمُوْدَا وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ ۫ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ۝

৩৯. আর আমি কারূন, ফেরাউন ও হামানকেও ধ্বংস করেছি। নিশ্চয়ই মূসা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারা দেশে অহংকার করে বেড়াতো, কিন্তু ওরা আমার শাস্তি এড়াতে পারেনি।

৩৯. وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ ۫ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ۝

৪০. তাদের প্রতিটি সম্প্রদায়ের পাপাচারের কারণে আমি তাদের শাস্তি দিয়েছি ঃ তাদের কারো বিরুদ্ধে পাঠিয়েছি পাথর বর্ষণকারী প্রচণ্ড বাতাস, তাদের কাউকে আঘাত হেনেছে বিকট শব্দ, তাদের কাউকে আমি ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিয়েছি এবং তাদের কাউকে আমি পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ তাদের উপর যুলুমকারী ছিলেন না, বরং তারাই নিজেদের উপর যুলুম করেছে।

৪০. فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

৪১. যেসব লোক আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার অনুরূপ। সেটি নিজের জন্য ঘর বানায় এবং ঘরসমূহের মধ্যে মাকড়সার ঘরই সর্বাধিক দুর্বল, যদি তারা উপলব্ধি করতো।

৪১. مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ۭ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

টীকা : মাকড়সার বাসার মতো ঠুনকো, ক্ষণস্থায়ী, অতি দুর্বল বাসা আর নেই এবং তা একান্তই মূল্যহীন। হাতের ইশারায়, বাতাসের সামান্য হালকা প্রবাহেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। যেসব লোক আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে নিজেদের আবেদন-নিবেদন পূর্ণকারী, বিপদ থেকে উদ্ধারকারী, মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী হিসেবে গ্রহণ করে তাদের এসবও একান্তই মূল্যহীন।

www.pathagar.com

৪২. তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যেসব কিছুকে ডাকে নিশ্চয়ই তিনি তা জানেন এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٤٢۔ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৪৩. আর আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য তুলে ধরেছি। যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি আছে কেবল তারাই তা অনুধাবন করতে পারে।

٤٣۔ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ج وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ○

৪৪. আল্লাহ যথাযথভাবে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই তাতে ঈমানদারদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

٤٤۔ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٤٤

পারা-২১

৪৫. আপনার নিকট যে কিতাব ওহীর মাধ্যমে পাঠানো হয় তা আপনি (মানুষকে) তিলাওয়াত করে শোনান এবং নামায কায়েম করুন। নিশ্চয়ই নামায অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহ্‌র যিকিরই সর্বশ্রেষ্ঠ। আর তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা জানেন।

٤٥۔ اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ط اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ○

৪৬. আর তোমরা কেবল সর্বোত্তম পন্থায়ই আহলে কিতাব-এর সাথে বিতর্ক-বহস করো। কিন্তু তাদের মধ্যে সীমালংঘনকারী যালেমদের কথা স্বতন্ত্র এবং বলো ঃ আমরা ঈমান এনেছি যা আমাদের উপর নাযিল হয়েছে এবং যা তোমাদের উপর নাযিল হয়েছে। আর আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একজনই এবং আমরা তাঁরই অনুগত।

٤٦۔ وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ق اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

৪৭. এভাবে আমি আপনার উপর এ কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছি। অতএব আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাতে ঈমান আনে। আর তাদের (আহলে কিতাব) মধ্য থেকেও কতক লোক তাতে ঈমান আনে। কাফেররা ব্যতীত আর কেউই আমার বাণীসমূহ অস্বীকার করে না।

٤٧۔ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ط فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ج وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ط وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ○

www.pathagar.com

৪৮. আপনি তো ইতিপূর্বে কোনো বই-পুস্তক পাঠ করেননি এবং নিজ হাতে কোনো বই-পুস্তক রচনাও করেননি যে, বাতিলপন্থীরা সন্দেহ করতে পারে!

٤٨۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ○

৪৯. বরং যাদেরকে (কিতাবের) জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের অন্তরজগতে এটি (কুরআন) উজ্জ্বল নিদর্শন। কেবল যালেমরাই আমার বাণীসমূহ প্রত্যাখ্যান করে।

٤٩۔ بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِىْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ط وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ○

৫০. এরা বলে, এই লোকের উপর তার প্রভুর পক্ষ থেকে কিছু নিদর্শন আসলো না কেনো? আপনি বলুন, নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহ্‌র কাছে এবং আমি শুধুমাত্র স্পষ্টভাবে একজন সতর্ককারী।

٥٠۔ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ط قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৫১. তাদের জন্য এটা কি (নিদর্শন হিসেবে) যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার উপর কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছি যা তাদেরকে পড়ে শুনানো হয়? অবশ্যই তাতে রয়েছে দয়া ও উপদেশ এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে।

٥١۔ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

৫২. আপনি বলুন, আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। আর যেসব লোক বাতিলের উপর ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

٥٢۔ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ج يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ لا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

৫৩. তারা অবিলম্বে শাস্তি কার্যকর করার জন্য আপনার নিকট দাবি করে। যদি (শাস্তির জন্য) নির্ধারিত সময় না থাকতো তবে তাদের উপর শাস্তি এসেই যেতো। নিশ্চয়ই তাদের অজ্ঞাতসারে এবং আকস্মিকভাবে তাদের উপর শাস্তি আসবে।

٥٣۔ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ط وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ط وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

৫৪. তারা অবিলম্বে শাস্তি কার্যকর করার জন্য

٥٤۔ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ط وَاِنَّ

www.pathagar.com

جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكٰفِرِينَ ﴿٥٤﴾

আপনার নিকট দাবি করে। অথচ জাহান্নাম তো কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করেই রেখেছে।

٥٥- يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

৫৫. সেদিন তাদের উপরের দিক থেকে এবং তাদের পায়ের নিচের দিক থেকে শাস্তি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলবে এবং তিনি বলবেন, তোমরা যেসব কার্যকলাপ করতে তার স্বাদ গ্রহণ করো।

٥٦- يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ اٰمَنُوٓا اِنَّ اَرْضِي وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ○

৫৬. হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ! নিশ্চয়ই আমার পৃথিবী বিশাল-বিস্তীর্ণ। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত করো।

٥٧- كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ○

৫৭. প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, অতঃপর তোমাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

٥٨- وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا ط نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮. যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আমি অবশ্যই তাদেরকে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য জান্নাতের মধ্যে সুউচ্চ প্রাসাদরাজি দান করবো, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। কতো চমৎকার প্রতিদান এই কর্ম সম্পাদনকারীদের জন্য;

٥٩- الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ○

৫৯. যারা ধৈর্যধারণ করে এবং তাদের প্রভুর উপর ভরসা করে।

٦٠- وَكَاَيِّنْ مِنْ دَآبَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ص اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ز وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

৬০. (বিশ্বজগতে) কতো জীব-জন্তু আছে যারা নিজেদের খাদ্যভাণ্ডার গড়ে তোলে না। আল্লাহ্ই তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেন এবং বিশেষভাবে তোমাদেরও। তিনি পরম শ্রোতা মহাজ্ঞানী।

٦١- وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ج فَاَنّٰى يُؤْفَكُونَ ○

৬১. আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে কে নিয়ন্ত্রণাধীন রেখেছেন, তাহলে তারা অবশ্যই উত্তর দিবে, আল্লাহ। তবে কেনো তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

www.pathagar.com

٦٢. اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

৬২. আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা কমিয়ে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

٦٣. وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ط قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝٤

৬৩. আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে মৃত ভূমিকে প্রাণবন্ত করেন, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক তা হৃদয়ঙ্গম করে না।

٦٤. وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ط وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

৬৪. এই পৃথিবীর জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক মাত্র। পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা উপলব্ধি করতো।

٦٥. فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ج فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ۝٧

৬৫. তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন (বিপদে পড়ে) দীনকে আল্লাহ্‌র জন্য বিশুদ্ধ করে তাঁর নিকট আবেদন-নিবেদন করতে থাকে। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে স্থলভাগে পৌঁছিয়ে বিপদমুক্ত করেন তখন সহসা তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে যায়।

٦٦. لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ج وَلِيَتَمَتَّعُوْا ۟ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○

৬৬. এভাবে তারা তাদের প্রতি আমার দান অস্বীকার করে এবং ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে যায়। অচিরেই তারা জানতে পারবে।

٦٧. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ط اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ○

৬৭. তারা কি লক্ষ করে না যে, আমি একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল (হারাম) বানিয়েছি ? অথচ এর আশপাশের এলাকায় যেসব লোক বসবাস করে তারা আক্রমণের শিকার হয়। তবে কি তারা বাতিলের উপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

٦٨. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ

৬৮. যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে

www.pathagar.com

كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ ط اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ○

অথবা তার নিকট সত্য আসার পর তা অস্বীকার করে তার চেয়ে বড়ো যালেম আর কে আছে ? দোযখেই কি কাফেরদের বাসস্থান নয় ?

٦٩۔ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

৬৯. যেসব লোক আমার জন্য চেষ্টা-সাধনা করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহে পরিচালিত করবো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।

টীকা : মুজাহাদা (চেষ্টা-সাধনা)-এর ব্যাখ্যার জন্য ৬ নং আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকা দেখুন।

মহানবীর (স) মহাবাণী

اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا. قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا نَنْصُرُهٗ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهٗ ظَالِمًا. قَالَ تَمْنَعُهٗ مِنَ الظُّلْمِ فَاِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهٗ.

"তোমার ভাই যালেম হোক বা মজলুম, তাকে সাহায্য করো। সাহাবী বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মজলুমকে সাহায্য করবো তা তো ঠিক, কিন্তু যালেমকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি ? তিনি বলেন, তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখো, বাধা দাও। এটাই তাকে সাহায্য করা" (বুখারী, কিতাবুল ইকরাহ, নং ৬৯৫২; মুসনাদ আহ্মাদ, নং ১৩১১০)।

www.pathagar.com

৩০. সূরা আর-রূম (৮৪)

٣٠. سُوْرَةُ الرُّوْمِ

আয়াত : ৬০; রুকূ' : ৬; মাক্কী

اٰيَاتُهَا : ٦٠، رُكُوْعٌ : ٦، مَكِّيَّةٌ

সূরার শুরুতে উল্লেখিত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, ৬১৫ খৃ. (নবুওয়াতের ৫ম বছর) সূরাটি নাযিল হয়েছে। এ বছরই একদল মুসলমান হাবশায় হিজরত করেন।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-মীম।

١- الٓمّٓ ۝

২. রোমকগণ পরাজিত হয়েছে,

٢- غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۝

৩. নিকটস্থ এলাকায়। তাদের এই পরাজয়ের পর তারা শীঘ্রই বিজয়ী হবে,

٣- فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۝

৪. কয়েক বছরের মধ্যেই। আগের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌রই। আর সেদিন ঈমানদারগণ আনন্দিত হবে,

٤- فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ط لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ط وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

৫. আল্লাহ্‌র সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

٥- بِنَصْرِ اللّٰهِ ط يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

৬. এটা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতির বরখেলাফ করেন না। কিন্তু বহু লোকই জানে না।

٦- وَعْدَ اللّٰهِ ط لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

টীকা : 'রোমকগণ পরাজিত হয়েছে', প্রাথমিক আয়াত কয়টির তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য একটি ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা জরুরী। রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে মিসর থেকে শুরু করে বর্তমান তুরস্কের পূর্ণ এলাকাব্যাপী খৃস্টানদের একটি বিশাল সাম্রাজ্য ছিলো। ইসলামের ইতিহাসে এই সাম্রাজ্যের নাম ছিলো 'রূম' (বর্তমান ইটালীর রাজধানী রোম নয়)। ইংরেজীতে একে বলা হয় বায়জান্টাইন সাম্রাজ্য। এই রাজ্যের রাজধানী ছিলো বর্তমান তুরস্কের কনস্টান্টিনোপল। এখানে অবস্থিত 'আয়াসোফিয়া' ছিলো ক্যাথোলিক খৃস্টানদের সর্বপ্রধান গীর্জা (যেমন বর্তমানে ইটালীর ভ্যাটিকান সিটি)।

এদিকে পারস্যও ছিলো একটি শক্তিশালী রাজ্য। ৬১০ খৃস্টাব্দ থেকে শুরু করে পারস্য শক্তি দশ-বারো বছরের মধ্যে গোটা খৃস্টান সাম্রাজ্যটি (সামান্য এলাকা ব্যতীত) দখল করে নেয়। এদিকে রাসূলুল্লাহ (স) ৬১০ খৃ. নবুওয়াত লাভ

www.pathagar.com

করেন। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি মক্কার মূর্তিপূজারী মুশরিকদের প্রবল বাধা ও নির্যাতনের শিকার হন। ঠিক এই সময় পারস্যের কাছে আহ্‌লে কিতাব খৃস্টানদের পরাজয় ঘটে। এতে আরব পৌত্তলিকরা বলাবলি করতে থাকে যে, অগ্নি উপাসক মুশরিকরা যেভাবে আহ্‌লে কিতাব খৃস্টানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে, তদ্রূপ আমরা মুশরিকরাও কুরআনের বাহক মুসলমানদের উপর জয়লাভ করবো। খৃস্টানদের প্রতি মুসলমানদের সহানুভূতি থাকায় উপরোক্ত মন্তব্যে তারা মনঃক্ষুণ্ন হয়। এই প্রেক্ষাপটে আলোচ্য সূরা রূম নাযিল হয়।

সূরার শুরুতে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে যে, রোমকরা পরাজিত হলেও মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তারা পারস্যের উপর জয়লাভ করবে। এমন সময় এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যখন বাহ্যিক দৃষ্টিতে রোমান সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ানো ছিলো সুদূর পরাহত। আল্লাহ তায়ালার কি মহিমা। ৬২৩ খৃ. হিরাক্লিয়াস আর্মেনিয়া থেকে আক্রমণ শুরু করে ৬২৬ খৃ.-এর মধ্যে গোটা পারস্য সাম্রাজ্য লণ্ডভণ্ড করে দেন।

ঠিক একই বছর (দ্বিতীয় হিজরী/৪২৬ খৃ.) বদরের প্রান্তরে মুসলমানরা মক্কার পৌত্তলিক শক্তিকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এই দুই বিজয়ে মুসলমানরা যারপরনাই আনন্দিত হন। অবশ্য পরবর্তী কালে গোটা রূম সাম্রাজ্য মুসলমানদের রাজ্যভুক্ত হয় এবং এসব অঞ্চলের খৃস্টানরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেন। আমীর মুআবিয়া (রা)-র আমলে হযরত আবু আইউব আনসারী (রা)-র সহযোগিতায় খৃস্টানদের মূল কেন্দ্র কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের মাধ্যমে তুরস্ক মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। উপরোক্ত আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, কুরআন আল্লাহ তায়ালার বাণী। অন্যথায় এরূপ নিশ্চয়তা দিয়ে মানুষের পক্ষে এতো বড়ো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব।

৭. তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক বিষয়েই অবগত এবং তারা আখেরাত সম্পর্কে উদাসীন।

٧۔ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ○

৮. তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সব কিছু যথাযথরূপে ও এক নির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করেছেন? কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতে অবশ্যই অবিশ্বাসী।

٨۔ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ○

৯. এসব লোক কি পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা দেখতে পেতো যে, তাদের আগেকার লোকজনের কী পরিণতি হয়েছে! তারা এদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী ছিলো, তারা জমিতে কৃষিকাজ করতো এবং একে এতোটা বসবাসের আওতায় এনেছিলো যতোটা এরা বসবাসের আওতায় আনতে পারেনি। আর তাদের নিকট স্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ তাদের রাসূলগণ এসেছিলেন। আল্লাহ তাদের প্রতি যুলুমকারী ছিলেন না, বরং তারাই নিজেদের উপর যুলুম করেছিলো।

٩۔ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

www.pathagar.com

১০. তারপর যারা অন্যায় কাজ করেছিলো তাদের পরিণতি হয়েছিলো অত্যন্ত নিকৃষ্ট। এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র বাণীসমূহকে অস্বীকার করতো এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।

١٠۔ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَاۤءُوا السُّوْۤآٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

১১. আল্লাহ্‌ই প্রথমবার সৃষ্টি করেন, তিনিই আবার সৃষ্টি করবেন, অতঃপর তোমরা তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তিত হবে।

١١۔ اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

১২. যেদিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে সেদিন অপরাধীরা হতাশাগ্রস্ত হবে।

١٢۔ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝

১৩. তাদের বানোয়াট শরীকদের (দেবতাদের) কেউই তাদের জন্য সুপারিশকারী হবে না এবং তারা তাদের বানোয়াট শরীকদের অস্বীকার করবে।

١٣۔ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝

১৪. যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন মানুষ পরস্পর (বিভিন্ন দলে) বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

١٤۔ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ۝

১৫. অতএব যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা বেহেশতের মধ্যে সম্মানিত হবে এবং বিলাসিতাপূর্ণ জীবন উপভোগ করবে।

١٥۔ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ۝

১৬. পক্ষান্তরে যারা কুফরী করেছে এবং আমার বাণীসমূহকে ও আখেরাতের সাক্ষাতকে অবিশ্বাস করেছে তারা অব্যাহতভাবে শাস্তিভোগ করবে।

١٦۔ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ۝

১৭. অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও এবং যখন ভোরে উপনীত হও।

١٧۔ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝

১৮. আর আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা এবং বিকেলে ও দুপুরে

١٨۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

www.pathagar.com

وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ○

উপনীত হয়েও (তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো)।

١٩۔ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝١٩

১৯. তিনিই মৃত থেকে জীবিতের আবির্ভাব ঘটান এবং তিনিই জীবিতের মধ্য থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটান। তিনিই জমিনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। এভাবেই তোমাদেরকে (মৃত অবস্থা থেকে) বের করে আনা হবে।

٢٠۔ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ○

২০. তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে আরো এই যে, তিনি তোমাদেরকে (তোমাদের আদি পিতাকে) মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর সহসা তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছো।

٢١۔ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

২১. তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে আরো এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজ জাতিসত্তা থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট পরম প্রশান্তি লাভ করতে পারো এবং তিনি তোমাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও দয়া-মায়ার (ভাবধারা) সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য বহু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে।

٢٢۔ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ○

২২. তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষাসমূহ ও দেহের বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানী লোকদের জন্য বহু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে।

٢٣۔ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○

২৩. তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে আরো আছে রাতের বেলা ও দিনের বেলা তোমাদের ঘুম ও তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান। নিশ্চয়ই তাতে (মনোযোগ সহকারে) শ্রবণকারীদের জন্য রয়েছে বহু নিদর্শন।

٢٤۔ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

২৪. তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে আরো এই যে, তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুতের চমক দেখান ভয় ও ভরসা সঞ্চারক হিসেবে এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর তার সাহায্যে মৃত ভূমিকে জীবিত করেন। নিশ্চয়ই তাতে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান

www.pathagar.com

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।

٢٥۔ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ط ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ○

২৫. তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে আরো এই যে, তাঁর হুকুমেই আকাশ ও পৃথিবী স্থিতিশীল ও অটল রয়েছে। অতঃপর তিনি যখনই মাটির ভেতর থেকে উঠে আসার জন্য একবার মাত্র আহ্বান জানাবেন তখনই তোমরা উঠে আসবে।

٢٦۔ وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ○

২৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর কর্তৃত্বাধীন। সকলেই তাঁর আজ্ঞাবহ।

٢٧۔ وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ط وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

২৭. তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন, তিনি আবার সৃষ্টি করবেন এবং তা তাঁর জন্য অতি সহজ। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٢٨۔ ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ط هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِىْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ط كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

২৮. তিনি তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একটি উদাহরণ দিচ্ছেন। আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তাতে তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের কেউ কি তোমাদের ভাগীদার? তোমরা কি তাতে সমান অংশীদার ? তোমরা নিজেদের সমকক্ষ লোকদের যেমনি ভয় করে থাকো তাদেরকেও কি তদ্রূপ ভয় করো ? আমি এভাবেই আমার বাণীসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করি জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য।

٢٩۔ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ج فَمَنْ يَّهْدِىْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ط وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

২৯. বরং এই যালেমরা না বুঝেশুনে নিজেদের ধারণা-অনুমানের পিছনে ছুটে বেড়ায়। অতএব আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেছেন তাকে কে সৎপথে আনতে পারে? কেউই এদের সাহায্যকারী হবে না।

٣٠۔ فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ق

৩০. অতএব আপনি একমুখী হয়ে নিজেকে এই দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করুন। এটাই আল্লাহ্‌র প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই

www.pathagar.com

সঠিক দীন। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ জানে না।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

টীকা : 'এটাই আল্লাহ্‌র প্রকৃতি' অর্থাৎ আল্লাহ যে প্রাকৃতিক নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা মানুষের পক্ষে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। যেমন মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ না করে, পানাহার না করে জীবন ধারণ করতে পারে না।

৩১. সকলে তাঁর অভিমুখী হও, তাঁকে ভয় করো, নামায কায়েম করো এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না,

٣١۔ مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

৩২. যারা নিজেদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং ভিন্ন ভিন্ন দলে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। প্রতিটি দল নিজ নিজ মতবাদ নিয়েই আনন্দিত।

٣٢۔ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ۝

৩৩. মানুষ যখন দুঃখ-কষ্টের শিকার হয় তখন তারা তাদের প্রভুকে ডাকে তাঁর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হয়ে। তারপর তিনি যখন তাদেরকে তাঁর দয়ার কিছুটা স্বাদ আস্বাদন করান তখন সহসাই তাদের মধ্যকার এক দল তাদের প্রভুর সাথে শরীক স্থির করে।

٣٣۔ وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَآ اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ۝

৩৪. আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তারা এভাবে তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ঠিক আছে, তোমরা মজা লুটে নাও, অবিলম্বে তোমরা (এর পরিণতি) জানতে পারবে।

٣٤۔ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ؕ فَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

৩৫. অথবা আমি কি তাদের নিকট এমন কোনো প্রমাণপত্র পাঠিয়েছি যা তাদেরকে (আমার সাথে) শরীক স্থির করতে বলে?

٣٥۔ اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ۝

৩৬. আমি যখন মানুষকে (আমার) রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই তখন তারা আনন্দিত হয়। অপরদিকে নিজেদের কার্যকলাপের কারণে তারা বিপদগ্রস্ত হলে সহসাই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

٣٦۔ وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ؕ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ۝

৩৭. তারা কি লক্ষ করে না যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং কমিয়েও দেন? নিশ্চয়ই এতে বহু নিদর্শন রয়েছে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য।

٣٧۔ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

www.pathagar.com

৩৮. অতএব আপনি আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য দিয়ে দিন এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও। যেসব লোক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশা করে তাদের জন্য এটা কল্যাণকর এবং তারাই সফলকাম।

٣٨۔ فَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ز وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

৩৯. তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো যাতে মানুষের ধন-সম্পদের পরিবৃদ্ধি ঘটে, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদের পরিবৃদ্ধি ঘটায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাকো (তাই বৃদ্ধি পায়), তারাই (যাকাত দানকারীগণ) সমৃদ্ধিশালী।

٣٩۔ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ج وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ○

৪০. আল্লাহ্‌ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন, তারপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের (দেব-দেবীর) মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে এই সমস্ত কাজের কোনো কিছু করতে পারে? তারা যে শরীক স্থির করে তা থেকে তিনি সর্বতোভাবে পবিত্র-মহান এবং অনেক উর্ধে।

٤٠۔ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ط هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ط سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

৪১. মানুষের কার্যকলাপের দরুন স্থলভাগে ও সাগর-মহাসাগরে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করাতে চান। তাতে হয়ত তারা ফিরে আসবে।

٤١۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

৪২. আপনি বলুন, তোমরা পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করো এবং তাকিয়ে দেখো, পূর্বকালের লোকদের কী পরিণতি হয়েছে! তাদের অধিকাংশই ছিলো অংশীবাদী (মূর্তিপূজারী)।

٤٢۔ قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ط كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ○

৪৩. অতএব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে দিনটি অনিবার্য তার আগমনের পূর্বেই আপনি নিজেকে সরল-সঠিক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করুন। সেদিন লোকেরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

٤٣۔ فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ ○

www.pathagar.com

৪৪. যে ব্যক্তি কুফরী করেছে তার কুফর-এর ফল সে-ই ভোগ করবে। আর যেসব লোক সৎকাজ করেছে তারা নিজেদের জন্যই সুখশয্যা রচনা করেছে।

٤٤۔ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ج وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ ۝

৪৫. এজন্য যে, যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। নিশ্চয়ই তিনি কাফেরদের পছন্দ করেন না।

٤٥۔ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ۝

৪৬. তাঁর নিদর্শনসমূহের একটি এই যে, তিনি সুসংবাদবাহী বাতাস পরিচালিত করেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর রহমত আস্বাদন করাতে পারেন, তাঁর নির্দেশে নৌযান চলাচল করতে পারে, তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং যাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

٤٦۔ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

৪৭. নিশ্চয়ই আমি আপনার পূর্বে রাসূলগণকে তাদের নিজ নিজ জনগোষ্ঠীর নিকট পাঠিয়েছিলাম। তারা তাদের নিকট স্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ এসেছিলেন। অতঃপর আমি অপরাধীদের উপর প্রতিশোধ নিলাম। আর ঈমানদারগণকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য।

٤٧۔ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ط وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৪৮. আল্লাহ্ই বাতাস প্রেরণ করেন, ফলে তা মেঘমালাকে উত্থিত করে, অতঃপর এগুলোকে যেভাবে চান আকাশে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করেন, অতঃপর একে খণ্ড-বিখণ্ড করেন। তখন আপনি দেখতে পান যে, তার ভেতর থেকে বৃষ্টিধারা নির্গত হয়। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা এই পানি পৌঁছিয়ে দেন, তখন তারা আনন্দিত হয়,

٤٨۔ اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ج فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝

৪৯. যদিও তারা ইতিপূর্বে তাদের এখানে বৃষ্টি হওয়ার আগে অবশ্যই হতাশাগ্রস্ত ছিলো।

٤٩۔ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ۝

www.pathagar.com

٥٠. فَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৫০. অতএব আপনি আল্লাহ্‌র এই রহমতের প্রভাব লক্ষ করুন যে, তিনি কিভাবে জমিনকে তার মৃত্যুর পর জীবন্ত করেন। নিশ্চয়ই তিনি এভাবে মৃতকে জীবিত করবেন এবং তিনি সকল বিষয়ে সর্বময় শক্তির অধিকারী।

٥١. وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ ○

৫১. আমি যদি এমন বাতাস পাঠাই যার ফলে তারা (শস্যে ভরা ক্ষেতকে) হলুদ বর্ণ ধারণ করতে দেখে, তখন তো তারা অবশ্যই অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়।

٥٢. فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ○

৫২. অতএব আপনি তো মৃত ব্যক্তিকে শুনাতে পারবেন না, বধিরকেও আহ্বান শুনাতে পারবেন না, যখন তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।

٥٣. وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ط اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

৫৩. আর আপনি অন্ধদেরকেও তাদের বিপথগামিতা থেকে সৎপথে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরকেই শুনাতে পারবেন যারা আমার বাণীসমূহে ঈমান আনে। কারণ তারা মুসলমান।

٥٤. اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَّشَيْبَةً ط يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ج وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ○

৫৪. আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করেন, আবার দুর্বলতার পর শক্তি দান করেন, পুনরায় শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি মহাজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

٥٥. وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ط كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ○

৫৫. যেদিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা মুহূর্তকালের বেশি (পৃথিবীতে) অবস্থান করেনি। এভাবেই তারা প্রতারিত হতো।

٥٦. وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ

৫৬. আর যেসব লোককে জ্ঞান ও ঈমান দান করা হয়েছিলো তারা বলবে, আল্লাহ্‌র কিতাবমতে তোমরা তো পুনরায় জীবিত হওয়ার দিন পর্যন্ত

www.pathagar.com

الْبَعْثِ ز فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

অবস্থান করেছো। অতএব এটাই পুনর্জীবিত হওয়ার (হাশরের) দিন, কিন্তু তোমরা জানতে না।

٥٧۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ○

৫৭. সেদিন যালেম-স্বৈরাচারীদের ওজর-আপত্তি তাদের কোনো উপকারে আসবে না এবং তাদেরকে অনুশোচনা প্রকাশেরও সুযোগ দেয়া হবে না।

٥٨۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ط وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ○

৫৮. আমি তো এই কুরআনে মানুষকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়েছি। আপনি তাদের নিকট যে কোনো নিদর্শনই নিয়ে আসুন না কেনো, যারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা অবশ্যই বলবে, তোমরা সবাই বাতিলপন্থী।

٥٩۔ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৫৯. আল্লাহ এভাবেই জ্ঞানবঞ্চিতদের অন্তর সীলমোহর করে দেন।

٦٠۔ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ۞

৬০. অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং যেসব লোক দৃঢ়বিশ্বাসী নয় তারা যেনো আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।

মহানবীর (স) মহাবাণী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْاَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَايَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَايَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَاتَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَايُسْمَعُ.

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চারটি জিনিস থেকে অবশ্যই পানাহ চাই : অনুপকারী জ্ঞান, নির্ভয় অন্তর, অতৃপ্ত আত্মা এবং যে দোয়া কবুল হয় না" (আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, নং ১৫৪৮)।

www.pathagar.com

৩১. সূরা লুকমান (৫৭) ٣١. سُوْرَةُ لُقْمٰنَ

আয়াত : ৩৪; রুকূ' : ৪; মক্কী اٰيَاتُهَا : ٣٤، رُكُوْعٌ : ٤، مَكِّيَّةٌ

সূরা আনকাবূত ও সূরা লুকমান পরস্পর কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়েছে। তবে আলোচ্য সূরা আগে এবং আনকাবূত পরে নাযিল হয়েছে বলে মনে হয়।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-মীম। ١. الٓمّٓ ۝١

২. এগুলো জ্ঞানগর্ভ কিতাবের বাণী, ٢. تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۝٢

৩. সৎকর্মশীল লোকদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত, ٣. هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۝٣

৪. যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং তারাই আখেরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী। ٤. الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٤

৫. এসব লোকই তাদের প্রভুর নির্দেশিত পথে আছে এবং তারাই সফলকাম। ٥. اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

৬. মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা অজ্ঞতাবশত (লোকজনকে) আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিপথগামী করার জন্য মন ভুলানো কেচ্ছা-কাহিনী কিনে আনে এবং আল্লাহ্‌র পথকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এসব লোকের জন্যই রয়েছে অপমানকর শাস্তি। ٦. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

টীকা : لَهْوَ الْحَدِيْثِ 'মন ভুলানো কেচ্ছা-কাহিনী', এখানে শব্দ দু'টি গালগল্প, হাসি-ঠাট্টা, অশ্লীল কথাবার্তা, রূপকথা, কিংবদন্তি, গানবাজনা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর দীনী দাওয়াত যখন লোকজনের মধ্যে জনপ্রিয় হতে থাকলো তখন কাফেররা তাঁকে বিভিন্নরূপ অপবাদ দিতে থাকে। নাদর ইবনুল হারিস তাদেরকে বললো, তোমরা তাঁকে জাদুকর, গণক, কবি, পাগল যা কিছুই বলো না কেনো, জনগণ তো তাঁর চরিত্র সম্পর্কে অবহিত। মুহাম্মাদ (স) তোমাদের মধ্যে চল্লিশটি বছর অতিবাহিত করেছেন। এ সময়ের মধ্যে তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই আরোপ করোনি, বরং তোমরাই তাঁকে আল-আমীন (পরম বিশ্বস্ত) উপাধি দিয়েছ। এখন তার বিরুদ্ধে যাই বলো, লোকে তা বিশ্বাস করবে না। তাঁর দাওয়াত প্রতিরোধ করার জন্য আমিই উপযুক্ত ব্যবস্থা করছি।

www.pathagar.com

এই বলে সে ইরাক সফর করে এবং সেখান থেকে সোহরাব-রুস্তম, ইসফানদিয়ার ও পারসিক রাজা-বাদশাহদের কেচ্ছা-কাহিনী সংগ্রহ করে জনগণকে ডেকে ডেকে এসব কেচ্ছা-কাহিনীর আসর জমাতে থাকে। সে যার সম্পর্কেই শুনতো যে, লোকটি ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে, তাকেই একটি গায়িকা দাসী উপহার দিতো এবং তাকে বলে দিতো, তাকে নাচে-গানে ও মদপাদে আত্মহারা করো, যাতে সে মুহাম্মাদের কথা ভুলে যায়। এ যেনো মুসলিম জনগোষ্ঠী ও শাসক গোষ্ঠীকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার এবং পদে পদে আরো পথভ্রষ্ট করার পাশ্চাত্য জাতিগুলোর আধুনিক কলাকৌশল।

এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক আয়াতসমূহ নাযিল করে গানবাজনা ও অর্থহীন গল্পগুজবে জড়িত হতে নিষেধ করা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও তাবিঈগণ 'মন ভুলানো কেচ্ছা-কাহিনী' শব্দমালার এই অর্থই করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, هُوَ وَاللّٰهِ الْغِنَاءُ "আল্লাহ্‌র শপথ! এর অর্থ গান-বাজনা"।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "গায়িকা নারী ক্রয়-বিক্রয় করা, এদেরকে ব্যবসার পণ্য বানানো এবং এদের উপার্জন হালাল নয়"। অপর বর্ণনায় আছে, "এদের উপার্জন ভোগ করা হারাম" (তিরমিযী, আবু হাতেম, ইবনে জারীর)। তিনি আরো বলেন, নারীদের গানবাজনা শিক্ষা দেয়া ও তাদেরকে ব্যবসায়ের পণ্য বানানো জায়েয নয় এবং এই পেশায় তাদের উপার্জন হারাম" (পূর্বোক্ত বরাত)।

রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেন, যে ব্যক্তি গায়িকা নারীর জলসায় বসে তার গান শোনবে, কিয়ামতের দিন গলিত তপ্ত শিশা তার কানে ঢেলে দেয়া হবে" (আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী)। পূর্বোক্ত হাদীসদ্বয়ে একথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, এ সম্পর্কেই 'লাহওয়াল-হাদীস' আয়াতসমষ্টি নাযিল হয়েছে।

৭. وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِىْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ج فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

৭. তাকে যখন আমার বাণীসমূহ পড়ে শুনানো হয় তখন সে অহংকারবশে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়, যেনো সে তা শুনেইনি, যেনো তার দু'টি কানই বয়রা। অতএব আপনি তাকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দিন।

৮. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ○

৮. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য আছে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত।

৯. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৯. তারা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

১০. خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ط

১০. তিনি আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন স্তম্ভহীন, যা তোমরা দেখছো এবং পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে না যায় এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সকল প্রকারের

www.pathagar.com

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ○

জীবজন্তু। আর আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে পৃথিবীতে রকমারী উত্তম জিনিসসমূহ উৎপন্ন করেছি।

١١. هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ط بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۞

১১. এটাই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। অতএব তোমরা আমাকে দেখাও, তিনি ব্যতীত অন্যরা কী সৃষ্টি করেছে? যালেমরা বরং স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আছে।

١٢. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ط وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ○

১২. আমি তো লোকমানকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছিলাম যে, তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ হও। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো নিজের উপকারার্থেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর কেউ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তো স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বতই প্রশংসিত।

١٣. وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ط اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ○

১৩. লোকমান যখন তার ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেন, হে বৎস! আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শেরেক এক ঘোরতর অন্যায়-মহাপাপ।

টীকা : লোকমান ছিলেন জ্ঞানবান-প্রজ্ঞাবান, আল্লাহ্‌র অনুগত একজন খাস বান্দা। তিনি কোন যুগের লোক ছিলেন তা নিশ্চিত নয়। সততা ও বিশ্বস্ততা অবলম্বন এবং অনর্থক কথাবার্তা বর্জন করায় আল্লাহ তায়ালা তাঁকে খ্যাতিমান করেন। তিনি তাঁর সন্তানদের যে উপদেশ দিয়েছেন তা সকলের সন্তানদের শিখানো উচিৎ। তাঁর উপদেশমালা উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারী তরুণ ও যুবকদের কি করা উচিৎ তা পরোক্ষে বলে দিয়েছেন।

١٤. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ○

১৪. আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে সদয় ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের উপর কষ্টস্বীকার করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে। আর তাকে দুধপান ছাড়াতে লেগেছে দুই বছর। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমার কাছেই (তোমাদের) প্রত্যাবর্তন।

www.pathagar.com

১৫. তারা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করতে বলে যার জ্ঞান তোমার নেই তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না। পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো এবং অনুসরণ করো এমন লোকের পথ যে বিশুদ্ধ অন্তরে আমার দিকে রুজু হয়েছে। অতঃপর তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই। তোমরা যা কিছু করতে অতঃপর আমি তোমাদেরকে তা জানিয়ে দিবো।

١٥۔ وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ز وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ج ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

১৬. হে বৎস! কোনো জিনিস যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি পাথরের ভেতরে থাকে অথবা সপ্ত আকাশে থাকে অথবা মাটির নিচে থাকে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সবকিছুর খবর রাখেন।

١٦۔ يٰبُنَىَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ○

১৭. হে বৎস! নামায কায়েম করো, সুকৃতির আদেশ দাও, দুষ্কৃতিতে বাধা দাও এবং বিপদে ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই তা দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

١٧۔ يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ط اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۞

১৮. অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীর বুকে দম্ভভরে চলাফেরা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

١٨۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۞

১৯. তুমি সংযতভাবে চলাফেরা করো এবং নিজের কণ্ঠস্বর নিচু রাখো। নিশ্চয়ই স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সর্বাধিক অপছন্দনীয়।

١٩۔ وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ط اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ۞

www.pathagar.com

২০. তোমরা কি লক্ষ করো না, যা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যা কিছু পৃথিবীতে আছে, আল্লাহ সবই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন এবং তোমাদের উপর তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামতরাজী পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে জ্ঞান, পথনির্দেশ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে।

٢٠۔ اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ط وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ○

২১. যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ করো, তখন তারা বলে, বরং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি আমরা তারই অনুসরণ করবো। শয়তান যদি তাদেরকে দোযখের শাস্তির দিকে ডেকে নিয়ে যায় তবুও কি ?

٢١۔ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ط اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ○

২২. যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ অবস্থায় নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করে দেয় সে তো একটি শক্তিশালী আশ্রয় শক্তভাবে অবলম্বন করলো। সকল কাজের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে।

٢٢۔ وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ط وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ○

২৩. আর যে ব্যক্তি অমান্য করে তার কুফরী যেনো আপনাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে। আমার কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন, অতঃপর আমি তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করবো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরসমূহের গোপন তথ্যও সবিশেষ অবগত।

٢٣۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ط اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

২৪. আমি তাদেরকে সামান্যই (পার্থিব) ভোগবিলাসের সুযোগ দিচ্ছি, অতঃপর তাদেরকে একান্তই অসহায় অবস্থায় কঠোর শাস্তির দিকে টেনে নিয়ে যাবো।

٢٤۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ○

২৫. আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন,

٢٥۔ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

www.pathagar.com

وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ط قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ط
بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ ○

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

٢٦۔ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط
اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ○

২৬. আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র। নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ, প্রশংসিত।

٢٧۔ وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ
اَقْلاَمٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ
اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ
عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

২৭. পৃথিবীর বুকে যতো গাছ আছে তা সবই যদি কলম হয়, সাগরের পানি যদি কালি হয় এবং তার সাথে আরো সাত সাগরের পানি যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহ্‌র বাণী (লিখে) শেষ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٢٨۔ مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ اِلاَّ كَنَفْسٍ
وَّاحِدَةٍ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ○

২৮. তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও (মৃত্যুর পর) পুনরায় জীবিত করে তোলা তো (তাঁর জন্য) একটি প্রাণীর (সৃষ্টি ও পুনর্জীবিত করার) সমতুল্য। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশ্রোতা, মহাদ্রষ্টা।

٢٩۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى
النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ز كُلٌّ يَّجْرِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ
مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

২৯. আপনি কি লক্ষ করেন না, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে দাখিল করেন এবং দিনকে রাতের মধ্যে দাখিল করেন এবং সূর্য ও চাঁদকে অধীন-নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছেন? প্রতিটি গতিশীল রয়েছে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত এবং তোমরা যা কিছু করো সেই সম্পর্কে আল্লাহ বিশেষ ওয়াকিফহাল।

٣٠۔ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا
يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ لا وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ
الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ ۝

৩০. এসব কিছু এজন্য যে, আল্লাহ্‌ই একমাত্র সত্য এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যেগুলোর পূজা-অর্চনা করে সেগুলো বাতিল, মিথ্যা। আর আল্লাহ, তিনি তো সর্বোচ্চ, সুমহান।

٣١۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ
بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ط اِنَّ فِىْ

৩১. আপনি কি লক্ষ করেন না, আল্লাহ্‌র অশেষ অনুগ্রহে সাগরের বুকে নৌযান চলাচল করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর কিছু নিদর্শন

www.pathagar.com

দেখাতে পারেন ? নিশ্চয়ই এতে বহু নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○

৩২. পাহাড়ের সমান ঢেউ যখন তাদেরকে গ্রাস করে তখন তারা একনিষ্ঠ অন্তরে আল্লাহ্‌র কাছে আবেদন-নিবেদন করতে থাকে। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলভাগে নিয়ে আসেন তখন তাদের কিছু সংখ্যক সরল পথে থাকে। আর প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞই কেবল আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে।

٣٢۔ وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ج فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ط وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ○

৩৩. হে মানবজাতি! তোমাদের প্রভুকে ভয় করো এবং সেই দিনটি সম্পর্কে ভীত-শঙ্কিত হও যেদিন পিতা পুত্রের কোনো উপকারে আসবে না এবং পুত্রও পিতার কিছুই উপকারে আসবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেনো তোমাদেরকে প্রতারিত করতে না পারে এবং প্রতারক শয়তানও যেনো তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকায় না ফেলে।

٣٣۔ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْئًا ط اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ز وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ○

৩৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং (নারীর) জরায়ুতে যা আছে তাও তিনি জানেন। কোনো লোকই জানে না যে, আগামী কাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউই জানে না যে, সে কোন এলাকায় মারা যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সর্ববিষয়ে ওয়াকিফহাল।

٣٤۔ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ج وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ج وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ ط وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ط وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝٤

টীকা : কিয়ামত কখন ঘটবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আরো দেখুন ৭:১৮৭, ৩৩:৬৩, ৪১:৪৭, ৪৩:৮৫ এবং ৭৯:৪২-৪৩ আয়াত। কেউ যদি দাবি করে যে, সে ইলমে লাদুন্নী দ্বারা তা অবগত হতে পেরেছে তবে তার এ দাবি বাতিল। 'জরায়ুতে যা আছে' তা বর্তমান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সহায়তা ছাড়া কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয়। এছাড়া সে জ্ঞানী হবে না মূর্খ, সৌভাগ্যবান হবে না দুর্ভাগা, কতো কাল বাঁচবে এ ধরনের বহু বিষয়ই আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। 'সে কোন এলাকায় মারা যাবে' এ সম্পর্কে ৩:১৪৫ আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকা দেখুন।

www.pathagar.com

৩২. সূরা আস-সাজদাহ (৭৫)

٣٢- سُوْرَةُ السَّجْدَةِ

আয়াত : ৩০; রুকূ' : ৩; মাক্কী

اٰيَاتُهَا : ٣٠، رُكُوْعٌ : ٣، مَكِّيَّةٌ

সূরাটি সম্ভবত রাসূলুল্লাহ (স)-এর মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ের প্রথমদিকে নাযিল হয়েছে। তখনও অত্যাচার-নির্যাতন ও প্রতিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেনি। সূরার আলোচনা থেকে তাই প্রতীয়মান হয়।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-মীম।

١- الٓمّٓ ۝١

২. নিঃসন্দেহে এই কিতাব বিশ্বজাহানের প্রভুর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।

٢- تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٢

৩. তবে কি তারা বলে, এই ব্যক্তি নিজে এটা রচনা করেছে ? বরং এটা আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে যথার্থ সত্য (কিতাব), যাতে আপনি এমন একটি জাতিকে সতর্ক করতে পারেন যাদের নিকট আপনার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি। আশা করা যায় তারা সুপথপ্রাপ্ত হবে।

٣- اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ ج بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝٣

৪. তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মধ্যকার সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবকও নেই এবং সুপারিশকারীও নেই। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?

٤- اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ط مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ط اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝٤

৫. তিনিই আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপনা করেন। অতঃপর তার বিবরণ তাঁর কাছে পৌঁছবে এমন একটি দিনে যার দৈর্ঘ্য তোমাদের হিসাবমতে এক হাজার বছর।

٥- يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝٥

৬. তা এজন্য যে, তিনিই অদৃশ্যমান ও প্রকাশ্যমান সবকিছুর জ্ঞানী এবং তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, পরম দয়ালু।

٦- ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝٦

www.pathagar.com

৭. তিনি প্রতিটি জিনিসকে চমৎকারভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদা মাটি দ্বারা।

٧. الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۞

৮. অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেছেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে।

٨. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۞

৯. অতঃপর তিনি তাকে সুঠাম-সুডৌল করেছেন এবং তাতে তাঁর (সৃষ্ট) রূহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং তিনি তোমাদের দিয়েছেন কান, চোখ ও অন্তকরণ। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

٩. ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ط قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝

১০. তারা বলে, আমরা মাটির মধ্যে বিলীন হয়ে যাবার পরও কি আমাদেরকে নতুন করে সৃষ্টি করা হবে ? বরং তারা তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতেই অবিশ্বাসী।

١٠. وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ط بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ۝

১১. আপনি বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতা তোমাদের জান কবজ করবে, অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

١١. قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ۞

১২. আপনি যদি দেখতেন, অপরাধীরা যখন তাদের প্রভুর সামনে মাথা নিচু করে বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমরা দেখলাম এবং শোনলাম। অতএব আপনি আমাদের ফেরত পাঠান, আমরা উত্তম কাজ করবো, আমরা নিশ্চয়ই দৃঢ় বিশ্বাসী হয়েছি।

١٢. وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ۝

১৩. আমি (আল্লাহ) চাইলে অবশ্যই প্রত্যেক ব্যক্তিকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতাম। কিন্তু আমার একথা অবধারিত সত্য যে, নিশ্চয়ই আমি জিন ও মানবজাতি উভয়ের দ্বারা দোযখকে পরিপূর্ণ করবো।

١٣. وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝

www.pathagar.com

١٤۔ فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ج اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

১৪. অতএব তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো এজন্য যে, তোমরা তোমাদের এই দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিলে। আমিও তোমাদের ভুলে গেলাম এবং তোমরা যে কার্যকলাপ করেছ তার বদলাস্বরূপ তোমরা অনন্তকালের শাস্তি ভোগ করতে থাকো।

١٥۔ اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○

১৫. এমন লোকেরাই কেবল আমার বাণীসমূহ মেনে নেয় যাদেরকে সেগুলোর মাধ্যমে উপদেশ দেয়া হলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে, প্রশংসা সহকারে তাদের প্রভুর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করে না।

টীকা : উপরোক্ত আয়াত তিলাওয়াত এবং তিলাওয়াত শোনার পর একটি সিজদা করুন।

١٦۔ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○

১৬. তাদের পিঠ বিছানা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, ভয় ও আশা সহকারে তারা তাদের প্রভুর নিকট আবেদন-নিবেদন করতে থাকে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় (দান-খয়রাত) করে।

টীকা : তারা দিনের কর্মক্লান্তির পর রাতের বেলা ভোগবিলাসী লোকের মতো বিনোদনের জন্য নাচ-গান, মদপান আনন্দ-ফূর্তিতে ডুবে থাকে না। বরং তার পরিবর্তে তারা আল্লাহ্‌র রহমত ও ক্ষমা লাভের আশায় তাহাজ্জুদ নামাযে নির্ঘুম রাত কাটায়। উপরন্তু নিজেদের আয়-রোজগার থেকে মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যয় করে।

١٧۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ج جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৭. কোনো ব্যক্তিই জানে না যে, তাদের উত্তম কার্যাবলীর পুরস্কার হিসেবে তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কি কি (সুযোগ-সুবিধা) লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

টীকা :- হাদীসে কুদসী : আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের জন্য এমন সব ব্যবস্থা করে রেখেছি যা কখনো কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং মানুষের অন্তর তার কল্পনাও করতে পারে না" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদ আহ্‌মাদ)।

١٨۔ اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ط لَا يَسْتَوٗنَ ۝

১৮. যে ব্যক্তি ঈমানদার সে কি যে ব্যক্তি দুষ্কৃতিকারী তার মতো হতে পারে? এরা একসমান নয়।

١٩۔ اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

১৯. যেসব লোক ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল মা'ওয়া। তারা যে

www.pathagar.com

فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ز نُزُلًا ۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

উত্তম কাজ করেছে তাই তাদের জন্য রয়েছে (সেথায় স্থায়ীভাবে) আপ্যায়নের ব্যবস্থা।

٢٠۔ وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰهُمُ النَّارُ ط كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ○

২০. আর যেসব লোক দুষ্কর্ম করেছে তাদের আশ্রয়স্থল হলো দোযখ। তারা যখনই দোযখ থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে সাথে সাথে তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা দোযখের যে শাস্তিকে মিথ্যা বলতে এখন তার স্বাদ গ্রহণ করো।

٢١۔ وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

২১. আমি অবশ্যই তাদেরকে কঠিনতর শাস্তির আগে হালকা শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো, যাতে তারা (সৎপথে) ফিরে আসে।

٢٢۔ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ط اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ۝٢٢

২২. যে ব্যক্তিকে তার প্রভুর বাণীসমূহ দ্বারা উপদেশদানের পরও সে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে অধিক বড়ো যালেম আর কে আছে? আমি অবশ্যই দুষ্কৃতিকারীদের থেকে প্রতিশোধ নেবোই।

٢٣۔ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ ۝٢٣

২৩. নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দান করেছিলাম। অতএব আপনি তার সাক্ষাত সম্পর্কে সন্দিহান হবেন না।[১] আমি এই কিতাবকে বনী ইসরাঈলের জন্য হেদায়াত লাভের উপায় বানিয়েছিলাম।

টীকা-১ : মি'রাজের রাতে মূসা (আ)-এর সাথে মহানবী (স)-এর সাক্ষাত হওয়ার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

٢٤۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ز وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ○

২৪. তারা ধৈর্যধারণ করায় আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে সৎপথ দেখাতো। তারা আমার বাণীসমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলো।

٢٥۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

২৫. তারা যে বিষয়ে মতভেদ করছে আপনার প্রভুই কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সেই সম্পর্কে ফয়সালা করে দিবেন।

www.pathagar.com

২৬. এটাও কি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করেনি যে, আমি তাদের পূর্বেকার কতো মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যাদের আবাসভূমি দিয়ে তারা যাতায়াত করে। এর মধ্যে অবশ্যই বহু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। তবুও কি তারা শোনবে না ?

٢٦۔ اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِىْ مَسٰكِنِهِمْ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ط اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ○

২৭. তারা কি দেখে না যে, আমি অনুর্বর মরুভূমিতে পানি প্রবাহিত করি, তার দ্বারা আমি তাতে ফসল ফলাই, তা থেকে তাদের গবাদি পশুরা খায় এবং তারা নিজেরাও আহার করে ? তবুও কি তারা দেখে না ?

٢٧۔ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ ط اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ ○

২৮. তারা জিজ্ঞেস করে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে (বলো) এই ফয়সালা কখন হবে ?

٢٨۔ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

২৯. আপনি বলুন, ফয়সালার দিন কাফেরদের ঈমান আনা কোনো উপকারে আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না।

٢٩۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○

৩০. অতএব আপনি তাদেরকে অগ্রাহ্য করুন এবং অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষায় থাকুক।

٣٠۔ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ ۝٣٠

মহানবীর (স) মহাবাণী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ.

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটন থেকে আশ্রয় চাই, কারণ তা নিকৃষ্ট সাথী। আমি তোমার নিকট আরো আশ্রয় চাই বিশ্বাসঘাতকতা থেকে। কারণ তা গুপ্ত চারিত্রিক দোষ" (আবু দাউদ, বিতর, নং ১৫৪৭; ইবনে মাজা, আতইমাহ, নং ৩৩৫৪)।

www.pathagar.com

৩৩. সূরা আল-আহ্যাব (৯০) ٣٣. سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ

আয়াত : ৭৩; রুকূ' : ৯; মাদানী اٰيَاتُهَا : ٧٣، رُكُوْعٌ : ٩، : مَدَنِيَّةٌ

সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, আলোচ্য সূরাটি পঞ্চম হিজরীতে নাযিল হয়েছে। এতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে আহযাব (খন্দক) যুদ্ধ, যুলকা'দা মাসে বনু কুরাইযার যুদ্ধ এবং একই মাসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে হযরত যয়নব বিনতে জাহশ (রা)-র বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এ সূরায় অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিধান দেয়া হয়েছে।

এই সূরার বিষয়বস্তু যথার্থভাবে অনুধাবন করার জন্য পাঠকগণকে আহযাব (খন্দক) যুদ্ধের ঘটনাবলী ইতিহাস ও সীরাতের কিতাবসমূহ থেকে পড়ে নিতে হবে। তৃতীয় হিজরী সনে উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় হওয়ার পর আরবের বিভিন্ন গোত্র মদীনা আক্রমণের জন্য তৎপরতা শুরু করে। রাসূলুল্লাহ (স) একে একে মদীনার আশেপাশের সবগুলো গোত্রকে দমন করেন। উহুদ যুদ্ধের পর আবু সুফিয়ান কয়েকবার মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে অগ্রসর হয়ে ব্যর্থ হয়। পরিশেষে ইহুদী বনী কুরাইযার উস্কানিতে আবু সুফিয়ান সমগ্র আরবের বিভিন্ন গোত্রের বারো হাজার সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত সামরিক বাহিনী নিয়ে ৫ম হিজরীর প্রথম দিকে মদীনা আক্রমণের জন্য রওয়ানা হয়।

এদিকে রাসূলুল্লাহ (স) এই যুদ্ধ প্রতিহত করার জন্য মদীনার উত্তর-পশ্চিম দিকে পরিখা খনন করিয়ে তিন হাজার জানবাজ মুজাহিদ নিয়ে শহরের অভ্যন্তর ভাগ থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত থাকেন। শত্রুবাহিনী মদীনার কাছাকাছি এলাকায় এসে শহরের প্রবেশপথে অভিনব পরিখার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়। তারা বহুবার পরিখা অতিক্রম করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। পরিশেষে এক রাতে বৃষ্টিবিক্ষুব্ধ ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হয়ে আবু সুফিয়ান বাহিনীর শিবিরগুলো লণ্ডভণ্ড করে দেয়। ফলে তারা পশ্চাদপদ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

আবু সুফিয়ান বাহিনীর আগমন সংবাদ মদীনায় এমন ভীতির সঞ্চার করে যে, মোনাফেকদের মোনাফেকী প্রকাশ হয়ে পড়ে, এমনকি দুর্বল ঈমানদারদের দুর্বলতাও। সূরার বিভিন্ন আয়াতে এসব দৃশ্য ফুটে উঠেছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে নবী! আল্লাহ্কে ভয় করুন এবং কাফের ও মোনাফিকদের অনুসরণ করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

١. يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝١

২. আপনার প্রভুর নিকট থেকে আপনার কাছে যে ওহী পাঠানো হয় আপনি তার অনুসরণ করুন। তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে আল্লাহ অবশ্যই অবগত আছেন।

٢. وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝٢

৩. আর আপনি আল্লাহ্র উপর ভরসা করুন এবং কার্যনির্বাহকরূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

٣. وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

৪. আল্লাহ কোনো মানুষের মধ্যে (দেহে) দু'টি

٤. مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِىْ

www.pathagar.com

جَوْفِهٖ ج وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـئِىْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ج وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ط ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ط وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ○

অন্তর সৃষ্টি করেননি। আর তোমরা নিজেদের যে সকল স্ত্রীর সাথে 'যিহার' করো তিনি তাদেরকে তোমাদের মাতা সাব্যস্ত করেননি। আর তিনি তোমাদের পোষ্য পুত্রদেরকেও তোমাদের পুত্র বানাননি। এসব তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ সত্য কথা বলেন এবং তিনিই সৎপথ প্রদর্শন করেন।

টীকা : যিহার সম্পর্কে সূরা মুজাদালা সংশ্লিষ্ট টীকা দেখুন। এখানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পোষ্যপুত্র যায়েদ ইবনে হারিসা (রা)-কে কেন্দ্র করে এই সংক্রান্ত আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। তৎকালে আরব সমাজে পোষ্যপুত্রকে নিজ ঔরসজাত পুত্রের মতো মনে করা হতো এবং সে ওয়ারিস গণ্য হতো। এখানে এই ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। পোষ্যপুত্রের স্ত্রীকেও ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীর মতো বিবাহ নিষিদ্ধ গণ্য করা হতো। এ ব্যবস্থাও বাতিল করা হয়।

٥۔ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ج فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ط وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ لا وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

৫. তোমরা তাদেরকে তাদের পিতাদের পরিচয়ে ডাকো। এটিই আল্লাহ্র কাছে অধিক ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পরিচয় জানতে না পারো তাহলে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধু (আশ্রিত)। এক্ষেত্রে তোমাদের কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকলে সেজন্য তোমাদের দোষারোপ করা হবে না, কিন্তু তোমাদের অন্তরের ইচ্ছা থাকলে দায়ী হবে। আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٦۔ اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ ط وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ط كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ○

৬. এই নবী ঈমানদারগণের জন্য তাদের নিজেদের চেয়েও ঘনিষ্ঠতর এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মা। আর আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে ঈমানদারগণ ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা নিকটাত্মীয়গণ (ওয়ারিসী স্বত্বে) পরস্পরের ঘনিষ্ঠতর। তবে তোমরা তোমাদের বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য-সহযোগিতা করতে চাইলে করতে পারো। এটা নির্দিষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

টীকা : এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রীগণকে মুসলমানদের মা (উম্মুল মু'মিনীন) হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

৭. যখন আমি নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম এবং আপনার নিকট থেকে, নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মরিয়ম-পুত্র ঈসার নিকট থেকেও। তাদের থেকে আমি সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম–

٧۔ وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ص وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝٧

৮. সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। তিনি কাফেরদের জন্য মর্মান্তিক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

٨۔ لِّيَسْئَلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ج وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝٨

৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্মরণ করো তোমাদের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে এসে উপস্থিত হয়েছিলো। অতএব আমি ওদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বাতাস পাঠালাম এবং আরো একটি সামরিক বাহিনী যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

٩۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۝٩

টীকা : উপরোক্ত আয়াত থেকে ২৭ নং আয়াত পর্যন্ত আহযাব যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা চলছে।

১০. ওরা যখন উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি দিয়ে তোমাদের নিকট এসেছিলো, যখন (আতংকে) তোমাদের দৃষ্টিশক্তি উদভ্রান্ত হলো, তোমাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হলো এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে;

١٠۔ اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ۝

১১. তখন ঈমানদারগণ পরীক্ষিত হলো এবং প্রচণ্ডভাবে প্রকম্পিত হলো।

١١۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالاً شَدِيْدًا ۝

১২. তখন মুনাফিকরা এবং অন্তরের রোগে আক্রান্তরা বলাবলি করছিলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছু নয়।

١٢۔ وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اِلَّا غُرُوْرًا ۝

১৩. আর তাদের মধ্যকার একটি দল তখন

١٣۔ وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ

www.pathagar.com

لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ج وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ج اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلاَّ فِرَارًا ○

বলেছিলো, হে ইয়াছরিববাসী! এখানে (শত্রুর মোকাবিলা করার মতো) অবস্থান তোমাদের নেই। অতএব তোমরা পশ্চাদপদ হও। আবার তাদের মধ্যকার অপর একটি দল নবীর কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে (বলেছিলো), আমাদের বাড়ি-ঘর অরক্ষিত-নিরাপত্তাহীন। অথচ সেগুলো অরক্ষিত বা নিরাপত্তাহীন ছিলো না। আসলে পালিয়ে যাওয়াই ছিলো তাদের লক্ষ্য।

١٤۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَآ اِلاَّ يَسِيْرًا ○

১৪. যদি (ইয়াছরিবের) বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাদের বিরুদ্ধে শত্রুবাহিনীর প্রবেশ ঘটতো, অতঃপর তাদেরকে বিদ্রোহ করার প্ররোচনা দেয়া হতো তবে তারা অবশ্যই (নবীর বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ করতো এবং তাতে সামান্যও বিলম্ব করতো না।

١٥۔ وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لاَ يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ط وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلاً ○

১৫. এরা তো ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার করেছিলো যে, এরা পশ্চাদপদ হবে না। আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

١٦۔ قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِالْقَتْلِ وَاِذًا لاَّ تُمَتَّعُوْنَ اِلاَّ قَلِيْلاً ○

১৬. আপনি বলুন, তোমরা যদি মৃত্যু অথবা নিহত হওয়ার ভয়ে পলায়ন করো তবে সেই পলায়ন তোমাদের কোনো উপকার করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে তোমাদের সামান্যই জীবন উপভোগ করতে দেয়া হবে।

١٧۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ط وَلاَ يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلاَ نَصِيْرًا ○

১৭. আপনি বলুন, এমন কে আছে যে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র বিপরীতে নিরাপত্তা দান করবে– যদি তিনি তোমাদের ক্ষতিসাধন করতে চান অথবা তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করতে চান (তবে কে তোমাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে)? তারা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে তাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

١٨۔ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ج وَلاَ

১৮. তোমাদের মধ্যে যারা (যুদ্ধে যেতে লোকজনকে) বাধাদানকারী এবং যারা তাদের ভাই-বেরাদারদের বলে, 'আমাদের কাছে এসে যাও', তাদের সম্পর্কে আল্লাহ অবশ্যই জ্ঞাত

www.pathagar.com

আছেন। তারা সামান্যই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

يَأْتُوْنَ الْبَأْسَ اِلاَّ قَلِيْلاً ۝١٩

১৯. তারা তোমাদের ব্যাপারে কুণ্ঠাবোধ করে। অতএব যখন আতংকজনক বা ভীতিকর পরিস্থিতি আসে তখন আপনি তাদেরকে দেখতে পাবেন যে, তারা মৃত্যুভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির মতো চোখ উল্টিয়ে আপনার দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু যখন আতংকজনক পরিস্থিতি দূর হয়ে যায় তখন ধন-সম্পদ লাভের বাসনায় তারা তীব্র বাকচাতুর্যে তোমাদেরকে জর্জরিত করে। এরা ঈমান আনেনি। আল্লাহ এদের যাবতীয় আমল নিষ্ফল করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্র জন্য তা অতি সহজ।

١٩۔ اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ج فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ج فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ط اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ط وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

২০. ওরা ধারণা করে যে, সম্মিলিত বাহিনী ফিরে যায়নি। সম্মিলিত বাহিনী যদি আবার এসে যায় তবে ওরা কামনা করবে যে, যদি তারা বেদুঈনদের মধ্যে অবস্থান করে তোমাদের সম্পর্কে সংবাদ জেনে নিতো তবে ভালোই হতো। ওরা তোমাদের সাথে অবস্থান করলেও খুব কমই যুদ্ধ করতো।

٢٠۔ يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ج وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِى الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْبَآئِكُمْ ط وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْٓا اِلاَّ قَلِيْلاً ۝

২১. তোমাদের জন্য অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, এমন ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহ্কে অধিক মাত্রায় স্মরণ করে।

٢١۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۝

২২. ঈমানদারগণ যখন যৌথবাহিনীকে দেখলো তখন বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এ তো তাই এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য কথাই বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণ আরো বৃদ্ধি পেলো।

٢٢۔ وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ز وَمَا زَادَهُمْ اِلاَّ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ۝

২৩. ঈমানদারগণের মধ্যকার কিছু লোক

٢٣۔ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا

www.pathagar.com

عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ز وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ۝٢٣

আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে। তাদের মধ্যকার কিছু লোক শাহাদাত বরণ করেছে এবং কিছু লোক অপেক্ষায় আছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোনো পরিবর্তন করেনি।

لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝٢٤

২৪. তা এজন্য যে, আল্লাহ যাতে সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার জন্য পুরস্কৃত করেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে মোনাফিকদের শাস্তি দেন অথবা তাদের ক্ষমা করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ط وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ط وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ۝٢٥

২৫. আল্লাহ কাফেরদেরকে তাদের ক্রুদ্ধ অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারেনি। যুদ্ধক্ষেত্রে ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। আর আল্লাহ সর্বশক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী।

টীকা : আবু সুফিয়ান ১২ হাজার সৈন্যসহও এক মাস যাবত মদীনায় প্রবেশের সাহস পায়নি। এই অবস্থায় এক রাতে ঝঞ্ঝাবায়ু তাদের তাঁবু, রসদপত্র ও যানবাহন সবকিছু তছনছ করে দেয়। ফলে তারা বিফল ও বিক্ষুব্ধ হয়ে মক্কায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়। আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ۝٢٦

২৬. আর আহ্‌লে কিতাবের মধ্যে যারা ওদের (যৌথবাহিনীর) সাহায্য-সহায়তা করেছিল তিনি তাদেরকে (ইহুদী বনু কুরায়যাকে) তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের মনের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করলেন। এখন তোমরা তাদের কতককে হত্যা করছো এবং কতককে বন্দী করছো।

وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَئُوْهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ۝٢٧

২৭. আর তিনি তোমাদেরকে তাদের জমি-জমা, ভিটাবাড়ি ও ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী বানালেন এবং এমন ভূমিরও যেখানে তোমরা (এখনো) অভিযান পরিচালনা করোনি। আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বময় শক্তির অধিকারী।

টীকা : ইহুদী বনু কুরায়যা মদীনা সনদ লংঘন করে আহ্যাব যুদ্ধে আবু সুফিয়ান বাহিনীর সহায়তা করে এবং মুসলমানদের জন্য এক ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। পরে তারা আবার মহানবী (স)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। এ কারণে তাদেরকে মদীনা থেকে উচ্ছেদ করা হয়। উপরোক্ত দুই আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

২৮. হে নবী! আপনার স্ত্রীদের বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার জাঁকজমক কামনা করো তবে আসো, আমি তোমাদের ভোগসামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় দেই।

٢٨. يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ○

টীকা : আহযাব যুদ্ধ ও বনু কুরায়যাকে উচ্ছেদকালে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আর্থিক অবস্থা ছিলো খুবই শোচনীয়। দিনের পর দিন তাঁর চুলায় আগুন জ্বলতো না। এই অবস্থায় তাঁর স্ত্রীগণ একত্র হয়ে তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় সাংসারিক খরচ দেয়ার আবেদন করেন। এই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে (৩৫ নং আয়াত পর্যন্ত)।

২৯. আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখেরাতের আবাস কামনা করো তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদের জন্য আল্লাহ মহাপুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।

٢٩. وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

৩০. হে নবীর স্ত্রীগণ! যে কাজ স্পষ্টতই অশ্লীল, তোমাদের মধ্যে কেউ তাতে লিপ্ত হলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে এবং তা আল্লাহ্র জন্য সহজ।

٣٠. يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ط وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ○

পারা-২২

৩১. আর তোমাদের মধ্যকার যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হবে এবং সৎকাজ করবে আমি তাকে দু'বার পুরস্কার দেবো এবং তার জন্য সম্মানজনক রিযিকের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

٣١. وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ○

৩২. হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অপরাপর নারীদের মতো নও। যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো তবে (ভিন-পুরুষের সাথে) নরম সুরে ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, যাতে অন্তরে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রলুব্ধ না হয় এবং তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথাবার্তা বলো।

٣٢. يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝

www.pathagar.com

৩৩. আর তোমরা নিজেদের ভেতরবাড়িতে অবস্থান করো এবং জাহিলী যুগের মতো নিজেদের (সৌন্দর্য) প্রদর্শন করো না, নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। হে নবী-পরিবারের সদস্যগণ! আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করতে।

٣٣- وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۝

টীকা : 'জাহিলী যুগ' মূলে আছে 'জাহিলিয়্যাত'। শব্দটি আরো তিন স্থানে এসেছে। ৩:১৫৪, (আল্লাহ্র পথে জিহাদ না করা জাহিলিয়্যাত); ৫:৫ (আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে ভিন্ন বিধান গ্রহণ জাহিলিয়্যাত); ৪৮:২৬ (কাফেররা হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে মুসলমানদের উমরাহ করায় বাধাদান জাহিলিয়্যাত)। এক কথায় শরীয়াতের অনুশাসন, সমর্থন ও অনুমোদনের বহির্ভূত সবকিছুই জাহিলিয়্যাত। আবু যার গিফারী (রা) বলেন, "আমি আমার ক্রীতদাসকে তার মাকে তুলে গালি দিলে রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেন, তোমার মধ্যে এখনো জাহিলিয়্যাত রয়ে গেছে" (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)।

'নিজেদের (সৌন্দর্য) প্রদর্শন করো না' অর্থাৎ নারীর দৈহিক সৌন্দর্য, পোশাক ও অলংকারের জৌলুস প্রদর্শন এবং চলাফেরা ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আকর্ষণীয় করে পুরুষলোকের সামনে আবির্ভূত হওয়াকে 'তাবাররুয' বলে।

টীকা : 'হে নবী পরিবারের সদস্যগণ' মূলে আছে 'আহ্লুল বাইত'। রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রীগণ, কন্যাগণ, তাদের সন্তানগণ এবং হযরত আলী (রা) হলেন আহলে বাইত-এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা আহ্লুল বাইত বলে তাদেরকে এক বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।

৩৪. আর আল্লাহ্র বাণী ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের ঘরসমূহে পাঠ করা হয় তা তোমরা স্মরণ রাখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব সূক্ষ্মদর্শী, সব বিষয়ে অবহিত।

٣٤- وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ۝

৩৫. নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষগণ ও মুসলিম নারীগণ, ঈমানদার পুরুষগণ ও ঈমানদার নারীগণ, অনুগত পুরুষগণ ও অনুগত নারীগণ, সত্যবাদী পুরুষগণ ও সত্যবাদী নারীগণ, ধৈর্যশীল পুরুষগণ ও ধৈর্যশীল নারীগণ, বিনীত পুরুষগণ ও বিনীত নারীগণ, দানশীল পুরুষগণ ও দানশীল নারীগণ, রোযাদার পুরুষগণ ও রোযাদার নারীগণ, লজ্জাস্থান হেফাজতকারী পুরুষগণ ও লজ্জাস্থান হেফাজতকারী নারীগণ, আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী পুরুষগণ ও অধিক

٣٥- اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ

www.pathagar.com

فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

স্মরণকারী নারীগণ, এদের সকলের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

টীকা : এ আয়াতে মুসলিম নারী-পুরুষের একইসাথে দশটি গুণের উল্লেখ করে তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এ আয়াত থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, নারী-পুরুষের অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য ও সুযোগ-সুবিধায় কোনো বৈষম্য নেই, মুষ্টিমেয় কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত।

٣٦. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ۝

৩৬. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর তাদের সেই বিষয়ে ভিন্নতর (সিদ্ধান্ত গ্রহণের) এখতিয়ার নেই। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হলো।

টীকা : জাহিলিয়াতের অন্ধকারে আক্রান্ত আজকের মুসলমানরা, বিশেষত নেতৃস্থানীয় ও ক্ষমতাসীনরা কতো বেপরোয়াভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেয়া আইন-কানুন ও নীতি-নিয়ম লংঘন করছে, বাতিল করছে এবং তার বিরুদ্ধে প্রচারণার জন্য প্রশাসনকে ব্যবহার করছে, বিচার বিভাগের মাধ্যমে তা কার্যকর করছে। তারা যদি এ আয়াত সম্পর্কে এবং সূরা মাইদার ৪৪, ৪৫ ও ৪৭ নং আয়াত, সূরা হজ্জ-এর ৫১ নং আয়াত এবং সূরা সাবার ৫ ও ৩৮ নং আয়াত সামনে রেখে স্থির মস্তিষ্কে একটু চিন্তা-ভাবনা করতো, তাহলে তারা বুঝতে পারতো যে, তারা কতো গুরুতর পাপের বোঝা নিজেদের মাথায় তুলে নিচ্ছে।

٣٧. وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ج وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ ط فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ط وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ○

৩৭. আল্লাহ যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তাকে আপনি যখন বলছিলেন, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখো এবং আল্লাহ্কে ভয় করো আর আপনি নিজের অন্তরে যা গোপন করছিলেন আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিলেন। আপনি মানুষের (সমালোচনার) ভয় করছিলেন। অথচ আল্লাহ্কে ভয় করাই আপনার জন্য অধিকতর সংগত। অতঃপর যায়েদ যখন তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করলো তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহ দিলাম, যাতে ঈমানদারগণের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করলে তাদেরকে বিবাহ করায় ঈমানদারগণের জন্য কোনো বাধা না থাকে। আল্লাহ্র নির্দেশ কার্যকর হয়েই থাকে।

www.pathagar.com

টীকা : এখানে যায়েদ ইবনে হারিসা (রা)-র সাথে যয়নব (রা)-র বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তাঁর বিবাহ সম্পর্কিত আলোচনা চলছে।

٣٨- مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ط سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ط وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرَانِ ۝

৩৮. আল্লাহ (তাঁর) নবীর জন্য যা বিধিভুক্ত করেছেন তা করতে তার জন্য কোনো বাধা নেই। ইতিপূর্বে যেসকল নবী অতীত হয়েছেন তাদের বেলায়ও এটাই ছিলো আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্র নির্দেশ সুনির্ধারিত, অবধারিত।

٣٩- اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝

৩৯. তারা আল্লাহ্র বাণী প্রচার করতেন, তাঁকে ভয় করতেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করতেন না। হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

٤٠- مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ۝٤٠

৪০. মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যকার কোনো পুরুষলোকের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং নবীগণের (ধারা) সমাপ্তকারী। আর আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

টীকা : এ আয়াতে 'খাতামান-নাবিয়্যীন' বলে রাসূলুল্লাহ (স)-কে মানবজাতির জন্য সর্বশেষ নবী ও রাসূল ঘোষণা করা হয়েছে। নবী হিসেবে তাঁর উপর ঈমান আনা যেমন ফরয, তাঁর 'সর্বশেষ নবী' হওয়াকে স্বীকার করে নেয়াও তদ্রূপ ফরয। কেউ এই ঘোষণাকে অস্বীকার করলে সে কাফের হয়ে যায়। অন্যান্য কারণসহ বিশেষভাবে এটাকে মেনে না নেয়ার কারণে কাদিয়ানীদেরকে মুসলিম উম্মাহ কাফের ঘোষণা করেছে।

٤١- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝٧

৪১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে বেশি বেশি স্মরণ করো;

٤٢- وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

৪২. এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।

٤٣- هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ۝

৪৩. তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও (তোমাদের জন্য রহমত প্রার্থনা করে), যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার (পথভ্রষ্টতা) থেকে আলোতে (সৎপথে) নিয়ে আসেন। তিনি ঈমানদারগণের প্রতি পরম দয়ালু।

www.pathagar.com

৪৪. তারা যেদিন আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করবে সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে 'সালাম' (শান্তি)। আর তিনি তাদের জন্য সম্মানজনক প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।

٤٤۔ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ج وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ○

৪৫. হে নবী! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সাক্ষী হিসেবে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি;

٤٥۔ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۙ

৪৬. এবং আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।

٤٦۔ وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ○

৪৭. আপনি ঈমানদারগণকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে মহাঅনুগ্রহ।

٤٧۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ○

৪৮. আর আপনি কাফের ও মোনাফিকদের অনুসরণ করবেন না, তাদের নির্যাতনকে উপেক্ষা করবেন এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করবেন। কার্যনির্বাহীরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

٤٨۔ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

৪৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমানদার মহিলাদেরকে বিবাহ করার পর তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই তালাক দিলে তোমাদের হিসাব করার মতো তাদের পালনীয় কোনো ইদ্দাত নেই। অতএব তোমরা তাদেরকে কিছু উপহারসামগ্রী দাও এবং উত্তম পন্থায় তাদেরকে বিদায় দাও।

٤٩۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ج فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ○

টীকা : কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বিবাহ করার পর তার সাথে একান্তে সাক্ষাত হওয়ার পূর্বে তাকে তালাক দিলে সাথে সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। ঐ নারীর ইদ্দাত পালন নেই, সাথে সাথে সে অন্য পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। তার দেনমোহর ধার্য হয়ে থাকলে তার অর্ধেক পাবে, ধার্য না হয়ে থাকলে শুধু কিছু উপহারাদি পাবে। কিন্তু উপরোক্ত অবস্থায় স্বামী মারা গেলে তাকে চার মাস দশ দিন ইদ্দাত পালন করতে হবে এবং সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হবে।

৫০. হে নবী! আমি আপনার জন্য হালাল করেছি

٥٠۔ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ

www.pathagar.com

أَزْوَاجَكَ الّٰتِيْٓ اٰتَيْتَ أُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ أَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ز وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ق خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

আপনার স্ত্রীগণকে, যাদের মোহরানা আপনি পরিশোধ করেছেন, আর ফাই হিসেবে আল্লাহ আপনাকে যা দান করেছেন তার মধ্য থেকে যারা আপনার মালিকানাধীন হয়েছে তাদেরকেও, (আপনার বিবাহের জন্য আরো হালাল করেছি) আপনার সাথে হিজরতকারী আপনার চাচাতো বোন, ফুফাতো বোন, মামাতো বোন, খালাতো বোনকে আর সেই মহিলাকে যে নিজেকে নবীর জন্য উৎসর্গ করে, যদি নবী তাকে বিবাহ করতে চান। এই সুবিধা বিশেষভাবে আপনার জন্যই, ঈমানদারগণের জন্য নয়। তাদের জন্য তাদের স্ত্রীগণ ও তাদের মালিকানাভুক্ত নারীদের সম্পর্কে আমি যা বিধান দিয়েছি তা আমি অবশ্যই জানি, যাতে আপনার কোনো অসুবিধা না হয়। আর আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥١- تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُئْوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ط وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ط ذٰلِكَ أَدْنٰٓى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ○

৫১. তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা আপনি দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনার কাছে রাখতে পারেন। আপনি যাকে দূরে রেখেছেন তাকে কামনা করলে তা আপনার জন্য দূষণীয় নয়। তাতে অধিক সম্ভাবনা আছে যে, তাদের চোখ ঠাণ্ডা থাকবে, তারা দুঃখ-দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না এবং আপনি তাদের প্রত্যেককে যা দিবেন তাতে তারা সন্তুষ্ট থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম সহনশীল।

٥٢- لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَّلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ۝٥٢

৫২. এরপর আর কোনো নারী আপনার জন্য হালাল নয় এবং আপনার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও হালাল নয়, যদিও তাদের রূপসৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করে, তবে আপনার মালিকানাধীন দাসীরা ব্যতিক্রম। আল্লাহ সব বিষয়ের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

www.pathagar.com

৫৩. হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তোমরা আহার করার জন্য খাদ্যদ্রব্য রান্না হওয়ার অপেক্ষা না করেই নবীর ঘরে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদের ডাকা হলে তোমরা প্রবেশ করো এবং আহার করার পর স্বেচ্ছায় চলে যেও, আলাপ-আলোচনায় মশগুল হয়ো না। নিশ্চয়ই তা নবীকে কষ্ট দেয়, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে তা বলতে লজ্জাবোধ করেন এবং আল্লাহ সত্য প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। আর তার স্ত্রীদের নিকট তোমাদের কিছু চাইতে হলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যও পবিত্রতর ব্যবস্থা এবং তাদের অন্তরের জন্যও। আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দেয়া তোমাদের জন্য সংগত নয় এবং তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদের বিবাহ করাও তোমাদের জন্য কখনো বৈধ নয়। এটা আল্লাহ্‌র কাছে গুরুতর অপরাধ।

٥٣۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ ۙ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ۭ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ ۭ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔـلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۗءِ حِجَابٍ ۭ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ۭ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ۭ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ○

৫৪. তোমরা যদি কোনো বিষয় প্রকাশ করো অথবা গোপন রাখো তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে মহাজ্ঞানী।

٥٤۔ اِنْ تُبْدُوْا شَيْـــًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○

৫৫. নবীর স্ত্রীদের জন্য তাদের পিতাগণ, তাদের পুত্রগণ, তাদের ভাইগণ, তাদের ভাইদের পুত্রগণ, তাদের বোনদের পুত্রগণ, তাদের (ঈমানভুক্ত) নারীগণ এবং তাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীগণের সামনে যাওয়া আপত্তিকর নয়। তোমরা (নবীর স্ত্রীগণ) আল্লাহ্‌কে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর সাক্ষী।

٥٥۔ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْٓ اٰبَاۗىِٕهِنَّ وَلَآ اَبْنَاۗىِٕهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَاۗءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَاۗءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَاۗىِٕهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ○

www.pathagar.com

৫৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নবীর উপর অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও তার জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করো এবং পরিপূর্ণ শান্তি কামনা করো।

٥٦۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ط يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

৫৭. যেসব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশাপ দেন এবং তাদের জন্য লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

٥٧۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ○

টীকা : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়ার অর্থ হলো কুরআন-হাদীসের আদেশ-নিষেধ-উপদেশ ও হারাম-হালালের বিধান লংঘন করা।

৫৮. আর যেসব লোক নিরপরাধ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের কষ্ট দেয় তারা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।

٥٨۔ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۝

টীকা : 'অপবাদ' মূলে আছে বুহ্তান। কোনো ব্যক্তি যে গুরুতর অপরাধ আদৌ করেনি তাকে সেই অপরাধে অভিযুক্ত করাকে বুহ্তান বলে। শরীয়াতের বিধানমতে অভিযোগকারী শাস্তিযোগ্য অপরাধী।

৫৯. হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের, আপনার কন্যাদের এবং ঈমানদার পুরুষদের মহিলাদেরকে বলুন, তারা যেনো তাদের চাদরের কিছু অংশ দ্বারা নিজেদের (দেহকে) ঢেকে নেয়। তাতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥٩۔ يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

টীকা : সূরা নূর-এর ৩১ নং আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকা পাঠ করুন। এ আয়াত থেকে আরো জানা গেলো যে, মহিলাদের উপরোক্ত পোশাক তাদের ভদ্রতা, গাম্ভীর্য ও আত্মমর্যাদার প্রতীক।

৬০. মুনাফিকরা, অন্তরের রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা এবং মদীনায় গুজব রটনাকারীরা বিরত না হলে আমি অবশ্যই আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবো। অতঃপর তারা এই নগরীতে আপনার প্রতিবেশী হিসেবে অল্পকালই অবস্থান করতে পারবে–

٦٠۔ لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِى الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

www.pathagar.com

٦١. مَّلْعُوْنِيْنَ ج اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلاً ○

৬১. অভিশপ্তরূপে। এদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরপাকড় করা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।

٦٢. سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ج وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً ○

৬২. ইতিপূর্বে যারা অতীত হয়েছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিলো আল্লাহ্র বিধান। আপনি কখনো আল্লাহ্র বিধানে পরিবর্তন পাবেন না।

টীকা : মদীনায় একদল লোক সব সময় মুসলমানদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত রাখার জন্য ত্রাস সৃষ্টিকর গুজব ছড়াতো এবং নবী-পরিবার ও মুসলিম-পরিবারের সদস্যদের কুৎসা রটনা করে বেড়াতো। এখানে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

٦٣. يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ط قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ط وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ○

৬৩. লোকজন আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, এর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্রই আছে। আপনি কিভাবে জানবেন যে, কিয়ামত অতি নিকটেই ?

টীকা : সূরা লুকমানের ৩৪ নং আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকা দেখুন।

٦٤. اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ۝٧

৬৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন।

٦٥. خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ج لاَ يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلاَ نَصِيْرًا ۝٢

৬৫. তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে এবং তারা কোনো অভিভাবকও পাবে না আর কোনো সাহায্যকারীও পাবে না।

٦٦. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلاَ ○

৬৬. সেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনের মধ্যে ওলট-পালট করা হবে। তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ্র অনুগত হতাম এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম!

টীকা : বর্তমান কালেও এরাই মানুষকে সবচেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী করে।

٦٧. وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلاَ ○

৬৭. তারা আরো বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দের এবং আমাদের প্রভাবশালী লোকদের অনুসরণ করেছিলাম। তারাই আমাদের বিপথগামী করেছে।

٦٨. رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ۝٤

৬৮. হে আমাদের প্রভু! তুমি ওদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদের তীব্র অভিশাপে জর্জরিত করো।

www.pathagar.com

٦٩۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ط وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ۝٦٩

৬৯. হে ঈমানদারগণ! যেসব লোক মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল তোমরা তাদের মতো হয়ো না। তারা (তার বিরুদ্ধে) যা রটনা করেছিলো আল্লাহ তাকে তা থেকে নির্দোষ প্রমাণ করেছেন। আর তিনি ছিলেন আল্লাহ্র কাছে মর্যাদাবান।

٧٠۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝٧٠

৭০. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো।

٧١۔ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝٧١

৭১. তিনি তোমাদের কাজকর্ম সংশোধন করে দিবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে অবশ্যই মহাসাফল্য লাভ করলো।

٧٢۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ط اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۝٧٢

৭২. নিশ্চয়ই আমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পর্বতমালার কাছে এই আমানত (আল্লাহ্র বিধানসমূহ) পেশ করেছিলাম। তারা তা বহন করতে অস্বীকার করলো এবং তাতে ভীত-সন্ত্রস্ত হলো। তবে মানুষ তা বহন করলো। সে তো অতিশয় যালেম, বড্ড জাহিল।

٧٣۔ لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝٧٣

৭৩. পরিণামে আল্লাহ মোনাফিক পুরুষদের ও মোনাফিক নারীদের এবং মূর্তিপূজারী পুরুষদের ও মূর্তিপূজারী নারীদের শাস্তি দিবেন এবং ঈমানদার পুরুষদের ও ঈমানদার নারীদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

www.pathagar.com

৩৪. সূরা সাবা (৫৮) ٣٤. سُوْرَةُ سَبَا

আয়াত : ৫৪; রুকূ' : ৬; মক্কী اٰيَاتُهَا : ٥٤، رُكُوْعٌ : ٦، مَكِّيَّةٌ

সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়-কাল কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীস বা সীরাতের কিতাবাদি থেকে জানা যায় না। তবে বিষয়বস্তুর আলোকে মক্কী জীবনের প্রাথমিক অথবা মাঝামাঝি পর্যায়ে তা নাযিল হয়েছে বলে মনে হয়।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর মালিকানাধীন। আখেরাতেও সমস্ত প্রশংসা তাঁর। তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

١. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ ط وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

২. যা কিছু ভূগর্ভে প্রবেশ করে, যা কিছু ভূগর্ভ থেকে বের হয়, যা কিছু আসমান থেকে নেমে আসে এবং যা কিছু আসমানে উঠে যায় তার সবই তিনি জানেন। তিনি পরম দয়ালু, মহাক্ষমাশীল।

٢. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ط وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ○

৩. যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে, আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না। আপনি বলুন, হাঁ, আমার প্রভুর শপথ! তা তোমাদের নিকট অবশ্যই আসবে। তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোনো কিছুই তাঁর অগোচরে নেই। সবই এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত আছে।

٣. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ط قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ لا عٰلِمِ الْغَيْبِ ج لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۙ

৪. তা (কিয়ামত) এজন্য যে, যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তিনি যাতে তাদের পুরস্কৃত করতে পারেন। এদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযিক।

٤. لِّيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ○

৫. যেসব লোক আমার বাণীসমূহকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তাদের জন্যই রয়েছে ভয়ংকর মর্মান্তিক শাস্তি।

٥. وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِىْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ○

www.pathagar.com

টীকা : দুনিয়াব্যাপী উত্থিত ইসলামের সামগ্রিক দাওয়াতকে প্রতিহত করার জন্য যারা উঠেপড়ে লেগেছে তারা যেনো উপরোক্ত আয়াতের আলোকে নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে একটু চিন্তা-ভাবনা করে। (আরো দ্র. ৩৪:৩৮ ও ২২:৫১ আয়াত)।

٦. وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ○

৬. যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা জানে যে, আপনার প্রভুর নিকট থেকে আপনার উপর যা নাযিল হয়েছে তা-ই সত্য এবং তা মহাপরাক্রমশালী ও সপ্রশংসিত সত্তার পথে পরিচালিত করে।

٧. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۞

৭. আর যারা অবিশ্বাস করে তারা (জনগণকে) বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিবো যে তোমাদেরকে খবর দেয় যে, তোমাদের (পচে-গলে) ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন (বিলীন) হয়ে যাবার পরও তোমাদেরকে পুনরায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে ?

٨. اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ۭ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ○

৮. কি জানি, লোকটি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যাচার করছে নাকি তাকে পাগলামীতে পেয়ে বসেছে ? না, বরং যারা আখেরাত মানে না তারা শাস্তির শিকার হবে এবং তারা মারাত্মক বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত আছে।

٩. اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاۗءِ وَالْاَرْضِ ۭ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاۗءِ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۞

৯. যে আসমান-জমীন তাদেরকে তাদের সামনে ও পিছন (সবদিক) থেকে ঘিরে রেখেছে তা কি তারা দেখে না ? আমি ইচ্ছা করলে মাটিসহ তাদেরকে ধ্বসিয়ে দিতে পারি অথবা তাদের উপর আকাশের একটি টুকরা নিক্ষেপ করতে পারি। নিশ্চয়ই এতে একটি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে এমন প্রত্যেক বান্দার জন্য যে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হতে প্রস্তুত।

١٠. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ۭ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ۞

১০. নিশ্চয়ই আমি দাউদকে আমার পক্ষ থেকে বিপুল অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং (আদেশ দিয়েছিলাম) হে পর্বতমালা ও পাখ-পাখালী! তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা বর্ণনা করো। আর আমি তার জন্য লোহাকে নরম ও দ্রবীভূত করে দিয়েছিলাম,

www.pathagar.com

১১. যাতে আপনি পূর্ণ মাপের বর্ম নির্মাণ করতে এবং বুননে পরিমাপ রক্ষা করতে পারেন। আর তোমরা সৎকাজ করো। তোমরা যা কিছু করো আমি অবশ্যই তার সম্যক দ্রষ্টা।

١١۔ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ط اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

১২. আর আমি বাতাসকে সুলায়মানের অনুগত করেছিলাম, যা (তাকে নিয়ে) সকাল বেলা এক মাসের পথ এবং বিকেল বেলা এক মাসের পথ অতিক্রম করতো। আর আমি তার জন্য গলিত তামার ঝর্ণা প্রবাহিত করেছিলাম। তার প্রভুর অনুমতিক্রমে কতক জিন তার সামনে কাজ করতো। এদের মধ্যে কেউ আমার নির্দেশ অমান্য করলে আমি তাকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি ভোগ করাতাম।

١٢۔ وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ج وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ط وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ط وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ○

১৩. এরা সুলায়মানের ইচ্ছামতো তার জন্য দালানকোঠা, ভাস্কর্য, পুকুরের মতো বৃহদাকার পাত্র ও সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হাঁড়ি-পাতিল নির্মাণ করতো। হে দাউদের বংশধর! তোমরা কৃতজ্ঞতার সাথে কাজকর্ম করো এবং আমার বান্দাদের মধ্যে কৃতজ্ঞদের সংখ্যা খুবই কম।

١٣۔ يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ط اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ط وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْرُ ○

টীকা : 'ভাস্কর্য' মূলে আছে 'তামাছীল', সৃষ্টিজীবের ছবি, প্রতিকৃতি ইত্যাদি। কতক ভাষ্যকার বলেছেন, সুলায়মান (আ)-এর শরীয়াতে এগুলো বানানো জায়েয ছিলো, কথাটি মনে হয় সর্বাংশে সঠিক নয়। কারণ সুলায়মান (আ)-এর জন্য কোনো স্বতন্ত্র শরীয়াত ছিলো না, তাওরাত কিতাবই ছিলো তাঁর জন্য পথনির্দেশ। আর এই কিতাবে স্পষ্টভাবে জীব-জন্তুর ছবি, প্রতিকৃতি বা ভাস্কর্য নির্মাণ সম্পূর্ণ হারাম ছিল, যেমন ইসলামী শরীয়াতে হারাম। উদাহরণস্বরূপ দেখুন যাত্রাপুস্তক, ২০:৪, লেবীয় পুস্তক, ২৬:১, দ্বিতীয় বিবরণ, ৪:১৫-১৮ এবং ২৭:১৫। অতএব তিনি গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, মেঘমালা ইত্যাদির ছবি অঙ্কন করিয়েছিলেন বলা যায়।

১৪. অতঃপর যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম তখন জিনদেরকে তার মৃত্যুসংবাদ অবহিত করার জন্য সেই মাটির পোকা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না যা তার লাঠিকে খেয়ে ফেলেছিল। সুলায়মান যখন মাটিতে পতিত হলেন তখন জিনেরা বুঝতে পারলো যে, তারা যদি গায়বী (অদৃশ্য) বিষয় অবগত থাকতো তাহলে এই লাঞ্ছনাকর শাস্তিতে নিমজ্জিত থাকতো না।

١٤۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ج فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ⑭

www.pathagar.com

টীকা : সুলায়মান (আ) লাঠিতে ভর দিয়ে জিনদের কাজ তদারকি করছিলেন। ঠিক এই অবস্থায়ই তিনি ইনতিকাল করেন। কিন্তু জিনেরা তা টেরই পায়নি। পোকায় খাওয়ার ফলে লাঠিটি ভেঙ্গে গেলে তাঁর মৃতদেহ মাটিতে পড়ে যায়। তখনই তারা বুঝতে পারে যে, তিনি ইনতিকাল করেছেন। এটি একটি জটিল আয়াত।

١٥. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِىْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ج جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ط كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ط بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ○

১৫. সাবাবাসীর জন্য তো তাদের নিজেদের এলাকায় ছিলো একটি নিদর্শন ঃ দু'টি বাগান, একটি ডানদিকে, অপরটি বামদিকে। তোমরা তোমাদের প্রভুর দেয়া রিযিক আহার করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। উত্তম ও পরিচ্ছন্ন একটি দেশ এবং অতীব ক্ষমাশীল প্রভু।

١٦. فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَىْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ○

১৬. তারপরও তারা অবাধ্য হলো। তাই আমি তাদের উপর বাঁধভাঙ্গা বন্যার পানি পাঠালাম এবং তাদেরকে বাগান দু'টির পরিবর্তে দিলাম এমন দু'টি বাগান যাতে উৎপন্ন হয় তিক্ত কটু ফল, ঝাউগাছ ও কিছু বরই গাছ।

টীকা : সাবা সম্পর্কে সূরা নামল-এর ২২ নং আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকা দেখুন। সাবাবাসী আল্লাহ্‌র অবাধ্যাচারী হওয়ার কারণে মাআরিব বাঁধ ধ্বংসের মাধ্যমে তাদের বসতি এলাকা জলমগ্ন হয়ে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে যায়। মাআরিব বাঁধের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান যুগেও বিদ্যমান আছে।

١٧. ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا وَهَلْ نُجٰزِىْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ ○

১৭. তাদের অবাধ্যাচারের কারণে আমি তাদেরকে এই শাস্তি দিলাম। অকৃতজ্ঞরা ব্যতীত আর কাউকেও কি আমি এমন শাস্তি দেই ?

١٨. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ط سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِىَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ○

১৮. আমি তাদের এবং যেসব জনবসতিকে প্রাচুর্যময় করেছিলাম সেগুলোর মাঝখানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং সেসব জনপদে ভ্রমণের সুব্যবস্থাও করেছিলাম। তোমরা এসব এলাকায় রাত-দিন নিরাপদে ভ্রমণ করো।

١٩. فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○

১৯. কিন্তু তারা বললো, হে আমাদের প্রভু! আমাদের ভ্রমণের গন্তব্যের দূরত্ব বাড়িয়ে দাও। তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিলো। তাই আমি তাদেরকে কাহিনীতে পরিণত করলাম এবং তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য রয়েছে নিদর্শন।

www.pathagar.com

২০. ইবলীস তাদের ব্যাপারে নিজ ধারণাকে নির্ভুল পেলো এবং একদল ঈমানদার লোক ব্যতীত অবশিষ্ট সকলে তার অনুসরণ করলো।

٢٠۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

২১. তাদের উপর শয়তানের কোনো কর্তৃত্ব বা আধিপত্য ছিলো না। তবে কে আখেরাতে ঈমান আনে এবং কে তাতে সন্দীহান তা জানিয়ে দেয়াই ছিলো আমার উদ্দেশ্য। আর আপনার প্রভু সবকিছুরই হেফাজতকারী।

٢١۔ وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ط وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ۞

২২. আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যেগুলোকে উপাস্য মনে করো সেগুলোকে ডাক দাও, ওরা আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণও কোনো কিছুর মালিক নয়, এ দু'টিতে ওদের কোনো অংশও নেই এবং ওদের কেউ আল্লাহ্‌র সহায়কও নয়।

٢٢۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ○

২৩. আল্লাহ্‌র কাছে এমন ব্যক্তির জন্যই সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে যার অনুকূলে সুপারিশ করার জন্য তিনি অনুমতি দিবেন (অথবা এমন ব্যক্তিই তাঁর দরবারে সুপারিশ করতে পারবে যাকে তিনি সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন)। অতঃপর যখন তাদের অন্তর থেকে ভয়ভীতি দূর হবে তখন তারা পরস্পর বলবে, তোমাদের প্রভু কী বলেছেন ? তারা বলবে, তিনি সত্য বলেছেন এবং তিনি সমুচ্চ, সুমহান।

٢٣۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ط حَتّٰٓى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ط قَالُوا الْحَقَّ ج وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ○

২৪. আপনি জিজ্ঞেস করুন, আকাশসমূহ ও পৃথিবী থেকে কে তোমাদেরকে রিযিক দান করেন ? আপনি বলুন, আল্লাহ। অতএব এখন আমাদের ও তোমাদের মধ্যকার এক পক্ষই সৎপথে অথবা স্পষ্ট ভ্রষ্ট পথে নিপতিত রয়েছে।

٢٤۔ قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط قُلِ اللّٰهُ صلى وَاِنَّآ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

২৫. আপনি বলুন, আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদের কাছে কৈফিয়াত তলব করা হবে না এবং তোমরা যা করো তার কৈফিয়াতও আমাদের কাছে তলব করা হবে না।

٢٥۔ قُلْ لَّا تُسْئَلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

www.pathagar.com

২৬. আপনি বলুন, আমাদের প্রভু আমাদের সকলকে একত্র করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের সকলের মাঝে সঠিকভাবে মীমাংসা করে দিবেন এবং তিনি অতীব শক্তিমান বিচারক, মহাজ্ঞানী।

٢٦۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ط وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ○

২৭. আপনি বলুন, তোমরা যেগুলোকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক হিসেবে যোগ করেছো সেগুলোকে এনে আমাকে দেখাও তো! কখনো নয়, বরং তিনিই আল্লাহ, মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٢٧۔ قُلْ اَرُوْنِىَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ط بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২৮. আমি তো আপনাকে গোটা মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা উপলব্ধি করে না।

٢٨۔ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

২৯. আর তারা জিজ্ঞেস করে, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে (বলো,) এই প্রতিশ্রুতি কখন কার্যকর হবে?

٢٩۔ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৩০. আপনি বলুন, তোমাদের জন্য রয়েছে একটি নির্দিষ্ট দিনের প্রতিশ্রুতি, যাকে তোমরা মুহূর্তের জন্য বিলম্বিতও করতে পারবে না এবং এগিয়েও আনতে পারবে না।

٣٠۔ قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ۞

৩১. আর এই কাফেররা বলে, আমরা কখনো এই কুরআনে ঈমান আনবো না এবং এর আগেকার কিতাবও মানবো না। আহা! আপনি যদি দেখতেন, যখন এই যালেমদেরকে তাদের প্রভুর সামনে দাঁড় করানো হবে তখন তারা পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকবে। যাদেরকে (পৃথিবীতে) দমিয়ে রাখা হয়েছিলো তারা ক্ষমতাশালী অহংকারীদের বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই ঈমানদার হতাম।

٣١۔ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ ط وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ نِ الْقَوْلَ ج يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَآ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ○

৩২. ক্ষমতাশালী অহংকারীরা দমিয়ে রাখা লোকজনকে বলবে, তোমাদের নিকট হেদায়াত (সৎপথের দিশা) আসার পর আমরা কি

٣٢۔ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى

www.pathagar.com

بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ○

তোমাদেরকে (তা গ্রহণ করতে) বাধা দিয়েছিলাম? বরং তোমরা নিজেরাই ছিলে দুষ্কৃতিকারী।

টীকা : হে মানুষ! সতর্ক হও, বিজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ ও নিষ্ঠাবান আলেমগণের কথা মানো। কুরআন-হাদীসের জ্ঞান বিবর্জিত প্রভাবশালী ব্যক্তি ও নেতাদের অনুসরণ করো না।

٣٣۔ وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَآ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ط وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ط وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْٓ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৩৩. যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিলো তারা ক্ষমতাদর্পীদের বলবে, বরং তোমরাই তো রাত-দিন চক্রান্ত করে আমাদের নির্দেশ দিতে ঃ আমরা যেনো আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করি এবং তাঁর সাথে শরীক স্থির করি। তারা যখন শাস্তি দেখবে তখন মনের দুঃখ মনের মধ্যেই চেপে রাখবে। আর আমি এই কাফেরদের গলায় বেড়ি পরাবো। তারা যা করতো তার প্রতিদান এছাড়া আর কিছু দেয়া যায় কি ?

٣٤۔ وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○

৩৪. আমি কোনো মানব বসতিতে সতর্ককারী (নবী-রাসূল) পাঠালেই সেখানকার সম্পদশালী ও ভোগবিলাসী লোকেরা বলেছে, তোমরা যে পয়গাম নিয়ে এসেছো আমরা অবশ্যই তা অমান্য করলাম;

٣٥۔ وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ○

৩৫. এবং তারা আরো বলতো, আমরা সম্পদে ও জনশক্তিতে অধিক সমৃদ্ধিশালী। অতএব আমাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে না।

٣٦۔ قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৩৬. আপনি বলুন, আমার প্রভু যাকে চান বিপুল পরিমাণ রিযিক দান করেন এবং যাকে চান সীমিত পরিমাণ দান করেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা উপলব্ধি করে না।

٣٧۔ وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِى الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ○

৩৭. তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবে না। তবে যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তারাই পাবে তাদের কাজের জন্য বহু গুণ পুরস্কার এবং তারা সুউচ্চ অট্টালিকাসমূহে পরম নিরাপদে নিশ্চিন্তে বসবাস করবে।

www.pathagar.com

৩৮. যেসব লোক আমার বাণীসমূহকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করবে তারা অবিরত শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

টীকা : আরো দেখুন ৫ নং আয়াত ও ২১:৫১ নং আয়াত।

٣٨۔ وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ○

৩৯. আপনি বলুন, আমার প্রভু তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান বিপুল পরিমাণ রিযিক দান করেন এবং যাকে চান সীমিত পরিমাণ দান করেন। আর তোমরা যা খরচ করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

٣٩۔ قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ط وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ج وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

৪০. যেদিন তিনি তাদেরকে একইসাথে পুনরায় জীবিত করবেন, অতঃপর ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করবেন, এরা কি তোমাদেরই উপাসনা করতো?

٤٠۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰٓؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ○

৪১. ফেরেশতারা বলবে, তুমি পবিত্র মহান, তুমিই আমাদের অভিভাবক, ওরা নয়। বরং ওরা জিনদের পূজা-অর্চনা করতো এবং ওদের অধিকাংশই ছিলো এদের প্রতি বিশ্বাসী।

٤١۔ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ج بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ج اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ○

৪২. আজ তোমরা একে অপরের না উপকার করার মালিক, না ক্ষতি করার। আর যারা যুলুম-অত্যাচার করতো আমি তাদের বলবো, দোযখের যে শাস্তিকে তোমরা অবিশ্বাস করতে তার স্বাদ গ্রহণ করো।

٤٢۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ط وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ○

৪৩. এদের নিকট যখন আমার স্পষ্ট বাণীসমূহ পড়া হতো তখন তারা বলতো, সে তো একজন মানুষ মাত্র। তোমাদের পূর্বপুরুষরা যেগুলোর উপাসনা করতো এই ব্যক্তি তোমাদেরকে সেগুলোর প্রতি বীতশ্রদ্ধ বানিয়ে দিতে চায়। তারা আরো বলতো, এই কুরআন নিছক একটি মনগড়া মিথ্যা রচনা। আর কাফেরদের নিকট যখন সত্য

٤٣۔ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُكُمْ ج وَقَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّآ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ط وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

www.pathagar.com

لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ○

আসে তখন সেই সম্পর্কে বলে, এতো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছু নয়।

٤٤۔ وَمَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا وَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ ⑤

৪৪. আমি তাদেরকে কোনো কিতাব দেইনি যা তারা পড়বে এবং আপনার পূর্বে তাদের নিকট কোনো সতর্ককারীও পাঠাইনি।

টীকা : অর্থাৎ তারা যে মূর্তিপূজা করে তার সমর্থনে আমি তো কোনো কিতাব বা রাসূল পাঠাইনি। এদের পূজা-অর্চনা কল্পনাপ্রসূত, ভিত্তিহীন।

٤٥۔ وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِىْ ۫ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ⑥

৪৫. তাদের আগেকার লোকেরাও অবিশ্বাস করেছিলো। আমি তাদেরকে যা দান করেছিলাম তার দশ ভাগের এক ভাগও এরা পায়নি। কিন্তু তারা যখন আমার রাসূলগণকে অবিশ্বাস করলো তখন আমার শাস্তি কতো ভয়ংকর ছিলো!

٤٦۔ قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ج اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۫ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ط اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ○

৪৬. আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে কেবল একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দুই-দুইজন অথবা এক-একজন করে দাঁড়াও, অতঃপর ভেবে দেখো, তোমাদের এই সঙ্গীর মধ্যে পাগলামীর কোন্ জিনিসটি বিদ্যমান আছে ? তিনি তো আসন্ন এক ভয়ানক শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র।

٤٧۔ قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ط اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ○

৪৭. আপনি বলুন, আমি তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক চাই না, তা তোমাদেরই। আমার প্রতিদান তো আল্লাহ্‌র যিম্মায় এবং তিনি প্রতিটি জিনিসের প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

٤٨۔ قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ج عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ○

৪৮. আপনি বলুন, আমার প্রভু (আমাকে) সত্যের প্রেরণা দান করেন, তিনি অদৃশ্য জগতের পরম জ্ঞানী।

٤٩۔ قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ○

৪৯. আপনি বলুন, সত্য দীন এসেছে এবং মিথ্যা কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না এবং পুনরাবৃত্তিও করতে পারে না।

www.pathagar.com

٥٠. قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَآ اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِىْ ج وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِىْٓ اِلَىَّ رَبِّىْ ط اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ ○

৫০. আপনি আরো বলুন, আমি পথভ্রষ্ট হলে সেই পথভ্রষ্টতার ক্ষতি আমারই। আর আমি যদি হেদায়াতপ্রাপ্ত হই তবে তা এজন্য যে, আমার প্রভু আমার নিকট ওহী পাঠান। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন এবং অতি নিকটে।

٥١. وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۝١

৫১. আপনি যদি দেখতেন, যখন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, পলায়ন করেও আত্মরক্ষা করতে পারবে না এবং নিকটস্থ স্থান থেকে ধরা পড়ে যাবে।

٥٢. وَّقَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖ ج وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ۝٢

৫২. আর তারা বলবে, আমরা তার উপর ঈমান আনলাম। কিন্তু তারা এতো দূর থেকে তার নাগাল পাবে কিভাবে?

٥٣. وَّقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ج وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ○

৫৩. তারা তো ইতিপূর্বে ঈমান আনতে অস্বীকার করেছিল এবং দূরবর্তী অবস্থান থেকে অদৃশ্যের (পরকালীন জীবন) প্রতি অপবাদ নিক্ষেপ করতো।

٥٤. وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا فِىْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ ۝٣

৫৪. তারা যে জিনিস পাবার আকাঙ্ক্ষা করবে তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হবে, যেমন তাদের সমপন্থী পূর্ববর্তীদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তারা বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পতিত ছিলো।

মহানবীর (স) মহাবাণী

يَقُوْلُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْاٰنُ عَنْ ذِكْرِىْ وَمَسْاَلَتِىْ اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَا اُعْطِى السَّائِلِيْنَ.

"মহামহিমান্বিত প্রভু বলেন, কুরআন (চর্চার ব্যস্ততা) যে ব্যক্তিকে আমার যিকির ও আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করা থেকে বিরত রেখেছে আমি তাকে, আমার কাছে যারা কিছু প্রার্থনা করে তাদের তুলনায় অধিক উত্তম পুরস্কার দিবো" (তিরমিযী, ফাদাইলুল কুরআন, বাব ২৪, নং ২৯২৬; দারিমী, বায়হাকী)।

www.pathagar.com

৩৫. সূরা ফাতির (৪৩)

٣٥. سُوْرَةُ فَاطِرٍ

আয়াত : ৪৫; রুকূ' : ৫; মক্কী

أٰيَاتُهَا : ٤٥، رُكُوْعٌ : ٥، مَكِّيَّةٌ

আলোচ্য সূরাটি সম্ভবত মক্কী অধ্যায়ের মধ্যবর্তী সময়ের শেষদিকে নাযিল হয়েছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেয়ার সর্বাত্মক অপচেষ্টা চালনো হয়।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং দুই, তিন ও চার পাখাবিশিষ্ট ফেরেশতাদেরকে বার্তাবাহক নিয়োগকারী। তিনি নিজ সৃষ্টিকুলের কাঠামোতে যা ইচ্ছা যোগ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বময় শক্তির অধিকারী।

١. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلاً اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ط يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

২. আল্লাহ মানুষের জন্য রহমতের যে দরজাই খুলে দেন তা বন্ধ করার কেউ নেই এবং যা তিনি বন্ধ করে দেন তারপর তা খুলে দেয়ারও তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٢. مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ج وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৩. হে মানবজাতি! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ করো। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে তোমাদেরকে রিযিক দেয়ার মতো আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সৃষ্টিকর্তা আছে কি? তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তাহলে তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছো?

٣. يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ط هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ص فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

৪. তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে আপনার পূর্বেকার রাসূলগণকেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। আর সব বিষয়ই আল্লাহ্‌র সমীপে ফিরে যাবে।

٤. وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○

৫. হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেনো তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে এবং সেই মারাত্মক

٥. يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ق وَلَا

www.pathagar.com

يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ○

ধোঁকাবাজও (শয়তান) যেনো তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকা দিতে না পারে।

٦۔ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ط اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ⑥

৬. শয়তান অবশ্যই তোমাদের দুশমন। অতএব তোমরা তাকে দুশমন হিসেবেই গ্রহণ করো। সে তো তার দলবলকে দোযখবাসী হওয়ার জন্যই ডেকে থাকে।

٧۔ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ⑦

৭. যেসব লোক কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আর যেসব লোক ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

٨۔ اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ط فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ز فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○

৮. যে ব্যক্তির জন্য তার খারাপ কাজ চাকচিক্যপূর্ণ করা হয় এবং সে সেটিকে উত্তম মনে করে (তার বিভ্রান্তির শেষ আছে কি)? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। অতএব (হে নবী!) আপনি তাদের জন্য আক্ষেপ করতে করতে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। তারা যা কিছু করে তা আল্লাহ উত্তমরূপেই অবগত আছেন।

٩۔ وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ○

৯. আল্লাহ্, তিনিই বায়ুপ্রবাহ পাঠান, তা মেঘমালাকে পরিচালনা করে। অতঃপর আমি সেগুলোকে মৃত ভূখণ্ডের দিকে নিয়ে যাই, তারপর সেই ভূখণ্ডকে তার মৃত্যুর পর (বৃষ্টি) দ্বারা জীবন দান করি। এভাবেই হবে (তোমাদের) পুনরুত্থান।

١٠۔ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ط اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ط وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ط وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ○

১০. কেউ ইজ্জত-সম্মান চাইলে সে জেনে রাখুক, সমস্ত ইজ্জত-সম্মান আল্লাহ্র জন্য। তাঁর দিকেই উত্থিত হয় পাক-পবিত্র বাক্যসমূহ এবং সৎকাজই একে উপরে উঠিয়ে দেয়। আর যেসব লোক মন্দ কাজের চক্রান্তে লিপ্ত থাকে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি এবং তাদের চক্রান্ত আপনা আপনিই ধ্বংস হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

১১. আল্লাহ্ই তোমাদের (আদি পিতাকে) মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর (তোমাদের সৃষ্টি করেছেন) বীর্য থেকে, তারপর তোমাদেরকে যুগল (নারী-পুরুষ বা স্বামী-স্ত্রী) বানিয়েছেন। কোনো নারীর গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব সবই আল্লাহ্র জ্ঞানে আছে। কোনো বয়স্ক ব্যক্তির দীর্ঘায়ু লাভ বা তার বয়সে ঘাটতি হলে তাও একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহ্র জন্য এটা খুবই সহজ ব্যাপার।

١١۔ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ط وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ط وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

১২. দুই সমুদ্রের স্রোতধারা এক নয়, একটির পানি সুস্বাদু, মিষ্টি ও পান করার উপযোগী এবং অপরটির পানি তীব্র লবণাক্ত। অবশ্য উভয়টি থেকে তোমরা টাটকা গোশত (মাছ) লাভ করে থাকো এবং তোমাদের পরিধানের জন্য অলংকার সামগ্রীও আহরণ করো। তুমি তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করতে দেখো, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।

١٢۔ وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرٰنِ ق هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ط وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ج وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

১৩. তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আর তিনি সূর্য ও চাঁদকে নিয়মের অধীন করে রেখেছেন, প্রতিটি পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনিই তোমাদের আল্লাহ, তোমাদের প্রভু, রাজত্ব তাঁরই। তোমরা (কাফেররা) তাঁর পরিবর্তে যেগুলোর কাছে আবেদন-নিবেদন করো সেগুলো খেজুরের আঁটির আবরণেরও মালিক নয়।

١٣۔ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ لا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ز كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ط وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ⑬

১৪. তোমরা সেগুলোর কাছে আবেদন-নিবেদন করলে সেগুলো তোমাদের আবেদন শোনে না এবং শোনতে পেলেও তোমাদের আবেদনে সাড়া দিতে সক্ষম নয়। আর কিয়ামতের দিন সেগুলো তোমাদের কৃত শেরেক অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞ আল্লাহ ছাড়া আর কেউই (নির্ভুল খবর) তোমাকে অবহিত করতে পারে না।

١٤۔ اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ج وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ط وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ط وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ⑭

www.pathagar.com

১৫. হে মানুষ! তোমরাই আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী ফকীর এবং আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

١٥۔ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ج وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ○

১৬. তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টির উদ্ভব ঘটাতে পারেন।

١٦۔ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۙ

১৭. এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে মোটেও কঠিন নয়।

١٧۔ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ○

১৮. কোনো বহনকারী অপরের (পাপের) বোঝা বহন করবে না। কেউ যদি তার (পাপের) বোঝা বহন করার জন্য অন্যকে ডাকে তবে তার কিছুই বহন করা হবে না, যদিও সে তার নিকটাত্মীয়ও হয়। যেসব লোক তাদের প্রভুকে না দেখেই ভয় করে এবং নামায কায়েম করে, আপনি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারেন। আর যে ব্যক্তি নিজের সংশোধন করে সে নিজ কল্যাণের জন্যই সংশোধন করে। আল্লাহ্‌র কাছেই ফিরে যেতে হবে।

١٨۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ط وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَىْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ط اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ط وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ط وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ○

১৯. অন্ধ ব্যক্তি ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি সমান নয়;

١٩۔ وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ

২০. এবং না আলো ও অন্ধকার;

٢٠۔ وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ۙ

২১. আর না ছায়া ও রোদ;

٢١۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ۚ

২২. এবং সমান নয় জীবিতরা ও মৃতরা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শোনাতে পারেন। আর যারা কবরে আছে আপনি তাদের শোনাতে সক্ষম নন।

٢٢۔ وَمَا يَسْتَوِى الْاَحْيَآءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ ط اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ج وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ ○

২৩. আপনি তো কেবল একজন সতর্ককারী।

٢٣۔ اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ ○

২৪. আমি তো আপনাকে সত্য দীনসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি। এমন কোনো মানবগোষ্ঠী নেই যাদের নিকট সতর্ককারী আসেনি।

٢٤۔ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ط وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ○

www.pathagar.com

২৫. এসব লোক যদি আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে আগেকার লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছিলো। তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ, সহীফা (ক্ষুদ্রাকার আসমানী কিতাব) ও আলোকিত কিতাবসহ তাদের নিকট এসেছিলেন।

٢٥۔ وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ج جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ○

২৬. তারপর আমি কাফেরদেরকে গ্রেপ্তার করলাম। কী ভয়ংকর ছিলো আমার শাস্তি!

٢٦۔ ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۝٢٦

২৭. আপনি কি দেখেননি যে, আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন ? আমি তার সাহায্যে বিভিন্ন বর্ণের ফল উৎপন্ন করি। পর্বতমালায়ও রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ– সাদা, লাল ও নিকষ কালো।

٢٧۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ج فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ط وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ ○

২৮. একইভাবে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, প্রাণীকুল ও গবাদি পশু। আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী (আলেম) তারাই তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল।

٢٨۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ط اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ○

টীকা : ভিন্নতর পাঠ اللّٰهُ। يَخْشَى (আল্লাহ মর্যাদা দান করেন)। অতএব ভুলবশত প্রচলিত পাঠের বিপরীত পড়লেও কুফরী কালাম হবে না।

২৯. যেসব লোক আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করে, তারাই এমন ব্যবসায়ের আশা করতে পারে যাতে কোনো লোকসান নেই।

٢٩۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ۝٢٩

৩০. পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে তাদের পূর্ণ সওয়াব দান করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো বেশি দান করবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

٣٠۔ لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ○

www.pathagar.com

৩১. আমি আপনার নিকট ওহীর মাধ্যমে যে কিতাব পাঠিয়েছি তা সত্য, তা আগেকার কিতাবের সত্যায়নকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সবকিছু জানেন ও দেখেন।

٣١. وَالَّذِيٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ○

৩২. অতঃপর আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে বাছাই করে নিয়েছি তাদেরকে এই কিতাবের উত্তরাধিকারী (ধারক-বাহক) বানিয়েছি। এখন তাদের মধ্যে কেউ নিজের প্রতি যুলুমকারী, কেউ মধ্যমপন্থী এবং কেউ আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। এটাই মহাঅনুগ্রহ।

٣٢. ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ج فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ج وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ج وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ؕ

৩৩. স্থায়ী জান্নাতে তারা প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে সোনার কঙ্কন ও মণিমুক্তা দ্বারা সুসজ্জিত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের তৈরী।

٣٣. جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ج وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ○

৩৪. আর তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের থেকে দুঃখ-দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমাদের প্রভু ক্ষমাপরায়ণ, গুণগ্রাহী।

٣٤. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ط اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ ۙ ۝

৩৫. তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ীভাবে বসবাসের জায়গায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এখানে আমাদেরকে না কষ্টক্লেশ স্পর্শ করে, আর না স্পর্শ করে ক্লান্তি-অবসাদ।

٣٥. الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ج لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ○

৩৬. আর যারা কাফের হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। না তাদের জন্য (মৃত্যুর) ফয়সালা দেয়া হবে যে, তারা মরে যাবে, আর না তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি কমানো হবে। আমি এভাবেই প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

٣٦. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ج لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ط كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ۝

৩৭. সেখানে তারা চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে (এখান থেকে) বের

٣٧. وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ج رَبَّنَآ

www.pathagar.com

اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ط اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ط فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ۝

করে দিন, আমরা সৎকাজ করবো, আগে যা করেছি তা আর করবো না। (আল্লাহ বলবেন) আমি কি তোমাদেরকে এতোটা বয়স দেইনি যে, কেউ সজাগ-সচেতন হতে চাইলে হতে পারতো? আর তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিলো। অতএব তোমরা (শাস্তির) স্বাদ গ্রহণ করো। যালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

٣٨۔ اِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

৩৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সব গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত। অবশ্যই তিনি অন্তরযামী।

٣٩۔ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ ط فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ط وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ج وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ۝

৩৯. তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন। অতএব যে ব্যক্তি অবাধ্যাচরণ করবে তার অবাধ্যাচারের জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। আর কাফেরদের অবাধ্যাচার কেবল তাদের প্রভুর ক্রোধই বাড়িয়ে দেয় এবং কাফেরদের অবাধ্যাচার কেবল তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

٤٠۔ قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ج اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ج بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا ۝

৪০. আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যেসব শরীককে ডাকো তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছো কি ? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও তো দেখি! অথবা আকাশসমূহের সৃষ্টিতে ওদের কোনো অংশ আছে কি ? অথবা আমি ওদেরকে এমন কোনো কিতাব দিয়েছি কি যার দলীল-প্রমাণের উপর এরা নির্ভরশীল ? বরং এই যালেমরা পরস্পরকে প্রতারণাপূর্ণ ওয়াদা দিয়ে থাকে।

٤١۔ اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ج وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ط اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝

৪১. নিশ্চয়ই আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে স্থানচ্যুত হওয়া থেকে সংরক্ষণ করেন। আর যদি এ দু'টি স্থানচ্যুত হয় তবে তিনি ছাড়া আর কে সেগুলোকে সংরক্ষণ করতে পারে ? নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

www.pathagar.com

৪২. তারা আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ় শপথ করতো যে, তাদের নিকট কোনো সতর্ককারী আসলে তারা অন্য যে কোনো সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক বেশি হেদায়াতপ্রাপ্ত হতো। কিন্তু যখন তাদের নিকট একজন সতর্ককারী আসলো তখন তা তাদের পলায়ন প্রবণতাই (সত্যবিমুখতাকেই) বাড়িয়ে দিলো।

٤٢۔ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ج فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرَاﹰ ۝٧

৪৩. তারা পৃথিবীর বুকে অহংকার-ঔদ্ধত্ব প্রদর্শনে ও কুচক্রান্তে লিপ্ত হলো। আর কুচক্রান্ত কেবল সেই কুচক্রীদেরকেই ধ্বংস করে। তারা কেবল তাদের পূর্ববর্তীদের করুণ দশারই অপেক্ষা করছে। অতএব আপনি আল্লাহ্‌র বিধানে কখনো কোনো পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহ্‌র নিয়মে কখনো কোনো বিচ্যুতিও পাবেন না।

٤٣۔ اسْتِكْبَارًا فِى الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ط وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ط فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ج فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً ج وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلاً ۝

৪৪. তারা কি পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করে না, তাহলে দেখতে পেতো তাদের আগেকার লোকদের কী করুণ দশা হয়েছে? তারা তো শক্তিতে এদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলো। কোনো কিছুই না আকাশসমূহে আর না পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে অক্ষম ও অপারগ করতে পারে। নিশ্চয়ই তিনি মহাজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

٤٤۔ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ط وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَىْءٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ط اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ۝

৪৫. আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের কার্যকলাপের কারণে (সাথে সাথে) গ্রেপ্তার করতেন তবে ভূপৃষ্ঠে কোনো প্রাণীকেই রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর তাদের মেয়াদকাল পূর্ণ হয়ে গেলে আল্লাহ অবশ্যই তাঁর বান্দাদের দেখে ছাড়বেন।

٤٥۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ج فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ۝٤

www.pathagar.com

৩৬. সূরা ইয়াসীন (৪১) ٣٦۔ سُوْرَةُ يٰسٓ

আয়াত : ৮৩; রুকূ' : ৫; মক্কী اٰيَاتُهَا : ٨٣، رُكُوْعٌ : ٥، مَكِّيَّةٌ

সূরাটি মহানবী (স)-এর মক্কী জীবনের শেষার্ধের কোনো এক সময় নাযিল হয়ে থাকবে। এ সূরার ফযীলাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "সূরা ইয়াসীন হলো কুরআনের হৃৎপিণ্ড। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের কল্যাণ লাভের জন্য এই সূরা পড়বে তাকে ক্ষমা করা হবে। তোমরা তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদের সামনে সূরা ইয়াসীন পড়ো" (মুসনাদ আহ্মাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজা)।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. ইয়া সীন। ١۔ يٰسٓ ۝

২. মহাপ্রজ্ঞাপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ কুরআনের শপথ! ٢۔ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۝

৩. নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণেরই অন্তর্ভুক্ত, ٣۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

৪. সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। ٤۔ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

৫. (কুরআন) মহাপরাক্রমশালী পরম দয়ালুর নাযিল করা (কিতাব), ٥۔ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۝

৬. যাতে আপনি এমন এক জাতিকে সতর্ক করতে পারেন যাদের পূর্বপুরুষদের সতর্ক করা হয়নি। ফলে তারা উদাসীন। ٦۔ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۝

টীকা : আয়াতের বিকল্প অনুবাদ এরূপও হতে পারে, "আপনি একটি জাতিকে সেই বিষয়ে সতর্ক করুন যে বিষয়ে তাদের পূর্বপুরুষদের সতর্ক করা হয়েছিলো। কারণ তারা উদাসীন।"

৭. এদের অধিকাংশের জন্য শাস্তির বিষয় অবধারিত হয়েছে। অতএব তারা ঈমান আনবে না। ٧۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

৮. আমি তাদের ঘাড়ে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, ফলে তাদের মাথা উর্ধমুখী হয়ে গিয়েছে। ٨۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۝

টীকা : তাফসীরকারদের মতে এখানে 'বেড়ি' অর্থ তাদের হঠকারিতা, গোঁয়ারতুমি, যার দরুন তারা সত্য দীনকে কবুল করতে পারে না। 'মাথা উর্ধমুখী' হওয়ার অর্থ গর্ব-অহংকারে স্ফীত হয়ে ঘাড় খাড়া করে রাখা।

৯. আমি তাদের সামনেও প্রাচীর এবং তাদের পিছনেও প্রাচীর স্থাপন করেছি, এভাবে তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি। ফলে তারা দেখে না। ٩۔ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۝

www.pathagar.com

টীকা : সামনে-পিছনে প্রাচীর অর্থ, তাদের হঠকারিতা ও গর্ব-অহংকার তাদেরকে চারদিক থেকে এমনভাবে বেষ্টন করে রেখেছে যে, তারা অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না এবং ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্পর্কেও বিন্দুমাত্র চিন্তা-ভাবনা করে না।

١٠۔ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১০. আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন তাদের জন্য উভয়টিই সমান। তারা ঈমান আনবে না।

١١۔ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ج فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ○

১১. যে ব্যক্তি উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখেই দয়াময় রহমানকে ভয় করে, আপনি কেবল তাকেই সতর্ক করতে পারবেন। অতএব আপনি তাকে ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দিন।

١٢۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ط وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ۝

১২. নিশ্চয়ই আমিই মৃতদের জীবিত করি এবং তাদের কার্যকলাপ ও তাদের (কাজের) প্রতিক্রিয়াসমূহ লিখে রাখি। আমি প্রতিটি বিষয় স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি।

টীকা : 'মা কাদ্দামূ' বলতে মানুষের যাবতীয় কাজকর্ম এবং 'আছারাহুম' বলতে ঐ কাজের দ্বারা যে প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে তা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আখেরাতের জীবনে মানুষ কেবল তার কাজের ফলাফলই ভোগ করবে না, ঐ কাজের মাধ্যমে মানুষের সমাজে যে প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে তার ফলাফলও সে ভোগ করবে। মহানবী (স) বলেন, "যে ব্যক্তি দীন ইসলামে কোনো উত্তম প্রথার প্রচলন করলো এবং তার পরে লোকে তদনুযায়ী কাজ করলো, তার জন্য তাদের সম-পরিমাণ সওয়াব রয়েছে এবং তাতে তাদের সওয়াব মোটেও কমবে না। আর যে ব্যক্তি দীন ইসলামে কোনো নিকৃষ্ট বা পাপাচারমূলক প্রথার প্রচলন করলো এবং তার পরে লোকে তদনুযায়ী কাজ করে, তার জন্য রয়েছে তাদের সম-পরিমাণ পাপ এবং তাতে তাদের পাপের বোঝা মোটেও কমবে না।"
অপর হাদীসে আছে, "উত্তম প্রথার প্রচলনকারীর জন্য রয়েছে তার নিজের পুরস্কার এবং তদনুযায়ী আমলকারীদের সম-পরিমাণ অতিরিক্ত পুরস্কার। তাতে তাদের প্রাপ্যে মোটেও কমতি হবে না। পক্ষান্তরে কুপ্রথার প্রচলনকারীর জন্য রয়েছে তার নিজের পাপ এবং তদনুযায়ী আমলকারীদের সম-পরিমাণ অতিরিক্ত পাপ। তাতে তাদের পাপের বোঝা মোটেও হালকা হবে না" (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারিমী, মুসনাদ আহ্‌মাদ)।

١٣۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۙ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۝

১৩. আপনি এক লোকালয়ের দৃষ্টান্ত তাদের নিকট বর্ণনা করুন, যখন সেখানে রাসূলগণ এসেছিলেন।

টীকা : এখানে মক্কার মূর্তিপূজারীদের সামনে অতীত ইতিহাসের একটি ঘটনাকে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, উক্ত জনপদের লোকজন দীনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে। তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি দীনের দাওয়াত গ্রহণ করলে তারা তাকে হত্যা করে। ফলে তারা আল্লাহ্‌র গযবে পতিত হয়ে সমূলে ধ্বংস হয়েছে। এখন তোমরাও যদি হিংসা-বিদ্বেষ ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে মুহাম্মাদ (স)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করো তবে তোমাদেরও একই পরিণতি হবে। তোমরাও আল্লাহ্‌র গযব থেকে রেহাই পাবে না।

www.pathagar.com

কোন এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে তা কুরআন মজীদে ও হাদীস শরীফে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই। আগেকার কালের একদল তাফসীরকার সিরিয়ার ইনতাকিয়া (Antiok) শহরকে নির্দিষ্ট করেছেন। কিন্তু তা যথাযথ নয়। বৃহৎ সিরীয় অঞ্চলের মধ্যে সর্বপ্রথম ইনতাকিয়ার লোকজনই ব্যাপক হারে হযরত ঈসা (আ)-এর উপর ঈমান এনেছিলো।

١٤۔ اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ○

১৪. আমি তাদের নিকট দু'জন রাসূল পাঠালে তারা তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো। অতঃপর আমি তৃতীয়জনের দ্বারা তাদেরকে শক্তিশালী করলাম। তারা বললেন, নিশ্চয়ই আমাদেরকে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছে।

١٥۔ قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ○

১৫. তারা বললো, তোমরা তো আমাদের মতো মানুষই। দয়াময় রহমান তো কিছুই নাযিল করেননি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলছো।

١٦۔ قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ○

১৬. তারা বললো, আমাদের প্রভু জানেন, আমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের নিকট রাসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে।

١٧۔ وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

১৭. পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব।

١٨۔ قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১৮. লোকজন বললো, আমরা তো তোমাদেরকে আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করি। যদি তোমরা বিরত না হও তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবো এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমরা নির্মম শাস্তির শিকার হবে।

١٩۔ قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ط اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ○

১৯. রাসূলগণ বললেন, তোমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ তোমরা নিজেরাই। তা কি এজন্য যে, তোমাদেরকে সদুপদেশ দেয়া হয়েছে? বরং তোমরা সীমালংঘনকারী এক সম্প্রদায়।

٢٠۔ وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ۙ ○

২০. ইতিমধ্যে শহরের উপকণ্ঠ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে বললো, হে আমার জাতি! তোমরা রাসূলগণকে মেনে নাও।

٢١۔ اِتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ○

২১. যারা তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক দাবি করেন না এবং যারা সঠিক পথে রয়েছেন তোমরা তাদের অনুসরণ করো।

www.pathagar.com

পারা-২৩

২২. আমার কী যুক্তি আছে, যে মহান সত্তা আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর কাছে তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে আমি তাঁর ইবাদত করবো না ?

২২۔ وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

২৩. আমি কি তাঁকে ছেড়ে অন্য ইলাহ গ্রহণ করবো ? অথচ দয়াময় রহমান যদি আমার ক্ষতিসাধন করতে চান তাহলে ওদের সুপারিশ আমার কোনো উপকারে আসবে না এবং ওরা আমাকে রক্ষাও করতে পারবে না।

২৩۔ ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَّلَا يُنْقِذُوْنَ ۞

২৪. আমি যদি তাই করি তাহলে আমি পরিষ্কারভাবেই পথভ্রষ্ট হবো।

২৪۔ اِنِّيْٓ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

২৫. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান এনেছি। অতএব তোমরা আমার কথা শোনো।

২৫۔ اِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ۞

২৬. বলা হলো, তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বললো, আহা! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারতো

২৬۔ قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ط قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ۞

২৭. যে, আমার প্রভু কেনো আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং মর্যাদাবানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন!

২৭۔ بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ○

টীকা : আয়াত নং ২০-২৭ থেকে দাওয়াত গ্রহণকারী লোকটির অভিব্যক্তি, তার দাওয়াত এবং এর ফলে তার নিহত হওয়ার মর্যাদা উপলব্ধি করা যায়। তিনি দাওয়াত দানকারী তিন ব্যক্তির দাওয়াতে সাড়া দিয়ে আল্লাহ্‌র দীন কবুল করেন এবং তার জাতিকেও আল্লাহ্‌র দীন কবুলের আহ্বান জানান। এই অপরাধে দুষ্কৃতিতে নিমজ্জিত জাতি তাকে নির্মম নির্যাতন করে সত্য দীন বর্জনের জন্য চাপ দিতে থাকে। তিনি যুক্তি (২২-২৫ আয়াত) পেশ করে তার মতে অবিচল থাকেন। ফলে তারা তাকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করে। আল্লাহ তায়ালা সাথে সাথে তাকে জান্নাতে দাখিল করেন এবং তাকে তাঁর মর্যাদাবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। অপরদিকে তিনি যালেম সম্প্রদায়কে তাঁর গযব দ্বারা সমূলে বিনাশ করেন।

বর্তমান কালে মুসলমানরা ধর্মহীন পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতির প্রভাবে ব্যাপকভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তারা স্বার্থপর পশ্চিমা ভোগবাদ, নাস্তিকতাবাদী সমাজতন্ত্র ও ধর্মের প্রতি উদাসীনতা সৃষ্টিকারী সেকুলারিজমকে নিজেদের রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন দেশে তারা এসব কুফরী মতাদর্শকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছে এবং এর বিরোধিতাকারীদের নানাভাবে নির্যাতন করছে। শুধু তাই নয়, তাদের দৃষ্টিতে কুরআন মজীদ অন্যান্য ধর্মের ধর্মীয় পুস্তকের মতো একটি বইমাত্র। তারা ব্যক্তিগত জীবনে নামায-রোযা-হজ্জ আদায় করলেও কুরআনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনের চরম বিরোধী, একজন অমুসলিমের চেয়েও অধিক বিরোধী। এরপরও তারা নিজেদেরকে খাঁটি মুসলমান দাবি করে।

এহেন অবস্থায় গোটা বিশ্বে, বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে যেসব লোক দীন ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন, ইসলামের সামগ্রিক কাঠামোকে সমাজে ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন করার চেষ্টায় নিয়োজিত আছেন, প্রতিকূল পরিবেশেও ইসলামী শরীয়াতের আলোকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন, আমি আশা করি, তারাও ২০ নং আয়াতে উক্ত ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করবেন। তারা যদি বিভ্রান্ত-দিকভ্রান্তদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে

www.pathagar.com

জীবন দান করেন তবে আমার মনে হয় তারাও সাথে সাথে জান্নাত লাভ করবেন এবং আল্লাহ্‌র সম্মানিত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। ঘটনাটি বিশ্বব্যাপী ইসলামী দাওয়াতের কর্মীদের জন্য শিক্ষণীয় ও অনুপ্রেরণাদায়ী।

২৮. وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ○

২৮. তার (নিহত হওয়ার) পর আমি আকাশ থেকে কোনো সামরিক বাহিনী পাঠাইনি এবং আমার তা পাঠানোর প্রয়োজনও ছিলো না।

২৯. اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ○

২৯. কেবলমাত্র একটি বিকট শব্দ। ফলে তারা সাথে সাথে নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেলো।

৩০. يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

৩০. হায় আফসোস বান্দাদের জন্য! তাদের নিকট যখনই কোনো রাসূল এসেছেন তারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে।

৩১. اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ⑤

৩১. তারা কি দেখে না, আমি তাদের পূর্বেকার কতো মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি? তারা তাদের মধ্যে আর ফিরে আসবে না।

৩২. وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ⑥

৩২. গোটা মানবগোষ্ঠীকেই একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে।

৩৩. وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ○

৩৩. মানুষের জন্য একটি নিদর্শন হলো মৃত পৃথিবী। আমি একে জীবিত করি এবং তাতে ফসল উৎপন্ন করি যা তারা আহার করে।

৩৪. وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ⑦

৩৪. আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং তাতে প্রবাহিত করি ঝর্ণাসমূহ,

৩৫. لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ○

৩৫. যাতে তারা এর ফল খেতে পারে। এসব তাদের হাতে গড়া নয়।[১] তবুও কি এরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

টীকা-১ : আয়াতের বিকল্প অর্থ এও হতে পারে– "যেনো তারা এর ফল এবং তাদের হাতগুলো যা কিছু তৈরি করে তা আহার করতে পারে"। অর্থাৎ প্রকৃতিগত বস্তুসামগ্রী দ্বারা মানুষ যেসব উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করে, যেমন ভাত, রুটি তরিতরকারী, আচার আরো নানাবিধ খাদ্য।

৩৬. سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا

৩৬. পবিত্র-মহান তিনি যিনি জমিতে উৎপন্ন উদ্ভিদকে, তাদেরই মানব প্রজাতিকে এবং তাদের

www.pathagar.com

مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ○

অজানা বহু কিছুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।

٣٧۔ وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ج نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ۝

৩৭. মানুষের জন্য আরো একটি নিদর্শন হচ্ছে 'রাত'। আমি তা থেকে দিনকে সরিয়ে দেই, ফলে তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়।

٣٨۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ط ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝

৩৮. আর সূর্য, তা তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে চলে যাচ্ছে। এটা প্রবল পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানীর সুনিয়ন্ত্রিত নির্ধারণ।

٣٩۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ○

৩৯. আর চাঁদ, তার জন্যও আমি বিভিন্ন মনযিল নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, সেগুলো অতিক্রমশেষে তা শুকনো খেজুর ডালের ন্যায় (ক্ষীণ) হয়ে যায়।

٤٠۔ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ○

৪০. সূর্যের পক্ষে চাঁদের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয় এবং রাতও দিনকে অতিক্রম করতে পারে না। প্রতিটিই শূন্যলোকে সাঁতার কাটছে।

٤١۔ وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۝

৪১. মানুষের জন্য আরো একটি নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরগণকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম;

٤٢۔ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ○

৪২. এবং তাদের জন্য অনুরূপ আরো যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে থাকে।

٤٣۔ وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ۝

৪৩. আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি, তখন তাদের আর্ত-চিৎকার (ফরিয়াদ শোনার মতো) কেউ নেই এবং তারা কোনোক্রমে রক্ষাও পেতে পারে না;

٤٤۔ اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ○

৪৪. কিন্তু আমার পক্ষ থেকে দয়াই (তাদের তীরে পৌঁছায়) এবং এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত জীবন উপভোগের সুযোগ দেয়।

٤٥۔ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

৪৫. যখন তাদের বলা হয়, সামনে তোমাদের যে পরিণতি আসছে এবং যা তোমাদের পিছনে রয়ে গেছে তা থেকে আত্মরক্ষা করো, যাতে

www.pathagar.com

তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পারো (তখন তারা তা অগ্রাহ্য করে)।

৪৬. তাদের প্রভুর নিদর্শনসমূহের মধ্যকার যে কোনো নিদর্শনই তাদের কাছে আসে তারা তার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করে না।

٤٦۔ وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ○

৪৭. কখনো যদি তাদের বলা হয়, আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযিক দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করো, তখন অবাধ্যাচারী এই লোকেরা ঈমানদারগণকে বলে, আমরা কি আহার করাবো যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে আহার করাতে পারেন? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে আছো।

٤٧۔ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗٓ ۖ صلى اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৪৮. ওরা আরো বলে, এই প্রতিশ্রুতি (কিয়ামত) কখন পূর্ণ হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

٤٨۔ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

টীকা : কিয়ামতের দিন-তারিখ জানার জন্য তাদের প্রশ্ন নয়, বরং কুতর্ক ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার জন্যই তারা প্রশ্ন করতো। তাদের আসল কথা ছিলো, কিয়ামত বলতে কিছু নেই। তুমি একথা বলে শুধু আমাদের ভয় দেখাচ্ছো। তাই দিনক্ষণ না বলে বরং বলা হয়েছে, কিয়ামত অবশ্যই আসবে এবং হঠাৎ করে আসবে।

৪৯. আসলে এরা এক বিকট শব্দেরই অপেক্ষায় আছে, যা তাদেরকে আঘাত হানবে এমন অবস্থায় যখন তারা (পার্থিব স্বার্থ নিয়ে) বিবাদে লিপ্ত থাকবে।

٤٩۔ مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ○

৫০. তখন তারা ওসিয়াত করার সুযোগও পাবে না এবং নিজেদের পরিবারেও ফিরে আসতে পারবে না।

٥٠۔ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ○

৫১. আর শিংগায় ফুঁ দেয়ার সাথে সাথে তারা কবরসমূহ থেকে তাদের প্রভুর দিকে ছুটে আসবে।

٥١۔ وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ○

টীকা : এ আয়াত থেকে কিয়ামতের ধারাবাহিক বর্ণনা শুরু হয়েছে এবং ৬৭ নং আয়াতে শেষ হয়েছে। মোট তিনবার শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। প্রথমবারের ফুঁ-তে আসমান-জমিনের সব কিছু ভীত-শংকিত ও হতবিহ্বল হয়ে পড়বে। দ্বিতীয় ফুঁ-তে গোটা সৃষ্টিকুল ধ্বংস হয়ে যাবে। তৃতীয় ফুঁ-তে সমস্ত সৃষ্টিকুল, বিশেষত মানবকুল আল্লাহ্‌র সমীপে হাজির হবে।

৫২. তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে আমাদের আরামের বিছানা থেকে উঠালো? (বলা হবে) দয়াময় রহমান যে

٥٢۔ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ سكته هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ

www.pathagar.com

وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ○

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এটা তাই এবং রাসূলগণও সত্য বলেছিলেন।

٥٣۔ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَاهُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ○

৫৩. মাত্র একটি বিকট শব্দ, তাতে সহসাই তাদের সকলকে আমার কাছে হাযির করা হবে।

٥٤۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৫৪. আজ কারো প্রতি কিছুমাত্র যুলুম করা হবে না এবং তোমরা যেরূপ কাজ করেছো তদনুসারেই তোমাদের প্রতিদান দেয়া হবে।

٥٥۔ اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ۞

৫৫. অবশ্যই আজ জান্নাতের অধিকারীরা আনন্দে মাতোয়ারা থাকবে।

٥٦۔ هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِئُوْنَ ○

৫৬. তারা এবং তাদের স্ত্রীরা ছায়াঘেরা পরিবেশে রাজকীয় আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে।

٥٧۔ لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ۞

৫৭. সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফলমূল এবং তাদের কাঙ্ক্ষিত বা দাবিকৃত সবকিছু।

٥٨۔ سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ○

৫৮. শান্তি, পরম দয়ালু প্রভুর পক্ষ থেকে সম্ভাষণ।

٥٩۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ○

৫৯. আর হে দুষ্কৃতকারীরা! তোমরা আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও।

٦٠۔ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۞

৬০. হে আদম-সন্তানেরা! আমি কি তোমাদের পথনির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন?

٦١۔ وَّاَنِ اعْبُدُوْنِيْ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○

৬১. আর তোমরা আমারই ইবাদত করো, এটাই সরল পথ।

٦٢۔ وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ؕ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ○

৬২. সে তো তোমাদের বহু দলকে বিপথগামী করেছে। তবুও কি তোমরা উপলব্ধি করো না?

٦٣۔ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○

৬৩. এই সেই জাহান্নাম, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছিলো।

www.pathagar.com

٦٤. اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○

৬৪. আজ তোমরা তাতে দাখিল হও, কারণ তোমরা একে অবিশ্বাস করেছিলে।

٦٥. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

৬৫. আজ আমি তাদের মুখ সীলমোহর করে দিবো, তাদের হাতগুলো আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পাগুলো তারা যা উপার্জন করেছে সেই সম্পর্কে সাক্ষী দিবে।

টীকা : কাফেররা যখন তাদের কৃতকর্ম অস্বীকার করবে এবং আমলনামাও প্রত্যাখ্যান করবে তখন আল্লাহ তাদের বাকশক্তি রহিত করে দিবেন এবং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের অনাচারগুলো তুলে ধরবে (আরো দেখুন সূরা নূর, ৪২ নং আয়াত এবং সূরা হা-মীম সাজদা, ২০ নং আয়াত)।

٦٦. وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ○

৬৬. আমি ইচ্ছা করলে তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিতে পারতাম, তখন তারা পথ চলতে চাইলে কিভাবে দেখতে পেতো!

٦٧. وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ۝

৬৭. আর আমি ইচ্ছা করলে তাদের নিজ নিজ স্থানে তাদের দৈহিক কাঠামো বিকৃত করে দিতে পারতাম। ফলে তারা সামনেও যেতে পারতো না এবং পিছনেও হটতে পারতো না।

٦٨. وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ط اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ○

৬৮. আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি তার দৈহিক কাঠামো সংকুচিত করে দেই। তবুও কি তারা বোঝে না?

টীকা : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার বৃদ্ধ অবস্থায় শিশুর মতো অবুঝ, অক্ষম ও নির্বোধ করে দেন। অন্যরা তাকে শিশুর মতো উঠায়, বসায়, শোয়ায়, খাওয়ায়, পান করায়, পরিধান করায়। সে বিছানায় পেশাব-পায়খানা করে, অবুঝের মতো কথাবার্তা বলে (আরো দ্র. সূরা নাহল : ৭০ এবং সূরা হজ্জ : ৫ আয়াত)।

٦٩. وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِىْ لَهٗ ط اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ۝

৬৯. আমি তাঁকে (মুহাম্মাদকে) কবিতা শিখাইনি এবং তা তার জন্য শোভনীয়ও নয়। এতো একটি উপদেশমালা এবং সুস্পষ্ট কুরআন;

টীকা : কাফেররা মহানবী (স)-কে কবি, গণক, যাদুকর ও পাগল আখ্যা দিয়ে তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত, মৃত্যুর পরের জীবন, জান্নাত, জাহান্নাম, পরকালীন হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যকে উপহাস করতো, অর্থহীন বাজে কথা বলে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করতো। এ আয়াতে তার প্রতিবাদ করা হয়েছে।

٧٠. لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

৭০. যাতে তিনি জীবিতদেরকে সতর্ক করতে পারেন এবং যাতে কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

৭১. মানুষেরা কি দেখে না, আমার নিজ হাতে তৈরী বস্তুনিচয়ের মধ্যে তাদের জন্য গবাদি পশুও সৃষ্টি করেছি এবং এখন তারাই এগুলোর মালিক ?

٧١. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ○

৭২. আর আমি সেগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। অতএব এগুলোর কতক তাদের যানবাহন এবং কতকের গোশত তারা আহার করে।

٧٢. وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ○

৭৩. এগুলোর মধ্যে তাদের জন্য রয়েছে নানাবিধ কল্যাণ, উপকারিতা ও পানীয় (দুধ)। তবুও কি তারা শোকরগুযার হবে না ?

٧٣. وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ط اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ○

৭৪. এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য ইলাহ গ্রহণ করেছে এই আশায় যে, তাদেরকে সাহায্য করা হবে।

٧٤. وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ط

৭৫. অথচ এগুলো তাদেরকে সাহায্য করতে মোটেও সক্ষম নয় এবং এগুলোকে তাদের বাহিনীরূপে হাযির করা হবে।

٧٥. لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ لا وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ○

৭৬. অতএব ওদের কথাবার্তা যেনো আপনাকে কষ্ট না দেয়, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে। আমি অবশ্যই জানি তারা যা লুকায় এবং যা প্রকাশ করে।

٧٦. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ج اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ○

টীকা : 'যা লুকায় এবং যা প্রকাশ করে' অর্থাৎ কাফেররা মহানবী (স)-এর উপর যেসব দোষারোপ করতো তা যে সম্পূর্ণ ডাহা মিথ্যা এবং তাঁর বক্তব্য যে সত্যভিত্তিক তাও তারা তাদের একান্ত ঘরোয়া বৈঠকে স্বীকার করতো, কিন্তু তা গোপন রাখতো। আর মানুষকে তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ রটিয়ে বেড়াতো।

৭৭. মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি ? অথচ সে হয়ে গেলো এক প্রকাশ্য ঝগড়াটে;

٧٧. اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ○

৭৮. এবং সে আমার সামনে উদাহরণ পেশ করে আর নিজের সৃষ্টিরহস্য ভুলে গেছে। সে বলে, এই জরাজীর্ণ হাড়গুলো আবার কে জীবিত করতে পারে ?

٧٨. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ط قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ○

টীকা : ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। কাফের নেতা আস ইবনে ওয়াইল (বর্ণনান্তরে উবাই ইবনে খালফ) একটি জরাজীর্ণ হাড় কুরিয়ে এনে তা মহানবী (স)-এর সামনে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে বললো, আল্লাহ কীভাবে একে জীবিত করবেন ? মহানবী (স) বললেন, হাঁ, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মারবেন, তারপর পুনরায় জীবিত করবেন এবং দোযখে নিক্ষেপ করবেন (বায়হাকীর শুআবুল ঈমান, ইবনে আবু হাতেম)। রাসূলুল্লাহ (স) তাকে সর্বশেষ পাঁচটি (৭৯-৮৩) আয়াত পড়ে শুনিয়ে দেন।

www.pathagar.com

৭৯. আপনি বলুন, এগুলোকে তিনিই জীবিত করবেন যিনি প্রথমবার এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণরূপে জ্ঞাত।

٧٩۔ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُ ۙ○

৮০. তিনিই তোমাদের জন্য সবুজ গাছপালা থেকে আগুন উৎপন্ন করেন এবং তার দ্বারা তোমরা (চুলায়) আগুন ধরাও।

٨٠۔ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ○

৮১. যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি সেগুলোর অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? অবশ্যই সক্ষম। তিনি তো মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।

٨١۔ اَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط بَلٰى ق وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ○

৮২. তিনি যখন কোনো কিছু করার ইচ্ছা করেন তখন তাঁর কাজ শুধু এই যে, সেটিকে বলেন, 'হও', আর অমনি তা হয়ে যায়।

٨٢۔ اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ○

৮৩. অতএব পবিত্র মহান সেই সত্তা যাঁর হাতে সকল কিছুর কর্তৃত্ব নিহিত এবং তাঁর কাছেই তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে।

٨٣۔ فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

মহানবীর (স) মহাবাণী

مَا اٰمَنَ بِالْقُرْاٰنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ.

"যে ব্যক্তি কুরআনের হারামসমূহকে হালাল মনে করে সে কুরআনের প্রতি ঈমান আনেনি" (তিরমিযী, বাব ২০, নং ২৯১৮)।

www.pathagar.com

৩৭. সূরা আস-সাফ্‌ফাত (৫৬) ٣٧. سُوْرَةُ الصّٰٓفّٰتِ

আয়াত : ১৮২; রুকূ' : ৫; মক্কী اٰيَاتُهَا : ١٨٢، رُكُوْعٌ : ٥، مَكِّيَّةٌ

সূরাটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মক্কী জীবনের শেষভাগে নাযিল হয়েছে, যখন কাফেররা মুসলমানদেরকে নির্দয়ভাবে অত্যাচার-নির্যাতন করে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর ৪০-৫০ জন সাহাবী ব্যতীত সকলেই দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলো। তখন এরূপ ধারণা করা ছিলো সুদূর পরাহত যে, এই নিপীড়িত ক্ষুদ্র দলটি অচিরেই বিজয়ীর বেশে মক্কায় ফিরে আসবে। বরং প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণা ছিলো, এই নতুন দাওয়াতী কার্যক্রম মক্কার পর্বত গুহায় চিরকালের জন্য দাফন হয়ে যাবে। এই সূরায় আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের সতর্ক করে দিলেন, অচিরেই তোমরা আল্লাহ্‌র সামরিক বাহিনীকে তোমাদের বাড়ির আঙ্গিনায় উপস্থিত দেখতে পাবে (১৭১-১৭৯ আয়াত)। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিফলিত হয়। বিশ্বব্যাপী ইসলামী দাওয়াত সম্প্রসারণকারীদের জন্য এ সূরায় উৎসাহব্যঞ্জক শিক্ষা রয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١. وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۝١

১. কাতারবন্দি হয়ে যারা দাঁড়ানো তাদের শপথ;

٢. فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۝٢

২. অতঃপর ধমক দিয়ে ভয়-ভীতি প্রদর্শনকারীদের শপথ;

٣. فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۝٣

৩. অতঃপর যারা উপদেশবাণী শোনায় তাদের শপথ!

টীকা : আল্লাহ তায়ালা এখানে ফেরেশতাদের শপথ করেছেন।

٤. اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝٤

৪. নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ মাত্র একজনই।

٥. رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝٥

৫. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছুর প্রভু এবং সব উদয়স্থানেরও পরিচালক।

٦. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ ۝٦

৬. নিশ্চয়ই আমি নিকটতর আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুশোভিত করেছি;

٧. وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۝٧

৭. এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে একে সুরক্ষিত করেছি।

٨. لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى

৮. তারা উচ্চতর জগতের কিছুই শোনতে পায় না

www.pathagar.com

وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۞

এবং সবদিক থেকে তাদের উপর নিক্ষিপ্ত হয় (উল্কাপিণ্ড);

٩۔ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۞

৯. তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য এবং ওদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে অবিরাম শাস্তি।

١٠۔ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝

১০. তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।

١١۔ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ۝

১১. এখন কাফেরদের জিজ্ঞেস করুন, তাদের সৃষ্টি কি কঠিনতর, না আমি অন্য যা সৃষ্টি করেছি সেগুলো ? আমি তো তাদের সৃষ্টি করেছি আঠালো মাটি থেকে।

١٢۔ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ ۞

১২. বরং আপনি তো (আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কুশলতায়) বিস্ময়াভিভূত হচ্ছেন আর তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে।

١٣۔ وَاِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ۞

১৩. তাদেরকে বুঝাতে চাইলেও তারা বোঝে না।

টীকা : ভিন্নার্থ– "তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হলেও তারা মনোযোগ দেয় না"।

١٤۔ وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ۞

১৪. এবং তারা কোনো নিদর্শন দেখলে উপহাস করে।

١٥۔ وَقَالُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۞

১৫. আর তারা বলে, এতো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছু নয়।

١٦۔ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۞

১৬. আমরা যখন মরে যাবো এবং মাটিতে ও হাড়-হাড্ডিতে পরিণত হবো তবুও কি আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে ?

١٧۔ اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ۞

১৭. এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও ?

١٨۔ قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ۞

১৮. আপনি বলুন, হাঁ, আর তোমরা হবে লাঞ্ছিত, অসহায়।

١٩۔ فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝

১৯. তা হবে একটি মাত্র বিকট শব্দ, সহসা তারা দেখতে পাবে (যে সম্পর্কে তাদের অবহিত করা হয়েছিল তা)।

٢٠۔ وَقَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝

২০. আর তারা বলবে, হায় আমাদের সর্বনাশ! এই তো বিচারের দিন।

٢١ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۞

২১. এই তো ফয়সালার দিন, যাকে তোমরা মিথ্যা আখ্যায়িত করতে।

www.pathagar.com

২২. তোমরা (ফেরেশতাগণ) একত্র করো স্বৈরাচারী যালেমদের, তাদের সহযোগীদের[১] এবং তাদেরকেও যাদের তারা উপাসনা করতো–

٢٢۔ اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ۝٢٢

টীকা-১ : 'সহযোগী' মূলে আছে আযওয়াজ, যাওয-এর ব.ব., এর অর্থ স্ত্রী-ও হতে পারে। অর্থাৎ যেসব স্ত্রী ধর্মদ্রোহিতায় তাদের স্বামীদের সহযোগী হয়েছে।

২৩. আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে; এবং তাদেরকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যাও।

٢٣۔ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ۝

২৪. আর তাদেরকে থামাও, অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

٢٤۔ وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ ۝٢٤

২৫. তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে আসছো না যে?

٢٥۔ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ ۝

২৬. বরং আজ তারা আত্মসমর্পণকারী।

٢٦۔ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ۝

২৭. আর তারা পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে একে অপরকে জিজ্ঞেস করবে।

٢٧۔ وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ۝

২৮. তারা (অনুসারীরা) বলবে, তোমরা (নেতারা) তো আমাদের ডান দিক দিয়ে আসতে।

٢٨۔ قَالُوْٓا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ۝

টীকা : 'ডানদিক' মূলে আছে ইয়ামীন। এর একটি অর্থ শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি। অর্থাৎ তোমরা নেতারা আমাদেরকে তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে বিপথগামী করেছো। আরেক অর্থ হতে পারে কল্যাণ ও স্বাচ্ছন্দ। অর্থাৎ তোমরা আমাদেরকে এই সুবিধা দিবে, আমাদের জন্য সমৃদ্ধি এনে দিবে– এসব আশ্বাসবাণী শুনিয়ে আমাদেরকে বিপথগামী করেছো। আর 'ইয়ামীন' অর্থ যদি 'শপথ' হয় তবে বাক্যের তাৎপর্য হলো– তোমরা আমাদের সামনে কিরা-কসম করে বলেছো যে, তোমাদের কথা সত্য।

২৯. তারা (নেতৃবৃন্দ) বলবে, বরং তোমরাই ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিলে না;

٢٩۔ قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝٢٩

৩০. এবং তোমাদের উপর আমাদের কোনো কর্তৃত্বও ছিলো না, বরং তোমরা নিজেরাই ছিলে বিদ্রোহী এক সম্প্রদায়।

٣٠۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ۝

৩১. অতএব আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রভুর কথাই অবধারিত হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তিভোগ করতে হবে।

٣١۔ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۚ اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ۝

www.pathagar.com

৩২. আমরা তোমাদেরকে বিপথগামী করেছিলাম। কারণ আমরা নিজেরাই তো ছিলাম বিপথগামী।

٣٢۔ فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ○

৩৩. অতএব সেদিন তারা সকলেই অভিন্ন শাস্তিভোগে সমান অংশীদার হবে।

٣٣۔ فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ○

٣٤۔ اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ○

৩৪. দুষ্কৃতকারীদের সাথে আমি এরূপ ব্যবহারই করে থাকি।

৩৫. তাদেরকে যখন বলা হতো, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই' তখন তারা অহংকার করতো।

٣٥۔ اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ۙ

৩৬. আর তারা বলতো, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদের বর্জনকারী হবো?

٣٦۔ وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ۚ

৩৭. অথচ তিনি সত্য দীনসহ এসেছেন এবং রাসূলগণের সত্যতা স্বীকার করেছেন।

٣٧۔ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

৩৮. তোমরা অবশ্যই মর্মান্তিক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে।

٣٨۔ اِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ ۙ

৩৯. তোমরা যেসব কার্যকলাপ করেছো তারই প্রতিদান তোমাদের দেয়া হচ্ছে।

٣٩۔ وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۙ

৪০. কিন্তু আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দারা (এই ভয়ংকর পরিণতি থেকে)।

٤٠۔ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۙ

৪১. তাদের জন্য আছে সুনির্দিষ্ট রিযিক;

٤١۔ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ ۙ

৪২. ফলমূল, এবং তারা সম্মানের সাথে বসবাস করবে;

٤٢۔ فَوَاكِهُ ۚ وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ ○

৪৩. ভোগসামগ্রীতে ভরপুর জান্নাতে।

٤٣۔ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۙ

৪৪. তারা আসনসমূহে মুখোমুখি আসীন হবে।

٤٤۔ عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ○

৪৫. তাদেরকে ঘুরেফিরে স্বচ্ছ শরাব পাত্র পরিবেশন করা হবে;

٤٥۔ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۙ

৪৬. শুভ্র-উজ্জ্বল, যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

٤٦۔ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۙ

www.pathagar.com

৪৭. তাতে ক্ষতিকর নেশাও থাকবে না এবং তা পান করে তারা নেশাগ্রস্তও হবে না।

٤٧۔ لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ○

৪৮. তাদের সাথে থাকবে আনত আয়তলোচনা হুরেরা।

٤٨۔ وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ⑤

৪৯. তারা যেনো সুরক্ষিত ডিম।

٤٩۔ كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ○

টীকা : এখানে হুরদের সৌন্দর্য বর্ণনা করা হয়েছে। ঝিল্লিসহ ডিমের খোসা ছাড়ালে তা যেমন মসৃণ ও ঝকঝকে দেখায়, হুরদের দৈহিক সৌন্দর্যও হবে তদ্রূপ।

৫০. তারা একে অপরের দিকে মুখ করে পরস্পর জিজ্ঞেস করবে।

٥٠۔ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ○

৫১. তাদের কেউ বলবে, (দুনিয়ায়) আমার এক সাথী ছিলো।

٥١۔ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّىْ كَانَ لِىْ قَرِيْنٌ ⑤

৫২. সে বলতো, তুমি কি এতে বিশ্বাসী যে,

٥٢۔ يَّقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ○

৫৩. আমরা যখন মারা যাবো এবং মাটিতে ও হাড়-হাড্ডিতে পরিণত হবো, তবুও কি আমাদের প্রতিফল দেয়া হবে?

٥٣۔ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ○

৫৪. আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি তাকে দেখতে চাও?

٥٤۔ قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ○

৫৫. অতএব সে উঁকি দিবে এবং তাকে দোযখের মাঝখানে দেখতে পাবে।

٥٥۔ فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ

৫৬. সে বলবে, আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি তো আমাকে ধ্বংসই করে ফেলেছিলে–

٥٦۔ قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ⑤

৫৭. আমার প্রভুর অনুগ্রহ না পেলে আমিও যে গ্রেপ্তারকৃতদের সাথে উপস্থিত থাকতাম।

٥٧۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ○

টীকা : আখেরাতে মানুষের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বাকশক্তি এতো প্রবল-প্রখর হবে যে, তারা কোনো মাধ্যম ব্যতীত শত শত মাইল দূর থেকে অন্যকে দেখতে পাবে, তার কথা শোনতে পাবে এবং তার সাথে কথা বলতে পারবে।

৫৮. আমাদের তো আর মৃত্যু হবে না;

٥٨۔ اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ⑤

৫৯. প্রথমবারের মৃত্যুর পর এবং আমাদের শাস্তিও দেয়া হবে না।

٥٩۔ اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ○

টীকা : কথার ধরন থেকে বুঝা যায়, জান্নাতী ব্যক্তি তার দোযখী বন্ধুর সাথে কথা বলতে বলতে সহসা নিজের সাথেই কথা বলছে (৫৭-৬১ আয়াত তার প্রমাণ)।

www.pathagar.com

৬০. নিশ্চয়ই এটা মহাসাফল্য।

٦٠۔ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

৬১. অনুরূপ সাফল্য লাভের জন্য পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিৎ।

٦١۔ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ○

৬২. এই আপ্যায়ন কি উত্তম না যাক্কুম গাছ?

٦٢۔ اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلاً اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ○

৬৩. নিশ্চয়ই আমি যালেমদের জন্য বিপদস্বরূপ তা সৃষ্টি করেছি।

٦٣۔ اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ○

৬৪. এটি এমন একটি গাছ যা দোযখের তলদেশ থেকে উৎপন্ন হয়।

٦٤۔ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ○

৬৫. এর গুচ্ছ যেনো শয়তানের মাথা।

٦٥۔ طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ○

৬৬. সত্য অস্বীকারকারীরা এগুলো খাবে এবং এর দ্বারা তাদের পাকস্থলী ভরে ফেলবে।

٦٦۔ فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ○

৬৭. অতঃপর তাদেরকে পান করার জন্য দেয়া হবে (পুঁজ) মিশ্রিত ফুটন্ত গরম পানি।

٦٧۔ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ○

৬৮. তারপর অবশ্যই তাদের গন্তব্যস্থল হবে জাহান্নাম।

٦٨۔ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ ○

৬৯. তারা তাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছিলো পথভ্রষ্ট, হেদায়াত বঞ্চিত।

٦٩۔ اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَآءَهُمْ ضَآلِّيْنَ ○

৭০. এরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ছুটে চলছে।

٧٠۔ فَهُمْ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ ○

৭১. তাদের আগেও পূর্বকালের বহু লোক ছিলো পথভ্রষ্ট।

٧١۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

৭২. আমি অবশ্যই (তাদেরকে সতর্ক করার জন্য) তাদের মধ্যে সতর্ককারীদের (নবী-রাসূল) পাঠিয়েছিলাম,

٧٢۔ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ○

৭৩. অতএব আপনি লক্ষ করুন, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের কী পরিণতি হয়েছে!

٧٣۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ○

৭৪. তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাদের অবস্থা ছিলো ভিন্নতর।

٧٤۔ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ○

www.pathagar.com

৭৫. আর নূহ অবশ্যই আমাকে ডেকেছিলেন। আমি কতো উত্তম সাড়াদানকারী!

٧٥. وَلَقَدْ نَادٰنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ۝٧٥

৭৬. আমি তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে মহাবিপদ থেকে রক্ষা করেছিলাম;

٧٦. وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۝٧٦

৭৭. এবং তার বংশধরকে বিদ্যমান রেখেছি বংশপরম্পরায়;

٧٧. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ۝٧٧

৭৮. এবং পরবর্তীদের মধ্যে তাকে স্মরণীয় করে রেখেছি।

٧٨. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۝٧٨

৭৯. বিশ্ববাসীর মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

٧٩. سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ۝٧٩

৮০. আমি এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

٨٠. اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝٨٠

৮১. নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন আমার ঈমানদার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

٨١. اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٨١

৮২. অতঃপর আমি অন্য সকলকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছি।

٨٢. ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۝٨٢

৮৩. আর অবশ্যই ইবরাহীমও ছিলেন নূহের পথের অনুসারী।

٨٣. وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ ۝٨٣

৮৪. যখন তিনি তার প্রভুর কাছে এলেন প্রশান্ত অন্তর নিয়ে।

٨٤. اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝٨٤

৮৫. যখন তিনি তার পিতাকে ও তার জাতিকে বললেন, তোমরা কিসের পূজা করো?

٨٥. اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ۝٨٥

৮৬. তোমরা কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে বানোয়াট ইলাহ্ পেতে চাও?

٨٦. اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ۝٨٦

৮৭. বিশ্বজাহানের প্রভু সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী?

٨٧. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٨٧

৮৮. তারপর তিনি তারকারাজীর দিকে একবার তাকালেন।

٨٨. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ ۝٨٨

৮৯. অতঃপর তিনি বললেন, অবশ্যই আমি রোগাক্রান্ত, অসুস্থ।

٨٩. فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ ۝٨٩

৯০. অতএব তারা তাকে পিছনে রেখে চলে গেলো।

٩٠. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ۝٩٠

৯১. তারপর তিনি তাদের প্রতীমাগুলোর নিকট গেলেন এবং বললেন, তোমরা আহার করো না কেনো?

٩١. فَرَاغَ اِلٰٓى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ۝٩١

www.pathagar.com

৯২. তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কথা বলছো না কেনো ?

٩٢۔ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ○

৯৩. তারপর তিনি সেগুলোকে ডান হাত দিয়ে সজোরে আঘাত হানলেন।

٩٣۔ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ○

৯৪. তখন লোকজন তার দিকে দ্রুত বেগে ছুটে এলো।

٩٤۔ فَاَقْبَلُوْٓا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ ○

৯৫. তিনি বললেন, তোমরা নিজেরা পাথর খোদাই করে যেগুলোকে নির্মাণ করো সেগুলোর পূজা করো কেনো ?

٩٥۔ قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ ۝

৯৬. আল্লাহ্‌ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা তৈরী করো তাও।

٩٦۔ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ○

৯৭. তারা বললো, তোমরা তার জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করো এবং তাকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করো।

٩٧۔ قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ ○

৯৮. অতএব তারা তার বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র পাকাতে চাইলো, কিন্তু আমি তাদেরকেই পরাভূত করলাম।

٩٨۔ فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ ○

৯৯. ইবরাহীম বললেন, আমি আমার প্রভুর দিকে চললাম, তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন।

٩٩۔ وَقَالَ اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ ○

১০০. হে আমার প্রভু! আমাকে একটি সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন।

١٠٠۔ رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

১০১. অতএব আমি তাকে একজন ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

١٠١۔ فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ○

১০২. অতঃপর সে যখন পিতার সাথে কাজকর্ম করার বয়সে উপনীত হলো তখন তিনি বললেন, হে আমার পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি। এখন দেখো, তোমার অভিমত কি ? সে বললো, হে আমার পিতা! আপনাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তা পালন করুন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন।

١٠٢۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ط قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ز سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ○

টীকা : আয়াত নং ১০২ থেকে ১০৮ পর্যন্ত অতি সংক্ষেপে ইবরাহীম (আ) কর্তৃক ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানী করার ঘটনা উধৃত হয়েছে। পুত্রকে যবেহ করার নির্দেশ ছিলো পিতা-পুত্র উভয়ের জন্য এক কঠিন ও নির্মম পরীক্ষা। ছুরি

www.pathagar.com

চালাবার উদ্দেশে পিতা যেইমাত্র পুত্রকে উপুড় করে শোয়ালেন তখনই রহমানুর রাহীম আল্লাহ তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন, তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ, ছেলের গলায় ছুরি ধরার প্রয়োজন নেই। পরীক্ষার সর্বশেষ মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদের এভাবেই রক্ষা করেন।

١٠٣۔ فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ۞

১০৩. তারা উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করলেন এবং ইবরাহীম তার পুত্রকে উপুড় করে শোয়ালেন–

١٠٤۔ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۞

১০৪. তখন আমি তাকে ডাক দিলাম, হে ইবরাহীম!

١٠٥۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ج اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

১০৫. আপনি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছেন। আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।

١٠٦۔ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ○

১০৬. নিশ্চয়ই এটা ছিলো স্পষ্টই এক (কঠিন) পরীক্ষা।

١٠٧۔ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ○

১০৭. আমি এক বিরাট কুরবানীর বিনিময়ে তাকে মুক্ত করে নিলাম।

١٠٨۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ○

১০৮. আমি তার (কুরবানীর) বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে প্রচলিত রাখলাম।

١٠٩۔ سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ○

১০৯. ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

١١٠۔ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

১১০. আমি এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।

١١١۔ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১১১. নিশ্চয়ই তিনি আমার ঈমানদার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

١١٢۔ وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

১১২. আর আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম, তিনি ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ লোকদের মধ্যে একজন নবী।

١١٣۔ وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اِسْحٰقَ ط وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ ۞

১১৩. আমি তাকে বরকত দান করলাম এবং ইসহাককেও। তাদের উভয়ের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট যুলুমকারী।

١١٤۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۞

১১৪. আমি অবশ্যই মূসা ও হারূনের প্রতিও অনুগ্রহ করেছি;

١١٥۔ وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۞

১১৫. তাদের উভয়কে ও উভয়ের সম্প্রদায়কে ভয়ংকর নির্যাতন থেকে মুক্তিদান করেছি;

www.pathagar.com

১১৬. এবং তাদেরকে সাহায্য করেছি। ফলে তারাই হলেন বিজয়ী।

١١٦. وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ۝

১১৭. আমি তাদের উভয়কে অতীব স্পষ্ট কিতাব দান করেছি;

١١٧. وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ۝

১১৮. তাদের উভয়কে যথার্থই সঠিক পথে পরিচালিত করেছি;

١١٨. وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝

১১৯. এবং পরবর্তী মানবগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের সুনাম-সুখ্যাতি অব্যাহত রেখেছি।

١١٩. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى الْاٰخِرِيْنَ ۝

১২০. মূসা ও হারূনের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

١٢٠. سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۝

১২১. আমি এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।

١٢١. اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝

১২২. নিশ্চয়ই তারা উভয়ে আমার ঈমানদার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

١٢٢. اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১২৩. আর নিশ্চয়ই ইলয়াসও ছিলেন রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।

١٢٣. وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

১২৪. তিনি যখন তার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি ভয় করো না?

١٢٤. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

১২৫. তোমরা কি বা'ল দেবতাকে ডাকবে১ আর ত্যাগ করবে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা

١٢٥. اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ۝

১২৬. আল্লাহ্‌কে, যিনি তোমাদেরও প্রভু এবং তোমাদের অতীত পূর্বপুরুষদেরও?

١٢٦. اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

টীকা : বা'ল (بعل) শব্দের আভিধানিক অর্থ মনিব, নেতা, মালিক, স্বামী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন সেমিটিক জাতি শব্দটিকে 'উপাস্য' অর্থে ব্যবহার করতো। সিরিয়ার 'বাক্‌ক' নামক স্থানে বা'ল-এর মূর্তি স্থাপিত ছিলো। পরবর্তী কালে স্থানটির নাম হয়ে যায় বা'লবাক্‌ক। ইল্‌য়াস (আ) ছিলেন বনী ইসরাঈলের নবী (আনু. খৃ. পূ. ৮৭৫-৮৫০)।

১২৭. কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বললো। অতএব তাদেরকে শাস্তির জন্য পেশ করা হবেই।

١٢٧. فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ۝

১২৮. তবে আল্লাহ্‌র নিষ্ঠাবান বান্দাগণ ব্যতীত।

١٢٨. اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝

১২৯. আর আমি পরবর্তী মানবগোষ্ঠীর মধ্যে তার সুনাম-সুখ্যাতি স্মরণীয় করে রেখেছি।

١٢٩. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۝

www.pathagar.com

১৩০. ইল্‌য়াসীনের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

١٣٠۔ سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ○

১৩১. আমি এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।

١٣١۔ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

১৩২. নিশ্চয়ই তিনি আমার ঈমানদার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

١٣٢۔ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১৩৩. নিশ্চয়ই লূতও ছিলেন রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।

١٣٣۔ وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٦

১৩৪. আমি যখন তাকে ও তার পরিবার-পরিজনের সকলকে উদ্ধার করেছিলাম,

١٣٤۔ اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ۝٧

১৩৫. এক বৃদ্ধা ব্যতীত। সে অন্যদের সাথে পিছনে থেকে গিয়েছিল।

١٣٥۔ اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ○

টীকা : এক বৃদ্ধা বলতে লূত (আ)-এর স্ত্রীকে বুঝানো হয়েছে। সে ঈমান আনেনি এবং ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে ধ্বংস হয়েছে।

১৩৬. অতঃপর আমি অবশিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সমূলে ধ্বংস করলাম।

١٣٦۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ○

১৩৭. নিশ্চয়ই তোমরা তাদের ধ্বংসাবশেষ অতিক্রম করে থাকো সকালবেলা,

١٣٧۔ وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ۝٨

১৩৮. এবং সন্ধ্যাবেলা। তবুও কি তোমরা উপলব্ধি করবে না?

١٣٨۔ وَبِالَّيْلِ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝٩

টীকা : কুরাইশ ব্যবসায়ী কাফেলা বাণিজ্যবহর নিয়ে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকা দিয়ে যাতায়াত করতো এবং স্বচক্ষে ধ্বংসাবশেষ দেখতো।

১৩৯. আর নিশ্চয়ই ইউনুসও ছিলেন রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।

١٣٩۔ وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝١٠

১৪০. যখন তিনি একটি বোঝাই নৌযানে পলায়ন করে আরোহণ করলেন।

١٤٠۔ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۝١١

১৪১. অতঃপর তিনি লটারীতে অংশগ্রহণ করলেন এবং পরাভূতদের শামিল হলেন।

١٤١۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ۝١٢

১৪২. এক বিরাটকায় মাছ তাকে গিলে ফেললো এবং তিনি নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন।

١٤٢۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ○

১৪৩. যদি তিনি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী না হতেন,

١٤٣۔ فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ۝١٣

১৪৪. তাহলে অবশ্যই পুনরায় জীবিত করে উঠানোর দিন পর্যন্ত মাছের পেটেই থেকে যেতেন।

١٤٤۔ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝١٤

www.pathagar.com

টীকা : আয়াত নং ১৩৯-১৪৮ পর্যন্ত হযরত ইউনুস (আ) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। তিনি দাওয়াত দিতে দিতে এক পর্যায়ে নিরাশ হয়ে আল্লাহ্‌র অনুমতি লাভের আগেই এলাকা ত্যাগ করেন এবং বিপদগ্রস্ত হন। ১৪৪ আয়াতে বলা হয়েছে, 'কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটে থেকে যেতেন' অর্থাৎ মাছের পেটই হতো তাঁর কবর। ১৪৭ নং আয়াতে একটি আনুমানিক সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র পক্ষে যদিও সঠিক সংখ্যা উল্লেখ করা একান্তই সহজ, কিন্তু অহরহ মানুষ মরছে এবং জন্ম নিচ্ছে। ফলে নির্দিষ্ট সংখ্যাটি বলে দিলেও তা ক্ষণকালও নির্দিষ্ট থাকতো না।

১৪৫. অতঃপর আমি তাকে রুগ্ন অবস্থায় এক জনমানবহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম,

١٤٥۔ فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ۚ

১৪৬. এবং তার উপর লতাপাতাবিশিষ্ট একটি গাছ উদগত করলাম,

١٤٦۔ وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ۚ

১৪৭. এবং আমি তাকে এক লাখ বা তার অধিক মানুষের কাছে পাঠালাম।

١٤٧۔ وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ۚ

১৪৮. অতএব (তার দাওয়াতে) তারা সকলে ঈমান আনলো এবং আমি তাদেরকে কিছু কালের জন্য পার্থিব উপায়-উপকরণ দান করলাম।

١٤٨۔ فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ۚ

১৪৯. এখন আপনি তাদেরকে (প্রতীমা পূজারীদের) জিজ্ঞেস করুন, কন্যা সন্তানগুলো কি আপনার প্রভুর জন্য এবং পুত্র সন্তানগুলো কি তাদের জন্য ?

١٤٩۔ فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ۚ

১৫০. অথবা আমি কি তাদের উপস্থিতিতে ফেরেশতাদের নারীরূপে সৃষ্টি করেছি ?

١٥٠۔ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ ۚ

১৫১. সাবধান! ওরা অবশ্যই নিজেদের মনগড়া কথা বলে যে,

١٥١۔ اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ۙ

১৫২. আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

١٥٢۔ وَلَدَ اللّٰهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۚ

১৫৩. তিনি কি পুত্র সন্তানদের পরিবর্তে কন্যা সন্তানদের পছন্দ করেছেন ?

١٥٣۔ اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ۙ

১৫৪. তোমাদের কী হয়েছে, এ তোমাদের কেমন সিদ্ধান্ত ?

١٥٤۔ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۚ

১৫৫. তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না ?

١٥٥۔ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۚ

১৫৬. নাকি তোমাদের কাছে স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আছে ?

١٥٦۔ اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ۙ

১৫৭. অতএব তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তোমাদের কিতাবটি নিয়ে এসো।

١٥٧۔ فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۚ

www.pathagar.com

১৫৮. তারা আল্লাহ ও জিনদের মধ্যে বংশীয় সম্পর্ক স্থির করেছে। অথচ জিন জাতি জানে যে, নিশ্চয়ই তারা গ্রেপ্তার হয়ে আসবে।

١٥٨۔ وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ؕ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ۝

১৫৯. তারা আল্লাহ্‌র প্রতি যা আরোপ করে তা থেকে তিনি পবিত্র-মহান।

١٥٩۔ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

১৬০. কিন্তু আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাগণ ব্যতীত (তারা গ্রেপ্তার হবে না)।

١٦٠۔ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝

১৬১. অতএব তোমরা এবং তোমরা যাদের উপাসনা করো তারা–

١٦١۔ فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ ۝

১৬২. (অর্থাৎ) তোমরা (সকলে ঈমানদারদের) কাউকেও আল্লাহ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে না,

١٦٢۔ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ۝

১৬৩. যারা দোযখে যাবে তারা ব্যতীত।

١٦٣۔ اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ۝

১৬৪. আমাদের (ফেরেশতাদের) প্রত্যেকের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে।

١٦٤۔ وَمَا مِنَّآ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ۝

১৬৫. আমরা অবশ্যই কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি

١٦٥۔ وَّاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ ۝

১৬৬. এবং আমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনায় নিয়োজিত থাকি।

١٦٦۔ وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ ۝

১৬৭. তারা (মূর্তিপূজারীরা) অবশ্যই বলতো,

١٦٧۔ وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ ۝

১৬৮. আগেকার কালের লোকদের মতো আমাদেরও যদি কোনো কিতাব থাকতো,

١٦٨۔ لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۝

১৬৯. তাহলে আমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র নিষ্ঠাবান গোলাম হয়ে যেতাম।

١٦٩۔ لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝

১৭০. কিন্তু তারা এই কুরআনকে অস্বীকার করলো, অচিরেই তারা (এর পরিণতি) জানতে পারবে।

١٧٠۔ فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝

১৭১. আমার প্রেরিত বান্দাগণের জন্য আগেই আমার বাণী ছিলো যে,

١٧١۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ۝

১৭২. তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে;

١٧٢۔ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ۝

www.pathagar.com

১৭৩. এবং আমার সেনাবাহিনী অবশ্যই বিজয়ী হবে।

١٧٣۔ وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ○

১৭৪. অতএব আপনি তাদেরকে কিছু কালের জন্য তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন;

١٧٤۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ۝٧

১৭৫. এবং তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করুন, শীঘ্রই তারা (পরিণতি) দেখতে পাবে।

١٧٥۔ وَّاَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ○

১৭৬. তারা কি আমার শাস্তিকে ত্বরান্বিত করতে চায়?

١٧٦۔ اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ○

১৭৭. আহা! শাস্তি যখন তাদের আঙ্গিনায় নেমে আসবে তখন যাদের সতর্ক করা হয়েছে তাদের ভোর হবে কতো মন্দ!

١٧٧۔ فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ○

১৭৮. অতএব আপনি কিছু কালের জন্য তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখুন;

١٧٨۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ۝٧

১৭৯. এবং পর্যবেক্ষণ করুন, শীঘ্রই তারা (পরিণতি) দেখতে পাবে।

١٧٩۔ وَّاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ○

১৮০. তারা যা আরোপ করে তা থেকে আপনার মর্যাদাবান প্রভু পবিত্র মহান;

١٨٠۔ سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝٨

১৮১. এবং রাসূলগণের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

١٨١۔ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۝٩

১৮২. আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রভু আল্লাহ্‌র জন্য।

١٨٢۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١٠

www.pathagar.com

৩৮. সূরা সাদ (৩৮)

٣٨- سُوْرَةُ صٓ

আয়াত : ৮৮; রুকূ' : ৫; মক্কী

اٰيَاتُهَا : ٨٨، رُكُوْعٌ : ٥، مَكِّيَّةٌ

কোনো কোনো বর্ণনামতে নবুওয়াতের চতুর্থ বছরে, আবার কোনো বর্ণনা অনুসারে একাদশ বছরে সূরাটি নাযিল হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. সাদ, উপদেশে পরিপূর্ণ এই কুরআনের শপথ!

١- صٓ ج وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ ﴿١﴾

২. বরং যারা কাফের তারা অহংকার ও বিরোধিতায় লিপ্ত।

٢- بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ○

৩. আমি এদের পূর্বে বহু জাতিকে ধ্বংস করেছি। (দুর্ভাগ্য তাদের সামনে আসতেই) তারা আর্ত-চীৎকার করেছিলো, কিন্তু তখন রক্ষা পাবার কোনো সুযোগ ছিলো না।

٣- كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ○

টীকা : আল্লাহ্‌র গযব এসে গেলে তখন আর্ত-চীৎকার ও আবেদন-নিবেদন কোনো উপকারে আসবে না। সমূলে ধ্বংসই হলো তখন কপালের লিখন। ফেরাউন যখন সদলবলে অথৈ পানিতে ডুবে যাচ্ছিল তখন বলেছিল, "আমি ঈমান আনলাম যাঁর উপর বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে। নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের দলভুক্ত হলাম" (সূরা ইউনুস : ৯০)। তখন আল্লাহ বললেন, "এখন! ইতিপূর্বে তুমি অমান্য করেছো এবং বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের দলভুক্ত ছিলে। আজ আমি তোমার দেহটাকে (পচা-গলা থেকে) রক্ষা করবো, যাতে তুমি পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারো" (১০:৯১-৯২)।

৪. তারা অবাক হচ্ছে যে, তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন সতর্ককারী (মুহাম্মাদ) এসেছেন এবং কাফেররা বলছে, এতো এক জাদুকর, ডাহা মিথ্যাবাদী।

٤- وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ز وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٤﴾

৫. সে কি বহু ইলাহ-এর পরিবর্তে একজন মাত্র ইলাহ স্থির করে নিয়েছে? এতো নিশ্চয়ই এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

٥- اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ج اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ ○

৬. কাফের নেতারা এই বলে চলে গেলো, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের মূর্তিগুলোর পূজায় অবিচল থাকো। নিশ্চয়ই এই বক্তব্য কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

٦- وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ج اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ يُّرَادُ ﴿٦﴾

www.pathagar.com

৭. আমরা তো আগেকার ধর্মে এ ধরনের কথা শুনিনি। এটা তো মনগড়া কথা ছাড়া কিছুই নয়।

٧- مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِى الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ج اِنْ هٰذَآ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ۞

৮. আমাদের মধ্য থেকে কেবল তার নিকটই উপদেশবাণী নাযিল করা হলো? বরং তারা তো আমার উপদেশবাণীতে সন্দিহান, বরং তারা এখনো আমার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করেনি।

٨- ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْۢ بَيْنِنَا ط بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِىْ ج بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ ۞

৯. অথবা আপনার মহাপরাক্রমশালী মহান দাতা প্রভুর দয়ার ভাণ্ডার কি তাদের নিকট রয়েছে?

٩- اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ ۞

১০. অথবা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর সার্বিক কর্তৃত্ব কি ওদের কাছে রয়েছে? তাহলে তারা সিঁড়ি বেয়ে উর্ধলোকে আরোহণ করুক তো?

١٠- اَمْ لَهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا نف فَلْيَرْتَقُوْا فِى الْاَسْبَابِ ○

১১. এটা তো বহু বাহিনীর মধ্যকার একটি ক্ষুদ্র বাহিনী, এরা অবশ্যই পরাজিত হবে।

١١- جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ○

১২. এদের পূর্বে অবিশ্বাস করেছিলো নূহের জাতি, আদ জাতি, বহু শিবিরের (সামরিক বাহিনীর) অধিপতি ফেরাউন,

١٢- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُوالْاَوْتَادِ ۞

১৩. ছামূদ জাতি, লূতের সম্প্রদায় ও আইকাবাসী। এরা ছিলো এক একটি বিশাল বাহিনী।

١٣- وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ ط اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابُ ○

১৪. ওদের প্রতিটি জাতি রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে আমার শাস্তি অবধারিত (বাস্তবায়িত) হয়েছে।

١٤- اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۞

টীকা : রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা আবু তালিব রোগাক্রান্ত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছলো। এ অবস্থায় কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তার নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের ও মুহাম্মাদ (স)-এর মধ্যে যে মারমুখী বিরোধ চলছে তার একটা সুরাহা করে দেয়ার জন্য তারা তাকে অনুরোধ করে। আবু তালিব রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাদের সাথে সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব দেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি তাদের নিকট এমন একটি কথা পেশ করছি যা তারা গ্রহণ করলে সমস্ত আরব তাদের বশ্যতা স্বীকার করবে। এর উত্তরে তারা বলে, এরূপ একটি কেনো, দশটি বাক্য মেনে নিতেও আমরা রাজী আছি। তুমি তোমার কথাটি পেশ করো।

রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তা হলো : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই)। এতে কুরাইশ নেতারা যেসব কথা বলতে বলতে স্থান ত্যাগ করেছিল সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহে তা উক্ত হয়েছে।

www.pathagar.com

ইবনে সা'দ তাঁর 'আত-তাবাকাতুল কুবরা' কিতাবে উপরোক্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করার পর আরো বলেছেন, এটা আবু তালিবের মুমূর্ষু অবস্থার সময়কার ঘটনা নয়। বরং রাসূলুল্লাহ (স)-এর আহ্বানে যখন বিভিন্ন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে এটা তখনকার ঘটনা (মাআরিফুল কুরআন, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৮১-৮৩ এবং তাফহীমুল কুরআন, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৭৯-৮১ দেখুন)।

١٥۔ وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ○

১৫. এরা তো কেবল একটি বিকট শব্দের অপেক্ষা করছে, যাতে দম ফেলারও অবকাশ থাকবে না।

١٦۔ وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ○

১৬. আর তারা বলে, হে আমাদের প্রভু! হিসাবের চূড়ান্ত দিবসের আগেই জলদি আমাদের পাওনা আমাদের বুঝিয়ে দাও।

টীকা : কুরাইশ পৌত্তলিকরা মহানবী (স)-কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলতো, তুমি আমাদেরকে যে হিসাব-নিকাশের দিনের ভয় দেখাচ্ছ তার অপেক্ষা করার ধৈর্য আমাদের নেই। পারো তো এখনই আমাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব নিয়ে এসো।

١٧۔ اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَاالْاَيْدِ ج اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ○

১৭. তারা যা বলে তাতে আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদের কথা স্মরণ করুন। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

١٨۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ۝

১৮. আমি পর্বতমালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম। তারা সকালে-সন্ধ্যায় (আল্লাহ্‌র) মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করতো;

١٩۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ط كُلٌّ لَّهٗٓ اَوَّابٌ ○

১৯. এবং পাখিরাও তার কাছে সমবেত হতো। সকলেই ছিলো আল্লাহ অভিমুখী।

টীকা : হযরত দাউদ (আ) যখন আল্লাহ্‌র প্রশংসা, মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করতেন তখন পাহাড়-পর্বত এবং পাখিরাও তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করতো। এটা ছিলো তাঁকে প্রদত্ত এক বিশেষ মু'জিযা।

٢٠۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ○

২০. আর আমি তাঁর সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম বিচক্ষণতা এবং সিদ্ধান্তকরী কথা বলার যোগ্যতা।

٢١۔ وَهَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ ۘ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۝

২১. আপনার নিকট কি বিবদমান লোকজনের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে, যখন তারা দেয়াল টপকিয়ে ইবাদতখানায় প্রবেশ করেছিলো?

টীকা : আয়াত নং ২১-২৫-এ একটি বিশেষ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে রূপক শব্দালংকারে। বিষয়টি খুবই জটিল এবং এ সম্পর্কে তাফসীরের কিতাবসমূহে বিস্তারিত আলোচনা দেখা যেতে পারে।

٢٢۔ اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ

২২. তারা যখন দাউদের কাছে উপস্থিত হলো

www.pathagar.com

قَالُوْا لَا تَخَفْ ج خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَآ اِلٰى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ○

তখন তাদের কারণে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। তারা বললো, আপনি ভয় পাবেন না, আমরা দু'টি বিবদমান পক্ষ। আমাদের কতক অপর কতকের উপর বাড়াবাড়ি করেছে। অতএব আপনি আমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না এবং আমাদের সরল পথে পরিচালিত করুন।

٢٣۔ اِنَّ هٰذَآ اَخِىْ لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِىَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِىْ فِى الْخِطَابِ ○

২৩. এই লোক আমার (স্থানীয়) ভাই। তার নিরানব্বইটি ভেড়ী আছে এবং আমার আছে মাত্র একটি ভেড়ী। সে বলে, এটি আমাকে দিয়ে দাও এবং সে কথাবার্তায় আমাকে হুমকি দিয়েছে।

٢٤۔ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ ط وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِىْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ ط وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ○

২৪. দাউদ বললেন, সে তার ভেড়ীগুলোর সাথে তোমার ভেড়ীটিকে যোগ করার দাবি করে তোমার উপর যুলুম করেছে। বাস্তবিকপক্ষে শরীকদের অনেকেই পরস্পরের প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে, তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করে তারা ব্যতীত এবং তাদের সংখ্যা খুবই কম। দাউদ এবার বুঝতে পারলেন যে, আমি (আল্লাহ) তাকে পরীক্ষা করেছি। অতএব তিনি তাঁর প্রভুর কাছে ক্ষমা চাইলেন, সিজদায় পতিত হলেন এবং তাঁর দিকে রুজু হলেন।

টীকা : উপরোক্ত আয়াত পড়ার পর পাঠক ও শ্রোতা একটি সিজদা করুন।

٢٥۔ فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ط وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ○

২৫. তখন আমি তার সেই অপরাধ ক্ষমা করলাম। নিশ্চয়ই আমার কাছে তার জন্য রয়েছে উন্নত মর্যাদা এবং শুভ পরিণাম।

٢٦۔ يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۞

২৬. হে দাউদ! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে পৃথিবীতে (আমার) প্রতিনিধি নিয়োগ করেছি। অতএব আপনি জনগণের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে শাসনকাজ পরিচালনা করুন এবং কামনা-বাসনার অনুসরণ করবেন না। অন্যথায় তা আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে বিপথগামী করবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিপথগামী হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। কারণ তারা হিসাব-নিকাশ গ্রহণের দিনকে ভুলে গেছে (উপেক্ষা করেছে)।

www.pathagar.com

২৭. আমি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এই দুইয়ের মধ্যকার সবকিছু নিরর্থক সৃষ্টি করিনি। যারা সত্যকে অস্বীকার করে তাদের ধারণা তাই। অতএব যারা সত্যকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ অর্থাৎ দোযখ।

٢٧۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ط ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ج فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ○

২৮. যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করে আমি কি তাদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অনুরূপ গণ্য করবো ? অথবা আমি কি ধর্মভীরুদেরকে পাপাত্মাদের অনুরূপ গণ্য করবো ?

٢٨۔ اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ ز اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ○

২৯. কল্যাণে পরিপূর্ণ একটি কিতাব যা আমি আপনার উপর নাযিল করেছি, যাতে লোকজন এর বাণীসমূহ নিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখে এবং জ্ঞানীগণ উপদেশ গ্রহণ করে।

٢٩۔ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

৩০. আর আমি দাউদকে দান করেছিলাম (তার পুত্র) সুলায়মানকে। তিনি ছিলেন অতি উত্তম বান্দা। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

٣٠۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ط نِعْمَ الْعَبْدُ ط اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ۝

৩১. বিকেলবেলা যখন তার সামনে উৎকৃষ্ট ঘোড়াগুলো হাযির করা হলো,

٣١۔ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ۝

৩২. তখন তিনি বললেন, আমি এই সম্পদ ভালোবাসি আমার প্রভুর স্মরণের কারণেই। শেষে ঘোড়াগুলো দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো।

٣٢۔ فَقَالَ اِنِّيْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّىْ ج حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۝

৩৩. (তখন তিনি আদেশ দিলেন) এগুলোকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনো। তিনি সেগুলোর পায়ের গোছায় ও গলায় হাত বুলালেন।

٣٣۔ رُدُّوْهَا عَلَىَّ ط فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ○

টীকা : আয়াত ৩১-৩৪ দুর্বোধ্য আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর একেবারে সঠিক তাৎপর্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আয়াত তিনটির এই অর্থও হতে পারে : (৩১) "বিকেলবেলা যখন তার সামনে উৎকৃষ্ট ঘোড়াগুলো উপস্থিত করা হলো, (৩২) তখন তিনি বললেন, আমি তো আমার প্রভুকে স্মরণ করা ভুলে গিয়ে সম্পদের ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে পড়েছি, এমনকি সূর্য ডুবে গেছে। (৩৩) এগুলোকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনো। অতঃপর তিনি সেগুলোর পা ও মাথা কেটে ফেলতে লাগলেন।" ৩৪ নং আয়াতে সিংহাসনের উপর একটি লাশ ফেলে রাখার এবং তাঁকে বিপদে ফেলার কথা বলা হয়েছে, এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কেও তাফসীরকারদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ আছে।

www.pathagar.com

৩৪. আমি অবশ্যই সুলায়মানকে বিপদে ফেলেছিলাম এবং তার সিংহাসনের উপর একটি লাশ রেখে দিয়েছিলাম। তারপর তিনি রুজু হলেন (আল্লাহ্‌র দিকে)।

٣٤۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ○

৩৫. তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে মাফ করে দাও এবং আমাকে এমন এক রাজত্ব দান করো যা আমার পরে আর কারো জন্য শোভনীয় হবে না। নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা।

٣٥۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِىْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ○

টীকা : সুলায়মান (আ) আল্লাহ্‌র কাছে এতো বিশাল সাম্রাজ্য চেয়েছেন যে, তাঁর পরে আর কাউকে যেনো অনুরূপ সাম্রাজ্য না দেয়া হয়। তাঁর এই প্রার্থনা ভূখণ্ডের বিশালতার জন্য নয়। কারণ যতোখানি ভূখণ্ডে তাঁর রাজত্ব বিস্তৃত ছিলো তার চেয়েও অনেক বিশাল রাজ্যের মালিক মানুষ হয়েছে। যেমন উসমানী ও মুগল সাম্রাজ্য এবং বর্তমান কালের চীন, রাশিয়া, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ইত্যাদি। তাঁর এ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিলো মানুষ, জিন, পশু-পাখি, বাতাস ইত্যাদির উপর, এসব সৃষ্টির উপর রাজত্ব করার কর্তৃত্ব তিনি ছাড়া আর কাউকে দেয়া হয়নি।

৩৬. অতএব আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম। তা তার নির্দেশে যেদিকে তিনি চাইতেন মৃদুমন্দ গতিতে সেদিকে প্রবাহিত হতো।

٣٦۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ۞

৩৭. আর শয়তানদেরকেও (তার অনুগত করলাম), সেগুলো ছিলো প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী,

٣٧۔ وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ۞

৩৮. এবং শৃংখলে আবদ্ধ আরো অনেককে।

٣٨۔ وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ○

৩৯. এসবই আমার দান, আপনি তা অন্যকে দিতে পারেন অথবা নিজেও রাখতে পারেন, কোনো হিসাব দিতে হবে না।

٣٩۔ هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

টীকা : আয়াতটির বিকল্প অর্থ– (১) "এটা আমার বেহিসাব দান, তা যাকে ইচ্ছা দেয়ার এবং যাকে ইচ্ছা না দেয়ার এখতিয়ার আপনার রয়েছে"। (২) "এটা আমার দান, আপনি যাকে ইচ্ছা তা দিন এবং যাকে ইচ্ছা দিবেন না। এজন্য আপনার কাছে কৈফিয়ত তলব করা হবে না"। (৩) "এই শয়তানগুলোকে আপনার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন করে দেয়া হলো। এদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আপনি মুক্তি দিন এবং যাকে ইচ্ছা আটক রাখুন। সেজন্য আপনার কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হবে না"।

৪০. নিশ্চয়ই তার জন্য আমার কাছে রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।

٤٠۔ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ۞

৪১. আপনি আমার বান্দা আইউবকে স্মরণ করুন। যখন তিনি তাঁর প্রভুকে ডেকে বললেন, শয়তান আমাকে তো বেশ কষ্টে ও যন্ত্রণায় ফেলেছে।

٤١۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ۞

www.pathagar.com

টীকা : সূরা নিসা : ১৬৩, সূরা আন'আম : ৮৪ এবং সূরা আম্বিয়া : ৮৩-৮৪ আয়াতেও আইউব (আ)-এর আলোচনা এসেছে। 'শয়তান আমাকে কষ্টে ও যন্ত্রণায় ফেলেছে' অর্থাৎ আমাকে উৎপাৎ করছে, কুমন্ত্রণা-কুপরামর্শ দিচ্ছে, আমাকে বিপথগামী করতে চাচ্ছে।

٤٢۔ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ج هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ○

৪২. (আল্লাহ বলেন) আপনার পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করুন। এ হলো (পদাঘাতে সৃষ্ট ঝর্ণা থেকে) নির্গত ঠাণ্ডা পানি গোসল করার জন্য এবং পান করার জন্য।

টীকা : হযরত আইউব (আ) মারাত্মকভাবে রোগাক্রান্ত ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মাটির উপর পদাঘাত করার নির্দেশ দিলেন এবং তার ফলে একটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হলো। এটি ছিলো তাঁর একটি মু'জিযা। এই ঝর্ণার পানিতে গোসল করে এবং পানি পান করে তিনি আল্লাহ্‌র রহমতে রোগমুক্ত হয়ে যান।

٤٣۔ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ○

৪৩. আর আমি তাকে দান করলাম তার পরিবার-পরিজন এবং তাদের সাথে তাদের মতো আরো অনেক, আমার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ এবং জ্ঞানীদের জন্য উপদেশস্বরূপ।

টীকা : সুখ-সমৃদ্ধির অবস্থায় ধর্মবিরোধী হওয়া এবং বিপদ-মসীবতের অবস্থায় আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া মোটেই উচিৎ নয়। বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী মানুষের জন্য উক্ত ঘটনায় এই শিক্ষা নিহিত রয়েছে।

٤٤۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ط اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ط نِعْمَ الْعَبْدُ ط اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ○

৪৪. আর আপনি এক মুঠো শলাকা নিন, তা দিয়ে আঘাত করুন এবং শপথ ভঙ্গ করবেন না। নিশ্চয়ই আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি। তিনি কতো উত্তম বান্দা! অবশ্যই তিনি নিজ প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

টীকা : হযরত আইউব (আ) রোগাক্রান্ত অবস্থায় কোনো কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর স্ত্রীকে প্রহার করার শপথ করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে শপথ ভঙ্গ না করে এক শত শলাকা সম্বলিত কিছু নিয়ে স্ত্রীর শরীরে একবার স্পর্শ করাতে বলেছিলেন। তাতে তাঁর শপথ পূর্ণ হয়ে যায়।

٤٥۔ وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ○

৪৫. আপনি আরো স্মরণ করুন আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কূবকে। তারা ছিলেন শক্তিশালী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন।

٤٦۔ اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۝

৪৬. আমি অবশ্যই তাদেরকে এক বিশেষ গুণের অধিকারী করেছিলাম, তা ছিলো আখেরাতের স্মরণ।

٤٧۔ وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ۝

৪৭. নিশ্চয়ই তারা ছিলেন আমার মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

৪৮. আপনি আরো স্মরণ করুন ইসমাঈল, আলইয়াসা' ও যুলকিফলকে। তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন গুণীজন।

٤٨۔ وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَاالْكِفْلِ ط وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ۝

৪৯. এ এক মহৎ আলোচনা বা স্মরণীয় বিবরণ। আর নিশ্চয়ই ধার্মিকদের জন্য রয়েছে অতি উত্তম ঠিকানা,

٤٩۔ هٰذَا ذِكْرٌ ط وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ۝

৫০. চিরস্থায়ী জান্নাত, যার প্রবেশদ্বারসমূহ তাদের জন্য রয়েছে সদা উন্মুক্ত।

٥٠۔ جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ۝

৫১. সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসা থাকবে, প্রচুর ফলমূল ও পানীয় নিয়ে ডাকবে।

٥١۔ مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ۝

৫২. তাদের সাথে থাকবে আনত নয়না স্ত্রীগণ।

٥٢۔ وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ۝

৫৩. বিচারের দিন এগুলো তোমাদেরকে দেয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছিল।

٥٣۔ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝

৫৪. নিশ্চয়ই এটা আমার দেয়া রিযিক যা কখনো ফুরাবে না।

٥٤۔ اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ۝

৫৫. এটা (তো ধার্মিকদের অবস্থা)। পক্ষান্তরে বিদ্রোহী ও সীমালংঘনকারীদের জন্য রয়েছে অবশ্যই নিকৃষ্ট পরিণতি–

٥٥۔ هٰذَا ط وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ۝

৫৬. জাহান্নাম। তাতে তারা দাখিল হবে। তা কতো নিকৃষ্ট আবাস!

٥٦۔ جَهَنَّمَ ج يَصْلَوْنَهَا ج فَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

৫৭. এটা (তো সীমালংঘনকারীদের জন্য)। অতএব তারা পান করুক টগবগে ফুটন্ত পানি ও পুঁজ-রক্ত;

٥٧۔ هٰذَا لا فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ۝

৫৮. এবং অনুরূপ আরো বিচিত্র ধরনের শাস্তি (ভোগ করবে)।

٥٨۔ وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖٓ اَزْوَاجٌ ۝

৫৯. (পাপিষ্ঠ নেতৃবৃন্দ বলবে) এই তো তোমাদের সাথে অধোমুখে প্রবেশকারী এক বাহিনী। তাদের জন্য কোনো সাদর অভ্যর্থনা নেই, অবশ্যই তারা দোযখে দাখিল হবে।

٥٩۔ هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ج لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ط اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ۝

৬০. অনুসারীরা বলবে, বরং তোমাদের জন্যও কোনো সাদর অভ্যর্থনা নেই। তোমরাই তো এই

٦٠۔ قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ قف لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ط

www.pathagar.com

أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ج فَبِئْسَ الْقَرَارُ ○

পরিণতি আমাদের সামনে এনে দিয়েছো। কতো নিকৃষ্ট এই বাসস্থান!

٦١. قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ○

৬১. অনুসারীরা আরো বলবে, হে আমাদের রব! যারা আমাদেরকে এই পরিণতির সম্মুখীন করেছে আপনি জাহান্নামে তাদের শাস্তি আরো এক গুণ বাড়িয়ে দিন।

٦٢. وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ⑥

৬২. তারা আরো বলবে, আমাদের কী হলো, আমরা (দুনিয়াতে) যেসব (ধার্মিক) লোককে চরম খারাপ গণ্য করতাম তাদেরকে দেখি না কেনো?

٦٣. أَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ○

৬৩. তাহলে আমরা কি অহেতুক তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতাম নাকি আমাদের দৃষ্টিশক্তি ভুল করছে?

٦٤. إِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ⑥

৬৪. এটা নিশ্চিত সত্য যে, দোযখীদের মধ্যে এরূপ বাক-বিতণ্ডা হবে।

٦٥. قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ ق وَّمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑥

৬৫. আপনি বলুন, আমি একজন সতর্ককারী মাত্র এবং প্রবল প্রতাপশালী আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই।

٦٦. رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ○

৬৬. তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর এবং এই দুইয়ের মধ্যকার সবকিছুর রব। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, মহাক্ষমাশীল।

٦٧. قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيمٌ ⑦

৬৭. আপনি বলুন, এটা এক মহাসংবাদ,

٦٨. أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ○

৬৮. যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো।

٦٩. مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلٰى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ○

৬৯. উচ্চতর জগতে ফেরেশতাদের আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান ছিলো না।

٧٠. إِنْ يُّوحٰى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ○

৭০. আমার নিকট এই ওহীই আসে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

٧١. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ

৭১. যখন আপনার প্রভু ফেরেশতাদের

www.pathagar.com

بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ○

বলেছিলেন, আমি কাদামাটি থেকে একজন মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।

٧٢۔ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ○

৭২. যখন আমি তাকে পূর্ণরূপে বানিয়ে ফেলবো এবং তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবনীশক্তি সঞ্চার করবো তখন তোমরা তার জন্য সিজদায় অবনত হবে।

٧٣۔ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ۝١

৭৩. অতএব ফেরেশতাদের সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে সিজদায় অবনত হলো,

٧٤۔ اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○

৭৪. ইবলীস ব্যতীত, সে অহংকার করলো এবং মূলত সে ছিলো কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত।

٧٥۔ قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ط اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ○

৭৫. তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে ইবলীস! আমি যাকে নিজের দুই হাতে সৃষ্টি করেছি তাকে সিজদা করতে তোকে কিসে বাধা দিলো ? তুই কি অহংকার করেছিস, নাকি তুই উচ্চ মর্যাদাশীলদের একজন ?

টীকা : আল্লাহ তায়ালা আদম (আ)-কে সরাসরি নিজের কুদরতী হাতে সৃষ্টি করার কথা বলে মানবজাতির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

٧٦۔ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ط خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ○

৭৬. সে বললো, আমি তার চেয়ে উত্তম, শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি দিয়ে।

٧٧۔ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ۝٢

৭৭. তিনি বললেন, তুই এখান থেকে বের হয়ে যা, নিশ্চয়ই তুই অভিশপ্ত, লাঞ্ছিত, বিতাড়িত।

٧٨۔ وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْٓ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ○

৭৮. তোর উপর আমার অভিশাপ বিচারের দিন পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

টীকা : অর্থাৎ আজ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত শয়তান অভিশপ্ত অবস্থায় থাকবে। অতঃপর ঐদিন থেকে সে যতো পাপ করবে কিয়ামতের পর থেকে অবিরত তার শাস্তিভোগ করতে থাকবে।

٧٩۔ قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○

৭৯. সে বললো, প্রভু! তাহলে আমাকে পুনরায় জীবিত করে উঠাবার দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন।

٨٠۔ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۝٣

৮০. তিনি বললেন, ঠিক আছে, তুই অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত,

٨١۔ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ○

৮১. অবধারিত দিনটি (কিয়ামত) আসার সময় পর্যন্ত।

www.pathagar.com

৮২. সে বললো, আপনার ইজ্জতের শপথ! আমি এদের সকলকে বিপথগামী করে ছাড়বো,

৮২۔ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾

৮৩. তবে তাদের মধ্যকার আপনার নিষ্ঠাবান বান্দাগণ ব্যতীত।

৮৩۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾

৮৪. তিনি বললেন, ঠিক আছে এবং আমি ঠিক সত্যই বলি যে,

৮৪۔ قَالَ فَالْحَقُّ ز وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾

৮৫. আমি তোর দ্বারা এবং তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসারী হবে তাদের সকলের দ্বারা জাহান্নামকে অবশ্যই পরিপূর্ণ করবো।

৮৫۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾

৮৬. আপনি বলুন (হে নবী), আমি তোমাদের নিকট এর প্রতিদান দাবি করি না এবং আমি বানোয়াট লোকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

৮৬۔ قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾

৮৭. এতো সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য একটি উপদেশমালা,

৮৭۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعٰلَمِينَ ﴿٨٧﴾

৮৮. এবং তোমরা অল্পকাল পরেই এ বিষয়ের সংবাদ জানতে পারবে।

৮৮۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾

মহানবীর (স) মহাবাণী

وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ اِلَى اللّٰهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنَ الْقُرْاٰنِ.

"কুরআন চর্চার মাধ্যমে বান্দাগণ আল্লাহ্‌র যতোটা নৈকট্য লাভ করতে পারে, অন্য কিছুর মাধ্যমে তাঁর এতোটা নৈকট্য লাভ করতে পারে না" (তিরমিযী, ফাদাইলুল কুরআন, বাব ১৭, নং ২৯১২)।

اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِهِ شَيْئٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ.

"যার পেটে কুরআনের কিছু অংশও নেই সে বিরান ঘরতুল্য" (তিরমিযী, ফাদাইলুল কুরআন, বাব ১৮, নং ২৯১৩; দারিমী, মুসনাদ আহমাদ)

www.pathagar.com

৩৯. সূরা আয-যুমার (৫৯) ٣٩۔ سُوْرَةُ الزُّمَرِ

আয়াত : ৭৫; রুকূ' : ৮; মক্কী اٰيَاتُهَا : ٧٥، رُكُوْعٌ : ٨، مَكِّيَّةٌ

কোনো কোনো বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচাতো ভাই জাফর ইবনে আবু তালিব (রা) একদল মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে যখন হাবশায় হিজরত করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় এ সূরা নাযিল হয়।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. মহাপরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এই কিতাব নাযিল হয়েছে।

١۔ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○

২. নিশ্চয়ই আমি এই কিতাব যথার্থভাবে আপনার নিকট নাযিল করেছি। অতএব আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদত করুন।

٢۔ اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۝

টীকা : এখানে ২য়, ৩য়, ১১শ, ১৪শ আয়াতে 'দীন' শব্দটি 'ইবাদত ও আনুগত্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং তাঁর দীনের বিধিনিষেধের অনুগত থাকো।

৩. সাবধান! নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত কেবল আল্লাহ্‌র জন্য। যেসব লোক আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা তো এগুলোর পূজা কেবল এজন্যই করি যাতে এরা আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে দিতে পারে'।[১] তারা যে বিষয়ে পরস্পর মতভেদ করে আল্লাহ তার মীমাংসা করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মিথ্যুক ও কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

٣۔ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ط وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ج مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ط اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ○

টীকা-১ : মূর্তিপূজারীদের একটি দর্শন এই যে, আল্লাহ হলেন অসীম সত্তা এবং মানুষ হলো সসীম (সীমাবদ্ধ) সত্তা। কাজেই সসীম সত্তা অসীম সত্তার কাছে সরাসরি পৌছতে পারে না, এজন্য মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন হয়। এই মূর্তিগুলো সেই মধ্যস্থতাকারী। কিন্তু ইসলামী আকায়েদমতে আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের সম্পর্ক সরাসরি, মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন নেই। "আমরা (সরাসরি) তোমারই ইবাদত করি এবং (সরাসরি) তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি" (১:৪)।

৪. আল্লাহ যদি সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করতেন তবে নিজ সৃষ্টিকুলের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বেছে নিতেন। তিনি পবিত্র মহান। তিনিই আল্লাহ, এক, অদ্বিতীয়, প্রবল পরাক্রমশালী।

٤۔ لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ لا سُبْحٰنَهٗ ط هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

www.pathagar.com

৫. তিনি যথাযথভাবে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাতকে দিনের দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, দিনকে রাতের দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়মের অধীন করেছেন। প্রতিটিই পরিভ্রমণরত থাকবে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রাখো! তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, মহাক্ষমাশীল।

٥۔ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ج يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ○

৬. তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে, অতঃপর তিনি তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের দান করেছেন আট প্রকার গবাদি পশু।[১] তিনি তোমাদের মায়েদের গর্ভে তিন পর্যায়ের অন্ধকার আবরণের মধ্যে পর্যায়ক্রমে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন।[২] তিনিই তোমাদের আল্লাহ, তোমাদের প্রভু। সার্বভৌম কর্তৃত্ব তাঁর। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। অতএব তোমরা কোথা থেকে বিভ্রান্ত হচ্ছো!

٦۔ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ط يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ○

টীকা-১ : উক্ত আয়াতে 'আনযালা' (তিনি নাযিল করেছেন) শব্দটি 'খালাকা' (তিনি সৃষ্টি করেছেন) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (৭:২৬ ও ৫৭:২৫ আয়াতও দেখা যেতে পারে)।

টীকা-২ : তিনটি আবরণ অর্থাৎ মায়ের পেট, জরায়ু ও জরায়ুর মধ্যকার ঝিল্লি (পাতলা আবরণ) যার মধ্যে ভ্রূণ স্থাপিত থাকে। এই নিখাদ অন্ধকারের মধ্যে মানব ভ্রূণ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে, যাতে মা ধীরে ধীরে তা বহনে অভ্যস্ত হতে পারেন। দ্বিতীয়ত, এই অন্ধকারের মধ্যে ভ্রূণের দেহে নানারকম যন্ত্রপাতি স্থাপিত হয় এবং রক্ত সঞ্চালন ও প্রাণ সঞ্জীবনীর জন্য অতি সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরা গোটা দেহে লতার মতো ছড়িয়ে দেয়া হয়। মানুষের পক্ষে কি এরূপ অন্ধকারে কোনো কাজ করা সম্ভব ? এটা আল্লাহ্‌র বিচিত্র মহিমা ও সৃষ্টিকৌশলের প্রমাণ।

৭. তোমরা যদি অবাধ্যাচরণ করো তবে (জেনে রাখো) আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি তাঁর বান্দাদের অবাধ্যাচারী হওয়া পছন্দ করেন না। আর তোমরা যদি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও তবে তিনি তোমাদের জন্য এটাই পছন্দ করেন। একজনের পাপের বোঝা অন্যজন বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের প্রভুর নিকটই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন তিনি

٧۔ اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ز وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ج وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ط وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ط ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا

www.pathagar.com

كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

তোমাদের জানিয়ে দিবেন যা কিছু তোমরা করতে। নিশ্চয়ই তিনি অন্তর্যামী।

٨۔ وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوْٓا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ط قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا ق اِنَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ○

৮. মানুষ যখন দুঃখ-দুর্দশার শিকার হয় তখন সে নিষ্ঠার সাথে তার প্রভুর নিকট আবেদন-নিবেদন করতে থাকে। অতঃপর তিনি যখন তাকে নিজের পক্ষ থেকে নিয়ামত দান করেন (বিপদমুক্ত করেন) তখন সে যার জন্য ইতিপূর্বে তাঁর কাছে আবেদন-নিবেদন করেছিল তা ভুলে যায় এবং আল্লাহ্‌র সমকক্ষ স্থির করে তাঁর পথ থেকে (মানুষকে) বিপথগামী করার জন্য। আপনি বলুন, সমান্য কাল তুমি তোমার অবাধ্যাচারী জীবন উপভোগ করে নাও। নিশ্চয়ই তুমি দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত।

٩۔ اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ط اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

৯. যে লোকটি রাতের বেলা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে অথবা দাঁড়ানো অবস্থায় আনুগত্য প্রকাশ করে (তাহাজ্জুদ নামায পড়ে), আখেরাতকে ভয় করে এবং তার প্রভুর দয়ার প্রত্যাশা করে সে কি তার সমান যে এরূপ নয়? আপনি জিজ্ঞেস করুন, যারা জ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং যারা জ্ঞানবঞ্চিত তারা কি একসমান হতে পারে ? জ্ঞানবান মানুষেরাই উপদেশ গ্রহণ করে, চিন্তা-ভাবনা করে।

١٠۔ قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ط لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ط وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ط اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

১০. আপনি (আমার একথা) বলে দিন, হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করো। যেসব লোক এই পৃথিবীতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে প্রভূত কল্যাণ। আর আল্লাহ্‌র পৃথিবী বিশাল-বিস্তৃত। নিশ্চয়ই ধৈর্যধারণকারীদেরকে তাদের বেহিসাব পুরস্কার দেয়া হবে।

١١۔ قُلْ اِنِّىْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۝

১১. আপনি বলুন, আমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুগত হয়ে।

www.pathagar.com

١٢۔ وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

১২. আমি আরো নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি, আমি যেনো আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে অগ্রগামী হই।

١٣۔ قُلْ اِنِّىٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

১৩. আপনি বলুন, আমি যদি আমার প্রভুর অবাধ্যাচরণ করি তবে এক ভয়ংকর দিনের শাস্তির শিকার হওয়ার ভয় করি।

١٤۔ قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ دِيْنِىْ ۝٧

১৪. আপনি বলুন, আমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করি নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুগত হয়ে।

١٥۔ فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ط قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ○

১৫. অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইচ্ছা উপাসনা করো। আপনি বলুন, মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা কিয়ামতের দিন নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সাবধান! এটাই স্পষ্ট ক্ষতি।

١٦۔ لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ط ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ط يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ○

১৬. তাদের মাথার উপর দিক থেকেও আগুনের আচ্ছাদন থাকবে এবং নিচের দিক থেকেও একই আচ্ছাদন। আল্লাহ এর দ্বারা তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমাকে ভয় করো।

١٧۔ وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ج فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝٧

১৭. আর যারা তাগূতের (শয়তানী শক্তির) উপাসনা বর্জন করেছে এবং আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। আপনি আমার বান্দাদের সুসংবাদ দিন,

١٨۔ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

১৮. যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে এবং তার সর্বোত্তম দিকগুলোর অনুসরণ করে।[১] এরাই সেসব লোক আল্লাহ যাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করেছেন এবং এরাই বুদ্ধিমান।

টীকা-১ : "মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে এবং তার উত্তম দিকগুলো অনুসরণ করে", তাফসীরকারগণ এই আয়াতাংশের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। (ক) বুদ্ধিমান-বিবেকবান লোকেরা কারো মুখ থেকে কোনো কথা শুনেই তার পিছে ছুটে না, তারা এর সত্যাসত্য যাচাই করে সত্যকে গ্রহণ করে। (খ) তারা নিজ খাহেশমতো কোনো কথার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে না, বরং তার উত্তম দিককেই গ্রহণ করে। (গ) কোনো কোনো ভাষ্যকার এখানে 'কথা' শব্দটিকে আল্লাহ্‌র বাণী এবং তার সাথে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী অর্থে গ্রহণ করেছেন। এখানে 'সর্বোত্তম' শব্দ যোগ করে বুঝানো হয়েছে যে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীসমূহ গ্রহণ করেছে তারা যাচাই-বাছাই করে তাকে সর্বোত্তম পেয়েই গ্রহণ করেছে,

www.pathagar.com

অন্ধ-মূর্খের মতো গ্রহণ করেনি। (ঘ) কেউ কেউ বলেছেন, কুরআনে কিছু উত্তম বাণী এবং কিছু সর্বোত্তম বাণী আছে। যেমন কুরআনের একটি বিধান হলো, কেউ আপনার ক্ষতিসাধন করলে আপনি তার ঠিক ততোটুকু ক্ষতিসাধন করতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি ধৈর্যধারণ করেন এবং ক্ষমা করে দেন তবে তা সর্বোত্তম (দ্র. ১৬:১২৬)।

১৯. যে লোকটির জন্য শাস্তির হুকুম অবধারিত হয়ে গেছে আপনি কি সেই দোযখীকে রক্ষা করতে পারবেন?

١٩۔ اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِى النَّارِ ○

২০. তবে যারা নিজেদের প্রভুকে ভয় করে তাদের জন্য আছে মনযিলের উপর মনযিলবিশিষ্ট সুবিশাল ইমারত। তার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। এটা আল্লাহ্‌র ওয়াদা। আল্লাহ তাঁর ওয়াদার বরখেলাপ করেন না।

٢٠۔ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط وَعْدَ اللّٰهِ ط لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ○

২১. আপনি কি দেখেননি যে, আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা পৃথিবীর বুকে ঝর্ণাধারায় (খাল-বিল-নদীতে) প্রবাহিত করেন, তারপর এর দ্বারা নানা বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, তারপর তা শুকিয়ে যায়। আপনি সেগুলোকে হলুদ বর্ণ দেখতে পান, তারপর তিনি সেগুলোকে খড়কুটায় পরিণত করেন। নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

٢١۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ۝

২২. আল্লাহ যে লোকটির অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে তার প্রভু প্রদত্ত নূর-এর মধ্যে রয়েছে সে কি তার সমান যে এরূপ নয়? ধ্বংস সেই লোকদের জন্য যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র উপদেশ বাণী থেকে পাষাণ হয়ে গেছে। এরা স্পষ্টতই পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত।

٢٢۔ اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ط فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ط اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

২৩. আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী অর্থাৎ কিতাব নাযিল করেছেন যার সমস্তটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার বিষয়বস্তু বারবার আলোচিত হয়েছে। যারা নিজেদের প্রভুকে ভয় করে তাদের দেহের চামড়া তাতে শিহরিত হয়, তারপর তাদের দেহের চামড়া ও অন্তর আল্লাহ্‌র স্মরণে বিনম্র হয়ে যায়। এটাই

٢٣۔ اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ ق تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ج ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ هُدَى

www.pathagar.com

اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَالَهٗ مِنْ هَادٍ ○

হলো আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ, এর মাধ্যমে তিনি যাকে ইচ্ছা সৎপথ দেখান। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে হেদায়াতকারী কেউ নেই।

٢٤۔ اَفَمَنْ يَّتَّقِىْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ○

২৪. যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নিজের মুখমণ্ডল দ্বারা কঠোর শাস্তি প্রতিরোধ করতে চাইবে (সে কি তার মতো যে নিরাপদ)? যালেমদের বলা হবে, তোমরা যা উপার্জন করেছো তার স্বাদ গ্রহণ করো।

٢٥۔ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

২৫. এদের পূর্বেকার লোকজনও অবিশ্বাস করেছিল। অতএব তাদের উপর এমন দিক থেকে শাস্তি এলো যার কল্পনাও তারা করতে পারেনি।

٢٦۔ فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْىَ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ م لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

২৬. অতএব আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার স্বাদ গ্রহণ করালেন এবং আখেরাতের শাস্তি তো হবে আরো ভয়াবহ, যদি তারা উপলব্ধি করতো।

٢٧۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

২৭. আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য নানা প্রকার দৃষ্টান্ত পেশ করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

٢٨۔ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِىْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

২৮. আরবী ভাষায় এই কুরআন, যাতে কোনো বক্রতা নেই, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।

٢٩۔ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ط هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ط اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ج بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

২৯. আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তির কয়েকজন পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন মনিব রয়েছে, অপর ব্যক্তির মনিব মাত্র একজন, এদের উভয়ের অবস্থা কি সমান হতে পারে ? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই উপলব্ধি করে না।

٣٠۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ۝

৩০. নিশ্চয়ই আপনি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।

www.pathagar.com

টীকা : প্রসঙ্গক্রমে আয়াত থেকে আরো যা জানা যায় তা হলো : রাসূলুল্লাহ (স) সৃষ্টির সেরা, সায়্যিদুল মুরসালীন, রহমাতুল্লিল আলামীন এবং কিয়ামত পর্যন্তকার গোটা মানবজাতির রাসূল হওয়া সত্ত্বেও তাঁকেও অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। এটা বলার কারণ হলো, যাতে তাঁর মৃত্যুর পর মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি না হয়।

৩১. অতঃপর তোমরা কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রভুর সামনে পরস্পর বাকবিতণ্ডা করবে।

٣١. ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ۝

পারা-২৪

৩২. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং তার কাছে সত্য (কুরআন) আসার পরও একে অস্বীকার করে তার চেয়ে বড়ো যালেম আর কে আছে? কাফেরদের বাসস্থান কি জাহান্নামে নয় ?

٣٢. فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ ط اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝

৩৩. যিনি পরম সত্য নিয়ে এসেছেন এবং যারা সেই সত্যকে মেনে নিয়েছে তারাই তো মুত্তাকী, আল্লাহভীরু।

٣٣. وَالَّذِىْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝

৩৪. তারা যা-ই চাইবে তা তাদের প্রভুর কাছে আছে। এটাই হলো সৎকর্মপরায়ণ লোকদের পুরস্কার।

٣٤. لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ۝

৩৫. তারা যেসব নিকৃষ্ট কাজ করেছে আল্লাহ যাতে তা মাফ করে দেন এবং তারা যেসব উত্তম কাজ করেছে তার পুরস্কার তাদের দান করেন।

٣٥. لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

৩৬. আল্লাহ কি তাঁর বান্দাদের জন্য যথেষ্ট নন ? অথচ তারা আপনাকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যদের ভয় দেখায়।[১] আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই।

٣٦. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ط وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ۝

টীকা : একদা মক্কার মূর্তিপূজারীরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে ভয় দেখায়, আপনি আমাদের দেব-দেবীর সাথে বেয়াদবি করলে বা এদের সমালোচনা করলে কেউ আপনাকে এদের অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে পারবে না। এদের অভিশাপ খুব সাংঘাতিক। তখন এই আয়াত নাযিল হয়।

৩৭. আর আল্লাহ যাকে সৎপথ দেখান তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারে না। আল্লাহ কি মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন ?

٣٧. وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ط اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى انْتِقَامٍ ۝

www.pathagar.com

৩৮. আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন, আকাশসমূহ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন, তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। আপনি জিজ্ঞেস করুন, তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ যদি আমার ক্ষতিসাধন করতে চান তবে তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা কি তার ক্ষতিপূরণ করতে পারবে ? অথবা তিনি যদি আমার প্রতি দয়াপরবশ হতে চান তবে ওরা কি তাঁর সেই দয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে ? আপনি বলুন, আমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। ভরসাকারীগণ তাঁর উপরই ভরসা করে।

٣٨۔ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ط قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ط قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ط عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○

৩৯. আপনি বলে দিন, হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের জায়গায় কাজ করো, আমিও আমার কাজ করি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে,

٣٩۔ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ج فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

টীকা : অর্থাৎ আমার দাওয়াতী কাজ বাধাগ্রস্ত করার জন্য তোমরা যা কিছু করতে পারো তা করে যাও। আমার কাজ আমি অব্যাহত রাখবোই।

৪০. কে লাঞ্ছনাদায়ক অপমানকর শাস্তির শিকার হবে এবং কে চিরস্থায়ী শাস্তিভোগ করবে।

٤٠۔ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○

৪১. নিশ্চয়ই আমি আপনার উপর এই কিতাব যথাযথভাবে নাযিল করেছি মানবজাতির জন্য। অতএব যে ব্যক্তি সৎপথে আসে সে নিজের (কল্যাণের) জন্যই আসে আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয় সে নিজের (ধ্বংসের) জন্যই পথভ্রষ্ট হয় এবং আপনি তাদের জন্য দায়িত্বশীল নন।

٤١۔ اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ج فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ج وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۝

৪২. আল্লাহ মানুষের মৃত্যুর সময় তার প্রাণ হরণ করেন এবং তার ঘুমের মধ্যে যখন সে মরে না তখনও। অতঃপর তিনি যার মৃত্যুর ফয়সালা করেন তার প্রাণটা রেখে দেন এবং অন্যদের প্রাণ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ফিরিয়ে দেন। নিশ্চয়ই

٤٢۔ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ج فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ

www.pathagar.com

الْأُخْرٰى إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى ط إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

٤٣۔ أَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ ط قُلْ أَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ○

৪৩. এহেন আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তারা কি অন্যদের শাফায়াতকারী হিসেবে গ্রহণ করেছে? আপনি জিজ্ঞেস করুন, ওদের কিছু ক্ষমতা-কর্তৃত্ব না থাকলেও এবং না বুঝলেও কি (ওরা শাফায়াত করবে)?

٤٤۔ قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ط لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৪৪. আপনি বলুন, সমস্ত শাফায়াত আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বাধীন। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব-কর্তৃত্ব তাঁরই। তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

টীকা : আল্লাহ তায়ালা যাকে যার পক্ষে শাফায়াত করার অনুমতি দিবেন সে-ই কেবল তার পক্ষে শাফায়াত করতে পারবে।

٤٥۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْأٰخِرَةِ ج وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ○

৪৫. যখন এক আল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তখন আখেরাতের উপর যাদের ঈমান নেই তাদের অন্তর ছটফট করতে থাকে। আর যখন তিনি ব্যতীত অন্যদের (দেব-দেবীর) আলোচনা করা হয় তখন তারা সাথে সাথে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়।

টীকা : ধর্মের প্রতি বিশ্বাসহীন বা উদাসীন প্রায় সকল মানুষের বেলায় একথা সত্য। তারা ধর্ম ও ধার্মিকতা, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদির আলোচনা শোনলে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করে, এমনকি তার প্রতিবাদও করে, বাধা দেয়। কিন্তু পার্থিব বিষয়ে আলোচনা হলে এদের কোনো আপত্তি থাকে না।

٤٦۔ قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

৪৬. আপনি বলুন, হে আল্লাহ, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী! আপনার বান্দাগণ যেসব বিষয়ে মতভেদ করে আপনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন।

٤٧۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط وَبَدَا

৪৭. এই যালেমদের নিকট যদি দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ এবং তার সাথে সেই পরিমাণ আরো সম্পদ থাকে, তাহলে কিয়ামতের দিনের বিভৎস শাস্তি থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য তারা সবকিছুই বিনিময় হিসেবে দিয়ে দিতে প্রস্তুত হবে। অথচ

www.pathagar.com

لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ○

তাদের সামনে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন শাস্তি প্রকাশ পাবে যার কল্পনাও তারা করতো না।

টীকা : অথচ কিয়ামতের মাঠে সকলেই শূন্যহাতে অসহায় অবস্থায় উপস্থিত হবে।

٤٨۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

৪৮. সেখানে তাদের নিজেদের আয়-উপার্জনের খারাপ ফলই প্রকাশ পাবে এবং যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তা তাদের গ্রাস করবে।

٤٩۔ فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ز ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ط بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৪৯. মানুষ যখন দুঃখ-দুর্দশার শিকার হয় তখন সে আমাকে ডাকতে থাকে। অতঃপর আমি যখন তাকে আমার পক্ষ থেকে কোনো নিয়ামত দান করি তখন সে বলে, এটা তো আমাকে দেয়া হয়েছে আমার জ্ঞান-বুদ্ধির কারণে। বরং এটা একটা পরীক্ষা। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই তা উপলব্ধি করে না।

٥٠۔ قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

৫০. এদের আগেকার লোকেরাও তাই বলতো। কিন্তু তারা যা উপার্জন করেছিলো তা তাদের কোনো উপকারে আসেনি।

٥١۔ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ط وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰٓؤُلَآءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ○

৫১. তারা যা উপার্জন করেছে তার নিকৃষ্ট পরিণতি তারা ভোগ করেছে। এখন এদের মধ্যেও যারা যালেম তাদেরকেও শীঘ্রই তাদের উপার্জিত দুষ্কর্ম বিপদে ফেলবে এবং এরা তা প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না।

٥٢۔ اَوَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

৫২. এরা কি জানে না যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা প্রশস্ত রিযিক দান করেন এবং (যাকে ইচ্ছা) অল্প দেন। নিশ্চয়ই এতে ঈমানদার জনগোষ্ঠীর জন্য নিদর্শন রয়েছে।

٥٣۔ قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

৫৩. আপনি (আমার একথা) বলে দিন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছো, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

www.pathagar.com

টীকা : একদল লোক এই আয়াতের কদর্থ করার দুঃসাহস করেছে। তারা বলতে চায়, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে 'হে আমার বান্দাগণ' বলে মানুষকে সম্বোধন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ ধরনের ব্যাখ্যা করে কুরআনের অর্থ ও তাৎপর্যের বিকৃতিসাধন করা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র কুরআনের সাথে তামাশা করা হচ্ছে। কুরআনের সর্বত্র মানুষকে কেবল 'আল্লাহ্‌র বান্দা' হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমনকি মহানবী (স)-কেও আল্লাহ্‌র বান্দা আখ্যায়িত করা হয়েছে (আবদুহু ওয়া রাসূলুহু)। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর সমগ্র জীবনে একটিবারও মানুষকে 'হে আমার বান্দাগণ' বলে সম্বোধন করেননি, বরং তিনি সকলকে 'আল্লাহ্‌র বান্দা' হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, জাহিলী যুগে কিছু লোক অন্যায় নরহত্যা ও যেনা-ব্যভিচারসহ বিচিত্র ধরনের গুরুতর অপরাধে লিপ্ত ছিলো। তারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বললো, আপনি যে ধর্মের দাওয়াত দিচ্ছেন তা তো খুবই উত্তম। কিন্তু আমরা যেসব গুরুতর অপরাধ করেছি এই ধর্ম গ্রহণ করলে তা কি ক্ষমা পাওয়া যাবে ? আমাদের তওবা (অনুতাপ-অনুশোচনা) কি কবুল করা হবে ? এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয় এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ না হতে বলা হয়। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, এটি গুনাহগার মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক আয়াত।

٥٤۔ وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ○

৫৪. তোমাদের উপর শাস্তি কার্যকর হওয়ার আগেই তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ফিরে এসো এবং তাঁর অনুগত হও। অন্যথায় তারপর আর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

٥٥۔ وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ⑦

৫৫. তোমাদের নিকট অতর্কিতে ও তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসার পূর্বেই তোমরা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি নাযিলকৃত উত্তম বিষয়ের অনুসরণ করো,

٥٦۔ اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ⑥

৫৬. যাতে কারো বলতে না হয়, হায় আফসোস! আল্লাহ্‌র ব্যাপারে আমি কর্তব্যে অবহেলা করেছি এবং আমি ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

٥٧۔ اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ⑦

৫৭. অথবা কেউ যেনো বলতে না পারে, আল্লাহ যদি আমাকে সৎপথ দেখাতেন তাহলে আমি অবশ্যই ধার্মিকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

٥٨۔ اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

৫৮. অথবা সে যখন (স্বচক্ষে) শাস্তি দেখবে তখন বলবে, যদি আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া হয় তবে আমি সৎকর্মকারীদের শামিল হয়ে যাবো।

٥٩۔ بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا

৫৯. হাঁ, ইতিপূর্বে আমার বাণীসমূহ তোমার নিকট

www.pathagar.com

وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○

পৌঁছেছিল, তুমি তাকে মিথ্যা বলেছিলে ও অহংকার করেছিলে এবং তুমি ছিলে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত।

٦٠۔ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ط اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ○

৬০. যেসব লোক আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে কিয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখমণ্ডল কালিমালিপ্ত দেখবেন। অহংকারীদের বাসস্থান জাহান্নামে নয় কি?

٦١۔ وَيُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ز لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

৬১. পক্ষান্তরে যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের সাফল্যের কারণে আল্লাহ তাদের মুক্তি দিবেন। তাদেরকে ক্ষতি স্পর্শ করবে না এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

٦٢۔ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ ز وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ○

৬২. আল্লাহ সবকিছুরই স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুরই কর্মবিধায়ক।

٦٣۔ لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

৬৩. আকাশসমূহের ও পৃথিবীর চাবিকাঠি তাঁরই নিকট। আর যেসব লোক আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ অমান্য করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

٦٤۔ قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّىْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ○

৬৪. আপনি বলুন, হে মূর্খের দল! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে বলো?

٦٥۔ وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ج لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

৬৫. আপনার নিকট এবং আপনার পূর্ববর্তীদের নিকট অবশ্যই ওহী পাঠানো হয়েছে, আপনি যদি (আল্লাহ্‌র সাথে) শরীক করেন তবে আপনার যাবতীয় কাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং আপনি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

টীকা : কোনো মুসলমান যদি দেব-দেবীর পূজা করে বা এগুলোর কোনোরূপ প্রশংসা করে বা এগুলো যে কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে এরূপ ধারণা করে তবে তার জীবনের সমস্ত সৎকাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং ইসলাম থেকে তার বিচ্যুতি ঘটবে। আজকাল কোনো কোনো ব্যক্তি, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অনুষ্ঠানে গিয়ে তাদের ধর্মের প্রশংসা করে। এতে তারা নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রকারান্তরে ঐ ধর্মকেও ঠাট্টা করা হয়। কর্তৃপক্ষ কেবল তাদের উৎসব-অনুষ্ঠান পালনে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে, এর বেশি নয়।

٦٦۔ بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

৬৬. বরং আপনি আল্লাহ্‌র ইবাদত করুন এবং কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হোন।

www.pathagar.com

٦٧. وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ق وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ط سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

৬৭. তারা আল্লাহ্‌র যথোপযুক্ত মর্যাদা উপলব্ধি করেনি। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আকাশসমূহ টানো অবস্থায় তাঁর ডান হাতে থাকবে। তিনি পবিত্র, মহান এবং তারা যা শরীক করে তিনি তার ঊর্ধে।

টীকা : আসমান-জমিন আল্লাহ্‌র মুষ্টিবদ্ধ থাকবে একথা বলে পরোক্ষভাবে তাঁর সর্বময় নিরঙ্কুশ কর্তৃত ও শক্তিমত্তা বুঝানো হয়েছে।

٦٨. وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ط ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ○

৬৮. আর শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, তাতে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে চান সে ব্যতীত। অতঃপর শিঙ্গায় দ্বিতীয়বার ফুঁ দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।

٦٩. وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِاْئَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

৬৯. পৃথিবী তার প্রভুর নূরে উদ্ভাসিত হবে। আমলনামা (সামনে এনে) রাখা হবে, নবীগণ ও সাক্ষীগণকেও উপস্থিত করা হবে, লোকজনের মধ্যে যথাযথভাবে ফয়সালা করা হবে, তাদের প্রতি কোনোরূপ যুলুম করা হবে না;

٧٠. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝

৭০. এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কার্যকলাপের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। আর তারা যা করে সেই সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত।

٧١. وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ط حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ط قَالُوْا

৭১. কাফেরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। শেষে তারা যখন সেখানে পৌঁছবে তখন জাহান্নামের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদের জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেননি, তারা কি তোমাদের প্রভুর বাণীসমূহ তোমাদের পড়ে শুনাননি এবং তোমাদেরকে তোমাদের এই দিনের

www.pathagar.com

بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

সাক্ষাত সম্পর্কে সতর্ক করেননি ? তারা বলবে, হাঁ। কিন্তু শাস্তির ফয়সালা কাফেরদের ভাগ্যলিপি হয়ে গেছে।

٧٢۔ قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ○

৭২. তাদেরকে বলা হবে, তোমরা চিরকালের জন্য জাহান্নামের দরজাসমূহ দিয়ে প্রবেশ করো। কতো নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল!

٧٣۔ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ط حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ○

৭৩. যেসব লোক তাদের প্রভুকে ভয় করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। শেষে তারা যখন সেখানে পৌছবে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদের বলবে, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা সুখে থাকো এবং চিরকালের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করো।

٧٤۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ج فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ○

৭৪. তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে প্রদত্ত তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এই এলাকার উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করবো। কতোই না উত্তম নেক আমলকারীদের পুরস্কার!

٧٥۔ وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ج وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৭৫. আর আপনি দেখতে পাবেন যে, ফেরেশতারা আরশের চারদিক ঘিরে রেখে তাদের প্রভুর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তাদের সকলের মাঝে ন্যায়বিচার করা হবে এবং বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রভু আল্লাহ্‌র জন্য।

www.pathagar.com

৪০. সূরা আল-মু'মিন (গাফির) (৪০) ٤٠. سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ

আয়াত : ৮৫; রুকূ' : ৯; মক্কী اٰيَاتُهَا : ٨٥، رُكُوْعٌ : ٩، مَكِّيَّةٌ

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও জাবের ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, আলোচ্য সূরাটি সূরা যুমার নাযিল হওয়ার পরপরই নাযিল হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- حٰمٓ ۝

১. হা-মীম।

٢- تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝

২. প্রবল পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এই কিতাব নাযিল করা হয়েছে।

٣- غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝

৩. তিনি গুনাহ মাফকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদানকারী এবং অতি বড়ো সামর্থ্যবান। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তাঁর নিকটই ফিরে যেতে হবে।

টীকা : প্রাথমিক আয়াত কয়টি এই সূরার ভূমিকাস্বরূপ। এতে প্রথমেই বলে দেয়া হয়েছে যে, মানব জাতির সামনে এই যে বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে তা কোনো সাধারণ ব্যক্তির বক্তব্য নয়। বরং এটা প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র কালাম যিনি মহাশক্তিমান, মহাজ্ঞানী, কঠোর শাস্তিদাতা ও অনুগ্রহকারী।

٤- مَا يُجَادِلُ فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ ۝

৪. কাফেররাই কেবল আল্লাহ্‌র বাণী সম্পর্কে বিতর্ক করে। অতএব দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেনো আপনাকে প্রতারিত না করে।

٥- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ص وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ ز فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝

৫. তাদের আগে নূহ-এর জাতি অবিশ্বাস করেছিলো এবং এদের পরে আরো বহু জাতি। প্রতিটি জাতি নিজ নিজ রাসূলকে গ্রেপ্তার করতে উদ্ধত হয়েছিলো এবং তারা মিথ্যা বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলো তার দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য। ফলে আমি তাদেরকে গ্রেপ্তার করলাম। অতএব কতো কঠোর ছিলো আমার শাস্তি।

٦- وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۝

৬. এভাবে আপনার প্রভুর বাণী কাফেরদের ক্ষেত্রে সত্য হলো যে, তারা দোযখের অধিবাসী।

www.pathagar.com

টীকা : অর্থাৎ আল্লাহ্‌র গযবে ধ্বংস হওয়াই তাদের চূড়ান্ত শাস্তি নয়, আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে দোযখের শাস্তি।

٧. اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ج رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ○

৭. যেসব ফেরেশতা আল্লাহ্‌র আরশ বহন করে এবং যেসব ফেরেশতা আরশের চারদিকে অবস্থান করে তারা সকলে তাদের প্রভুর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে, তাঁর উপর ঈমান আনে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে : "হে আমাদের প্রভু! তোমার দয়া ও জ্ঞান সবকিছুর উপর ব্যাপকভাবে বিস্তার করে রেখেছো। অতএব যেসব লোক তওবা করে এবং তোমার পথে চলে তাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রেহাই দাও।

٨. رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৮. হে আমাদের প্রভু! আর তুমি তাদেরকে দাখিল করো তাদের সাথে তোমার ওয়াদাকৃত চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে এবং তাদের মাতা-পিতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তাদেরকেও। তুমি তো মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٩. وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ط وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ط وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

৯. আর তুমি তাদেরকে যাবতীয় পাপাচার ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা করো। তুমি সেদিন যাকে পাপাচারের (শাস্তি) থেকে রক্ষা করবে তাকে তো মহাঅনুগ্রহ করলে এবং সেটাই মহাসাফল্য।

١٠. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ○

১০. যেসব লোক কুফরী করেছে তাদেরকে উচ্চস্বরে (বিচার দিবসে) বলা হবে, যখন তোমাদেরকে ঈমান আনার জন্য ডাকা হতো আর তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করতে থাকতে তখন আল্লাহ তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের আজকের এই কঠিন ক্রোধের চেয়েও অধিক ক্রোধান্বিত ছিলেন।

١١. قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ○

১১. তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে দুইবার মৃত্যু ঘটিয়েছেন এবং দুইবার জীবিত করেছেন। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব নিষ্কৃতি লাভের কোনো পথ আছে কি?

www.pathagar.com

টীকা : মানুষ নিষ্প্রাণ নির্জীব অবস্থা থেকে জীবন লাভ করেছে, অতঃপর মারা যাবে, অতঃপর পুনরায় (আখেরাতে) জীবিত হবে। আয়াতে এই জীবন-মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে।

١٢۔ ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗٓ اِذَا دُعِىَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ ج وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ط فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ○

১২. (জবাব মিলবে) তোমাদের শাস্তি তো এজন্য যে, যখন (তোমাদেরকে) এক আল্লাহ্‌র দিকে ডাকা হতো তখন তোমরা তা মেনে নিতে অস্বীকার করতে। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করা হতো তবে তোমরা তা মেনে নিতে। এখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সুউচ্চ সুমহান আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বাধীন।

١٣۔ هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ط وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ○

১৩. তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে থাকেন এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করেন। যারা আল্লাহ্‌র দিকে রুজু থাকে তারাই উপদেশ গ্রহণ করে।

١٤۔ فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ○

১৪. অতএব তোমরা আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র অনুগত হয়ে তাঁকে ডাকো, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।

١٥۔ رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُوالْعَرْشِ ج يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۝١٥

১৫. তিনি অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি। তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যার নিকট ইচ্ছা তাঁর আদেশসহ ওহী পাঠান, যাতে তিনি মহামিলনের দিন সম্পর্কে (মানুষকে) সতর্ক করেন।

١٦۔ يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ج لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ ط لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ط لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ○

১৬. যেদিন তারা বের হয়ে পড়বে, আল্লাহ্‌র কাছে তাদের কারো কিছুই গোপন থাকবে না। আজ একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কার ? প্রবল পরাক্রান্ত এক আল্লাহ্‌র।

١٧۔ اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ط لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

১৭. আজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জনের প্রতিফল দেয়া হবে। আজ অন্যায়-অবিচার করা হবে না। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

١٨۔ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ط مَا لِلظّٰلِمِيْنَ

১৮. আপনি তাদেরকে খুবই নিকটবর্তী দিন (কিয়ামত) সম্পর্কে সতর্ক করুন, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে (দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে),

www.pathagar.com

مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ﴿٨﴾

অন্যায়-অত্যাচারীদের জন্য কোনো দরদী বন্ধু থাকবে না এবং সুপারিশ কবুল হওয়ার উপযুক্ত কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না।

١٩. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ○

১৯. চোখের চুরি এবং অন্তর যা গোপন করে তাও তিনি জানেন।

٢٠. وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ط وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ ط اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٩﴾

২০. আল্লাহ সঠিকভাবে বিচার করবেন। আর তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাকে সেগুলোর কোনো বিচারিক কর্তৃত্বই থাকবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশ্রোতা, মহাদ্রষ্টা।

٢١. اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ط وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ○

২১. তারা কি পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করে না এবং তাদের আগেকার লোকদের কী পরিণতি হয়েছে তা কি লক্ষ করে না ? পৃথিবীতে তারা ছিলো এদের চেয়ে অধিক প্রবল-পরাক্রান্ত ও প্রভাবশালী। কিন্তু আল্লাহ তাদের পাপাচারের কারণে তাদেরকে গ্রেপ্তার করলেন এবং আল্লাহ্‌র কবল থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ ছিলো না।

٢٢. ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ج اِنَّهٗ قَوِىٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

২২. তা (গ্রেপ্তার) এজন্য যে, তাদের রাসূলগণ তাদের নিকট স্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ এসেছিলেন, কিন্তু তারা (তা মেনে নিতে) অস্বীকার করেছিল। অতএব আল্লাহ তাদেরকে গ্রেপ্তার করেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাশক্তিধর, কঠোর শাস্তিদাতা।

٢٣. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٠﴾

২৩. ইতিপূর্বে অবশ্যই আমি মূসাকে আমার বাণীসমূহ ও স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছিলাম,

٢٤. اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ○

২৪. ফেরাউন, হামান ও কারূনের নিকট। কিন্তু তারা বললো, সে তো জাদুকর, চরম মিথ্যুক।

٢٥. فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا

২৫. অতএব তিনি যখন আমার পক্ষ থেকে সত্য

www.pathagar.com

দীনসহ তাদের নিকট উপস্থিত হলেন তখন তারা বললো, 'মূসার সাথে যেসব লোক ঈমান এনেছে তোমরা তাদের পুত্রসন্তানদের হত্যা করো এবং তাদের কন্যাসন্তানদের জীবিত রাখো'। কিন্তু সত্য অস্বীকারকারীদের অপকৌশল ব্যর্থ হবেই।

قَالُوا اقْتُلُوْٓا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ط وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ○

২৬. ফেরাউন বললো, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করবো। সে তার প্রভুকে ডাকুক। আমি আশঙ্কা করি যে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দিবে অথবা দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

٢٦۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ج اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ ○

টীকা : স্বৈরাচারী যালেম শাসকরা যে কতো নির্দয়-নিষ্ঠুর হতে পারে এই আয়াত (২৩-২৬) কয়টি পড়লেই তা অনুমান করা যায়। মূসা (আ)-এর দাওয়াতে ইসলামী আদর্শকে যারা মেনে নিয়েছিল ফেরাউন তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করার নির্দেশ দেয়। বর্তমান কালেও দেশে দেশে একই অপরাধে ইসলামী দাওয়াতের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। মুসলিম জাহানের তথাকথিত মুসলিম শাসকগোষ্ঠী মিসরে, তিউনিসিয়ায়, আলজেরিয়ায় একই ঘটনা ঘটিয়েছে। লিবিয়া ও ইরাকে দাওয়াতী কাজের কোনো সুযোগই রাখা হয়নি। সেকালে যাদুকর, মিথ্যাবাদী, কবি, ক্ষমতালিপ্সু ইত্যাদি অভিযোগ আরোপ করা হতো এবং বর্তমান কালেও অনুরূপ এবং এর চেয়েও নিকৃষ্টতম অপবাদ আরোপ করা হয়ে থাকে।

শুধু মুসলিম বিশ্বে কেনো, অমুসলিম বিশ্বের স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠীর একই চরিত্র। ১৯৪৫ সালে এক সপ্তাহের ব্যবধানে নাগাশাকি ও হিরোশিমায় আণবিক বোমার আঘাতে মুহূর্তের মধ্যে আড়াই লক্ষ নিরীহ-নিরপরাধ মানুষের জীবন কেড়ে নেয়া হয়েছে। শুধু ক্রুশ্চেভের রাজত্বকালেই দেড় কোটি মানুষ সমাজতন্ত্রের বলি হয়েছে। ষাটের দশকে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে যে কতো ধর্মপ্রাণ মানুষের জীবন গেছে তার হিসাব এখনো পাওয়া যায়নি। মসজিদ-গির্যা-প্যাগোডাকে পানশালা, আস্তাবল ও অস্ত্রাগারে পরিণত করা হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ক্ষুদ্র দেশ পোল্যাণ্ডের বিশ হাজার অফিসারকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ঐক্যবদ্ধ জাতি জার্মানদের রাজধানী বন-কে দু'ভাগ করে দুর্লংঘ প্রাচীর তুলে দেয়া হয়েছে। দু'টি বিশ্বযুদ্ধে পাঁচ কোটির অধিক মানুষ নিহত হয়েছে। পৃথিবী তার জন্ম থেকে এরূপ ভয়াবহ বিপর্যয় আর কখনো দেখেনি। এসবই ঘটেছে সভ্যতার নামে।

২৭. আর মূসা বললেন, হিসাবের দিনের ভয় করে না এমন প্রত্যেক অহংকারীর মোকাবিলায় আমি আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেছি।

٢٧۔ وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝

২৮. ফেরাউনের দরবারের ঈমান গোপনকারী এক ঈমানদার ব্যক্তি বললো, তোমরা কি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে যিনি বলেন, 'আল্লাহ আমার প্রভু'? অথচ তিনি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ

٢٨۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ

www.pathagar.com

رَبِّكُمْ ط وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ج وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ○

নিয়ে এসেছেন। তিনি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকেন তবে তার মিথ্যাচারের জন্য তিনিই দায়ী হবেন। আর যদি সত্যবাদী হয়ে থাকেন তবে তিনি যে শাস্তির কথা বলেছেন তার কিছু না কিছু তোমাদের ভোগ করতে হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

٢٩۔ يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِى الْاَرْضِ ز فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ط قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ○

২৯. হে আমার জাতি! আজ তোমাদেরই রাজত্ব, দেশে তোমরাই প্রবল-পরাক্রান্ত। কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব এসে গেলে কে আমাদের সাহায্য করবে ? ফেরাউন বললো, আমি যা বুঝি তোমাদেরকেও তাই বুঝাই। আমি তোমাদেরকে সঠিক পথই দেখাই।

টীকা : বর্তমান কালের ধর্মনিরপেক্ষবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী মুসলিম রাজনীতিবিদদের বক্তব্যও ফেরাউনের বক্তব্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তারা ফেরাউনের মতোই দাম্ভিকতার সাথে বলে যে, তারা যা বলে তা-ই সত্য এবং তারাই জনগণকে সঠিক পথে পরিচালিত করছে বলে দাবি করে।

٣٠۔ وَقَالَ الَّذِىْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ۝

৩০. যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিলো সে বললো, হে আমার জাতি! আমি তোমাদের জন্য আগেকার (পাপাচারী) জাতিসমূহের মতোই বিপদসঙ্কুল দিনের আশঙ্কা করি,

٣١۔ مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ط وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ○

৩১. যেমন নূহ-এর জাতি, আদ, ছামূদ এবং তাদের পরবর্তী জাতিসমূহের অবস্থা হয়েছিল। আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অন্যায়-অবিচার করতে ইচ্ছুক নন।

٣٢۔ وَيٰقَوْمِ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ۝

৩২. হে আমার জাতি! আমি তোমাদের জন্য আর্ত-চীৎকারের দিনের আশঙ্কা করি।ক

٣٣۔ يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ج مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ج وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ○

৩৩. সেদিন তোমরা পিছনে ফিরে পালাতে থাকবে, কিন্তু তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করার কেউ থাকবে না। আল্লাহ যাকে বিপথে পরিত্যাগ করেন তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই।

www.pathagar.com

٣٤. وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ط حَتّٰٓى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ط كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ۞

৩৪. ইতিপূর্বে ইউসুফও সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহই তোমাদের নিকট এসেছিলেন। তিনি যে সত্য নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছিলেন তোমরা তাতে সন্দেহের মধ্যেই পড়ে থাকলে। শেষে তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তোমরা বলতে লাগলে, তার পরে আল্লাহ কখনো আর কাউকে রাসূল হিসেবে পাঠাবেন না। যারা সীমালংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারী আল্লাহ তাদেরকে এভাবে বিপথে পরিত্যাগ করেন।

টীকা : অর্থাৎ হে মিসরবাসী! ইতিপূর্বে হযরত ইউসুফ (আ)-ও তোমাদের এ ভূখণ্ডে এসেছিলেন এবং ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন।

٣٥. اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ط كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۝

৩৫. যেসব লোক নিজেদের কাছে কোনো দলীল-প্রমাণ আসা ছাড়াই আল্লাহ্‌র বাণী নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাদের একাজ আল্লাহ ও ঈমানদারগণের কাছে খুবই অসন্তোষজনক। আল্লাহ এভাবেই প্রত্যেক অহংকারী ও স্বৈরাচারীর অন্তরে সীলমোহর এঁটে দেন।

٣٦. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ۝

৩৬. ফেরাউন বললো, হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো, যাতে আমি পথ পাই।

٣٧. اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ط وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ط وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ۝

৩৭. আকাশসমূহের পথগুলো, যাতে আমি মূসার ইলাহ্‌কে উঁকি মেরে দেখতে পাই।[১] আমি তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। এভাবে ফেরাউনের কাছে তার দুষ্কর্মগুলোকে আকর্ষণীয় করা হয়েছিলো এবং তাকে সৎপথ থেকে বাধাগ্রস্ত করে রাখা হয়েছিল। আর ফেরাউনের চক্রান্ত সম্পূর্ণ ব্যর্থই হয়েছিল।

টীকা-১ : ক্ষমতার মসনদে বসে অহংকারী দাম্ভিকরা এভাবেই কথা বলে এবং আল্লাহ্‌কে দর্শনের স্পর্ধা দেখায় ফেরাউনের মতো, বিশ শতকের নাস্তিক ইউরি গ্যাগারীনের মতো। আল্লাহ্‌কে দেখার স্পর্ধা। যে বায়ু সেবন করে সে জীবন ধারণ করে, যার মধ্যে সে ডুবে আছে তা কি স্বচক্ষে কখনো দেখেছে?

٣٨. وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ

৩৮. যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিলো সে বললো, হে আমার জাতি! তোমরা আমার অনুসরণ করো।

www.pathagar.com

আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে যাবো।

اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۞

৩৯. হে আমার জাতি! এই পার্থিব জীবন কেবল সাময়িক ভোগবিলাসের উপকরণ। আখেরাতই তো হলো স্থায়ীভাবে বসবাসের স্থান।

٣٩. يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ز وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ○

৪০. কোনো মানুষ পাপকাজ করলে তাকে তার পাপের সমপরিমাণই প্রতিফল দেয়া হবে। পক্ষান্তরে যেসব নারী-পুরুষ ঈমানদার অবস্থায় সৎকাজ করবে তারা সকলে জান্নাতে দাখিল হবে এবং তাদেরকে সেখানে বেহিসাব রিযিক দেয়া হবে।

٤٠. مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ج وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

৪১. হে আমার জাতি! কি ব্যাপার, আমি তোমাদের ডাকছি মুক্তির পথে আর তোমরা আমাকে ডাকছো দোযখের দিকে?

٤١. وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ۞

৪২. তোমরা আমাকে ডাকছো যাতে আমি আল্লাহ্‌র অবাধ্যচারী হই এবং তাঁর সাথে এমন কিছুকে অংশীদার বানাই যাকে আমি জানিও না, চিনিও না। আর আমি তোমাদের ডাকছি মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌র দিকে।

٤٢. تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ز وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ○

৪৩. সন্দেহ নেই যে, তোমরা আমাকে যার দিকে ডাকো, না ইহকালে আর না পরকালে তার কাছে আবেদন-নিবেদন করা যায়। আল্লাহ্‌র কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন এবং সীমালংঘনকারীরা অবশ্যই হবে দোযখবাসী।

٤٣. لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ○

৪৪. আমি তোমাদেরকে যা বলছি তা তোমরা শীঘ্রই স্মরণ করবে এবং আমি আমার বিষয়টি আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি লক্ষ রাখেন।

٤٤. فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ط وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ○

৪৫. অতএব তারা তার ক্ষতিসাধনের জন্য যেসব চক্রান্ত করেছিল তা থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা

٤٥. فَوَقٰهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ

www.pathagar.com

بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ۝

করেছেন এবং ফেরাউনের গোষ্ঠী নিকৃষ্টতম শাস্তির কবলে পড়ে গেলো,

٤٦. اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ج وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ○

৪৬. দোযখের আগুন। (এখন নিয়মিত) সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে দোযখের সামনে পেশ করা হয় এবং কিয়ামতের দিন (নির্দেশ দেয়া হবে) তোমরা ফেরাউনের দলবলকে কঠোরতর শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করো।

টীকা : এ আয়াত থেকে কবরে অর্থাৎ 'আলমে বারযাখ'-এ পাপাচারীদের শাস্তিভোগ করার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। এ বিষয়ে প্রচুর সহীহ হাদীসও বিদ্যমান আছে।

٤٧. وَاِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ○

৪৭. যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবে তখন দুর্বল জনতা অহংকারী-দাম্ভিকদের বলবে, আমরা তো তোমাদেরই অনুসরণ করেছিলাম। এখন তোমরা আমাদের থেকে দোযখের শাস্তির কিছু অংশ ঠেকাতে পারবে কি?

٤٨. قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ ۙ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ○

৪৮. অহংকারীরা বলবে, আমরা সকলেই দোযখের মধ্যে আছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে সঠিক বিচার করেছেন।

٤٩. وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ○

৪৯. দোযখবাসীরা জাহান্নামের রক্ষীদের বলবে, আপনারা আপনাদের প্রভুর নিকট আবেদন করুন, তিনি যেনো অন্তত আমাদের এক দিনের শাস্তি কমিয়ে দেন।

٥٠. قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ط قَالُوْا بَلٰى ط قَالُوْا فَادْعُوْا ج وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ۝

৫০. তারা বলবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদের রাসূলগণ স্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ আসেননি? তারা বলবে, হাঁ, এসেছিলেন। রক্ষীরা বলবে, তাহলে তোমরাই আবেদন করো। কিন্তু কাফেরদের আবেদন ব্যর্থই হবে।

٥١. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ۝

৫১. আমি আমার রাসূলগণকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে পার্থিব জীবনেও অবশ্যই সাহায্য করবো এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে (সেদিনও);

টীকা : অর্থাৎ তাদের শত্রুদের পরাভূত করে তাদেরকে বিজয়ী করবেন। কেউ হয়ত বলতে পারে যে, এ আয়াতে আল্লাহ তাঁর নবী-রাসূলগণকে এবং তাদের অনুসারী ঈমানদারগণকে এই পার্থিব জীবনে সাহায্য করার অবশ্যম্ভাবী

www.pathagar.com

প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অথচ নবী হযরত যাকারিয়া (আ) ও হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে ইহুদীরা হত্যা করেছে। কতক নবী দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ), লূত (আ) ও হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর সাহাবীগণ। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তা কেনো ঘটলো ?

এর তাৎপর্য এও হতে পারে যে, কখনো কখনো সাময়িকভাবে কাফেরদের বিজয় দান করা হয়ে থাকে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও কৌশলের দাবিমতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঈমানদারগণই বিজয়ী হয়ে থাকে। যেমন হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর খুনীদের উপর আল্লাহ তায়ালা তাদের শত্রুশক্তিকে বিজয়ী করেন এবং তারা এদেরকে নির্মমভাবে পাইকারী হারে হত্যা করে। হযরত ঈসা (আ)-কে যারা হত্যা করতে চেয়েছিল, পরে রোমান শক্তি তাদেরকে চরমভাবে যুগের পর যুগ লাঞ্ছিত করতে থাকে।

মহানবী (স) ও তাঁর সাথীগণ দেশত্যাগ করে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন একথা সত্য। কিন্তু পরেই বদর, উহুদ, খন্দক, খায়বার ও মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে যেভাবে সাহায্য করেছেন এবং মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দুই দু'টি মহাদেশের বিপুল এলাকায় বিজয় দান করেছেন, তারপরও কি আল্লাহ্র সাহায্যপ্রাপ্তি সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে ?

٥٢۔ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ○

৫২. যেদিন যালেমদের ওজর-আপত্তি কোনো উপকারে আসবে না (সেদিনও) এবং তাদের জন্য রয়েছে অভিশাপ, তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস।

٥٣۔ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ۝

৫৩. নিশ্চয়ই আমি মূসাকে পথনির্দেশ দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলকে কিতাবের স্বত্বাধিকারী করেছিলাম।

٥٤۔ هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ○

৫৪. তা ছিলো বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য পথনির্দেশ ও নসীহত।

٥٥۔ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ○

৫৫. অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য, আর আপনার গুনাহের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপনার প্রভুর প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন।

টীকা : রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলা হয়েছে, "আপনার গুনাহের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন"। ব্যাখ্যার জন্য সূরা মুহাম্মাদের ১৯ নং আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকা দেখুন।

٥٦۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

৫৬. যেসব লোক তাদের কাছে আগত কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহ্র বাণীসমূহকে কেন্দ্র করে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাদের অন্তরে অহংকার ছাড়া আর কিছু নেই, তারা এ ব্যাপারে সফল হবে না। অতএব আপনি আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।

www.pathagar.com

৫৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ম অবশ্যই মানুষ সৃষ্টির চেয়ে অনেক জটিল ও কঠিন। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই তা উপলব্ধি করে না।

٥٧۔ لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৫৮. অন্ধ ব্যক্তি ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এবং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করে তারা ও দুষ্কৃতিকারী একসমান নয়। তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।

٥٨۔ وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْٓءُ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ○

৫৯. কিয়ামত অবশ্যই আসবে, তা সন্দেহাতীত। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাস করে না।

٥٩۔ اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

৬০. আর তোমাদের প্রভু বলেন, তোমরা আমার নিকট আবেদন করো, আমি তোমাদের আবেদন কবুল করবো। যেসব লোক অহংকারবশে আমার ইবাদত করে না তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

٦٠۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ○

৬১. আল্লাহ্ই তোমাদের বিশ্রামের জন্য রাতের ব্যবস্থা করেছেন এবং দিনকে করেছেন আলোকোজ্জ্বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানবজাতির প্রতি দয়াপরবশ। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

٦١۔ اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ○

৬২. তিনিই তোমাদের আল্লাহ, তোমাদের প্রভু, সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাহলে তোমরা কোথা থেকে বিভ্রান্ত হচ্ছো!

٦٢۔ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

৬৩. যেসব লোক আল্লাহ্র বাণীসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে তারা এভাবেই বিভ্রান্তির শিকার হয়।

٦٣۔ كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ○

৬৪. তিনিই আল্লাহ যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বসবাসের উপযোগী করেছেন এবং

٦٤۔ اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا

www.pathagar.com

وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ج فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

আকাশকে করেছেন ছাদ, তোমাদের দৈহিক কাঠামো গঠন করেছেন এবং তোমাদের দৈহিক কাঠামো সুষ্ঠু-সুন্দর করেছেন, তোমাদের দান করেছেন পবিত্র ও উৎকৃষ্ট রিযিক। তিনিই তোমাদের আল্লাহ, তোমাদের প্রভু। বিশ্বজাহানের প্রভু আল্লাহ কতো বরকতময়, প্রাচুর্যময়!

٦٥. هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৬৫. তিনি চিরজীবী, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তোমরা একনিষ্ঠভাবে তাঁর অনুগত হয়ে তাঁর নিকট আবেদন-নিবেদন করো। বিশ্বজাহানের প্রভু আল্লাহ্‌র জন্য সকল প্রশংসা।

٦٦. قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِىَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّىْ ز وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৬৬. আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাকো তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, যেহেতু আমার প্রভুর তরফ থেকে আমার কাছে স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ এসেছে। আর আমাকে বিশ্বজাহানের প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

٦٧. هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ج وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

৬৭. তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর বীর্য থেকে, তারপর রক্তপিণ্ড থেকে, তারপর তোমাদের বের করেন শিশুরূপে, তারপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ করতে পারো, তারপর বার্ধক্যে উপনীত হও। তবে তোমাদের কারো মৃত্যু ঘটে এর পূর্বেই এবং যাতে তোমরা একটা সুনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পৌঁছতে পারো এবং তোমরা যেনো উপলব্ধি করো।

টীকা : 'তোমাদেরকে' অর্থাৎ তোমাদের আদিপিতা আদম (আ)-কে আল্লাহ তায়ালা মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর পরে স্বামী-স্ত্রীর জৈবিক মিলনে নির্গত বীর্যের মাধ্যমে তিনি মানবজাতির সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রেখেছেন। স্ত্রীও এখন আর স্বামীর পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্ট নয়, বরং উপরোক্ত একই নিয়মে সৃষ্ট। মাতৃগর্ভে মানবসৃষ্টির এই ক্রমধারা বিজ্ঞানের পরীক্ষায়ও সত্য প্রমাণিত হয়েছে। একই বিষয় সম্পর্কে আরো দেখুন ২৩ :১২-১৫ আয়াত ও ২২:৫ আয়াত।

٦٨. هُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ج فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

৬৮. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত করেন। যখন তিনি কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন সে ব্যাপারে শুধু বলেন, 'হয়ে যাও', অতএব তা হয়ে যায়।

www.pathagar.com

৬৯. যেসব লোক আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ সম্পর্কে বিতর্ক করে আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ করেননি যে, তারা কিভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে?

٦٩۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ط اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ۝

৭০. যেসব লোক কিতাবের প্রতি এবং আমার রাসূলগণকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তারা অচিরেই জানতে পারবে,

٧٠۔ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝

৭১. যখন তাদের গলায় বেড়ি ও শৃঙ্খল পরানো থাকবে। তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে,

٧١۔ اِذِ الْاَغْلٰلُ فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ط يُسْحَبُوْنَ ۝

৭২. ফুটন্ত গরম পানির মধ্যে, তারপর তাদেরকে দোযখের আগুনে পোড়ানো হবে।

٧٢۔ فِى الْحَمِيْمِ ۙ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ۝

৭৩. অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যাদেরকে শরীক স্থির করতে তারা কোথায়?

٧٣۔ ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۝

৭৪. আল্লাহ ব্যতীত? তারা বলবে, তারা আমাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে। বরং আমরা ইতিপূর্বে এমন কোনো কিছুকে ডাকিনি। আল্লাহ এভাবেই কাফেরদেরকে বিপথে পরিত্যাগ করেন।

٧٤۔ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْـًٔا ط كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ۝

৭৫. তা এজন্য যে, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে আনন্দ-উল্লাস করে বেড়াতে এবং এজন্য যে, তোমরা অহংকার করতে।

٧٥۔ ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ۝

৭৬. তোমরা জাহান্নামের বিভিন্ন দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ো, তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য। কতোই না নিকৃষ্ট অহংকারকারীদের বাসস্থান!

٧٦۔ اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

৭৭. অতএব আপনি সবর করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। আমি তাদেরকে (শাস্তি প্রদানের) যে প্রতিশ্রুতি দান করি তা যদি (আপনার জীবদ্দশায়ই) আপনাকে কার্যকর করে দেখাই অথবা আপনার মৃত্যু ঘটাই, তবুও তাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

٧٧۔ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ج فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ۝

www.pathagar.com

৭৮. আমি তো আপনার পূর্বে অনেক রাসূল পাঠিয়েছি। আমি তাদের কতকের বিবরণ আপনাকে অবহিত করেছি এবং তাদের কতকের বিবরণ আপনাকে অবহিত করিনি। আল্লাহ্‌র অনুমোদন ব্যতীত কোনো নিদর্শন পেশ করা কোনো রাসূলের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌র হুকুম এসে গেলে ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসা হয়ে যাবে। তখন বাতিলপন্থীরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

٧٨. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ط وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ أَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ج فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝

৭৯. আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য গবাদি পশুর ব্যবস্থা করেছেন, যাতে তোমরা এর কোনোটিকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে পারো এবং এর কোনোটির গোশত খেতে পারো।

٧٩. اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ۝

৮০. এগুলোর মধ্যে তোমাদের জন্য প্রচুর উপকারও রয়েছে এবং এগুলোর মাধ্যমে তোমাদের মনের অভিষ্ট প্রয়োজনসমূহও যাতে পূরণ করতে পারো। আর এগুলোতে এবং নৌযানে তোমাদের আরোহণ করানো হয়।

٨٠. وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ۝

৮১. তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে থাকেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের কোনটিকে অস্বীকার করবে?

٨١. وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ ز فَأَيَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ۝

৮২. তারা কি পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা চাক্ষুস দেখতে পেতো তাদের পূর্বেকার লোকের কী পরিণতি হয়েছে! তারা জনবলে, শক্তি-সামর্থ্যে ও কীর্তিগাঁথায় পৃথিবীতে ছিলো তাদের চেয়ে অধিক প্রবল। কিন্তু তাদের উপার্জন তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি।

٨٢. أَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَانُوْٓا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَآ أَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

৮৩. তাদের নিকট যখন তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ হাজির হলেন তখন তারা নিজেদের জ্ঞান-গরিমা নিয়েই অহংকারে মত্ত হলো। তারা যে বিষয়কে (শাস্তি) নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করলো।

٨٣. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

www.pathagar.com

টীকা : সব যুগের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের দৃষ্টিভংগি এরূপই থেকেছে এবং এখনো আছে। তারা নিজেদের রাজনৈতিক মতবাদ, দর্শন, আইন-কানুন, বিজ্ঞান এবং বৈষয়িক যাবতীয় জ্ঞানকেই নবী-রাসূলগণের আনীত জীবন ব্যবস্থার উপর অগ্রাধিকার দেয় এবং এই গোষ্ঠীর সাথেই ধর্মবাদীদের সংঘাত চলতে থাকে। বর্তমান কালে এদের দ্বারাই বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামী দাওয়াতের কর্মীরা নির্যাতিত হচ্ছে।

٨٤. فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ ○

৮৪. অতএব তারা যখন আমার শাস্তি স্বচক্ষে দেখলো তখন বললো, আমরা এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনলাম এবং আমরা যেগুলোকে তাঁর শরীক বানাতাম সেগুলোকে অস্বীকার করলাম।

٨٥. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ط سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ فِىْ عِبَادِهٖ ج وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ۝

৮৫. কিন্তু আমার শাস্তি স্বচক্ষে দেখার পর তাদের ঈমান আনার ঘোষণা তাদের কোনোই উপকারে আসলো না। আল্লাহ্‌র এ নিয়মই আগে থেকেই তাঁর বান্দাদের মধ্যে অব্যাহত রয়েছে। এভাবেই ধ্বংস হয়।

মহানবীর (স) মহাবাণী

وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ.

"তুমি যাকে নির্যাতন করেছ তার বদদোয়াকে ভয় করো। কারণ তার বদদোয়া ও আল্লাহ্‌র মাঝখানে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই" (বুখারী, যাকাত, বাব ৬৩, নং ১৪৯৬; মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, মুসনাদ আহ্‌মাদ)।

خَيْرُكُمْ اَوْ اَفْضَلُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ.

"যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয় সে-ই তোমাদের মধ্যে উত্তম ও উৎকৃষ্ট" (তিরমিযী, ফাদাইলুল কুরআন, বাব ১৫, নং ২৯০৮; বুখারী, ফাদাইলুল কুরআন, বাব ২১, নং ৫০২৭-২৮; আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারিমী)।

www.pathagar.com

৪১. সূরা হা-মীম আস-সাজদা (ফুসসিলাত) (৬১)

আয়াত : ৫৪; রুকূ' : ৬; মক্কী

٤١- سُوْرَةُ حٰمٓ اَلسَّجْدَةُ

اٰيَاتُهَا : ٥٤، رُكُوْعٌ : ٦، مَكِّيَّةٌ

হযরত হামযা (রা)-র ইসলাম গ্রহণের পর এবং হযরত উমার (রা)-র ইসলাম গ্রহণের (৫ম নববী সন) পূর্বে এই সূরা নাযিল হয়। একদা কুরাইশ নেতৃবৃন্দ কা'বা ঘরের চত্বরে বসা ছিলো। তখন রাসূলুল্লাহ (স)-ও অন্য প্রান্তে বসা ছিলেন। আবু সুফিয়ানের শ্বশুর উৎবা ইবনে রবীআহ তাঁর নিকট গিয়ে বললো, হে ভাতিজা! তুমি তোমার জাতির মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করেছো, গোটা জাতিকে আহম্মক সাজিয়েছো, জাতির ধর্ম ও তাদের দেব-দেবীর সমালোচনা করছো, আমাদের পূর্বপুরুষদের জাহান্নামী বানিয়েছো। তোমার বর্তমান প্রচারকাজের দ্বারা যদি তোমার নেতৃত্ব দখল, সম্পদ অর্জন বা রাজা-বাদশাহ হওয়ার উদ্দেশ্য থাকে তবে আমরা তোমাকে এসবই দান করবো। কিন্তু তুমি তোমার নতুন মতবাদ প্রচার বন্ধ করো।

উৎবার কথা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (স) তাকে সূরা হা-মীম আস-সাজদা তিলাওয়াত করে শোনান। তাতে উৎবা খুবই প্রভাবিত হয় এবং তার মুখমণ্ডলে পরিবর্তনের চিহ্ন ফুটে ওঠে। সে কুরাইশ নেতাদের কাছে গিয়ে বলে, আমি যে বাণী শুনে এসেছি তা কোনো কবির কবিতা নয়, যাদুকরের মন্ত্রও নয়। তোমরা তাঁকে তাঁর অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। সে আরবদের দ্বারা পরাভূত হলে তাঁর উপর তোমাদের হাত তোলা থেকে তোমরা বেঁচে গেলে। আর সে যদি বিজয়ী হয় তবে তা তোমাদের জন্যই কল্যাণ বয়ে আনবে। সমগ্র আরব তোমাদের বশে এসে যাবে (সীরাতে ইবনে হিশাম থেকে সংক্ষেপিত)।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- حٰمٓ ۞

১. হা-মীম।

٢- تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞

২. এটা দয়াময় পরম দয়ালুর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত–

٣- كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۞

৩. একটি কিতাব। এর আয়াতসমূহ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য বিশদভাবে বিবৃত আরবী ভাষার কুরআনরূপে,

٤- بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ج فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ○

৪. সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী হিসেবে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনেও শোনে না।

٥- وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ○

৫. আর তারা বলে, আপনি যা গ্রহণের জন্য আমাদের দাওয়াত দিচ্ছেন সেই ব্যাপারে আমাদের অন্তরাত্মা আবরণে ঢাকা, আমাদের কান বধির হয়ে গিয়েছে এবং আমাদের ও আপনার মাঝখানে একটা প্রতিবন্ধক আছে। অতএব আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমরাও আমাদের কাজ করি।

www.pathagar.com

টীকা : রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নাযিলকৃত কুরআনের বাণী শোনার ও অনুধাবন করার চেষ্টা না করে তা থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন রাখার কারণে কাফেরদের ও মহানবী (স)-এর মধ্যে যে বিরোধ ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে তাকে আয়াতে আবরণ ও প্রতিবন্ধকরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান কালের ভোগবাদী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত এক শ্রেণীর মুসলমানের অবস্থাও ঐ কাফেরদের অনুরূপ। তারা হাজারো বই-পুস্তক পড়ে কিন্তু একটি বারের জন্যও কুরআন পড়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। তাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আজ যেখানেই কুরআনের কথা বলা হয় সেখানেই তারা তার প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

٦- قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ط وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۙ﴿٦﴾

৬. আপনি বলুন, আমিও তোমাদের মতো একজন মানুষই। আমার কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ একজন মাত্র ইলাহ।[১] অতএব তোমরা তাঁর দিকেই নিবিষ্ট থাকো এবং তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো। আর মুশরিক পৌত্তলিকদের জন্য রয়েছে ধ্বংস,

টীকা-১ : মানুষ যাতে রাসূলুল্লাহ (স)-কে আদিভৌতিক কোনো সত্তা মনে করে কালক্রমে তাঁকে পূজা করার ভ্রান্তিতে লিপ্ত না হয় সেজন্য তাঁকে মানুষ ও নবী এবং বারবার আল্লাহ্‌র বান্দা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন খৃষ্টানরা ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র এবং বৌদ্ধরা সম্পূর্ণরূপে স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে 'মানুষ বুদ্ধের' পূজায় লিপ্ত হয়েছে। এখন তারা বলে, মানুষ নিজেই নিজের স্রষ্টা। বুদ্ধের স্মরণেই মুক্তি।

٧- الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

৭. যারা যাকাত দেয় না এবং যারা আখেরাতকেও অস্বীকার করে।

٨- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٨﴾

৮. নিশ্চয়ই যেসব লোক ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

٩- قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ط ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩﴾

৯. আপনি জিজ্ঞেস করুন, যে মহান সত্তা দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তোমরা কি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করছো এবং তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাচ্ছো ? তিনি তো মহাবিশ্বের প্রতিপালক প্রভু।

١٠- وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِىْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ط سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ۝

১০. আর তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, তাতে কল্যাণ ও বরকত নিহিত রেখেছেন এবং চার দিনের মধ্যে তাতে সকল প্রার্থীর জন্য তাদের চাহিদামতো সঠিক পরিমাণে জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন।

টীকা : একদল লোক 'কাদ্দারা'-এর অর্থ করেছেন, 'সব প্রার্থীর জন্য সমান'। তাদের মতে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য একই সমান খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন, কারো জন্য বেশি এবং কারো জন্য কম এরূপ নয়। তাদের মতবাদ

www.pathagar.com

অনুযায়ী পৃথিবীর কোথাও কি এরূপ রেশনিং ব্যবস্থা চালু আছে ? লেলীন, মাও সেতুং ও তাদের দেশের সাধারণ নাগরিকরা কি তাদের জীবদ্দশায় তাদের দু'জনের সম-পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে ? তাছাড়া খাদ্যপ্রার্থী বলতে তো এখানে ব্যাপক অর্থে এমন সকল সৃষ্টিই তার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যাদের জীবন ধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়। তাদের বিষয়টি কিভাবে বিবেচনা করা হবে ?

١١۔ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ط قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ○

১১. অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, তা ছিলো ধোঁয়াচ্ছন্ন। তিনি আসমান ও জমীনকে বললেন, তোমরা অনুগত হয়ে বা অনিচ্ছায় আসো। তারা উভয়ে বললো, আমরা অনুগত হয়ে আসলাম।

١٢۔ فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ط وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا ط ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

১২. তিনি দুই দিনে আকাশমণ্ডলীকে সাত আসমানে পরিণত করলেন এবং প্রতিটি আকাশে তার প্রয়োজনীয় বিধিবিধান জারী করলেন। আর আমি পৃথিবীর নিকটতর আকাশকে আলোর প্রদীপ দ্বারা সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত করলাম। এসবই মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানীর সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা।

١٣۔ فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ ⑬

১৩. এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনি বলে দিন, আমি তোমাদেরকে আদ ও ছামূদ জাতির ধ্বংসের মতো এক ধ্বংসকর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করছি।

١٤۔ اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ط قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○

১৪. তাদের রাসূলগণ যখন তাদের সম্মুখ-পিছন সব দিক থেকে এসে তাদেরকে বুঝালেন যে, 'তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করো না', তখন তারা বললো, আমাদের প্রভু ইচ্ছা করলে অবশ্যই একজন ফেরেশতা পাঠাতে পারতেন। অতএব তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছো আমরা তা মানি না।

١٥۔ فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ط اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ط وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ○

১৫. অতএব আদ সম্প্রদায় পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করেছিলো এবং বলেছিলো, আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কে আছে ? তারা কি দেখেনি, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ? আর তারা আমার বাণীসমূহ অস্বীকার করতো।

www.pathagar.com

১৬. আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে অপমানকর লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করানোর জন্য তাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি দুর্যোগপূর্ণ দিনে প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া পাঠালাম। আর আখেরাতের শাস্তি তো আরো অধিক লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

١٦. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ ○

১৭. আর ছামূদ জাতি, আমি তাদের পথ প্রদর্শন করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধ থাকাই পছন্দ করলো। অতএব তাদের কৃতকর্মের দরুন দুর্গতিপূর্ণ প্রচণ্ড বজ্রপাতের শাস্তি তাদেরকে আঘাত হানলো।

١٧. وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

১৮. আর যেসব লোক ঈমান এনেছিলো আমি তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং তারা ছিলো সাবধানী।

١٨. وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

১৯. যেদিন আল্লাহ্‌র শত্রুদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমবেত করা হবে সেদিন তাদেরকে বিভিন্ন সারিতে বিন্যস্ত করা হবে।

١٩. وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ○

২০. শেষ পর্যন্ত যখন তারা সেখানে এসে উপস্থিত হবে তখন তাদের কান, চোখ ও চামড়া তাদরে কার্যকলাপ সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে।

٢٠. حَتّٰٓى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

২১. আর তারা তাদের চামড়াকে জিজ্ঞেস করবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছো কেনো? সেগুলো বলবে, আমাদেরকে সেই আল্লাহ কথা বলার শক্তি দান করেছেন যিনি সব কিছুকে বাকশক্তি দান করেছেন এবং তিনিই প্রথমবার তোমাদের সৃষ্টি করেছিলেন এবং এখন তাঁর কাছেই তোমাদের ফেরত আনা হচ্ছে।

٢١. وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ط قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

টীকা : মানুষের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যখন তার দ্বারা অন্যায় কাজে ব্যবহৃত হয় তখন সেগুলো তার কাজের সাক্ষী হয়ে থাকে, কিন্তু সে তা কল্পনাও করতে পারে না। সে যখন তার অপরাধ অস্বীকার করবে তখন তার হাত-পা চোখ-কান যাবতীয় অঙ্গ তার সকল তথ্য ফাঁস করে দিবে (সূরা ইয়াসীন-এর ৬৫ নং আয়াতও পাঠ করুন)।

www.pathagar.com

২২. তোমরা গোপন করতে না এই ধারণায় যে, তোমাদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের দেহের চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে না। বরং তোমরা আরো ধারণা করতে যে, তোমরা যা কিছু করো তার বেশির ভাগই আল্লাহ জানেন না।

٢٢۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

২৩. তোমাদের এই ধারণাই, যা তোমরা তোমাদের প্রভু সম্পর্কে করতে, তোমাদের ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা হয়েছো মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

٢٣۔ وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

২৪. এখন তারা যদি ধৈর্যধারণ করে তবুও জাহান্নামই হবে তাদের বাসস্থান। আর যদি তারা অনুতাপ-অনুশোচনা প্রকাশ করে তবে তাদের এই অনুতাপ- অনুশোচনাও গ্রহণযোগ্য হবে না।

٢٤۔ فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ج وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ○

২৫. আমি তাদের পেছনে অন্তরঙ্গ সাথীদের লাগিয়ে দিয়েছিলাম। তারা তাদের আগে-পিছের কার্যকলাপকে তাদের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরেছিল এবং তাদের বেলায়ও তাদের পূর্বে অতীত জিন ও মানব গোষ্ঠীর ন্যায় শাস্তির বাণী অবধারিত হয়েছে। নিশ্চয়ই তারা ছিলো মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত।

٢٥۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ۞

টীকা : পাপকাজের সঙ্গীরা পাপকাজকে মানুষের কাছে আকর্ষণীয় ও লোভনীয় করে তুলে ধরে। ফলে মানুষ তার বিবেকের বাধা উপেক্ষা করে বন্ধুর প্রলোভনে পাপাচারে জড়িয়ে পড়ে এবং এক পর্যায়ে বেপরোয়া সন্ত্রাসীতে পরিণত হয়।

২৬. আর কাফেররা বলে, তোমরা এই কুরআন (তিলাওয়াত) শোনো না এবং তা (তিলাওয়াতকালে) হট্টোগোল সৃষ্টি করো, এভাবে হয়ত তোমরা বিজয়ী হতে পারো।

٢٦۔ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ○

টীকা : রাসূলুল্লাহ (স) যখন মানুষকে কুরআন পড়ে শুনাতেন তখন বিরুদ্ধবাদী কাফেররা হৈচৈ করতো, হট্টগোল সৃষ্টি করতো, উচ্চস্বরে চীৎকার করতো, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে নবী (স)-কে অতিষ্ঠ করার চেষ্টা করতো। যাতে লোকজন কুরআনের বাণী শোনতে না পায়। আজ-কাল এর স্থান দখল করেছে রেডিও-টেলিভিশনের তথাকথিক নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যাকে কুরআন 'ফাহিশা' (অশ্লীলতা, কদাচার) বলে উল্লেখ করেছে। মানুষ কেনো যেনো কাজের অবসরে কুরআন-হাদীস পাঠ, দোয়া-দরূদ ও যিকির-আযকার বাদ দিয়ে টেলিভিশনের সামনে বসে এসব অর্থহীন অনুষ্ঠানাদি দেখে নিজেদের মূল্যবান সময় অপচয় করে। আল্লাহ এদের হেদায়াত দান করুন। আরো দেখুন সূরা লুকমান, ৬ নং আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকা।

www.pathagar.com

২৭. অতএব আমি এই কাফেরদেরকে অবশ্যই কঠোর শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো এবং তাদের নিকৃষ্টতম কাজের পূর্ণ প্রতিফল তাদেরকে দান করবোই।

٢٧۔ فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

২৮. এই দোযখই হলো আল্লাহ্‌র দুশমনদের উপযুক্ত পুরস্কার। সেখানেই হবে তাদের জন্য চিরস্থায়ী বাসস্থান। তারা যে আমার বাণীসমূহ অস্বীকার করতো এটা তার প্রতিদান।

٢٨۔ ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ج لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ط جَزَآءً بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ○

২৯. আর যারা কুফরী করেছে তারা (দোযখের মধ্যে) বলবে, হে আমাদের প্রভু! জিন ও মানব জাতির মধ্যে যারা আমাদেরকে বিপথগামী করেছে আপনি তাদেরকে আমাদের দেখিয়ে দিন, আমরা তাদেরকে আমাদের পায়ের তলায় পিষ্ট করবো, যাতে তারা লাঞ্ছিত-অপমানিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

٢٩۔ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ○

৩০. নিশ্চয়ই যারা বলে, 'আল্লাহ আমাদের প্রভু', তারপর তাতে অবিচল থাকে, তাদের নিকট ফেরেশতাগণ আগমন করে বলে, তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ো না, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তার সুসংবাদ গ্রহণ করো।

٣٠۔ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○

৩১. আমরা 'ইহকাল ও পরকালে তোমাদের পৃষ্ঠপোষক। তোমাদের অন্তরসমূহ যা আকাঙ্ক্ষা করবে তা এখানে তোমাদের জন্য মওজুদ পাবে এবং তোমরা যা দাবি করবে সেখানে তাও পেয়ে যাবে।

٣١۔ نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ج وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ۞

৩২. অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালুর পক্ষ থেকে এই মেহমানদারী।

٣٢۔ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ۞

৩৩. যে ব্যক্তি (মানুষকে) আল্লাহ্‌র দিকে ডাকে, সৎকাজ করে এবং বলে, নিশ্চয়ই আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত– কথায়-বক্তব্যে তার চেয়ে অধিক উত্তম আর কে হতে পারে!

٣٣۔ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

www.pathagar.com

টীকা : একজন মুসলমান কেবল নিজের ঈমান ও সৎকাজ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না, বরং অন্যান্য লোককেও আল্লাহ্‌র দীন মোতাবেক জীবন যাপনের দাওয়াত দেয়, আহ্বান জানায়– তার কথার মাধ্যমে, বক্তৃতার মাধ্যমে, লেখনীর মাধ্যমে, সমাজ সংস্কার ও সমাজকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে। এই ব্যক্তির আবেদন ও আহ্বান অন্য সকলের আহ্বানের চেয়ে অধিক উত্তম। তবে দাওয়াতদানকারীর কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

٣٤. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ط ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ○

৩৪. ভালো ও মন্দ এবং শুভ ও অশুভ একসমান হতে পারে না। তুমি সর্বোত্তম আচরণ দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করো। তাহলে তোমার সাথে যার শত্রুতা রয়েছে সে তোমার পরম প্রিয় বন্ধুর মতো হয়ে যাবে।

٣٥. وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ج وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ○

৩৫. এ গুণ তারাই লাভ করে যারা ধৈর্যধারণ করে এবং যারা বড়োই ভাগ্যবান কেবল তারাই এই মর্যাদা লাভ করে।

টীকা : উপরোক্ত দু'টি (৩৪-৩৫) আয়াতে ইসলামের দাওয়াতদানকারীর জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা ও সুসংবাদ রয়েছে। অর্থাৎ অসদাচরণের জবাবে সদাচরণ, বাড়াবাড়ির বদলায় ক্ষমার আচরণ এবং ক্রোধের উন্মাদনাকে ধৈর্যের সাহায্যে মোকাবিলা করতে হবে। তাতে আশা করা যায়, শত্রু হবে বন্ধু, দূরের ব্যক্তি নিকটে এসে যাবে এবং রক্তপিপাসু হয়ে যাবে প্রাণ উৎসর্গকারী কৃতজ্ঞ সহায়। যারা এসব গুণের অধিকারী হতে পারে তারা মহৎ ও মহান।

٣٦. وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৩৬. আপনি কখনো শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কুমন্ত্রণা অনুভব করলে সাথে সাথে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি মহাশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

٣٧. وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ط لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ○

৩৭. তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চাঁদকেও নয়। এগুলোকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁকেই সিজদা করো, যদি তোমরা বাস্তবিকই তাঁর ইবাদত করতে চাও।

٣٨. فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ ○

৩৮. যদি তারা অহংকারে মত্ত হয় তবে যারা আপনার প্রভুর নিকট রয়েছে তারা রাত-দিন সর্বদা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তাতে তারা ক্লান্তিবোধ করে না।

টীকা : উপরোক্ত আয়াত দু'টি পাঠকারী ও পাঠ শ্রবণকারী একটি সিজদা করুন।

www.pathagar.com

৩৯. তাঁর আরেকটি নিদর্শন এই যে, আপনি জমিনকে অনুর্বর দেখতে পান। আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন তা উথলিয়ে ওঠে এবং উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়। যে মহান সত্তা একে জীবন্ত করেছেন তিনিই মৃতদেরকে অবশ্যই জীবিত করবেন। নিশ্চয়ই তিনি সব বিষয়ে সর্বময় শক্তির অধিকারী।

٣٩۔ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ط اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ط اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৪০. যেসব লোক আমার আয়াতসমূহের অর্থকে বিকৃত করে নিশ্চয়ই তারা আমার অগোচরে নয়। যাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে সে কি উত্তম, না যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নিরাপদে এসে উপস্থিত হবে সে? তোমাদের যা ইচ্ছা হয় করতে থাকো। তোমরা যা কিছু করো তিনি তার সম্যক দ্রষ্টা।

٤٠۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ط اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ صلى اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

টীকা : 'অর্থকে বিকৃত করে' মূলে রয়েছে يُلْحِدُوْنَ। এ শব্দ থেকেই 'মুলহিদ' (ধর্মদ্রোহী) পরিভাষা এসেছে। বর্তমান সমাজে এরা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী নাস্তিকও হতে পারে, আবার ধর্মীয় ব্যবস্থা তথা কুরআন-হাদীসের প্রতি উদ্ধত আচরণকারী নামসর্বস্ব মুসলমানও হতে পারে। তারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করলেও ইসলামী বিশ্বাস, আনুষ্ঠানিক ইবাদত-বন্দেগী ও ইসলামী জীবনাচারের প্রতি সর্বোতভাবে উদাসীন। আমাদের সমাজে ইসলামী আদর্শ বিবর্জিত পাশ্চাত্য ধারার শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা এই ধরনের মুলহিদ সৃষ্টি করেছে। আমাদের সমাজে তথাকথিত বুদ্ধিজীবি, শিক্ষাজীবি, রাজনীতিজ্ঞ এবং সদ্য আবিষ্কৃত সুশীল সমাজে এদের পদচারণা। এরা বিভিন্ন জাতির হাজারো লাখো বই-পুস্তক অধ্যয়ন করলেও কুরআন-হাদীস অধ্যয়নে এদের বড়োই অনীহা রয়েছে। এদের সম্পর্কেই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, "এরা পার্থিব জীবন সম্পর্কে বহুত জানে কিন্তু আখেরাত সম্পর্কে উদাসীন" (সূরা রূম : ৭)।

"আপনি বলুন, আমি কি তোমাদের অবহিত করবো যে, কাজের দিক থেকে যারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত? পার্থিব জীবনে যাদের কর্মতৎপরতা ব্যর্থ হয়েছে (বিপথগামী হয়েছে), যদিও তারা মনে করে যে, তারা কল্যাণকর কাজই করছে" (সূরা কাহ্‌ফ : ১০৩-৪)।

"যে মানুষ দয়াময় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিরত থাকে তার জন্য আমি শয়তানকে নিযুক্ত করি। সে-ই তার সঙ্গী হয়ে যায়। শয়তানেরা অবশ্যই ওদের সঙ্গীদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে, কিন্তু তারা মনে করে যে, তারা সঠিক পথের অনুসারী" (সূরা যুখরুফ : ৩৬-৩৭)।

৪১. যেসব লোক তাদের কাছে যিকির (কুরআন) এসে যাবার পর তা প্রত্যাখ্যান করে (তারা পূর্বোক্ত শ্রেণীর লোক)। নিশ্চয়ই এটি একটি শক্তিশালী কিতাব।

٤١۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ج وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ۝١٧

৪২. বাতিল (মিথ্যা) তাতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, তার সামনের দিক থেকেও নয় এবং তার পিছন দিক থেকেও নয়। এটা পরম প্রজ্ঞাময় ও সপ্রশংসিতের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।

٤٢۔ لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ط تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ○

www.pathagar.com

টীকা : কোনো বাতিলপন্থীর সাধ্য নেই যে, সরাসরি এই কিতাবের মূল পাঠের বিকৃতি ঘটানোর দুঃসাহস দেখাবে এবং অর্থ ও তাৎপর্যের বিকৃতি সাধন করে তা গ্রহণযোগ্য করার সামর্থ্যও তার নেই। কারণ তা সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণভাবে সুরক্ষিত, সর্বশক্তিমান ও পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র বাণী, মহামর্যাদাবান সায়্যিদুল মুরসালীন, বিশ্বমানবের নবী মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক প্রচারিত। পৃথিবীর বিশাল এক মানবগোষ্ঠী তার ধারক ও বাহক, যার প্রাচীনতম আদি ও আসল কপির নমুনা পৃথিবীর নামকরা যাদুঘরসমূহে আজো সুরক্ষিত এবং তার সাথে আজকের মুদ্রিত কুরআনের কোনোরূপ অসামঞ্জস্যও নেই।

٤٣- مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ط اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ ○

৪৩. আপনাকে তো তাই বলা হয় যা বলা হয়েছিলো পূর্বকালের রাসূলগণকে। নিশ্চয়ই আপনার প্রভু অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং মর্মান্তিক শাস্তিদাতা।

٤٤- وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ط ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ط قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ط وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ط اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ۝

৪৪. আমি যদি অনারব ভাষায় এই কুরআন নাযিল করতাম তবে তারা অবশ্যই অভিযোগ করে বলতো, এর বাণীসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়নি কেনো ? কি আশ্চর্য, কিতাব অনারব ভাষায় আর ইনি (রাসূল) আরবীভাষী! আপনি বলুন, এটা ঈমানদারদের জন্য পথপ্রদর্শক ও আরোগ্যদায়ী। কিন্তু যারা ঈমানদার নয় তাদের কানে আছে বধিরতা এবং কুরআন তাদের জন্য অন্ধত্ব। তাদেরকে যেনো দূরবর্তী স্থান থেকে ডাকা হচ্ছে।

টীকা : মতলববাজদের অভিযোগের কোনো শেষ নেই। নবীও আরবীভাষী আবার কুরআনও আরবী ভাষায়। এতে মাহাত্ম্যের কি আছে? যদি তা অনারব ভাষায় তাঁর উপর নাযিল হতো তবেই তার একটা বিশেষত্ব থাকতো। বাস্তবিকপক্ষে তা যদি অনারব ভাষায় নাযিল করা হতো তবে তারা বলতো, এ কেমন ব্যাপার। আমরা আরবীভাষী, আর আমাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে এমন ভাষায় যা আমরা বুঝি না।

٤٥- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ط وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ط وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ○

৪৫. আমি অবশ্যই মূসাকে কিতাব দান করেছিলাম, কিন্তু তাতে মতভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে। আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে পূর্ব-সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যেতো। নিশ্চয়ই তারা কুরআন সম্পর্কে অস্বস্তিকর সন্দেহে লিপ্ত আছে।

٤٦- مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ط وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ○

৪৬. কোনো ব্যক্তি সৎকাজ করলে সে নিজের (উপকারের) জন্যই করে। আর কোনো ব্যক্তি পাপকাজ করলে সে নিজেরই ক্ষতিসাধন করে। আপনার প্রভু বান্দাদের প্রতি মোটেই যুলুমকারী নন।

www.pathagar.com

পারা-২৫

৪৭. সেই মুহূর্তটির (কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়ের) জ্ঞান কেবল তাঁরই জানা আছে। তাঁর অজ্ঞাতে কোনো ফল তার আবরণ থেকে বের হয় না, কোনো নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না। সেদিন তাদের ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করবেন, আমার শরীকরা কোথায় ? তারা বলবে, আমরা আপনার নিকট নিবেদন করি, আমাদের কেউই (এর) সাক্ষী হবে না।

٤٧۔ اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ط وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٰتٍ مِّنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ط وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ شُرَكَآءِىْ قَالُوْٓا اٰذَنّٰكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ ۞

৪৮. ইতিপূর্বে তারা যাদের উপাসনা করতো তারা উধাও হয়ে যাবে এবং তারা বুঝতে পারবে যে, তাদের নাজাত পাবার কোনো উপায় নেই (আশ্রয়স্থল নেই)।

٤٨۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوْا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ○

৪৯. কল্যাণ (ধন-সম্পদ) লাভের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ কখনো ক্লান্ত হয় না। কিন্তু সে দুর্দশাগ্রস্ত হলে হতাশাগ্রস্ত হয়ে হা-হুতাশ করে।

٤٩۔ لَا يَسْئَمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَيْرِ وَاِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوْسٌ قَنُوْطٌ ○

৫০. বিপদ-মসিবত স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে আমার দয়ার স্বাদ আস্বাদন করাই তখন সে অবশ্যই বলে, এটা আমিই পাবার উপযুক্ত এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত কখনো সংঘটিত হবে। যদিবা আমাকে আমার প্রভুর দরবারে ফিরিয়ে নেয়া হয় তবে তাঁর কাছে আমার জন্য অবশ্যই কল্যাণ রয়েছে। অতএব আমি অবাধ্যাচারীদেরকে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করবো এবং তাদেরকে কঠোর শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো।

٥٠۔ وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِىْ وَمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً وَّلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْٓ اِنَّ لِىْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى ج فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ○

৫১. আমি যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ঘুরিয়ে নেয় এবং পাশ কাটিয়ে দূরে চলে যায়। আর যখন সে দুঃখ-দুর্দশার শিকার হয় তখন সুদীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়।

٥١۔ وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ج وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ ○

৫২. আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছো,

٥٢۔ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

www.pathagar.com

ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ○

এই কুরআন যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসে থাকে, অতঃপর তোমরা তা অমান্য করো, তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত রয়েছে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে!

٥٣۔ سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ط اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ○

৫৩. আমি অচিরেই তাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাবো পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের সত্তায়। তাতে তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এই কুরআনই সত্য। আপনার প্রভুর জন্য এটা কি যথেষ্ট নয় যে, তিনি সবকিছু প্রত্যক্ষ করছেন?

টীকা : অর্থাৎ শীঘ্রই বিরুদ্ধাচারীরা দেখতে পাবে যে, এই কুরআনের দাওয়াত বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং এর ফলে এক বিরাট ও মহান ধর্মীয়, নৈতিক, মানসিক, তমদ্দুনিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

٥٤۔ اَلَآ اِنَّهُمْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ط اَلَآ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطٌ ۩

৫৪. সাবধান! তারা তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাত সম্পর্কে সন্দিহান। শোনো! তিনি সবকিছু পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

মহানবীর (স) মহাবাণী

خَمِّرُوْا الْاٰنِيَةَ وَاَوْكُوا الْاَسْقِيَةَ وَاَجِيْفُوا الْاَبْوَابَ وَاَطْفِئُوا الْمَصَابِيْحَ.

"তোমরা খাদ্রব্যের পাত্রগুলো ঢেকে রাখো, পানির মশকের মুখ বন্ধ করো, ঘরের দরজাসমূহ বন্ধ রাখো এবং (ঘুমানোর সময়) বাতিগুলো নিভিয়ে দাও" (তিরমিযী, আদাব, বাব ৭৪, নং ২৮৫৭; বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা)।

www.pathagar.com

৪২. সূরা আশ-শূরা (৬২) ٤٢۔ سُوْرَةُ الشُّوْرٰى

আয়াত : ৫৩; রুকূ' : ৫; মক্কী اٰيَاتُهَا : ٥٣، رُكُوْعٌ : ٥، مَكِّيَّةٌ

এ সূরা নাযিলের সময়-কাল সম্পর্কে হাদীস থেকে কিছু জানা যায় না। তবে সূরার বিষয়বস্তু থেকে অনুমিত হয় যে, এটি পূর্ববর্তী সূরার পরপর নাযিল হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হা-মীম। ١۔ حٰمٓ ۞

২. 'আইন-সীন-কাফ। ٢۔ عٓسٓقٓ ۝

৩. মহাপরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ এভাবেই আপনার নিকট এবং আপনার পূর্ববর্তীদের (নবী-রাসূল) কাছে ওহী পাঠিয়ে আসছেন। ٣۔ كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর অধিকারভুক্ত। তিনি সুউচ্চ, সুমহান। ٤۔ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ۝

৫. আকাশমণ্ডলী উপরের দিক থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়, আর ফেরেশতাগণ তাদের প্রভুর প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে এবং পৃথিবীবাসীর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে। জেনে রাখো! আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ٥۔ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِ ط اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

টীকা : মানুষ যখন আল্লাহ্‌র পুত্র-কন্যা ও শরীক স্থির করে অথবা তাঁর ক্ষমতা-কর্তৃত্বে অন্যকে অংশীদার বানায় তখন এই ভয়ংকর আচরণে আকাশ যেনো ফেটে পড়ার উপক্রম হয় (সূরা মারইয়াম, ৯০ আয়াতও দেখুন)।

৬. যেসব লোক আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি লক্ষ রাখেন। আপনি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নন। ٦۔ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ز وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۝

৭. আমি এভাবে আপনার নিকট আরবী ভাষায় কুরআন ওহীরূপে পাঠিয়েছি, যাতে আপনি সকল জনপদের মূল কেন্দ্র (মক্কা) এবং তার চারপাশের ٧۔ وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ

www.pathagar.com

الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ط فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ ○

জনগোষ্ঠীকে সতর্ক করেন এবং 'সমবেত হওয়ার সন্দেহাতীত দিন' সম্পর্কে ভয় দেখান। একদল যাবে জান্নাতে এবং একদল যাবে জাহান্নামে।

٨. وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ط وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

৮. আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তাদের সকলকে অবশ্যই একটি মাত্র উম্মতই বানাতেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ রহমতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। আর যালেমদের না কেউ পৃষ্ঠপোষক আছে, না কেউ সাহায্যকারী।

٩. اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ج فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِىُّ وَهُوَ يُحْىِ الْمَوْتٰى ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝٩

৯. তারা কি আল্লাহ ব্যতীত অপরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে? আল্লাহ্ই একমাত্র অভিভাবক। তিনিই মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বময় শক্তির অধিকারী।

١٠. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَىْءٍ فَحُكْمُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّىْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ○

১০. তোমরা যে বিষয়ই মতভেদ[১] করো না কেনো তার মীমাংসা আল্লাহ্র কাছে। তিনিই তোমাদের আল্লাহ, আমার প্রভু, আমি তাঁর উপরই ভরসা করি এবং আমি তাঁর দিকেই ফিরে আছি।

টীকা-১ : মতভেদ অর্থ ধর্মীয় মতভেদ। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মকেই কেবল সত্য ধর্ম মনে করে। যদিও একটি মাত্র ধর্মই সত্য। সত্য দীন কেবল প্রচার-প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অব্যাহতভাবে নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠিয়েছেন। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং সর্বশেষ কিতাব হলো আল-কুরআন।

١١. فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ج يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ط لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

১১. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া (স্ত্রী) সৃষ্টি করেছেন এবং গবাদি পশুর মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন সেগুলোর জোড়া (মাদী)। এভাবে (দম্পতির মাধ্যমে) তিনি তোমাদের বংশবিস্তার করেন। কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয় এবং তিনি মহাশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।

١٢. لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ط اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○

১২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর চাবিকাঠি তাঁর করায়ত্ব। তিনি যাকে ইচ্ছা পর্যাপ্ত রিযিক দান করেন এবং সীমিতও দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

www.pathagar.com

١٣۔ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ط اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ۝

১৩. তিনি তোমাদের জন্য দীনের[১] সেইসব নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করেছেন যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহ্-কে, আর যা আমি ওহী মারফত আপনাকে দান করেছি এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে। তা এই যে, তোমরা দীনকে কায়েম করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। আপনি মুশরিক-পৌত্তলিকদের যা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন তা তাদের কাছে দুঃসহ মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজের জন্য মনোনীত করেন এবং যে তাঁর দিকে রুজু হয় তিনি তাকে তাঁর দিকে পথ দেখান।

টীকা-১ : আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এক মজবুত ও স্থায়ী দীন বা জীবনব্যবস্থা দান করেছেন যা আদম (আ) থেকে শুরু করে সকল নবী-রাসূলের অভিন্ন ও সর্বসম্মত একমাত্র সত্য দীন। অর্থাৎ নবী-রাসূলগণের দীন সব যুগে সব দেশে একই ছিলো, দীনের বুনিয়াদী বিষয়গুলো একই ছিলো। তবে স্থান-কাল-পাত্রভেদে আনুসঙ্গিক বিষয়াদিতে কিছুটা পার্থক্য ছিলো।
শাহ ওয়ালিউল্লাহ দিহলাবী (র) 'আকীমুদ- দীন'-এর অর্থ করেছেন, 'তোমরা দীন কায়েম করো'। আর শাহ রফিউদ্দীন ও শাহ আবদুল কাদের (র) করেছেন, 'দীনকে কায়েম রাখো'। ইকামাত শব্দের অর্থ কায়েম করাও হয় এবং কায়েম রাখাও হয়। আম্বিয়া (আ) উভয়টির জন্যই আদিষ্ট ছিলেন এবং তাদের উম্মতরাও।

١٤۔ وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ط وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ط وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۝

১৪. তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই কেবল তারা পারস্পরিক বিদ্বেষবশত নিজেদের মধ্যে মতভেদে লিপ্ত হয়েছে। যদি আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে পূর্ব-সিদ্ধান্ত না থাকতো তবে তাদের মধ্যে অবশ্যই ফয়সালা হয়ে যেতো। তাদের (আগেকার উম্মতদের) পরে যাদেরকে (আরবদের) কিতাব দেয়া হয়েছে তারা সেই (কিতাব) সম্পর্কে নিশ্চয়ই বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পড়ে আছে।

١٥۔ فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ج وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ج وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ج وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ج وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ط اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ط لَنَآ

১৫. অতএব আপনি (এই দীনের দিকে) ডাকতে থাকুন, আপনাকে প্রদত্ত নির্দেশ মোতাবেক (তাতে) অবিচল থাকুন এবং তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। আর আপনি বলুন, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তাতে ঈমান এনেছি এবং আমি তোমাদের মাঝে ন্যায়-ইনসাফ কায়েম করার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি। আল্লাহ আমাদেরও প্রভু এবং তোমাদেরও

www.pathagar.com

أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ط لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ط اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ج وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ⑮

প্রভু। আমাদের কাজের জন্য আমরা দায়ী এবং তোমাদের কাজের জন্য তোমরা দায়ী। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো বিবাদ নেই। আল্লাহ্ই আমাদের সকলকে সমবেত করবেন এবং তাঁর নিকটই ফিরে যেতে হবে।

١٦۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ○

১৬. আল্লাহ্র দীন মেনে নেয়ার পর যারা সেই সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাদের বিতর্ক তাদের প্রভুর কাছে বাতিল, অসার। তারা অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

١٧۔ اَللّٰهُ الَّذِيٓ أَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ط وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ○

১৭. আল্লাহ্ই যথার্থ সত্যসহ কিতাব ও ইনসাফের মানদণ্ড নাযিল করেছেন। আপনি কি জানেন, সম্ভবত কিয়ামত নিকটবর্তী?

١٨۔ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ج وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ط اَلَآ إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلٰلٍ بَعِيدٍ ○

১৮. কিয়ামতে যাদের ঈমান নেই তারাই একে ত্বরান্বিত করার দাবি করে। আর যারা ঈমান এনেছে তারা একে ভয় করে এবং জানে যে, তা অবশ্যই সত্য। জেনে রাখো, যেসব লোক কিয়ামত সম্পর্কে বিতর্ক করে তারা অবশ্যই বহুদূর পথভ্রষ্ট।

١٩۔ اَللّٰهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ ج وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ⑲

১৯. আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি বড়োই দয়াপরবশ এবং যাকে ইচ্ছা (যে পরিমাণ) রিযিক দান করেন। তিনি মহাশক্তিমান, প্রবল পরাক্রান্ত।

٢٠۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ج وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيبٍ ○

২০. যে কেউ আখেরাতের ফসল কামনা করে আমি তার জন্য তার ফসল আরো বাড়িয়ে দেই। আর যে কেউ পার্থিব জগতের ফসল কামনা করে আমি তাকে এর কিছু দেই এবং আখেরাতে তার কোনো প্রাপ্য অংশ থাকবে না।

٢١۔ أَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهُ ط وَلَوْلَا

২১. ওদের কি এমন কিছু দেব-দেবী আছে যেগুলো তাদের জন্য এরূপ ধর্মীয় ব্যবস্থা দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ط وَإِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

না থাকতো তবে এদের ব্যাপারে মীমাংসা হয়েই যেতো। আর যালেম-স্বৈরাচারী, তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।

٢٢. تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ج لَهُمْ مَّا يَشَاۤءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ○

২২. আপনি যালেম-স্বৈরাচারীদেরকে তাদের কার্যকলাপের জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত দেখতে পাবেন এবং এটা (শাস্তি) তাদের উপর আপতিত হবেই। পক্ষান্তরে যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা থাকবে জান্নাতের গুলবাগিচায়। তারা যা কিছুই চাইবে তা তাদের প্রভুর কাছে পাবে। এটা অতি বড়ো অনুগ্রহ।

٢٣. ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ط قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ط وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ○

২৩. আল্লাহ্‌র যে সকল বান্দা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তিনি তাদেরকে এই সবকিছুর সুসংবাদ দান করেন। আপনি বলুন, আত্মীয়তার ভালোবাসা ও সহমর্মিতা ব্যতীত আমি আমার দাওয়াতী কাজের জন্য তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবি করি না। আর যে ব্যক্তি কল্যাণকর কাজ করে আমি তাতে তার জন্য কল্যাণ আরো বাড়িয়ে দেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, অত্যন্ত গুণগ্রাহী।

٢٤. اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ج فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ط وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

২৪. এসব লোক কি বলে যে, তিনি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করেছেন ? যদি আল্লাহ চাইতেন তবে আপনার অন্তর সীলমোহর করে দিতেন। আর তিনি মিথ্যাকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং নিজ বাণীর সাহায্যে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তরসমূহের রহস্য সম্পর্কে মহাজ্ঞানী।

٢٥. وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝

২৫. তিনিই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন, পাপ মার্জনা করেন এবং তোমরা যা করো তিনি তা জানেন।

٢٦. وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

২৬. যেসব লোক ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন এবং তাদের প্রতি

www.pathagar.com

الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ○

তাঁর অনুগ্রহ আরো বাড়িয়ে দেন। আর কাফেররা, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

٢٧. وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ط اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌ بَصِيْرٌ ○

২৭. আল্লাহ যদি তাঁর সকল বান্দাকে প্রচুর রিযিক দান করতেন তবে তারা অবশ্যই পৃথিবীর বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো। কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সেই পরিমাণ নাযিল করে থাকেন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং মহাদ্রষ্টা।

টীকা : আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষকে সম-পরিমাণ জীবনোপকরণ ও সুযোগ-সুবিধা কেনো দেননি এ আয়াত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে তা উপলব্ধি করা যায় (আরো দ্র. ৪৩:৩২ আয়াত)।

٢٨. وَهُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ط وَهُوَ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ ○

২৮. তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে পরে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর দয়াকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করেন। তিনিই অভিভাবক এবং প্রশংসিত।

٢٩. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ط وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ع

২৯. আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এই দুইয়ের মধ্যে যেসব প্রাণীকুল তিনি ছড়িয়ে রেখেছেন সেগুলো। তিনি যখনই চাইবেন এগুলোকে একত্র করতে পূর্ণ সক্ষম।

টীকা : আজকের বিজ্ঞানীরা জানতে চাচ্ছেন, পৃথিবী ব্যতীত অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব আছে কিনা। এ নিয়ে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে অব্যাহত গতিতে। কুরআন মজীদ উপরোক্ত আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিচ্ছে যে, সকল গ্রহে-উপগ্রহে আল্লাহ তায়ালা প্রাণীকুলকে ছড়িয়ে রেখেছেন।

٣٠. وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ط

৩০. তোমাদের উপর যে বিপদ-মসীবত আসে তা তোমাদের কার্যকলাপেরই ফল এবং তিনি তোমাদের বহু অপরাধ আপনা থেকেই ক্ষমা করে দেন।

٣١. وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ص وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

৩১. তোমরা পৃথিবীতে (আল্লাহ্‌র কোনো পরিকল্পনাই) ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবকও নেই, সাহায্যকারীও নেই।

www.pathagar.com

৩২. সমুদ্রের বুকে পাহাড়তুল্য গতিশীল নৌযানগুলো তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

٣٢- وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٣٢﴾

৩৩. তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুপ্রবাহকে থামিয়ে দিতে পারেন। ফলে সমুদ্রের বুকে সেগুলো নিশ্চল হয়ে পড়বে। নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

٣٣- اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٣٣﴾

৩৪. অথবা তাদের কার্যকলাপের দরুন তিনি সেগুলোকে ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং বহু লোককে তিনি ক্ষমাও করেন।

٣٤- اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٤﴾

৩৫. আর যেসব লোক আমার আয়াতসমূহ সম্পর্কে বিতর্ক করে তারা যেনো জানতে পারে যে, তাদের নিস্তার নেই।

٣٥- وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِنَا ط مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٥﴾

৩৬. অতএব তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের উপভোগ মাত্র। কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে তা অতীব কল্যাণকর ও স্থায়ী সেইসব লোকের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের প্রভুর উপর ভরসা করে;

٣٦- فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭. এবং যারা কবীরা গুনাহ ও অশ্লীলতা পরিহার করে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে দেয়,

٣٧- وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮. আর যারা তাদের প্রভুর ডাকে সাড়া দেয়, নামায কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের[১] আলোকে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম পরিচালনা করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে;

٣٨- وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٨﴾

টীকা-১ : পরামর্শের ভিত্তিতে কাজকর্ম করার গুরুত্ব শরীয়াতে অপরিসীম। পরামর্শ করে কাজকর্ম করলে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হয় না। সাংসারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সর্বক্ষেত্রে সম্মিলিত পরামর্শের আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ করলে সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাতে অংশগ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ (স) জনগণের নিকট পরামর্শ

www.pathagar.com

চাইতেন (ইবনে মাজা, কিতাবুল আযান)। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে লোকজনের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন, যদিও তাঁর পরামর্শ করার প্রয়োজন ছিলো নয় (দ্র. সূরা আল ইমরান; ১৫৯ আয়াত)। ইসলামের রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এই দু'টি আয়াতের ভিত্তিতে 'উলুল আহ্লাম ওয়ান-নুহা' অর্থাৎ 'জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের' সমন্বয়ে গঠিত 'পরামর্শ সভার' সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে।

হযরত আলী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার অবর্তমানে আমরা যদি এমন বিষয়ের সম্মুখীন হই যে সম্পর্কে কুরআনেও কোনো ফয়সালা নেই এবং আপনার পক্ষ থেকেও কোনো ফয়সালা নেই, তখন আমরা কি করবো ? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমার উম্মতের গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী ইবাদতকারীগণকে একত্র করো এবং নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করো এবং একজনের মত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো না (খতীব বাগদাদী)।

৩৯. যারা আক্রান্ত হলেই কেবল প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

٣٩۔ وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ○

৪০. মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই। তবে কেউ যদি ক্ষমা করে দেয় এবং আপোষ-মীমাংসা করে নেয় তাহলে তার জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র কাছে পুরস্কার। নিশ্চয়ই তিনি যালেমদের পছন্দ করেন না।

٤٠۔ وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ج فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ○

৪১. আর যারা নির্যাতিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

٤١۔ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ⑤

৪২. তবে যারা মানুষকে নির্যাতন করে এবং অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে সীমালংঘন করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং তাদের জন্যই রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।

٤٢۔ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৪৩. আর কেউ যদি ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয় তবে তা হবে অবশ্যই সুদৃঢ় সংকল্পের কাজ।

٤٣۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ⑥

৪৪. আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য তিনি ব্যতীত আর কোনো পৃষ্ঠপোষক নেই। স্বৈরাচারী যালেমরা যখন স্বচক্ষে শাস্তি দেখতে পাবে তখন আপনি তাদের বলতে শোনবেন, ফিরে যাবার কোনো উপায় আছে কি ?

٤٤۔ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهٖ ط وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ⑦

৪৫. তাদেরকে শাস্তির সম্মুখীন করার সময়

٤٥۔ وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ

www.pathagar.com

مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ط وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ○

আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা অপমানে অবনত অবস্থায় অর্ধনমিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। আর ঈমানদারগণ বলবে, কিয়ামতের দিন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে যারা নিজেদের ও নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের ক্ষতিসাধন করেছে। জেনে রাখো! নিশ্চয়ই যালেম স্বৈরাচারীরা স্থায়ী শাস্তিতে নিপতিত।

٤٦. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ⑮

৪৬. আল্লাহ ব্যতীত তাদেরকে সাহায্য করার মতো তাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না। আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই।

٤٧. اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ط مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ○

৪৭. আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অপ্রতিরোধ্য দিনটি আসার আগেই তোমরা তোমাদের প্রভুর ডাকে সাড়া দাও। সেদিন তোমাদের জন্য না থাকবে কোনো আশ্রয়স্থল আর না থাকবে তোমাদের অন্যায় অস্বীকার করার কোনো সুযোগ।

٤٨. فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ط اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ط وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ج وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ○

৪৮. এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আমি আপনাকে তাদের প্রহরীরূপে পাঠাইনি। আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছিয়ে দেয়াই আপনার দায়িত্ব। আর আমি যখন মানুষকে আমার দয়ার স্বাদ গ্রহণ করাই তখন তাতে তারা আনন্দিত হয়। আর যদি তাদের কার্যকলাপের দরুন তাদের উপর কোনো বিপদ আসে তখন মানুষ বড়োই অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়।

٤٩. لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ⑰

৪৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা শুধু কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা কেবল পুত্র সন্তান দান করেন,

٥٠. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ج وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ○

৫০. অথবা দান করেন পুত্র-কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা নিঃসন্তান বা বন্ধ্যা করেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাজ্ঞানী, সর্বময় শক্তির অধিকারী।

www.pathagar.com

টীকা : এ আয়াত আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ শক্তি, ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের অকাট্য প্রমাণ। মানব সৃষ্টিতে এবং তাদের মধ্যে নারী ও পুরুষ প্রজাতি সৃষ্টিতে মানুষের ইচ্ছা, জ্ঞান ও প্রকৌশল ক্ষমতা কোনো কিছুরই দখল নেই। না পিতা-মাতার, না ডাক্তারের, না তাবিজ-তুমার ও ঝাড়-ফুঁকের। আমাদের সমাজে হাজারো লাখো পরিবার আছে যাদের হয় শুধু পুত্রসন্তান অথবা শুধু কন্যাসন্তান অথবা পুত্র-কন্যা উভয় সন্তানই আছে এবং কেউ সম্পূর্ণ নিঃসন্তান।

আজকাল টেস্টটিউবের টেকনোলজির মাধ্যমে সন্তান উৎপাদনের খবর আমরা জানি। কিন্তু সেখানেও স্বামীর বীর্য থেকে ক্রোমজম এবং স্ত্রী থেকে ডিম্ব সংগ্রহ করে বিশেষ পদ্ধতিতে ল্যাবরেটরির টেস্টটিউবে উভয়ের সম্মিলন ঘটিয়ে পরে তা মাতৃগর্ভে স্থাপন করা হয়। প্রকৌশলবিদও জানেন না যে, তাতে পুত্র সন্তান হবে না কন্যা সন্তান হবে, না কিছুই হবে না। বীর্য-ডিম্ব একই স্বামী-স্ত্রীর হলে এবং নিজ স্ত্রীর গর্ভাশয়ে স্থাপন করা হলে শরীয়াতের দৃষ্টিতে পদ্ধতিটি বৈধ।

আমাদের সমাজে একটি জাহিলী প্রবণতা বিস্তার লাভ করছে। কোনো নারীর গর্ভে কন্যা সন্তান হওয়ার কারণে স্বামীসহ পরিবারের সকলে তাকে নির্যাতন করে, তালাক দেয়, দ্বিতীয় বিবাহ করে, এমনকি হত্যা পর্যন্ত করে। আমাদের মীরপুরে (ঢাকা) এক ধনাঢ্য ব্যক্তি পুত্র সন্তান লাভের আশায় একে একে চারটি বিবাহ করেছেন। আল্লাহ্‌র কি মহিমা! চতুর্থ স্ত্রীর গর্ভেও কন্যা সন্তানই জন্মলাভ করেছে। তবে ভদ্রলোক এজন্য স্ত্রীদের নির্যাতন করেন না এবং সন্তানদের আদর-যত্ন করেন। যে বা যারা কন্যা সন্তান জন্মদানের কারণে স্ত্রীকে নির্যাতন করে তারা প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি যুলুম করে, তাঁর অসীম শক্তি ও সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করে।

৫১. মানুষের এমন যোগ্যতা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন ওহী ব্যতীত অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতীত অথবা আল্লাহ্‌র সম্মতি সাপেক্ষে যে বার্তাবাহক দূত তিনি যা চান তা ওহীর মাধ্যমে ব্যক্ত করে। নিশ্চয়ই তিনি সমুন্নত, পরম প্রজ্ঞাময়।

٥١۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ط اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۝

টীকা : ইহুদীরা দাবি করেছিলো যে, মূসা (আ) আল্লাহ তায়ালাকে স্বচক্ষে দেখেছেন। এই প্রেক্ষাপটে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। মূসা (আ) আল্লাহকে দেখার আবেদন করলেন, "হে আমার প্রভু! আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখবো। তিনি বললেন, তুমি কখনো আমাকে দেখতে পাবে না" (সূরা আল-আ'রাফ : ১৪৩)। অতএব পার্থিব জগতে মানুষের পক্ষে আল্লাহ্‌কে দেখা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়, তিনি যতো বড়ো বুযুর্গ ব্যক্তিই হোন।

৫২. এভাবে আমার আদেশসহ আমি আপনার কাছে জিবরাঈলকে পাঠিয়েছি। আপনি জানতেন না যে, কিতাব কি এবং ঈমান কি ? কিন্তু আমি এই কুরআনকে করেছি নূর (মহাজ্যোতি), এর মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করি। আর আপনি অবশ্যই সরল পথ প্রদর্শন করেন,

٥٢۔ وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ط مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ط وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

৫৩. আল্লাহ্‌র পথ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই যাঁর অধিকারভুক্ত। শোনো! সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যায়।

٥٣۔ صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ۝

www.pathagar.com

৪৩. সূরা আয-যুখরুফ (৬৩) ٤٣۔ سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ

আয়াত : ৮৯; রুকূ' : ৭; মক্কী اٰيَاتُهَا : ٨٩، رُكُوْعٌ : ٧، مَكِّيَّةٌ

সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে মনে হয়, এটিও সূরা আল-মু'মিন, হা-মীম আস-সাজদা ও আশ-শূরার সমকালে নাযিল হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١۔ حٰمٓ ۝

১. হা-মীম।

٢۔ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝

২. শপথ এই সুস্পষ্ট কিতাবের।

٣۔ اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

৩. নিশ্চয়ই আমি একে আরবী ভাষায় কুরআনরূপে নাযিল করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।

٤۔ وَاِنَّهٗ فِىْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيْمٌ ۝

৪. নিশ্চয়ই তা সংরক্ষিত আছে আমার নিকট মূল কিতাবে (লাওহে মাহ্‌ফূজে)। এটি অত্যন্ত মহান ও জ্ঞানগর্ভ কিতাব।

٥۔ اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ۝

৫. তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় বলেই কি আমি তোমাদের থেকে এই কিতাব সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করে নিবো?

٦۔ وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِىٍّ فِى الْاَوَّلِيْنَ ۝

৬. আগেকার মানবগোষ্ঠীর মধ্যে আমি অনেক নবী পাঠিয়েছি।

٧۔ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِىٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

৭. যখনই তাদের নিকট কোনো নবী এসেছেন তারা তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে।

٨۔ فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

৮. অতএব আমি তাদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। আর এভাবেই পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্তমূলক কাহিনী অব্যাহত আছে।

٩۔ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

৯. আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে, তবে

www.pathagar.com

وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۝٩

তারা অবশ্যই বলবে, প্রবল পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী (আল্লাহ) এগুলো সৃষ্টি করেছেন।

١٠۔ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝٠

১০. তিনিই পৃথিবীকে তোমাদের জন্য দোলনা (বসবাস উপযোগী) বানিয়েছেন এবং তাতে তোমাদের জন্য যাতায়াতের পথও বানিয়েছেন, যাতে তোমরা গন্তব্যের পথ পেতে পারো।

١١۔ وَالَّذِىْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ ج فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ج كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝

১১. তিনিই আকাশ থেকে পরিমিত পরিমাণে পানি সরবরাহ করেছেন। আমি তার দ্বারা মৃত জনপদকে জীবন্ত করে তুলি। এভাবেই তোমাদেরকেও বের করে আনা হবে।

١٢۔ وَالَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ۝

১২. আর তিনিই সব কিছুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য নৌযান ও গবাদি পশুর ব্যবস্থা করেছেন, যাতে তোমরা আরোহণ করে থাকো;

١٣۔ لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۝٩

১৩. যাতে তোমরা সেগুলোর পিঠে স্থিরভাবে বসতে পারো, তারপর তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহ স্মরণ করতে পারো যখন তোমরা তার উপর আসন গ্রহণ করে বসো এবং বলো : "পবিত্র মহান তিনি, যিনি এগুলোকে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন। অন্যথায় আমরা এগুলোকে বশীভূত করতে পারতাম না;

١٤۔ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ۝

১৪. এবং আমরা অবশ্যই আমাদের প্রভুর কাছে ফিরে যাবো"।

١٥۔ وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ط اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٤

১৫. তবুও তারা তাঁর কতক বান্দাকে তাঁর অংশ সাব্যস্ত করেছে। নিশ্চয়ই মানুষ প্রকটভাবে অকৃতজ্ঞ।

١٦۔ اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّاَصْفٰىكُمْ بِالْبَنِيْنَ ۝

১৬. তিনি যাদের সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্য থেকে তিনি কি কন্যা সন্তান বেছে নিয়েছেন এবং তোমাদেরকে পুত্র সন্তান দ্বারা ভূষিত করেছেন?

١٧۔ وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ۝

১৭. এহেন দয়াময়ের সন্তান বলে তারা যাদেরকে গণ্য করে তাদের কারো জন্মের সুসংবাদ এদের কাউকে দেয়া হলে তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে মর্মবেদনায় কাতর হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

১৮. অলঙ্কারে মণ্ডিত হয়ে লালিত-পালিত এবং বিতর্কে স্পষ্ট বক্তব্য প্রকাশে অক্ষম (কন্যা) সন্তানকেই কি তারা আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করে ?

١٨۔ اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِى الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ○

১৯. তারা দয়াময় রহমানের একান্ত গোলাম ফেরেশতাদেরকেও নারীরূপে গণ্য করে। তাদের সৃষ্টি কি ওরা প্রত্যক্ষ করেছিলো ? তাদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

١٩۔ وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ط اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ط سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئَلُوْنَ ○

২০. ওরা আরো বলে, দয়াময় রহমান ইচ্ছা করলে আমরা এগুলোর পূজা করতাম না। এ বিষয়ে ওদের কোনো জ্ঞান নেই। ওরা কেবল আন্দাজ-অনুমানে কথা বলে।

٢٠۔ وَقَالُوْا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ط مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ط اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ⑲

২১. অথবা আমি কি কুরআনের পূর্বে তাদেরকে কোনো কিতাব দিয়েছি যা তারা আঁকড়ে ধরে আছে ?

٢١۔ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ○

২২. বরং ওরা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে একটি মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরিচালিত হচ্ছি।

٢٢۔ بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ○

২৩. আপনার পূর্বে আমি যে এলাকার জনগোষ্ঠীর কাছেই কোনো সতর্ককারী পাঠিয়েছি সেখানকার প্রভাবশালী সচ্ছল ব্যক্তিরা একইভাবে বলেছে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে একটি মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরিচালিত হচ্ছি।

٢٣۔ وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ○

২৪. সেই সতর্ককারী বলতো, তোমরা নিজেদের পূর্বপুরুষদের যে পথের অনুসারী পেয়েছো, আমি যদি তার চেয়েও উৎকৃষ্ট পথনির্দেশ তোমাদের জন্য নিয়ে আসি তবুও কি (তাদের অনুসরণ করবে) ? তারা বলতো, তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছো আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলাম।

٢٤۔ قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ط قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○

www.pathagar.com

২৫. শেষ পর্যন্ত আমি তাদের উপর প্রতিশোধ নিলাম। অতএব লক্ষ করো, মিথ্যাবাদীদের কী পরিণতি হয়েছে!

٢٥۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝

২৬. ইবরাহীম যখন তার পিতাকে ও তার জাতিকে বললেন, তোমরা যেগুলোর পূজা করো সেগুলোর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই,

٢٦۔ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ اِنَّنِىْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ۝

২৭. কিন্তু যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আমার সম্পর্ক কেবল তাঁর সাথেই এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন।

٢٧۔ اِلَّا الَّذِىْ فَطَرَنِىْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ۝

২৮. তিনি এই ঘোষণাকে স্থায়ী বাণীরূপে রেখে গেছেন তার পরবর্তীদের জন্য, যাতে তারা (সৎপথে) ফিরে আসে।

٢٨۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

২৯. বরং আমিই তাদেরকে এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরকে পার্থিব ভোগসামগ্রী দান করেছিলাম। অবশেষে তাদের কাছে এলো সত্য ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল।

٢٩۔ بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ۝

৩০. যখন তাদের নিকট সত্য এসে গেলো তারা বললো, এটা তো জাদু এবং আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলাম।

٣٠۔ وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝

৩১. তারা আরো বললো, দুই এলাকার জনগোষ্ঠীর মধ্যকার এক প্রভাবশালী ব্যক্তির উপর এই কুরআন নাযিল করা হলো না কেনো?

٣١۔ وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ۝

টীকা : মক্কার কুরাইশ কাফেরদের একটি বড়ো অভিযোগ ছিলো, আল্লাহ কি তাঁর কিতাব দানের উদ্দেশে রাসূল বানানোর জন্য সহায়-সম্বলহীন, প্রতিপত্তিহীন, শিক্ষা-দীক্ষাহীন, এক নারীর অন্নে প্রতিপালিত, নিভৃতচারী মেষচাড়ক মুহাম্মাদ ছাড়া আর কোনো মানুষ পেলেন না? মক্কায় কি ওলীদ ইবনে মুগীরা, উতবা ইবনে রবীআ, তায়েফে উরওয়া ইবনে মাসউদ, হাবীব ইবনে আমর, কিনানা ইবনে আবদে আমর ও আবদে ইয়ালীলের মতো নেতৃস্থানীয় লোকগুলো আল্লাহ্‌র নজরে পড়েনি? ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এর জবাব দিয়েছেন।

৩২. এরা কি আপনার প্রভুর রহমত ভাগ-বাটোয়ারা করে? আমিই এই পার্থিব জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবন ধারণের উপকরণাদি বণ্টন করি এবং তাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাতে একে অপরের দ্বারা

٣٢۔ اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۭ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

www.pathagar.com

কাজ করিয়ে নিতে পারে। আর তারা যা কিছু সঞ্চয় করে আপনার প্রভুর রহমত তার চেয়ে অধিক কল্যাণকর।

دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝

৩৩. (সত্য প্রত্যাখ্যানে) মানুষের একই মতাবলম্বী হয়ে যাবার আশঙ্কা না থাকলে দয়াময় রহমানকে যারা অস্বীকার করে আমি দান করতাম তাদের (বাড়ি-ঘরের জন্য) রূপার ছাদ, উপরে উঠার জন্য রূপার সিঁড়ি,

৩৩۔ وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ۝

৩৪. আর তাদের ঘরের জন্য রূপার দরজা, হেলান দিয়ে বসার জন্য রূপার আসন;

৩৪۔ وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُوْنَ ۝

৩৫. এবং সোনারও। এসবই তো পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসের সামগ্রী। আর আপনার প্রভুর কাছে তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য রয়েছে আখেরাত।

৩৫۔ وَزُخْرُفًا ؕ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

৩৬. যে ব্যক্তি দয়াময় রহমানের স্মরণ থেকে নিবৃত্ত থাকে আমি তার জন্য একটি শয়তান নিযুক্ত করি, অতঃপর সে-ই তার সহযোগী হয়ে যায়।

৩৬۔ وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ۝

৩৭. এই শয়তানেরাই তাদেরকে সঠিক পথে আসতে বাধা দেয়। অথচ তারা মনে করে যে, তারা সঠিক পথেই আছে।

৩৭۔ وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

৩৮. অবশেষে সে যখন আমার সামনে আসবে তখন (শয়তানকে) বলবে, হায়, আমার ও তোর মাঝখানে যদি পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব হতো! অতএব কতো নিকৃষ্ট সেই সঙ্গী।

৩৮۔ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ۝

৩৯. যেহেতু তোমরা অন্যায়-অত্যাচার করেছো তাই তোমাদের আজকের এই আক্ষেপ কোনো উপকারে আসবে না। নিশ্চয়ই তোমরা অভিন্ন শাস্তিতে অংশীদার।

৩৯۔ وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ۝

৪০. আপনি কি বধিরকে শোনাতে পারবেন

৪০۔ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى

www.pathagar.com

الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

অথবা অন্ধকে ও স্পষ্ট পথভ্রষ্টকে হেদায়াত করতে পারবেন ?

٤١۔ فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ۝١

৪১. আমি যদি আপনাকে তুলেও নিয়ে যাই তবুও তাদের থেকে প্রতিশোধ নেবোই।

٤٢۔ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ○

৪২. অথবা আমি তাদেরকে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা যদি আপনাকে দেখাতে চাই তবে তাদের উপর অবশ্যই আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।

٤٣۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِىْٓ اُوْحِىَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৪৩. অতএব আপনার নিকট যে ওহী নাযিল করা হয় আপনি তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি সরল পথে আছেন।

٤٤۔ وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ ○

৪৪. আর এই কুরআন অবশ্যই আপনার জন্য ও আপনার জাতির জন্য উপদেশবাণী এবং অচিরেই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

٤٥۔ وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ۝٢

৪৫. আপনার পূর্বে আমি যে সকল রাসূল পাঠিয়েছি আপনি তাদের জিজ্ঞেস[১] করুন, আমি কি দয়াময় রহমান ব্যতীত কোনো ইলাহ স্থির করেছিলাম যে, তার ইবাদত করা হবে ?

টীকা-১ : রাসূলগণের নিকট জিজ্ঞেস করার অর্থ তাদের কাছে পাঠানো কিতাবের বাণী পর্যালোচনা করা। কোনো আসমানী কিতাবেই আল্লাহ ছাড়া অপর কারো ইবাদত করার নির্দেশ দেয়া হয়নি।

٤٦۔ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৪৬. আর আমি তো মূসাকে আমার বাণীসহ ফেরাউন ও তার সভাসদগণের নিকট পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, আমি অবশ্যই বিশ্বজাহানের প্রভুর রাসূল।

٤٧۔ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَا اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ○

৪৭. তিনি যখন তাদের কাছে আমার বাণীসমূহ নিয়ে উপস্থিত হলেন তখন তারা তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগলো।

٤٨۔ وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِىَ اَكْبَرُ مِنْ

৪৮. আর আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখাতাম তা হতো আগের নিদর্শনের চেয়ে বলিষ্ঠতর এবং

www.pathagar.com

আমি তাদের শাস্তি দিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে।

اُخْتِهَا ۚ وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

৪৯. তারা বলেছিলো, হে জাদুকর! আপনার প্রভু আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আমরা সৎপথ অবলম্বন করবো।

٤٩۔ وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ج اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ○

৫০. অতএব আমি যখন তাদের থেকে শাস্তি বিদূরিত করলাম সাথে সাথে তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলো।

٥٠۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَاهُمْ يَنْكُثُوْنَ ○

৫১. ফেরাউন তার জাতির মধ্যে ঘোষণা দিয়ে বললো, হে আমার জাতি! মিসর রাজ্য কি আমার নয় এবং আমার পাদদেশে প্রবাহিত নদীগুলোও? তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না?

٥١۔ وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِىْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ ج اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝

৫২. অথবা আমি কি এই মূসার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নই, যে হীন-নীচ এবং স্পষ্টভাবে কথা বলতেও সক্ষম নয়?

٥٢۔ اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَ الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ○

৫৩. আচ্ছা! তাকে কেনো সোনার কঙ্কন দেয়া হলো না অথবা তার সাথে দল বেঁধে ফেরেশতারা আসলো না কেনো?

٥٣۔ فَلَوْلَآ اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ○

৫৪. অতএব সে তার জাতিকে বোকা বানিয়ে দিলো এবং তারা তার কথা মেনে নিলো। অবশ্যই তারা ছিলো এক দুষ্কৃতিকারী সম্প্রদায়।

٥٤۔ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○

৫৫. অবশেষে তারা যখন আমার ক্রোধের উদ্রেক করলো আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সকলকে পানিতে ডুবিয়ে দিলাম।

٥٥۔ فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

৫৬. অতঃপর আমি তাদেরকে পরবর্তীদের জন্য অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্তে পরিণত করলাম।

٥٦۔ فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ ۝

টীকা : এখানে ফেরাউন ও তার জাতির মূসা (আ)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার করুণ পরিণতি তুলে ধরে মুহাম্মাদ (স)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের সতর্ক সংকেত দেয়া হয়েছে। যদি তারাও এই শেষ নবীর দাওয়াত কবুল না করে তবে তাদের পরিণতিও হবে ফেরাউনের অনুরূপ।

www.pathagar.com

৫৭. আর যখনই মরিয়মের পুত্রের দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো তখনই আপনার সম্প্রদায় হট্টগোল শুরু করে দিলো;

٥٧. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ○

৫৮. এবং তারা বললো, আমাদের উপাস্য দেবতাগুলো শ্রেষ্ঠ নাকি ঈসা ? তারা আপনার সাথে বিতর্ক করার জন্যই এ উদাহরণ পেশ করে। তারা বরং এক ঝগড়াটে সম্প্রদায়।

٥٨. وَقَالُوا ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ○

৫৯. তিনি তো ছিলেন একজন বান্দা। আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য করেছিলাম আদর্শ নমুনা।

٥٩. إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِّبَنِيٓ إِسْرَائِيلَ ⑤

৬০. আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম যারা পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত হতো।

٦٠. وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُمْ مَّلَٰٓئِكَةً فِى الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ○

৬১. নিশ্চয়ই তিনি কিয়ামতের নিশ্চিত আলামত। অতএব তোমরা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দিহান হয়ো না এবং আমাকে অনুসরণ করো। এটাই সরল-সঠিক পথ।

٦١. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ○

টীকা : হযরত ঈসা (আ) দুইভাবে কিয়ামতের আলামত হতে পারেন। (এক) আল্লাহ তায়ালা প্রাকৃতিক নিয়ম বহির্ভূতভাবে যেমন হযরত ঈসা (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন, তদ্রূপ তিনি মৃত মানুষদেরকেও পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম। (দুই) বহু সংখ্যক সহীহ হাদীসে হযরত ঈসা (আ)-এর পুনরাগমন কিয়ামতের সর্বপ্রধান দশটি আলামতের অন্তর্ভুক্ত। তিনি পুনরায় পৃথিবীতে আসলেই বুঝতে হবে যে, কিয়ামত অতি নিকটবর্তী।

৬২. শয়তান যেনো তোমাদেরকে (কিয়ামতে ঈমান আনতে) কিছুতেই বাধাগ্রস্ত না করে। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

٦٢. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَٰنُ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ○

৬৩. ঈসা যখন স্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ আসলেন তখন বললেন, আমি তোমাদের কাছে এসেছি হিকমাত (গভীর প্রজ্ঞা) নিয়ে এবং তোমরা যে কতিপয় বিষয় সম্পর্কে পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত আছো তা স্পষ্ট করে দেবার জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আমার অনুগত হও।

٦٣. وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ○

www.pathagar.com

৬৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ, তিনিই আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু। অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত করো, এটাই সরল-সোজা পথ।

٦٤. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○

৬৫. অতঃপর তাদের বিভিন্ন দল নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করলো। অতএব যালেমদের জন্য আছে মর্মান্তিক দিনের শাস্তির দুর্ভোগ।

٦٥. فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ○

৬৬. তারা কেবল কিয়ামতেরই অপেক্ষায় আছে, যা তাদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে তাদের উপর এসে পড়বে ।

٦٦. هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

৬৭. সেদিন অন্তরঙ্গ বন্ধুরা হয়ে যাবে পরস্পরের শত্রু, কিন্তু আল্লাহভীরু লোকেরা নয়।

٦٧. اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۢ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ۝٦٧

৬৮. হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখ-দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না,

٦٨. يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ۝٦٨

৬৯. যারা আমার বাণীসমূহে ঈমান এনেছে এবং তারা ছিলো আত্মসমর্পণকারী।

٦٩. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ۝٦٩

৭০. তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ জান্নাতে প্রবেশ করো, তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করা হবে।

٧٠. اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ○

৭১. সোনার থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদের সামনে দিয়ে আনাগোনা করা হবে। মন যা চায় এবং যাতে চোখ জুড়ায় তার সবকিছুই সেখানে বিদ্যমান থাকবে। আর তোমরা চিরকাল সেখানে বসবাস করবে।

٧١. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ۚ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝٧١

৭২. এই যে জান্নাতের তোমরা মালিক হয়েছো তা তোমাদের কাজকর্মের ফল।

٧٢. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

www.pathagar.com

৭৩. সেখানে তোমাদের জন্য থাকবে প্রচুর ফলমূল, যা তোমরা আহার করবে।

٧٣۔ لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ○

৭৪. অপরাধীরা অবশ্যই চিরকাল জাহান্নামের শাস্তিতে নিমজ্জিত থাকবে।

٧٤۔ اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ۞

৭৫. তাদের শাস্তি কমানো হবে না এবং তারা সেখানে হতাশায় আচ্ছন্ন থাকবে।

٧٥۔ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ۞

৭৬. আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি, বরং তারাই নিজেদের উপর যুলুম করেছে।

٧٦۔ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ○

৭৭. তারা উচ্চস্বরে ডাকবে, হে মালেক (দোযখের দায়িত্বশীল ফেরেশতা)! আপনার প্রভু যদি আমাদের নিঃশেষ করে দিতেন। ফেরেশতা বলবে, তোমরা তো এভাবেই থাকবে।

٧٧۔ وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ط قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ○

৭৮. আমি (আল্লাহ) অবশ্যই তোমাদের কাছে সত্য পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই তা অপছন্দকারী ছিলে।

٧٨۔ لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ○

৭৯. তবে কি তারা কোনো পরিকল্পনা স্থির করেছে? আমিই তো পরিকল্পনা স্থিরকারী।

٧٩۔ اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ۞

৮০. অথবা তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন শলাপরামর্শ ও একান্ত নিবৃত্তের কথাবার্তা শোনতে পাই না? হাঁ, অবশ্যই (শোনতে পাই) এবং আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তাদের পাশে অবস্থান করে তা লিখে রাখে।

٨٠۔ اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰهُمْ ط بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ○

৮১. আপনি বলুন, দয়াময় রহমানের যদি কোনো সন্তান থাকতো তবে আমিই হতাম তার অগ্রগামী ইবাদতকারী।

٨١۔ قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ق فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ○

৮২. তারা যা আরোপ করে তা থেকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক এবং আরশের প্রভু পবিত্র-মহান।

٨٢۔ سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○

www.pathagar.com

৮৩. ঠিক আছে, যে দিনটির প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হয়েছে তার সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত আপনি তাদেরকে অর্থহীন কথাবার্তায় ও খেল-তামাশায় মগ্ন থাকতে দিন।

٨٣۔ فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ ○

৮৪. তিনিই আকাশসমূহেরও ইলাহ, পৃথিবীরও ইলাহ এবং তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।

٨٤۔ وَهُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ ط وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ○

৮৫. যিনি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর এবং এই দুইয়ের মধ্যকার সবকিছুর সার্বভৌম অধিপতি তিনি কতো বরকতময়, প্রাচুর্যময়। কিয়ামতের জ্ঞান কেবল তাঁরই আছে এবং তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

٨٥۔ وَتَبٰرَكَ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ج وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ج وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৮৬. ওরা আল্লাহ ব্যতীত যেগুলোর পূজা করে সেগুলোর সুপারিশ করার কোনো ক্ষমতা নেই, তবে যারা সত্যকে উপলব্ধি করে তার সাক্ষ্য দেয় (ঈমান আনে) তারা ব্যতীত।

٨٦۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

৮৭. আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন যে, তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। তবুও তারা কোথা থেকে বিভ্রান্ত হয়?

٨٧۔ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝١

৮৮. নবীর এই বক্তব্য : হে আমার প্রভু! এরা এমন এক জাতি যারা ঈমান আনবে না।

٨٨۔ وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝٢

৮৯ অতএব (হে নবী!) আপনি এদের অগ্রাহ্য করুন এবং বলে দিন, সালাম (তোমাদের জন্য)। তারা শীঘ্রই জানতে পারবে (তাদের কার্যকলাপের পরিণতি)।

٨٩۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ط فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝٣

www.pathagar.com

৪৪. সূরা আদ-দুখান (৬৪)

٤٤- سُوْرَةُ الدُّخَانِ

আয়াত : ৫৯; রুকূ' : ৩; মক্কী

اٰيَاتُهَا : ٥٩، رُكُوْعٌ : ٣، مَكِّيَّةٌ

হাদীস বা ইতিহাসের কিতাবসমূহ থেকে আলোচ্য সূরার নাযিলের সময়-কাল সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তবে বিষয়বস্তুর আলোকে সূচনায় 'হা-মীম'যুক্ত সূরাগুলো একই কালে ধারাবাহিকভাবে নাযিল হয়েছে বলে মনে হয়।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- حٰمٓ ۝

১. হা-মীম।

٢- وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝١

২. সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ!

٣- اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ۝

৩. নিশ্চয়ই আমি এই কুরআন নাযিল করেছি এক বরকতময়-প্রাচুর্যময় রাতে। আমি অবশ্যই (মানুষকে) সতর্ককারী।

٤- فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۝

৪. এ রাতে প্রতিটি বিষয়ে প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয়,

٥- اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ط اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۝

৫. আমার নির্দেশে। আমিই রাসূল পাঠিয়ে থাকি,

٦- رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝١

৬. আপনার প্রভুর রহমতস্বরূপ। তিনি তো সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

٧- رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا م اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ۝

৭. তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছুর প্রতিপালক প্রভু, যদি তোমরা প্রত্যয়দীপ্ত বিশ্বাসী হও।

٨- لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ط رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

৮. তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। তিনি তোমাদেরও প্রভু এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রভু।

টীকা : দীন ইসলামে একটি মাত্র রাতই বিশেষভাবে মহিমান্বিত ও বরকতে পরিপূর্ণ, যদিও ইবাদতপ্রিয় ব্যক্তির জন্য বছরের প্রতিটি রাতই বরকতপূর্ণ। সেটি হচ্ছে লাইলাতুল কদর (কদরের রাত)। সূরা আল-বাকারায় বলা হয়েছে যে, রমযান মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে (দ্র. ১৮৫ আয়াত)। আলোচ্য সূরায় বলা হয়েছে, একটি মুবারক (প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ) রাতে এই কুরআন নাযিল হয়েছে। আবার সূরা আল-কাদরে বলা হয়েছে যে, হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর রাত লাইলাতুল কদরে আল্লাহ তায়ালা কুরআন নাযিল করেছেন (দ্র. সূরা আল-কাদর)। এতে প্রমাণিত হয় যে, এই

www.pathagar.com

সূরায় যে মুবারক রাতের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে লাইলাতুল কদর। এখানে কুরআন নাযিল হওয়ার অর্থ একই রাতে সমস্ত কুরআন নাযিল হওয়া নয়, বরং এই রাতে কুরআন নাযিলের সূচনা হয়েছে। এ রাতেই পূর্ণ এক বছরের সার্বিক বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয় তা কার্যকর করার জন্য।

٩- بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ○

৯. বরং তারা সন্দিহান হয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

١٠- فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ۝١٠

১০. অতএব আপনি অপেক্ষা করুন সেই দিনের, যখন আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে উদ্ভাসিত হবে।

١١- يَّغْشَى النَّاسَ ط هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১১. তা মানবজাতিকে অন্ধকারে ঢেকে ফেলবে। এটাই হবে মর্মান্তিক শাস্তি।

টীকা : এই ধোঁয়ার ব্যাখ্যায় সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তাদের এক দলের মতে, এই ধোঁয়া কিয়ামতের দশটি প্রসিদ্ধ আলামতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে মানবজাতি ধোঁয়ার অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। তাদের অপর দল বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরম বিরোধিতা করার কারণে কুরাইশরা প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছিল। অনাহারের তীব্রতায় আকাশে-বাতাসে শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়াই তাদের দৃষ্টিগোচর হতো। এখানে সে কথাই বলা হয়েছে।

١٢- رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ○

১২. (তখন তারা বলবে,) হে আমাদের প্রভু! আমাদের থেকে শাস্তি অপসারণ করুন। আমরা অবশ্যই ঈমানদার।

١٣- اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ۝١٣

১৩. উপদেশ তাদের কী উপকারে আসবে ? অথচ তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী একজন রাসূল।

١٤- ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ ۝١٤

১৪. অতঃপর তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং বললো, সে তো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাগল।

١٥- اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلاً اِنَّكُمْ عَآئِدُوْنَ ۝١٥

১৫. আমি অবশ্যই অল্পকালের জন্য শাস্তি প্রত্যাহার করবো, কিন্তু তোমরা পূর্বাবস্থায়ই ফিরে যাবে।

١٦- يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ج اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ ○

১৬. যেদিন আমি প্রবলভাবে পাকড়াও করবো সেদিন পুরাপুরি প্রতিশোধ নিবোই।

١٧- وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ۝١٧

১৭. আমি তাদের পূর্বে ফেরাউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের নিকট একজন সম্মানিত রাসূল (মূসা) এসেছিলেন,

www.pathagar.com

১৮. এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দাদের আমার কাছে সোপর্দ করো। অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য একজন আস্থাভাজন রাসূল।

١٨۔ اَنْ اَدُّوْٓا اِلَیَّ عِبَادَ اللّٰهِ ط اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ ۙ﴿۱۸﴾

১৯. আর তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করো না। আমি অবশ্যই তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছি।

١٩۔ وَاَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَی اللّٰهِ ج اِنِّیْٓ اٰتِیْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ ۚ﴿۱۹﴾

২০. নিশ্চয়ই আমি আমার প্রভু এবং তোমাদের প্রভুর আশ্রয় প্রার্থনা করি, যাতে তোমরা আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে না পারো।

٢٠۔ وَاِنِّیْ عُذْتُ بِرَبِّیْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ ۚ﴿۲۰﴾

২১. তোমরা যদি আমার কথা না-ই মানো তবে আমার (আক্রমণ করা) থেকে দূরে থাকো।

٢١۔ وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِیْ فَاعْتَزِلُوْنِ ○

২২. অতঃপর তিনি তার প্রভুর নিকট দোয়া করলেন, এরা তো এক দুষ্কৃতিকারী সম্প্রদায়।

٢٢۔ فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ○

২৩. তাহলে আপনি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলা এলাকা ত্যাগ করুন। অবশ্যই আপনাদের পিছুধাওয়া করা হবে;

٢٣۔ فَاَسْرِ بِعِبَادِیْ لَیْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ۙ﴿۲۳﴾

২৪. এবং (পার হওয়ার পর) সমুদ্রকে অবিচল থাকতে দিন। নিশ্চয়ই তারা পানিতে নিমজ্জিত একটি বাহিনী।

٢٤۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ○

২৫. তারা পিছনে রেখে গেছে কতো বাগবাগিচা ও ঝর্ণাধারা,

٢٥۔ كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُیُوْنٍ ۙ﴿۲۵﴾

২৬. কতো শস্যখেত ও অত্যন্ত মনোরম প্রাসাদরাজি!

٢٦۔ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِیْمٍ ۙ﴿۲۶﴾

২৭. কতো বিলাসসামগ্রী যা নিয়ে তারা আনন্দ উপভোগ করতো!

٢٧۔ وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِیْهَا فٰكِهِیْنَ ۙ﴿۲۷﴾

২৮. এই হলো তাদের পরিণতি। আমি ভিন্ন সম্প্রদায়কে এসবের উত্তরাধিকারী বানালাম।

٢٨۔ كَذٰلِكَ ز وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِیْنَ ○

২৯. আসমান-জমিন তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয়নি।

٢٩۔ فَمَا بَكَتْ عَلَیْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِیْنَ ۚ﴿۲۹﴾

www.pathagar.com

৩০. আমিই বনী ইসরাঈলকে চরম লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থেকে নাজাত দিয়েছি,

٣٠۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ۞

৩১. ফিরাউনের (অত্যাচার) থেকে। নিশ্চয়ই সে ছিল সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়।

٣١۔ مِنْ فِرْعَوْنَ ط اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

৩২. আমি জেনেশুনেই তাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম;

٣٢۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۞

৩৩. এবং তাদেরকে এমনসব নিদর্শন দান করেছিলাম যার মধ্যে নিহিত ছিল স্পষ্ট পরীক্ষা।

٣٣۔ وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ ۝

৩৪. এসব লোক অবশ্যই বলে থাকে,

٣٤۔ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَيَقُوْلُوْنَ ۞

৩৫. আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নেই এবং এরপর আমরা আর পুনরুত্থিত হবো না।

٣٥۔ اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ۝

৩৬. অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে আমাদের পূর্বপুরুষদের এনে হাযির করো তো দেখি।

٣٦۔ فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৩৭. এরা কি শ্রেষ্ঠ, না তুব্বা' সম্প্রদায় ও তার আগেকার লোকেরা ? আমি এদের সকলকে ধ্বংস করেছি। নিশ্চয়ই এরা ছিল দুষ্কৃতিকারী সম্প্রদায়।

٣٧۔ اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَّالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ج اَهْلَكْنٰهُمْ ز اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ۝

৩৮. আমি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এই দুয়ের মধ্যকার কোনো কিছুই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।

٣٨۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ۝

৩৯. আমি এগুলো যথাযথ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই উপলব্ধি করে না।

٣٩۔ مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৪০. নিশ্চয়ই চূড়ান্ত মীমাংসার দিন তাদের সকলের জন্য নির্ধারিত সময়।

٤٠۔ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۞

www.pathagar.com

৪১. সেদিন কোনো বন্ধু (নিকটাত্মীয়) অপর বন্ধুর সামান্য উপকারেও আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

٤١۔ يَوْمَ لَا يُغْنِىْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝١

৪২. কিন্তু আল্লাহ যার প্রতি অনুগ্রহ করেন (সেটা স্বতন্ত্র ব্যাপার)। নিশ্চয়ই তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম করুণাময়।

٤٢۔ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ط اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝٢

৪৩. যাক্কূম গাছ হবে অবশ্যই

٤٣۔ اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ۝٣

৪৪. পাপিষ্ঠদের খাদ্য,

٤٤۔ طَعَامُ الْاَثِيْمِ ۝٤

৪৫. বিগলিত তামার ন্যায়, তাদের পেটের মধ্যে টগবগ করতে থাকবে,
৪৬. আগুনে উথলাতে থাকা পানির মতো।

٤٥۔ كَالْمُهْلِ يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ ۝٥
٤٦۔ كَغَلْىِ الْحَمِيْمِ ۝٦

৪৭. তোমরা ওকে গ্রেপ্তার করো এবং ওকে টেনে নিয়ে যাও দোযখের কেন্দ্রস্থলে,
৪৮. অতঃপর তার মাথার উপর টগবগ করে ফুটতে থাকা পানি ঢেলে (দিয়ে শাস্তি) দাও।

٤٧۔ خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ۝٧
٤٨۔ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ۝٨

৪৯. এখন স্বাদ গ্রহণ করো, তুমি তো ছিলে মর্যাদাবান, অভিজাত।
৫০. এটা তো তাই যে সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করতে।

٤٩۔ ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ۝٩
٥٠۔ اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ۝١٠

৫১. ধার্মিক পরহেজগার লোকেরা অবশ্যই নিরাপদ ও শান্তিময় স্থানে অবস্থান করবে,
৫২. বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারা পরিবেষ্টিত জায়গায়।
৫৩. তারা পরিধান করবে পাতলা রেশম ও মখমলের পোশাক এবং পরস্পর মুখোমুখি হয়ে বসবে।

٥١۔ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ۝١١
٥٢۔ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝١٢
٥٣۔ يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۝١٣

৫৪. এরূপই হবে (তাদের জাঁকজমক) এবং আমি তাদেরকে সুন্দরী রূপসী ডাগর চোখবিশিষ্ট হূরদের সাথে বিবাহ দিবো।

٥٤۔ كَذٰلِكَ ق وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ۝١٤

www.pathagar.com

৫৫. সেখানে তারা শান্ত-সমাহিত অবস্থায় নানারকম ফলের ফরমায়েশ দিবে।

٥٥۔ يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ۙ﴿٥٥﴾

৫৬. প্রথমবারের মৃত্যুর পর তারা সেখানে পুনরায় মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না। আর তিনি তাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন।

٥٦۔ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۙ﴿٥٦﴾

৫৭. এসব আপনার প্রভুর অপার অনুগ্রহ। এটাই তো মহাসাফল্য।

٥٧۔ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۚ﴿٥٧﴾

৫৮. আমি তো আপনার মাতৃভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

٥٨۔ فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۚ﴿٥٨﴾

৫৯. অতএব আপনি অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষায় আছে।

٥٩۔ فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ﴿٥٩﴾

মহানবীর (স) কুরআন পাঠ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ يَقُوْلُ (يَقْرَأُ) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ثُمَّ يَقِفُ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ يَقِفُ.

"রাসূলুল্লাহ (স) কুরআনের প্রতিটি আয়াত পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে পড়তেন। তিনি পড়তেন : আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন, তারপর থামতেন। আর-রহ্মানির রাহীম, তারপর থামতেন" (তিরমিযী, কিরাআত, বাব ১, নং ২৯২৭; আবু দাউদ, কিরাআত, বাব ১, নং ৪০০১ মুসনাদ আহ্মাদ, ৬ খ. পৃ. ৩০২, নং ২৭১১৮)।

www.pathagar.com

৪৫. সূরা আল-জাসিয়া (৬৫)

٤٥. سُوْرَةُ الْجَاثِيَةِ

আয়াত : ৩৭; রুকূ' : ৪; মক্কী

اٰيَاتُهَا : ٣٧، رُكُوْعٌ : ٤، مَكِّيَّةٌ

সূরাটি নাযিলের সময়-কাল সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোনো হাদীস পাওয়া যায় না এবং কোনো ঐতিহাসিক সূত্রেও কিছু উল্লেখ নেই। তবে সূরায় আলোচিত বিষয়াদি সম্পর্কে চিন্তা করলে মনে হয়, এটি সূরা আদ-দুখানের পরপর নাযিল হয়ে থাকবে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হা-মীম।

١. حٰمٓ ۝

২. এই কিতাব মহাপরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।

٢. تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝

৩. নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে ঈমানদারগণের জন্য বহু নিদর্শন বিদ্যমান আছে।

٣. اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৪. আর তোমাদের সৃষ্টিতে এবং তিনি যেসব জীবজন্তু (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন তাতেও দৃঢ়বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে বহু নিদর্শন।

٤. وَفِىْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝

৫. উপরন্তু রাত-দিনের আগমন-নির্গমন, আল্লাহ আকাশ থেকে যে রিযিক (বৃষ্টি) নাযিল করেন, অতঃপর এর দ্বারা মৃত ভূমিকে জীবন্ত করেন এবং বাতাসের গতি পরিবর্তনে অবশ্যই জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে পর্যাপ্ত নিদর্শন।

٥. وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

৬. এগুলো আল্লাহ্‌র নিদর্শন যা আমি যথাযথভাবে আপনার নিকট বর্ণনা করছি। অতএব আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের পরিবর্তে তারা আর কোন্ কথার উপর ঈমান আনবে?

٦. تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ۝

৭. দুর্ভোগ প্রত্যেক ডাহা মিথ্যাবাদী ও পাপিষ্ঠের জন্য,

٧. وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۝

www.pathagar.com

৮. যার সামনে আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ তিলাওয়াত করা হয় এবং সে তা শোনতে পায়, অতঃপর অহংকার ও দাম্ভিকতা সহকারে (অবাধ্যাচারিতায়) এমনভাবে অটল থাকে যেনো সে তা শোনেইনি। আপনি তাকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দিন।

٨۔ يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

৯. সে (মিথ্যাবাদী ও পাপিষ্ঠ) যখন আমার বাণীসমূহের কিছু জানতে পারে তখন তাকে ঠাট্টা-তামাশার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে। এদের জন্যই রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

٩۔ وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْئَانِ اتَّخَذَهَا هُزُوًا ط اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ⑨

১০. তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম। আর তারা যা উপার্জন করেছে তা তাদের কিছুই উপকারে আসবে না এবং তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে সেগুলোও নয়। ওদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর কঠোর শাস্তি।

١٠۔ مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ج وَلَا يُغْنِىْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْئًا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ⑩

১১. এই কুরআন সৎপথের পরিচালক। আর যেসব লোক তাদের প্রভুর বাণীসমূহ প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক মর্মান্তিক শাস্তি।

١١۔ هٰذَا هُدًى ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ⑪

১২. আল্লাহ, যিনি সাগর-মহাসাগরকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তাঁর নির্দেশে নৌযানসমূহ তাতে চলাচল করতে পারে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ (সম্পদরাজী) অনুসন্ধান করতে পারো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

١٢۔ اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ⑫

১৩. তিনি নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের কল্যাণে আরো নিয়োজিত করেছেন যা কিছু আছে আকাশসমূহে এবং যা কিছু আছে পৃথিবীতে তার সবই। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই আছে বহু নিদর্শন।

١٣۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ج اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

১৪. আপনি ঈমানদারগণকে বলুন, তারা যেনো সেইসব লোককে ক্ষমা করে যারা আল্লাহ্‌র দিনসমূহের প্রত্যাশী নয়, যখন তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দিবেন।

١٤۔ قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِىَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

www.pathagar.com

টীকা : 'আল্লাহ্‌র দিনসমূহ' বলতে যখন তিনি মানুষের কৃতকর্মের প্রতিদান দিবেন সেগুলোকে বুঝায়, তা পার্থিব জীবনেও হতে পারে আর আখেরাতে তো হবেই। এর দ্বারা অতীতে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার দিন বা কালকেও বুঝা যায়।

١٥. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ز ثُمَّ إِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ○

১৫. যে লোক সৎকাজ করে তা তার নিজের কল্যাণের জন্যই। আর যে লোক পাপকাজ করে সে নিজেরই ক্ষতিসাধন করে। এরপর তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে।

١٦. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۞

১৬. আমি তো বনী ইসরাঈলকে কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করেছিলাম, তাদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রিযিক দিয়েছিলাম এবং বিশ্ববাসীর উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্বও দান করেছিলাম।

টীকা : হিকমাত (হুক্‌ম) বলতে বুঝায় দীনের জ্ঞান উপলব্ধি করার যোগ্যতা, কিতাবের নির্দেশসমূহ বাস্তবায়নের কৌশল ও প্রজ্ঞা এবং যে কোনো ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা।

١٧. وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا إِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ط إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

১৭. আর তাদেরকে আরো দিয়েছিলাম দীনের ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা। তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর কেবল পরস্পর বিদ্বেষবশতই তারা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। তারা যে বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে আপনার প্রভু কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সে সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিবেন।

١٨. ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

১৮. এরপর আমি আপনাকে দীনের উজ্জ্বল রাজপথের (শরীয়াতের) উপর রেখে দিয়েছি। অতএব আপনি তার অনুসরণ করুন এবং যাদের জ্ঞান নেই তাদের (খেয়াল-খুশীর) অনুসরণ করবেন না।

١٩. إِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ط وَإِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ج وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ○

১৯. তারা আল্লাহ্‌র বিপক্ষে আপনার কিছুই উপকার করতে পারবে না। আর যালেমরা অবশ্যই পরস্পরের পৃষ্ঠপোষক। আর আল্লাহ হলেন ধার্মিকদের পৃষ্ঠপোষক।

٢٠. هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○

২০. এই কুরআন মানুষের জন্য জ্ঞানভাণ্ডার এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত।

www.pathagar.com

২১. যেসব লোক পাপাচারে লিপ্ত রয়েছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে জীবন ও মৃত্যুর দিক থেকে ঈমান আনয়নকারী ও সৎকর্মশীল লোকদের সমান গণ্য করবো ? তারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা কতো নিকৃষ্ট!

٢١۔ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ط سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○

২২. আর আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবী যথাযথ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন এবং যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা উপার্জন করেছে তদনুযায়ী প্রতিদান দেয়া যায় আর তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।

٢٢۔ وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ ○

২৩. আপনি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছেন যে তার প্রবৃত্তিকে তার ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহ স্বজ্ঞানেই তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তর সীলমোহর করে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর পর্দা (প্রতিবন্ধক) রেখে দিয়েছেন ? অতএব আল্লাহ্‌র পরে এমন কে আছে যে তাকে সুপথে নিয়ে আসতে পারে ? এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?

٢٣۔ اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ط فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ ط اَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ ○

২৪. কাফেররা বলে, এই পার্থিব জীবনই আমাদের সবকিছু। এখানেই আমরা মরি ও বাঁচি এবং কালের প্রবাহই কেবল আমাদের ধ্বংস করে। অথচ এ বিষয়ে ওদের কোনো জ্ঞানই নেই। ওরা কেবল ধারণা-অনুমানে তাড়িত হয়।

٢٤۔ وَقَالُوْا مَا هِىَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلاَّ الدَّهْرُ ج وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ج اِنْ هُمْ اِلاَّ يَظُنُّوْنَ ○

২৫. যখন ওদেরকে আমার স্পষ্ট বাণীসমূহ পড়ে শোনানো হয় তখন তাদের একথা বলা ছাড়া কোনো যুক্তি থাকে না যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদের (জীবিত করে তুলে) নিয়ে এসো।

٢٥۔ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

২৬. আপনি বলুন, আল্লাহ্‌ই তোমাদের জীবন দান করেন, তারপর তোমাদের মৃত্যু ঘটান,

٢٦۔ قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ

www.pathagar.com

يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

তারপর কিয়ামতের দিন তোমাদের সকলকে সমবেত করবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ উপলব্ধি করে না।

٢٧. وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ۝

২৭. আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহর। যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন বাতিলপন্থীরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

٢٨. وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰٓى اِلٰى كِتٰبِهَا ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

২৮. আর আপনি প্রতিটি উম্মতকে নতজানু অবস্থায় দেখতে পাবেন। প্রতিটি উম্মতকে তার আমলনামার দিকে ডাকা হবে। তোমরা যা কিছু করতে আজ তোমাদেরকে তার প্রতিদান দেয়া হবে।

٢٩. هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

২৯. আমার (নিকট রক্ষিত) এই আমলনামা, তা তোমাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা করতে আমি তা কার্যবিবরণীতে লিখে রাখতাম।

٣٠. فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ۝

৩০. অতএব যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে তাদের প্রভু নিজ দয়ার গণ্ডির মধ্যে দাখিল করবেন। এটাই সুস্পষ্ট সাফল্য।

٣١. وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۝

৩১. আর যেসব লোক কুফরী করেছে (তাদের বলা হবে), আমার বাণীসমূহ কি তোমাদের সামনে পড়া হতো না ? তোমরা তো অহংকার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক দুষ্কৃতিকারী গোষ্ঠী।

٣٢. وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ۝

৩২. আর যখন বলা হতো, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য এবং কিয়ামত সম্পর্কে মোটেই সন্দেহ নেই তখন তোমরা বলতে, আমরা জানি না কিয়ামত আবার কি ? আমরা মনে করি এটা একটা ধারণামাত্র এবং (এ সম্পর্কে) আমাদের কোনো আস্থা নেই।

www.pathagar.com

৩৩. তাদের অপকর্মের কুফল তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তারা যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তা তাদেরকে ঘিরে ফেলবে।

٣٣۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

৩৪. আর বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাবো যেমন তোমরা তোমাদের এই দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের বাসস্থান দোযখ এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারীও নেই।

٣٤۔ وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاۤءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

৩৫. তোমাদের এই পরিণতি এজন্য যে, তোমরা আল্লাহ্‌র বাণীসমূহকে ঠাট্টা-তামাশার বিষয় বানিয়েছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছে। অতএব আজ এদেরকে দোযখ থেকে বের করাও হবে না এবং এদেরকে ক্ষমাপ্রার্থনা করতেও বলা হবে না।

٣٥۔ ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ج فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ○

৩৬. অতএব নিরংকুশ প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আকাশমণ্ডলীর প্রভু, পৃথিবীর প্রভু এবং জগতসমূহেরও প্রভু।

٣٦۔ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৩৭. আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে গৌরব-গরিমা তাঁরই এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٣٧۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاۤءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ص وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

মহানবীর (স) মহাবাণী

اِنَّ اللّٰهَ نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ فَنَظِّفُوْا اَفْنِيَتَكُمْ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ পরিচ্ছন্ন, তিনি পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন। অতএব তোমরা তোমাদের আশেপাশের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখো" (তিরমিযী, আদাব, বাব ৪১, নং ২৭৯৯)

www.pathagar.com

৪৬. সূরা আল-আহ্কাফ (৬৬) ٤٦. سُوْرَةُ الْاَحْقَافِ

আয়াত : ৩৫; রুকূ' : ৪; মক্কী اٰيَاتُهَا : ٣٥، رُكُوْعٌ : ٤، مَكِّيَّةٌ

নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুসারে এই সূরা নবুওয়াতের ১০ম বছরের শেষ পর্যায়ে অথবা ১১শ বছরের শুরুতে নাযিল হয়েছে। এই সময়টি ছিলো ইসলাম বিরোধী কুরাইশ কাফেরদের চরম বিরোধিতা ও শত্রুতায় পরিপূর্ণ। মনে হচ্ছিল ইসলামের নাম-নিশানা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এইমাত্র কুরাইশগণ কর্তৃক মুসলমানদেরকে একাধারে তিনটি বছর ধরে অন্তরীণাবদ্ধ রাখার অবস্থা শেষ হয়েছে। তাদের প্রতিরোধ ও বাধাদানের ফলে দাওয়াতী কাজ করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমনকি রাস্তাঘাটে মহানবী (স)-কে অশালীন গালিগালাজ ও তাঁর প্রতি ধুলাবালি নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটতে থাকে। এহেন সংকটাপন্ন অবস্থায় তাঁর দুইজন পরম পৃষ্ঠপোষক চাচা আবু তালিব এবং স্ত্রী খাদীজাতুল কুবরা (রা) কয়েক মাসের ব্যবধানে মৃত্যুবরণ করেন।

এই অবস্থায় তিনি দাওয়াতী কাজের উদ্দেশে তায়েফ গমন করেন। কিন্তু সেখানকার বনু সাকীফ গোত্রের লোকজন তাঁর উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালায় এবং তাঁর দেহ রক্তাক্ত করে ফেলে। সেখান থেকে ফেরার পথে তিনি কারনুল মানাযিল নামক স্থান হয়ে নাখলা নামক স্থানে পৌছেন এবং এখানে কয়েক দিন অবস্থান করেন। এই সময় এক রাতে মহানবী (স) নামাযে কুরআন মজীদ (সূরা আর-রহমান) তিলাওয়াত করছিলেন। তখন জিনদের একটি দল এখান দিয়ে অতিক্রমকালে কুরআন তিলাওয়াত শুনে নবী (স)-এর উপর ঈমান আনে এবং নিজেদের এলাকায় ফিরে গিয়ে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করে। আলোচ্য সূরায় ঘটনাটি উল্লেখিত হয়েছে (তাফসীরের কিতাবসমূহে বিস্তারিত দেখুন)।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١. حٰمٓ ۝

১. হা-মীম।

٢. تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝

২. এই কিতাব মহাপরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র তরফ থেকে নাযিল হয়েছে।

٣. مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ۝

৩. আমি অবশ্যই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এই দু'টির মধ্যকার সব কিছু যথার্থ উদ্দেশ্যে এবং একটি সুনির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করেছি। আর যেসব লোক কুফর অবলম্বন করেছে তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

٤. قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ط اِيْتُوْنِىْ بِكِتٰبٍ مِّنْ

৪. আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যেগুলোকে ডাকো সেগুলো সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি ? আমাকে দেখাও তো, এগুলো পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করেছে অথবা আকাশসমূহে এদের কোনো অংশীদারিত্ব আছে কি ? তোমরা সত্যবাদী হয়ে

www.pathagar.com

قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

থাকলে ইতিপূর্বেকার কোনো কিতাব অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক কোনো তথ্য-প্রমাণ থাকলে তা আমার সামনে পেশ করো।

٥۔ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ○

৫. যে লোক আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম হবে না, তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে আছে ? আর এগুলো তাদের আবেদন-নিবেদন সম্পর্কে অবহিতও নয়।

٦۔ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ○

৬. যখন মানবজাতিকে (হাশরের মাঠে) সমবেত করা হবে তখন ঐগুলো হবে তাদের দুশমন এবং ঐগুলো তাদের পূজা-উপাসনাকে অস্বীকার করবে।

٧۔ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ⑦

৭. যখন তাদের নিকট আমার পরিষ্কার বাণীসমূহ পাঠ করা হয় এবং তাদের সামনে সত্য উদ্ভাসিত হয় তখন এ সম্পর্কে কাফেররা বলে, এতো স্পষ্ট জাদু।

٨۔ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ط قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِىْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ط هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ط كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ط وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

৮. অথবা তারা কি বলে, তিনি (মুহাম্মাদ) এটা মনগড়াভাবে রচনা করেছেন ? আপনি বলুন, আমি যদি তা মনগড়াভাবে রচনা করে থাকি তবে তোমরা আমাকে আল্লাহ্র (শাস্তি) থেকে রক্ষা করার মোটেই অধিকারী হবে না। তোমরা যে সম্পর্কে আলোচনায় লিপ্ত আছো সে সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবহিত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٩۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ ط اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৯. আপনি বলুন, আমি রাসূলগণের মধ্যে অভিনব কেউ নই এবং আমি জানি না যে, আমার ও তোমাদের সম্পর্কে কী করা হবে। আমার নিকট যে ওহী পাঠানো হয় আমি তারই অনুসরণ করি এবং আমি একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র।

١٠۔ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِىْ

১০. আপনি বলুন, তোমরা চিন্তা করে দেখেছো কি, এই কুরআন যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসে থাকে এবং তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করো, অথচ

www.pathagar.com

إِسْرَآءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِۦ فَـَٔامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠﴾

বনী ইসরাঈলের একজন (নবী) এর অনুরূপ কিতাব (তাওরাত) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং ঈমান এনেছেন আর তোমরা অহংকার করছো (তাহলে পরিণতি কি)? নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

١١۔ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا۟ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَآ إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿١١﴾

১১. আবার কাফেররা ঈমানদারগণ সম্পর্কে বলে, যদি এটা (কুরআন) মেনে নেয়া উত্তম হতো তবে এসব লোক তা গ্রহণের বেলায় আমাদের অগ্রবর্তী হতে পারতো না। যেহেতু তারা এর দ্বারা হেদায়াত লাভ করেনি সেহেতু তারা অবশ্যই বলবে, এটা তো প্রাচীন কালের রূপকথা।

١٢۔ وَمِن قَبْلِهِۦ كِتَٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَٰذَا كِتَٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ۖ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾

১২. এর আগে ছিলো মূসার কিতাব (তাওরাত) পথপ্রদর্শক ও রহমতস্বরূপ। আর এই কিতাব তার সমর্থক, আরবী ভাষায়, যেনো তা স্বৈরাচারী যালেমদের সতর্ক করে এবং সৎকর্মপরায়ণদের জন্য হয় সুসংবাদ।

١٣۔ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾

১৩. নিশ্চয়ই যারা বলে, আল্লাহ আমাদের প্রভু, অতঃপর তাতে অবিচল থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

١٤۔ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ خَٰلِدِينَ فِيهَا جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

১৪. এরাই জান্নাতের অধিবাসী, তাতে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। তারা যে কাজ করেছে এটা তার পুরস্কার।

١٥۔ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ

১৫. আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা অতি কষ্টে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহ্য করে তাকে জন্মদান করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং দুধপান ছাড়াতে লেগেছে তিরিশ মাস। শেষে যখন সে ক্রমান্বয়ে পূর্ণ শক্তিমান হয় এবং চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে তখন বলে, হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে

www.pathagar.com

عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ج اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

যেসব নিয়ামত দান করেছ তার শুকরিয়া আদায় করার এবং তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করার তৌফিক আমাকে দান করো আর আমার জন্য আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ বানাও। আমি অবশ্যই তোমার সমীপে তওবা করছি এবং আমি অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত আছি।

টীকা : ইসলামী আইনবিশারদগণের ঐকমত্য অনুযায়ী গর্ভধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ ছয় মাস। অর্থাৎ বিবাহের পর ছয় মাসেও গর্ভখালাশ হতে পারে। শিশুর দুধপানের সর্বনিম্ন মেয়াদ একমতে দুই বছর কিন্তু হানাফী মাযহাবমতে আড়াই বছর। অর্থাৎ এই বয়সসীমার মধ্যে কোনো শিশু অপর কোনো মহিলার স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধপান করলে এ মহিলা তার দুধ-মা হবে এবং তার মাহরাম (বিবাহ নিষিদ্ধ) গণ্য হবে। ওআইসি-র ফিক্হ একাডেমীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোনো শিশু চার বছর বয়স পর্যন্ত তার মায়ের দুধ পান করতে পারবে। তাতে মায়ের স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা নেই।

١٦۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ فِيْٓ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ ط وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ○

১৬. এ ধরনের লোকজনের নিকট থেকে আমি তাদের সর্বোত্তম কাজসমূহ গ্রহণ করি এবং তাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেই। তাদেরকে যে সত্য প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার বদৌলতে এরাই জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

١٧۔ وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَآ اَتَعِدٰنِنِيْٓ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِيْ ج وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ ز اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

১৭. আর যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বললো, উহ্! তোমরা দু'জন বিরক্ত করে ছাড়লে। তোমরা কি আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও যে, আমাকে পুনরায় উঠানো হবে ? অথচ আমার পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠী অতীত হয়েছে। আর পিতা-মাতা আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করে বলে, হে হতভাগা! ঈমান আন্। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। সে বলে, এসবই প্রাচীন কালের লোকদের রূপকথা।

١٨۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ○

১৮. তাদের পূর্বে যেসব জিন ও মানব সম্প্রদায় অতীত হয়েছে তাদের মতো এদের প্রতিও (শাস্তির) বাণী চূড়ান্ত হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই তারা ছিলো ক্ষতিগ্রস্ত।

١٩۔ وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ج وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

১৯. তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং তা এজন্য যে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দান করবেন এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।

www.pathagar.com

২০. আর যেদিন কাফেরদেরকে দোযখের সামনে উপস্থিত করা হবে তখন (বলা হবে), তোমরা তোমাদের অংশের সুখ-সুবিধা তোমাদের পার্থিব জীবনেই শেষ করে ফেলেছ এবং তার স্বাদ তোমরা গ্রহণ করেছ। পৃথিবীতে তোমরা অন্যায়ভাবে যে অহংকারে মেতেছিলে এবং যেসব পাপাচারে লিপ্ত ছিলে তার বিনিময়স্বরূপ আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

٢٠۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ط اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ج فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ۝

২১. আপনি আদ জাতির ভাই (হূদ) সম্পর্কে আলোচনা করুন, যখন তিনি আহ্কাফ-এ তার সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিলেন। এর আগেও অনুরূপ সতর্ককারীগণ এসেছিলেন এবং তার পরেও এসেছিলেন যে : 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না'। আমি অবশ্যই তোমাদের বেলায় এক ভয়াবহ দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি।

٢١۔ وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ط اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ط اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

টীকা : আহ্কাফ শব্দটি 'হিক্ফ'-এর বহুবচন। অর্থ বালুর দীর্ঘ পাহাড়, দীর্ঘ বাঁকা টিলাশ্রেণী। বর্তমান আর-রাবউল খালী, হাদরামাওত, ইয়ামান ও সৌদী আরবের আল-আসীর প্রদেশ ব্যাপী এই জনশূন্য বালুকাময় অঞ্চল অবস্থিত। কয়েক বছর পূর্বে এখানে তৈল অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিরাট মাথাবিশিষ্ট দীর্ঘদেহী মানব কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে। একজন পূর্ণ দৈর্ঘ্যের মানুষকে কঙ্কালের পাশে দাঁড় করালে একটি শিশুর মতো ক্ষুদ্র মনে হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে এটা আল্লাহ্র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত আদ জাতির এলাকা।

২২. তারা বলেছিলো, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের দেব-দেবীর উপাসনা থেকে বিমুখ করার জন্য এসেছ ? অতএব তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাও তা আমাদের সামনে নিয়ে এসো।

٢٢۔ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ج فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

২৩. হূদ বলেন, এ সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র কাছে এবং আমাকে যে পয়গামসহ পাঠানো হয়েছে তা আমি তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমি দেখছি তোমরা মূর্খতায় নিমজ্জিত এক সম্প্রদায়।

٢٣۔ قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّىْٓ اَرٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۝

২৪. তারা মেঘমালাকে (শাস্তিকে) তাদের বসতি

٢٤۔ فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ

www.pathagar.com

اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ط بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ط رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٢٤

এলাকার দিকে ধেয়ে আসতে দেখে বললো, এই যে মেঘমালা আমাদের বৃষ্টি দান করবে। বরং এটা তো সেই জিনিস যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করেছো। এক ঝড়ো বাতাস, তাতে রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি;

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ط كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

২৫. তা তার প্রভুর নির্দেশে সবকিছু তছনছ করে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত তাদের অবস্থা এই হলো যে, তাদের বসতি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না। আমি দুষ্কর্মে লিপ্ত সম্প্রদায়কে এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।

وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَآ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْـِٕدَةً ز فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ اَبْصَارُهُمْ وَلَآ اَفْـِٕدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٢٦

২৬. আমি অবশ্যই ওদেরকে এমন কিছু ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করেছিলাম যা তোমাদের দান করিনি[১] এবং তাদেরকে কান, চোখ ও হৃদয়-মন সবকিছুই দিয়েছিলাম। যেহেতু তারা আল্লাহ্র বাণীসমূহ বেপরোয়াভাবে অমান্য করেছিল তাই তাদের কান ও চোখ না তাদের কোনো উপকারে এলো আর না তাদের হৃদয়-মন। যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল তা-ই তাদেরকে ঘিরে ফেললো।

টীকা-১ : অর্থাৎ শারীরিক শক্তি, অর্থ-সম্পদ, আধিপত্য-কর্তৃত্ব সবকিছুই তাদেরকে দিয়েছিলাম যা তোমাদের (আরবদের) দান করিনি।

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

২৭. আমি তো তোমাদের চারপাশের বহু জনপদ ধ্বংস করেছি। আমি বিভিন্ন ধরনের নিদর্শন (তাদের সামনে) বারবার পেশ করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে।

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ط بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ج وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

২৮. তারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য আল্লাহ ব্যতীত যেসব জিনিসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল সেগুলো তাদের সাহায্য করলো না কেনো ? বরং সেগুলো তাদের থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলো। আর এটাই ছিলো তাদের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণতি।

وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ج فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا

২৯. আর যখন আমি একদল জিনকে কুরআন শোনার জন্য আপনার নিকট ফিরিয়ে এনেছিলাম, তখন তারা সেখানে পৌঁছে (পরস্পর) বললো,

www.pathagar.com

তোমরা নীরবতা অবলম্বন করো। তা পড়া শেষ হলে তারা সতর্ককারী হিসেবে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলো।

اَنْصِتُوْا ج فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ○

৩০. তারা বললো, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন একখানি কিতাবের পাঠ শুনেছি যা মূসার পরে নাযিল করা হয়েছে। তা আগেকার কিতাবসমূহের সমর্থন করে এবং সত্য ও সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে।

٣٠. قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৩১. হে আমাদের সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র (দীনের) দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তার উপর ঈমান আনো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং মর্মান্তিক শাস্তি থেকে তোমাদের রক্ষা করবেন।

٣١. يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

৩২. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিবে না সে পৃথিবীতে আল্লাহ্কে ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তার কোনো পৃষ্ঠপোষকও নেই। এই ধরনের লোকেরাই স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত।

٣٢. وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ط اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

টীকা : এসব আয়াত থেকে জানা গেলো যে, জিন জাতির মধ্যেও ইসলাম ধর্মের অনুসারী আছে। রাসূলুল্লাহ (স) এবং অপরাপর নবী-রাসূলগণ জিন জাতিরও নবী ছিলেন। বস্তুবাদীরা জিন জাতির অস্তিত্ব অস্বীকার করতে চায়। তাদের মতে প্রাণীমাত্রই তার একটা বস্তুগত অবয়ব থাকতে হবে, প্রাণীটি যতোই ক্ষুদ্র হোক না কেনো।
তাদের এ ধারণা মোটেই সঠিক নয়। বস্তুগত অবয়ব ছাড়াও আল্লাহ তায়ালার বহু সৃষ্টি রয়েছে। যেমন বাতাস, শীত, গরম ইত্যাদি। তাছাড়া সম্পূর্ণ অবস্তুগত ও অদৃশ্য সৃষ্টিও বস্তুগত অবয়ব ধারণ করার পর আবার আমাদের চোখের সামনেই অদৃশ্য হয়ে যায়। যেমন আগুন, বাষ্প ইত্যাদি। অতএব জিন জাতির অস্তিত্ব অস্বীকার করার কোনো যুক্তি নেই। কোনো মুসলমান জিন জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করলে সে ঈমানহারা হয়ে যাবে।

৩৩. তাদের কি বোধোদয় হয়নি যে, যেই আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর সৃষ্টিতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হননি তিনি অবশ্যই মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম ? হাঁ, তিনি প্রতিটি বিষয়ে সর্বময় শক্তির অধিকারী।

٣٣. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى ط بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

www.pathagar.com

৩৪. যেদিন সত্য অমান্যকারীদেরকে দোযখের সামনে উপস্থিত করা হবে (তাদের জিজ্ঞেস করা হবে), এটা কি বাস্তব সত্য নয় ? তারা বলবে, হাঁ, আমাদের প্রভুর শপথ, (অবশ্যই সত্য)। আল্লাহ বলবেন, অতএব তোমরা যে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছ তার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো।

٣٤۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ط اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ط قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ط قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○

৩৫. অতএব (হে রাসূল) আপনি ধৈর্যধারণ করুন যেরূপ ধৈর্যধারণ করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ এবং ওদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। ওদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন তারা দেখবে সেদিন ওদের মনে হবে, তারা যেনো পৃথিবীতে এক দিনের সামান্য সময়ের অধিক অবস্থান করেনি। এটা সেই বার্তা যা পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছিল। পাপাচারী নাফরমান সম্প্রদায় ছাড়া আর কেউ ধ্বংস হবে কি ?

٣٥۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ط كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ط بَلٰغٌ ج فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ۞

মহানবীর (স) মহাবাণী

اِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجٰى (يَنْتَجِىْ) اِثْنَانِ دُوْنَ صَاحِبِهِمَا فَاِنَّ ذٰلِكَ يُحْزِنُهُ.

"তোমরা তিনজন একত্রে উপস্থিত থাকলে দু'জনে যেনো একজনকে বাদ দিয়ে গোপন আলাপ না করে। তা তার মনে দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করতে পারে" (তিরমিযী, আদাব, বাব ৫৯, নং ২৮২৫; বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, মুসনাদ আহ্মাদ)।

www.pathagar.com

৪৭. সূরা মুহাম্মাদ (৯৫)

٤٧- سُوْرَةُ مُحَمَّدٍ

আয়াত : ৩৮; রুকূ' : ৪; মাদানী

اٰيَاتُهَا : ٣٨، رُكُوْعٌ : ٤، مَدَنِيَّةٌ

এই সূরার অপর নাম সূরা আল-কিতাল। বেশিরভাগ তাফসীরকারের মতে বদর যুদ্ধের পর সূরাটি নাযিল হয়। আর বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয় দ্বিতীয় হিজরীর রযমান মাসে। এ সময় আরবের কাফের শক্তি সদ্য প্রতিষ্ঠিত মদীনা কেন্দ্রিক রাষ্ট্রটিকে সমূলে বিনাশ করার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এই সূরায় যুদ্ধের কতক নিয়ম-কানুন এবং জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণের মর্তবা বর্ণিত হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. যেসব লোক কুফর অবলম্বন করেছে এবং (মানুষকে) আল্লাহ্‌র পথে (আসতে) বাধার সৃষ্টি করেছে আল্লাহ তাদের সমস্ত কাজকর্ম ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

١- اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ○

২. আর যেসব লোক ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে মুহাম্মাদের উপর নাযিলকৃত নিরংকুশ সত্যকে আন্তরিকভাবে মেনে নিয়েছে আল্লাহ তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিয়েছেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করে দিয়েছেন।

٢- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ○

৩. তা এজন্য যে, যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা মিথ্যার অনুসরণ করেছে এবং যারা ঈমান এনেছে তারা নিজেদের প্রভুর পক্ষ থেকে আগত সত্যকে মেনে নিয়েছে। আল্লাহ এভাবেই মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্তসমূহ তুলে ধরেন।

٣- ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ○

৪. অতএব যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের সাথে যখন তোমরা সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হও তখন তাদের ঘাড়ে সজোরে আঘাত হানো। শেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে বাঁধো, এরপর হয় অনুকম্পা প্রদর্শন করো অথবা মুক্তিপণ আদায় করো। এটাই (তোমাদের প্রতি নির্দেশ), যাবত না যুদ্ধ তার অস্ত্র সংবরণ করে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে স্বয়ং

٤- فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ؕ ذٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا

www.pathagar.com

بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ط وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ○

তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতকের দ্বারা অপর কতককে যাচাই করতে চান। যেসব লোক আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয় তিনি কখনো তাদের কার্যাবলী বিনষ্ট হতে দিবেন না।

টীকা : "হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ" একথা যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে বলা হয়েছে। পৃথিবীতে যখন যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে কোনো সুষ্ঠু-সুন্দর ও মানবতাবাদী নিয়ম-নীতি ছিলো না ঠিক সেকালে ইসলাম এ সম্পর্কে চমৎকার বিধান দান করেছে। বর্তমান কালের পাশ্চাত্য বিধানও তার মানে পৌছতে পারেনি। (এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা তাফহীমুল কুরআন, বাংলা, ১৫শ খণ্ডে, অত্র সূরার ৮ নং টীকায় দ্র.)।

٥۔ سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۞

৫. তিনি তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন এবং তাদের অবস্থার পরিবর্তন করবেন;

٦۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ○

৬. এবং তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পরিচয় তাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

٧۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ○

৭. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে সাহায্য করো তাহলে আল্লাহও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে দিবেন।

টীকা : আল্লাহ্‌কে সাহায্য করার অর্থ তাঁর দীনের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করা। এটা প্রত্যেক মুসলমানের প্রাত্যহিক দায়িত্ব, তিনি রাজা-বাদশাহ বা সাধারণ নাগরিক যাই হোন।

٨۔ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ○

৮. আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

٩۔ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ○

৯. তা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা তারা অপছন্দ করেছে। অতএব তিনি তাদরে কার্যকলাপ বরবাদ করে দিয়েছেন।

١٠۔ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ز وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا ○

১০. তবে কি তারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং লক্ষ করেনি যে, তাদের আগেকার লোকদের কী পরিণতি হয়েছে ? আল্লাহ তাদের ধ্বংস করেছেন এবং কুফর অবলম্বনকারীদের জন্য অপেক্ষা করছে অনুরূপ পরিণতি।

١١۔ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ۞

১১. কারণ, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের পৃষ্ঠপোষক এবং কাফেরদের কোনো অভিভাবক নেই।

www.pathagar.com

১২. যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। আর যেসব লোক কুফর অবলম্বন করেছে তারা ভোগবিলাসে মত্ত রয়েছে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মতো উদর পূর্ণ করে। জাহান্নামই এদের বাসস্থান।

١٢۔ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ○

১৩. তারা আপনাকে আপনার যে বসতি এলাকা থেকে উচ্ছেদ করেছে তার তুলনায় অধিক শক্তিশালী কতো জনবসতি ছিলো। তাদেরকে আমি ধ্বংস করেছি, কেউ তাদের সাহায্যকারী ছিলো না।

١٣۔ وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِىَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِىْ اَخْرَجَتْكَ ج اَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ○

টীকা : উপরোক্ত আয়াতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। আয়াত থেকে আরো প্রমাণিত হচ্ছে যে, এ সূরা হিজরতের পর নাযিল হয়েছে।

১৪. যে ব্যক্তি তার প্রভুর পক্ষ থেকে এক উজ্জ্বল পথের উপর রয়েছে সে কি ঐসব লোকের মতো হতে পারে, যাদের দুষ্কর্মসমূহ তাদের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় করা হয়েছে এবং যারা নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে?

١٤۔ اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ○

১৫. ধর্মভীরু লোকজনের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার বিবরণ এই যে, তাতে রয়েছে স্বচ্ছ ও নির্মল পানির ঝর্ণাধারাসমূহ, দুধের ঝর্ণাসমূহ যা বিস্বাদ হবার নয়, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু মদের ঝর্ণাসমূহ এবং পরিশোধিত মধুর ঝর্ণাসমূহ। তাদের জন্য আরো আছে নানাবিধ ফলমূল এবং তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে ক্ষমা। ধর্মভীরু লোকেরা কি এমন লোকের ন্যায় হতে পারে যাদের আবাস চিরস্থায়ী জাহান্নাম, যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে টগবগে ফুটন্ত পানি, যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন করে দিবে?

١٥۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ج وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ج وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ط وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ط كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ○

www.pathagar.com

১৬. তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আপনার বক্তব্য কান লাগিয়ে শোনে। শেষে যখন তারা আপনার নিকট থেকে বের হয়ে চলে যায় তখন যাদেরকে জ্ঞান-গরিমায় সমৃদ্ধ করা হয়েছে তাদের জিজ্ঞেস করে, সবেমাত্র তিনি কি বললেন ? এরা এমন লোক যাদের অন্তর আল্লাহ সীলমোহর করে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে।

١٦۔ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ج حَتّٰٓى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ○

টীকা : মদীনাতে নতুন এটি গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় যারা মুসলিম সমাজের সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য নিজেদেরকে প্রকাশ্যে মুসলমান হিসেবে জাহির করতো, কিন্তু তাদের অন্তর ছিলো কাফের। এদেরকে বলা হয় মোনাফেক। আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

১৭. আর যেসব লোক সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন করেছে আল্লাহ তাদের সত্য-সঠিক পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে তাদের অংশের তাকওয়া দান করেছেন।

١٧۔ وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰهُمْ تَقْوٰىهُمْ ○

১৮. তবে কি তারা কিয়ামতের অপেক্ষায় আছে যে, তা আকস্মিকভাবে তাদের উপর এসে পড়ুক ? তার আলামতসমূহ তো এসেই গেছে। কিয়ামত এসে গেলে তখন তাদের উপদেশ গ্রহণের কোনো সুযোগ থাকবে কি?

١٨۔ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ج فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ج فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ○

টীকা : কিয়ামতের একটি বড়ো নিদর্শন হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমন। মহানবী (স) তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙুল তুলে ধরে বলেন, আমি ও কিয়ামত এই দুই আঙুলের মতো (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ)। ঐ দুই আঙুলের মাঝখানে যেমন কোনো আঙুল নেই তদ্রূপ মহানবী (সা) ও কিয়ামতের মাঝখানে কোনো নবী নেই, তিনিই সর্বশেষ নবী।

১৯. অতএব আপনি জেনে রাখুন যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য এবং ঈমানদার নারী-পুরুষের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

١٩۔ فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ۝

টীকা : নবী-রাসূলগণ নিষ্পাপ (মা'সূম)। তাদের দ্বারা কোনো পাপাচারের উপক্রম হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়। ফলে তাঁরা গুনাহ থেকে রক্ষা পেয়ে যান। তাঁরা বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা, সৌজন্য প্রকাশ ও শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে থাকেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "আমি প্রতিদিন সত্তরের অধিকবার (অপর বর্ণনায় ১০০ বার) আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করি ও অনুতপ্ত হই"। সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার তো আগে-পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে! তিনি বলেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না" (হাদীস) ?

এরূপ ব্যাখ্যাও হতে পারে যে, দলীয় কর্মীদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য পরিশেষে দলীয় প্রধানকে জবাবদিহি করতে হয়। রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন মুসলিম উম্মাহ্‌র দলীয় প্রধান। সেই হিসেবে তাঁকে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

২০. ঈমানদারগণ বললো, একটি সূরা নাযিল করা হলো না কেনো ? কিন্তু সুস্পষ্ট নির্দেশ সম্বলিত একটি সূরা নাযিল করা হলে এবং তাতে যুদ্ধে যোগদানের বিবরণ থাকলে আপনি লক্ষ করে দেখবেন, যাদের অন্তর (কপটতার) রোগে আক্রান্ত তারা মৃত্যুভয়ে অচেতন মানুষের মতো আপনার দিকে তাকাচ্ছে। এদের জন্য রয়েছে ধ্বংস।

٢٠۔ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ج فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ لا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ط فَاَوْلٰى لَهُمْ ○

২১. তাদের (মুখে) আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি এবং ভালো ভালো কথা। কিন্তু অলংঘনীয় আদেশ দেয়া হলে তারা যদি আল্লাহ্‌র সাথে নিজেদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতো তবে তা তাদের জন্য অবশ্যই কল্যাণকর হতো।

٢١۔ طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ قف فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ○

২২. তবে তোমরা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং রক্তের বন্ধন ছিন্ন করতেও দ্বিধাবোধ করবে না।

٢٢۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ ○

টীকা : ভিন্নার্থ– "তোমাদের থেকে এছাড়াও আর কি আশা করা যায় যে, তোমরা জিহাদ (বা ইসলাম) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আপনজনদের হত্যা করবে"।

২৩. আল্লাহ এদেরকেই অভিশাপ দিয়েছেন, তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করে দিয়েছেন।

٢٣۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ ○

২৪. তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে মনোযোগ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করে না অথবা তাদের অন্তর কি তালাবদ্ধ ?

٢٤۔ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ○

২৫. নিজেদের সামনে সৎপথ স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হওয়ার পরও যেসব লোক তা পরিত্যাগ করে শয়তান তাদের ফুসলায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়।

٢٥۔ اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لا الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلٰى لَهُمْ ○

২৬. তা এজন্য যে, যেসব লোক আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত দীনকে পছন্দ করে না তারা তাদেরকে

٢٦۔ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا

www.pathagar.com

نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْاَمْرِ ج وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ ○

বলেছে : কোনো কোনো বিষয়ে আমরা তোমাদের অনুসরণ করবো। আল্লাহ তাদের গোপন আলোচনা সম্পর্কে অবগত আছেন।

٢٧۔ فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ○

২৭. যখন ফেরেশতাগণ তাদের মুখমণ্ডলে ও পিঠে আঘাত হানতে হানতে তাদের জীবন হরণ করবে তখন কি অবস্থা হবে ?

٢٨۔ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ۞

২৮. তা এজন্য যে, যা আল্লাহ্‌কে নারাজ করে তারা সেগুলোর অনুসরণ করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকে ঘৃণা করে। তাই আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ নিষ্ফল করে দিয়েছেন।

٢٩۔ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ○

২৯. যাদের অন্তরসমূহ (মোনাফেকীর) রোগে আক্রান্ত তারা কি ধারণা করে যে, আল্লাহ তাদের গোপন বিদ্বেষ কখনো প্রকাশ করবেন না ?

٣٠۔ وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ط وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ○

৩০. আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে অবশ্যই তাদেরকে দেখিয়ে দিতাম, তাতে আপনি তাদের লক্ষণ দেখেই তাদেরকে চিহ্নিত করতে পারতেন। অবশ্য তাদের কথার ভঙ্গি থেকেও আপনি তাদের চিনতে পারবেন। আল্লাহ তোমাদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত।

٣١۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ ○

৩১. আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবো, যাতে আমি তোমাদের মধ্যকার জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদের জেনে নিতে পারি এবং তোমাদের অবস্থা যাচাই করে নিতে পারি।

٣٢۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا ط وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ○

৩২. যেসব লোক সত্য অমান্যকারী হয়েছে, (লোকজনকে) আল্লাহ্‌র পথে আসতে বাধা দেয় এবং তাদের সামনে সঠিক পথ স্পষ্ট হয়ে যাবার পরও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা কখনো আল্লাহ্‌র কিছুমাত্র ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। তিনি তাদের কৃতকর্মসমূহ ব্যর্থ করে দিবেন।

٣٣۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ ○

৩৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগত হও, রাসূলেরও অনুগত হও এবং নিজেদের কৃতকর্মসমূহ বরবাদ করো না।

www.pathagar.com

টীকা : ঈমানদার মানুষের কাজকর্ম তখনই সওয়াব ও কল্যাণ বয়ে আনবে যদি সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেয়া বিধানসমূহ এবং পথ ও পন্থার অনুসারী হয় এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের অভিপ্রায়ে তা করা হয়।

٣٤۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ○

৩৪. যেসব লোক সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধার সৃষ্টি করেছে, অতঃপর কাফের অবস্থায় মরেছে আল্লাহ এদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না।

٣٥۔ فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ ق وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ○

৩৫. অতএব তোমরা মনোবল হারাবে না এবং সন্ধির প্রস্তাবও দিবে না। তোমরাই প্রবল হবে। আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন এবং তিনি কখনো তোমাদের কৃতকর্মসমূহ বাতিল করবেন না।

টীকা : এই চ্যালেঞ্জিং বক্তব্য এমন এক সময় পেশ করা হয়েছে যখন ইয়াসরিবের একটি ক্ষুদ্র জনপদে সহায়-সম্বলহীন মুহাজির-আনসারদের একটি ক্ষুদ্র দল ইসলামের পতাকা বহন করছিলো এবং গোটা আরবজাহানের শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলো।

٣٦۔ اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ط وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْئَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ○

৩৬. দুনিয়ার এ জীবন তো খেল-তামাশা ও ক্রীড়া-কৌতুক মাত্র। তোমরা ঈমান আনলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ তোমাদের পুরস্কৃত করবেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদের প্রত্যাশা করেন না।

٣٧۔ اِنْ يَّسْئَلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ ○

৩৭. যদি তিনি তোমাদের নিকট ধন-সম্পদ চান এবং তোমাদেরকে সবকিছু দিতে বলেন তবে তোমরা কার্পণ্য করবে এবং তিনি তোমাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দিবেন।

٣٨۔ هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ج وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ط وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ج وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لا ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ۝٣٨

৩৮. লক্ষ করো, তোমরা তো এমন লোক যে, তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় অর্থ-সম্পদ খরচ করার জন্য আহ্বান জানানো হলে তোমাদের মধ্যকার কিছু লোক কৃপণতা করে। আর যে কেউ কার্পণ্য করে সে তো নিজের (ক্ষতির) জন্যই কার্পণ্য করে। আল্লাহ তো অবশ্যই স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং তোমরাই ফকীর। তোমরা (সম্পদ ব্যয়ে) বিমুখ হলে আল্লাহ তোমাদের বাদ দিয়ে আরেক জাতির উত্থান ঘটাবেন, অতঃপর তারা তোমাদের মতো হবে না।

www.pathagar.com

৪৮. সূরা আল-ফাত্হ (১১১) ٤٨. سُوْرَةُ الْفَتْحِ

আয়াত : ২৯; রুকূ' : ৪; মাদানী اٰيَاتُهَا : ٢٩، رُكُوْعٌ : ٤، مَدَنِيَّةٌ

সূরাটি ষষ্ঠ হিজরী সালের যুল-কা'দা মাসে নাযিল হয়েছে, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর উক্ত স্থান থেকে ফেরার পথে। এ সম্পর্কে সমস্ত বিবরণ একমত। চুক্তির কিছু শর্ত মুসলিম পক্ষের জন্য বাহ্যত অবমাননাকর মনে হলেও এর মাধ্যমে মূর্তিপূজারী আরব জাহান মুসলমানদেরকে একটি শক্তিশালী পক্ষ হিসেবে স্বীকার করে নেয়। এই চুক্তির ফলে আরব উপদ্বীপে দ্রুত গতিতে ইসলামের প্রসার ঘটে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۙ

১. নিশ্চয়ই আমি আপনাকে একটি সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি,

٢. لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۙ

২. যাতে আল্লাহ আপনার আগে-পরের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করেন, আপনার জন্য তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করেন এবং আপনাকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন,

٣. وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ۝

৩. আর আপনাকে বলিষ্ঠভাবে সাহায্য করেন।

টীকা : গুনাহ-এর ব্যাখ্যার জন্য সূরা মুহাম্মাদের ১৯ নং আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকা দেখুন।

٤. هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ؕ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ

৪. তিনিই ঈমানদারগণের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেছেন, যাতে তারা নিজেদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান বাড়িয়ে নিতে পারে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সামরিক বাহিনীসমূহ আল্লাহ্র কর্তৃত্বাধীন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

টীকা : এই সূরার বিষয়বস্তু যথার্থভাবে উপলব্ধি করার জন্য হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কে তাফসীরের কিতাব ও ইতিহাসে বিস্তারিত দেখে নিন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ও আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, লোকজন মক্কা বিজয়কেই প্রকৃত বিজয় বলে থাকে। কিন্তু আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই প্রকৃত বিজয় মনে করি (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদ আহ্মাদ)।

আল্লাহ্র সামরিক বাহিনী : আমরা সাধারণত মানুষের দ্বারা গঠিত সশস্ত্র বাহিনীকেই সামরিক বাহিনী বলে থাকি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বাতাস, পানি, কীট-পতঙ্গ, ফেরেশতা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, শীত, গরম, পশু-পাখি ইত্যাকার নানাবিধ সৃষ্টি।

٥. لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

৫. তা এজন্য যে, তিনি ঈমানদার পুরুষগণকে ও ঈমানদার নারীগণকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত। সেখানে

www.pathagar.com

وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ط وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝٥

তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে এবং তিনি তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ্‌র বিবেচনায় এটাই মহাসাফল্য।

٦۔ وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّاۤنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ط عَلَيْهِمْ دَاۤئِرَةُ السَّوْءِ ج وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ط وَسَاۤءَتْ مَصِيْرًا ۝

৬. আর মোনাফেক পুরুষরা ও মোনাফেক নারীরা এবং মুশরিক পুরুষরা ও মুশরিক নারীরা, যারা আল্লাহ সম্পর্কে নিকৃষ্ট ধারণা পোষণ করে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন। তারা অকল্যাণে পরিবেষ্টিত। আল্লাহ তাদের উপর চরম অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তিনি তাদের অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন। তা কতো মন্দ ঠিকানা!

٧۔ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

৭. আকাশসমূহের ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বাধীন। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٨۔ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝٨

৮. নিশ্চয়ই আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদানকারী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে।

٩۔ لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ۝

৯. যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনো, তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করো, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করো।

١٠۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ط يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ج فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ج وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝٤

১০. যেসব লোক আপনার নিকট বায়আত (আনুগত্যের শপথ) করে তারা মূলত আল্লাহ্‌র কাছে বায়আত করে। আল্লাহ্‌র হাত রয়েছে তাদের হাতের উপর। অতএব যে ব্যক্তি তা ভঙ্গ করলো সে নিজেরই ক্ষতিসাধন করে তা ভঙ্গ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কৃত তার অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাকে অবিলম্বেই মহাপুরস্কারে ভূষিত করবেন।

টীকা : রাসূলুল্লাহ (স) প্রায় দেড় হাজার সঙ্গী-সাথীসহ ৬ষ্ঠ হিজরীতে উমরা করার লক্ষ্যে মদীনা থেকে রওয়ানা হন। হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে তিনি জানতে পারেন যে, মক্কার মূর্তিপূজারীরা তাদেরকে কোনো অবস্থায়ই মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। তিনি উমরার বিষয়টি বুঝিয়ে বলার জন্য হযরত উসমান (রা)-র নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল মক্কায় পাঠান। তাঁর ফিরে আসতে বিলম্ব হওয়ায় এদিকে রটে যায় যে, মক্কার মুশরিকরা উসমান (রা)-কে হত্যা করেছে। এতে মুসলমানরা খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ (স) একটি গাছের নিচে বসে সহাবায়ে কিরাম (রা) থেকে

www.pathagar.com

'প্রয়োজনে জীবন দিয়ে হলেও' এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য শপথ গ্রহণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই 'বায়আতুর-রিদওয়ান' নামে প্রসিদ্ধ। উপরোক্ত আয়াতে ও ১৮ নং আয়াতে এই বায়আতের কথা বলা হয়েছে। এ ঘটনা থেকে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, রাসূলুল্লাহ (স) গায়েব জানতেন না, যাবত না আল্লাহ তাঁকে জানাতেন।

١١۔ سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ج يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ ط قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ط بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

১১. যেসব বেদুইন পেছনে থেকে গিয়েছিল তারা শীঘ্রই আপনাকে বলবে, আমাদের সহায়-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের চিন্তাই আমাদের ব্যস্ত রেখেছিল। অতএব আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা নিজেদের মুখে এমন কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই। আপনি বলুন, আল্লাহ যদি তোমাদের কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে চান তবে এমন ক্ষমতা কার আছে যে তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্র সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে ? বরং তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে আল্লাহ পুরোপুরি অবগত।

টীকা : আসলাম, মুযায়না, জুহায়না, গিফার, আশজা', দীল প্রভৃতি বেদুইন গোত্রসমূহকে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর সাথে উমরা পালনের জন্য যাত্রা করার আহ্বান জানান। কিন্তু তারা এবারের মক্কাযাত্রাকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে তাঁর সাথে যায়নি। মহানবী (স)-এর নিকট এদের ওজরখাহি ও ক্ষমাপ্রার্থনার আবেদন ছিলো সম্পূর্ণ কৃত্রিম।

١٢۔ بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰٓى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّزُيِّنَ ذٰلِكَ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ج وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا ○

১২. বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রাসূল ও ঈমানদারগণ আর কখনো তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসতে পারবেন না এবং এরূপ খেয়াল তোমাদের অন্তরে খুবই আকর্ষণীয় ছিল। আর তোমরা যে জল্পনা-কল্পনা করেছো তা ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট। তোমরা তো একটি কলুষিত সম্প্রদায়।

١٣۔ وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ○

১৩. যেসব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনেনি সেসব কাফেরদের জন্য অবশ্যই আমি জ্বলন্ত আগুন (দোযখ) প্রস্তুত করে রেখেছি।

١٤۔ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

১৪. আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্র। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

www.pathagar.com

টীকা : উপরের আয়াতগুলোতে চরম কথা বলে দেয়ার পর এখানে বলা হচ্ছে যে, 'আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। এর তাৎপর্য হলো, তোমরা নিজেদের মনোভাব ও আচরণ পরিবর্তন করে খাঁটি মুসলমান হলে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন এবং দয়া করবেন।

١٥۔ سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ج يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ط قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ج فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ط بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

১৫. তোমরা যখন গনীমতের মাল লাভ করার জন্য অগ্রগামী হবে তখন (হুদায়বিয়া থেকে) পিছনে থেকে যাওয়া লোকেরা বলবে, আমাদেরকে তোমাদের সাথে যেতে দাও। এরা আল্লাহ্র বাণী পরিবর্তন করে দিতে চায়। আপনি বলে দিন, তোমরা কখনো আমাদের সাথে যেতে পারবে না। আল্লাহ তো আগেই তোমাদের সম্পর্কে একথা বলে দিয়েছেন। তারা অবশ্যই বলবে, তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছো। বরং এদের উপলব্ধি ক্ষমতা সামান্যই।

١٦۔ قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ج فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ج وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

১৬. আপনি পিছনে থেকে যাওয়া বেদুইনদের বলুন, প্রচণ্ড যুদ্ধবাজ এক জাতির বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করার জন্য) অচিরেই তোমাদের আহ্বান জানানো হবে। তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে যাবত না তারা আত্মসমর্পণ করে (ইসলাম গ্রহণ অথবা বশ্যতা স্বীকার করে)। তোমরা এই নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ তোমাদেরকে চমৎকার পুরস্কার দান করবেন। আর যদি তোমরা পশ্চাদপদ হও যেমন ইতিপূর্বে পশ্চাদপদ হয়েছিলে, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মান্তিক শাস্তি দান করবেন।

١٧۔ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ط وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۞

১৭. অন্ধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে (যুদ্ধে যোগদান না করায়) কোনো অভিযোগ নেই, খোঁড়া ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধেও কোনো অভিযোগ নেই। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত। আর যে ব্যক্তি পশ্চাদপদ হবে তিনি তাকে মর্মান্তিক শাস্তি দিবেন।

www.pathagar.com

১৮. আল্লাহ অবশ্যই সন্তুষ্ট হয়েছেন ঈমানদারগণের প্রতি, যখন তারা গাছের নিচে আপনার কাছে বায়আত হয়েছে। তাদের অন্তরে যা ছিল সে সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। অতএব তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে দান করলেন (খায়বারের) আসন্ন বিজয়।

١٨۔ لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ۙ﴿١٨﴾

১৯. এবং প্রচুর পরিমাণ গনীমত যা তারা অর্জন করবে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময়।

١٩۔ وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

২০. আল্লাহ তোমাদেরকে প্রচুর পরিমাণ গনীমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা তোমরা হস্তগত করবে। তিনি তোমাদের তাড়াতাড়ি তা দান করবেন এবং তোমাদের উপর শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করেছেন, যাতে তা ঈমানদারদের জন্য একটি নিদর্শন হতে পারে এবং তিনি তোমাদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন;

٢٠۔ وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ج وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۙ﴿٢٠﴾

২১. এবং আরো আছে (আসন্ন বিজয়) যা (এখনো) তোমরা আয়ত্ত করতে পারোনি। অবশ্য আল্লাহ তা আয়ত্তাধীন রেখেছেন। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের উপর সর্বময় শক্তির অধিকারী।

٢١۔ وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ○

২২. কাফেররা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে অবশ্যই তারা পশ্চাদপদ হয়ে পালাতো। অতঃপর তারা না পেতো কোনো পৃষ্ঠপোষক আর না কোনো সাহায্যকারী।

٢٢۔ وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

২৩. এটাই আল্লাহ্র বিধান, পূর্বকাল থেকে চলে আসছে। আপনি আল্লাহ্র বিধানে কখনো কোনো পরিবর্তন পাবেন না।

٢٣۔ سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ج وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ○

টীকা : মানব জাতির সূচনা থেকে আল্লাহ তায়ালার এই নিয়ম চলে আসছে যে, তিনি সত্য দীনের পতাকাবাহীদেরকে বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে সাহায্য ও বিজয়ী করে থাকেন। কখনো বাতিলপন্থীরা বিজয়ী হলে তার কারণ এই যে, সত্য দীনের অনুসারীদের মধ্যে মারাত্মক কোনো ত্রুটি আছে। যেমন বর্তমান কালে পাশ্চাত্যের খৃস্টান শক্তি মুসলমানদেরকে পরাভূত ও পদদলিত করছে। এর কারণ হলো, সত্য দীনের এই দাবিদাররা কুরআন-হাদীসের শিক্ষাকে বর্জন করেছে

www.pathagar.com

এবং সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ভোগ-বিলাসিতা, সংস্কৃতির নামে অশ্লীল নাচ-গান, নাটক-সিনেমা, পর্দাহীনতা ইত্যাকার জাহিলিয়াতের প্রবক্তা ও অনুসারী হয়ে পড়েছে, বিশেষভাবে মুসলিম সমাজের শিক্ষিত শ্রেণী ও শাসক গোষ্ঠী।

প্রতিটি মুসলিম দেশের বিরাট সামরিক বাহিনী আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে মুসলিম উম্মাহ্র প্রভাব-প্রতিপত্তিকে সমুন্নত রাখার জিহাদী অনুপ্রেরণার অপমৃত্যু ঘটেছে। তারা মুসলিম উম্মাহ্র স্বার্থে কোনো জিহাদ না করে বরং কোনো কোনো দেশে নিজ জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জনগণের নিরস্ত্র প্রতিবাদকেও জঙ্গি তৎপরতা ও সন্ত্রাস আখ্যায়িত করে তা দমনের জন্য সদাতৎপর। আজ তারা জাতিসংঘের শান্তি বাহিনীর নামে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইহূদী-খৃস্টান স্বার্থের পাহারাদারী করছে। বিশ্বব্যাপী খৃস্টান জাতির স্বার্থ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য তাদের সামরিক বাহিনীর উল্লেখযোগ্য তৎপরতা স্বচক্ষে দেখেও মুসলিম শাসক গোষ্ঠীর বোধোদয় হচ্ছে না।

২৪. তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয় দান করার পর তিনিই মক্কাভূমিতে তোমাদের উপর তাদের শক্তি প্রয়োগ এবং তাদের উপর তোমাদের শক্তি প্রয়োগকে প্রতিহত করেছেন। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

٢٤. وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ○

২৫. ওরা তো (আল্লাহ্র বাণী) প্রত্যাখ্যান করেছে, তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে যেতে এবং কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। যদি (মক্কায়) এমন একদল ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী না থাকতো যাদের সম্পর্কে তোমরা অবহিত ছিলে না, অজান্তে তাদেরকে পদদলিত করার ফলে তোমরা অপরাধী হতে– এরূপ আশঙ্কা না থাকলে (সন্ধির পরিবর্তে যুদ্ধ সংঘটিত হতো), যেনো আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ রহমতের মধ্যে প্রবেশ করান। যদি ঐ সকল মুমিন বিচ্ছিন্ন (স্থানে) থাকতো তবে আমি তাদের মধ্যকার কাফেরদেরকে অবশ্যই মর্মান্তিক শাস্তি দিতাম।

٢٥. هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ط وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ ۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ج لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ج لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

টীকা : শেষোক্ত (২৫-২৬) আয়াত দু'টিতে একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মক্কার কাফেররা মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেয়ার পর অতর্কিতে আক্রমণ করে মহানবী (স)-কে হত্যা করার জন্য পঞ্চাশ ব্যক্তির একটি গুপ্ত বাহিনী পাঠায়। কিন্তু হুদায়বিয়ায় পৌঁছার আগেই এদের সকলে মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ে যায়। এ খবর মক্কায় পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর শান্তিদূত হযরত উসমান (রা) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে কাফেররা আটক করে রাখে। মুসলিম পক্ষ ঐ পঞ্চাশজনকে হত্যা করলে প্রতিশোধস্বরূপ মক্কার কাফেররা উসমান (রা) ও তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করতো। ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়তো। আল্লাহ তায়ালা বন্দী হত্যা না করার জন্য মুসলমানদের

www.pathagar.com

অন্তরে অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করে দিলেন। অপরদিকে তিনি কাফেরদের মনে মুসলিম শক্তির ভীতি সৃষ্টি করে দিলেন। ফলে তারা সন্ধি স্থাপনে রাজী হয়ে গেলো। অথচ তারা উসমান (রা)-কে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিল যে, তারা সন্ধি করতে মোটেই রাজী নয়।

٢٦۔ اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝

২৬. যখন কাফেররা তাদের মনের উগ্রতার বশবর্তী হলো– মূর্খতাসুলভ উগ্রতার, তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও ঈমানদারদেরকে নিজের পক্ষ থেকে প্রশান্তি দান করলেন, তাদেরকে তাকওয়ার বাণীতে স্থির রাখলেন এবং তারাই এর অগ্রগণ্য ও এর উপযুক্ত প্রাপক। আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

٢٧۔ لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ج لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ ط فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ۝

২৭. আল্লাহ অবশ্যই তাঁর রাসূলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন। তোমরা আল্লাহ্‌র মর্জিমাফিক পূর্ণ নিরাপত্তাসহ মসজিদুল হারামে অবশ্যই প্রবেশ করবে, তোমাদের কতক মাথা কামানো এবং কতক চুল ছাঁটানো অবস্থায়। তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না। আল্লাহ জানেন তোমরা যা জানো না। অতএব তিনি তোমাদের দান করেছেন এক আসন্ন (খায়বার) বিজয়।

٢٨۔ هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۝

২৮. তিনিই তাঁর রাসূলকে সৎপথের দিশা ও সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন অন্য সকল দীনের উপর এই দীনকে বিজয়ী করার জন্য। আর এর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

টীকা : উপরোক্ত আয়াতের বক্তব্য সূরা তাওবা (৩৩ নং আয়াত) এবং সাফ (৯ নং আয়াত)-এও উক্ত হয়েছে। আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (স)-কে এমন এক দীনসহ পাঠিয়েছেন যা পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম ও মতবাদর্শের উপর বিজয়ী হবে। এমনকি এক সময় সমস্ত পৃথিবীবাসী একটি মাত্র দীনের অনুসারী হবে এবং তা হচ্ছে দীন ইসলাম। আজ যারা মুসলমান ও ঈমানের দাবিদার হয়েও আধুনিক কালের বাতিল মতবাদসমূহের ধ্বজাধারী, তারা মানুষকে পরিষ্কার পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ দীন ইসলাম থেকে বিপথগামী করছে।

www.pathagar.com

২৯. মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল। যেসব লোক তার সাথে আছে তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর, কিন্তু নিজেদের পরস্পরের প্রতি দয়াপরবশ। আপনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনায় রুকূ-সিজদারত দেখতে পাবেন। তাদের কপালে সিজদার চিহ্ন দেখে তাদেরকে স্বতন্ত্রভাবে চেনা যায়। তাদের এই দৃষ্টান্ত তাওরাতেও আছে এবং ইনজীলেও তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ : যেনো একটি চারাগাছ যা তার নতুন পাতা বিস্তার করেছে, তারপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয়, অতঃপর নিজের গোড়ায় ভর করে দাঁড়ায়, যা কৃষককে আনন্দ দান করে কিন্তু তা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করে। যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করার ও মহাপুরস্কার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

٢٩۔ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ
اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ
رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ
وَرِضْوَانًا ز سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ
اَثَرِ السُّجُوْدِ ط ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى
التَّوْرٰىةِ ج وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ قف
كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ
فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ
لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ط وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً
وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ○

টীকা : 'তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর', একথার অর্থ এই নয় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ কাফেরদের সাথে রূঢ়, ক্রুদ্ধ ও অশিষ্ট-অশালীন আচরণ করতেন। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তারা নিজেদের নীতির পরিপক্কতা, নীতির দৃঢ়তা ও চারিত্রিক-আদর্শিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে কাফেরদের নীতি-আদর্শ ও মতবাদ বর্জনে অনমনীয় ও আপোষহীন। তারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একনিষ্ঠ অনুসারী।

'তাদের দৃষ্টান্ত তাওরাতেও আছে', তাওরাত অর্থাৎ বর্তমান বাইবেলের পুরাতন নিময়-এর 'দ্বিতীয় বিবরণ' পুস্তকের ৩৩ : ২-৩ শ্লোকে এবং নূতন নিয়ম (ইনজীল)-এর মার্ক লিখিত সুসমাচার-এর ৪ : ২৬-৩২, লুক লিখিত সুসমাচার-এর ১৩ : ১৮, ১৯, মথির সুসমাচার-এর ১৩ : ৩১-৩২ অধ্যায়ে অনুরূপ বক্তব্য দেখা যেতে পারে।

www.pathagar.com

৪৯. সূরা আল-হুজুরাত (১০৬) ٤٩- سُوْرَةُ الْحُجُرَاتِ

আয়াত : ১৮; রুকূ' : ২; মাদানী اٰيَاتُهَا : ١٨، رُكُوْعٌ : ٢، مَدَنِيَّةٌ

সূরাটি নবম হিজরী সালে নাযিল হয়েছে বলে সীরাত ও ইতিহাসের কিতাবসমূহ থেকে জানা যায়। এ সূরায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় সামাজিক আচার-আচরণ বিবৃত হয়েছে, যা মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি-শৃংখলা ও ঐক্য অটুট রাখার স্বার্থে মান্য করে চলা অপরিহার্য।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা (কোনো ব্যাপারে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অগ্রগামী হয়ো না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

١- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর দরাজ করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো তার সাথেও সেরকম উচ্চস্বরে কথা বলো না। অন্যথায় তোমাদের অজান্তে তোমাদের কাজকর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে।

٢- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ○

৩. যেসব লোক আল্লাহ্‌র রাসূলের সামনে নীচুস্বরে কথা বলে, আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহ তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

٣- اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ط لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

৪. যেসব লোক ঘরের বাইরে থেকে আপনাকে উচ্চস্বরে ডাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।

٤- اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

৫. আপনি ঘর থেকে বের হয়ে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করতো তবে সেটাই ছিলো তাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥- وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

টীকা : বনী তামীম গোত্রের একদল লোক মদীনায় এসে মহানবী (স)-এর বাসগৃহের কাছে পৌঁছে তাঁকে উচ্চস্বরে ডাকাডাকি করতে থাকে। এটা ছিলো নবীর সাথে আচরণবিধির সম্পূর্ণ খেলাপ, আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

٦. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ○

৬. হে ঈমানদারগণ! কোনো অসৎ ব্যক্তি যদি তোমাদের নিকট কোনো সংবাদ নিয়ে আসে তবে তোমরা তা যাচাই-বাছাই করো। পাছে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধন করে বসলে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হবে।

٧. وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ط لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ○

৭. তোমরা আরো জেনে রাখো যে, আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেন। বহু বিষয়ে তিনি তোমাদের (মতের) অনুসরণ করলে তোমরা নিজেরাই সংকটে পড়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে পছন্দনীয় করেছেন, তাকে তোমাদের অন্তরে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন এবং কুফর, অন্যায়-অপকর্ম, পাপাচার-অবাধ্যাচারকে তোমাদের জন্য করেছেন ঘৃণিত। এরাই আলোকিত মানুষ।

টীকা : উপরোক্ত আয়াত পড়ার পর নিম্নোক্ত দোয়া পড়া উত্তম :

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِيْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ.

"হে আল্লাহ! আমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় ও পছন্দনীয় করুন এবং একে আমাদের অন্তরে সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন আর কুফর (অবিশ্বাস), অন্যায়-অপকর্ম ও পাপাচার-অবাধ্যাচারকে আমাদের নিকট ঘৃণিত বানাও এবং আমাদেরকে আলোকিত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করো" (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৫ খ, পৃ. ৪২৪, নং ১৫৫৭৩)।

٨. فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৮. এটা আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহ (তোমাদের প্রতি)। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٩. وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ج فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ج فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

৯. ঈমানদারদের দুই দল পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। যদি তাদের এক পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে তবে যারা বাড়াবাড়ি করে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যাবত না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তবে তোমরা তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা করে দাও এবং সুবিচার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন।

টীকা : এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও পার্থিব সহায়-সম্পত্তি, দৃষ্টিভঙ্গি, মানবসুলভ ঝোঁক-প্রবণতা ইত্যাদি নানাবিধ প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত কারণে তাদের মধ্যে মতভেদ, এমনকি সশস্ত্র সংঘাতও বেঁধে যেতে পারে। মানুষ তো মানুষই, ফেরেশতা নয়।

www.pathagar.com

১০. নিশ্চয়ই ঈমানদারগণ পরস্পরের ভাই। অতএব তোমরা ভাইদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।

١٠۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

১১. হে ঈমানদারগণ! একদল পুরুষ যেনো অপর দল পুরুষলোককে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে। কেনোনা তারা ঠাট্টাকারীদের চেয়ে উত্তম ও উপকারী হতে পারে। নারীরাও নারীদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে না। হয়ত তারা ঠাট্টাকারিণীদের চেয়ে উত্তম ও উপকারী হতে পারে। আর তোমরা পরস্পরকে দোষারোপ বা কটূক্তি করো না এবং পরস্পরকে নিকৃষ্ট উপাধিতে ডেকো না। ঈমান আনার পর নিকৃষ্ট নাম অতি নিকৃষ্ট। যারা অনুতপ্ত হয়নি তারাই যালেম।

١١۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ج وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

১২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক সন্দেহ-অনুমান পরিহার করো। কোনো কোনো সন্দেহ-অনুমান অবশ্যই পাপ। তোমরা পরস্পরের দোষ অনুসন্ধান করো না এবং তোমাদের কতক অপর কতকের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করে? তা তো তোমরা ঘৃণা করো। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক পরিমাণে তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

١٢۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ۝

টীকা : কোনো ব্যক্তির মধ্যে দোষত্রুটি থেকে থাকলে তা তার অনুপস্থিতিতে অন্য লোকের কাছে বলে বেড়ানোকে গীবত বলে। এটা একটা ভয়ানক গুনাহ, যাকে আল্লাহ আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন।

১৩. হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে বিন্যস্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যকার আল্লাহভীরু ব্যক্তি অবশ্যই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।

١٣۔ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝

www.pathagar.com

টীকা : এ আয়াতে 'সাম্প্রদায়িকতা'-কে অনুমোদন করা হয়েছে পারস্পরিক পরিচিতি লাভের সুবিধার্থে। তবে এর ভিত্তিতে আভিজাত্য ও কৌলীন্যের দাবিকে নাকচ করা হয়েছে। বলে দেয়া হয়েছে, তাদের মূল উৎস এক ও অভিন্ন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, হে মানবজাতি! তোমাদের প্রভু অবশ্যই একজন। কোনো আরবের উপর কোনো অনারবের যেমন শ্রেষ্ঠত্ব নেই তেমনি কোনো অনারবের উপরও কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। একইভাবে কৃষ্ণাঙ্গের শ্বেতাঙ্গের উপর, শ্বেতাঙ্গের কৃষ্ণাঙ্গের উপরও শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তাকওয়া ব্যতীত। আল্লাহভীতি হচ্ছে কৌলীন্যের ভিত্তি" (বায়হাকী)।

١٤. قَالَتِ الْأَعْرَابُ اٰمَنَّا ط قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ط وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৪. বেদুইনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আপনি বলুন, তোমরা ঈমান আনোনি, বরং তোমরা বলো, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি। ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো তবে তিনি তোমাদের কাজকর্মের প্রতিদান কিছুই কমাবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٥. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ○

১৫. ঈমানদার তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে, তারপর কখনো সংশয়বাদী হয়নি এবং নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে। এরাই (ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী।

١٦. قُلْ اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

১৬. আপনি জিজ্ঞেস করুন, তোমরা (বেদুইনরা) কি তোমাদের দীন সম্পর্কে আল্লাহকে অবগত করছো ? অথচ আকাশসমূহে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে এসবই আল্লাহ্‌র জ্ঞানায়ত্ত। আল্লাহ সকল বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

١٧. يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ط قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ ج بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

১৭. তারা আত্মসমর্পণ করে আপনার উপকার করেছে বলে মনে করে। আপনি বলুন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমার উপকার করেছো বলে মনে করো না। বরং তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে আল্লাহ তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করে তোমাদের বিরাট উপকার করেছেন।

١٨. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

১৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর গায়বী বিষয় (গোপন রহস্য) সম্পর্কে জানেন। তোমরা যা কিছু করো সবই আল্লাহ্‌র গোচরে রয়েছে।

www.pathagar.com

৫০. সূরা কাফ (৩৪)

٥٠. سُوْرَةُ قٓ

আয়াত : ৪৫; রুকূ' : ৩; মক্কী

اٰيَاتُهَا : ٤٥ ـ رُكُوْعٌ : ٣، مَكِّيَّةٌ

এ সূরা নাযিলের সময়-কাল সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। তবে এর বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ করলে মনে হয়, তা নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে নাযিল হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١ـ قٓ قف وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۝

১. কাফ, মহিমান্বিত কুরআনের শপথ!

٢ـ بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ۝

২. বরং তারা আশ্চর্য হয়েছে যে, তাদের নিকট তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী এসেছেন। তাই কাফেররা বলেছে, এতো এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার।

٣ـ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ج ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ ۝

৩. আমরা যখন মারা যাবো এবং মাটিতে পর্যবসিত হবো (তারপরও কি পুনরায় জীবিত হবো) ? এ প্রত্যাবর্তন তো সুদূরপরাহত।

٤ـ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ج وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ۝

৪. আমি অবশ্যই জানি, মাটি তাদের কতোটুকু ক্ষয় করেছে। আমার কাছে আছে (পূর্ণ বিবরণসহ) সুরক্ষিত কিতাব।

٥ـ بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ۝

৫. বরং সত্য যখন তাদের কাছে এসেছে তখনই তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। অতএব তারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে আছে।

٦ـ اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ۝

৬. তারা কি তাদের উপরস্থিত আকাশের দিকে তাকায় না যে, আমি তা কিভাবে বানিয়েছি এবং তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি এবং তাতে কোনো ফাটলও নেই ?

٧ـ وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۝

৭. আর পৃথিবী, একে আমি বিছিয়ে দিয়েছি, তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে উদ্গত করেছি বিচিত্র রকমের সুদৃশ্য উদ্ভিদসমূহ।

٨ـ تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝

৮. আল্লাহ্‌র অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য জ্ঞানবত্তা ও উপদেশের উপকরণ হিসেবে।

www.pathagar.com

৯. আমি আকাশ থেকে বরকতময় পানি বর্ষণ করেছি; তার সাহায্যে উদ্গত করেছি বাগ-বাগিচা ও সংগ্রহযোগ্য খাদ্যশস্য।

٩۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ۙ﴿٩﴾

১০. আর গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর সম্বলিত দীর্ঘ ও সুউচ্চ খেজুর গাছ,

١٠۔ وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۙ﴿١٠﴾

১১. বান্দাদের জীবন-জীবিকার জন্য। আর বৃষ্টির দ্বারা আমি মৃত জনপদকে জীবিত করি। পুনরুত্থানও এভাবেই হবে।

١١۔ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ؕ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ﴿١١﴾

১২. তাদের পূর্বে নূহ-এর সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল, রাসস ও ছামূদ সম্প্রদায়,

١٢۔ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ۙ﴿١٢﴾

১৩. আর আদ, ফিরাউন ও লূত-এর লোকজন;

١٣۔ وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ۙ﴿١٣﴾

১৪. এবং আয়কাবাসীরা ও তুব্বা' সম্প্রদায়। তাদের সকলেই রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে আমার শাস্তির প্রতিশ্রুতি কার্যকর হলো।

١٤۔ وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ﴿١٤﴾

১৫. আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করতে অক্ষম ছিলাম ? বরং তারা নতুন করে সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহে পতিত।

١٥۔ اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ؕ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٥﴾

১৬. আমিই মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং আমি জানি তার মন তাকে কি কুমন্ত্রণা দেয়। আমি তার ঘাড়ের শিরার চেয়েও তার অধিক নিকটে আছি।

١٦۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴿١٦﴾

১৭. যখন দু'জন লেখক (ফেরেশতা) তার ডানে ও বামে বসে লিপিবদ্ধ করে।

١٧۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ﴿١٧﴾

১৮. তার মুখ থেকে যে কথাই বের হোক তা সংরক্ষণ করার জন্য একজন সদাপ্রস্তুত প্রহরী অবশ্যই উপস্থিত থাকে।

١٨۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿١٨﴾

১৯. মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যিই আসবে। এটাই সেই জিনিস যা থেকে তোমরা পালাতে চাইতে।

١٩۔ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿١٩﴾

www.pathagar.com

২০. আর শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। এটাই শাস্তির দিন।

٢٠۔ وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ ط ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ○

২১. (সেদিন) প্রত্যেক ব্যক্তি এমনভাবে আসবে যে, তার সাথে থাকবে একজন চালক ও একজন সাক্ষী।

٢١۔ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ○

২২. এই দিনটি সম্পর্কে তুমি উদাসীন ছিলে। এখন আমি তোমার সামনে থেকে তোমার প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে দিয়েছি। তাই আজ তোমার দৃষ্টিশক্তি প্রখর।

٢٢۔ لَقَدْ كُنْتَ فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ○

২৩. আর তার সহচর (ফেরেশতা) বলবে, এই যে আমার নিকট আমলনামা প্রস্তুত।

٢٣۔ وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيْدٌ ④

২৪. তোমরা উভয়ে প্রত্যেক উদ্ধত কাফেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো,

٢٤۔ اَلْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ⑤

২৫. যে উপকারী কাজে বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী এবং সংশয়বাদী,

٢٥۔ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبِ ⑥

২৬. যে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্য স্থির করতো, তাকে নিক্ষেপ করো কঠিন শাস্তিতে।

٢٦۔ الَّذِىْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِى الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ○

২৭. তার সঙ্গী (শয়তান) বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমি তাকে অবাধ্য বানাইনি। বরং সে-ই ছিলো সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত।

٢٧۔ قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ○

২৮. আল্লাহ বলবেন, তোমরা আমার এখানে ঝগড়া করো না। আমি তো আগেই তোমাদের কাছে শাস্তির সতর্কবার্তা পাঠিয়েছি।

٢٨۔ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ○

২৯. আমার কথার কোনো রদবদল হয় না এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নই।

٢٩۔ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ⑦

৩০. সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবো, তোমার পেট ভরেছে কি ? আর সেটি বলবে, আরো অতিরিক্ত আছে কি ?

٣٠۔ يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ○

www.pathagar.com

৩১. আর জান্নাতকে মুত্তাকীদের এতো নিকটবর্তী করা হবে যে, কোনো দূরত্ব থাকবে না।

٣١۔ وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ

৩২. তোমাদেরকে এটারই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, প্রত্যেক আল্লাহ অভিমুখী ও সুরক্ষাকারীর জন্য–

٣٢۔ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ۞

৩৩. যে দয়াময় রহমানকে না দেখেই ভয় করে এবং বিনয়ী অন্তর নিয়ে এসে উপস্থিত হয়।

٣٣۔ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ ۞

৩৪. তোমরা তাতে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে প্রবেশ করো। এটা অনন্ত জীবনের দিন।

٣٤۔ ادْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ط ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ○

৩৫. এখানে তারা যা কামনা করবে তাই উপস্থিত পাবে এবং আমার নিকট আছে আরো অধিক।

٣٥۔ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ○

৩৬. আমি তাদের পূর্বে কতো মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যা ছিল তাদের তুলনায় শক্তিতে প্রবল-পরাক্রান্ত। তারা দেশে দেশে বিচরণ করতো। (তাদের) পালাবার কোনো সুযোগ ছিলো কি?

٣٦۔ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ ط هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ○

৩৭. এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে এমন ব্যক্তির জন্য যার আছে অন্তর অথবা যে মনোযোগ সহকারে শোনে।

٣٧۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ○

৩৮. নিশ্চয়ই আমি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি। তাতে কোনো ক্লান্তি-শ্রান্তি আমাকে স্পর্শ করেনি।

٣٨۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ن وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ○

৩৯. অতএব তারা যা কিছু বলে আপনি তাতে ধৈর্যধারণ করুন এবং সূর্য উদিত হওয়ার আগে ও অস্ত যাবার আগে আপনার প্রভুর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন;

٣٩۔ فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ۞

৪০. এবং রাতের কিছু অংশে ও সিজদার পরেও তাঁর মহিমা বর্ণনা করুন।

٤٠۔ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ○

টীকা : আয়াত দু'টিতে ফজর, যুহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাহাজ্জুদ নামাযও রাতের তাসবীহ (আল্লাহ্‌র মহিমা বর্ণনা)-এর অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে আরো দেখুন সূরা বনী ইসরাঈল ৭৮-৭৯, সূরা তহা ১৩০ এবং রূম ১৭-১৮ আয়াতসমূহ।

www.pathagar.com

৪১. আর আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনুন, যেদিন এক ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে ডাক দিবে।

٤١۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۙ﴿٤١﴾

৪২. সেদিন লোকজন বাস্তবিকই এক প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পাবে। সেটিই (কবর থেকে) বের হয়ে আসার দিন।

٤٢۔ يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۭ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ﴿٤٢﴾

৪৩. অবশ্যই আমি জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

٤٣۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ﴿٤٣﴾

৪৪. সেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হবে এবং লোকজন জোরকদমে ছুটে আসবে। এই হাশর (সমাবেশ) আয়োজন করা আমার জন্য অতি সহজ।

٤٤۔ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۭ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿٤٤﴾

৪৫. ওরা যা বলে আমি তা জানি এবং আপনি তাদের উপর বলপ্রয়োগকারী নন। অতএব যে ব্যক্তি আমার শাস্তিকে ভয় করে আপনি তাকে এই কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দিন।

٤٥۔ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۣ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ﴿٤٥﴾

টীকা : উপরোক্ত আয়াত পড়ার পর কাতাদা (র) নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَّخَافُ وَعِيْدَكَ وَيَرْجُوْ مَوْعُوْدُكَ يَا بَارُّ يَا رَحِيْمُ.

"হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আপনার শাস্তির ভয় করে এবং আপনার প্রতিশ্রুতির আশা রাখে আপনি আমাদেরকে তাদের মধ্যে গণ্য করুন, হে দয়াময়, হে পরম দয়ালু।"

www.pathagar.com

৫১. সূরা আয-যারিয়াত (৬৭)

٥١- سُوْرَةُ الذّٰرِيٰتِ

আয়াত : ৬০; রুকূ' : ৩; মক্কী

اٰيَاتُهَا : ٦٠ - رُكُوْعٌ : ٣، مَكِّيَّةٌ

বিষয়বস্তুর দৃষ্টিকোণ থেকে সূরাটি সূরা কাফ-এর সমসাময়িক কালে নাযিল হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এই সূরা থেকে সূরা আল-হাদীদ পর্যন্ত সবগুলোই মক্কী সূরা। ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস, আখেরাতের জীবন, জান্নাত-জাহান্নাম এবং আল্লাহ্‌র নাফরমান অতীত জাতিসমূহের করুণ পরিণতি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় এসব সূরায় তুলে ধরা হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ۝١

১. শপথ বাতাসের যা ধুলাবালি উড়িয়ে বিক্ষিপ্ত করে দেয়,

٢- فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ۝٢

২. শপথ মেঘমালার যা ভারী বোঝা (পানি) বহন করে,

٣- فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ۝٣

৩. শপথ নৌযানের যা সচ্ছন্দ গতিতে চলাচল করে,

٤- فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ۝٤

৪. শপথ ফেরেশতাদের যারা বস্তুসমূহ বণ্টনকারী,

٥- اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ۝٥

৫. তোমাদেরকে যা প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই সত্য;

٦- وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ۝٦

৬. এবং কর্মফল প্রদানের সময় (কিয়ামত) অবশ্যই আসবে।

٧- وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۝٧

৭. শপথ বহু পথবিশিষ্ট আকাশের,

٨- اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝٨

৮. নিশ্চয়ই তোমরা (কিয়ামত সম্পর্কে) পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত।

٩- يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ۝٩

৯. সেই (কিয়ামত) সম্পর্কে কেবল সত্যবিমুখ ব্যক্তিই বিরক্ত।

١٠- قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ۝١٠

১০. অনুমান নির্ভর কথা বলতে অভ্যস্তরা ধ্বংস হোক,

١١- الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ۝١١

১১. যারা অজ্ঞতায় নিমজ্জিত থেকে (কিয়ামত সম্পর্কে) উদাসীন।

١٢- يَسْئَلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ۝١٢

১২. তারা জিজ্ঞেস করে, বিচার দিবস কখন আসবে?

www.pathagar.com

১৩. (তা) সেদিন যখন তাদেরকে অগ্নিদগ্ধ করা হবে।

١٣۔ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ○

১৪. এখন তোমাদের দুষ্কর্মের স্বাদ গ্রহণ করো। এটা তাই যাকে তোমরা ত্বরান্বিত করার দাবি করতে।

١٤۔ ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ط هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ○

১৫. ধার্মিকেরা অবশ্যই জান্নাতে ও ঝর্ণাধারার মধ্যে অবস্থান করবে।

١٥۔ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝١

১৬. তাদের প্রভু তাদেরকে যা দিবেন তারা তা উপভোগ করবে। কারণ ইতিপূর্বে তারা (পৃথিবীতে) পুণ্যময় জীবনযাপন করতো।

١٦۔ اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ۝٢

১৭. রাতের বেলা তারা খুব কমই ঘুমাতো (ইবাদতে মশগুল থাকতো)

١٧۔ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ○

১৮. এবং ভোররাতে ক্ষমাপ্রার্থনা করতো।

١٨۔ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ○

টীকা : দীন ইসলামের দাওয়াতী কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দৈহিক ও আত্মিক শক্তি-সাহস বৃদ্ধির জন্য এবং দাওয়াতী কাজ ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য তাহাজ্জুদ নামাযের বিকল্প নেই। তাদেরকে নিয়মিত এই নামায পড়তে হবে এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা ও তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

১৯. আর তাদের ধন-সম্পদে যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতের প্রাপ্য থাকতো।

١٩۔ وَفِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○

২০. আর প্রত্যয়দৃপ্ত ব্যক্তিদের জন্য পৃথিবীতে বহু নিদর্শন রয়েছে;

٢٠۔ وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ۝١

২১. এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তোমরা কি দেখো না?

٢١۔ وَفِىْٓ اَنْفُسِكُمْ ط اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ○

২২. আর আসমানে আছে তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা এবং তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তাও।

٢٢۔ وَفِى السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ○

২৩. অতএব আসমান-জমীনের প্রভুর শপথ! এসব বিষয় তদ্রূপই সত্য যেমন তোমরা কথাবার্তা বলে থাকো।

٢٣۔ فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ۝٣

২৪. আপনার নিকট ইবরাহীমের মর্যাদাবান মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি?

٢٤۔ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ۝٤

www.pathagar.com

২৫. যখন তারা তার নিকট প্রবেশ করে বললো, সালাম, তখন তিনিও বললেন, সালাম। একদল অপরিচিত লোক এরা।

٢٥۔ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ۝

২৬. তারপর তিনি চুপিসারে তার স্ত্রীর কাছে গেলেন এবং একটি ভুনা বাছুর গরু নিয়ে এলেন।

٢٦۔ فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ۝

২৭. তিনি তা মেহমানদের সামনে পেশ করলেন, বললেন, আপনারা আহার করছেন না কেনো?

٢٧۔ فَقَرَّبَهٗٓ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ۝

২৮. তাতে তাদের সম্পর্কে ইবরাহীমের মনে ভীতির সঞ্চার হলো, তারা (তা বুঝতে পেরে) বললো, আপনি ভয় পাবেন না। তারপর তারা তাকে একটি মহাজ্ঞানী পুত্রের (জন্মের) সুসংবাদ দিলো।

٢٨۔ فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ ؕ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ۝

২৯. তখন তার স্ত্রী উচ্চস্বরে আওয়ায করতে করতে সামনে এগিয়ে এলো এবং নিজের কপালে হাত মারতে মারতে বললো, এই বৃদ্ধা বন্ধ্যার (সন্তান হবে কি)?

٢٩۔ فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِىْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ۝

৩০. তারা বললো, তোমার প্রভু এরূপই বলেছেন। নিশ্চয়ই তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।

٣٠۔ قَالُوْا كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۝

টীকা : ফেরেশতাদের দলটি সুন্দর যুবকের বেশে এসেছিল, তাই ইবরাহীম (আ) এদের চিনতে পারেননি। তাদের খাদ্যগ্রহণ থেকে বিরত থাকায় তিনি তাদেরকে গুপ্ত ঘাতক বা শত্রু মনে করেছিলেন। তৎকালে শত্রুরা প্রতিপক্ষের বাড়িতে আহার করতো না। ফেরেশতাগণ পানাহার করেন না, আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করাই তাদের জন্য পানাহারের বিকল্প। এখানে তারা তাঁকে ইসহাক (আ)-এর জন্মের সুসংবাদ দিয়েছেন।

৩১. ইবরাহীম বললেন, হে প্রেরিত দূতগণ! তোমাদের অভিপ্রায় কি?

٣١۔ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۝

৩২. তারা বললো, আমরা অপরাধী এক সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হয়েছি,

٣٢۔ قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ۝

৩৩. তাদের উপর মাটির পাকা ঢিলা নিক্ষেপ করার জন্য।

٣٣ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ ۝

www.pathagar.com

৩৪. এসব ঢিলা আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে অপরাধীদের জন্য চিহ্নযুক্ত।

٣٤۔ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ○

৩৫. সেই জনপদে যেসব ঈমানদার লোক ছিলো আমি তাদেরকে অন্যত্র সরিয়ে নিলাম।

٣٥۔ فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

৩৬. আমি সেখানে একটি পরিবার ব্যতীত আর কোনো মুসলিম পরিবার পাইনি।

٣٦ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۞

টীকা : মুসলমান কেবল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উম্মতের নাম নয়। তাঁর পূর্বেকার সকল নবী-রাসূলের উম্মতগণও ছিলো মুসলমান। তাদের ধর্মও ছিলো একই। এমন নয় যে, কোনোটি ইবরাহীমের ধর্ম, কোনোটি মূসা বা ঈসা (আ)-এর ধর্ম। তাদের সকলেই ছিলেন মুসলমান এবং তাদের ধর্মও ছিলো ইসলাম। কুরআন মজীদের বহু স্থানে এ সত্যটি তুলে ধরা হয়েছে। যেমন সূরা ২ : ১২৮ ও ১৩১-১৩৩; ৩ : ৬৭; ৪ : ৪৪ ও ১১১; ১০ : ৭২ ও ৮৪; ১২ : ১০১; ৭ : ১২৬ এবং ১৬ : ৩১, ৪২ ও ৪৪।

৩৭. যেসব লোক মর্মান্তিক শাস্তিকে ভয় পায় আমি সেখানে তাদের জন্য একটি নিদর্শন রেখে দিয়েছি।

٣٧ وَتَرَكْنَا فِيْهَآ اٰيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۞

৩৮. আর মূসার ঘটনায়ও (নিদর্শন রয়েছে), যখন আমি তাকে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ ফেরাউনের নিকট পাঠিয়েছিলাম।

٣٨۔ وَفِيْ مُوْسٰٓى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

৩৯. কিন্তু সে তার ক্ষমতার দর্পে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং বললো, (মূসা) একজন যাদুকর অথবা পাগল।

٣٩۔ فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ○

৪০. সুতরাং আমি তাকে ও তার সৈন্যবাহিনীকে গ্রেপ্তার করলাম এবং সকলকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। আর সে ছিলো অপদস্থ-অপমানিত।

٤٠۔ فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيْمٌ ۞

৪১. আর আদ সম্প্রদায়ের মধ্যেও (নিদর্শন রয়েছে), যখন আমি তাদের উপর পাঠালাম অশুভ ঝড়ো বাতাস।

٤١۔ وَفِيْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ۞

৪২. সেই বায়ু যা কিছুর উপর দিয়ে প্রবাহিত হলো সেটিকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো।

٤٢۔ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ۞

www.pathagar.com

৪৩. আর ছামূদ জাতির মধ্যেও (রয়েছে নিদর্শন), যখন তাদেরকে বলা হলো, তোমরা কিছু কালের জন্য ভোগবিলাসে মত্ত থাকো।

٤٣۔ وَفِىْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ ○

৪৪. তারা তাদের প্রভুর আদেশ উদ্ধতভাবে অগ্রাহ্য করলো। অতএব তারা দেখতে দেখতে তাদেরকে আঘাত হানলো বজ্রপাত।

٤٤۔ فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ○

৪৫. ফলে তারা না দাঁড়াতে পারলো আর না তা প্রতিরোধ করতে পারলো।

٤٥۔ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ○

৪৬. তারও আগে নূহ-এর সম্প্রদায়কে (আমি গ্রেপ্তার করেছিলাম), তারা ছিল এক পাপাচারী সম্প্রদায়।

٤٦۔ وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَاسِقِيْنَ ○

৪৭. আমি নিজ হাতে (নিজ ক্ষমতাবলে) আকাশ সৃষ্টি করেছি এবং আমি অবশ্যই সম্প্রসারণকারী।

٤٧۔ وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ○

৪৮. আর পৃথিবী, আমি একে বানিয়েছি বিছানা। আমি কতো উত্তম সমতলকারী।

٤٨۔ وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ○

৪৯. আর আমি প্রতিটি জিনিস জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।

٤٩۔ وَمِنْ كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

৫০. অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে পলায়ন করো। নিশ্চয়ই আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য স্পষ্ট সাবধানকারী।

٥٠۔ فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

৫১. আর তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কোনো ইলাহ স্থির করো না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য স্পষ্ট সাবধানকারী।

٥١۔ وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ؕ اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

৫২. এরূপই হয়ে আসছে, যখনই তাদের পূর্বকালের লোকজনের নিকট কোনো রাসূল এসেছেন তখন তারা তাকে বলেছে, যাদুকর অথবা পাগল।

٥٢۔ كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ۝

www.pathagar.com

৫৩. তারা কি এ ব্যাপারে পরস্পর ওসিয়াত করে আসছে ? বরং এরা দুর্বিনীত এক সম্প্রদায়।

٥٣۔ اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ۝

৫৪. অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন, তাতে আপনাকে তিরস্কার করা হবে না।

٥٤۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ۝

৫৫. আর আপনি উপদেশ দিতে থাকুন। কেনোনা উপদেশ ঈমানদারগণের উপকারে আসে।

٥٥۔ وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৫৬. আমি জিন ও মানবজাতিকে এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা যেনো আমারই ইবাদত করে।

٥٦۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۝

৫৭. আমি তাদের নিকট কোনো রিযিক চাই না এবং তারা আমাকে আহার করাবে তাও চাই না।

٥٧۔ مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ۝

৫৮. আল্লাহ নিজেই মহান রিযিকদাতা এবং মহাশক্তির অধিকারী, প্রবল পরাক্রমশালী।

٥٨۔ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ۝

৫৯. যেসব লোক অন্যায়-অত্যাচার করেছে তাদের জন্য শাস্তির বরাদ্দ তাদের (অতীতের) সমতাবলম্বীদের জন্য শাস্তির বরাদ্দের অনুরূপ। অতএব এরা যেনো আমার নিকট দ্রুত শাস্তির দাবি না করে।

٥٩۔ فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ ۝

৬০. অতএব যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদেরকে যেদিনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সেদিন তাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

٦٠۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ۝

www.pathagar.com

৫২. সূরা আত-তূর (৭৬)

٥٢- سُوْرَةُ الطُّوْرِ

আয়াত : ৪৯; রুকূ' : ২; মক্কী

أٰيَاتُهَا : ٤٩ ـ رُكُوْعٌ : ٢، مَكِّيَّةٌ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ তূর পাহাড়ের,

١- وَالطُّوْرِ ۝١

২. শপথ লিপিবদ্ধ কিতাবের,

٢- وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۝٢

৩. (যা) বিস্তারিত পত্রে লিখিত,

٣- فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۝٣

৪. শপথ বাইতুল মা'মূর-এর,

٤- وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۝٤

টীকা : বাইতুল মা'মূর– সপ্তম আকাশে অবস্থিত একটি মসজিদ। প্রতি দিন সত্তর হাজার ফেরেশতা এখানে নামায পড়ে। এরা বের হয়ে যাবার পর কিয়ামত পর্যন্ত আর এ মসজিদে ফিরে আসার সুযোগ পাবে না (বুখারী, বাদউল খালক, বাব ৬, নং ৩২০৭; মুসলিম, ঈমান, ৪১৬/২৬৪; নাসাঈ, সালাত, বাব ১, নং ৪৪৯)।

৫. শপথ সুউচ্চ ছাদের (আকাশের),

٥- وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۝٥

৬. শপথ উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সাগরের!

٦- وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۝٦

৭. নিশ্চয়ই আপনার প্রভুর শাস্তি অবধারিত।

٧- اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝٧

৮. তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই।

٨- مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۝٨

৯. সেদিন আকাশ প্রবলভাবে আন্দোলিত হবে

٩- يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۝٩

১০. এবং পর্বতমালা দ্রুতবেগে চলতে থাকবে।

١٠- وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۝١٠

১১. সেদিন মিথ্যাবাদীদের জন্য ভয়ানক দুর্ভোগ,

١١- فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١١

১২. যারা তামাশাচ্ছলে বৃথা কথাবার্তায় লিপ্ত রয়েছে।

١٢- الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ۝١٢

১৩. সেদিন ওদেরকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

١٣- يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ۝١٣

১৪. এই সেই আগুন যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।

١٤- هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ○

১৫. এটা কি যাদু নাকি তোমরা কিছু দেখতে পাচ্ছ না?

١٥- اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ۝١٥

www.pathagar.com

১৬. তোমরা এই আগুনে দাখিল হও, অতঃপর ধৈর্যধারণ করো বা না করো উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমাদেরকে সেইসব কাজেরই প্রতিদান দেয়া হবে যা তোমরা করতে।

١٦۔ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْلَا تَصْبِرُوْا ج سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ط اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

১৭. নিশ্চয়ই আল্লাহভীরুগণ থাকবে জান্নাতে ও ভোগবিলাসিতার মধ্যে।

١٧۔ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ۙ

১৮. তাদের প্রভু তাদেরকে যা দান করবেন তারা তা উপভোগ করবে এবং তাদের রব তাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন।

١٨۔ فٰكِهِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ج وَوَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ○

১৯. তোমরা যে কাজকর্ম করেছিলে তার বিনিময়ে তোমরা তৃপ্তি সহকারে পানাহার করো।

١٩۔ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۙ

২০. তারা সুবিন্যস্ত আসনে হেলান দিয়ে উপবেশন করবে এবং আমি আয়তলোচনা হূরদের সাথে তাদের বিবাহ দিবো।

٢٠۔ مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ج وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ○

২১. যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানগণও ঈমান আনয়নে তাদের অনুগামী হয়েছে, আমি তাদের সাথে তাদের সন্তানদের মিলিত করবো এবং তাদের কাজকর্মের (প্রতিদান) কিছুমাত্র কমাবো না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জনের সাথে বন্ধক রয়েছে।

٢١۔ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ط كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ○

২২. তারা ফলমূল ও গোশত যার জন্যই লালায়িত হবে আমি তাদেরকে তা দান করবো।

٢٢۔ وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ○

২৩. তারা সেখানে (আনন্দে) শরাবের পাত্র নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে। তাতে প্রলাপও নেই এবং পাপাচারও নেই।

٢٣۔ يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ ○

২৪. তাদের আপ্যায়নে সদা নিয়োজিত থাকবে সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ সুদর্শন কিশোরেরা।

٢٤۔ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ○

www.pathagar.com

২৫. তাদের কতক পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে একে অপরকে জিজ্ঞেস করবে।

٢٥۔ وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ○

২৬. তারা বলবে, ইতিপূর্বে আমরা নিজেদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে (আল্লাহর ভয়ে) শঙ্কিত অবস্থায় ছিলাম।

٢٦۔ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ○

২৭. তাই আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন এবং দগ্ধকারী শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন।

٢٧۔ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ○

২৮. অতীতে আমরা তাঁর কাছেই আবেদন-নিবেদন করতাম। নিশ্চয়ই তিনি বড়োই অনুগ্রহশীল, পরম দয়ালু।

٢٨۔ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ط اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ۝

২৯. অতএব আপনি উপদেশ দিতে থাকুন। আপনার প্রভুর অনুগ্রহে আপনি গণকও নন এবং পাগলও নন।

٢٩۔ فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ۝

৩০. অথবা তারা কি বলে, সে একজন কবি, আমরা তার উপর আকস্মিক বিপদের অপেক্ষায় আছি?

٣٠۔ اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ○

৩১. আপনি বলুন, তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় থাকলাম।

٣١۔ قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ۝

৩২. অথবা তাদের বুদ্ধি-বিবেক কি তাদেরকে এসব কথা বলতে প্ররোচিত করে, নাকি তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়?

٣٢۔ اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَآ اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ۝

৩৩. অথবা এরা কি বলে, এটা (কুরআন) সে নিজে রচনা করেছে? বরং তারা ঈমান আনে না।

٣٣۔ اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ج بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ○

৩৪. ওরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে এর (গুরুত্ব ও মর্যাদার) সমপর্যায়ের কোনো রচনা উপস্থিত করুক না দেখি!

٣٤۔ فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ۝

www.pathagar.com

টীকা : কিছু লোক আয়াতের বাকরীতি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে বলে, যে কোনো ব্যক্তির, যেমন ইকবাল, রূমী, সা'দী, হোমার, গেটে প্রমুখের নিজস্ব বাকরীতি ও মান অনুযায়ী অন্য ব্যক্তি গদ্য বা কবিতা লিখতে সক্ষম নয়। এটা তো সাধারণ জ্ঞানের কথা। মূলত কুরআনের চ্যালেঞ্জের অর্থ হচ্ছে : তার ভাবগাম্ভীর্য, শব্দ ও বাক্যের আলংকারিক কাঠামোগত মান, তার বক্তব্যের সুদূরপ্রসারী প্রভাব, সামগ্রিক গুরুত্ব ও মর্যাদার কোনো কিতাব রচনা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

٣٥۔ اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ۝

৩৫. অথবা তারা কি কোনো কিছু ব্যতীতই সৃষ্টি হয়েছে, নাকি তারা নিজেরাই স্রষ্টা ?

٣٦۔ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ۝

৩৬. অথবা আকাশসমূহ ও পৃথিবী কি তারা সৃষ্টি করেছে ? বরং তাদের কোনো নিশ্চিত বিশ্বাস নেই।

٣٧۔ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ ۝

৩৭. অথবা আপনার প্রভুর (সম্পদের) ভাণ্ডার কি তাদের কাছে, নাকি তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্তা ?

٣٨۔ اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ ج فَلْيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

৩৮. নাকি তাদের কোনো সিঁড়ি আছে যাতে আরোহণ করে তারা (আল্লাহ্‌র বাণী) শুনতে পায় ? তাহলে ওদের শ্রবণকারী সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ পেশ করুক।

٣٩۔ اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ ۝

৩৯. নাকি কন্যাসন্তানরা তাঁর এবং পুত্রসন্তানরা ওদের ?

٤٠۔ اَمْ تَسْئَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ۝

৪০. অথবা আপনি কি ওদের কাছে পারিশ্রমিক দাবি করেন, যার ফলে তারা ঋণের ভারে জর্জরিত ?

٤١۔ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ۝

৪১. নাকি ওদের কাছে গায়বী জ্ঞান আছে যা তারা লিখে রাখে?

٤٢۔ اَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا ط فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ۝

৪২. অথবা ওরা কি আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটতে চায়? কিন্তু পরিণামে কাফেররাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার।

٤٣۔ اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

৪৩. নাকি আল্লাহ ব্যতীত তাদের কোনো ইলাহ আছে ? তারা যে শেরেক করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র মহান।

www.pathagar.com

৪৪. ওরা যদি আকাশের একটি খণ্ড ভেঙ্গে পড়ে যেতে দেখে তবে বলবে, এতো জমাটবাঁধা মেঘমালা।

٤٤. وَإِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ○

৪৫. অতএব আপনি ওদেরকে বর্জন করুন, যাতে তারা সেই দিনটির সাক্ষাত পায় যখন তারা বজ্রাঘাতে মুর্ছিত হবে।

٤٥. فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ۝

৪৬. সেদিন ওদের ষড়যন্ত্র ওদের কোনোই উপকারে আসবে না এবং ওদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

٤٦. يَوْمَ لَا يُغْنِىْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

৪৭. যালেমদের জন্য এছাড়া আরো শাস্তি রয়েছে। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ লোকই জানে না।

٤٧. وَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৪৮. আর আপনি আপনার প্রভুর আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্যধারণ করুন। কেনোনা আপনি আমার চোখের সামনেই আছেন। আর আপনি যখন উঠেন তখন প্রশংসা সহকারে আপনার প্রভুর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করুন।

٤٨. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۝

টীকা : আয়াতের বেশ কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যেমন (এক) আপনি যখন মজলিস শেষ করে উঠবেন তখন আল্লাহ্‌র প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করবেন।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কোনো ব্যক্তি মজলিসে বসে কথাবার্তা বলার পর উঠে যাবার সময় নিম্নের দোয়া পড়লে মজলিসে তার ভুল-ত্রুটি আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দিবেন :

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ.

(দুই) ঘুম থেকে জাগার পর তোমরা বিছানা ত্যাগের সময় আল্লাহ্‌র প্রশংসা করো। মহানবী (স) এরূপ আমল করতেন। এজন্য তিনি সাহাবায়ে কিরামকে নিম্নের দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

(তিন) তোমরা নামাযে দাঁড়াবার পর আল্লাহ্‌র প্রশংসাসহ তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করো। যেমন তাকবীরে তাহরীমার পরের দোয়া।

(চার) তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দাওয়াত দেয়ার জন্য যখন প্রস্তুত হবে তখন আল্লাহ্‌র প্রশংসাসহ তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে দাওয়াতী কাজ শুরু করো। মহানবী (স) এরূপ আমল করতেন।

৪৯. আর আপনি রাতের বেলাও তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করুন এবং তারকারাজি অস্তমিত হওয়ার সময়ও।

٤٩. وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ ۝

www.pathagar.com

৫৩. সূরা আন-নাজম (২৩)

٥٣- سُوْرَةُ النَّجْمِ

আয়াত : ৬২; রুকূ' : ৩; মাক্কী

اٰيَاتُهَا : ٦٢ - رُكُوْعٌ : ٣، مَكِّيَّةٌ

মক্কার মূর্তিপূজারী মুশরিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত লাভের পঞ্চম বছর রজব মাসে একদল মুসলমান আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। এ বছরের রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ (স) হেরেম শরীফে কুরাইশ কাফেরদের প্রকাশ্য সমাবেশে সূরা আন-নাজম তিলাওয়াত করেন। তিলাওয়াতের সিজদা সম্বলিত এটিই সর্বপ্রথম সূরা।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ তারকারাজির, যখন তা অস্তমিত হয়।

١- وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۙ

২. তোমাদের সাথী (মুহাম্মাদ) পথভ্রষ্ট হননি এবং বিভ্রান্তও হননি।

٢- مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۚ

৩. আর তিনি মনগড়া কথাও বলেন না।

٣- وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۭ

৪. এটা (কুরআন) তো ওহী, যা তার নিকট ওহী করা হয়।

٤- اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۙ

টীকা : অত্যন্ত নিশ্চয়তার সাথে বলে দেয়া হয়েছে যে, কুরআন মজীদ মুহাম্মাদ (স)-এর প্রবৃত্তি তাড়িত কোনো মনগড়া কিতাব নয়। এটি সরাসরি ওহী মারফত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত।

৫. তাকে শিখায় এক মহাশক্তিধর (ফেরেশতা),

٥- عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۙ

৬. যিনি সুস্থ-সবল প্রজ্ঞাবান, সে (নিজ আকৃতিতে) স্থির হলো।

٦- ذُوْ مِرَّةٍ ۭ فَاسْتَوٰى ۙ

৭. তখন সে ছিলো ঊর্ধ্ব দিগন্তে।

٧- وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ۭ

৮. তারপর সে এগিয়ে এসে আরো নিকটে এলো,

٨- ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۙ

৯. তখন সে ছিলো কেবল দুই ধনুকের পরিমাণ দূরত্বে বা আরো নিকটে।

٩- فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۚ

১০. তখন সে আল্লাহ্‌র বান্দাকে ওহী পৌঁছলো যে ওহী তিনি করেছিলেন।

١٠- فَاَوْحٰٓى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى ۭ

১১. তিনি যা দেখেছেন তার অন্তর তাকে অবিশ্বাস করেনি।

١١- مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ۝

১২. তিনি যা দেখেছেন সেই ব্যাপারে তোমরা কি তার সাথে বিতর্ক করবে?

١٢- اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ۝

www.pathagar.com

টীকা : জিবরাঈল (আ) প্রাথমিক পর্যায়ে যখন মহানবী (স)-এর নিকট ওহী নিয়ে আসেন এখানে তখনকার কথা বলা হয়েছে।

١٣. وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ۝

১৩. তিনি অবশ্যই তাকে আরো একবার দেখেছিলেন,

١٤. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ۝

১৪. সিদরাতুল মুনতাহা (প্রান্তবর্তী কুল গাছ)-এর নিকট।

টীকা : উপরোক্ত আয়াতসমূহে মি'রাজের সময় উর্ধ্বজগতে সিদরাতুল মুনতাহা নামক স্থানে জিবরাঈল (আ)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাক্ষাত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

١٥. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ۝

১৫. এর নিকটেই জান্নাতুল মা'ওয়া অবস্থিত।

١٦. اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ۝

১৬. তখন কুল গাছটি আচ্ছাদিত ছিলো যা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার (তা বর্ণনাতীত)।

١٧. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ۝

১৭. তার দৃষ্টি বিচ্যুতও হয়নি এবং বিভ্রান্তও হয়নি।

١٨. لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ۝

১৮. তিনি তো দেখেছেন তার প্রভুর বিরাট নিদর্শনসমূহ।

টীকা : সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহে কাফেরদের অভিযোগসমূহের স্পষ্ট জবাব দেয়া হয়েছে। তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াতী কার্যক্রমের বিরোধিতা করতে গিয়ে কখনো তাঁকে বলে কবি, কখনো জাদুকর, কখনো উদ্ভ্রান্ত, বিপথগামী, উন্মাদ, পাগল। আবার কখনো বলে, লোকটি নিজেই কথাগুলো রচনা করেছে। উত্তরে এসব অভিযোগ খণ্ডন করা হয়েছে এবং তাঁর নিকট ওহী কিভাবে, কার মাধ্যমে এবং কার পক্ষ থেকে আসে তা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর মি'রাজে গমন এবং ওহীবাহক ফেরেশতা জিবরাঈল (আ)-এর সাথে তাঁর একান্ত সামনাসামনি সাক্ষাতের কথা বলা হয়েছে।

١٩. اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ۝

১৯. তোমরা লাত ও উজ্জা সম্পর্কে চিন্তা করে দেখেছ কি?

٢٠. وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ۝

২০. এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে?

٢١. اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ۝

২১. তোমাদের জন্য কি পুত্রসন্তান আর আল্লাহ্‌র জন্য কন্যাসন্তান?

٢٢. تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ۝

২২. তবে তো এটা খুবই অন্যায় বণ্টন।

টীকা : লাত, মানাত ও উজ্জা আরব মূর্তিপূজারীদের তিনটি দেবীর নাম। লাত তায়েফের ছাকীফ গোত্রের, উজ্জা কুরাইশদের এবং মানাত আওস, খাজরায ও খুজাআ গোত্রের পূজনীয় মূর্তি ছিলো।

٢٣. اِنْ هِىَ اِلَّآ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ

২৩. এগুলো কতক নামের সমষ্টি যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষগণ রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ কোনো সনদ নাযিল করেননি। তারা

www.pathagar.com

নিজেদের মনগড়া ধারণা ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অনুসরণ করে। অথচ তাদের নিকট তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে পথনির্দেশ এসে গেছে।

اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ۞

২৪. মানুষ যা-ই কামনা করে তা-ই কি পায়?

٢٤۔ اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ۞

২৫. ইহকাল ও পরকালের মালিক তো আল্লাহ।

٢٥۔ فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى ۞

২৬. আকাশসমূহে কতো (অসংখ্য-অগণিত) ফেরেশতা আছে, তাদের সুপারিশে কোনো উপকার হবে না, কিন্তু আল্লাহ নিজ ইচ্ছা ও পছন্দমাফিক কারো অনুকূলে অনুমতি দেয়ার পর।

٢٦۔ وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ۞

টীকা : মূর্তিপূজারীরা সেকালেও বলতো এবং একালেও বলে যে, এগুলো আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে এবং তাদের পরিত্রাণে সাহায্যকারী হবে। অত্র আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে যে, কাঠ-পাথরের নিষ্প্রাণ মূর্তি কেনো, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাদের সুপারিশও কোনো উপকারে আসবে না, যদি না আল্লাহ তাদের নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির অনুকূলে শাফায়াত করার অনুমতি দেন।

২৭. যেসব লোক আখেরাতে ঈমান আনে না তারাই ফেরেশতাদের নারীসুলভ নাম রাখে।

٢٧۔ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى ۞

২৮. অথচ এ বিষয়ে তাদের কিছুই জানা নেই। তারা কেবল ধারণা-কল্পনার অনুসরণ করে। কিন্তু সত্যের মোকাবিলায় অলীক ধারণা-কল্পনা কিছুই উপকারে আসে না।

٢٨۔ وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ۭ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۞

২৯. অতএব যারা আমার উপদেশ অগ্রাহ্য করে এবং বৈষয়িক জীবন ছাড়া আর কিছু চায় না আপনি তাদের উপেক্ষা করুন।

٢٩۔ فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۞

৩০. এই হলো তাদের বিদ্যার দৌড়। আপনার প্রভুই ভালো জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই ভালো জানেন কে সৎপথ পেয়ে গেছে।

٣٠۔ ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ۭ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ۞

www.pathagar.com

৩১. আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বাধীন। এজন্য যে, যারা পাপকাজ করেছে তিনি তাদের প্রতিফল দান করবেন এবং যারা উত্তম কাজ করেছে তাদের উত্তম পুরস্কার দিবেন–

٣١۔ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۞

৩২. যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকে, সামান্য দোষ-ত্রুটি বাদ দিলে। আপনার প্রভু অবশ্যই অপরিসীম ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের সম্পর্কে উত্তমরূপে জানেন যখন তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটির উপাদান থেকে এবং যখন তোমরা তোমাদের মায়েদের গর্ভাশয়ে ভ্রূণ আকারে ছিলে। অতএব তোমরা নিজেদের পবিত্র-পরিশুদ্ধ প্রতিপন্ন করো না। প্রকৃত মুত্তাকী কে তা তিনিই ভালো জানেন।

٣٢۔ اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ط اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ط هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ج فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ۞

৩৩. আপনি কি দেখেছেন যে ব্যক্তি (আমার উপদেশ) অগ্রাহ্য করে?

٣٣۔ اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ تَوَلّٰى ۞

৩৪. এবং কিঞ্চিৎ দান করে, অতঃপর হাত গুটিয়ে নেয়?

٣٤۔ وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى ○

৩৫. তার নিকট কি গায়েবের জ্ঞান আছে যে, সে (বাস্তব বিষয়) দেখতে পাচ্ছে?

٣٥۔ اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى ○

৩৬. অথবা মূসার কিতাবে যা আছে তা কি তাকে অবহিত করা হয়নি?

٣٦۔ اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِىْ صُحُفِ مُوْسٰى ۞

৩৭. এবং ইবরাহীমের কিতাবসমূহেও যিনি (নিজ ওয়াদা) পূর্ণ করেছিলেন?

٣٧۔ وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰٓى ۞

৩৮. (তা হলো) একজন অপরজনের পাপের বোঝা বহন করবে না।

٣٨۔ اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۞

৩৯. আরো এই যে, মানুষ শুধু তাই পায় যার জন্য সে চেষ্টা-তদবীর করে;

٣٩۔ وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ۞

৪০ এবং অচিরেই তার চেষ্টা-তদবীরের ফল তার দৃষ্টিগোচর হবেই।

٤٠۔ وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ۞

www.pathagar.com

৪১. অতঃপর তার পূর্ণ প্রতিফল তাকে দেয়া হবে। ٤١. ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى ۝

টীকা : ৩৩ নং আয়াত থেকে এ পর্যন্ত ওলীদ ইবনে মুগীরা সম্পর্কে নাযিল হয়। সে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলে তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাকে বলে, তুমি পরকালের শাস্তির ভয়ে পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করে মুহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণ করতে চাচ্ছ কেনো ? তুমি আমাকে এতো পরিমাণ মাল দাও, আমি তোমার পক্ষ থেকে শাস্তিভোগ করবো। এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে সে তাকে কিছু পরিমাণ মাল দান করে। এখানে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে যে, যার যার পাপের বোঝা সে-ই বহন করবে, অন্য কেউ নয়।

৪২. আপনার প্রভুর কাছেই সর্বশেষ গন্তব্য। ٤٢. وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ۝

৪৩. আর তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান, ٤٣. وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى ۝

৪৪. তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান, ٤٤. وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا ۝

৪৫. তিনিই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন নারী ও পুরুষ; ٤٥. وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۝

৪৬. বীর্য থেকে যখন তা নিক্ষিপ্ত হয়। ٤٦. مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ۝

৪৭. পুনর্বার জীবিত করার দায়িত্বও তাঁর। ٤٧. وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى ۝

৪৮. তিনিই অভাবমুক্ত করেন এবং সম্পদ দান করেন। ٤٨. وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى ۝

৪৯. তিনিই শি'রা (লুব্ধক) তারকারও প্রভু। ٤٩. وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ۝

৫০. তিনিই পূর্বকালের আদ জাতিকে ধ্বংস করেছেন; ٥٠. وَاَنَّهٗ اَهْلَكَ عَادَا ۨ الْاُوْلٰى ۝

৫১. এবং ছামূদ জাতিকেও, তাদের কাউকেও অবশিষ্ট রাখেননি। ٥١. وَثَمُوْدَا فَمَآ اَبْقٰى ۝

৫২. এবং এর আগে নূহ-এর জাতিকেও, নিশ্চয়ই এরা ছিলো অতিশয় যালেম ও অবাধ্য। ٥٢. وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى ۝

৫৩. তিনিই উল্টানো আবাসভূমিকে (সাদূম, ঘমোরা) নিক্ষেপ করেছিলেন। ٥٣. وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى ۝

৫৪. অতএব একে কী সর্বগ্রাসী শাস্তি আচ্ছন্ন করলো! ٥٤. فَغَشّٰىهَا مَا غَشّٰى ۝

৫৫. তাহলে তুমি তোমার প্রভুর কোন্ অবদান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে ? ٥٥. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى ۝

www.pathagar.com

٥٦. هٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُوْلٰى ○

৫৬. অতীত কালের সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত এই নবীও একজন সতর্ককারী।

٥٧. اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ ۝٥٧

৫৭. কিয়ামত অতি নিকটবর্তী।

٥٨. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ۝٥٨

৫৮. আল্লাহ ছাড়া কেউ তা উদ্ঘাটন করতে পারে না।

٥٩. اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ۝٥٩

৫৯. তোমরা কি একথায় অবাক হচ্ছো?

٦٠. وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ۝٦٠

৬০. এবং হাসি-ঠাট্টা করছো, অথচ কাঁদছো না?

٦١. وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ ○

৬১. আর তোমরা আমোদ-প্রমোদে বিভোর হয়ে আছো?

٦٢. فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ۝٦٢

৬২. এখনও (সময় থাকতে) আল্লাহ্‌র সামনে সিজদাবনত হও এবং তাঁর ইবাদতে মগ্ন হও।

টীকা : উপরোক্ত আয়াত পড়ার পর পাঠকারী ও শ্রবণকারী একটি সিজদা করুন।

মহানবীর (স) মহাবাণী

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ خَامَةِ الزَّرْعِ يَفِيْءُ وَرَقُهُ مِنْ حَيْثُ اَتَتْهَا الرِّيْحُ تُكَفِّئُهَا فَاِذَا سَكَنَتْ اِعْتَدَلَتْ. وَكَذٰلِكَ الْمُؤْمِنُ يُكَفَّأُ بِالْبَلاَءِ.

"ঈমানদার ব্যক্তি শস্যের গোছাতুল্য। যেদিক থেকেই বাতাস প্রবাহিত হয় সেগুলোকে উল্টোদিকে ভূমিসাৎ করে ফেলে। বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হলে তা আবার স্ব-অবস্থায় দাঁড়িয়ে যায়। তদ্রূপ ঈমানদার ব্যক্তিরাও বিপদাপদে নুব্জ হয়ে যায়" (বুখারী, কিতাবুত-তাওহীদ, বাব ৩১, নং ৭৪৬৬; মুসলিম, মুনাফিকীন, বাব ১৪, নং ৭০৯৯/৫৮-৬০; তিরমিযী, আদাব, বাব ৭০, নং ২৮৬৬; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ২ খ., পৃ. ২৮৪, নং ৭৮০১; দারিমী)।

www.pathagar.com

৫৪. সূরা আল-কামার (৩৭) ٥٤. سُوْرَةُ الْقَمَرِ

আয়াত : ৫৫; রুকূ' : ৩; মাক্কী اٰيَاتُهَا : ٥٥ ـ رُكُوْعٌ : ٣، مَكِّيَّةٌ

সূরাটি মহানবী (স)-এর মদীনায় হিজরতের প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে মক্কা শরীফের মিনা নামক স্থানে নাযিল হয়। সকলের ঐকমত্য অনুযায়ী এ সূরায় উল্লেখিত চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনাটি মিনায়ই ঘটেছিল।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. কিয়ামত নিকটে এসে গেছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে।

١ـ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ○

২. এরা কোনো নিদর্শন দেখেও তা অগ্রাহ্য করে এবং বলে, এতো চিরাচরিত জাদু।

٢ـ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ○

৩. তারা (ঘটনাটি) প্রত্যাখ্যান করলো এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। প্রতিটি বিষয় পরিণতিতে পৌঁছবেই।

٣ـ وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ○

টীকা : আয়াত কয়টিতে রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃত মু'জিযাস্বরূপ চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৪. অবশ্যই তাদের নিকট এসেছে সংবাদ যার মধ্যে রয়েছে সতর্কবাণী,

٤ـ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ۙ

৫. প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞান, তা সত্ত্বেও সতর্কবাণী তাদের কোনো উপকারে আসেনি।

٥ـ حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ۙ

৬. অতএব আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন। যেদিন আহ্বানকারী ডাক দিবে এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে।

٦ـ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ ۙ

৭. তারা ভীত-সন্ত্রস্ত চোখে কবরসমূহ থেকে বের হয়ে আসবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়।

٧ـ خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ۙ

৮. তারা ধাবমান থাকবে সেই আহ্বানকারীর দিকে। এই কাফেররা বলবে, এতো এক ভয়াবহ দিন।

٨ـ مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ۭ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ○

৯. এদের পূর্বে নূহ-এর সম্প্রদায় মিথ্যা আরোপ

٩ـ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا

www.pathagar.com

عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ ○

করেছিল। তারা আমার বান্দাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং বলেছিল, সে তো একটা উন্মাদ এবং তাকে মারাত্মক হুমকি দেয়া হলো।

١٠۔ فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ○

১০. অতএব তিনি তার প্রভুর কাছে দোয়া করলেন, 'আমি পরাভূত, তুমিই প্রতিশোধ নাও'।

١١۔ فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ○

১১. সুতরাং আমি আকাশের দরজা খুলে দিলাম মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণের জন্য;

١٢۔ وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ○

১২. এবং মাটিকে দীর্ণ করে ঝর্ণাধারায় পরিণত করলাম। এভাবে পানি মিলিত হলো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক।

١٣۔ وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ○

১৩. আর আমি তাকে আরোহণ করালাম কীলকযুক্ত কাঠের নৌযানে।

١٤۔ تَجْرِیْ بِاَعْيُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ○

১৪. সেটি আমার চোখের সামনে চলতে থাকলো। যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এটা তার জন্য পুরস্কার।

١٥۔ وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

১৫. আমি নৌযানটিকে একটি নিদর্শন হিসেবে রেখে দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

١٦۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِیْ وَنُذُرِ ○

১৬. কি ভয়ঙ্কর ছিলো আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

١٧۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

১৭. আমি অবশ্যই আল-কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

টীকা : আয়াতটি সূরার পাঁচ জায়গায় উক্ত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই নয় যে, কুরআন খুবই সহজ কিতাব, সহজেই এর অর্থ ও তাৎপর্য বুঝা যায়, এমনকি আরবী ভাষা জানারও প্রয়োজন নেই এবং হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ ইত্যাদি সহায়ক কিতাবসমূহেরও দরকার নেই।

অবশ্যই দরকার আছে। বরং আয়াতের তাৎপর্য হলো : উপদেশ, নসীহত ও শিক্ষা গ্রহণের জন্য কুরআন মজীদ হলো সর্বোত্তম ও সর্বাধিক সহজ মাধ্যম। তা মানবজাতিকে সহজ, সরল ও সঠিক পথ প্রদর্শন করে। অতএব মানবজাতি যেনো এই সহজ উপায়টি গ্রহণ করে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভে ব্রতী হয় এবং বিভ্রান্তি, পথভ্রষ্টতা ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে।

١٨۔ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِیْ وَنُذُرِ ○

১৮. আদ জাতিও (তাদের নবীর কথা) অবিশ্বাস করেছিল। সুতরাং কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

www.pathagar.com

১৯. আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে অব্যাহত দুর্ভোগের দিনে প্রবল ঝড়ো হাওয়া পাঠিয়েছিলাম।

١٩۔ اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۙ﴿١٩﴾

২০. তা মানুষকে গোড়াসহ উৎপাটিত খেজুর গাছের ন্যায় নিক্ষেপ করেছিল।

٢٠۔ تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ۝

২১. কি ভয়ংকর ছিলো আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।

٢١۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ۝

২২. আমি অবশ্যই আল-কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

٢٢۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾

২৩. ছামূদ জাতিও সতর্ককারীদের মিথ্যাবাদী বলেছিল।

٢٣۔ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ۝

২৪. তারা বলেছিলো, আমরা কি আমাদের মধ্যকার এক নিঃসঙ্গ ব্যক্তির অনুসরণ করবো? তাহলে তো আমরা অবশ্যই ঘোর বিভ্রান্তি ও বিবেক-বুদ্ধিহীনতার শিকার হবো।

٢٤۔ فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّفِىْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ۝

২৫. আমাদের মধ্যে এতো লোক থাকতে তাকেই কি আল্লাহ্‌র বিধান দেয়া হয়েছে? বরং সে মারাত্মক মিথ্যাবাদী ও উদ্যত অহংকারী।

٢٥۔ ءَاُلْقِىَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ۝

২৬. আগামী কালই ওরা জানতে পারবে, কে চরম মিথ্যাবাদী, উদ্যত অহংকারী।

٢٦۔ سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ۝

২৭. আমি উষ্ট্রীকে তাদের জন্য বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে পাঠাচ্ছি। অতএব তাদের পর্যবেক্ষণ করুন এবং ধৈর্যধারণ করুন।

٢٧۔ اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾

২৮. আর আপনি তাদেরকে সংবাদ দিন যে, পানি (পানের পালা) তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেকে পালাক্রমে পান করার স্থানে হাজির হবে।

٢٨۔ وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ۝

২৯. কিন্তু তারা তাদের এক সঙ্গীকে ডাকলো। সে হাত বাড়ালো এবং (উষ্ট্রীকে) হত্যা করলো।

٢٩۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ۝

www.pathagar.com

৩০. অতএব কি ভয়ংকর ছিলো আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

٣٠. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ○

৩১. আমি তাদেরকে আঘাত হানলাম একটি মাত্র বিকট শব্দ দ্বারা। ফলে তারা খোঁয়াড় নির্মাণকারীর নিষ্পেষিত ডালপালার মতো হয়ে গেলো।

٣١. اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ○

৩২. আমি অবশ্যই আল-কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

٣٢. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

৩৩. লূত-এর জাতিও সতর্ককারীদের প্রত্যাখ্যান করেছিল।

٣٣. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرِ ○

৩৪. আমি লূত-এর পরিবার-পরিজনকে বাদ রেখে তাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। ঐ পরিবারকে আমি ভোররাতে রক্ষা করেছিলাম।

٣٤. اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ۝

৩৫. এটা ছিলো আমার নিকট থেকে বিশেষ অনুগ্রহ। যেসব লোক শোকরগোজার হয় আমি তাদেরকে এভাবে প্রতিদান দেই।

٣٥. نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ شَكَرَ ○

৩৬. লূত আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে তাদের সতর্ক করেছিল। কিন্তু তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা করলো।

٣٦. وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ○

৩৭. আর তারা লূতের নিকট থেকে তার মেহমানদের ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু আমি তাদের চোখ অন্ধ করে দিলাম। অতএব তোমরা আমার শাস্তি ও সতর্কবাণীর স্বাদ গ্রহণ করো।

٣٧. وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ ○

৩৮. ভোরবেলা একটি অপ্রতিরোধ্য শাস্তি তাদেরকে পর্যুদস্ত করলো।

٣٨. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ۝

৩৯. অতএব তোমরা আমার শাস্তি ও সতর্কবাণীর স্বাদ গ্রহণ করো।

٣٩. فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ ○

৪০. আমি অবশ্যই আল-কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

٤٠. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝

৪১. ফেরাউন সম্প্রদায়ের নিকটও সতর্কবাণী ও সতর্ককারী এসেছিলো।

٤١. وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۝

www.pathagar.com

৪২. কিন্তু তারা আমার সমস্ত নিদর্শনকে অবিশ্বাস করে অমান্য করলো। ফলে আমি তাদেরকে মহাপ্রতাপশালী ও অপ্রতিরোধ্য শক্তির অধিকারীরূপে গ্রেপ্তার করলাম।

٤٢۔ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ○

৪৩. তোমাদের (কুরাইশদের) মধ্যকার কাফেররা কি তাদের (ফেরাউনের) চেয়ে শ্রেষ্ঠ, নাকি পবিত্র কিতাবসমূহে তোমাদের অব্যাহতির জন্য কোনো ছাড়পত্র রয়েছে?

٤٣۔ اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِى الزُّبُرِ ۞

৪৪. নাকি এরা বলে, আমরা এক সম্মিলিত অপরাজেয় শক্তি?

٤٤۔ اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ○

৪৫. অচিরেই তাদের সম্মিলিত শক্তি পরাজিত হবে এবং পিছনে ফিরে পালাবে।

٤٥۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ○

৪৬. বরং তাদের প্রকৃত প্রতিশ্রুতিকাল তো কিয়ামত এবং কিয়ামত হবে ভয়ানক কঠিন ও অতীব তিক্ত।

٤٦۔ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ ○

৪৭. নিশ্চয়ই দুষ্কৃতিকারীরা পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ও বিবেক-বুদ্ধি বিলুপ্ত।

٤٧۔ اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ۞

৪৮. যেদিন তাদেরকে উপুড় করে দোযখের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, জাহান্নামের যন্ত্রণা ভোগ করো।

٤٨۔ يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ؕ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ○

৪৯. আমি অবশ্যই প্রতিটি জিনিস সুনির্ধারিত পরিমাণ-পরিমাপ অনুসারে সৃষ্টি করেছি।

٤٩۔ اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ○

৫০. আমার সিদ্ধান্ত (বা আদেশ) তো একটি চূড়ান্ত একক, নিমিষেই কার্যকর হয়ে যায়।

٥٠۔ وَمَآ اَمْرُنَآ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ○

৫১. আমি তোমাদের মতো বহু দলকে ধ্বংস করেছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

٥١۔ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَآ اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

৫২. তারা যা কিছু করেছে তা কিতাবে (লিপিবদ্ধ) আছে;

٥٢۔ وَكُلُّ شَىْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ ○

৫৩. এবং প্রতিটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ সবই লিপিবদ্ধ হয়।

٥٣۔ وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ ○

৫৪. নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও ঝর্ণাধারায়;

٥٤۔ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ ۞

৫৫. মহাশক্তিধর সম্রাটের সান্নিধ্যে, প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদার আসনে উপবিষ্ট।

٥٥۔ فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ۞

www.pathagar.com

৫৫. সূরা আর-রহমান (৯৭)

٥٥. سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ

আয়াত : ৭৮; রুকূ' : ৩; মাদানী

اٰيَاتُهَا : ٧٨ ـ رُكُوْعٌ : ٣، مَدَنِيَّةٌ

আলোচ্য সূরায় মানুষ ও জিন জাতিকে একই সাথে সম্বোধন করা হয়েছে। কুরআন মজীদের মুদ্রিত কপিসমূহে সূরাটি মাদানী সূরা হিসেবে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু ইমাম কুরতবী (র) বেশ কয়টি দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন যে, 'এটি মক্কী সূরা হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল'। এসব দলীলের আলোকে সূরাটি সূরা হিজর ও সূরা আহ্কাফ-এর পূর্বে মদীনায় হিজরতের কয়েক বছর আগে নাযিল হয়েছে। নাখলা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখে এই সূরার তিলাওয়াত শুনেই একদল জিন ইসলাম গ্রহণ করে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١. اَلرَّحْمٰنُ ۙ

১. আর-রহ্মান– দয়াময়,

٢. عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ؕ

২. তিনি আল-কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।

٣. خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ

৩. তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন;

٤. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ○

৪. তিনি তাকে কথাবার্তা (ভাষা) শিখিয়েছেন।

٥. اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۙ

৫. সূর্য ও চাঁদ একটি হিসাবের নিগড়ে আবদ্ধ।

٦. وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ○

৬. তারকারাজি (বা তরুলতা) ও গাছপালা (তাঁকে) সিজদা করে।

٧. وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۙ

৭. তিনি আকাশকে সুউচ্চ ও সমুন্নত করেছেন এবং তুলাদণ্ড স্থাপন করেছেন,

٨. اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ○

৮. যেনো তোমরা তুলাদণ্ডে সীমালংঘন না করো।

٩. وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ○

৯. আর তোমরা ন্যায়সংগতভাবে ওজন কায়েম করো এবং তুলাদণ্ডের ক্ষতিসাধন (ওজনে কম) করো না।

١٠. وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۙ

১০. তিনি পৃথিবীকে সৃষ্টিকুলের জন্য বানিয়েছেন।

١١. فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ○

১১. তাতে আছে ফলমূল ও আবরণযুক্ত (খেজুর উৎপন্নকারী) খেজুর গাছ

١٢. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۚ

১২. এবং খোশাযুক্ত শস্যদানা ও সুগন্ধি ফুল।

www.pathagar.com

১৩. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর কোন অনুগ্রহটি অস্বীকার করবে ?

١٣۔ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

টীকা : রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, উপরোক্ত আয়াত পড়ার পর নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে–

لاَ بِشَيْئٍ مِّنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ.

"হে আমাদের প্রভু! আপনার অনুগ্রহসমূহের কোনোটিই আমরা অস্বীকার করি না। অতএব আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা" (তিরমিযী, হাকেম, বাজ্জার)।

১৪. তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মতো শুকনো মাটি থেকে।

١٤۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝

টীকা : আদম (আ)-এর সৃষ্টি সম্পর্কে বেশ কয়েকটি আয়াতে আলোচনা এসেছে এবং তাতে মাটির বিভিন্ন প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন তুরাব– মাটি; তীন– কাদা মাটি; তীন লাযিব– আঁশযুক্ত মাটি; হামায়িম-মাসনূন– গন্ধযুক্ত আঠালো মাটি; সালসালিন কালফাখখার– দুর্গন্ধযুক্ত মাটি যা শুকাবার পর শক্ত ঢিলার মতো হয়ে যায়; বাশার-মানুষ যা ঐ মাটি থেকে তৈরী হয়েছে; সুলালাতুম-মিম-মাইন মাহীন– নিকৃষ্ট পানির নির্যাস। ধারাবাহিক বিন্যাসের জন্য আয়াতসমূহ দেখুন– ৩:৫৯, ৪১:৭, ৩৭:১১, ৩৮:৭১-৭২, ৪:১, ৪১:৮ এবং ২২:৫।

১৫. আর তিনি জিন সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা থেকে।

١٥۔ وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۝

টীকা : প্রথম জিনকে আগুনের স্ফুলিংগ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যেমন প্রথম মানুষ আদম (আ)-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর মানব জাতির মতো জিন স্বামী-স্ত্রীর মিলনে জিন জাতির বংশবিস্তার অব্যাহত আছে।

১৬. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর কোন অনুগ্রহটি অস্বীকার করবে ?

١٦۔ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

১৭. তিনি উভয় উদয়স্থল ও উভয় অস্তাচলের প্রভু।

١٧۔ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝

১৮. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর কোন অনুগ্রহটি মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে ?

١٨۔ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

১৯. তিনি দু'টি সাগরকে প্রবাহিত করেছেন যা পরস্পর মিলিত হয়।

١٩۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ۝

২০. উভয়টির মাঝখানে রয়েছে একটি অন্তরাল যা উভয়ে অতিক্রম করতে পারে না।

٢٠۔ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ۝

২১. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর কোন অনুগ্রহটি মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে ?

٢١۔ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

২২. দুই সাগরেই মুক্তা ও প্রবাল উৎপন্ন হয়।

٢٢۔ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝

২৩. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর কোন অনুগ্রহটি মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে ?

٢٣۔ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

www.pathagar.com

২৪. সাগরবুকে বিচরণশীল পবর্ত প্রমাণ জাহাজসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন।

٢٤۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۞

২৫. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর কোন অনুগ্রহটি প্রত্যাখ্যান করবে?

٢٥۔ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۞

২৬. এই পৃথিবীর সবকিছুই ধ্বংসশীল;

٢٦۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۞

২৭. এবং কেবল আপনার মহিয়ান-গরিয়ান প্রভুর মহান সত্তাই বিরাজমান থাকবে।

٢٧۔ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۞

২৮. সুতরাং তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর কোন অনুগ্রহটি অস্বীকার করবে?

٢٨۔ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

২৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই তাঁর নিকট প্রার্থনা করে। প্রতি দিন তিনি নতুন নতুন কাজে নিয়োজিত থাকেন।

٢٩۔ يَسْئَلُهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ ۞

৩০. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর কোন অনুগ্রহটি মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে?

٣٠۔ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৩১. হে দুই জাতি! আমি অচিরেই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অবসর হয়ে যাবো।

٣١۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۞

৩২. সুতরাং তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর কোন অনুগ্রহটি অস্বীকার করবে?

٣٢۔ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৩৩. হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমরা যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করতে সক্ষম হও তবে তা অতিক্রম করো তো! কিন্তু সনদ ব্যতিরেকে তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না।

٣٣۔ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ط لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۞

৩৪. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর কোন অনুগ্রহটি অস্বীকার করবে?

٣٤۔ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৩৫. তোমাদের বিরুদ্ধে পাঠানো হবে অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ, তোমরা তা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না।

٣٥۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّ نُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۞

৩৬. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর কোন অনুগ্রহটি মিথ্যা সাব্যস্ত করবে?

٣٦۔ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৩৭. যখন আসমান ফেটে যাবে তখন তা রক্তের রং-এ রঞ্জিত চামড়ার রূপ ধারণ করবে।

٣٧۔ فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۞

www.pathagar.com

৩৮. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর কোন অনুগ্রহটি অস্বীকার করবে ?

৩৯. সেদিন না কোনো মানুষকে আর না কোনো জিনকে নিজ নিজ অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবে।

৪০. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর কোন অনুগ্রহটি অস্বীকার করবে ?

৪১. অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের আলামত দ্বারা। সুতরাং মাথার সামনের কেশগুচ্ছ ও পা ধরে গ্রেপ্তার করা হবে।

৪২. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর কোন অনুগ্রহটি অস্বীকার করবে ?

৪৩. এই সেই জাহান্নাম যাকে অপরাধীরা অবিশ্বাস করতো।

৪৪. তারা জাহান্নামের আগুন ও টগবগে ফুটন্ত পানির মধ্যে দৌড়ঝাপ করবে।

৪৫. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর কোন অনুগ্রহটি অস্বীকার করবে ?

৪৬. আর যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত।

৪৭. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর কোন অনুগ্রহটি অস্বীকার করবে ?

৪৮. উভয়টিই সুশোভিত থাকবে পত্র-পল্লবে।

৪৯. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর কোন অনুগ্রহটি অস্বীকার করবে ?

৫০. সেই দু'টি জান্নাতে আরো আছে প্রবহমান দু'টি ঝর্ণাধারা।

৫১. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহসমূহের কোনটি অস্বীকার করবে ?

৫২. উভয় জান্নাতে রয়েছে হরেক ফলের দু'টি প্রজাতি।

٣٨- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

٣٩- فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ۝

٤٠- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

٤١- يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ۝

٤٢- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

٤٣- هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۝

٤٤- يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ۝

٤٥- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

٤٦- وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۝

٤٧- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

٤٨- ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ۝

٤٩- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

٥٠- فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ۝

٥١- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

٥٢- فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ۝

www.pathagar.com

৫৩. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহসমূহের কোনটি অস্বীকার করবে ?

٥٣- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৫৪. তারা সেই জান্নাতে হেলান দিয়ে বসে থাকবে মোটা রেশমের আচ্ছাদনবিশিষ্ট গালিচার উপর এবং দুই জান্নাতের ফল থাকবে তাদের নাগালের মধ্যে।

٥٤- مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى فُرُشٍۢ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ○

৫৫. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহসমূহের কোনটি অস্বীকার করবে ?

٥٥- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৫৬. এসব জান্নাতে থাকবে আনত নয়না বহু তরুণী। এদেরকে জান্নাতীদের পূর্বে না কোনো মানুষ আর না কোনো জিন স্পর্শ করতে পেরেছে।

٥٦- فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۚ

৫৭. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহসমূহের কোনটি অস্বীকার করবে ?

٥٧- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৫৮. এই তরুণীরা যেনো পদ্মরাগ মণি ও প্রবাল।

٥٨- كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ۚ

৫৯. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহসমূহের কোনটি অস্বীকার করবে ?

٥٩- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৬০. উত্তম কাজের পুরস্কার উত্তম ছাড়া আর কী হতে পারে!

٦٠- هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۚ

৬১. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহসমূহের কোনটি অস্বীকার করবে ?

٦١- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৬২. এই দু'টি ছাড়াও আরো দু'টি জান্নাত আছে।

٦٢- وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ۚ

৬৩. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহসমূহের কোনটি অস্বীকার করবে ?

٦٣- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৬৪. দু'টিই ঘনসন্নিবিষ্ট সবুজ সতেজ (জান্নাত)।

٦٤- مُدْهَامَّتٰنِ ۚ

৬৫. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহসমূহের কোনটি অস্বীকার করবে ?

٦٥- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৬৬. উভয় জান্নাতে রয়েছে সদা উচ্ছলিত দু'টি ঝর্ণাধারা।

٦٦- فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ○

৬৭. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহসমূহের কোনটি অস্বীকার করবে ?

٦٧- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৬৮. উভয়টিতে আছে ফলমূল, খেজুর ও ডালিম।

٦٨- فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ۚ

৬৯. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহসমূহের কোনটি অস্বীকার করবে ?

٦٩- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

www.pathagar.com

৭০. তাতে আছে সচ্চরিত্রা পরমা সুন্দরী স্ত্রীগণ।

٧٠. فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ۝

৭১. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহসমূহের কোনটি অস্বীকার করবে?

٧١. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৭২. সুরক্ষিত হূরগণ তাঁবুসমূহে থাকবে।

٧٢. حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ ۝

৭৩. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহসমূহের কোনটি অস্বীকার করবে?

٧٣. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৭৪. এদেরকে ইতিপূর্বে না কোনো মানুষ আর না কোনো জিন স্পর্শ করেছে।

٧٤. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۝

৭৫. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহসমূহের কোনটি অস্বীকার করবে?

٧٥. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৭৬. তারা সুন্দর গালিচার উপর সবুজ বালিশে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে।

٧٦. مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ۝

৭৭. অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহসমূহের কোনটি অস্বীকার করবে?

٧٧. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৭৮. আপনার মহিয়ান-গরিয়ান প্রভুর নাম কতো বরকতপূর্ণ, প্রাচুর্যময়!

٧٨. تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۝

মহানবীর (স) মহাবাণী

يَا بِلَالُ اَقِمِ الصَّلٰوةَ اَرِحْنَا بِهَا.

"হে বিলাল ! নামায কায়েম করো। আমরা এর মাধ্যমে শান্তি লাভ করতে পারবো" (আবু দাউদ, আদাব, বাব ৭৮, নং ৪৯৮৫)।

www.pathagar.com

৫৬. সূরা আল-ওয়াকিয়াহ (৪৬) ٥٦. سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ

আয়াত : ৯৬; রুকূ' : ৩; মক্কী اٰيَاتُهَا : ٩٦ ـ رُكُوْعٌ : ٣، مَكِّيَّةٌ

পঞ্চম হিজরীতে হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সূরা ওয়াকিয়াহ নাযিল হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সূরা তহা নাযিল হওয়ার পর সূরা ওয়াকিয়াহ, অতঃপর সূরা শুআরা নাযিল হয়েছে। আলোচ্য সূরায় মানবজাতিকে আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনটি দলে বিভক্ত করা হয়েছে : (ক) আল্লাহ তায়ালার একান্ত নৈকট্য লাভকারী সর্বোচ্চ স্তরের ঈমানদারগণ; (খ) ডান হাতে আমলনামা লাভকারী সাধারণ ঈমানদারগণ এবং (গ) বাম হাতে আমলনামা লাভকারী কাফের, মূর্তিপূজারী ও ধর্মদ্রোহীদের দল। এই শেষোক্তদের বলা হয়েছে বাম দিকের (বামপন্থী) দল।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١. اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝١

১. যখন ঘটনাটি (কিয়ামত) সংঘটিত হবে,

٢. لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝٢

২. তখন তার সংঘটিত হওয়াকে মিথ্যা বলার কেউ থাকবে না।

٣. خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝٣

৩. তা কাউকে করবে নীচু এবং কাউকে করবে সমুন্নত।

٤. اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ۝٤

৪. যখন প্রবল কম্পনে পৃথিবী প্রকম্পিত হবে,

٥. وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝٥

৫. এবং পর্বতমালা গুড়ো গুড়ো হয়ে যাবে।

٦. فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ۝٦

৬. ফলে তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পর্যবসিত হবে।

٧. وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ۝٧

৭. আর তোমরা তখন বিভক্ত হবে তিনটি দলে।

٨. فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۝٨

৮. অতএব ডান দিকের দল, কতো ভাগ্যবান ডানদিকের দল!

٩. وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۝٩

৯. আর বাম দিকের দল, কতো বদনসীব বাম দিকের দল।

١٠. وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۝١٠

১০. আর অগ্রগণ্য দল, (সব ক্ষেত্রে) তো অগ্রগামী।

١١. اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝١١

১১. এরাই হলো (আল্লাহ্‌র) নৈকট্য লাভকারী,

www.pathagar.com

১২. নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে থাকবে।

١٢۔ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○

১৩. তাদের বেশিরভাগ হবে আগেকার কালের লোকদের মধ্য থেকে;

١٣۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۙ

১৪. এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তী কালের লোকদের মধ্য থেকে।

١٤۔ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ؕ

১৫. তারা সোনা ও মণিমুক্তা খচিত আসনে উপবিষ্ট থাকবে,

١٥۔ عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ۙ

১৬. পরস্পর মুখোমুখি হয়ে তাতে হেলান দিয়ে।

١٦۔ مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ○

১৭. চির-কিশোরেরা (তাদের আপ্যায়নে) তাদের চারপাশে ঘুরাফিরা করবে,

١٧۔ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۙ

১৮. হাতলবিহীন বড়ো বাটি, চঞ্চুবিশিষ্ট কাঁচের পাত্র এবং প্রবহমান স্বচ্ছ ঝর্ণার সুরাপূর্ণ পেয়ালাসহ।

١٨۔ بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۙ

১৯. তা পানে তাদের মাথাব্যথাও হবে না এবং তারা মাতালও হবে না।

١٩۔ لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ۙ

২০. তাদের চাহিদা মাফিক ফলমূল নিয়ে;

٢٠۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ۙ

২১. এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা মাফিক পাখির গোশতসহ।

٢١۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ؕ

২২. আরো থাকবে আয়তলোচনা হূর;

٢٢۔ وَحُوْرٌ عِيْنٌ ۙ

২৩. সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ।

٢٣۔ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ۚ

২৪. তারা যেসব উত্তম কাজ করেছিল তার পুরস্কারস্বরূপ।

٢٤۔ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

২৫. তারা সেখানে কোনো বাজে কথা বা পাপ-পঙ্কিল বাক্য শোনবে না,

٢٥۔ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ۙ

২৬. শান্তি আর শান্তির বাণী ব্যতীত।

٢٦۔ اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ○

২৭. আর ডানদিকের দল, কতো ভাগ্যবান ডানদিকের দল।

٢٧۔ وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ؕ

২৮. তারা থাকবে কাটাবিহীন কুল গাছের কুঞ্জবনে;

٢٨۔ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ۙ

www.pathagar.com

২৯. কাঁদিভরা কলার বাগানে;

٢٩۔ وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ۝٢٩

৩০. সুবিস্তারিত ছায়াঘেরা জায়গায়;

٣٠۔ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ۝٣٠

৩১. সদা প্রবহমান পানির পাশে;

٣١۔ وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ۝٣١

৩২. পর্যাপ্ত ফলমূলে ভরপুর;

٣٢۔ وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ۝٣٢

৩৩. যার শেষ নেই, সরবরাহও নিষিদ্ধ হবার নয়।

٣٣۔ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ۝٣٣

৩৪. আরো আছে সুউচ্চ শয্যাসমূহ।

٣٤۔ وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ۝٣٤

৩৫. নিশ্চয়ই আমি এই হূরদেরকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছি।

٣٥۔ اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ۝٣٥

৩৬. তাদেরকে করেছি কুমারী,

٣٦۔ فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ۝٣٦

৩৭. প্রেমময়ী, সমবয়স্কা

٣٧۔ عُرُبًا اَتْرَابًا ۝٣٧

টীকা : ৩৫-৩৭ নং আয়াতে একদল তাফসীরকারের মতে পৃথিবীর ঈমানদার স্ত্রীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। পার্থিব জীবনে তাদের দৈহিক গড়ন, স্বাস্থ্য ও রূপলাবণ্য যেরূপই ছিলো না কেনো, জান্নাতে তারা হবে অনন্ত যৌবনা, লাস্যময়ী, পরমা সুন্দরী। তারা তাদের জান্নাতী স্বামীদের সাথী হবে। পার্থিব জীবনে কোনো নারী পর্যায়ক্রমে একাধিক পুরুষের ঘর-সংসার করে থাকলে তাকে জান্নাতে তাদের মধ্যকার যে কোনো একজনকে ইচ্ছামাফিক বেছে নেয়ার অধিকার দেয়া হবে।

৩৮. ডানদিকের দলের লোকজনের জন্য।

٣٨۔ لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۝٣٨

৩৯. তাদের অনেকে হবে পূর্বকালের লোকজনের মধ্য থেকে;

٣٩۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۝٣٩

৪০. এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে।

٤٠۔ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ۝٤٠

৪১. আর বাম দিকের দল, কতো বদনসীব বাম দিকের দল।

٤١۔ وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ مَآ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۝٤١

৪২. তারা থাকবে লু-হাওয়ার প্রবাহ ও উত্তপ্ত পানির মধ্যে;

٤٢۔ فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ۝٤٢

৪৩. এবং কালো ধোঁয়ার ছায়ায়,

٤٣۔ وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ۝٤٣

www.pathagar.com

৪৪. যা শীতলও নয়, আরামদায়কও নয়।

٤٤۔ لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ○

৪৫. ইতিপূর্বে তারা ভোগবিলাসিতায় মগ্ন ছিলো।

٤٥۔ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ۝

৪৬. তারা অবিরত জঘন্য পাপকাজে লিপ্ত ছিলো।

٤٦۔ وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ۝

৪৭. তারা বলতো, আমরা যখন মারা যাবো এবং হাড় ও মাটিতে পরিণত হবো তারপরও কি আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে?

٤٧۔ وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۝

৪৮. আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও কি?

٤٨۔ اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ○

৪৯. আপনি বলুন, অবশ্যই পূর্বকালের লোকজন এবং পরবর্তী কালের লোকজন,

٤٩۔ قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ۝

৫০. সকলকেই সমবেত করা হবে নির্দিষ্ট একটি দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।

٥٠۔ لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ○

৫১. অতঃপর হে পথভ্রষ্ট মিথ্যাবাদীরা! তোমাদেরকে

٥١۔ ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ۝

৫২. অবশ্যই আহার করতে হবে যাক্কুম গাছ থেকে,

٥٢۔ لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ۝

৫৩. তার দ্বারা উদর পূর্তি করবে।

٥٣۔ فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۝

৫৪. তার উপর পান করবে টগবগে ফুটন্ত পানি।

٥٤۔ فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ۝

৫৫. পিপাসার্ত উটের ন্যায় পান করবে।

٥٥۔ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ۝

৫৬. কিয়ামতের দিন এমনটিই হবে তাদের পানাহারের আয়োজন।

٥٦۔ هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ۝

৫৭. আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি। তবে কেনো তোমরা তার সত্যতা স্বীকার করো না?

٥٧۔ نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ○

৫৮. তোমরা যে বীর্যপাত করো সে সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ কি?

٥٨۔ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ۝

www.pathagar.com

৫৯. তা (থেকে) কি তোমরা মানুষ সৃষ্টি করো, না আমিই তার স্রষ্টা ?

٥٩۔ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ○

৬০. আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করে দিয়েছি এবং আমাকে প্রতিহত করা যায় না–

٦٠۔ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۝٧

৬১. যে, আমি তোমাদের স্থলে তোমাদের অনুরূপ অন্য লোক আনয়ন করবো এবং তোমাদেরকে এমন দৈহিক গঠনে সৃষ্টি করবো যা তোমাদের জ্ঞানবহির্ভূত।

٦١۔ عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৬২. তোমরা অবশ্যই প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে জানতে পেরেছ। তবুও তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো না কেনো ?

٦٢۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

৬৩. তোমরা যে বীজ বপন করো সে সম্পর্কে চিন্তা করে দেখেছ কি ?

٦٣۔ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ۝٤

৬৪. তা থেকে তোমরা ফসল উৎপন্ন করো না কি আমি ফসল উৎপন্ন করি ?

٦٤۔ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ○

৬৫. আমি চাইলে একে অবশ্যই খড়-কুটায় পর্যবসিত করতে পারি। তাতে তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে (এবং বলবে,)

٦٥۔ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ○

৬৬. আমরা অবশ্যই ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়লাম।

٦٦۔ اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ۝٧

৬৭. বরং আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম।

٦٧۔ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ○

৬৮. তোমরা যে পানি পান করো সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি?

٦٨۔ اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ۝٤

৬৯. মেঘমালা থেকে তোমরা কি তা নামিয়ে আনো নাকি আমি নামিয়ে আনি ?

٦٩۔ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ○

৭০. আমি ইচ্ছা করলে তাকে অবশ্যই লবণাক্ত করে দিতে পারতাম। তবুও তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না কেনো ?

٧٠۔ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ○

৭১. তোমরা যে আগুন জ্বালাও সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি ?

٧١۔ اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْنَ ۝٤

www.pathagar.com

৭২. জ্বালানি কাঠের গাছ কি তোমরা সৃষ্টি করেছ, নাকি আমি সৃষ্টিকারী ?

٧٢۔ ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ ○

৭৩. আমি এ আগুনকে করেছি উপদেশ গ্রহণের বস্তু এবং প্রয়োজন পূরণার্থীদের জীবনোপকরণ।

٧٣۔ نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ۝

৭৪. অতএব আপনি আপনার মহান প্রভুর নামের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করুন।

٧٤۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝

৭৫. আমি অবশ্যই শপথ করছি তারকাসমূহের অস্ত যাওয়ার স্থানের।

٧٥۔ فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ۝

৭৬. অবশ্যই এ এক মহাশপথ, যদি তোমরা উপলব্ধি করতে।

٧٦۔ وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ۝

৭৭. নিশ্চয়ই এটি অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কুরআন;

٧٧۔ اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ۝

৭৮. একখানি সুরক্ষিত কিতাবে (লাওহে মাহফুজে) লিপিবদ্ধ।

٧٨۔ فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ۝

৭৯. পবিত্র সত্তাগণ (ফেরেশতারা) ব্যতীত কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না।

٧٩۔ لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ۝

৮০. মহাবিশ্বের প্রভুর তরফ থেকে নাযিলকৃত।

٨۔ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৮১. তারপরও কি তোমরা এ বাণীকে অবহেলা করবে ?

٨١۔ اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ۝

৮২. এবং তোমরা মিথ্যা আরোপকেই তোমাদের জীবিকা বানিয়ে নিয়েছ ?

٨٢۔ وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ○

৮৩. তবে কেনো নয়, প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয় (তখন মৃত্যু ঠেকাও না কেনো);

٨٣۔ فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ۝

৮৪. এবং তখন তোমরা তা দেখতে পাচ্ছ।

٨٤۔ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ۝

৮৫. আর আমি তখন তোমাদের চেয়েও তার অতি নিকটে থাকি, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না।

٨٥۔ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ○

৮৬. তোমরা যদি কারো অধীন না হয়ে থাকো তবে এরূপ কেনো হয় না যে,

٨٦۔ فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ۝

www.pathagar.com

৮৭. তোমরা সেই প্রাণকে ফিরিয়ে আনো না কেনো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো ?

৮৮. অতএব সে যদি (আল্লাহ্‌র) নৈকট্য লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে,

৮৯. তবে তার জন্য রয়েছে শান্তি-স্বস্তি, সৌরব ও নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত।

৯০. আর যদি সে হয়ে থাকে ডান দিকের দলের অন্তর্ভুক্ত,

৯১. তবে হে ডান দিকের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি! তোমার জন্য রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা।

৯২. আর যদি সে হয়ে থাকে মিথ্যাবাদী পথভ্রষ্টদের দলভুক্ত,

৯৩. তবে (তার জন্য রয়েছে) ফুটন্ত পানির আপ্যায়ন

৯৪. এবং দোযখে দাখিল হওয়া।

৯৫. নিশ্চয়ই এসব কিছু চূড়ান্তভাবে সত্য।

৯৬. অতএব আপনি আপনার মহান প্রভুর নামের, পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করুন।

৮৭. تَرْجِعُونَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৮৮. فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝٨٨

৮৯. فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ○

৯০. وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۝٩٠

৯১. فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۝٩١

৯২. وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ۝٩٢

৯৩. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ۝٩٣

৯৪. وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ○

৯৫. اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ۝٩٥

৯৬. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝٩٦

টীকা : উপরোক্ত আয়াত এবং ৭৪ নং আয়াত পড়ার পর 'সুবহানা রব্বিয়াল আযীম' বলতে হয়।

মহানবীর (স) মহাবাণী

اِيَّاكُمْ وَسُوْءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَاِنَّهَا الْحَالِقَةُ.

"তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা থেকে বিরত থাকো। কারণ তা (ধর্মকে) মুণ্ডন (ধ্বংস) করে দেয়" (তিরমিযী, রিকাক, বাব ৫৫, নং ২৪৪৮; ইবনে মাজা)।

www.pathagar.com

৫৭. সূরা আল-হাদীদ (৯৪)

٥٧. سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ

আয়াত : ২৯; রুকূ' : ৪; মাদানী

اٰيَاتُهَا: ٢٩ ـ رُكُوْعٌ : ٤، مَدَنِيَّةٌ

সূরার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করলে উপলব্ধি করা যায় যে, এটি উহুদ যুদ্ধ ও হুদায়বিয়ার সন্ধির মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ চতুর্থ ও পঞ্চম হিজরীর মধ্যবর্তী কালে নাযিল হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

١. سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২. আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বময় শক্তির অধিকারী।

٢. لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

৩. তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গুপ্ত এবং তিনি প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে মহাজ্ঞানী।

٣. هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ج وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○

৪. তিনিই ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। যা কিছু মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, যা কিছু তা থেকে নির্গত হয়, আসমান থেকে যা কিছু নেমে আসে এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয় তা সবই তিনি জানেন। তোমরা যেখানেই অবস্থান করো তিনি তোমাদের সাথে আছেন এবং তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

٤. هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ط يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ط وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর এবং সমস্ত ব্যাপার (সিদ্ধান্তের জন্য) আল্লাহ্‌র কাছে রুজু করা হয়।

٥. لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○

৬. তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং

٦. يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ

www.pathagar.com

فِي الَّيْلِ ط وَهُوَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

দিনকে প্রবেশ করান রাতের মধ্যে। তিনি অন্তরের গোপন বিষয়েও মহাজ্ঞানী।

٧۔ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ○

৭. তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনো এবং তিনি তোমাদেরকে যে সম্পদের মালিক বানিয়েছেন তা থেকে (তাঁর পথে) খরচ করো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছে তাদের জন্য রয়েছে বিরাট পুরস্কার।

٨۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ج وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৮. তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনো না ? অথচ রাসূল তোমাদেরকে ডাকছেন তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আনার জন্য এবং তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তিনি তোমাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।

٩۔ هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖٓ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

৯. তিনিই তাঁর বান্দার উপর সুস্পষ্ট বাণীসমূহ নাযিল করেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন। আর আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের প্রতি অতীব করুণাময়, পরম দয়ালু।

١٠۔ وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ط اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ط وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

১০. তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে না ? আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্বত্বাধিকার তো আল্লাহর। তোমাদের মধ্যকার যেসব লোক (মক্কা) বিজয়ের আগে ধনসম্পদ ব্যয় করেছে এবং সশরীরে যুদ্ধ করেছে, পরের লোকেরা তাদের সমান নয়। যেসব লোক পরবর্তী পর্যায়ে ধনসম্পদ ব্যয় করেছে এবং সশরীরে যুদ্ধ করেছে, পূর্ববর্তীরা মর্যাদায় এদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, অগ্রগণ্য। তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত।

١١۔ مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗٓ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۝

১১. কে আছে এমন যে আল্লাহ্‌কে কর্যে হাসানা (উত্তম ঋণ) দিবে ? তাহলে তিনি এই ঋণকে তার জন্য বহু গুণে বর্ধিত করে দিবেন এবং তার জন্য থাকবে সম্মানজনক পুরস্কার।

www.pathagar.com

টীকা : ঈমানদার ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে যা কিছু দান-খয়রাত করে, দীনের প্রচার-প্রসারে, জনকল্যাণমূলক কাজে এবং কাফের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রের যুদ্ধ পরিচালনায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে যে অর্থ তুলে দেয় এসবই আল্লাহ্‌র পথে অর্থব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা এসব দানকে তাঁকে উত্তম ঋণ (কর্যে হাসানা) দেয়া হিসেবে গণ্য করেছেন।

١٢۔ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

১২. সেই (কিয়ামতের) দিন আপনি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে দেখতে পাবেন যে, তাদের নূর তাদের সামনে ও তাদের ডানদিক দিয়ে দ্রুত ছুটে যাচ্ছে। তোমাদের জন্য রয়েছে এই দিন জান্নাতের সুসংবাদ, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, সেখানে তোমরা স্থায়ীভাবে থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।

١٣۔ يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ج قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ط فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ط بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۝

১৩. সেদিন মোনাফেক (কপট) পুরুষরা ও মোনাফেক নারীরা ঈমানদারগণকে বলবে, আমাদের দিকে একটু তাকাও, যাতে আমরা তোমাদের নূর থেকে কিছুটা গ্রহণ করতে পারি। উত্তরে তাদের বলা হবে, তোমাদের পিছনে ফিরে যাও, অতঃপর নূরের সন্ধান করো। এমতাবস্থায় উভয় দলের মাঝখানে একটি প্রাচীরের প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে, তাতে একটি দরজাও থাকবে। সেই দরজার অভ্যন্তরভাগে থাকবে রহমত এবং তার বাইরে থাকবে শাস্তি।

١٤۔ يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ط قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِىُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝

১৪. তারা ঈমানদারগণকে ডাক দিয়ে বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না ? ঈমানদারগণ বলবে, হাঁ, ছিলে বটে, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে এই বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করেছো। তোমরা (ঈমানদারদের বিপদে পড়ার) অপেক্ষায় ছিলে, সন্দেহ-সংশয়ে ডুবে ছিলে এবং মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষা তোমাদের ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। অবশেষে আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত ফয়সালা এসে গেলো। আর মহাপ্রতারক (শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকা দিতে থেকেছে।

١٥۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا

১৫. অতএব আজ তোমাদের নিকট থেকে কোনো

www.pathagar.com

مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ط هِيَ مَوْلٰكُمْ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের থেকেও নয়। দোযখই তোমাদের ঠিকানা। এটাই তোমাদের আশ্রয়স্থল এবং কতো নিকৃষ্ট এই আশ্রয়।

টীকা : ১২-১৫ আয়াতে আখেরাতে সংঘটিত হবে এমন একটি দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। তখন ঈমানদার, মোনাফেক ও কাফেরদের কি অবস্থা হবে তা বর্ণনা করা হয়েছে। ধর্মদ্রোহীদের এবং ধর্মের প্রতি উদাসীনদের এই আয়াতগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।

١٦۔ اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ لا وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ط وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

১৬. যেসব লোক ঈমান এনেছে তাদের জন্য কি এখনো সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহ্‌র যিকিরে এবং যে মহাসত্য নাযিল করা হয়েছে তাতে বিগলিত হবে এবং তারা সেইসব লোকের মতো হবে না যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল, যাদের উপর দিয়ে দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হওয়ার ফলে তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছে এবং যাদের বেশির ভাগ লোকই পাপাত্মা, দুরাচার ?

١٧۔ اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

১৭. তোমরা জেনে রাখো যে, আল্লাহ্‌ই ভূপৃষ্ঠকে এর মৃত্যুর পর জীবন দান করেন। আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করেছি, যাতে তোমরা অনুধাবন করো।

١٨۔ اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ○

১৮. দান-খয়রাতকারী পুরুষগণ ও দান-খয়রাতকারী নারীগণ এবং যারা আল্লাহ্‌কে কর্য দেয়- কর্যে হাসানা, তাদের (সওয়াব) বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেয়া হবে আর তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান।

١٩۔ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ق وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝

১৯. আর যেসব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান এনেছে তারাই নিজেদের প্রভুর কাছে পরম সত্যবাদী ও সত্যের সাক্ষী। তাদের জন্য আছে তাদের পুরস্কার ও নূর। পক্ষান্তরে যেসব লোক কুফর অবলম্বন করেছে এবং আমার বাণীসমূহকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে তারাই হলো দোযখের বাসিন্দা।

www.pathagar.com

২০. তোমরা জেনে রাখো, পৃথিবীর এই জীবন তো খেলাধুলা, তামাসা, চাকচিক্য ও তোমাদের পারস্পরিক অহংকার প্রদর্শন এবং জনবল ও ধনবলের প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়। যেমন বৃষ্টি, যার সাহায্যে উৎপন্ন ফসল কৃষককে আনন্দ দেয়। অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা হলুদ বর্ণ দেখতে পাও, তারপর তা খড়-কুটায় পর্যবসিত হয়। আর আখেরাতে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পৃথিবীর এ জীবন প্রতারণার উপকরণ ব্যতীত আর কিছু নয়।

٢٠۔ اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ○

২১. তোমরা প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাও তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও জান্নাত লাভের জন্য, যার ব্যাপ্তি আকাশ ও পৃথিবীর ব্যাপ্তির অনুরূপ। যেসব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান এনেছে তাদের জন্য এটা প্রস্তুত করা হয়েছে। এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ পরম করুণাময়।

٢١۔ سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

২২. পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদ-মসীবতই আসে আমি তা সৃষ্টি করার বা সংঘটিত করার পূর্বেই একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে খুবই সহজ।

২২۔ مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

২৩. যাতে তোমরা যা হারিয়েছ তাতে হতাশাগ্রস্ত না হও এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তাতে তোমরা অহংকারে ফেটে না পড়ো। আর আল্লাহ উদ্ধত অহংকারীদের পছন্দ করেন না।

٢٣۔ لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ۝

টীকা : পৃথিবীতে বিভিন্ন সময় ক্ষুদ্র-বৃহৎ যা কিছুই ঘটে তা আগে থেকেই লাওহে মাহ্‌ফূজে লিপিবদ্ধ আছে। এটা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানের অংশ। কেউ আল্লাহ্‌র এই পূর্ব-সিদ্ধান্ত অস্বীকার করলে সে ঈমানদার থাকে না।

www.pathagar.com

২৪. তারা এমন লোক যারা কৃপণতা করে এবং অন্য মানুষকেও কৃপণতা করার নির্দেশ দেয়। কোনো ব্যক্তি পশ্চাদপদ হলে আল্লাহ তো স্বয়ংসম্পূর্ণ, সপ্রশংসিত।

٢٤. الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ○

২৫. নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব ও মানদণ্ড, যাতে লোকজন ন্যায়বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকে। আমি আরো নাযিল করেছি লোহা, তাতে নিহিত আছে বিপুল শক্তি এবং মানুষের জন্য উপকার আর তা এজন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিমান, পরাক্রমশালী।

٢٥. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ج وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ط اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

২৬. আমি অবশ্যই নূহ-কে ও ইবরাহীমকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাবদানের ধারা চালু রেখেছিলাম। অতএব তাদের মধ্যকার কতক তো সৎপথপ্রাপ্ত এবং অধিকাংশই ছিলো বিপথগামী।

২৭. অতঃপর আমি তাদেরই পদাঙ্ক অনুসারী করে আমার রাসূলগণকে পাঠালাম এবং তাদের পিছনে পাঠালাম ঈসা ইবনে মরিয়মকে, আর তাকে দান করলাম ইনজীল কিতাব। যেসব লোক তার অনুসারী হলো আমি তাদের অন্তরে দান করলাম দয়া-মায়া ও সহানুভূতি। আর বৈরাগ্য, তা তো তারা নিজেরাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য উদ্ভাবন করেছিল। আমি তা তাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিনি। আর তাও তারা যথার্থভাবে অনুসরণ করেনি। অতএব তাদের মধ্যকার যেসব লোক ঈমান এনেছে আমি তাদেরকে তাদের পুরস্কার দিয়েছি এবং তাদের অধিকাংশই বিপথগামী।

٢٦. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ج وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

٢٧. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ لا وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ط وَرَهْبَانِيَّةَ ن ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ج فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ج وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

www.pathagar.com

২৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনো। তাহলে তিনি তাঁর রহমত থেকে তোমাদেরকে দ্বিগুণ দিবেন, তোমাদের জন্য নূর-এর ব্যবস্থা করবেন, যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৯. যাতে আহলে কিতাবগণ জানতে পারে যে, আল্লাহ্‌র সামান্য অনুগ্রহের উপরও তাদের কোনো একচেটিয়া কর্তৃত্ব নেই। সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র হাতে, যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।

٢٨. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

٢٩. لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

মহানবীর (স) মহাবাণী

مَنْ اَعَانَ عَلٰى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ اٰيِسٌ مِّنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ.

"যে ব্যক্তি কোনো ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য সামান্য একটু কথার দ্বারাও সহায়তা করবে, সে মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তার দুই চোখের মাঝখানে (কপালে) লেখা থাকবে : আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত" (ইবনে মাজা, দিয়াত, বাব ১, নং ২৬০২)।

www.pathagar.com

৫৮. সূরা আল-মুজাদালা (১০৫) ٥٨- سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ

আয়াত : ২২; রুকূ' : ৩; মাদানী اٰيَاتُهَا : ٢٢ - رُكُوْعٌ : ٣، مَدَنِيَّةٌ

হাদীসের কোনো বর্ণনা থেকেই জানা যায় না যে, সূরাটি কখন নাযিল হয়েছে। তবে সূরার বিষয়বস্তু থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, সূরাটি আহ্যাব যুদ্ধের (পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাস) পর নাযিল হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. যে মহিলা তার স্বামীর প্রসঙ্গে আপনার সাথে কথা কাটাকাটি করছে এবং আল্লাহ্‌র নিকট অভিযোগ পেশ করছে তিনি তার কথা অবশ্যই শুনেছেন। তিনি তোমাদের দু'জনের কথা শুনতে পান। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশ্রোতা, মহদ্রষ্টা।

١- قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ق وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ○

২. তোমাদের মধ্যকার যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে তারা তাদের মা হয়ে যায় না। যেসব নারী তাদের জন্মদান করে কেবল তারাই তাদের মা। অবশ্য তারা অসঙ্গত, অশিষ্ট ও মিথ্যা কথাই বলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

٢- اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ط اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓئِيْ وَلَدْنَهُمْ ط وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ○

৩. যেসব লোক তাদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, অতঃপর তারা যা বলেছে তা প্রত্যাহার করতে চায়, তাহলে পরস্পরকে স্পর্শ করার আগেই একটি দাসকে দাসত্বমুক্ত করতে হবে। এর দ্বারা তোমাদেরকে নসীহত করা হচ্ছে। তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

٣- وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ط ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

৪. কোনো ব্যক্তি দাস না পেলে (বা আর্থিক সামর্থ্য না থাকলে) পরস্পরকে স্পর্শ করার আগে তাকে (স্বামীকে) ধারাবাহিকভাবে দুই মাস রোযা রাখতে হবে। যে ব্যক্তি রোযা রাখতেও সক্ষম নয় তাকে ষাটজন অভাবগ্রস্ত লোককে আহার করাতে

٤- فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ط فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ط

www.pathagar.com

ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ط وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ط وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

হবে। এই বিধান এজন্য যে, তোমরা যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনো। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা (বিধান)। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।

টীকা : একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। খাযরাজ গোত্রীয় খাওলা বিনতে সা'লাবা (রা)-র স্বামী আওস ইবনুস সামিত (রা) তার স্ত্রীর সাথে যিহার করেন। "স্ত্রীর শরীরের কোনো অংশকে স্বামী তার কোনো চিরস্থায়ী মাহরাম (বিবাহ নিষিদ্ধ) নারীর দেহের সাথে তুলনা করলে তাকে যিহার বলে"। যেমন 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠতুল্য (হারাম)'। অনুরূপ কথা বললে স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় না বটে, কিন্তু দম্পতিসুলভ মেলামেশা হারাম হয়। উপরোক্ত আয়াতসমূহে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে (স্বামী কর্তৃক) তা পালন করার পর নিষেধাজ্ঞা দূরীভূত হয়।

٥۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ط وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝٥

৫. যেসব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদেরকে ঠিক সেভাবেই অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করা হবে যেমনিভাবে তাদের পূর্বকালের লোকজনকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করা হয়েছিল। আর আমি ইতিমধ্যেই বিশদ বিবরণ সম্বলিত বাণীসমূহ নাযিল করেছি। কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানকর লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

٦۔ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ط اَحْصٰهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ۝٦

৬. সেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন এবং তারা যা কিছু করেছে তাদেরকে অবহিত করবেন। আল্লাহ তার হিসাব রেখেছেন, কিন্তু তারা তা ভুলে গেছে। আর আল্লাহ সবকিছুর প্রত্যক্ষদর্শী।

٧۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ج ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○

৭. আপনি কি দেখেন না, আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন। তিনজনের মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচজনের মধ্যেও এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। তাদের সংখ্যা এর চেয়ে কম বা বেশি যাই হোক তিনি তাদের সাথে আছেন, যেখানেই তারা অবস্থান করুক। অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে মহাজ্ঞানী।

www.pathagar.com

৮. যেসব লোককে গোপনে শলাপরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তারপরও তারা যা নিষেধ করা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছে, আপনি কি তাদের প্রতি দৃষ্টি দেন না ? আর তারা পাপাচার, শত্রুতা ও রাসূলকে অমান্য করার জন্য গোপনে শলাপরামর্শ করে। আর তারা যখন আপনাকে সালাম জানায় তখন এমন কায়দায় সালাম দেয় যেভাবে আল্লাহ আপনাকে সালাম জানাননি। তারা মনে মনে বলে, আমরা যেসব কথা বলি সেজন্য আল্লাহ আমাদের শাস্তি দেন না কেনো ? এদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। তাতে তারা দাখিল হবে। কতো নিকৃষ্ট সেই আবাসস্থল!

٨۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ ز وَاِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ لا وَيَقُوْلُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ ط حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ج يَصْلَوْنَهَا ج فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা গোপনে পরামর্শ করলে পরস্পরের মধ্যে পাপাচার, শত্রুতা ও রাসূলকে অমান্য করার পরামর্শ করো না এবং তোমরা সদাচরণ ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ করো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যাঁর কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে।

٩۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

১০. শয়তানের প্ররোচনায়ই গোপন শলাপরামর্শ হয় ঈমানদারগণকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করার জন্য। অথচ আল্লাহ্‌র সম্মতি ব্যতীত তা তাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করাই ঈমানদারগণের কর্তব্য।

١٠۔ اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْئًا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

১১. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা সভা-সমাবেশসমূহে স্থান সংকুলান করে দাও, তখন তোমরা স্থানসংকুলান করে দিও। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান সংকুলান করে দিবেন। আর যখন বলা হয়, তোমারা উঠে যাও তখন তোমরা উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান

١١۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ج وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ

www.pathagar.com

أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন। তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

টীকা : আলোচ্য আয়াতে সভা-সমাবেশের শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। স্থান সংকুলান না হলে পরে আগত লোকজনের জন্য আগে আগত লোকজনকে বসার স্থান করে দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। এটি একটি সওয়াবের কাজ। বিশেষ কোনো কারণে কিছু সংখ্যক লোককে উঠে যেতে বলা হলে এ নির্দেশ মান্য করাও সওয়াবের কাজ। সভা-সমাবেশ সুষ্ঠুভাবে ও শান্তি-শৃংখলার সাথে পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনাকারীদের এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সভা-সমাবেশ করার অনুমতি দিয়েছেন।

١٢۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰكُمْ صَدَقَةً ط ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ط فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা রাসূলের সাথে একান্তে কথা বলতে চাইলে একান্তে কথা বলার আগে কিছু দান-খয়রাত করবে। তা তোমাদের জন্য উপকারী ও পবিত্র ব্যবস্থা। যদি তোমরা দান-খয়রাত করার মতো কিছু না পাও তবে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٣۔ ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰكُمْ صَدَقٰتٍ ط فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

১৩. তোমরা কি একান্তে কথা বলার আগে দান-খয়রাত করাকে কষ্টসাধ্য মনে করো? তোমরা তা না করতে পারলে এবং আল্লাহ তোমাদের অনুতাপ গ্রহণ করবেন তখন তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত পরিশোধ করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

١٤۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ط مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ لا وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

১৪. আল্লাহ যে (ইহুদী) সম্প্রদায়কে অভিশপ্ত করেছেন তাদেরকে যারা (মোনাফেকরা) পৃষ্ঠপোষক বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে আপনি কি তাদেরকে লক্ষ করেছেন ? এরা তোমাদের (মুসলিম) দলভুক্তও নয় এবং ওদের (ইহুদীদের) দলভুক্তও নয়। এরা সজ্ঞানে মিথ্যা শপথ করে।

١٥۔ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ط اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৫. আল্লাহ এদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠোর শাস্তি। এরা যা করে তা কতো নিকৃষ্ট!

www.pathagar.com

১৬. এরা নিজেদের শপথকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এবং (মানুষকে) আল্লাহ্‌র পথে আসতে বাধা দেয়। অতএব এদের জন্য রয়েছে অপমানকর লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

١٦۔ اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

১৭. আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে এদের ধন-সম্পদ (ধনবল) ও সন্তান-সন্ততি (জনবল) কোনোই উপকারে আসবে না। এরা দোযখের বাসিন্দা, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে।

١٧۔ لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

১৮. আল্লাহ যেদিন এদের সকলকে পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন তখনও তারা একইভাবে আল্লাহ্‌র নিকট শপথ করবে, যেমন তোমাদের সামনে শপথ করে এবং এরা মনে করে যে, তারা কোনো আশ্রয় পেয়ে গেছে। শোনো! এরাই আসল মিথ্যাবাদী।

١٨۔ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَىْءٍ ط اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ○

১৯. শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। অতএব সে তাদেরকে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে ভুলিয়ে দিয়েছে। এরাই শয়তানের দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত দল।

١٩۔ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ط اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ط اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

২০. যেসব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তারাই হবে চরমভাবে লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।

٢٠۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اُولٰٓئِكَ فِى الْاَذَلِّيْنَ ○

২১. আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন যে, আমি (আল্লাহ) ও আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হবো। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিমান, প্রবল পরাক্রমশালী।

٢١۔ كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ ط اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ ○

২২. যেসব লোক আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের উপর ঈমান রাখে, আপনি তাদেরকে– যেসব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী পাবেন না, তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই বা স্বগোত্রীয় হলেও নয়। আল্লাহ তাদের অন্তরে ঈমানকে দৃঢ়মূল করে

٢٢۔ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ط اُولٰٓئِكَ كَتَبَ

www.pathagar.com

فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ط وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ط اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٢٢﴾

দিয়েছেন, নিজের পক্ষ থেকে রূহ (নূর বা জিবরাঈল) দ্বারা তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এরাই আল্লাহ্‌র দল। শোনো! আল্লাহ্‌র দলভুক্তরাই সফল হবে, কৃতকার্য হবে।

মহানবীর (স) মহাবাণী

وَاَحْسِنْ اِلٰى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَاَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا.

"প্রতিবেশীর উপকার করো, তাহলে ঈমানদার হতে পারবে। তোমার নিজের জন্য যা পছন্দ করো তা অন্যান্য লোকের জন্যও পছন্দ করো, তাহলে খাঁটি মুসলিম হতে পারবে" (তিরমিযী, যুহ্‌দ, বাব ১, নং ২৩০৫)।

www.pathagar.com

৫৯. সূরা আল-হাশর (১০১)

٥٩. سُوْرَةُ الْحَشْرِ

আয়াত : ২৪; রুকূ' : ৩; মাদানী

اٰيَاتُهَا : ٢٤ ـ رُكُوْعٌ : ٣، مَدَنِيَّةٌ

রাসূলুল্লাহ (স) হিজরত করে মদীনায় পৌঁছার পর একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও প্রশাসন গড়ে তোলেন এবং এখানে বসবাসরত প্রায় ২২টি গোত্রকে একটি চুক্তির অধীনে ঐক্যবদ্ধ করেন, যা 'মদীনার সনদ' নামে ইতিহাসখ্যাত। এই সনদ অনুযায়ী মদীনায় বসবাসরত ইহুদী বনী নযীরসহ সকল ইহুদী গোত্র মদীনার রাষ্ট্রটি বহিশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে তারা সম্মিলিতভাবে তা প্রতিহত করবে। কিন্তু দেখা গেলো, বদর ও উহুদ যুদ্ধে তারা কোনোরূপ সহযোগিতা করেনি। উপরন্তু তারা মক্কার মুশরিকদেরকে মদীনা আক্রমণের জন্য নানাভাবে উস্কানি দিতে থাকে। তারা দিন দিন মদীনা রাষ্ট্রের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন হতে থাকে।

ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটে যায়। কোনো এক রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মহানবী (স) ইহুদী বনু নযীরের সহযোগিতা লাভের আশায় তাদের সাথে আলোচনা করার জন্য তাদের বসতি এলাকায় যান। তারা চক্রান্ত করে যে, তিনি আলোচনায় বসলে ছাদের উপর থেকে একটি বড়ো পাথর নিক্ষেপ করে তাঁকে হত্যা করবে। সেমতে তারা ব্যবস্থাও করে রাখে। আলোচনার এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (স) ওহীর মাধ্যমে বিষয়টি অবগত হয়ে সাথে সাথে দ্রুতগতিতে স্থান ত্যাগ করেন। এরপর তিনি ইহুদীদের এই গোত্রটিকে মদীনা ত্যাগের চরমপত্র দেন এবং বলে দেন, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তারা মদীনা ত্যাগ না করলে তাদেরকে সশস্ত্র আক্রমণ করা হবে। কিন্তু তারা মদীনা ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে অবরোধ করে মদীনাত্যাগে বাধ্য করেন। এই অভিযান গাযওয়া বনু নযীর নামে খ্যাত। আলোচ্য সূরার বিষয়বস্তু অনুধাবন করার জন্য তাফসীর ও ইতিহাসের কিতাবে ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে পড়ে নিতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, এ যুদ্ধ কোন সালে সংঘটিত হয়? ইমাম যুহরী (র) উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (র)-এর বরাতে বলেন, গাযওয়া বনু নযীর বদর যুদ্ধের ছয় মাস পর সংঘটিত হয়। কিন্তু ইবনে সা'দ, ইবনে হিশাম ও বালাযুরীর মতে চতুর্থ হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসে তা সংঘটিত হয় এবং এটিই সঠিক কথা। কারণ ঐতিহাসিকগণ একমত যে, বি'রে মাউনার হৃদয়বিদারক ঘটনার পর এই গাযওয়া সংঘটিত হয়। ঐতিহাসিকভাবে একথাও প্রমাণিত যে, উহুদ যুদ্ধের পরই বি'রে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল, তার আগে নয়। অতএব সূরাটি চতুর্থ হিজরীতে নাযিল হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

١. سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২. তিনিই আহলে কিতাবের মধ্যকার কাফেরদেরকে সমবেতভাবে প্রথমবার তাদের বসতি এলাকা থেকে নির্বাসিত করেছেন। তোমরা ধারণাও করতে পারোনি যে, তারা এভাবে উৎখাৎ হবে। আর তারা ধারণা করেছিল যে, তাদের সুরক্ষিত দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ্‌র কবল থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র শাস্তি তাদের উপর এমন এক দিক থেকে আসলো যা তারা কল্পনাও

٢. هُوَ الَّذِىْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ط مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ق وَقَذَفَ فِىْ

www.pathagar.com

قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِأَيْدِيْهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ ق فَاعْتَبِرُوْا يٰأُولِى الْأَبْصَارِ ○

করতে পারোনি এবং তা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন। ফলে তারা নিজেরাই এবং ঈমানদারগণ তাদের বাড়ি-ঘর ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে ফেললো। অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।

٣. وَلَوْلَآ أَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا ط وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ○

৩. যদি আল্লাহ তাদেরকে উচ্ছেদ করার ফয়সালা না দিতেন তবে তাদেরকে অবশ্যই এই পৃথিবীতেই শাস্তি দিতেন। আর আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে দোযখের শাস্তি।

٤. ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ج وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

৪. তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং কেউ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ তো কঠোর শাস্তিদাতা।

٥. مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ ○

৫. তোমরা (ইহুদীদের) যে খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলেছ অথবা যেগুলো কাণ্ডের ওপর বহাল রেখেছ তা আল্লাহ্‌র সম্মতিক্রমে এবং যাতে তিনি দুষ্কৃতিকারীদের লাঞ্ছিত-অপমানিত করেন।

٦. وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

৬. আল্লাহ তাঁর রাসূলকে তাদের নিকট থেকে যে সম্পত্তি 'ফাই' হিসেবে দান করেছেন তা দখল করতে তোমরা না ঘোড়া হাঁকিয়েছ (যুদ্ধ করেছ), আর না উট হাঁকিয়েছ। কিন্তু আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে যার উপর ইচ্ছা কর্তৃত্ব দান করেন। আর আল্লাহ সকল কিছুর উপর সর্বময় শক্তির অধিকারী।

٧. مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ

৭. জনপদের লোকজনের নিকট থেকে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যে 'ফাই' দান করেছেন তা আল্লাহ্‌র, (তাঁর) রাসূলের, (রাসূলের) আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা ধনবান কেবল তাদের মধ্যেই সম্পদ আবর্তিত না হয়।

www.pathagar.com

مِنْكُمْ ط وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٧

রাসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদের বিরত রাখেন তা থেকে বিরত থাকো। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।

٨۔ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝٨

৮. যেসব দরিদ্র মুহাজির নিজেদের বাড়ি-ঘর ও সহায়-সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে, আর তারা আল্লাহ্‌র দয়া ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে (তাদের জন্যও এই সম্পদ)। তারাই সত্যবাদী।

٩۔ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ط وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٩

৯. আর যেসব লোক মুহাজিরদের আসার আগে থেকেই এখানে বসবাস করে আসছে ও ঈমান এনেছে, তাদের কাছে হিজরত করে আসা লোকজনকে তারা ভালোবাসে, মুহাজিরদের যা কিছু দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা নিজেদের অন্তরে কোনো চাহিদাবোধ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় (তাদের জন্যও এই সম্পদ)। যাদেরকে অন্তরের স্বভাবগত কৃপণতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে তারাই কৃতকার্য, সফলকাম।

١٠۔ وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝١٠

১০. আর যেসব লোক মুহাজির ও আনসারদের পরে এসেছে (ঈমান এনেছে) তারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আপনি ক্ষমা করুন আমাদের এবং আমাদের যেসব ভাই আমাদের আগে ঈমান এনেছে তাদেরকেও আর ঈমানদারদের প্রতি আমাদের অন্তরে প্রতিহিংসা ও শত্রুতা না রাখুন। হে আমাদের প্রভু! আপনি অবশ্যই করুণাময় পরম দয়ালু (তাদের জন্যও এই সম্পদ)।

টীকা : যুদ্ধাভিযান ছাড়াই শত্রুপক্ষের যেসব সহায়-সম্পত্তি মুসলিম সরকারের হস্তগত হয় তাকে 'ফাই' বলে। যেমন বনু নযীরকে মদীনা থেকে উচ্ছেদকালে মহানবী (স) তাদের অস্থাবর সহায়-সম্পত্তি সাথে করে নিয়ে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাদের পক্ষে স্থাবর সম্পত্তি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এগুলো সরকারী মালিকানায় চলে আসে। সরকার এই সম্পত্তির অংশবিশেষ যাদের মধ্যে বন্টন করবে ৭-১০ আয়াতে তা বলে দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কোনো

www.pathagar.com

মুসলিম দেশ অপর কোনো মুসলিম ভূখণ্ড দখল করলে তা গনীমত বা ফাই হিসেবে গণ্য হবে না। তাতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মালিকানা বহাল থাকবে।

١١۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

১১. যারা মোনাফেক হয়েছে আপনি কি তাদেরকে লক্ষ করেছেন ? আহলে কিতাবের মধ্যে যারা কাফের মোনাফেকরা তাদের সেসব ভাইকে বলে, তোমাদেরকে যদি দেশত্যাগে বাধ্য করা হয় তবে আমরাও তোমাদের সাথে দেশত্যাগ করবো এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা অন্য কারো কথা কখনো মেনে নিবো না। আর যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করবো। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী দেন যে, এই মোনাফেকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

١٢۔ لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ج وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ج وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ○

১২. তারা নির্বাসিত হলে এই মোনাফেকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না এবং তারা আক্রান্ত হলে এরা তাদেরকে সাহায্যও করবে না। তারা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসলেও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, অতঃপর তারা আর কোনো সাহায্যই পাবে না।

টীকা : ইহুদী বনূ নযীরকে রাসূলুল্লাহ (স) মদীনা ত্যাগের চরমপত্র দিলে এখানকার মুসলমানী লেবাসধারী মোনাফেকরা তাদেরকে উপরোক্ত আশ্বাস (১১ নং আয়াত) দেয়। কিন্তু তাদেরকে জোরপূর্বক মদীনাত্যাগে বাধ্য করা হলে এই মোনাফেকরা ইহুদীদের পক্ষে টু শব্দটিও করেনি।

١٣۔ لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ○

১৩. আসলে এদের অন্তরে আল্লাহ অপেক্ষা তোমাদের ভয়ই বেশি প্রবল। কারণ তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

١٤۔ لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ ط بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ط تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ۞

১৪. সুরক্ষিত প্রাচীরবেষ্টিত এলাকায় অবস্থান করে অথবা দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে থেকে যুদ্ধ করা ব্যতীত তারা ঐক্যবদ্ধভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হবে না। তাদের নিজেদের মধ্যেই প্রচণ্ড বিরোধ আছে। আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ ধারণা করছেন, অথচ তাদের অন্তর বহুধাবিভক্ত। তার কারণ, তারা বুদ্ধিবিবেকশূন্য এক সম্প্রদায়।

www.pathagar.com

١٥. كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۞

১৫. এদের কিছুকাল পূর্বেই যারা নিজেদের কৃতকর্মের পরিণতি ভোগ করছে তাদের অনুরূপই এদের অবস্থা এবং এদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।

টীকা : এখানে ইহুদী বনূ কায়নুকা'-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের অপকর্মের দরুন বদর যুদ্ধের কিছুকাল পর রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে মদীনা থেকে উচ্ছেদ করেন।

١٦. كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ج فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১৬. এরা (মোনাফেকরা) শয়তানের মতো। সে মানুষকে বলে, 'অবাধ্যাচারী হও'। অতএব মানুষ যখন অবাধ্যাচারী হয় তখন শয়তান বলে, তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি অবশ্যই জগতসমূহের প্রভুকে ভয় করি।

١٧. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِى النَّارِ خٰلِدَيْنِ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ۞

১৭. অতএব এদের উভয়ের শেষ পরিণতি জাহান্নাম। সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটাই যালেমদের প্রতিদান।

١٨. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

১৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেনো লক্ষ করে, সে আগামী দিনের (আখেরাতের) জন্য কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত।

١٩. وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

১৯. আর যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়েছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন, তোমরা তাদের মতো হয়ো না। এরাই পাপাচারী, সীমালংঘনকারী।

٢٠. لَا يَسْتَوِىْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ط اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝

২০. দোযখবাসীরা ও জান্নাতবাসীরা পরস্পর সমপর্যায়ভুক্ত নয়। জান্নাতের অধিবাসীরাই কৃতকার্য, সফলকাম।

٢١. لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

২১. আমি যদি এই কুরআন কোনো পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম তাহলে আপনি অবশ্যই সেটিকে আল্লাহ্‌র ভয়ে অবনত ও ফেটে চৌচির হয়ে যেতে দেখতেন। আমি মানুষের জন্য এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি, যাতে তারা (নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে) চিন্তাভাবনা করে।

www.pathagar.com

২২. তিনিই আল্লাহ যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনিই অদৃশ্য ও প্রকাশ্য সবকিছুর পরিজ্ঞাতা। তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

٢٢. هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰــهَ اِلَّا هُوَ ج عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ج هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○

২৩. তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি রাজাধিরাজ, মহাপবিত্র, শান্তিদাতা, নিরাপত্তা বিধানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, প্রতাপশালী, গৌরব-গরিমার অধিকারী। তারা যে শেরেক করে তিনি তা থেকে পবিত্র-মহান।

٢٣. هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰــهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

২৪. তিনিই আল্লাহ, যিনি মহাস্রষ্টা, উদ্ভাবনকারী, কাঠামো দানকারী। সুন্দর ও উৎকৃষ্ট নামসমূহ তাঁরই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে। তিনিই মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٢٤. هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٢٤

টীকা : রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কোনো ব্যক্তি ভোরবেলা তিনবার "আউযু বিল্লাহিস-সামীইল আলীমি মিনাশ-শাইতানির রাজীম" পড়ার পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়লে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য দোয়া করতে থাকে। আবার সন্ধ্যাবেলা অনুরূপ আমল করলে একইরূপ ফায়দা পাওয়া যায় (তিরমিযী)।

মহানবীর (স) মহাবাণী

اَلْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيْمٌ.

"ঈমানদার ব্যক্তি হয় ভদ্র ও সহজ-সরল প্রকৃতির, কিন্তু পাপিষ্ঠ ব্যক্তি হয় প্রতারক ও নির্লজ্জ" (আবু দাউদ, আদাব, বাব ৫, নং ৪৭৯০)।

www.pathagar.com

৬০. সূরা আল-মুমতাহিনাহ (৯১)

٦٠. سُوْرَةُ الْمُمْتَحِنَةِ

আয়াত : ১৩; রুকূ' : ২; মাদানী

اٰيَاتُهَا : ١٣ ، رُكُوْعٌ : ٢ ، مَدَنِيَّةٌ

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে সূরাটি নাযিল হয়েছে। সূরায় উল্লেখিত একটি ঘটনার ভিত্তিতে বলা যায়, সূরাটি অষ্টম হিজরীতে নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মুসলমানদের সাথে কাফেরদের আচরণের ভিত্তিতে শেষোক্তদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যারা মুসলমানদেরকে, তাদের দীন-ধর্মকে অত্যাচার-নির্যাতনের মাধ্যমে ধ্বংস করতে চায় তারা মুসলমানদের জাতশত্রু। আর যারা মুসলমানদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে না এবং তাদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করে না, এদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং সাহায্য-সহযোগিতা করতে মুসলমানদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

١. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ج يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ط اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ق تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ق وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ط وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

১. হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আমার রাস্তায় জিহাদ করার জন্য এবং আমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে বের হয়ে থাকো, তবে আমার শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে পৃষ্ঠপোষক বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য (দীন, কুরআন) এসেছে তা তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। তোমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার কারণে তারা এই রাসূলকে এবং তোমাদেরকে (তোমাদের বসতি থেকে) উচ্ছেদ করেছে। তোমরা যদি আমার পথে জিহাদের উদ্দেশে এবং আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বের হয়ে থাকো তবে কেনো তোমরা সংগোপনে তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও! তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো তা আমি ভালোভাবে জানি। তোমাদের মধ্যে যে কেউ তা করে সে অবশ্যই সমতল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

টীকা : কুরাইশ মূর্তিপূজারীরা হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি লংঘন করলে রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে অতি গোপনে মক্কা বিজয়ের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। হাতেব ইবনে আবু বালতায়া নামক এক সাহাবী গোপন পত্রে এই সংবাদ এক নারীর মাধ্যমে মক্কায় প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) ওহীর মাধ্যমে তা জানতে পেরে শত্রুদের হস্তগত হওয়ার পূর্বেই পত্রটি উদ্ধার করেন। সূরার প্রথমাংশে এদিকে ইংগিত করা হয়েছে (তাফসীরের কিতাবসমূহে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন)।

٢. اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ

২. যদি তারা তোমাদের কাবু করতে পারে তবে তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং হাত (কাজ) ও জিহ্বা (কথা) দ্বারা তোমাদের ক্ষতিসাধন করবে

www.pathagar.com

এবং তারা চায়, তোমরা যদি কাফের হয়ে যেতে!

بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ۝

টীকা : পাশ্চাত্যের পথভ্রষ্ট জাতিসমূহ আজ নাস্তিকতাবাদী সমাজতন্ত্র, ধর্মহীন ইহ-পার্থিবতাবাদ (সেকুলারিজম) এবং বিপথে পরিচালনাকারী চরম স্বার্থবাদী ভোগবাদের দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দীন থেকে বিচ্যুত করার জন্য সদাতৎপর।

৩. কিয়ামতের দিন তোমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারবে না। তিনি তোমাদের মাঝে বিচার সম্পন্ন করবেন। তোমরা যা করো আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

٣۔ لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

৪. তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের জাতিকে বলেছিলেন, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যেগুলোর পূজা করো সেগুলোর সাথে আমরা সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। আমরা তোমাদের প্রত্যাখ্যান করলাম। তোমরা এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান না আনা পর্যন্ত আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হলো। তবে ব্যতিক্রম ছিল নিজ পিতার প্রতি ইবরাহীমের উক্তি : আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো, যদিও আল্লাহ্‌র কাছে তোমার জন্য কিছু করার এখতিয়ার আমার নেই। হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমার উপর ভরসা করলাম, তোমার দিকে রুজু হলাম এবং তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে।

٤۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ج اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ز كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ط رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

৫. হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের নির্যাতনের শিকার করো না এবং প্রভু হে! আমাদের ক্ষমা করো। তুমি অবশ্যই মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٥۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ج اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৬. নিশ্চয়ই তোমাদের এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাদের মধ্যে আছে উত্তম আদর্শ যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবস কামনা করে। কেউ বিমুখ হলে

٦۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ط وَمَنْ

www.pathagar.com

يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ۝

(জেনে নিক যে,) আল্লাহ অবশ্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ, প্রশংসনীয়।

٧۔ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ط وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৭. যেসব লোকের সাথে তোমাদের দুশমনি আছে, আল্লাহ হয়ত তোমাদের ও তাদের মাঝে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। আল্লাহ ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু।

٨۔ لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

৮. যেসব লোক (তোমাদের) ধর্মকে কেন্দ্র করে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বসতি এলাকা থেকে উচ্ছেদ করেনি তাদের সাথে সদয় আচরণ করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন।

٩۔ اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ج وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

৯. তবে যেসব লোক (তোমাদের) ধর্মের কারণে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের বসতি এলাকা থেকে উচ্ছেদ করেছে এবং তোমাদেরকে উচ্ছেদ করতে (অন্যদের) সাহায্য করেছে, যাতে তোমরা তাদের দলে যোগ দাও, তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে নিষেধ করেন। যারা তাদের দলে যোগ দেয় (বন্ধুত্ব স্থাপন করে) তারাই যালেম।

١٠۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ط اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ج فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ط لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ط وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ط وَلَا

১০. হে ঈমানদারগণ! হিজরতকারী ঈমানদার নারীগণ তোমাদের কাছে আসলে তোমরা তাদের যাচাই করে নাও। তাদের ঈমান সম্পর্কে আল্লাহ অধিক ভালো জানেন। যদি তোমরা নিশ্চিতরূপে জানতে পারো যে, তারা ঈমানদার, তবে তাদেরকে আর কাফেরদের নিকট ফেরত দিও না। এরা তাদের জন্য হালাল নয় এবং তারাও এদের জন্য হালাল নয়। তবে ওরা (দেনমোহর হিসেবে) যা ব্যয় করেছে তা ওদেরকে ফেরত দাও। এই নারীদেরকে তাদের দেনমোহর প্রদান করে তোমাদের বিবাহ করায় কোনো আপত্তি নেই। আর তোমরাও কাফের নারীদের সাথে

www.pathagar.com

تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ط ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ط يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছো তা ফেরত চাও এবং তারা যা ব্যয় করেছে তাও যেনো তারা ফেরত চায়। এটাই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র ফয়সালা। তিনি তোমাদের মাঝে ফয়সালা করেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

١١۔ وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○

১১. তোমাদের (কাফের) স্ত্রীদেরকে দেয়া দেনমোহরের কিছু অংশ যদি তোমরা ফেরত না পাও এবং তোমাদের যদি (যুদ্ধের মাধ্যমে) সুযোগ আসে তখন যাদের স্ত্রীরা হাতছাড়া হয়ে গেছে তাদেরকে, তারা যা ব্যয় করেছে তার সম-পরিমাণ অর্থ (গনীমত থেকে) প্রদান করো এবং তোমরা যে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছো তাঁকে ভয় করো।

টীকা : আয়াতের মর্ম এও হতে পারে– যেসব মুসলমানের স্ত্রীরা কাফের অবস্থায় মক্কায় থেকে গিয়েছিল এবং মক্কার যেসব কাফেরের স্ত্রীগণ ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় চলে এসেছিল এই দ্বিবিধ নারীর মোহরানা সংশ্লিষ্ট স্বামীদের কাছে ফেরত দিতে বলা হয়েছে।

١٢۔ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১২. হে নবী! যখন ঈমানদার নারীগণ আল্লাহ্‌র সাথে কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, যেনা করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, সজ্ঞানে যেনার মিথ্যা অপবাদ রটাবে না এবং সৎকাজে আপনার অবাধ্যাচারী হবে না এই শর্তে আপনার নিকট বাইয়াত হতে আসে তখন আপনি তাদের বাইয়াত করে নিন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٣۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ○

১৩. হে ঈমানদারগণ! যে সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ গযব নাযিল করেছেন তোমরা তাদেরকে বন্ধু বা পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রহণ করো না। আখেরাত সম্পর্কে তারা নিরাশ হয়ে গেছে, যেমন নিরাশ হয়ে গেছে কবরবাসী কাফেররা।

www.pathagar.com

৬১. সূরা আস-সাফ্ (১০৯) ٦١. سُوْرَةُ الصَّفِّ

আয়াত : ১৪; রুকূ' : ২; মাদানী اٰيَاتُهَا: ١٤ ـ رُكُوْعٌ : ٢، مَدَنِيَّةٌ

আলোচ্য বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত করলে মনে হয় উহুদ যুদ্ধের (৩য় হিজরীর শাওয়াল মাস) অনতিকাল পরে সূরাটি নাযিল হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

١ـ سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন কথা কেনো বলো যা নিজেরা করো না?

٢ـ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ○

৩. তোমরা এমন কথা বলবে যা তোমরা করবে না, এটা আল্লাহ্র কাছে অতি বিরক্তিকর।

٣ـ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ○

৪. যেসব লোক সুদৃঢ় প্রাচীরের ন্যায় কাতারবন্দী হয়ে আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধ করে নিশ্চয়ই তিনি তাদের ভালোবাসেন।

٤ـ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ○

৫. যখন মূসা তার জাতিকে বললেন, হে আমার জাতি! তোমরা কেনো আমাকে কষ্ট দিচ্ছো, অথচ তোমরা অবশ্যই জানো যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র রাসূল (হিসেবে প্রেরিত)? এরপরও যখন তারা বেঁকে গেলো, আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহ বাঁকা করে দিলেন। আল্লাহ পাপাচারী অবাধ্য জাতিকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

٥ـ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِىْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ط فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ⑤

৬. মরিয়ম-পুত্র ঈসা যখন বললেন, হে বনী ইসরাঈল! আমি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল হিসেবে তোমাদের কাছে প্রেরিত। আমার পূর্বে যে তাওরাত কিতাব এসেছে আমি তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী এবং আমার পরে 'আহমাদ' নামে

٦ـ وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا

www.pathagar.com

যে রাসূল আসবেন তার সুসংবাদদাতা। অতঃপর তিনি যখন সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ তাদের নিকট আসলেন তখন তারা বললো, এতো পরিষ্কার যাদু।

بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ط فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

৭. যে ব্যক্তিকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়, অথচ সে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তার চেয়ে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে ? আল্লাহ (এমনতর) যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।

৭. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৮. এরা নিজেদের মুখ দিয়ে আল্লাহ্‌র নূর (ইসলাম)-কে নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তাঁর নূরকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন, তা কাফেররা যতোই অপছন্দ করুক।

৮. يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝

৯. তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়াত (সত্য-সঠিক পথ) ও সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন তাকে সকল দীনের উপর বিজয়ী করার জন্য, তা মুশরিকরা (মূর্তি পূজারীরা) অপছন্দ করলেও।

৯. هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝

১০. হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দিবো যা তোমাদেরকে এক মর্মান্তিক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে ?

১০. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

১১. (তা হলো) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনো এবং নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করো। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা অনুধাবন করো।

১১. تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

১২. তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করবেন, তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতে সর্বোত্তম বাসস্থান দান করবেন। এটাই মহাসাফল্য।

১২. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

www.pathagar.com

١٣۔ وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১৩. তোমাদের পছন্দনীয় আরো একটি জিনিস (দেয়া হবে) আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। আপনি ঈমানদারগণকে সুসংবাদ দিন।

١٤۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ط قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ج فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ۞

১৪. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র (দীনের) সাহায্যকারী হও, যেমন ঈসা ইবনে মরিয়ম হাওয়ারীদের বলেছিলেন : আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে ? হাওয়ারীগণ বললো, আমরা আল্লাহ্‌র (দীনের) সাহায্যকারী। অতএব বনী ইসরাঈলের একদল (ঈসার উপর) ঈমান আনলো এবং একদল (তাকে) প্রত্যাখ্যান করলো। অতঃপর যারা ঈমান আনলো আমি তাদেরকে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করলাম, ফলে তারা বিজয়ী হলো।

www.pathagar.com

৬২. সূরা আল-জুমুআহ (১১০) ٦٢- سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ

আয়াত : ১১, রুকূ' : ২; মাদানী أٰيَاتُهَا: ١١ - رُكُوْعٌ : ٢، مَدَنِيَّةٌ

প্রথম রুকূ'র আয়াতগুলো সপ্তম হিজরীতে খায়বার বিজয়ের সময় বা তার কাছাকাছি সময় নাযিল হয়েছে। দ্বিতীয় রুকূ'র আয়াতগুলো মদীনায় হিজরতের কিছুকাল পর নাযিল হয়।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, যিনি রাজাধিরাজ, মহাপবিত্র, প্রবল পরাক্রান্ত, পরম প্রজ্ঞাময়।

١- يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○

২. তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন তাদেরকে তাঁর বাণীসমূহ পাঠ করে শুনানোর জন্য, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করার জন্য এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়ার জন্য, যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিলো;

٢- هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ق وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ

৩. এবং তাদের মধ্যকার আরো কিছু লোক যারা এখনো তাদরে সাথে যুক্ত হয়নি। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٣- وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

টীকা : আরো কিছু লোক বলতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত পৃথিবীর সমস্ত জাতির মানুষকে বুঝানো হয়েছে।

৪. এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আর আল্লাহ তো মহাকরুণার অধিকারী।

٤- ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

৫. যাদেরকে তাওরাত কিতাবের ধারক-বাহক নিযুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা বহন করেনি, তারা বই-পুস্তক বহনকারী গাধার তুল্য। যেসব লোক আল্লাহ্‌র বাণীসমূহকে মিথ্যা বলেছে তাদের উদাহরণ কতোই না মন্দ! আর আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

٥- مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ط بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

www.pathagar.com

٦. قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৬. আপনি বলুন, হে ইহুদীগণ! তোমরা যদি ধারণা করে থাকো যে, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু, অন্য কোনো মানুষ নয়, তবে তোমরা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

٧. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗٓ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

৭. কিন্তু তারা নিজেদের হাতের যে উপার্জন সামনে পাঠিয়েছে তার কারণে কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ যালেমদের সম্পর্কে উত্তমরূপেই জানেন।

٨. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

৮. আপনি বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন করছো তা অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাত করবে, অতঃপর তোমাদেরকে সেই সত্তার কাছে পেশ করা হবে যিনি অদৃশ্য ও প্রকাশ্য সবকিছু জানেন। অতঃপর তিনি তোমাদের জানিয়ে দিবেন তোমরা যা কিছু করতে।

٩. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৯. হে ঈমানদারগণ! জুমুআর দিন যখন আযান দেয়া হয় তখন ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ রেখে তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণে (নামায পড়তে) দ্রুত এসে যাও। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, উপকারী, যদি তোমরা উপলব্ধি করো।

١٠. فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

১০. নামায পড়া শেষ হলে পর তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো, আল্লাহ্‌র অফুরন্ত অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো এবং আল্লাহ্‌কে বেশি বেশি স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।

টীকা : রাসূলুল্লাহ (স) হিজরত করে সোমবার কুবা পল্লীতে পৌঁছেন। পঞ্চম দিন শুক্রবার সেখান থেকে মদীনায় রওয়ানা হন। পথিমধ্যে বনু সালেম ইবনে আওফ-এর এলাকায় জুমুআর নামাযের ওয়াক্ত হলে তিনি এখানে সর্বপ্রথম জুমুআর নামায পড়েন। অবশ্য মদীনায় আগে থেকেই জুমুআর নামায পড়া হচ্ছিল। হিজরতকারীদের নেতা মুসআব ইবনে উমাইর (রা) বারোজন লোক নিয়ে সর্বপ্রথম মদীনায় জুমুআর নামায পড়েন।

١١. وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَانِ انْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا ط قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ

১১. যখন তারা ব্যবসা ও খেল-তামাশার বস্তু দেখলো তখন তারা আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে গেলো। আপনি বলুন,

www.pathagar.com

خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝

আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসায়ের চেয়ে অধিক উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

টীকা : একদিনের ঘটনা। পণ্যসম্ভার নিয়ে এক ব্যবসায়ী কাফেলা মদীনায় এলো। তখন এখানে দুর্ভিক্ষ চলছিলো। রাসূলুল্লাহ (স)-কে জুমুআর খুতবা দানরত অবস্থায় রেখে লোকজন পণ্য সংগ্রহের জন্য চলে যায়। হযরত আবু বাক্‌র, উমার, উসমান ও আলী (রা)-সহ আটজন পুরুষ ও চারজন মহিলাই কেবল মসজিদে থেকে যান। আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নামাযশেষে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমরাও যদি চলে যেতে তবে অদৃশ্য থেকে আগুন এসে মদীনাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিতো।

মহানবীর (স) মহাবাণী

اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِىْ كُلٍّ خَيْرٌ.

"শক্তিশালী ঈমানদার ব্যক্তি উত্তম এবং আল্লাহ্‌র কাছে অধিক প্রিয় দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তির তুলনায়।অবশ্য উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আছে" (মুসলিম, কদর, বাব ৮, নং ৬৭৭৪/৩৪; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, বাব ১০, নং ৭৯)।

www.pathagar.com

৬৩. সূরা আল-মুনাফিকূন (১০৪)

٦٣- سُوْرَةُ الْمُنَافِقُوْنَ

আয়াত : ১১; রুকূ' : ২; মাদানী

اٰيَاتُهَا : ١١- رُكُوْعٌ : ٢، مَدَنِيَّةٌ

৬ষ্ঠ হিজরীতে বনূ মুসতালিকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে অথবা মদীনায় পৌছার পর আলোচ্য সূরা নাযিল হয়।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. মোনাফেকরা যখন আপনার কাছে আসলো তখন বললো, আমরা সাক্ষী দেই যে, আপনি তো অবশ্যই আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ জানেন, আপনি তো অবশ্যই আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষী দিচ্ছেন যে, মোনাফেকরা অবশ্যই অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

١- اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۝

২. তারা তাদের শপথকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। তারা (মানুষকে) আল্লাহ্‌র পথে (আসতে) বাধা দেয়। তারা যা করে তা অবশ্যই মন্দ।

٢- اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

৩. কেনোনা তারা ঈমান আনার পর আবার কুফরী করেছে। তাই তাদের অন্তরে সীলমোহর মেরে দেয়া হয়েছে। ফলে তারা উপলব্ধি করতে পারে না।

٣- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝

৪. আপনি যখন তাদের দিকে তাকান তখন তাদের দৈহিক কাঠামো (বেশভুষা) আপনার কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়। আর তারা যখন কথা বলে তখন তাদের কথা আপনি শুনে থাকেন, যদিও তারা যেনো কোনো কিছুতে ঠেক দেয়া কাঠ। তারা যে কোনো হাঁকডাককে নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই (তোমাদের) শত্রু। অতএব আপনি তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকুন। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। তারা বিভ্রান্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছে।

٤- وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ؕ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ؕ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ؕ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ؕ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝

৫. যখন তাদের বলা হয়, এসো, আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরায় এবং আপনি দেখবেন যে, তারা অহংকারবশে (আসতে) বিরত থাকে।

٥- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ۝

www.pathagar.com

٦. سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○

৬. আপনি তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন অথবা ক্ষমাপ্রার্থনা নাই করুন, তাদের জন্য উভয়ই সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

٧. هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لاَ تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ط وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لاَ يَفْقَهُوْنَ ○

৭. ওরা সেইসব লোক যারা (মানুষকে) বলে, যারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে থাকে, তোমরা তাদের জন্য কিছু খরচ করো না, যাবত না তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অথচ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের মালিক হলেন আল্লাহ। কিন্তু এই মোনাফেকরা বুঝতে চেষ্টা করে না।

٨. يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ط وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ ۝

৮. ওরা বলে, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে অধিক সম্মানীরা সেখান থেকে নিকৃষ্ট অধমদের অবশ্যই উচ্ছেদ করে ছাড়বে। অথচ মর্যাদা তো কেবল আল্লাহ্‌র, তাঁর রাসূলের এবং ঈমানদারগণেরই আছে। কিন্তু মোনাফেকরা উপলব্ধি করে না।

٩. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلآَ اَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ط وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

৯. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেনো তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে উদাসীন করে না দেয়। যারা তাই করবে (উদাসীন হবে) তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

١٠. وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلآَ اَخَّرْتَنِىٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ لا فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

১০. আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে তোমরা ব্যয় করো তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই। তখন সে বলবে, হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে না কেনো, তাহলে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মশীল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

١١. وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ

১১. কিন্তু যখন কারো সুনির্ধারিত কাল এসে যায়

www.pathagar.com

اَجَلُهَا ط وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

তখন আল্লাহ তাকে মোটেই অবকাশ দেন না। আর তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

টীকা : বনী মুসতালিক যুদ্ধশেষে ফেরার পথে মোনাফেকরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-র বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদ রটায়। একে কেন্দ্র করে মুসলমানদের সাথে মোনাফেকদের চরম বাক-বিতণ্ডা হয়। মোনাফেকরা আস্ফালন করে বলে যে, তারা মদীনায় ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর মুহাজির সাহাবীদের মদীনা থেকে তাড়িয়ে দিবে। এই প্রেক্ষাপটে সূরাটি নাযিল হয় এবং এতে মোনাফিকদের আসল চরিত্র তুলে ধরে মুসলমানদেরকে তাদের সম্পর্কে সাবধান করা হয়।

মহানবীর (স) মহাবাণী

اِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتّٰى يُقْضٰى عَنْهُ.

"ঈমানদার (মৃত) ব্যক্তির রূহ তার ঋণ তার পক্ষ থেকে পরিশোধ না করা পর্যন্ত ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে" (তিরমিযী, জানাইয, বাব ৭৬, নং ১০৭৯; ইবনে মাজা, সাদাকাত, বাব ১২, নং ২৪১৩; দারিমী, বুয়ূ', বাব ৫২)।

www.pathagar.com

৬৪. সূরা আত-তাগাবুন (১০৮)

٦٤- سُوْرَةُ التَّغَابُنِ

আয়াত : ১৮; রুকূ' : ২; মাদানী

اٰيَاتُهَا : ١٨- رُكُوْعٌ : ٢، مَدَنِيَّةٌ

আলোচ্য সূরার মক্কী বা মাদানী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইবনে আব্বাস (রা)-র মতে ১-১৩ আয়াত মক্কায় এবং ১৪-১৮ আয়াত মদীনায় নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মক্কী ও মাদানী উভয় সূরার বৈশিষ্ট বিদ্যমান। বেশির ভাগ তাফসীরকারের মতে সম্পূর্ণ সূরাটি মদীনায় নাযিল হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে। রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বময় শক্তির অধিকারী।

١- يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ج لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

২. তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয় কাফের এবং কেউ হয় ঈমানদার। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

٢- هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

৩. তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের দৈহিক কাঠামো দান করেছেন এবং উত্তম কাঠামোয় তোমাদেরকে গড়ে তুলেছেন আর তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

٣- خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ج وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○

৪. আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সবকিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যা গোপন করো এবং তোমরা যা প্রকাশ করো তিনি তাও জানেন। আল্লাহ হলেন অন্তর্যামী।

٤- يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

৫. আগেকার কালের কাফেরদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি ? তারা তাদের নিকৃষ্ট কাজের ফল ভোগ করেছে এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।

٥- اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ز فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৬. কেনোনা তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ বিস্তারিত দলীল-প্রমাণসহ আগমন করলে তারা বলতো, মানুষই কি আমাদের সৎপথের দিশা

٦- ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ز فَكَفَرُوْا

www.pathagar.com

দিবে ? অতঃপর তারা অবাধ্যাচারী হলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিলো। তখন আল্লাহও (তাদের) পরোয়া করলেন না। আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ, প্রশংসনীয়।

وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ○

৭. কাফেররা ধারণা করে যে, তাদেরকে কখনো পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে না। আপনি বলুন, আমার প্রভুর শপথ! হাঁ, তোমাদেরকে অবশ্যই পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে, তারপর তোমাদেরকে অবশ্যই জানানো হবে যা তোমরা করেছ। এটা আল্লাহ্‌র জন্য অতি সহজ।

٧۔ زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ؕ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

৮. অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর এবং যে নূর (কুরআন) আমি নাযিল করেছি তার উপর। আল্লাহ তোমাদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

٨۔ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْٓ اَنْزَلْنَا ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

৯. সমাবেশের (হাশরের) দিন উপলক্ষে তিনি তোমাদের সকলকে যেদিন একত্র করবেন, সেটি হবে লাভ-লোকসানের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তিনি তার গুনাহসমূহ মাফ করবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তারা সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।

٩۔ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

১০. আর যেসব লোক কুফরী করেছে এবং আমার বাণীসমূহকে মিথ্যা বলেছে তারাই হলো দোযখের বাসিন্দা, সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তা খুবই মন্দ ঠিকানা।

١٠۔ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

১১. আল্লাহ্‌র অনুমোদন ছাড়া কোনো বিপদই ঘটে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে তিনি তার অন্তরকে হেদায়াত দান করেন। আল্লাহ প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে মহাজ্ঞানী।

١١۔ مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○

১২. আর তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। কিন্তু তোমরা যদি

١٢۔ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ

www.pathagar.com

فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখো, আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে (আমার বাণী) প্রচার করা।

١٣۔ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

১৩. আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। ঈমানদার ব্যক্তিগণ যেনো তাঁর উপরই ভরসা করে।

١٤۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ج وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৪. হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মধ্যে তোমাদের শত্রুও আছে। অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। যদি তোমরা তাদের (দোষত্রুটি) উপেক্ষা করো, শাস্তি মওকুফ রাখো এবং ক্ষমা করো তবে আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

টীকা : মক্কা থেকে হিজরত করার আদেশ হলে পরে কিছু সংখ্যক মুসলমানকে তাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন হিজরত করতে বাধা দেয়। পরবর্তী সময়ে তারা হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে লক্ষ করেন যে, আগে যারা হিজরত করে এসেছে তারা জ্ঞান-গরিমা ও আমল-আখলাকে অনেক উন্নতি করেছে। তাতে বিলম্বে হিজরতকারীগণ নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করেন। এই প্রসংগে আয়াত নাযিল হয়েছে (তিরমিযী, তাফসীর সূরা তাগাবুন, বাব ৬৪, নং ৩৩১৭)।

١٥۔ اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ط وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

১৫. নিশ্চয়ই তোমাদের ধনবল ও জনবল পরীক্ষার বস্তু। কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই আছে মহাপুরস্কার।

١٦۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ط وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

১৬. অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো, (তাঁর কথা) শোনো ও মান্য করো এবং অর্থ-সম্পদ ব্যয় করো, তা তোমাদের নিজেদের জন্যই লাভজনক, উপকারী। যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য ও লোভ-লালসা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে তারাই সফলকাম।

١٧۔ اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

১৭. তোমরা যদি আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করো তবে তিনি তোমাদের জন্য তা বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত গুণগ্রাহী, সহনশীল।

টীকা : আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দেয়ার অর্থ কল্যাণকর কাজে ও মানবসেবায় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা এবং মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে ঋণ দেয়া। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তা পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়লে ঋণের দাবি ত্যাগ করা ইত্যাদি।

١٨۔ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

১৮. তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সকল বিষয়ের জ্ঞানী, মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

www.pathagar.com

৬৫. সূরা আত-তালাক (৯৯)

٦٥- سُوْرَةُ الطَّلَاقِ

আয়াত : ১২; রুকূ' : ২; মাদানী

اٰيَاتُهَا : ١٢- رُكُوْعٌ : ٢، مَدَنِيَّةٌ

সূরা বাকারায় দাম্পত্য জীবনের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে যেসব বিধান দেয়া হয়েছে এই সূরায় তার সাথে আরো কিছু বিধান ব্যাখ্যাস্বরূপ দেয়া হয়েছে। এটি সূরা বাকারার পরে নাযিল হয়। এ সূরার অপর নাম সূরা নিসা আস-সুগরা।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে নবী! আপনারা যখন স্ত্রীদের তালাক দিবেন তখন তাদের ইদ্দাতের প্রতি খেয়াল রেখে তালাক দিবেন এবং ইদ্দাতের হিসাব রাখবেন আর আপনাদের প্রভু আল্লাহকে ভয় করুন। আপনারা তাদেরকে তাদের বসতঘর থেকে বের করে দিবেন না এবং তারাও যেনো বের হয়ে না যায়, যদি না তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা। যে ব্যক্তি এই সীমারেখা লংঘন করে সে নিজের উপরই যুলুম করলো। আপনি জানেন না, হয়ত আল্লাহ এরপর কোনো উপায় বের করে দিবেন।

١- يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۭ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۭ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۭ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ○

টীকা : তালাক অথবা স্বামীর মৃত্যুজনিত কারণে স্ত্রীকে বাধ্যতামূলকভাবে পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিরত থাকতে হয়। এই বিরতিকালকে ইদ্দাত বলে। অত্র আয়াতে তাড়াহুড়া করে তালাক দিয়ে দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইদ্দাত পালনের সুবিধার দিকে লক্ষ রেখে তালাক দিতে বলা হয়েছে এবং ইদ্দাত পালনকালে তাকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। এক অথবা দুই তালাক দেয়া হলে স্ত্রীকে সহজেই দাম্পত্য বন্ধনে ফিরিয়ে নেয়া যায়। তাই এক বা দুই-এর অধিক তালাক দেয়া অবশ্যই উচিৎ নয়।

২. অতঃপর তাদের ইদ্দাত পালনকাল শেষ হয়ে আসলে তোমরা তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে রেখে দাও অথবা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদেরকে আলাদা করে দাও এবং নিজেদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখো। তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য যথাযথ সাক্ষী দিবে। তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখেরাত দিবসের উপর ঈমান এনেছে তাদেরকে এতদ্বারা উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে তিনি তার জন্য সংকট উত্তরণের একটা ব্যবস্থা করে দেন;

٢- فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۭ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝

www.pathagar.com

টীকা : এখানে এক বা দুই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী সম্পর্কে বলা হয়েছে। অর্থাৎ এক বা দুই তালাক দেয়া হলে স্ত্রীর ইদ্দাত পালনরত অবস্থায় বা তার পরে স্বামী-স্ত্রী ইচ্ছা করলে নিজেদের মধ্যে ইজাব-কবুলের মাধ্যমে দাম্পত্য বন্ধনে ফিরে আসতে পারে। হানাফী মাযহাবমতে, তালাকের অনুকূলে সাক্ষী রাখা বাধ্যতামূলক নয়, তবে সুন্নাত।

٣۔ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ○

৩. এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করেন। কেউ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করলে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ অবশ্যই নিজের কাজ সমাধা করেন। অবশ্যই আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের মাত্রা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

٤۔ وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ○

৪. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের মাসিক ঋতু হওয়ার আশা নেই, তোমাদের (তাদের ইদ্দাত সম্পর্কে) সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দাতকাল তিন মাস এবং (নাবালেগ হওয়ার কারণে) যাদের মাসিক ঋতু শুরু হয়নি তাদেরও। আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দাতকাল সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে তিনি তার কাজ সহজে সমাধা করে দেন।

টীকা : এ আয়াতে তিন প্রকার মহিলার তালাকজনিত ইদ্দাতকাল সম্পর্কে বিধান দেয়া হয়েছে। (এক) বার্ধক্যজনিত কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে যার মাসিক ঋতু বন্ধ হয়ে গেছে এবং (দুই) নাবালেগ, বয়সের কারণে যার মাসিক ঋতু শুরু হয়নি তাদের ইদ্দাতকাল তালাক প্রদানের পরদিন থেকে তিন মাস। আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে বাল্যবিবাহ অনুমোদন করেছেন। (তিন) গর্ভবতী নারীর ইদ্দাতকাল গর্ভখালাস হওয়া পর্যন্ত। তা এক দিনও হতে পারে, আবার দশ মাসও হতে পারে।

٥۔ ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗٓ اِلَيْكُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا ○

৫. এগুলো আল্লাহ্‌র আদেশ (বিধান), তিনি তা তোমাদের জন্য নাযিল করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তাকে দিবেন মহাপুরস্কার।

٦۔ اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ؕ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ

৬. তোমরা নিজেরা যেখানে বসবাস করো তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকেও সেখানে বাস করতে দাও এবং তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য তাদের ক্ষতিসাধন করো না। তারা যদি গর্ভবতী হয় তবে গর্ভখালাস না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের খোরপোষ দিতে থাকো। তারপর

www.pathagar.com

فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰى ۝٦

তারা যদি তোমাদের সন্তানদের দুধপান করায় তবে তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দাও এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে পরস্পর পরামর্শ করো (পারিশ্রমিক নির্ধারণের জন্য)। তোমরা যদি পরস্পরের জন্য সংকট সৃষ্টি করো তবে অন্য কোনো নারী তাকে দুধপান করাবে।

টীকা : তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর স্ত্রী তালাকদাতা স্বামীর বাড়িতেই ইদ্দাত পালন করবে। তার ইদ্দাতকালের যাবতীয় খরচপাতি তালাকাদাতা স্বামীই বহন করবে। সে গর্ভবতী হলে গর্ভখালাস হওয়া পর্যন্ত তাকে খরচপাতি বহন করতে হবে। সদ্যপ্রসূত শিশুকে তালাকপ্রাপ্তা মা দুধ পান করালে সেজন্য তালাকদাতা স্বামী তার পারিশ্রমিক দিবে। হানাফী মাযহাবমতে তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীও উপরোক্ত সুবিধাদি লাভ করবে।

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝٧

৭. প্রত্যেক সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতার মাত্রা অনুসারে যেনো খরচপাতি দান করে। আর যাকে অল্প পরিমাণ রিযিক দেয়া হয়েছে সে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে খরচ করবে। আল্লাহ যাকে যতোটা সামর্থ্য দিয়েছেন তার অধিক দায়ভার তার উপর চাপান না। আল্লাহ হয়ত অসচ্ছলতার পর তাকে সচ্ছলতা দান করবেন।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ۝٨

৮. কতো জনগোষ্ঠীই না তাদের প্রভুর এবং তাঁর রাসূলগণের নির্দেশের বেপরোয়া বিরোধিতা করেছিল। ফলে আমি তাদের নিকট থেকে হিসাব নিয়েছি কড়া হিসাব এবং শাস্তি দিয়েছি কঠোর শাস্তি।

فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ۝٩

৯. অতএব তারা নিজেদের কার্যকলাপের কঠিন শাস্তি ভোগ করেছে এবং তাদের কার্যকলাপের পরিণতি ছিলো শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি।

টীকা : ৮-৯ আয়াতে অতীত জাতিসমূহের পরিণতি উল্লেখ করে একইসাথে কাফের ও মুসলমানদের সতর্ক করা হয়েছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) যেসব আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি ও বিধিবিধান দান করেছেন তা যদি তারা অমান্য ও অস্বীকার করে তবে দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ ۚ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝١٠

১০. আল্লাহ তাদের জন্য (আখেরাতে) কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতএব হে ঈমানদার জ্ঞানীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের নিকট একটি নসীহত নামা (কুরআন) নাযিল করেছেন।

www.pathagar.com

١١. رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ○

১১. (পাঠিয়েছেন) একজন রাসূল, তিনি তোমাদের সামনে আল্লাহর বিশদ বাণীসমূহ পাঠ করেন, যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসার জন্য। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান, তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। এ ধরনের লোকের জন্য আল্লাহ উৎকৃষ্ট রিযিকের ব্যবস্থা রেখেছেন।

١٢. اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

১২. আল্লাহ, তিনিই সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং এগুলোর অনুরূপ পৃথিবীও। এগুলোর মধ্যে নেমে আসে (তাঁর) নির্দেশ। যাতে তোমরা জানতে পারো যে, আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বময় শক্তির অধিকারী এবং আল্লাহ সবকিছুকে তাঁর জ্ঞানায়ত্ত করে রেখেছেন।

টীকা : 'সাত আকাশের অনুরূপ পৃথিবীও' কথাটির বিভিন্ন তাৎপর্য হতে পারে। আল্লাহ পৃথিবীকে সাতটি স্তরে বিন্যাস করে সৃষ্টি করেছেন। যেমন আমাদের দেহের উপরাংশ চামড়া, তার ভেতরে গোশত, তার ভেতরে হাড় এবং হাড়ের মধ্যে মজ্জা। এ অর্থও হতে পারে যে, আল্লাহ আকাশের মতো অনেক পৃথিবীও (গ্রহ) সৃষ্টি করেছেন। সূরা শূরার ২৯ নং আয়াত থেকে এই শেষোক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায়। ইবনে আব্বাস (রা) তো এ পর্যন্ত বলেছেন যে, "প্রতিটি গ্রহে তোমাদের নবীর অনুরূপ নবী, আদমের অনুরূপ আদম, ইবরাহীমের অনুরূপ ইবরাহীম, নূহের অনুরূপ নূহ এবং ঈসার অনুরূপ ঈসা এসেছেন" (ইবনে জারীর, ইবনে আবু হাতেম, হাকেম, বায়হাকীর শুআবুল ঈমান, কিতাবুল আসমা' ওয়াস-সিফাত)।

www.pathagar.com

৬৬. সূরা আত-তাহ্‌রীম (১০৭)

٦٦. سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ

আয়াত : ১২; রুকূ' : ২; মাদানী

اٰيَاتُهَا :١٢. رُكُوْعٌ : ٢، مَدَنِيَّةٌ

আলোচ্য সূরাটি ৭ম বা ৮ম হিজরীর মধ্যে যে কোনো সময় নাযিল হয়েছে, সূরায় উক্ত ঘটনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন তা আপনি হারাম করছেন কেনো ? আপনি কি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চান ? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١. يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ج تَبْتَغِىْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২. আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের শপথের বাধ্যবাধকতা থেকে তোমাদেরকে মুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٢. قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ج وَاللّٰهُ مَوْلٰكُمْ ج وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

৩. নবী যখন তার কোনো এক স্ত্রীর নিকট একটি গোপন কথা বলেছিলেন, পরে সে যখন সেই গোপন কথাটি প্রকাশ করে দিলো এবং আল্লাহ তাঁর নবীকে তা অবহিত করলেন তখন নবী (তাঁর স্ত্রীর কাছে) এর কিছুটা ব্যক্ত করলেন এবং কিছুটা অব্যক্ত রাখলেন। নবী যখন তাঁর স্ত্রীকে বিষয়টি জানালেন তখন সে বললো, কে আপনাকে তা অবহিত করেছে ? তিনি বলেন, মহাজ্ঞানী, সম্যক অবহিত সত্তা আমাকে খবর দিয়েছেন।

٣. وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِىُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ج فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ج فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ط قَالَ نَبَّاَنِىَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

৪. তোমরা দু'জন যদি আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করো, অনুতপ্ত হও (তবে তোমাদের জন্য উত্তম), কারণ তোমাদের দু'জনের কলব বেঁকে গেছে। আর যদি তোমরা দু'জন পরস্পরকে তাঁর বিরুদ্ধে সহায়তা করো তবে তার পৃষ্ঠপোষক হলেন আল্লাহ, জিবরীল এবং সৎকর্মশীল ঈমানদারগণ। এরপর ফেরেশতাগণও তার সাহায্যকারী।

٤. اِنْ تَتُوْبَآ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ج وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ج وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ○

৫. যদি তিনি তোমাদের তালাক দেন তবে অচিরেই তার প্রভু তাঁকে দিবেন তোমাদের চেয়ে

٥. عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا

www.pathagar.com

خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ○

উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আত্মসমর্পণকারী, ঈমানদার, অনুগত, তওবাকারী, ইবাদতকারী, রোযাদার, অকুমারী ও তরুণী।

টীকা : রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর স্ত্রী যয়নব (রা)-র ঘরে মধু পান করেন। আয়েশা (রা) ও হাফসা (রা) তা অপছন্দ করেন। তিনি তাদের কাছে ফিরে এলে তারা উভয়ে বলেন, আপনি দুর্গন্ধযুক্ত কিছু পান করেছেন এবং আপনার মুখ থেকে গন্ধ আসছে। এতে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন যে, তিনি আর কখনো মধু পান করবেন না এবং মধু পান না করার শপথ করেন। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে উপরোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে।

٦. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

৬. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। তাতে নিয়োজিত আছে অত্যন্ত কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ। আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দেন তারা তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদেশপ্রাপ্ত হয় তাই করে।

٧. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ط اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৭. হে কাফেররা! আজ তোমরা অজুহাত পেশ করো না। তোমরা যেসব কাজ করতে তার প্রতিদানই তোমাদের দেয়া হবে।

٨. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ط عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ج نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ج اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করো, একান্তই খাঁটি তওবা। অচিরেই তোমাদের প্রভু তোমাদের গুনাহসমূহ বিলোপ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে বহু ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। সেই (কিয়ামতের) দিন আল্লাহ এই নবীকে এবং তার সাথের ঈমানদারগণকে অপমানিত করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানপাশ দিয়ে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকবে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। অবশ্যই আপনি সবকিছুর উপর সর্বময় শক্তির অধিকারী।

٩. يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ

৯. হে নবী! কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন।

www.pathagar.com

وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

জাহান্নাম তাদের আশ্রয়স্থল, অত্যন্ত মন্দ ঠিকানা।

١٠۔ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ط كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ○

১০. যেসব লোক কুফর অবলম্বন করেছে আল্লাহ তাদের জন্য নূহ নবীর স্ত্রী ও লূত নবীর স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। তারা উভয়ে ছিলো আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণের মধ্যকার দুই বান্দার অধীনে। কিন্তু তারা উভয়ে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে দুই নবী তাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে মোটেই রক্ষা করতে পারেননি এবং তাদেরকে বলা হলো, তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সাথে একত্রে দোযখে প্রবেশ করো।

١١۔ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ م اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ⑪

১১. আর যেসব লোক ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের জন্য ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। সে যখন বললো, হে আমার প্রভু! আপনার কাছে জান্নাতে আমার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করে দিন, ফেরাউন ও তার কার্যকলাপ থেকে আমাকে মুক্তিদান করুন এবং স্বৈরাচারী যালেম জাতি থেকে আমাকে উদ্ধার করুন।

١٢۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ⑫

১২. আর ইমরানের কন্যা মরিয়মের (দৃষ্টান্তও), সে তার লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত রেখেছিল, তাই আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে একটি রূহ সঞ্চারিত করলাম। সে তার প্রভুর বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহের সত্যতা প্রতিপন্ন করেছিলো এবং সে ছিলো আনুগত্যকারীদের অন্যতম।

টীকা : হযরত মূসা (আ) যাদুকরদের সাথে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করলে তারা তাঁর উপর ঈমান আনে এবং তাদের সাথে ফেরাউনের স্ত্রীও ঈমান আনেন। এই অপরাধে ফেরাউন তাকে কঠোর নির্যাতন করে। তখন তিনি উপরোক্ত দোয়া করেছিলেন। ঈমানদার পরিবার থেকে দুষ্কৃতিকারী এবং কাফের পরিবার থেকে ঈমানদার লোকের আবির্ভাব হতে পারে এবং হয়েছে।

www.pathagar.com

৬৭. সূরা আল-মুল্‌ক (৭৭)

٦٧- سُوْرَةُ الْمُلْكِ

আয়াত : ৩০; রুকূ' : ২; মক্কী

اٰيَاتُهَا : ٣٠ - رُكُوْعٌ : ٢، مَكِّيَّةٌ

আলোচ্য সূরার বিষয়বস্তুর দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, সূরাটি নববী জীবনের প্রথমভাগে মক্কা শরীফে নাযিল হয়ে থাকবে। অন্যথায় ঐতিহাসিকভাবে এর নাযিলের কোনো সময় উল্লেখ নেই।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ۙ﴿١﴾

১. অতীব প্রাচুর্যময়-বরকতময় সেই সত্তা যাঁর হাতে মহাবিশ্বের রাজত্ব এবং যিনি সবকিছুর উপর সর্বময় শক্তির অধিকারী।

٢- الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۙ﴿٢﴾

২. তিনিই মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, কাজ-কর্মের দিক থেকে তোমাদের মধ্যে কে অধিক উত্তম তা পরীক্ষা করার জন্য। তিনি মহাপরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

٣- الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۭ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۭ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝

৩. তিনিই স্তরে স্তরে সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তুমি দয়াময় রহমানের সৃষ্টিকর্মে কোনো অসংগতি দেখতে পাবে না। তুমি আবার চোখ ফিরিয়ে তাকাও। তুমি কি কোনো ত্রুটি দেখতে পাও?

٤- ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۝

৪. তারপর আবার তুমি চোখ ফিরিয়ে তাকাও, দৃষ্টি তোমার দিকে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে।

٥- وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝

৫. আমি (পৃথিবীর) নিকটতর আকাশকে প্রদীপমালায় সুসজ্জিত করেছি, সেগুলোকে শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপক বস্তু বানিয়েছি এবং ওদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

٦- وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٦﴾

৬. আর যেসব লোক তাদের প্রভুর নাফরমানি করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।

٧- اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ ﴿٧﴾

৭. তার মধ্যে তারা যখন নিক্ষিপ্ত হবে তখন এর ভয়ানক গর্জনের শব্দ শুনতে পাবে এবং তা টগবগ করে ফুটতে থাকবে।

www.pathagar.com

৮. আক্রোশে তা যেনো ফেটে পড়বে। যখনই তাতে এক দলকে নিক্ষেপ করা হবে তখন তার প্রহরী তাদের জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের নিকট কি কোনো সতর্ককারী আসেনি ?

٨۔ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ط كُلَّمَآ اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ۝٨

৯. তারা বলবে, হাঁ, আমাদের নিকট অবশ্যই সতর্ককারী এসেছিল, কিন্তু আমরা মিথ্যাবাদী গণ্য করেছি এবং বলেছি, আল্লাহ কোনো কিছুই নাযিল করেননি। তোমরা বরং মারাত্মক বিভ্রান্তিতে ডুবে আছো।

٩۔ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ لا فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ ج اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ۝

১০. তারা আরো বলবে, যদি শুনতাম অথবা বুঝতে চেষ্টা করতাম তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের (দোযখের) অধিবাসী হতাম না।

١٠۔ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝

১১. অতএব তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য।

١١۔ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ج فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝

১২. যেসব লোক তাদের প্রভুকে না দেখেও ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

١٢۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝

১৩. তোমরা নিজেদের বক্তব্য চুপে চুপে বলো অথবা সশব্দে বলো, তিনি তো অন্তর্যামী।

١٣۔ وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِاجْهَرُوْا بِهٖ ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

১৪. যে মহান সত্তা সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? তিনি তো সূক্ষ্মদর্শী, সরাসরি অবহিত।

١٤۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ط وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۝٤

১৫. তিনিই তোমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠকে সুগম করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা এর বিভিন্ন দিকে যাতায়াত করো এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার করো। আবার তাঁর কাছেই পুনর্জীবিত হয়ে যেতে হবে।

١٥۔ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ط وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ۝

১৬. যিনি আকাশে আছেন, তোমরা কি তাঁর

١٦۔ ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ

www.pathagar.com

بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ ۝١٦

থেকে ভয়হীন হয়ে গিয়েছ যে, তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেন না এবং তখন তা সজোরে ঝাঁকুনি খেতে থাকবে ?

١٧۔ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ط فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ۝

১৭. অথবা যিনি আকাশে আছেন, তোমরা কি তাঁর থেকে নিরাপদ হয়ে গিয়েছ যে, তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণকারী ঝঞ্ঝা বাতাস পাঠাবেন না ? তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিলো আমার সাবধানবাণী।

١٨۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۝

১৮. এদের পূর্বে যারা ছিলো তারাও অবিশ্বাস করেছিল। ফলে কিরূপ ছিলো আমার শাস্তি!

١٩۔ اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ط مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ط اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍۢ بَصِيْرٌ ۝

১৯. তারা কি তাদের উপরের দিকে উড়ন্ত পাখিগুলোকে ডানা মেলতে এবং গুটিয়ে নিতে দেখে না ? দয়াময় রহমানই এগুলোকে (শূন্যলোকে) স্থির রাখেন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছুর সম্যক দ্রষ্টা।

٢٠۔ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ط اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِىْ غُرُوْرٍ ۝

২০. দয়াময় রহমান ব্যতীত তোমাদের সাহায্য করার মতো তোমাদের এমন কোনো সামরিক বাহিনী আছে কি ? কাফেররা তো প্রবঞ্চনার মধ্যে পড়ে আছে।

٢١۔ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ج بَلْ لَّجُّوْا فِىْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ ۝

২১. তিনি যদি তাঁর রিযিকের সরবরাহ বন্ধ করে দেন তবে এমন কে আছে যে তোমাদের জন্য রিযিক সরবরাহ করবে ? তথাপি তারা অবাধ্যতা ও সত্যবিমুখতায় বদ্ধপরিকর।

٢٢۔ اَفَمَنْ يَّمْشِىْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى اَمَّنْ يَّمْشِىْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

২২. আচ্ছা! যে ব্যক্তি নীচু হয়ে মুখে ভর করে চলে সে-ই কি অধিক হেদায়াতপ্রাপ্ত, নাকি সেই ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে ?

٢٣۔ قُلْ هُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ

২৩. আপনি বলুন, তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য (তোমাদের দেহে)

www.pathagar.com

السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○

কান, চোখ ও অন্তঃকরণ সংযোজন করেছেন। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

٢٤۔ قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

২৪. আপনি বলুন, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর কাছেই তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

٢٥۔ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

২৫. ওরা জিজ্ঞেস করে, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে (বলো) এই প্রতিশ্রুতি (কিয়ামত) কখন পূর্ণ হবে?

٢٦۔ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۡ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

২৬. আপনি বলুন, এ সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই আছে। আমি স্পষ্ট ভাষায় একজন সতর্ককারী মাত্র।

٢٧۔ فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ○

২৭. যখন তারা তা (কিয়ামত) আসন্ন দেখবে তখন কাফেরদের মুখমণ্ডল বিমর্ষ হয়ে যাবে এবং বলা হবে, এই তো সেই জিনিস যা তোমরা (সংঘটিত হওয়ার) দাবি করছিলে।

٢٨۔ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

২৮. আপনি বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ যদি আমাকে এবং আমার সঙ্গী-সাথীদের ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হন, তবে কাফেরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে?

٢٩۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

২৯. আপনি বলুন, তিনিই দয়াময় রহমান। আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁর উপরই ভরসা করি। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে যে, কে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত।

٣٠۔ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاۗؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَاۗءٍ مَّعِيْنٍ ۝

৩০. আপনি জিজ্ঞেস করুন, তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছ কি, পানি যদি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায় তবে তোমাদেরকে প্রবহমান পানির ঝর্ণা কে এনে দিবে?

www.pathagar.com

৬৮. সূরা আল-কালাম (২)

٦٨- سُوْرَةُ الْقَلَمِ

আয়াত : ৫২; রুকূ' : ২; মক্কী

اٰيَاتُهَا : ٥٢- رُكُوْعٌ : ٢، مَكِّيَّةٌ

আলোচ্য সূরাটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতী জিন্দেগীর মক্কী অধ্যায়ের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে। এ সময় কাফেরদের বিরোধিতা তীব্র আকার ধারণ করেছিল।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- نٓ ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۙ﴿١﴾

১. নূন, কলমের এবং তারা (ফেরেশতাগণ) যা লিখে তার শপথ!

٢- مَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۚ﴿٢﴾

২. আপনার প্রভুর অনুগ্রহে আপনি পাগল নন।

٣- وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۚ﴿٣﴾

৩. আপনার জন্য অবশ্যই রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

٤- وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝

৪. আর নিশ্চয়ই আপনি নৈতিক চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত।

٥- فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ۙ﴿٥﴾

৫. অতএব অতি শীঘ্রই আপনিও দেখতে পাবেন এবং তারাও দেখতে পাবে,

٦- بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ۝

৬. তোমাদের মধ্যে কারা পাগলামিতে আক্রান্ত, বিভ্রান্ত।

٧- اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ص وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝

৭. আপনার প্রভু অবশ্যই উত্তমরূপে জানেন, কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়েছে এবং তিনি সঠিক পথপ্রাপ্তদের সম্পর্কেও সর্বাধিক জ্ঞাত।

٨- فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝

৮. অতএব আপনি মিথ্যাবাদীদের অনুসরণ করবেন না।

٩- وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ۝

৯. তারা কামনা করে, আপনি যদি (আদর্শের ব্যাপারে) শিথিল হতেন তবে তারাও শিথিল হতো।

টীকা : অর্থাৎ ইসলামী আদর্শের প্রচারে আপনি কিছুটা শিথিল হলে তারাও আপনার কঠোর বিরোধিতা করবে না।

١٠- وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ۙ﴿١٠﴾

১০. আর আপনি এমন কোনো ব্যক্তিকে মানবেন না যে কথায় কথায় শপথ করে, যে মর্যাদাহীন,

١١- هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيْمٍ ۙ﴿١١﴾

১১. গীবতকারী, যে একের কথা অপরের কানে লাগিয়ে বেড়ায়,

www.pathagar.com

১২. উপকারী কাজে বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ,

١٢۔ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۙ

১৩. কর্কশ স্বভাবের (দুশ্চরিত্র, পাষণ্ড, ঝগড়াটে), সর্বোপরি বজ্জাত।

١٣۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۙ

১৪. কেননা সে সম্পদশালী এবং অনেক সন্তানের পিতা।

١٤۔ اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ؕ

১৫. আমার বাণীসমূহ তাকে পড়ে শোনানো হলে সে বলে, এতো প্রাচীন কালের কেচ্ছা-কাহিনী।

١٥۔ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

১৬. অচিরেই আমি তার শুঁড় দাগিয়ে দিবো (লাঞ্ছিত করবো)।

١٦۔ سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ۝

টীকা : ১০-১৬ আয়াত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরম বিরোধী ওলীদ ইবনে মুগীরার চরিত্রের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সে ছিলো জারজ সন্তান। উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার পর সে একান্তে তার মাকে একথা জিজ্ঞেস করে। যে পুরুষের সাথে তার গোপন সম্পর্ক ছিলো সে তার নামও বলে দেয়। ৭৪ সূরা মুদ্দাসসির-এর ১১-২৬ আয়াত এবং তৎসংশ্লিষ্ট টীকাও পাঠ করুন।

১৭. আমি এদের (মক্কাবাসীকে) পরীক্ষায় ফেলেছি, যেমন পরীক্ষায় ফেলেছিলাম বাগান মালিকদেরকে, যখন তারা শপথ করলো যে, তারা খুব ভোরেই বাগানের ফল সংগ্রহ করবে;

١٧۔ اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ۙ

১৮. এবং তারা ইনশাআল্লাহ বলেনি।

١٨۔ وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ۝

১৯. অতএব তারা ঘুমে অচেতন থাকা অবস্থায় আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে বিপর্যয় সেই বাগানের উপর দিয়ে বয়ে গেলো।

١٩۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ۝

২০. ফলে তা হয়ে গেলো ফসলকাটা উজাড় ক্ষেতের মতো।

٢٠۔ فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ۙ

টীকা : ভিন্ন অর্থ– "ফলে তা জ্বলেপুড়ে কালো বর্ণ ধারণ করলো।"

২১. অতএব খুব ভোরে তারা পরস্পরকে ডাক দিলো,

٢١۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ۙ

২২. তোমরা ফসল সংগ্রহ করতে চাইলে ভোর থাকতেই তোমাদের বাগানে চলে যাও।

٢٢۔ اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ۝

www.pathagar.com

২৩. সুতরাং তারা পরস্পর চুপিসারে কথা বলতে বলতে রওয়ানা হলো,

٢٣۔ فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ۙ

২৪. আজ যেনো বাগানে তোমাদের নিকট কোনো গরীব মানুষ প্রবেশ করতে না পারে,

٢٤۔ اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ۙ

২৫. এবং তারা দ্রুতবেগে শক্তিমত্তার সাথে বের হয়ে পড়লো।

٢٥۔ وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ۝

টীকা : ভিন্ন অর্থ– "তারা গরীবদের বাধা দিতে সক্ষম হবে এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে খুব ভোরে রওয়ানা হয়ে গেলো"।

২৬. তারা বাগানের অবস্থা দেখে বললো, আমরা তো পথ হারিয়ে ফেলেছি,

٢٦۔ فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ ۙ

২৭. বরং আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

٢٧۔ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ۝

২৮. তাদের মধ্যকার সর্বোত্তম ব্যক্তি বললো, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করছো না কেনো?

٢٨۔ قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ ۝

২৯. তারা বললো, আমাদের প্রভু পবিত্র-মহান, আমরাই যালেম।

٢٩۔ قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝

৩০. তারা মুখোমুখি হয়ে পরস্পরকে দোষারোপ করতে লাগলো।

٣٠۔ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ۝

৩১. তারা বললো, হায় আমাদের সর্বনাশ! আমরা তো বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিলাম।

٣١۔ قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ۝

৩২. হয়ত আমাদের প্রভু এই বাগানের পরিবর্তে আমাদেরকে উত্তম কিছু দান করবেন। আমরা অবশ্যই আমাদের প্রভুর দিকে রুজু হলাম।

٣٢۔ عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ۝

৩৩. শাস্তি এমনই। আর আখেরাতের শাস্তি তো আরো ভয়াবহ, তারা যদি উপলব্ধি করতো।

٣٣۔ كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

৩৪. নিশ্চয়ই ধর্মভীরুদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট আছে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত।

٣٤۔ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝

www.pathagar.com

٣٥. اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ۝

৩৫. আমি কি মুসলমানদের অবস্থা কাফেরদের মতো করবো ?

٣٦. مَا لَكُمْ ۫ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۝

৩৬. তোমাদের কী হলো ? এ কেমন বিচার তোমরা করছো ?

٣٧. اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ۝

৩৭. তোমাদের কাছে কি এমন কোনো কিতাব আছে যা তোমরা পড়ে থাকো

٣٨. اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ۝

৩৮. যে, তোমরা যা পছন্দ করবে সেখানে তাই পেয়ে যাবে ?

٣٩. اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ ۝

৩৯. অথবা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বলবৎ আমার সাথে তোমাদের এমন কোনো চুক্তি আছে কি যে, তোমরা নিজেদের জন্য যা সিদ্ধান্ত করবে তাই পেয়ে যাবে ?

٤٠. سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ۝

৪০. আপনি তাদের জিজ্ঞেস করুন, তাদের মধ্যে কে এর যিম্মাদার হয়ে আছে ?

٤١. اَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ ۚ فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ۝

৪১. অথবা তাদের জন্য কি (আল্লাহ্‌র) অংশীদাররা বিদ্যমান আছে ? তাহলে তাদের সেই অংশীদারদেরকে তারা হাযির করুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে।

٤٢. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۝

৪২. সেই (কিয়ামতের) দিন পায়ের গোছা অনাবৃত করা হবে এবং তাদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে, কিন্তু তারা (সিজদা করতে) সক্ষম হবে না।

٤٣. خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۭ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ۝

৪৩. তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনত, হীনতা ও লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। অথচ এরা যখন সুস্থ ও নিরাপদ ছিলো তখন তাদেরকে সিজদা করতে (নামায পড়তে) ডাকা হয়েছিল।

٤٤. فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ۭ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৪৪. অতএব যারা এ বাণী অবিশ্বাস করছে আপনি তাদের প্রসঙ্গটি আমার উপর ছেড়ে দিন। আমি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে এমনভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবো যে, তারা জানতেও পারবে না।

٤٥. وَاُمْلِيْ لَهُمْ ۭ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ۝

৪৫. আমি (এখন) তাদেরকে অবকাশ দিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয়ই আমার কৌশল সুদৃঢ়, সুসংহত।

www.pathagar.com

٤٦. اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ۝

৪৬. অথবা আপনি কি তাদের নিকট পারিশ্রমিক দাবি করেন যে, তারা জরিমানার ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে?

٤٧. اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ۝

৪৭. নাকি তাদের নিকট গাইবী এলেম আছে যে, তারা তা লিখে রাখে?

٤٨. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ۝

৪৮. অতএব আপনি আপনার প্রভুর সিদ্ধান্তের জন্য ধৈর্যধারণ করুন এবং মাছওয়ালার (নবী ইউনুস) মতো হবেন না, যখন তিনি বিষাদে জর্জরিত হয়ে ডেকেছিলেন।

٤٩. لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ۝

৪৯. তার প্রভুর অনুগ্রহ যদি তাকে স্পর্শ না করতো তবে তিনি লাঞ্ছিত অবস্থায় উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হতেন।

٥٠. فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

৫০. অতএব তার প্রভু তাকে বেছে নিলেন এবং তাকে সৎকর্মশীল লোকজনের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

٥١. وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ۝

৫১. এই কাফেররা যখন উপদেশ (কুরআন) শোনে তখন আপনার দিকে এমনভাবে তাকায় যেনো আপনাকে ধরাশয়ী করে ফেলবে এবং তারা বলে, সে অবশ্যই একটা উন্মাদ-পাগল।

٥٢. وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

৫২. অথচ এই কুরআন তো বিশ্ববাসীর জন্য একটি উপদেশভাণ্ডার,স্মারক।

www.pathagar.com

৬৯. সূরা আল-হাক্কাহ (৭৮) ٦٩- سُوْرَةُ الْحَآقَّةِ

আয়াত : ৫২; রুকূ' : ২; মক্কী اٰيَاتُهَا :٥٢ - رُكُوْعٌ : ٢، مَكِّيَّةٌ

হযরত উমার (রা)-র ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সূরাটি নাযিল হয়েছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে উত্যক্ত করার জন্য বাড়ি থেকে বের হলাম। আমার আগেই রাসূলুল্লাহ (স) কা'বা ঘরের চত্বরে পৌঁছে গেলেন। তিনি নামাযে উপরোক্ত সূরা তিলাওয়াত করতে থাকেন এবং আমি অভিভূত হয়ে তা শুনতে থাকলাম। আমি মনে মনে ভাবলাম, ইনি তো একজন প্রভাবশালী কবি। সাথে সাথে তাঁর মুখ দিয়ে বের হলো, "এটা কোনো কবির কথা নয়... (৪১ আয়াত)। আমি ভাবলাম নিশ্চয়ই তিনি একজন গণক। সাথে সাথে তাঁর মুখে উচ্চারিত হলো, "এটা গণকেরও কথা নয়..." (৪২ আয়াত)। এ সময়ই আমার মনের গভীরে ইসলাম জায়গা করে নিলো। এর কিছুকাল পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা (মহাপ্রলয়)। ١- اَلْحَآقَّةُ ①

২. কি সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা ? ٢- مَا الْحَآقَّةُ ②

৩. আপনি কি জানেন সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটি কি? ٣- وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْحَآقَّةُ ③

৪. আদ ও ছামূদ জাতি মহাপ্রলয়কে অবিশ্বাস করেছিল। ٤- كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ④

৫. অতএব ছামূদ জাতি, তাদেরকে এক ভয়ংকর বিপর্যয় (বিকট শব্দ) দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। ٥- فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ⑤

৬. আর আদ জাতি, তাদেরকে এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। ٦- وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ⑥

৭. তিনি তাদের উপর বিরামহীনভাবে সাত রাত ও আট দিন তা প্রবাহিত করেন। আপনি দেখতে পেতেন, তারা এমনভাবে ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে আছে যেনো ফাঁপা খেজুর কাণ্ড। ٧- سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا ۙ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ⑦

৮. আপনি কি তাদের কাউকে বিদ্যমান দেখেন ? ٨- فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ⑧

৯. ফেরাউন ও তার আগেকার লোকেরা এবং উল্টিয়ে দেয়া জনগোষ্ঠী অনবরত পাপাচারে লিপ্ত ছিলো। ٩- وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ⑨

www.pathagar.com

১০. তারা সকলে তাদের প্রভুর রাসূলকে অমান্য করেছিল। তাই তিনি তাদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে গ্রেপ্তার করলেন।

١٠۔ فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ○

১১. যখন প্লাবন সীমা অতিক্রম করলো তখন আমি তোমাদেরকে নৌযানে আরোহণ করালাম,

١١۔ اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ ⑪

১২. ঘটনাটিকে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় করার এবং শ্রুতিধর কানের তা সংরক্ষণ করার উদ্দেশে।

١٢۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ○

১৩. অতঃপর শিঙ্গায় যখন একটিমাত্র ফুঁ দেয়া হবে;

١٣۔ فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ⑬

১৪. এবং পাহাড়সমেত পৃথিবীকে তুলে নিয়ে একটিমাত্র আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলা হবে।

١٤۔ وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ⑭

১৫. সেদিনই মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে;

١٥۔ فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ⑮

১৬. এবং আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। অতএব সেদিন তার বন্ধন শিথিল হয়ে যাবে।

١٦۔ وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ⑯

১৭. আর ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তসীমায় অবস্থান করবে এবং আটজন ফেরেশতা সেদিন আপনার প্রভুর আরশ তাদের উপরে বহন করবে।

١٧۔ وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ⑰

১৮. সেদিন তোমাদেরকে এমনভাবে হাযির করা হবে যে, তোমাদের কোনো গোপন তথ্যই আর লুকায়িত থাকবে না।

١٨۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ○

১৯. অতঃপর যার কাজের বিবরণী (আমলনামা) তার ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে, এই যে আমার কাজের বিবরণী, তোমরা পড়ে দেখো।

١٩۔ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ⑲

২০. আমি অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমাকে হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে।

٢٠۔ اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ⑳

www.pathagar.com

২১. তাই সে মনের মতো আরাম-আয়েশের মধ্যে থাকবে;

٢١۔ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۙ

২২. সুউচ্চ মর্যাদার জান্নাতে।

٢٢۔ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۙ

২৩. এর ফলমূল নাগালের মধ্যে অবনমিত থাকবে।

٢٣۔ قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ۝

২৪. তোমরা অতীত দিনগুলোতে যা করেছিলে তার বিনিময়ে তৃপ্তির সাথে পানাহার করো।

٢٤۔ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝

২৫. বিপরীতক্রমে যার কাজের বিবরণী তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে, আহা! যদি আমাকে আমার কাজের বিবরণী মোটেই না দেয়া হতো!

٢٥۔ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ۙ

২৬. এবং আমার হিসাব আমি একেবারেই না জানতাম!

٢٦۔ وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۙ

২৭. হায়! আমার মৃত্যুতেই যদি সব শেষ হয়ে যেতো!

٢٧۔ يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۙ

২৮. আমার ধন-সম্পদ আমার কোনো উপকারেই আসলো না।

٢٨۔ مَآ اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ ۙ

২৯. আমার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সবই ধ্বংস হয়ে গেলো।

٢٩۔ هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطٰنِيَهْ ۙ

৩০. ওকে ধরো, ওর গলায় জিঞ্জির পরিয়ে দাও,

٣٠۔ خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۙ

৩১. তারপর ওকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো।

٣١۔ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۙ

৩২. তারপর ওকে সত্তর হাত দীর্ঘ এক শিকলে বাঁধো।

٣٢۔ ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۝

৩৩. সে তো মহামহিম আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনেনি;

٣٣۔ اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۙ

৩৪. এবং গরীবদেরকে আহার করানোর জন্য (অন্যদের) উৎসাহ জোগায়নি।

٣٤۔ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝

৩৫. তাই আজ এখানে তার সমব্যথী কোনো বন্ধুও থাকবে না;

٣٥۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ۙ

www.pathagar.com

৩৬. এবং ক্ষত নিঃসৃত রক্ত-পুঁজ ছাড়া কোনো খাদ্যও পাওয়া যাবে না।

٣٦۔ وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ۝

৩৭. পাপিষ্ঠ অপরাধীরা ব্যতীত কেউ তা খাবেও না।

٣٧۔ لَّا يَاْكُلُهٗۤ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ۝

৩৮. না, আমি অবশ্যই শপথ করছি তোমরা যা দেখতে পাও সেগুলোর;

٣٨۔ فَلَاۤ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ۝

৩৯. এবং তোমরা যা দেখো না সেগুলোরও!

٣٩۔ وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ۝

৪০. নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত বার্তাবাহকের (বয়ে আনা) বাণী।

٤٠۔ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝

৪১. এটা কোনো কবির কথা নয়, তোমরা কমই ঈমান এনে থাকো।

٤١۔ وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ۝

৪২. এটা কোনো গণকেরও কথা নয়, তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করো, উপলব্ধি করো।

٤٢۔ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝

৪৩. এটা মহাবিশ্বের প্রভুর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।

٤٣۔ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৪৪. তিনি যদি আমার নামে কোনো কথা রচনা করে চালিয়ে দিতেন,

٤٤۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۝

৪৫. তাহলে আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম।

٤٥۔ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۝

৪৬. তারপর তার ঘাড়ের রগ অবশ্যই কেটে ফেলতাম।

٤٦۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۝

৪৭. তোমাদের মধ্যে কেউই এ কাজে (আমাকে) বাধাদানকারী হতে পারতো না।

٤٧۔ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ۝

টীকা : ভিন্নার্থ– "তখন তোমাদের মধ্যে কেউই তাকে রক্ষার জন্য প্রতিবন্ধক হতে পারতো না"।

৪৮. এই কুরআন অবশ্যই আল্লাহভীরুদের জন্য এক উপদেশমালা।

٤٨۔ وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

৪৯. আর আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারীরাও আছে।

٤٩۔ وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ۝

৫০. এই কুরআন অবশ্যই কাফেরদের জন্য অনুশোচনার কারণ হবে।

٥٠۔ وَاِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝

৫১. নিশ্চয়ই এটা নিশ্চিত সত্য বাণী।

٥١۔ وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ۝

৫২. অতএব আপনি আপনার মহান প্রভুর নামের মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করুন।

٥٢۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝

টীকা : উপরোক্ত আয়াত পড়ার পর 'সুবহানা রব্বিয়া আজীম' বলবে।

www.pathagar.com

৭০. সূরা আল-মাআরিজ (৭৯)

٧٠. سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ

আয়াত : ৪৪; রুকূ' : ২; মক্কী

أٰيَاتُهَا : ٤٤، رُكُوْعٌ : ٢، مَكِّيَّةٌ

সূরা আল-হাক্কাহ নাযিল হওয়ার কাছাকাছি সময়ে আলোচ্য সূরাও নাযিল হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. এক প্রার্থনাকারী শাস্তি প্রার্থনা করেছে যা অবধারিত

١- سَاَلَ سَآئِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۙ

২. কাফেরদের জন্য, তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই

٢- لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۙ

৩. আল্লাহ থেকে, যিনি উপরে উঠার সোপানসমূহের মালিক।

٣- مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ۙ

৪. ফেরেশতাগণ এবং রূহ (জিবরাঈল) পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান একটি দিনে তাঁর দিকে উঠে যায়।

٤- تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ

৫. অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন পরম ধৈর্য।

٥- فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ۝

৬. তারা এটিকে মনে করে বহু দূরে

٦- اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۙ

৭. আর আমি এটিকে দেখছি খুবই কাছে।

٧- وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ۙ

৮. সেদিন আকাশ গলিত ধাতুর মতো হয়ে যাবে;

٨- يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ۙ

৯. এবং পাহাড়সমূহ ধুনিত পশমের ন্যায় হয়ে যাবে।

٩- وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۙ

১০. আর অন্তরঙ্গ বন্ধুও অন্তরঙ্গ বন্ধুর খোঁজখবর নিবে না,

١٠- وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۚ

১১. অথচ পরস্পরের দৃষ্টিসীমার মধ্যে তাদের রাখা হবে। অপরাধী সেদিনের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিনিময়ে দিতে চাইবে তার সন্তানদেরকে,

١١- يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۢ بِبَنِيْهِ ۙ

১২. তার স্ত্রীকে, তার ভাইকে,

١٢- وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ۙ

১৩. তার আশ্রয়দানকারী জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে,

١٣- وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُـْٔوِيْهِ ۙ

www.pathagar.com

১৪. এমনকি পৃথিবীর বুকের সবকিছু, অতঃপর এসবের বিনিময় যাতে সে রক্ষা পেতে পারে।

١٤۔ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ ۙ

১৫. কখনো নয়, এতো আগুনের লেলিহান শিখা,

١٥۔ كَلَّا ۭ اِنَّهَا لَظٰى ۙ

১৬. যা দেহের চামড়া খসিয়ে দিবে

١٦۔ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۚ

১৭. সেই শিখা ডাকতে থাকবে সেই লোককে যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং পশ্চাদপদ হয়েছে;

١٧۔ تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ۙ

১৮. এবং যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছে, তা সযত্নে সংরক্ষণ করেছে।

١٨۔ وَجَمَعَ فَاَوْعٰى ۝

১৯. মানুষকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে সংকীর্ণমনা।

١٩۔ اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ۙ

২০. তাকে বিপদ-মসীবত স্পর্শ করলেই সে ঘাবড়ে যায়;

٢٠۔ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ۙ

২১. এবং তাকে সচ্ছলতা স্পর্শ করলে সে কৃপণতা করে।

٢١۔ وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ۙ

২২. নামায আদায়কারীরা ব্যতীত,

٢٢۔ اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ۙ

২৩. যারা নিয়মিতভাবে তাদের নামায আদায় করে;

٢٣۔ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَاۗىِٕمُوْنَ ۙ

২৪. এবং যাদের ধন-সম্পদে সুনির্দিষ্ট প্রাপ্য রয়েছে

٢٤۔ وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۙ

২৫. সাহায্যপ্রার্থী ও ধনবঞ্চিতদের।

٢٥۔ لِّلسَّاۗىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۙ

২৬. যারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে;

٢٦۔ وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۙ

২৭. এবং যারা নিজেদের প্রভুর শাস্তিকে ভয়কারী।

٢٧۔ وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۚ

২৮. নিশ্চয়ই তাদের প্রভুর শাস্তি থেকে নির্ভয় থাকা যায় না।

٢٨۔ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ ۝

২৯. যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে,

٢٩۔ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ

৩০. তাদের স্ত্রীগণ এবং তাদের মালিকানাধীন

٣٠۔ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ

www.pathagar.com

দাসীরা ব্যতীত। এতে তারা তিরস্কৃত হবে না।

اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩১. তবে কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী;

٣١. فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২. যারা নিজেদের আমানত রক্ষাকারী এবং প্রতিশ্রুতি পালনকারী;

٣٢. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩. যারা সততার সাথে নিজেদের সাক্ষ্যদানে অটল;

٣٣. وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪. এবং যারা নিজেদের নামাযের প্রতি যত্নবান

٣٤. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫. এসব লোকই জান্নাতের সম্মানিত বাসিন্দা।

٣٥. اُولٰٓئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬. কাফেরদের কী হলো যে, তারা আপনার দিকে ছুটে আসছে,

٣٦. فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭. ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে দলে দলে (ঠাট্টা করার জন্য)?

٣٧. عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮. তাদের মধ্যকার প্রত্যেকে কি আশা করে যে, তাকে প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে?

٣٨. اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ﴿٣٨﴾

৩৯. কখনো নয়, আমি তাদেরকে যা থেকে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে।

٣٩. كَلَّا ۭ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾

৪০. অতএব না, আমি শপথ করছি উদয়ের ও অস্ত যাবার স্থানসমূহের প্রভুর! আমি অবশ্যই সক্ষম–

٤٠. فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪১. তাদের চাইতে উৎকৃষ্টতর লোকদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করতে এবং আমাকে অতিক্রম করার কেউ নেই।

٤١. عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٤١﴾

৪২. অতএব তাদেরকে যে দিনটির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তারা তার সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত

٤٢. فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى

www.pathagar.com

يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٢﴾

আপনি তাদেরকে অহেতুক বাক-বিতণ্ডা ও আমোদ-ফুর্তিতে বিভোর থাকতে দিন।

٤٣۔ يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. সেদিন তারা দ্রুতবেগে কবরসমূহ থেকে বের হয়ে আসবে। মনে হবে যেনো তারা দেব-দেবীর আস্তানার দিকে ধাবিত হচ্ছে–

٤٤۔ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. অবনত দৃষ্টিতে, লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। এই সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হয়েছিল।

মহানবীর (স) মহাবাণী

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِيْ غَيْرِ كُهْنِهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

"যে ব্যক্তি নিরপরাধ কোনো চুক্তিবদ্ধ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে হত্যা করলো, আল্লাহ সেই হত্যাকারীর জন্য বেহেশত নিষিদ্ধ করে দিবেন" (আবু দাউদ, জিহাদ বাব ১৬৪, নং ২৭৬০)।

www.pathagar.com

৭১. সূরা নূহ (৭১)

٧١. سُوْرَةُ نُوْحٍ

আয়াত : ২৮; রুকূ' : ২; মক্কী

اٰيَاتُهَا : ٢٨ ـ رُكُوْعٌ : ٢، مَكِّيَّةٌ

সূরাটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। তখন কুরাইশ মুশরিকদের প্রতিরোধ ও বিরোধিতার মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আমি নূহ-কে অবশ্যই তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম যে, আপনার জাতির উপর মর্মান্তিক শাস্তি আসার আগেই আপনি তাদের সাবধান করুন।

١ـ اِنَّآ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

২. তিনি বললেন, হে আমার জাতি! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী

٢ـ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۙ

৩. যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তাঁকে ভয় করো এবং আমাকে মান্য করো।

٣ـ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ۙ

৪. তাহলে তিনি তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন এবং একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবশিষ্ট রাখবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কাল যখন এসে (শেষ হয়ে) যায় তখন তা বিলম্বিত হয় না, যদি তোমরা উপলব্ধি করতে!

٤ـ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاۗءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৫. তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! আমি তো দিন-রাত তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, ডেকেছি,

٥ـ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلًا وَّنَهَارًا ۙ

৬. কিন্তু আমার দাওয়াত (আহ্বান) তাদের মধ্যে পলায়ন প্রবণতাই বাড়িয়ে দিয়েছে।

٦ـ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاۗءِىْٓ اِلَّا فِرَارًا ○

৭. আমি যখনই তাদেরকে ডেকেছি, যাতে আপনি তাদের ক্ষমা করেন, তারা তাদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়েছে, কাপড়ে নিজেদের ঢেকে নিয়েছে, হঠকারিতা করেছে এবং অতিমাত্রায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে।

٧ـ وَاِنِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْٓا اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۚ

৮. অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি।

٨ـ ثُمَّ اِنِّىْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۙ

www.pathagar.com

৯. আবার আমি তাদেরকে উচ্চ কণ্ঠে ডেকেছি এবং একান্ত গোপনেও দাওয়াত দিয়েছি।

٩۔ ثُمَّ اِنِّیۡۤ اَعۡلَنۡتُ لَهُمۡ وَاَسۡرَرۡتُ لَهُمۡ اِسۡرَارًا ۙ﴿۹﴾

১০. আমি তাদের বলেছি, তোমরা নিজেদের প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমাশীল।

١٠۔ فَقُلۡتُ اسۡتَغۡفِرُوۡا رَبَّكُمۡ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۙ﴿۱۰﴾

১১. তিনি আকাশ থেকে তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন;

١١۔ يُّرۡسِلِ السَّمَآءَ عَلَيۡكُمۡ مِّدۡرَارًا ۙ﴿۱۱﴾

১২. এবং ধনবল ও জনবলে তোমাদের উন্নতি দান করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা ও বহু ঝর্ণাধারার ব্যবস্থা করবেন।

١٢۔ وَّيُمۡدِدۡكُمۡ بِاَمۡوَالٍ وَّبَنِيۡنَ وَيَجۡعَلۡ لَّكُمۡ جَنّٰتٍ وَّيَجۡعَلۡ لَّكُمۡ اَنۡهٰرًا ﴿۱۲﴾

১৩. তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও মর্যাদা আশা করছো না?

١٣۔ مَا لَكُمۡ لَا تَرۡجُوۡنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ۚ﴿۱۳﴾

১৪. অথচ তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।

١٤۔ وَقَدۡ خَلَقَكُمۡ اَطۡوَارًا ﴿۱۴﴾

১৫. তোমরা কি লক্ষ করোনি যে, আল্লাহ কিভাবে আসমানকে সাত স্তরে বিন্যস্ত করে সৃষ্টি করেছেন?

١٥۔ اَلَمۡ تَرَوۡا كَيۡفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ﴿۱۵﴾

১৬. এবং তাতে তিনি চাঁদকে আলোকময় এবং সূর্যকে প্রদীপ হিসেবে স্থাপন করেছেন।

١٦۔ وَّجَعَلَ الۡقَمَرَ فِيۡهِنَّ نُوۡرًا وَّجَعَلَ الشَّمۡسَ سِرَاجًا ﴿۱۶﴾

১৭. আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে ক্রমবর্ধমানরূপে উৎপন্ন করেছেন।

١٧۔ وَاللّٰهُ اَنۡۢبَتَكُمۡ مِّنَ الۡاَرۡضِ نَبَاتًا ۙ﴿۱۷﴾

১৮. তিনি আবার তোমাদেরকে মাটির মধ্যে ফিরিয়ে নিবেন, আবার পুরোপুরি বের করে আনবেন।

١٨۔ ثُمَّ يُعِيۡدُكُمۡ فِيۡهَا وَيُخۡرِجُكُمۡ اِخۡرَاجًا ﴿۱۸﴾

১৯. আল্লাহ ভূপৃষ্ঠকে তোমাদের জন্য বিছানার মতো পেতে দিয়েছেন,

١٩۔ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الۡاَرۡضَ بِسَاطًا ۙ﴿۱۹﴾

২০. যাতে তোমরা তার প্রশস্ত ও উন্মুক্ত পথসমূহে যাতায়াত করতে পারো।

٢٠۔ لِّتَسۡلُكُوۡا مِنۡهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿۲۰﴾

২১. নূহ বললেন, হে আমার প্রভু! তারা তো আমাকে অমান্য করেছে এবং এমন লোকের

٢١۔ قَالَ نُوۡحٌ رَّبِّ اِنَّهُمۡ عَصَوۡنِيۡ

www.pathagar.com

وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗٓ اِلَّا خَسَارًا ۝

অনুগামী হয়েছে যাদের ধন-সম্পদ ও আওলাদ-ফরজন্দ তাদের ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু বাড়ায়নি।

٢٢۔ وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ۝

২২. আর তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে।

٢٣۔ وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ۝

২৩. এবং তারা বলছে, তোমরা কখনো তোমাদের দেব-দেবীদের ত্যাগ করো না এবং ওয়াদ্দ, সুওয়া'আ, ইয়াগূছ, ইয়া'উক ও নাসরকেও কখনো ত্যাগ করো না।

٢٤۔ وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ج وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ۝

২৪. এরা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব আপনি যালেমদের পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই বাড়াবেন না।

٢٥۔ مِمَّا خَطِيْٓـَٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ۝

২৫. তাদের পাপাচারের কারণে তারা (প্লাবনে) নিমজ্জিত হলো, তারপর তাদেরকে দোযখে প্রবেশ করানো হলো। অতএব তারা আল্লাহ থেকে রক্ষা পাবার জন্য কোনো সাহায্যকারী পেলো না।

٢٦۔ وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ۝

২৬. নূহ আরো বললেন, প্রভু হে! পৃথিবীর বুকে কাফেরদের মধ্যকার কোনো অধিবাসীকেই তুমি অবশিষ্ট রেখো না।

٢٧۔ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۝

২৭. তুমি যদি তাদেরকে অবশিষ্ট রাখো তবে তারা তোমার বান্দাগণকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্মদান করবে কেবল দুষ্কৃতিকারী কাফের।

٢٨۔ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ۝

২৮. হে আমার প্রভু! আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে, যেসব লোক ঈমানদার হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করেছে তাদেরকে এবং ঈমানদার পুরুষদের ও ঈমানদার নারীদের ক্ষমা করে দাও আর যালেমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করো।

www.pathagar.com

৭২. সূরা আল-জিন

٧٢. سُوْرَةُ الْجِنِّ

আয়াত : ২৮; রুকূ' : ২; মক্কী

اٰيَاتُهَا :٢٨ ـ رُكُوْعٌ : ٢، مَكِّيَّةٌ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত লাভের প্রাথমিক কালে তাঁর উকাজ বাজারে যাবার প্রাক্কালে পথিমধ্যে তিনি ফজরের নামায পড়ছিলেন। একদল মুশরিক (অংশীবাদী) জিন তাঁর কুরআন তিলাওয়াত শুনে ইসলাম গ্রহণ করে। আলোচ্য সূরায় সেই ঘটনা বিবৃত হয়েছে। আর সূরা আহ্কাফের ২৯-৩২ আয়াতে উল্লেখিত জিনদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত ঘটনাটি নবুওয়াতের ১০ম বছর ঘটেছিল নাখলা নামক স্থানে। এই শেষোক্ত জিনেরা ছিল তাওরাত কিতাবের অনুসারী ঈমানদার জিন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

١. قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۙ﴿١﴾

১. আপনি বলুন, আমার নিকট ওহী পাঠানো হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে (কুরআন তিলাওয়াত) শুনেছে। তারপর তারা (নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে গিয়ে) বলেছে, আমরা অবশ্যই এক বিস্ময়কর কুরআন শুনে এসেছি।

٢. يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۙ﴿٢﴾

২. তা সঠিক পথে পরিচালিত করে। তাই আমরা তাতে ঈমান এনেছি এবং আমরা আর কখনো আমাদের প্রভুর সাথে কাউকে শরীক করবো না।

٣. وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۙ﴿٣﴾

৩. আরো এই যে, আমাদের প্রভুর মর্যাদা ও মহিমা সুউচ্চ। তিনি কাউকে স্ত্রী হিসেবেও গ্রহণ করেননি এবং সন্তান হিসেবেও নয়।

٤. وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۙ﴿٤﴾

৪. আরো এই যে, আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহ সম্পর্কে অবাস্তব কথাবার্তা বলে আসছিল।

٥. وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۙ﴿٥﴾

৫. আর আমরা ধারণা করেছিলাম যে, মানুষ ও জিন আল্লাহ সম্পর্কে কখনো মিথ্যা কথা বলে না।

٦. وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۙ﴿٦﴾

৬. আরো এই যে, মানুষের মধ্যকার কতক লোক জিনদের মধ্যকার কতক লোকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতো। এভাবে তারা জিনদের বোকামী ও অহংকার আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল।

www.pathagar.com

৭. وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۝٧

৭. আর তোমরা যেরূপ ধারণা পোষণ করতে মানুষও তদ্রূপ ধারণা পোষণ করতো যে, আল্লাহ কখনো কাউকে পুরনায় জীবিত করে উঠাবেন না।

৮. وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا ۝٨

৮. আরো এই যে, আমরা আকাশে অনুসন্ধান করতে চাইলাম, কিন্তু তা কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা পরিপূর্ণ পেলাম।

৯. وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۝٩

৯. আগে গোপনে শোনার জন্য আমরা আকাশের বিভিন্ন স্থানে বসতাম। কিন্তু এখন কেউ শোনতে চাইলে তার উপর নিক্ষেপের জন্য জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড প্রস্তুত দেখতে পাবে।

১০. وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝١٠

১০. আর আমরা বুঝতে পারছিলাম না, জগতবাসীর কি কোনো ক্ষতিসাধন করার সংকল্প করা হয়েছে, নাকি তাদের প্রভু তাদের আলোকিত পথ দেখাতে ইচ্ছা করেছেন ?

১১. وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۝١١

১১. আর আমাদের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক এর বিপরীত। আমরা বিভিন্ন পথের অনুসারী ছিলাম।

১২. وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۝١٢

১২. আমরা বুঝতে পেরেছি যে, পৃথিবীতে আমরা আল্লাহ্‌কে পরাভূত করতে পারবো না এবং পলায়ন করেও তাঁকে ব্যর্থ করতে পারবো না।

১৩. وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰٓى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ۝١٣

১৩. আর আমরা যখন হেদায়াতের বাণী শুনতে পেয়েছি তার উপর ঈমান এনেছি। অতএব যে ব্যক্তি তার প্রভুর উপর ঈমান আনবে তার ক্ষতি হবার এবং অত্যাচারিত হবার কোনো ভয় থাকবে না।

১৪. وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝١٤

১৪. আরো এই যে, আমাদের মধ্যে কিছু লোক মুসলমান এবং কিছু সংখ্যক আছে যালেম, সত্যবিমুখ। তবে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা আলোকিত পথের সন্ধান পেয়েছে।

www.pathagar.com

১৫. আর যালেম ও সত্যবিমুখরা হবে জাহান্নামের ইন্ধন।

١٥۔ وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ⑮

১৬. তারা যদি সঠিক পথে অবিচল থাকতো তবে আমি প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে সমৃদ্ধ করতাম,

١٦۔ وَّاَنْ لَّوِاسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ⑯

১৭. এর দ্বারা আমি তাদের পরীক্ষা করার জন্য। কেউ তার প্রভুর স্মরণ থেকে বিমুখ হলে তিনি তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করবেন।

١٧۔ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ط وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ⑰

১৮. আরো এই যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ্‌র (ঘর)। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অপর কিছুকে ডেকো না।

١٨۔ وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ⑱

১৯. আরো এই যে, আল্লাহ্‌র বান্দা যখন তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়ালো তখন তারা যেনো চারদিক থেকে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্ধত হলো।

١٩۔ وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ⑲

টীকা : রাসূলুল্লাহ (স) কা'বা ঘরের চত্বরে নামায পড়তে দাঁড়ালে কুরাইশ মূর্তিপূজারীরা তাঁকে বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত করতো এবং সুযোগমতো উত্যক্তও করতো।

২০. আপনি বলুন, আমি আমার প্রভুকেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না।

٢٠۔ قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّىْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ⑳

২১. আপনি আরো বলুন, তোমাদের ক্ষতিসাধন করার ক্ষমতাও আমার নেই এবং উপকার করারও (ক্ষমতা নেই)।

٢١۔ قُلْ اِنِّىْ لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ㉑

২২. আপনি আরো বলুন, আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে কেউ আমাকে মোটেই রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি আর কোনো আশ্রয়ও খুঁজে পাবো না।

٢٢۔ قُلْ اِنِّىْ لَنْ يُّجِيْرَنِىْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ㉒

২৩. তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পৌঁছে দেয়া এবং তাঁর বাণী প্রচার করাই আমার দায়িত্ব। যেসব

٢٣۔ اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ط وَمَنْ

www.pathagar.com

يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ﴿٢٣﴾

লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের জন্য রয়েছে দোযখের আগুন, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে।

٢٤۔ حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا ○

২৪. শেষ পর্যন্ত যখন তারা তাদের প্রতিশ্রুত শাস্তি দেখবে তখন বুঝতে পারবে যে, কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং কার দল সংখ্যায় কম।

٢٥۔ قُلْ اِنْ اَدْرِىْٓ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّىْٓ اَمَدًا ○

২৫. আপনি বলুন, আমি জানি না, তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা কি নিকটে এসে গেছে, নাকি আমার প্রভু এর জন্য দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করেছেন?

٢٦۔ عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٦﴾

২৬. তিনি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানী। অতএব তিনি কারো কাছে তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান প্রকাশ করেন না;

٢٧۔ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ﴿٢٧﴾

২৭. তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি তার সামনে ও পিছনে প্রহরী নিযুক্ত করেন–

٢٨۔ لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

২৮. তারা যে তাদের প্রভুর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন তা উপলব্ধি করার জন্য এবং তিনি তাদের সার্বিক অবস্থা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। আর তিনি প্রতিটি জিনিস গুণে গুণে হিসাব করে রেখেছেন।

www.pathagar.com

৭৩. সূরা আল-মুয্যাম্মিল (৩)

٧٤. سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلِ

আয়াত : ২০; রুকূ' : ২; মক্কী

اٰيَاتُهَا : ٢٠ ـ رُكُوْعٌ : ٢، مَكِّيَّةٌ

সকলের ঐকমত্য অনুসারে আলোচ্য সূরার প্রথম রুকূ' মক্কী জীবনের শুরুতে এবং একদল বিশেষজ্ঞের মতে দ্বিতীয় রুকূও' মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে। অপর দলের মতে শেষের রুকূ'টি মদীনায় নাযিল হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে চাদর মুড়ি দিয়ে শয়নকারী!

١ـ يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ﴿١﴾

২. সামান্য অংশ ব্যতীত বাকি রাত (তাহাজ্জুদ নামায) দাঁড়ান;

٢ـ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ﴿٢﴾

৩. রাতের অর্ধভাগ বা তা থেকে সামান্য কমান।

٣ـ نِّصْفَهٗٓ اَوِانْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۙ﴿٣﴾

৪. অথবা তার সাথে কিছুটা বাড়ান এবং ধীরে-সুস্থে স্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করুন।

٤ـ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۚ﴿٤﴾

টীকা : অর্থাৎ তাড়াহুড়া করে দ্রুত গতিতে কুরআন পড়ো না। রাসূলুল্লাহ (স) প্রতিটি শব্দ, এমনকি প্রতিটি হরফ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে পড়তেন (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আহ্‌মাদ)। হুযায়ফা (রা) বলেন, মহানবী (স) আল্লাহ্‌র প্রশংসা সম্বলিত আয়াত পড়াশেষে থেমে তাঁর প্রশংসাবাণী পড়তেন, দোয়া সংক্রান্ত আয়াত পড়াশেষে দোয়া করতেন এবং আশ্রয়প্রার্থনা সংক্রান্ত আয়াত পড়ার পর আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয়প্রার্থনা করতেন (মুসলিম, নাসাঈ)।

সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করার নির্দেশও এ আয়াতে দেয়া হয়েছে। তবে কেউ চেষ্টা করা সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত মানে শুদ্ধভাবে পড়তে না পারলেও কুরআন পড়া ছেড়ে দিবে না। সে চেষ্টা করতে থাকবে এবং এজন্য তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হবে (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা)।

৫. আমি অচিরেই আপনার উপর এক গুরুভার (গুরুত্বপূর্ণ) বাণী নাযিল করবো।

٥ـ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۝

৬. অবশ্যই রাত্রিজাগরণ প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক বেশি কার্যকর এবং (প্রার্থনার শব্দগুচ্ছ) উচ্চারণের উপযোগী।

٦ـ اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ۚ﴿٦﴾

৭. দিনের বেলা অবশ্যই আপনার অনেক ব্যস্ততা আছে।

٧ـ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۚ﴿٧﴾

৮. অতএব আপনি নিজ প্রভুর নামে স্মরণ করুন এবং নিবিড়ভাবে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হোন।

٨ـ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۚ﴿٨﴾

৯. তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভু। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। অতএব আপনি তাঁকেই কর্মবিধায়ক হিসেবে গ্রহণ করুন।

٩ـ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ۝

www.pathagar.com

১০. আর লোকেরা (কাফেররা) যা বলে বেড়ায় তাতে আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং ভদ্রতার সাথে তাদেরকে এড়িয়ে চলুন।

١٠۔ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ○

১১. মিথ্যা আরোপকারী এসব সম্পদশালী লোকদের সাথে বুঝাপড়ার বিষয়টি আপনি আমার উপর ছেড়ে দিন এবং এদেরকে সামান্য কালের জন্য অবকাশ দিন।

١١۔ وَذَرْنِىْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ○

১২. নিশ্চয়ই (এদের জন্য) আমার কাছে আছে শক্ত বেড়ি ও জ্বলন্ত আগুন;

١٢۔ اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ۝٧

১৩. এবং কণ্ঠনালীতে আটকে যাওয়া খাদ্য ও নির্মম শাস্তি।

١٣۔ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ۝٨

১৪. যেদিন গোটা পৃথিবী ও পর্বতমালা থর থর করে কেঁপে উঠবে এবং পর্বতমালা পরিণত হবে বিক্ষিপ্ত বালুকার স্তূপে।

١٤۔ يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ○

১৫. আমি অবশ্যই তোমাদের নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছি তোমাদের জন্য সাক্ষীরূপে, যেমন ফেরাউনের নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছিলাম।

١٥۔ اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ۝٩

১৬. কিন্তু ফেরাউন সেই রাসূলকে অমান্য করেছিল। ফলে আমি তাকে কঠোরভাবে গ্রেপ্তার করেছিলাম।

١٦۔ فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ○

১৭. যদি তোমরা কুফরী করো তবে যে দিনটি কিশোরকে বৃদ্ধি পরিণত করবে সেদিন তোমরা কিভাবে আত্মরক্ষা করবে?

١٧۔ فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ۝١٠

১৮. সেদিন অকাশ বিদীর্ণ হবে। তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই কার্যকর হবে।

١٨۔ السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ ط كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ○

১৯. নিশ্চয়ই এই কুরআন একটি উপদেশমালা। আতএব যে চায় সে তার প্রভুর দিকে পথ ধরুক।

١٩۔ اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ج فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ۝١١

টীকা : এখানে থেমে এভাবে দোয়া করা উচিৎ– "নাহ্নু নাত্তাখিযু ইলা রব্বিনা সাবীলা" (আমরা আমাদের প্রভুর দিকে পথ ধরছি)।

www.pathagar.com

২০. নিশ্চয় আপনার প্রভু জানেন যে, আপনি কখনো রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধরাত আবার কখনো এক-তৃতীয়াংশ রাত দাঁড়িয়ে থাকেন (তাহাজ্জুদ নামায পড়েন) এবং আপনার সাথের একটি দলও। আল্লাহ্ই রাত ও দিন নির্ধারণ করেন। তিনি জানেন যে, আপনারা এর যথাযথ হিসাব রাখতে পারবেন না। তাই তিনি আপনাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হয়েছেন। অতএব আপনাদের জন্য কুরআনের যতোটুকু পড়া সহজ হয় ততোটুকুই পড়ুন। তিনি জানেন যে, আপনাদের মধ্যে কতক রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে, অপর কতক আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে এবং অপর কতক আল্লাহ্র পথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। অতএব আপনাদের জন্য কুরআনের যতোটুকু পড়া সহজ হয় ততোটুকু পড়ুন এবং নামায কায়েম করুন, যাকাত পরিশোধ করুন এবং আল্লাহ্কে কর্য দিন উত্তম কর্য। তোমরা নিজেদের কল্যাণের জন্য উত্তম যা কিছু অগ্রিম পাঠাবে তা আল্লাহ্র নিকট পেয়ে যাবে। তা অধিক উত্তম এবং পুরস্কার হিসেবে অনেক বিরাট। আর তোমরা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

٢٠۔ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ط وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ط عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ط عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى لا وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ لا وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ز فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ لا وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ط وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ط وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٢٠

টীকা : দীন ইসলামের প্রচার-প্রসারে অর্থাৎ দাওয়াতী কাজে আত্মনিবেদিত ব্যক্তিগণের নৈতিক, মানবিক ও রূহানী শক্তি বৃদ্ধির উপায় এ সূরায় বলে দেয়া হয়েছে। সারা দিন তারা দাওয়াতী কাজ করবে আর গভীর রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার কাছে শক্তি, সাহায্য, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, প্রজ্ঞা ও দাওয়াতের কার্যকারিতা কামনা করবে।

www.pathagar.com

৭৪. সূরা আল-মুদ্দাসসির (৪) ٧٤. سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ

আয়াত : ৫৬; রুকূ' : ২; মক্কী اٰيَاتُهَا : ٥٦ ـ رُكُوْعٌ : ٢، مَكِّيَّةٌ

সূরার প্রথম সাতটি আয়াত সূরা আলাক-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হবার কিছুকাল পর নাযিল হয়েছে। পরবর্তী আয়াতগুলো প্রকাশ্যে ইসলামের প্রচার কাজ শুরু হওয়ার পর হজ্জের মওসুমে নাযিল হয়।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে কাপড় মুড়ি দিয়ে শয়নকারী! ١ـ يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۙ﴿١﴾

২. উঠে দাঁড়ান এবং সতর্ক করুন, ٢ـ قُمْ فَاَنْذِرْ ۙ﴿٢﴾

৩. আপনার প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন, ٣ـ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۙ﴿٣﴾

৪. আপনার পোশাক পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রাখুন, ٤ـ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۙ﴿٤﴾

৫. এবং অপবিত্রতা (মূর্তিপূজা) পরিহার করুন, ٥ـ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۙ﴿٥﴾

৬. আর অধিক পাবার আশায় অনুগ্রহ করবেন না, ٦ـ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۙ﴿٦﴾

৭. এবং আপনার প্রভুর (সন্তোষ লাভের জন্য) ধৈর্যধারণ করুন। ٧ـ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾

৮. সুতরাং যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, ٨ـ فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ ۙ﴿٨﴾

৯. সেই দিনটি হবে অত্যন্ত সংকটের দিন। ٩ـ فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ۙ﴿٩﴾

১০. তা কাফেরদের জন্য মোটেই সহজ হবে না। ١٠ـ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ۝

১১. যাকে আমি নিঃসঙ্গ সৃষ্টি করেছি তার বিষয়টি আমার উপর ছেড়ে দিন। ١١ـ ذَرْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ۙ﴿١١﴾

টীকা : ১১-২৬ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকৃষ্ট শত্রু ওলীদ ইবনে মুগীরার প্রতি ইংগিত করে কথা বলা হয়েছে। ৬৮ : ১০-১৬ আয়াত এবং তৎসংশ্লিষ্ট টীকাও পাঠ করুন।

১২. আমি তাকে দান করেছি অঢেল সম্পদ ١٢ـ وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ۙ﴿١٢﴾

১৩. এবং নিত্যসঙ্গী অনেক পুত্রসন্তান ١٣ـ وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ۙ﴿١٣﴾

১৪. এবং তাকে স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ দান করেছি। ١٤ـ وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ۙ﴿١٤﴾

১৫. তারপরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরো বেশি দান করি। ١٥ـ ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ۙ﴿١٥﴾

www.pathagar.com

১৬. কখনো নয়, সে তো আমার বাণীসমূহের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে।
١٦. كَلَّا ط اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ۝

১৭. অচিরেই আমি তাকে এক কঠিন স্থানে চড়াবো।
١٧. سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ۝

১৮. সে তো চিন্তা করলো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।
١٨. اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝

১৯. সে ধ্বংস হোক; কেমন করে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো!
١٩. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝

২০. আবার সে অভিশপ্ত হোক! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলো?
٢٠. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝

২১. তারপর সে তাকিয়ে দেখলো।
٢١. ثُمَّ نَظَرَ ۝

২২. তারপর সে ভ্রু কুঞ্চিত করলো এবং মুখ বিকৃত করলো।
٢٢. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝

২৩. তারপর সে পিছনে ফিরে গেলো এবং তাকাব্বরি করলো।
٢٣. ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝

২৪. তারপর বলতে লাগলো, এতো চিরাচরিত যাদু ছাড়া কিছুই নয়।
٢٤. فَقَالَ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ ۝

২৫. এতো মানুষেরই কথা।
٢٥. اِنْ هٰذَآ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝

২৬. আমি অচিরেই তাকে সাকার নামীয় দোযখে নিক্ষেপ করবো।
٢٦. سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ ۝

২৭. আপনি কি জানেন, সাকার কী?
٢٧. وَمَآ اَدْرٰكَ مَا سَقَرُ ۝

২৮. তা কাউকে (জীবিত) অবশিষ্ট রাখবে না এবং (মৃতও) ছেড়ে দিবে না।
٢٨. لَا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرُ ۝

২৯. তা শরীরের চামড়া দগ্ধকারী।
٢٩. لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ۝

৩০. সেখানে নিয়োজিত আছে উনিশজন প্রহরী।
٣٠. عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝

৩১. আমি ফেরেশতাদেরকেই দোযখের প্রহরী নিযুক্ত করেছি এবং তাদের সংখ্যাকে কাফেরদের জন্য করেছি পরীক্ষাস্বরূপ, যাতে আহলে কিতাবের (ইহূদী-খৃস্টান) দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়, আর যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমান যেনো বেড়ে যায়, আহলে কিতাব ও ঈমানদারগণ যেনো
٣١. وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ص وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا ۙ

www.pathagar.com

وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ؕ وَمَا هِىَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۝

সন্দেহ পোষণ না করে।[১] আর যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা এবং কাফেররা যেনো বলে, এই অভিনব কথার দ্বারা আল্লাহ কী বুঝাতে চেয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান সঠিক পথে চালান। আপনার প্রভুর বাহিনী সম্পর্কে তিনি ব্যতীত আর কেউই অবহিত নয়। এসব কথা তো মানুষের জন্য উপদেশবাণী।

টীকা-১ : বাইবেল এবং ইহুদী-খৃস্টানদের ধর্মীয় সাহিত্যে দোযখের উনিশজন প্রহরী ফেরেশতার উল্লেখ নেই। হয়তবা ছিলো, কিন্তু তারা বাইবেলের রদবদলকালে তা বাদ দিয়ে থাকবে। অথবা হতে পারে তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত ফেরেশতা, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি সম্পর্কে আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের স্পষ্ট ধারণা ছিলো, কিন্তু মক্কার মূর্তিপূজারীদের ছিলো না। তাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখে এসব কথা শুনে তাদের মনে তাঁর নবুওয়াত সম্পর্কে আস্থা সৃষ্টি হবে। এজন্য আয়াতে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে।

৩২. কখনো নয়, চাঁদের শপথ!

٣٢۔ كَلَّا وَالْقَمَرِ ۝

৩৩. আর রাতের শপথ, যখন তার অবসান হয়,

٣٣۔ وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ۝

৩৪. আর ভোরবেলার শপথ, যখন তা উজ্জ্বল হয়।

٣٤۔ وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ۝

৩৫. এটাও (দোযখ) অবশ্যই ভয়াবহ বিপদসমূহের একটি,

٣٥۔ اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ۝

৩৬. মানুষের জন্য সতর্কবাণী–

٣٦۔ نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ۝

৩৭. যে অগ্রসর হতে চায় এবং যে পিছু হটতে চায় তাদের সকলের জন্য।

٣٧۔ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ۝

৩৮. প্রত্যেক ব্যক্তি তার কার্যকলাপের সাথে দায়বদ্ধ,

٣٨۔ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۝

৩৯. ডান দিকের লোকজন ব্যতীত।

٣٩۔ اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ۝

৪০. তারা থাকবে জান্নাতসমূহে। তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে,

٤٠۔ فِىْ جَنّٰتٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ۝

www.pathagar.com

৪১. অপরাধী দুরাচারীদের সম্পর্কে।

٤١۔ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۙ﴿٤١﴾

৪২. কিসে তোমাদেরকে সাকার নামক দোযখে নিক্ষেপ করেছে?

٤٢۔ مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ ۝﴿٤٢﴾

৪৩. তারা বলবে, আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না,

٤٣۔ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۙ﴿٤٣﴾

৪৪. আমরা দুঃস্থ-গরীবদের খাদ্যদান করতাম না,

٤٤۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۙ﴿٤٤﴾

৪৫. আর আমরা (সত্যের বিরুদ্ধে) অপবাদ রটনাকারীদের সাথে একত্রে অপবাদ রটনা করতাম;

٤٥۔ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ۙ﴿٤٥﴾

৪৬. এবং আমরা প্রতিদান দিবসকে অবিশ্বাস করতাম।

٤٦۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۙ﴿٤٦﴾

৪৭. অবশেষে সেই নিশ্চিত বিষয় (মৃত্যু বা কিয়ামত) আমাদের নিকট এসে গেলো।

٤٧۔ حَتّٰٓى اَتٰنَا الْيَقِيْنُ ؕ﴿٤٧﴾

৪৮. সুতরাং সুপারিশকারীদের সুপারিশে তাদের কোনো ফায়দা হবে না।

٤٨۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ؕ﴿٤٨﴾

৪৯. এদের কী হলো যে, এরা উপদেশবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়?

٤٩۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ۙ﴿٤٩﴾

৫০. এরা যেনো পলায়নপর বন্য গাধার দল,

٥٠۔ كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۙ﴿٥٠﴾

৫১. সিংহের ভয়ে পালিয়ে যায়।

٥١۔ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ؕ﴿٥١﴾

৫২. বরং তাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই চায় যে, তাকে খোলা কিতাব ধরিয়ে দেয়া হোক।

টীকা : কাফেরদের দাবি ছিলো যে, কেবল মুহাম্মাদ (স)-কেই কিতাব দেয়া হবে কেনো? আমাদেরকেও দেয়া হোক।

٥٢۔ بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۙ﴿٥٢﴾

৫৩. কখনো নয়! বরং তারা আখেরাতকে ভয় করে না।

٥٣۔ كَلَّا ؕ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ؕ﴿٥٣﴾

৫৪. কখনো নয়! নিশ্চয়ই এই কুরআন এক উপদেশভাণ্ডার, স্মারক।

٥٤۔ كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ۚ﴿٥٤﴾

৫৫. অতএব যার ইচ্ছা হয় সে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক।

٥٥۔ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ؕ﴿٥٥﴾

৫৬. কিন্তু আল্লাহ্‌র মর্জি ব্যতীত তারা উপদেশ গ্রহণ সক্ষম হবে না। তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমা করার অধিকারী।

٥٦۔ وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۚ﴿٥٦﴾

www.pathagar.com

৭৫. সূরা আল-কিয়ামাহ (৩১) ٧٥ـ سُوْرَةُ الْقِيَامَةِ

আয়াত : ৪০; রুকূ' : ২; মক্কী اٰيَاتُهَا : ٤٠ ـ رُكُوْعٌ : ٢ ، مَكِّيَّةٌ

কোনো হাদীস বা সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্য এ সূরা নাযিল হওয়ার কাল সম্পর্কে বিদ্যমান নেই। তবে ১৫ নং আয়াতের ভিত্তিতে বলা যায়, এ সূরাও নবুওয়াতের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়ে থাকবে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. না, আমি শপথ করছি কিয়ামত দিবসের, ١ـ لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۝١

২. এবং না, আমি আরো শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার; ٢ـ وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝٢

৩. মানুষ কি ধারণা করে যে, আমি তার হাড়সমূহ একত্রে জোড়া লাগাতে পারবো না? ٣ـ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ۝٣

৪. কেনো নয়, আমি তো তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ (নখ) পর্যন্ত পুনর্বিন্যাস করতে সক্ষম। ٤ـ بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ۝

৫. বরং মানুষ তার আগামী জীবনেও পাপাচারে লিপ্ত থাকতে চায়। ٥ـ بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ۝٥

টীকা : অর্থাৎ পাপাচারী স্বৈরাচারী দুষ্কৃতিকারীরা যেভাবে লাগামহীন ও বাধা-বন্ধনহীন জীবন উপভোগ করে আসছে, ভবিষ্যতেও এভাবেই চলতে চায়। এ উদ্দেশ্যেই তারা আখেরাতমুখী নীতি-নৈতিকতা মেনে নিতে অস্বীকার করে।

৬. সে জিজ্ঞেস করে, কবে আসবে সেই কিয়ামতের দিনটি? ٦ـ يَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۝٦

৭. অতএব চোখ যখন স্থির হয়ে যাবে, ٧ـ فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝٧

৮. আর চাঁদ আলোহীন হয়ে পড়বে, ٨ـ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝٨

৯. এবং সূর্য ও চাঁদকে একত্র করা হবে, ٩ـ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝٩

১০. সেদিন মানুষ বলবে, পালাবার স্থান কোথায়? ١٠ـ يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ۝١٠

১১. কখনো নয়, কোনো আশ্রয় নেই। ١١ـ كَلَّا لَا وَزَرَ ۝١١

১২. সেদিন আপনার প্রভুর কাছেই অবস্থান। ١٢ـ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ نِ الْمُسْتَقَرُّ ۝١٢

১৩. সেদিন মানুষকে তার আগে করা এবং পিছনে রেখে যাওয়া কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হবে। ١٣ـ يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ۝١٣

www.pathagar.com

টীকা : মানুষ মারা যাওয়ার সাথে সাথেই তার ভালো-মন্দ কাজের প্রতিক্রিয়া শেষ হয়ে যায় না। সে ভালো কাজ করলে তার সওয়াব এবং তার দেখাদেখি যারা সেই ভালো কাজ করে তাদের সম-পরিমাণ সওয়াবও সে লাভ করে। পাপ কাজের বেলায়ও একই নিয়ম। অর্থাৎ মারা যাবার পরও মানুষ সওয়াব অথবা পাপ অর্জন করতে থাকে।

١٤۔ بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ۙ

১৪. বরং মানুষ তার নিজের সম্পর্কে সম্যক অবগত,

١٥۔ وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ؕ

১৫. সে যতোই অজুহাত পেশ করুক না কেনো।

١٦۔ لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ؕ

১৬. দ্রুত ওহী আয়ত্ত করার জন্য তার সাথে আপনার জিহ্বা সঞ্চালন করবেন না।

١٧۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ۚ

১৭. তা মুখস্থ করানো এবং পড়ানো অবশ্যই আমার দায়িত্ব।

١٨۔ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ۚ

১৮. অতএব আমি যখন তা পড়ি তখন আপনি সেই পড়া অনুসরণ করুন।

١٩۔ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ؕ

১৯. অতঃপর তা বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমারই।

٢٠۔ كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ۙ

২০. না, বরং তোমরা দ্রুত লাভ করা যায় এমন জিনিসকেই (পার্থিব জীবন) ভালোবাসো;

٢١۔ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ؕ

২১. এবং আখেরাতকে উপেক্ষা করো।

٢٢۔ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۙ

২২. সেদিন কতক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল।

٢٣۔ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۚ

২৩. তারা তাদের প্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকবে।

٢٤۔ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۙ

২৪. আর সেদিন কতক মুখমণ্ডল হবে উদাস-বিবর্ণ,

٢٥۔ تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ؕ

২৫. সে ভাবতে থাকবে যে, তার সাথে কঠোর আচরণ করা হবে।

٢٦۔ كَلَّاۤ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِىَ ۙ

২৬. কখনো নয়, যখন প্রাণবায়ু কণ্ঠাগত হবে;

٢٧۔ وَقِيْلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ۙ

২৭. এবং বলা হবে, কোন্ ঝাড়ফুঁককারী তাকে রক্ষা করবে?

٢٨۔ وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ۙ

২৮. সে বুঝে ফেলবে, এখন অবশ্যই বিদায়ের পালা।

٢٩۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۙ

২৯. আর পায়ের সাথে পা জড়িয়ে যাবে।

www.pathagar.com

৩০. সেদিন যাত্রা হবে আপনার প্রভুর দিকে। ٣٠- اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِالْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾

টীকা : ২৬-৩০ আয়াতে প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবার সময়কার অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে।

৩১. সে বিশ্বাসও করেনি এবং নামাযও পড়েনি, ٣١- فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلّٰى ﴿٣١﴾

৩২. বরং সে অবিশ্বাস করেছে এবং পশ্চাদপদ হয়েছে। ٣٢- وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿٣٢﴾

৩৩. তারপর গর্বিত ভঙ্গিতে নিজ পরিবারে ফিরে গিয়েছে। ٣٣- ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ﴿٣٣﴾

৩৪. দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ! ٣٤- اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٤﴾

৩৫. তারপরও দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ। ٣٥- ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٥﴾

৩৬. মানুষ কি কল্পনা করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে? ٣٦- اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾

৩৭. সে কি এক বিন্দু স্খলিত বীর্য ছিলো না? ٣٧- اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ﴿٣٧﴾

৩৮. তারপর সে ঘনীভূত রক্তপিণ্ডে পরিণত হলো, তারপর আল্লাহ তাকে সুষম ও সুগঠিত আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ٣٨- ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٣٨﴾

৩৯. অতঃপর তিনি তা থেকে নারী-পুরুষের যুগল সৃষ্টি করেন। ٣٩- فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٣٩﴾

৪০. এরপরও কি তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন? ٤٠- اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى ﴿٤٠﴾

টীকা : শেষোক্ত আয়াত পড়ার পর বলবে, 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ফাবালা'। হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র-মহান, হাঁ, অবশ্যই।

www.pathagar.com

৭৬. সূরা আদ-দাহর (৯৮) ٧٦. سُوْرَةُ الدَّهْرِ

আয়াত : ৩১; রুকূ' : ২; মাদানী اٰيَاتُهَا : ٣١، رُكُوْعٌ : ٢، مَدَنِيَّةٌ

সর্বাধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরকারের মতে সূরাটি মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে। কিছু সংখ্যক মুফাসসিরের মতে এটি মদীনায় নাযিল হয়। আবার কারো কারো মতে এটি মক্কী সূরা হলেও ৮-১০ আয়াত মদীনায় নাযিল হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. মানুষের উপর দিয়ে কি মহাকালের এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলো না ?

١- هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ○

২. আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত শুক্রবিন্দু থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। (এ উদ্দেশ্যে) আমি তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করেছি।

٢- اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ق نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○

৩. আমি অবশ্যই তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছি : হয় সে হবে শোকরগোজার অথবা নাশোকর (অকৃতজ্ঞ)।

٣- اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ○

৪. নিশ্চয়ই আমি কাফেরদের জন্য শিকল, বেড়ি ও জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি।

٤- اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلاَ وَّاَغْلٰلاً وَّسَعِيْرًا ○

৫. ধার্মিক লোকেরা অবশ্যই পানপাত্র থেকে কর্পূর মিশ্রিত পানীয় পান করবে।

٥- اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۝

৬. একটি ঝর্ণা, আল্লাহ্‌র বান্দাগণ তা থেকে পান করবে। তারা একে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে।

٦- عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ○

৭. তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেই দিনের ভয় করে যার বিপর্যয় হবে ব্যাপক।

٧- يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ○

৮. আর তারা আল্লাহপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অভাবগ্রস্ত,

٨- وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ

www.pathagar.com

ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার করায়।

مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ○

টীকা : বিকল্প অর্থ– "খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার করায়"।

৯. কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই আমরা তোমাদেরকে খাদ্যদান করি। আমরা তোমাদের থেকে প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা কোনোটাই আশা করি না।

٩۔ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ○

১০. আমরা অবশ্যই আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে কঠিন বিপর্যয়কর দিনের আশঙ্কা করি।

١٠۔ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ○

১১. এর ফলে আল্লাহ তাদেরকে সেই দিনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন এবং দান করবেন আনন্দ ও সজীবতা।

١١۔ فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ۝

১২. তারা যে ধৈর্যধারণ করেছে তার পুরস্কার হিসেবে তিনি তাদেরকে দান করবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক।

١٢۔ وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ۝

১৩. তারা সেখানে সুসজ্জিত উচ্চ আসনসমূহে হেলান দিয়ে বসে থাকবে। তারা সেখানে অত্যধিক গরম অথবা প্রচণ্ড শীত অনুভব করবে না।

١٣۔ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ۝

১৪. তাদের উপর জান্নাতের গাছপালার ছায়া বিস্তারিত থাকবে এবং তার ফলমূল তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে।

١٤۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ○

১৫. তাদের সামনে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে ও স্ফটিকের পেয়ালায়;

١٥۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ۝

১৬. রূপার মতো সাদা স্ফটিক (পাত্রে)। পরিবেশনকারীরা তা যথাযথভাবে পরিপূর্ণ করে ভরে দিবে।

١٦۔ قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ○

১৭. সেখানে তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে আদা মিশ্রিত পানীয়।

١٧۔ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ۝

www.pathagar.com

١٨۔ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ○

১৮. এটি জান্নাতের সালসাবীল নামীয় একটি ঝর্ণা।

١٩۔ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ج اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ○

১৯. আর চিরকিশোরেরা ঘুরে ঘুরে তাদেরকে (পানীয়) পরিবেশন করবে। তুমি তাদেরকে যখন দেখবে, তোমার ধারণা হবে তারা যেনো ছড়িয়ে থাকা মণিমুক্তা।

٢٠۔ وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ○

২০. আর যখন তুমি তাকাবে, দেখতে পাবে (জান্নাত) ভোগসামগ্রীতে পরিপূর্ণ এবং এক বিশাল সাম্রাজ্য।

٢١۔ عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ ز وَّحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ج وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ○

২১. তাদের পরিধানে থাকবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশমী ও মোটা রেশমী বস্ত্র। তাদেরকে রূপার কঙ্কনে ভূষিত করা হবে এবং তাদের প্রভু তাদেরকে অতি পবিত্র পানীয় পান করাবেন।

٢٢۔ اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ۞

২২. এটাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের (পার্থিব জীবনের) চেষ্টা-সাধনার মূল্যায়ন করা হয়েছে।

٢٣۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ۞

২৩. নিশ্চয়ই আমি এই কুরআন নাযিল করেছি পর্যায়ক্রমে, ধারাবাহিক ভাবে।

٢٤۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ۞

২৪. অতএব আপনি ধৈর্যের সাথে নিজ প্রভুর আদেশ পালন করুন এবং ওদের মধ্যকার দুষ্কৃতিকারী ও অবাধ্যাচারীর কথা মানবেন না;

٢٥۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۞

২৫. এবং সকাল-সাঁজে আপনার প্রভুর নাম স্মরণ করুন,

٢٦۔ وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ○

২৬. আর রাতের কিছুক্ষণ তাঁকে সিজদা করুন এবং দীর্ঘ রাত ধরে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করুন (তাহাজ্জুদ নামায পড়ুন)।

টীকা : বুকরাহ-সকালবেলা, আসীল-মধ্যাহ্ন থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়। আয়াত দু'টিতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও তাহাজ্জুদ নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

٢٧۔ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ

২৭. এসব লোক যা দ্রুত লাভ করা যায় তা

www.pathagar.com

وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلاً ○

(পার্থিব জীবন) ভালোবাসে এবং তাদের সামনে যে কঠিন ভয়াবহ দিন আসছে তা উপেক্ষা করে।

٢٨۔ نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ج وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلاً ○

২৮. আমিই তাদের সৃষ্টি করেছি এবং তাদের দেহের গ্রন্থিসমূহ সুদৃঢ় করেছি। আবার আমি যখন ইচ্ছা করবো তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবো।

টীকা : অথবা "তাদের আকার-আকৃতি একেবারে পরিবর্তন করে দিবো"।

٢٩۔ اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ج فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلاً ○

২৯. এই কুরআন অবশ্যই একটি স্মারক, উপদেশমালা। অতএব যার ইচ্ছা হয় সে তার প্রভুর দিকে পথ ধরুক।

টীকা : আয়াতটি পড়ার পর এভাবে বলা উচিৎ : "নাহ্নু নাত্তাখিযু ইলা রব্বিনা সাবীলা" (আমরা অবশ্যই আমাদের প্রভুর দিকে পথ ধরলাম)।

٣٠۔ وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

৩০. তোমরা চাইলেই হবে না, যদি আল্লাহ না চান। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী পরম প্রজ্ঞাময়।

٣١۔ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ط وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

৩১. তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমত ও করুণার মধ্যে দাখিল করেন। আর স্বৈরাচারী যালেমরা, তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মর্মান্তিক শাস্তি।

মহানবীর (স) মহাবাণী

مَا اُحِبُّ اَنِّىْ حَكَيْتُ اَحَدًا وَاَنَّ لِىْ كَذَا وَكَذَا.

"আমাকে এই এই পরিমাণ মাল দিলেও আমি কারো নকল সাজা বা অনুকরণ করা পছন্দ করি না" (তিরমিযী, রিকাক, বাব ৫৩, নং ২৪৪৫; আবু দাউদ, আদাব, বাব ৩৫, নং ৪৮৭৫)।

www.pathagar.com

৭৭. সূরা আল-মুরসালাত (৩৩)

٧٧. سُوْرَةُ الْمُرْسَلٰت

আয়াত : ৫০; রুকূ' : ২; মক্কী

اٰيَاتُهَا : ٥٠ ـ رُكُوْعٌ : ٢، مَكِّيَّةٌ

নবুওয়াতী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে এ সূরা, সূরা কিয়ামাহ, দাহর, নাবা ও নাযিআত নাযিল হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١ـ وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۝١

১. শপথ একের পর এক সঞ্চালিত বায়ুপ্রবাহের !

٢ـ فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۝٢

২. আর প্রচণ্ড বেগে বহমান ঝঞ্ঝাবায়ুর।

٣ـ وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۝٣

৩. শপথ মেঘমালাকে সঞ্চালনকারী বাতাসের,

٤ـ فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۝٤

৪. আর মেঘমালাকে ছিন্নবিচ্ছিন্নকারী বাতাসের,

٥ـ فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۝٥

৫. যারা মানুষের মনে উপদেশ পৌছিয়ে দেয় তাদের শপথ,

٦ـ عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۝٦

৬. যা (মানুষের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনার কারণ হয় অথবা হয় সাবধানকারী,

٧ـ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ۝٧

৭. তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।

٨ـ فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۝٨

৮. অতএব তারকাসমূহ যখন আলোহীন হয়ে যাবে,

٩ـ وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ۝٩

৯. আসমান যখন বিদীর্ণ হবে,

١٠ـ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۝١٠

১০. যখন পর্বতমালা চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে,

١١ـ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ۝١١

১১. যখন রাসূলগণকে উপস্থিত হওয়ার সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে,

١٢ـ لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ۝١٢

১২. এসব কিছু মুলতবি রাখা হয়েছে কোন্ দিনের জন্য ?

١٣ـ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝١٣

১৩. বিচার দিবসের জন্য।

١٤ـ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝١٤

১৪. বিচার দিবস কি তা আপনি জানেন কী ?

www.pathagar.com

১৫. সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

١٥۔ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

১৬. আমি কি আগেকার কালের (মিথ্যাবাদী) জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করিনি?

١٦۔ اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ⑯

১৭. আবার পরবর্তী জনগোষ্ঠীকে তাদের অনুগামী করে দিবো।

١٧۔ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ○

১৮. অপরাধী জনগোষ্ঠীর সাথে আমি এরূপ আচরণই করে থাকি।

١٨۔ كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ○

১৯. সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

١٩۔ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

২০. আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি?

٢٠۔ اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ⑳

২১. আমি তা রেখে দিয়েছি এক নিরাপদ আধারে,

٢١۔ فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ㉑

২২. একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত।

٢٢۔ اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ㉒

২৩. আমি (তা) নির্ধারণ করেছি। অতএব নির্ধারকদের মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠ।

٢٣۔ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ○

২৪. সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

٢٤۔ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

২৫. আমি কি পৃথিবীকে ধারণ ক্ষমতার অধিকারী বানাইনি–

٢٥۔ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ㉕

২৬. জীবিত ও মৃত উভয়ের জন্য?

٢٦۔ اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ㉖

২৭. আমি তাতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় সুউচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদেরকে পান করিয়েছি সুপেয় পানি।

٢٧۔ وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ㉗

২৮. সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

٢٨۔ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

২৯. তোমরা যাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করতে (এখন) তার দিকে যাও।

٢٩۔ اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ㉙

৩০. চলো তোমরাও তিন শাখাবিশিষ্ট ছায়ার (ধোঁয়ার) দিকে,

٣٠۔ اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِيْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ㉚

৩১. যে ছায়া ঠাণ্ডাও নয় এবং অগ্নিশিখা থেকেও রক্ষা করে না।

٣١۔ لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِيْ مِنَ اللَّهَبِ ㉛

www.pathagar.com

৩২. সেই আগুন অট্টালিকাসম বিরাটাকার স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে।
৩৩. (মনে হবে) তা যেনো হলুদ বর্ণের উট।

٣٢. اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۞
٣٣. كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ۝

৩৪. সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।
৩৫. এটি এমন একটি দিন, তারা মুখ খুলতেও পারবে না;
৩৬. এবং তাদেরকে ওজর পেশ করার সুযোগও দেয়া হবে না।
৩৭. সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

٣٤. وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝
٣٥. هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ۞
٣٦. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ۝
٣٧. وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

৩৮. এটা চূড়ান্ত রায় প্রদানের দিন, আমি তোমাদেরকে এবং পূর্বকালের লোকজনকে একত্র করেছি।
৩৯. অতএব তোমাদের কোনো অপকৌশল থাকলে তা তোমরা আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করো।
৪০. সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

٣٨. هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ۝
٣٩. فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ۝
٤٠. وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۞

৪১. নিশ্চয়ই ধার্মিকগণ থাকবে ছায়াঘেরা ঝর্ণাসমূহ বেষ্টিত স্থানে।
৪২. এবং তাদের চাহিদামতো প্রাপ্য ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে,
৪৩. তোমরা যে আমল করেছিলে তার বদলে পরিতৃপ্ত হয়ে পানাহার করো।

٤١. اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ ۞
٤٢. وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ۞
٤٣. كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

৪৪. আমি এভাবেই উত্তম লোকদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকি।
৪৫. সেই দিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।
৪৬. তোমরা (কাফেররা) অল্পকাল আহার করো ও ভোগবিলাসে মত্ত থাকো, নিশ্চয়ই তোমরা দুষ্কৃতিকারী।

٤٤. اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝
٤٥. وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝
٤٦. كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ۝

www.pathagar.com

৪৭. সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

٤٧۔ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

৪৮. যখন তাদের বলা হয়েছিল, তোমরা রুকূ' করো (নামায পড়ো), তখন তারা রুকূ' করেনি।

٤٨۔ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لاَ يَرْكَعُوْنَ ○

৪৯. সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

٤٩۔ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

টীকা : আল্লাহ তায়ালা আয়াতটি দশবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। মিথ্যাবাদী, জালিয়াত, প্রতারকরা সাবধান হও। আল্লাহ্‌র বাণী থেকে উপদেশ গ্রহণ করে সংশোধন হও, খাঁটি ঈমানদার হওয়ার চেষ্টা করো।

৫০. এই কুরআনের পর তারা আর কোন কথায় ঈমান আনবে?

٥٠۔ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ۞

মহানবীর (স) মহাবাণী

لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ اٰدَمَ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا اَبْلاَهُ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا اَنْفَقَهُ وَمَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ.

"পাঁচটি বিষয়ের জবাবদিহি না করা পর্যন্ত আদম-সন্তান তার পা দু'টি (কিয়ামতের দিন স্বস্থান থেকে) একটুও সরাতে পারবে না– (১) তার জীবনকাল কিসে নিঃশেষ করেছে, (২) তার যৌবনকাল কোন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেছে, (৩) তার ধন-সম্পদ কি উপায়ে উপার্জন করেছে ও (৪) কোন কাজে তা ব্যয় করেছে এবং (৫) তার অর্জিত জ্ঞান কতোটা কাজে লাগিয়েছে" (তিরমিযী)।

www.pathagar.com

৭৮. সূরা আন-নাবা (৮০) ٧٨. سُوْرَةُ النَّبَا

আয়াত : ৪০; রুকূ' : ২; মক্কী اٰيَاتُهَا : ٤٠، رُكُوْعٌ : ٢، مَكِّيَّةٌ

আলোচ্য সূরা এবং পরবর্তী সূরাটি মক্কী অধ্যায়ের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। ৩০ নং পারার প্রায় সবগুলো সূরাই নবুওয়াত লাভের পরপর ধারাবাহিকভাবে নাযিল হতে থাকে। তাই পরবর্তী সূরাগুলোর নাযিলের সময়-কাল সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে কিছু যোগ করা হলো না।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١. عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝

১. লোকজন পরস্পর কী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে ?

٢. عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ ۝١

২. সেই ভয়ংকর মহাসংবাদ (কিয়ামত) সম্পর্কে ?

٣. الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۝٢

৩. যে বিষয়ে তারা পরস্পর বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত আছে।

٤. كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٣

৪. কখনো নয়, অচিরেই তারা জানতে পারবে।

٥. ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝

৫. আবার কখনো নয়, অচিরেই তারা জানতে পারবে।

٦. اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۝٤

৬. আমি কি পৃথিবীকে বিছানা বানাইনি ?

٧. وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۝٥

৭. এবং পবর্তমালাকে পেরেকের মতো গেড়ে দেইনি ?

٨. وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۝٦

৮. এবং আমি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি,

٩. وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝٧

৯. আর তোমাদের ঘুমকে করেছি শান্তির বাহন,

١٠. وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۝٨

১০. রাতকে করেছি আবরণ,

١١. وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝ص

১১. এবং দিনকে করেছি জীবিকা সংগ্রহের সময়।

١٢. وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝٩

১২. আমি তোমাদের উপরে সাতটি মজবুত আকাশ সৃষ্টি করেছি,

١٣. وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۝١٠

১৩. এবং আমি অত্যন্ত উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত প্রদীপের (সূর্য) ব্যবস্থা করেছি।

١٤. وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۝١١

১৪. আর আমি মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করছি।

www.pathagar.com

১৫. এর সাহায্যে আমি উৎপন্ন করি শস্য, গাছপালা,

١٥۔ لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۙ

১৬. এবং নিবিড় বাগানসমূহ।

١٦۔ وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ؕ

১৭. নিশ্চয়ই বিচারের দিনটি নির্ধারিত হয়ে আছে।

١٧۔ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۙ

১৮. সেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে এসে উপস্থিত হবে (হাশরের ময়দানে)।

١٨۔ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ۙ

১৯. আর আকাশকে উন্মুক্ত করা হবে, ফলে তা হবে বহু দরজাবিশিষ্ট।

١٩۔ وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۙ

২০. আর পর্বতমালাকে গতিশীল করা হবে, ফলে তা মরীচিকায় পরিণত হবে।

٢٠۔ وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ؕ

২১. নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওঁৎ পেতে আছে,

٢١۔ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۙ

২২. যা বিদ্রোহী ও সীমালংঘনকারীদের আবাস।

٢٢۔ لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ۙ

২৩. সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে।

٢٣۔ لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ۚ

২৪. সেখানে তারা না ঠাণ্ডার আর না পানীয় দ্রব্যের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে,

٢٤۔ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۙ

২৫. ফুটন্ত পানীয় ও পুঁজ ব্যতীত।

٢٥۔ اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ۙ

২৬. যেমন কর্ম তেমন ফল।

٢٦۔ جَزَآءً وِّفَاقًا ؕ

২৭. তারা কখনো হিসাব-নিকাশের আশা করতো না

٢٧۔ اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ۙ

২৮. এবং তারা দৃঢ়তার সাথে আমার বিধানসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিলো।

٢٨۔ وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ؕ

২৯. আর আমি সবকিছু গুনে গুনে লিখিত আকারে সংরক্ষণ করেছি।

٢٩۔ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ۝

৩০. অতএব তোমরা (শাস্তির) স্বাদ গ্রহণ করো। আমি তোমাদের জন্য শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছুই করবো না।

٣٠۔ فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ۩

www.pathagar.com

৩১. নিশ্চয়ই আল্লাহভীরুদের জন্য রয়েছে সফলতা,

٣١۔ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ۙ﴿٣١﴾

৩২. বাগ-বাগিচা ও আঙ্গুর,

٣٢۔ حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ۙ﴿٣٢﴾

৩৩. যৌবনদীপ্ত সমবয়সী তরুণীরা,

٣٣۔ وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ۙ﴿٣٣﴾

৩৪. এবং উচ্ছসিত পানপাত্র।

٣٤۔ وَّكَاْسًا دِهَاقًا ؕ﴿٣٤﴾

৩৫. তারা সেখানে আজেবাজে ও মিথ্যা কথা শুনবে না।

٣٥۔ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ۚ﴿٣٥﴾

৩৬. প্রতিদান ও অযাচিত পুরস্কার আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে,

٣٦۔ جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ۙ﴿٣٦﴾

৩৭. সেই পরম করুণাময়ের পক্ষ থেকে যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর মালিক, যাঁর নিকট আবেদন-নিবেদনের শক্তি তাদের থাকবে না।

٣٧۔ رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ۚ﴿٣٧﴾

৩৮. সেদিন রূহ (জিবরীল) ও ফেরেশতাগণ কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়াবে। পরম করুণাময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্যরা কথা বলতে পারবে না এবং সেও খাঁটি কথা বলবে।

٣٨۔ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۙ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾

৩৯. এই দিনটি সুনিশ্চিতভাবেই আসবে। অতএব যার ইচ্ছা সে যেনো তার প্রভুর দিকে যাওয়ার পথ ধরে।

٣٩۔ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾

টীকা : আয়াতটি পড়ার পর দোয়া করবে, "নাহ্নু নাত্তাখিযু ইলা রব্বিনা মাআবা" (আমরা আমাদের প্রভুর দিকে যাবার পথ ধরলাম)।

৪০. নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে এক অতি নিকটবর্তী শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার যাবতীয় কার্যকলাপ দেখতে পাবে এবং অবাধ্যাচারী কাফের ব্যক্তি বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।

٤٠۔ اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾

www.pathagar.com

৭৯. সূরা আন-নাযিআত (৮১)

আয়াত : ৪৬; রুকূ' : ২; মক্কী

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

٧٩. سُوْرَةُ النّٰزِعٰتِ

اٰيَاتُهَا : ٤٦، رُكُوْعٌ : ٢، مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١. وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۝١

১. শপথ তাদের যারা নির্মমভাবে উৎপাটন করে,

٢. وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۝٢

২. যারা আস্তে-ধীরে বন্ধনমুক্ত করে দেয় তাদের শপথ,

٣. وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۝٣

৩. যারা দ্রুত গতিতে সাতার কাটে তাদের শপথ,

٤. فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۝٤

৪. যারা সবেগে এগিয়ে যায় তাদের শপথ,

٥. فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۝٥

৫. অতঃপর যারা সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তাদের শপথ।

٦. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝٦

৬. যেদিন প্রচণ্ড ভূ-কম্পন ঝাঁকুনি দিবে,

٧. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝٧

৭. একে অনুসরণ করবে পরবর্তী ভূ-কম্পন।

٨. قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝٨

৮. সেদিন কতক অন্তর ভয়ে কাঁপতে থাকবে,

٩. اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝٩

৯. তাদের দৃষ্টিশক্তি হবে ভীত-সন্ত্রস্ত।

١٠. يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ۝١٠

১০. তারা জিজ্ঞেস করে, সত্যিই কি আমাদেরকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে?

١١. ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝١١

১১. যখন আমরা কিনা পচা-গলা হাড়ে পরিণত হয়ে যাবো?

١٢. قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝١٢

১২. তারা বলে, যদি হয় তবে তা তো হবে সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন।

١٣. فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝١٣

১৩. অথচ এটা তো এক গলদগম্ভীর হুমকি।

١٤. فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝١٤

১৪. তাতে সহসাই তারা একটি উন্মুক্ত মাঠে উপস্থিত হবে।

١٥. هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۝١٥

১৫. আপনার নিকট কি মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে?

www.pathagar.com

١٦۔ اِذْ نَادٰهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۚ

১৬. যখন তার প্রভু তাকে পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় ডেকে বললেন,

١٧۔ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۚ

১৭. আপনি ফেরাউনের নিকট যান, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে।

١٨۔ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ۙ

১৮. আপনি তাকে বলুন, তোমার কি পবিত্র হওয়ার ইচ্ছা আছে ?

١٩۔ وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ۚ

১৯. এবং আমি তোমাকে তোমার প্রভুর পথ দেখাবো, যাতে তোমার ভেতরে (তাঁর) ভয় জাগ্রত হয় ?

٢٠۔ فَاَرٰهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ۚ

২০. অতএব তিনি তাকে অতি বড়ো নিদর্শন দেখালেন।

٢١۔ فَكَذَّبَ وَعَصٰى ۚ

২১. কিন্তু সে তা অবিশ্বাস করে প্রত্যাখ্যান করলো এবং অবাধ্যাচারী হলো।

٢٢۔ ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ۚ

২২. অতঃপর পিছনে ফিরে গিয়ে (নিদর্শনের মোকাবিলা করার জন্য) সচেষ্ট হলো।

٢٣۔ فَحَشَرَ فَنَادٰى ۚ

২৩. সে সকলকে একত্র করে ঘোষণা করে

٢٤۔ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ۚ

২৪. বললো, আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু।

٢٥۔ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ؕ

২৫. অতঃপর আল্লাহ তাকে আখেরাতে ও দুনিয়াতে কঠোর শাস্তিতে পাকড়াও করলেন।

٢٦۔ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۚ

২৬. নিশ্চয়ই এই ঘটনায় যে (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে তার জন্য শিক্ষণীয় উপদেশ রয়েছে।

٢٧۔ ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰهَا ۞

২৭. তোমাদের সৃষ্টি করা কি কঠিনতর না আকাশ সৃষ্টি ? তিনিই তা নির্মাণ করেছেন।

٢٨۔ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا ۙ

২৮. তিনি তার ছাদ সুউচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন।

٢٩۔ وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا ۚ

২৯. তিনি তার রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং তার দিনকে আলোকোজ্জ্বল করেছেন।

٣٠۔ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ؕ

৩০. এরপর পৃথিবীকে সুবিস্তৃত করেছেন।

٣١۔ اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰهَا ۚ

৩১. তিনি তার ভেতর থেকে তার পানি ও উদ্ভিদ বের করেছেন;

٣٢۔ وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا ۙ

৩২. এবং পর্বতমালাকে সুদৃঢ়ভাবে গেড়ে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

৩৩. এসব কিছু তোমাদের এবং তোমাদের গবাদি পশুর প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

৩৪. অতএব যখন মহাবিপর্যয় ঘটবে,

৩৫. সেদিন মানুষ তার যাবতীয় কার্যক্রম স্মরণ করবে;

৩৬. এবং প্রত্যেক দর্শকের সামনে জাহান্নামকে উন্মুক্ত করে তুলে ধরা হবে।

৩৭. অতএব যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে,

৩৮. এবং পার্থিব জীবনকে (আখেরাতের উপর) অগ্রাধিকার দিয়েছে,

৩৯. জাহান্নামই হবে তার আশ্রয়স্থান।

৪০. আর যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে হাজির হওয়ার ভয়ে ভীত থেকেছে এবং নিজেকে প্রবৃত্তির লালসা থেকে বিরত রেখেছে,

৪১. জান্নাতই হবে তার আশ্রয়স্থান।

৪২. লোকজন আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, তা কখন সংঘটিত হবে?

৪৩. সেই মুহূর্তটি বলার সাথে আপনার কী সম্পর্ক?

৪৪. এর পরম জ্ঞান তো আল্লাহ্‌র কাছে সীমাবদ্ধ।

৪৫. যে ব্যক্তি সেটির ভয়ে ভীত আপনি কেবল তাকে সতর্ককারী।

৪৬. যেদিন তারা তা প্রত্যক্ষভাবে দেখবে সেদিন তারা উপলব্ধি করবে যে, তারা যেনো (পৃথিবীতে বা মৃত অবস্থায়) মাত্র একটি বিকেল বা একটি সকালই অবস্থান করেছে।

٣٣۔ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ؕ

٣٤۔ فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ۚ

٣٥۔ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ۙ

٣٦۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ۝

٣٧۔ فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ۙ

٣٨۔ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۙ

٣٩۔ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى ؕ

٤٠۔ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۙ

٤١۔ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ؕ

٤٢۔ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ؕ

٤٣۔ فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا ؕ

٤٤۔ اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ؕ

٤٥۔ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا ؕ

٤٦۔ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا ۝

www.pathagar.com

৮০. সূরা আবাসা (২৪) ٨٠. سُوْرَةُ عَبَسَ

আয়াত : ৪২; রুকূ' : ১; মক্কী اٰيَاتُهَا : ٤٢ ـ رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

সূরাটি নবুওয়াতী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। কুরাইশ নেতা উতবা, শায়বা, আবু জেহেল, উমাইয়া ইবনে খালাফ, উবাই ইবনে খালাফ প্রমুখ রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে একটি সমঝোতার প্রস্তাব নিয়ে আসে। আলোচনা চলাকালে অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) এসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে দীন ইসলাম সম্পর্কে জানতে চান। তাতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় বিঘ্ন ঘটায় তিনি কিছুটা বিরক্ত হন। এই প্রসঙ্গে সূরাটি নাযিল হয়।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. তিনি ভ্রু সংকুচিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন।
١ـ عَبَسَ وَتَوَلّٰى ۝١

২. এজন্য যে, তার নিকট অন্ধ লোকটি এসেছে।
٢ـ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۝٢

৩. আপনি কিভাবে জানবেন যে, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো?
٣ـ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى ۝٣

৪. অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো, ফলে উপদেশ তার উপকারে আসতো।
٤ـ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۝٤

৫. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বেপরোয়া ভাব দেখায়,
٥ـ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۝٥

৬. আপনি তার প্রতি মনোযোগী হয়েছেন।
٦ـ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۝٦

৭. অথচ সে যদি পরিশুদ্ধ না হয় তাতে আপনার কোনো দায়দায়িত্ব নেই।
٧ـ وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ۝٧

৮. আর যে ব্যক্তি আপনার নিকট ছুটে এলো
٨ـ وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ۝٨

৯. এবং সে ভীত-শঙ্কিত হচ্ছে,
٩ـ وَهُوَ يَخْشٰى ۝٩

১০. অথচ আপনি তাকে উপেক্ষা করেছেন।
١٠ـ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۝١٠

১১. কখনো নয়, নিশ্চয়ই এটি একটি উপদেশমালা,
١١ـ كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝١١

১২. যার ইচ্ছা হয় সে তা গ্রহণ করবে।
١٢ـ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۝١٢

১৩. তা মর্যাদাপূর্ণ পুস্তিকাসমূহে বিদ্যমান আছে।
١٣ـ فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝١٣

১৪. তা উন্নত, পবিত্র;
١٤ـ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝١٤

www.pathagar.com

১৫. লিপিকরদের হাতে লিপিবদ্ধ।

١٥۔ بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ ۝

১৬. যারা মহান ও পূত-পবিত্র চরিত্রের (অধিকারী)।

١٦۔ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝

১৭. মানুষের প্রতি অভিশাপ! কারণ সে সত্য অস্বীকার করেছে।

١٧۔ قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ۝

১৮. তিনি তাকে কেমন জিনিস থেকে সৃষ্টি করেছেন?

١٨۔ مِنْ اَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ ۝

১৯. তিনি তাকে এক বিন্দু বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার তাকদীর নির্দিষ্ট করেছেন (বা তার পরিমিত বিকাশ সাধন করেছেন),

١٩۔ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ۝

২০. অতঃপর তার জীবনের পথ সহজ করে দিয়েছেন,

٢٠۔ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ۝

২১. অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরে পৌঁছিয়ে দেন,

٢١۔ ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ۝

২২. তারপর যখন তিনি ইচ্ছা করবেন তাকে পুনরায় জীবিত করবেন।

٢٢۔ ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ۝

২৩. কখনো নয়, তিনি তাকে যে কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়েছেন তা সে পালন করেনি।

٢٣۔ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ ۝

২৪. অতএব মানুষ যেনো তার খাদ্যদ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে

٢٤۔ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ ۝

২৫. যে, আমিই প্রচুর পানি ঢেলেছি,

٢٥۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ۝

২৬. অতঃপর মাটিকে উত্তমরূপে ফাটিয়েছি,

٢٦۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ۝

২৭. তারপর তাতে উৎপন্ন করেছি খাদ্যশস্য,

٢٧۔ فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ۝

২৮. আঙ্গুর, শাকসব্জি,

٢٨۔ وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ۝

২৯. যায়তূন, খেজুর,

٢٩۔ وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ۝

৩০. গাছপালা সমৃদ্ধ বাগানসমূহ

٣٠۔ وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ۝

৩১. এবং ফল ও পশুখাদ্য।

٣١۔ وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ۝

www.pathagar.com

৩২. এগুলো তোমাদের এবং তোমাদের গবাদি পশুর (জীবন ধারণের) উপকরণ।	٣٢. مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾
৩৩. অতঃপর যখন কান ফাটানো বিকট শব্দধ্বনি আসবে (কিয়ামত সংঘটিত হবে),	٣٣. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾
৩৪. সেদিন মানুষ পালাতে থাকবে : তার ভাই,	٣٤. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾
৩৫. তার মাতা-পিতা,	٣٥. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾
৩৬. এবং তার স্ত্রী ও তার সন্তানদের থেকে।	٣٦. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾
৩৭. সেদিন তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি এমন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে যে, নিজেকে ছাড়া অন্য কারো কথা তার মনেই থাকবে না।	٣٧. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾
৩৮. সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল,	٣٨. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾
৩৯. হাসি-খুশি ও আনন্দিত।	٣٩. ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾
৪০. সেদিন আবার অনেক মুখমণ্ডল হবে ধুলিমলিন,	٤٠. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾
৪১. কালিমা সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে।	٤١. تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾
৪২. এরাই হলো সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী, পাপিষ্ঠ-দুরাচার।	٤٢. أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

মহানবীর (স) মহাবাণী

لاَ تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيْكَ فَيَرْحَمُهُ اللّٰهُ وَيَبْتَلِيْكَ.

"তোমার ভাইয়ের কোনো বিপদে তুমি আনন্দ প্রকাশ করো না। অন্যথায় আল্লাহ তাকে দয়া করবেন এবং তোমাকে বিপদে ফেলবেন" (তিরমিযী, রিকাক, বাব ৫২, নং ২৪৪৪)।

www.pathagar.com

৮১. সূরা আত-তাকবীর (৭)

٨١. سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ

আয়াত : ২৯; রুকূ' : ১; মক্কী

اٰيَاتُهَا : ٢٩، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

তিরিশ নং পারার ক্ষুদ্র সূরাগুলোর অধিকাংশই মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়েছে এবং এগুলোর আলোচ্য বিষয় মৃত্যুর পরের পুনর্জীবন অথবা কিয়ামত ও আখেরাত।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. সূর্যকে যখন গুটিয়ে নেয়া হবে (আলোহীন করা হবে),

١. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١

২. তারকাসমূহ যখন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে,

٢. وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۝٢

৩. পর্বতমালাকে যখন গতিশীল করা হবে,

٣. وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝٣

৪. পূর্ণ গর্ভবতী উষ্ট্রীকে যখন স্বঅবস্থায় (যত্নহীন) ছেড়ে দেয়া হবে,

٤. وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٤

৫. বন্য পশুদের যখন সমবেত করা হবে,

٥. وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ۝٥

৬. সাগর-মহাসাগরে যখন আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে,

٦. وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦

৭. রূহসমূহকে যখন দেহের সাথে (পুনরায়) সংযোজিত করা হবে,

٧. وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۝٧

৮. জীবিত প্রোথিত কন্যাকে যখন জিজ্ঞেস করা হবে,

٨. وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۝٨

৯. কোন্ অপরাধে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে,

٩. بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ۝٩

১০. যখন আমলনামাসমূহ খুলে ধরা হবে,

١٠. وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠

১১. যখন আকাশের পর্দা সরিয়ে ফেলা হবে,

١١. وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ۝١١

১২. যখন দোযখকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে,

١٢. وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ۝١٢

১৩. যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে,

١٣. وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ۝١٣

১৪. তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে যে, সে কি (কৃতকর্ম) নিয়ে হাযির হয়েছে।

١٤. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ ۝١٤

www.pathagar.com

১৫. অতএব না! আমি শপথ করছি পিছনে সরে যাওয়া তারকার,

١٥۔ فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۙ

১৬. যা পুনরায় আগমন করে এবং অদৃশ্য হয়ে যায়,

١٦۔ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۙ

১৭. রাতের শপথ, যখন তার অবসান হয়,

١٧۔ وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ۙ

১৮. আর ভোরের শপথ, যখন তার আগমন ঘটে,

١٨۔ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ۙ

১৯. নিশ্চয়ই এই কুরআন একজন সম্মানিত বার্তাবাহকের (বয়ে আনা) বাণী,

١٩۔ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۙ

২০. যিনি বড়োই শক্তিধর, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশালী,

٢٠۔ ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۙ

২১. যেখানে তাকে মান্য করা হয়, আবার যিনি বিশ্বস্ত।

٢١۔ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ۙ

২২. তোমাদের সাথী মোটেই পাগল নন।

٢٢۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ۙ

২৩. নিশ্চয়ই তিনি সেই বাণীবাহককে উজ্জ্বল দিগন্তে দেখেছেন।

٢٣۔ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ۙ

২৪. তিনি অদৃশ্যের বিষয় (তোমাদের কাছে পৌঁছাতে) মোটেই কৃপণ নন;

٢٤۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۙ

২৫. এবং তা অভিশপ্ত শয়তানের বাণী নয়।

٢٥۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۙ

২৬. অতএব তোমরা কোথায় চলে যাচ্ছো?

٢٦۔ فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ۙ

২৭. নিশ্চয়ই এই কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য একটি উপদেশমালা–

٢٧۔ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۙ

২৮. তোমাদের মধ্যকার এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে সরল পথে চলতে চায়।

٢٨۔ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ۙ

২৯. তোমরা চাইলেই কিছু হয় না, যদি না জগতসমূহের প্রভু আল্লাহ ইচ্ছা করেন।

٢٩۔ وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

www.pathagar.com

৮২. সূরা আল-ইনফিতার (৮২)

আয়াত : ১৯; রুকূ' : ১; মক্কী

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

٨٢. سُوْرَةُ الْاِنْفِطَارِ

اٰيَاتُهَا : ١٩، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١. اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ۝١

১. আকাশ যখন ফেটে যাবে,

٢. وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝٢

২. যখন তারকাসমূহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে,

٣. وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝٣

৩. যখন সাগর-মহাসাগর বিদীর্ণ হবে,

٤. وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۝٤

৪. এবং যখন কবরসমূহ খুলে ফেলা হবে,

٥. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ۝٥

৫. তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে সে যা আগে পাঠিয়েছে এবং যা পিছনে রেখে গেছে।

٦. يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝٦

৬. হে মানুষ! কোন জিনিস তোমাকে তোমার মহান প্রভু সম্পর্কে বিভ্রান্ত করেছে ?

٧. الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ ۝٧

৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন;

٨. فِيْٓ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝٨

৮. এবং যে অবয়বে চেয়েছেন তোমায় বিন্যস্ত করেছেন।

٩. كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۝٩

৯. কখনো নয়! বরং তোমরা শেষ বিচারের দিনকে অস্বীকার করে থাকো।

١٠. وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۝١٠

১০. আর তোমাদের জন্য অবশ্যই পর্যবেক্ষণগণ রয়েছে–

١١. كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۝١١

১১. সম্মানিত লেখকবৃন্দ।

١٢. يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝١٢

১২. তারা জানে তোমরা যা কিছু করো।

١٣. اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۝١٣

১৩. নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণ লোকজন থাকবে পরম আনন্দে;

١٤. وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ۝١٤

১৪. এবং পাপাচারে লিপ্ত লোকেরা থাকবে জাহান্নামে।

١٥. يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ۝١٥

১৫. তারা কর্মফল দিবসে সেখানে প্রবেশ করবে;

www.pathagar.com

১৬. এবং তারা সেখান থেকে অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।

١٦. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ⑯

১৭. আপনি কি জানেন, কর্মফল দিবসটি কী?

١٧. وَمَآ اَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ⑰

১৮. পুনরায় আপনি কি জানেন, কর্মফল দিবসটি কী?

١٨. ثُمَّ مَآ اَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ⑱

১৯. সেদিন কোনো ব্যক্তির অপর ব্যক্তির জন্য কিছু করার কর্তৃত্ব থাকবে না এবং সেদিন সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হবেন আল্লাহ।

١٩. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ؕ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ⑲

মহানবীর (স) মহাবাণী

يُوْشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَدَاعٰى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْاَكَلَةُ اِلٰى قَصْعَتِهَا. فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ. قَالَ بَلْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ. وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنَ. فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوَهْنُ. قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ.

"খাদ্যগ্রহণকারীরা যেমন আহারের পাত্রের চারদিকে সমবেত হয় অচিরেই ভিন্ন জাতিসমূহ তোমাদের বিরুদ্ধে ঠিক অদ্রূপ সমবেত হবে। একজন জিজ্ঞেস করলো, সেকালে আমাদের জনসংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি? তিনি বলেন, তোমরা বরং সেদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে, কিন্তু তোমরা হবে প্লাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনা সদৃশ। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দূর করে দিবেন। আর তিনি তোমাদের অন্তরকে দুর্বলতা ও ভীরুতায় অর্থাৎ দুনিয়াপ্রেম ও মৃত্যুর প্রতি অসন্তুষ্টিতে পূর্ণ করে দিবেন" (আবু দাউদ, মালাহিম, বাব ৫, নং ৪২৯৭; মুসনাদ আহ্মাদ, ৫খ, পৃ. ২৭৮)।

www.pathagar.com

৮৩. সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন (৮৬)

٨٣- سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ

আয়াত : ৩৬; রুকূ' : ১; মক্কী

اٰيَاتُهَا : ٣٦، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. ধ্বংস হোক ওজনে ও মাপে কারচুপিকারীরা,

١- وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝١

২. যারা লোকজনের নিকট থেকে যখন মেপে নেয় তো পূর্ণ মাত্রায় নেয়;

٢- الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝٢

৩. এবং যখন লোকজনকে মেপে বা ওজন করে দেয় তো কম দেয়।

٣- وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝٣

৪. তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে?

٤- اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۝٤

৫. এক মহাভয়ংকর দিনে?

٥- لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝٥

৬. সেদিন মানবজাতি বিশ্বজগতের প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হবে।

٦- يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٦

৭. কখনো নয়, নিশ্চয়ই পাপাচারীদের আমলনামা (কর্মকাণ্ডের বিবরণী) সিজ্জীনে আছে।

٧- كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ۝٧

৮. আর আপনি কি জানেন, সিজ্জীন কি?

٨- وَمَآ اَدْرٰكَ مَا سِجِّيْنٌ ۝٨

৯. একটি লিপিবদ্ধ কিতাব।

٩- كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝٩

১০. সেদিন সুনিশ্চিত ধ্বংস সেই মিথ্যাবাদীদের জন্য,

١٠- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١٠

১১. যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে।

١١- الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝١١

১২. প্রত্যেক সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠ দুরাচারই কেবল তা অস্বীকার করে।

١٢- وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝١٢

১৩. তার সামনে আমার বাণীসমূহ পাঠ করা হলে সে বলে, এতো পুরাকালের রূপকথা।

١٣- اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٣

১৪. কখনো নয়, বরং তারা যা কিছু উপার্জন করেছে সেগুলো তাদের মনে মরিচা (জঙ) ধরিয়ে দিয়েছে।

١٤- كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

www.pathagar.com

১৫. কখনো নয়, সেদিন তাদেরকে তাদের প্রভুর দর্শন থেকে বঞ্চিত রাখা হবে।

١٥۔ كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ۝

১৬. অতঃপর তারা অবশ্যই দোযখে প্রবেশ করবে।

١٦۔ ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ۝

১৭. অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, এটি সেই জিনিস যা তোমরা অস্বীকার করতে।

١٧۔ ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝

১৮. কখনো নয়, নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের আমলনামা ইল্লিয়্যূনে রয়েছে।

١٨۔ كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ ۝

১৯. আর আপনি কি জানেন, ইল্লিয়্যূন কি?

١٩۔ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ۝

২০. একটি লিপিবদ্ধ কিতাব।

٢٠۔ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝

২১. নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাগণ এর দেখাশুনা করে।

٢١۔ يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝

২২. পুণ্যবান লোকেরাই থাকবে পরম আনন্দে,

٢٢۔ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ۝

২৩. উচ্চ আসনে বসে দেখতে থাকবে।

٢٣۔ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۝

২৪. আপনি তাদের মুখমণ্ডলে প্রাচুর্যের দীপ্তি অবলোকন করবেন।

٢٤۔ تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ۚ

২৫. তাদেরকে সীলমোহরকৃত বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে।

٢٥۔ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ۝

২৬. তার সীলমোহর হবে কস্তুরীর। এটি লাভের জন্য প্রতিযোগীরা যেনো প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়।

٢٦۔ خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ؕ وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ۝

২৭. এই পানীয়ের মিশ্রণ হবে তাসনীম (জান্নাতের উপরস্থিত ঝর্ণার পানি)।

٢٧۔ وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ۝

২৮. এটি একটি ঝর্ণা, যার পানি (আল্লাহ্‌র) নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করবে।

٢٨۔ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ۝

২৯. পাপাত্মা অপরাধীরা (দুনিয়াতে) ঈমানদারগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।

٢٩۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ۝

৩০. তারা (ঈমানদারগণ) তাদের নিকট দিয়ে যাতায়াতকালে তাদেরকে চোখ টিপে ইশারা করতো।

٣٠۔ وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ۝

www.pathagar.com

৩১. তারা যখন নিজেদের নিকটজনদের কাছে ফিরে আসতো তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে ফিরে আসতো।

٣١. وَإِذَا انْقَلَبُوٓا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾

৩২. আর যখন তারা ঈমানদারগণকে দেখতো তখন বলতো, নিশ্চিতভাবে এরাই পথভ্রষ্ট।

٣٢. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓا إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّونَ ﴿٣٢﴾

৩৩. তাদেরকে তো ঈমানদারগণের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করে পাঠানো হয়নি।

٣٣. وَمَآ أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَٰفِظِينَ ﴿٣٣﴾

৩৪. অতএব আজ ঈমানদারগণ সত্য অস্বীকারকারীদের হাসি-ঠাট্টা করবে,

٣٤. فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫. সুউচ্চ আসনে বসে তাদেরকে অবলোকন করবে।

٣٥. عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. সত্যকে অমান্যকারীরা তাদের কার্যকলাপের সওয়াব (প্রতিদান) পেলো তো?

٣٦. هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

মহানবীর (স) মহাবাণী

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَاٰهَا النَّاسُ اٰمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِيْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِىْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا.

"সূর্য তার ডুবে যাবার স্থান থেকে উদিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। এভাবে যখন তা উদিত হবে এবং যতো লোক তা দেখবে তারা সকলে ঈমান আনবে। কিন্তু সেদিন 'তার ঈমান আনা তার কোনো উপকারে আসবে না– যে ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি অথবা ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি" (আবু দাউদ, ফিতান, বাব ১২, নং ৪৩১২; বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা)।

www.pathagar.com

৮৪. সূরা আল-ইনশিকাক (৮৩)

আয়াত : ২৫; রুকূ' : ১; মক্কী

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

٨٤. سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاقِ

اٰيَاتُهَا : ٢٥، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١. اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۙ

১. আকাশ যখন ফেটে যাবে;

٢. وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۙ

২. এবং তার প্রভুর নির্দেশ পালন করবে, এটাই তার কর্তব্য।

٣. وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۙ

৩. যখন পৃথিবীকে (সমতলভাবে) প্রসারিত করা হবে;

٤. وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۙ

৪. এবং তা নিজের অভ্যন্তরভাগে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করে খালি হয়ে যাবে;

٥. وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۙ

৫. এবং তার প্রভুর আদেশ পালন করবে, আর এটাই তার করণীয়।

٦. يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ۚ

৬. হে মানুষ! তুমি কঠোর পরিশ্রম করতে করতে তোমার প্রভুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছ, পরে তার সাথে সাক্ষাত হবে।

٧. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ

৭. অতএব যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে,

٨. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۙ

৮. তার থেকে হিসাব নেয়া হবে সহজ হিসাব;

٩. وَّيَنْقَلِبُ اِلٰٓى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۚ

৯. এবং সে তার আপনজদের নিকট আনন্দিত অবস্থায় ফিরে যাবে।

١٠. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۙ

১০. আর যাকে তার আমলনামা তার পেছনের দিক থেকে দেয়া হবে,

١١. فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۙ

১১. সে মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে;

١٢. وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ۚ

১২. এবং দোযখে গিয়ে পতিত হবে।

١٣. اِنَّهٗ كَانَ فِىْٓ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۚ

১৩. সে তার আপনজনদের মধ্যে তো আনন্দ-ফুর্তিতে বিভোর ছিলো।

١٤. اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۚ

১৪. সে তো ভেবেছিলো যে, কখনো তাকে ফিরে যেতে হবে না।

www.pathagar.com

১৫. হাঁ, অবশ্যই (তাকে ফিরে যেতে হবে), তার প্রভু তার কার্যকলাপের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

١٥۔ بَلٰى ج اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ۝

১৬. না, আমি শপথ করছি সান্ধ্যকালীন লালিমার,

١٦۔ فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝

১৭. আর শপথ রাতের এবং তাতে যা কিছুর সমাবেশ ঘটে তার,

١٧۔ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝

১৮. আরো শপথ চাঁদের, যখন তা পরিপূর্ণ হয়!

١٨۔ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ۝

১৯. নিশ্চয়ই তোমরা ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে থাকবে।

١٩۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۝

২০. তাহলে এদের কী হলো যে, এরা ঈমান আনে না?

٢٠۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

২১. এবং যখন তাদের সামনে কুরআন পড়া হয় তারা কেনো সিজদা করে না?

٢١۔ وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ۝

টীকা : আয়াতটি পড়ার পর পাঠক ও শ্রোতা একটি সিজদা করুন।

২২. বরং যারা কুফরী করে তারা মিথ্যা আরোপ করে;

٢٢۔ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ۝

২৩. এবং তারা (নিজেদের আমলনামায়) যা কিছু জমা করে আল্লাহ তা উত্তমরূপে অবগত।

٢٣۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ۝

২৪. অতএব আপনি তাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দিন।

٢٤۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

২৫. কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

٢٥۔ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝

www.pathagar.com

৮৫. সূরা আল-বুরূজ (২৭) ٨٥- سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ

আয়াত : ২২; রুকূ' : ১; মক্কী اٰيَاتُهَا : ٢٢، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

সূরাটি মক্কী জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। তখন কাফেরদের নির্যাতন চরম আকার ধারণ করতে যাচ্ছিল। অতীতের কোনো এক কালে ইসলাম গ্রহণের অপরাধে একদল ঈমানদার মুসলমানকে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে হত্যা করে। এখানে সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. কক্ষপথবিশিষ্ট (নক্ষত্রখচিত) আকাশের শপথ,

١- وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۝١

২. প্রতিশ্রুত (কিয়ামত) দিবসের শপথ,

٢- وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۝٢

৩. এবং দর্শকের ও দৃষ্টিগোচর বিষয়ের শপথ!

٣- وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۝٣

৪. ধ্বংস হয়েছে অগ্নিকুণ্ডের অধিপতিরা,

٤- قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۝٤

৫. যে অগ্নিকুণ্ড দাউ দাউ করে প্রজ্জ্বলিত জ্বালানীর আগুনে পূর্ণ ছিলো,

٥- النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۝٥

৬. যখন তারা সেই অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসা ছিলো;

٦- اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۝٦

৭. এবং তারা ঈমানদারগণের সাথে যা (নিষ্ঠুর-নির্মম আচরণ) করছিলো তা দেখছিলো।

٧- وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۝٧

৮. তারা তাদের উপর নির্মম প্রতিশোধ নিচ্ছিল এই কারণে যে, তারা ঈমান এনেছিলো মহাপরাক্রমশালী এবং প্রশংসিত আল্লাহ্‌র উপর,

٨- وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝٨

৯. যিনি আকাশরাজী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। আর আল্লাহ্ সবকিছুর দ্রষ্টা।

٩- الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ۝٩

১০. যেসব লোক ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের উপর যুলুম-নির্যাতন করেছে, তারপরও অনুতপ্ত হয়নি তাদের জন্যই রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং তাদের জন্যই রয়েছে উত্তপ্ত আগুনে (জ্বলে-পুড়ে ছাড়খাড় হওয়ার) শাস্তি।

١٠- اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝١٠

www.pathagar.com

১১. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। এটিই মহাসাফল্য।

١١۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ⑤

১২. নিশ্চয়ই আপনার প্রভুর গ্রেপ্তারি বড়োই কঠোর।

١٢۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ⑥

১৩. নিশ্চয়ই তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং পুনর্বারও সৃষ্টি করবেন।

١٣۔ اِنَّـهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ⑦

১৪. আর তিনি বড়োই ক্ষমাশীল, প্রেমময়,

١٤۔ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ⑧

১৫. আরশের অধিপতি, মহাসম্মানিত

١٥۔ ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ⑨

১৬. তিনি যা চান তাই করেন।

١٦۔ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ⑩

১৭. আপনার নিকট কি সেনাবাহিনীসমূহের বৃত্তান্ত এসেছে–

١٧۔ هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ⑪

১৮. ফেরাউন ও ছামূদের ?

١٨۔ فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ⑫

১৯. কিন্তু যারা অবাধ্যাচারী হয়েছে তারা অবিশ্বাসে নিমজ্জিত রয়েছে।

١٩۔ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ تَكْذِيْبٍ ⑬

২০. আর আল্লাহ তাদের অলক্ষ্যে তাদের ঘেরাও করে রেখেছেন।

٢٠۔ وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ⑭

২১. বরং এ কুরআন উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন,

٢١۔ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ⑮

২২. সংরক্ষিত ফলকে (লিপিবদ্ধ আছে)।

٢٢۔ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ⑯

www.pathagar.com

৮৬. সূরা আত-তারিক (৩৬)

আয়াত : ১৭; রুকূ' : ১; মক্কী

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

٨٦. سُوْرَةُ الطَّارِقِ

اٰيَاتُهَا : ١٧ ـ رُكُوْعٌ : ١ ، مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١. وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۝١

১. শপথ আকাশের এবং রাতে আত্মপ্রকাশকারীর।

٢. وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الطَّارِقُ ۝٢

২. আপনি কি জানেন রাতের বেলা আত্মপ্রকাশকারী কি ?

٣. النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝٣

৩. উজ্জ্বল তারকা।

٤. اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝٤

৪. প্রতিটি জীবের (বা মানুষের) জন্যই রয়েছে একজন হেফাযতকারী।

٥. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝٥

৫. অতএব মানুষ লক্ষ করুক, কি জিনিস থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

٦. خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ۝٦

৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রবল বেগে নির্গত পানি থেকে,

٧. يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ۝٧

৭. যা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বুকের হাড়ের মাঝখান থেকে।

٨. اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ۝٨

৮. নিশ্চয়ই তিনি তাকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে সক্ষম।

٩. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ۝٩

৯. যেদিন গোপন বিষয়সমূহ যাচাই করা হবে,

١٠. فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ۝١٠

১০. (সেদিন) তার কোনো শক্তি-সামর্থ্য থাকবে না এবং সাহায্যকারীও নয়।

١١. وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝١١

১১. শপথ বৃষ্টিধারণকারী আকাশের;

١٢. وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝١٢

১২. এবং শপথ ফেটে চৌচির হওয়া পৃথিবীর!

١٣. اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝١٣

১৩. নিশ্চয়ই এটি (কুরআন) মীমাংসাকারী বাণী,

١٤. وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝١٤

১৪. এবং নিরর্থক হাসি-ঠাট্টা নয়।

١٥. اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ۝١٥

১৫. নিশ্চয়ই এরা ভয়ংকর এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে;

١٦. وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ۝١٦

১৬. এবং আমিও (তা ব্যর্থ করে দেয়ার) কৌশল অবলম্বন করেছি।

١٧. فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۝١٧

১৭. অতএব আপনি কাফেরদেরকে অবকাশ দিন, তাদেরকে অন্তত কিছু কালের জন্য অবকাশ দিন।

www.pathagar.com

৮৭. সূরা আল-আ'লা (৮)

আয়াত : ১৯; রুকূ' : ১; মক্কী

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

٨٧۔ سُوْرَةُ الْاَعْلٰى

اٰيَاتُهَا : ١٩، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আপনি আপনার সুমহান প্রভুর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করুন,

١۔ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۝١

২. যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সুঠাম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন,

٢۔ الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۝٢

৩. যিনি প্রয়োজন মাফিক উন্নতিসাধন করেন এবং পথপ্রদর্শন করেন,

٣۔ وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۝٣

৪. যিনি উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন,

٤۔ وَالَّذِىْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۝٤

৫. অতঃপর তাকে কালো আবর্জনায় পরিণত করেন।

٥۔ فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ۝٥

৬. অবশ্যই আমি আপনাকে পাঠ করাবো, তারপর আপনি আর ভুলবেন না,

٦۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ۝٦

৭. কিন্তু আল্লাহ যা চান তা ছাড়া। যা প্রকাশ্য ও যা গোপন আছে তাও তিনি জানেন।

٧۔ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ۝٧

৮. আমি আপনার জন্য সহজ পথ সুগম করে দিবো।

٨۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ۝٨

৯. অতএব আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, যদি উপদেশ উপকারী হয়।

٩۔ فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ۝٩

১০. যে ব্যক্তি ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে।

١٠۔ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ۝١٠

১১. আর যে নিতান্তই হতভাগ্য সে তা অবহেলা করবে।

١١۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ۝١١

১২. সে ভয়ংকর আগুনে প্রবেশ করবে,

١٢۔ الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ۝١٢

১৩. তারপর সেখানে সে মরবেও না এবং বাঁচবেও না।

١٣۔ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝١٣

www.pathagar.com

১৪. যে ব্যক্তি পবিত্রতা অবলম্বন করেছে সে সফলকাম হয়েছে;

١٤۔ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝

১৫. এবং তার প্রভুর নাম স্মরণ করেছে এবং নামায কায়েম করেছে।

١٥۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۝

১৬. কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকেই প্রাধান্য দিচ্ছ।

١٦۔ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝

১৭. অথচ আখেরাতই উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী।

١٧۔ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝

১৮. নিশ্চয়ই তা আছে আগেকার কিতাবসমূহে,

١٨۔ اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۝

১৯. ইবরাহীম ও মূসার কিতাবে।

١٩۔ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۝

টীকা : ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) বেতের নামাযের এক এক রাক্আতে 'সাব্বিহিস্মা রব্বিকাল-আ'লা', 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' ও 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' সূর পড়তেন" (তিরমিযী, বিত্র, বাব ৯, নং ৪৬২)।

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) বেতের নামাযের প্রথম রাক্আতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাক্আতে সূরা কাফেরূন এবং তৃতীয় রাক্আতে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তেন" (তিরমিযী, নং ৪৬৩)।

মহানবীর (স) মহাবাণী

اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتّٰى تَرْجِعُوْا اِلٰى دِيْنِكُمْ.

"তোমরা যখন বাকিতে অধিক মূলে বিক্রি করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনাদায়ক অবস্থা চাপিয়ে দিবেন। তোমরা নিজেদের দীনে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ এই লাঞ্ছনাকর অবস্থা দূরীভূত করবেন না" (আবু দাউদ, বুয়', বাব ৫৪, নং ৩৪৬২)।

www.pathagar.com

৮৮. সূরা আল-গাশিয়াহ (৬৮)

٨٨. سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ

আয়াত : ২৬; রুকূ' : ১; মক্কী

اٰيَاتُهَا : ٢٦، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আপনার নিকট কি আচ্ছন্নকারী বিপদের (কিয়ামতের) বার্তা এসেছে?

١. هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۝

২. সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে ভীত-সন্ত্রস্ত,

٢. وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝

৩. কঠোর শ্রমে রত, ক্লান্ত-শ্রান্ত।

٣. عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝

৪. তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।

٤. تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝

৫. তাদেরকে ঝর্ণার অত্যন্ত গরম পানি পান করানো হবে।

٥. تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝

৬. কাঁটাদার শুকনো ঘাস ব্যতীত তাদের জন্য ভিন্ন কোনো খাদ্যদ্রব্য থাকবে না।

٦. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝

৭. তা তাদেরকে পরিপুষ্টও করবে না এবং তাদের ক্ষুধাও দূর হবে না।

٧. لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ۝

৮. সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে আনন্দে উজ্জ্বল।

٨. وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝

৯. তারা নিজেদের কাজের সাফল্যে হবে পরিতৃপ্ত,

٩. لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝

১০. সুউচ্চ সুমহান জান্নাতে।

١٠. فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝

১১. তারা সেখানে কোনো আজেবাজে কথা শোনবে না।

١١. لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۝

১২. সেখানে থাকবে প্রবহমান ঝর্ণাসমূহ,

١٢. فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝

১৩. সেখানে থাকবে সুউচ্চ আসনসমূহ,

١٣. فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۝

১৪. পানপাত্রসমূহ প্রস্তুত থাকবে,

١٤. وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۝

১৫. সারি সারি বালিশ সাজানো থাকবে;

١٥. وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ۝

www.pathagar.com

১৬. এবং উৎকৃষ্ট বিছানাসমূহ বিছানো থাকবে।

١٦۔ وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ۞

১৭. তবে কি তারা উটের দিকে লক্ষ করে না, একে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে?

١٧۔ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۞

১৮. আর আকাশের দিকে, কিভাবে একে উপরে স্থাপন করা হয়েছে?

١٨۔ وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۞

১৯. আর পর্বতমালার দিকে, কি শক্তভাবে একে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে?

١٩۔ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۞

২০. আর জমীনের দিকে কিভাবে একে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে?

٢٠۔ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞

২১. অতএব আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, আপনি অবশ্যই একজন উপদেশদাতা,

٢١۔ فَذَكِّرْ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ۞

২২. আপনি এদের কর্মনিয়ন্ত্রক নন।

٢٢۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ۞

২৩. কিন্তু কেউ বিমুখ হলে এবং অস্বীকার করলে,

٢٣۔ اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ۞

২৪. আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি দিবেন।

٢٤۔ فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ۞

২৫. নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমার কাছে,

٢٥۔ اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ۞

২৬. অতঃপর তাদের (কৃতকর্মের) হিসাব গ্রহণ আমারই কাজ।

٢٦۔ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۞

মহানবীর (স) মহাবাণী

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَا ابْنَ اٰدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِىْ اَمْلَاْ صَدْرَكَ غِنًى وَاَسُدَّ فَقْرَكَ.

"মহান আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতের জন্য অবসর হও, আমি তোমার হৃদয়কে ঐশ্বর্যে ভরে দিবো এবং তোমার দারিদ্র দূর করে দিবো" (তিরমিযী, রিকাক, বাব ৩০, নং ২৪০৮; ইবনে মাজা, আহমাদ)।

www.pathagar.com

৮৯. সূরা আল-ফাজর (১০)

٨٩۔ سُوْرَةُ الْفَجْرِ

আয়াত : ৩০; রুকূ' : ১; মক্কী

اٰيَاتُهَا : ٣٠، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. ভোরের শপথ,

١۔ وَالْفَجْرِ ۙ﴿١﴾

২. দশ রাতের শপথ,

٢۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۙ﴿٢﴾

৩. জোড় ও বেজোড়-এর শপথ,

٣۔ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۙ﴿٣﴾

৪. এবং রাতের শপথ, যখন তা বিদায় নিতে থাকে!

٤۔ وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۚ﴿٤﴾

৫. বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য এর মধ্যে কোনো শপথ আছে কি?

٥۔ هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ ؕ﴿٥﴾

৬. আপনি কি দেখেননি যে, আপনার প্রভু কী আচরণ করেছেন আদ জাতির প্রতি,

٦۔ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۙ﴿٦﴾

৭. ইরাম গোত্রের প্রতি, যারা ছিলো সুউচ্চ ইমারতের মালিক,

٧۔ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۙ﴿٧﴾

৮. যাদের মতো কোনো জাতি দুনিয়ায় সৃষ্টি করা হয়নি,

٨۔ الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ ۙ﴿٨﴾

৯. আর ছামূদ জাতির প্রতি, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে বাড়ি-ঘর নির্মাণ করেছিলো,

٩۔ وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۙ﴿٩﴾

১১. আর বহু সেনাশিবিরের মালিক ফেরাউনের প্রতি,

١٠۔ وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ ۙ﴿١٠﴾

১১. যারা দেশে সীমালংঘন করেছিলো;

١١۔ الَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ ۙ﴿١١﴾

১২. এবং তথায় নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিলো?

١٢۔ فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۙ﴿١٢﴾

১৩. অতএব আপনার প্রভু তাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন।

١٣۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۚ﴿١٣﴾

১৪. নিশ্চয়ই আপনার প্রভু ওঁৎ পেতে আছেন।

١٤۔ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ؕ﴿١٤﴾

১৫. কিন্তু মানুষের অবস্থা হলো, তার প্রভু যখন তাকে সম্মান ও অনুগ্রহ দান করে তার পরীক্ষা

١٥۔ فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ

www.pathagar.com

فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾

করেন তখন সে বলে, আমার প্রভু আমাকে সম্মানিত করেছেন।

وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَهَانَنِ ﴿١٦﴾

১৬. আর যখন তিনি তার আয়-রোজগার কমিয়ে দিয়ে তাকে পরীক্ষা করেন তখন সে বলে, আমার প্রভু আমাকে অপমান করেছেন।

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ﴿١٧﴾

১৭. কখনো নয়, বরং তোমরা ইয়াতীমদের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করো না,

وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿١٨﴾

১৮. আর অভাবী লোকজনকে খাদ্যদ্রব্য দান করতে পরস্পরকে উৎসাহিত করো না,

وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾

১৯. আর ওয়ারিসদের ওয়ারিসী স্বত্ব সমূলে আত্মসাৎ করো;

وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾

২০. এবং ধন-সম্পদকে অতিশয় ভালোবাসো।

كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾

২১. কখনো নয়, পৃথিবীকে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বালুকায় পরিণত করা হবে,

وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾

২২. এবং আপনার প্রভু এমন অবস্থায় এসে উপস্থিত হবেন যখন ফেরেশতাগণ কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۢ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿٢٣﴾

২৩. আর সেদিন জাহান্নামকে এনে উপস্থিত করা হবে। সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে, কিন্তু তখনকার উপলব্ধি তার কী উপকারে আসবে!

يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ﴿٢٤﴾

২৪. সে বলবে, হায়, আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু আগাম ব্যবস্থা করতাম!

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٥﴾

২৫. সেদিন তাঁর শাস্তির মতো শাস্তি কেউ দিতে পারবে না;

وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٦﴾

২৬. এবং তাঁর বাঁধনের মতো কেউ কশে বাঁধতেও পারবে না।

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾

২৭. হে প্রশান্ত আত্মা!

ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾

২৮. তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরে যাও সন্তোষভাজন ও প্রিয়পাত্র হিসেবে,

فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ﴿٢٩﴾

২৯. শামিল হয়ে যাও আমার (প্রিয়) বান্দাদের মধ্যে;

وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ﴿٣٠﴾

৩০. এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।

www.pathagar.com

৯০. সূরা আল-বালাদ (৩৫)

আয়াত : ২০; রুকূ' : ১; মক্কী

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

٩٠. سُوْرَةُ الْبَلَدِ

اٰيَاتُهَا : ٢٠، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١. لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝١

১. না, আমি শপথ করছি এই মহানগরীর,

٢. وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝٢

২. আর আপনি এই মহানগরীর বাসিন্দা,

٣. وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ۝٣

৩. শপথ পিতার ও তার সন্তানের!

٤. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ ۝٤

৪. নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে।

٥. اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۝٥

৫. সে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ জোর খাটাতে পারবে না?

٦. يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالاً لُّبَدًا ۝٦

৬. সে বলে, আমি প্রচুর ধন-সম্পদ উড়িয়েছি।

٧. اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ۝٧

৭. সে কি মনে করে যে, কেউ তাকে দেখেনি?

٨. اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۝٨

৮. আমি কি তাকে দু'টি চোখ দান করিনি?

٩. وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۝٩

৯. এবং একটি জিহ্বা ও দু'টি ঠোঁট?

١٠. وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۝١٠

১০. আর আমি কি তাকে স্পষ্ট দু'টি পথ দেখাইনি?

١١. فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝١١

১১. সে তো দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করেনি।

١٢. وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝١٢

১২. আপনি কি জানেন, দুর্গম গিরিপথ কি?

١٣. فَكُّ رَقَبَةٍ ۝١٣

১৩. কোনো গলাকে (দাসকে) দাসত্বমুক্ত করা,

١٤. اَوْ اِطْعٰمٌ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ مَسْغَبَةٍ ۝١٤

১৪. অথবা দুর্ভিক্ষ চলাকালে খাদ্যসামগ্রী দান করা

١٥. يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝١٥

১৫. নিকটাত্মীয় ইয়াতীমকে,

www.pathagar.com

১৬. অথবা ধূলি ধুসরিত নিঃস্ব দরিদ্রকে।

١٦۔ اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ⑯

১৭. তদুপরি ঈমানদারগণের অন্তর্ভুক্ত এবং সেইসব লোকেরও অন্তর্ভুক্ত, যারা পরস্পরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে (সৃষ্টির প্রতি) দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শনেরও উপদেশ দেয়।

١٧۔ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ⑰

১৮. এরাই সৌভাগ্যশালী।

١٨۔ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ⑱

টীকা : পূর্বোক্ত আয়াতগুলোতে মানবকল্যাণমূলক কয়েকটি নেক আমলের উল্লেখ আছে। তা সম্পাদনকারী যদি ঈমানদার মুসলমান হয় তবেই কেবল তা তার পার্থিব ও পরকালীন জীবনে উপকারে আসবে।

১৯. আর যেসব লোক আমার বাণীসমূহ মানতে অস্বীকার করেছে তারাই হতভাগ্য।

١٩۔ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ⑲

২০. তারা (দোযখের) অবরুদ্ধ আগুনে পরিবেষ্টিত থাকবে।

٢٠۔ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ⑳

মহানবীর (স) মহাবাণী

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ.

"তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়াপরবশ হও, যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হবেন" (মুসলিম)।

www.pathagar.com

৯১. সূরা আশ-শাম্‌স (২৬)

٩١- سُوْرَةُ الشَّمْسِ

আয়াত : ১৫; রুকূ' : ১; মক্কী

اٰيَاتُهَا : ١٥، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ সূর্যের ও সূর্য-কিরণের,

١- وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝١

২. শপথ চাঁদের যখন তা সূর্যের পিছনে পিছনে আসে,

٢- وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۝٢

৩. শপথ দিনের যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে,

٣- وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ۝٣

৪. শপথ রাতের যখন তা সূর্যকে ঢেকে ফেলে,

٤- وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ۝٤

৫. শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর,

٥- وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝٥

৬. শপথ পৃথিবীর ও তাঁর যিনি এটিকে বিছিয়ে দিয়েছেন,

٦- وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝٦

৭. শপথ মানবসত্তার এবং তাঁর, যিনি তাকে সুষ্ঠু-সুঠাম করেছেন,

٧- وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۝٧

৮. অতঃপর তাকে তার অসৎ কাজের ও সৎ কাজের জ্ঞান দান করেছেন!

٨- فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۝٨

৯. যে ব্যক্তি তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে সে অবশ্যই সফলকাম হয়েছে।

٩- قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝٩

টীকা : মহানবী (স) অন্তরের পবিত্রতা, পরিশুদ্ধি ও তাকওয়া অর্জনের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে এভাবে দোয়া করতেন :

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا.

"হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরকে তার তাকওয়া দান করো এবং তাকে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করো। তুমিই সর্বোত্তম পরিশুদ্ধকারী, তুমিই তার অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক" (মুসলিম)।

১০. আর যে ব্যক্তি তার আত্মাকে কলুষিত করেছে সে অবশ্যই ব্যর্থ হয়েছে।

١٠- وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝١٠

১১. ছামূদ জাতি নিজ অবাধ্যতাবশত মিথ্যা আরোপ করলো।

١١- كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰهَا ۝١١

১২. সেই জাতির সর্বাধিক হতভাগ্য লোকটি যখন তৎপর হলো।

١٢- اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰهَا ۝١٢

www.pathagar.com

১৩. তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (সালেহ) তাদেরকে বললেন, আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী এবং তার পানি পান সম্পর্কে সাবধান হও।

١٣۔ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ⑬

১৪. কিন্তু তারা তাকে (নবীকে) প্রত্যাখ্যান করলো এবং সেটিকে হত্যা করলো। অবশেষে তাদের প্রভু তাদের পাপাচারের কারণে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন।

١٤۔ فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۚ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰهَا ⑭

১৫. আর তিনি এর খারাপ পরিণতির (প্রতিশোধ নেয়ার) কোনো আশঙ্কা করেন না।

١٥۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ⑮

মহানবীর (স) মহাবাণী

اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

"সর্বোত্তম যিকির হলো– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই)" (তিরমিযী)।

لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ.

"যে লোক মানুষের প্রতি সদয় নয়, আল্লাহ তাকে দয়া করেন না" (বুখারী, মুসলিম)।

www.pathagar.com

৯২. সূরা আল-লাইল (৯) ٩٢۔ سُوْرَةُ اللَّيْلِ

আয়াত : ২১; রুকূ' : ১; মক্কী اٰيَاتُهَا : ٢١، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

সূরা শাম্‌স-এর সমসাময়িক কালে আলোচ্য সূরাটি নাযিল হয়েছে। উভয় সূরার বক্তব্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. রাতের শপথ, যখন তা ঢেকে ফেলে, ١۔ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۙ

২. দিনের শপথ, যখন তা আলোকিত হয়, ٢۔ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۙ

৩. এবং সেই মহাসত্তার শপথ, যিনি পুরুষলোক ও স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন! ٣۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰٓى ۙ

৪. নিশ্চয়ই তোমাদের কর্মতৎপরতা বিভিন্নমুখী। ٤۔ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ؕ

৫. অতএব যে ব্যক্তি দান-খয়রাত করেছে, তাকওয়া অবলম্বন করেছে; ٥۔ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۙ

৬. এবং সৎবৃত্তিকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে; ٦۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۙ

৭. আমি তার জন্য সহজ পথ সুগম করে দিবো। ٧۔ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۚ

৮. আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করেছে এবং (আল্লাহ থেকে) বেপরোয়া হয়ে গেছে; ٨۔ وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۙ

৯. এবং সৎবৃত্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছে; ٩۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۙ

১০. আমি তার জন্য কষ্টকর পথ সুগম করে দিবো। ١٠۔ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ؕ

১১. সে যখন ধ্বংস হয়ে যাবে তখন তার ধন-সম্পদ তার কোনো উপকারে আসবে না। ١١۔ وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى ؕ

১২. নিশ্চয়ই পথনির্দেশ দেয়ার দায়িত্ব আমারই। ١٢۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۚ

১৩. আর আমিই পরজগত ও ইহজগতের মালিক। ١٣۔ وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ۚ

১৪. অতএব আমি তোমাদেরকে লেলিহানশিখাযুক্ত আগুন (দোযখ) সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি। ١٤۔ فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ۚ

১৫. নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই কেবল তাতে দাখিল হবে, ١٥۔ لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ۙ

www.pathagar.com

١٦۔ الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿١٦﴾

১৬. যে মিথ্যা আরোপ করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

١٧۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ﴿١٧﴾

১৭. আর পরম মুত্তাকী ব্যক্তিকে তা থেকে দূরে রাখা হবে,

١٨۔ الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ﴿١٨﴾

১৮. যে নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য ধন-সম্পদ দান করে।

١٩۔ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ﴿١٩﴾

১৯. তার প্রতি কারো অনুগ্রহ নেই যার প্রতিদান তাকে দিতে হবে।

٢٠۔ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ﴿٢٠﴾

২০. সে তো কেবল তার মহামহিম প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের আশায় (দান-খয়রাত করে)।

٢١۔ وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ﴿٢١﴾

২১. সে তো অচিরেই সন্তুষ্ট হবে (অথবা অচিরেই আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন)।

মহানবীর (স) মহাবাণী

كَفٰى بِالْمَرْءِ كَاذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

"কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে শোনা কথা বলে বেড়ায়" (মুসলিম)।

www.pathagar.com

৯৩. সূরা আদ-দুহা (১১) ٩٣- سُوْرَةُ الضُّحٰى

আয়াত : ১১; রুকূ' : ১; মক্কী اٰيَاتُهَا : ١١، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

প্রথমদিকে ওহী নাযিল হওয়ার পর কিছু কালের জন্য ওহী আসা বন্ধ থাকে। তাতে রাসূলুল্লাহ (স) চিন্তাগ্রস্ত হন যে, তাঁর কোনো ত্রুটি হয়ে গেলো কিনা। এই বিরতির উদ্দেশ্য ছিলো মূলত তাঁকে ওহীর ভারবহ বোঝা ধারণে অভ্যস্ত করে তোলা। আলোচ্য সূরা নাযিল করে তাঁর দুশ্চিন্তা দূর করা হয়।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ আলোকোজ্জ্বল দিনের, ١- وَالضُّحٰى ۝١

২. শপথ রাতের যখন তা নীরব নিস্তব্ধ হয়! ٢- وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۝٢

৩. আপনার প্রভু কখনো আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি। ٣- مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۝٣

৪. নিশ্চয়ই আপনার জন্য পরবর্তী কাল পূর্ববর্তী কালের তুলনায় অধিক উত্তম। ٤- وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۝٤

৫. শীঘ্রই আপনার প্রভু আপনাকে এতো (অধিক) দিবেন যে, আপনি (তাতে) আনন্দিত হবেন। ٥- وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۝٥

৬. তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি এবং আপনাকে আশ্রয় দান করেননি? ٦- اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۝٦

৭. তিনি কি আপনাকে পথ সম্পর্কে অনবহিত পাননি, অতঃপর পথের দিশা দেননি? ٧- وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۝٧

৮. তিনি কি আপনাকে নিঃস্ব-দরিদ্র পাননি, অতঃপর অভাবমুক্ত করেননি? ٨- وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ۝٨

৯. অতএব আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না; ٩- فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝٩

১০. সাহায্যপ্রার্থীকে তিরস্কার করবেন না; ١٠- وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١٠

১১. এবং আপনার প্রভুর নিয়ামতের বিষয়টি আলোচনা করুন। ١١- وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝١١

www.pathagar.com

৯৪. সূরা আলাম নাশরাহ (১২) ٩٤. سُوْرَةُ اَلَمْ نَشْرَحْ

আয়াত : ৮; রুকূ' : ১; মক্কী اٰيَاتُهَا : ٨، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

ইবনে আব্বাস (রা)-র মতে সূরা দুহা নাযিল হওয়ার পরপরই এই সূরা নাযিল হয়। সূরাটির ভিন্ন নাম সূরা আশ-শারহ, সূরা আল-ইনশিরাহ।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١. اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١

১. আমি কি আপনার বক্ষদেশ আপনার কল্যাণে উন্মুক্ত (বা প্রশস্ত) করে দেইনি ?

٢. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝٢

২. আমি আপনার উপর থেকে ভারী বোঝা নামিয়ে দিয়েছি,

٣. الَّذِىْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝٣

৩. যা আপনার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিচ্ছিল;

٤. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤

৪. এবং আপনার জন্য আপনার খ্যাতিকে সমুন্নত করেছি।

٥. فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥

৫. অতএব কষ্ট-কাঠিন্যের সাথেই রয়েছে সহজতা।

٦. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦

৬. নিশ্চয়ই কষ্ট-কাঠিন্যের সাথেই রয়েছে সহজতা।

٧. فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝٧

৭. অতএব আপনি যখনই অবসর পাবেন তখন (ইবাদতের) কঠোর শ্রমে নিয়োজিত হোন;

٨. وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝٨

৮. এবং আপনার প্রভুর প্রতি মনোনিবেশ করুন।

www.pathagar.com

৯৫. সূরা আত-তীন (২৮) ٩٥- سُوْرَةُ التِّيْنِ

আয়াত : ৮; রুকূ' : ১; মক্কী اٰيَاتُهَا : ٨، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আলোচ্য সূরাটি মক্কায় ও মদীনায় নাযিল হওয়ার পরস্পর বিপরীত মত বর্ণিত আছে। সর্বাধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরকারের মতে এটি মক্কী সূরা এবং প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিলকৃত সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ তীন ও যায়তূন-এর; ١- وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝١

২. শপথ সিনাই পর্বতের; ٢- وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝٢

৩. এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর! ٣- وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝٣

৪. নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সর্বোত্তম দৈহিক কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি। ٤- لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝٤

৫. অতঃপর আমি তাকে সর্বাধিক নিচুদেরও নিচে নামিয়ে দেই। ٥- ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝٥

৬. কিন্তু যেসব লোক ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার। ٦- اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝

৭. এরপর কোন্ ব্যক্তি আপনাকে কর্মফল সম্পর্কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতে পারে? ٧- فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝٦

৮. আল্লাহ্ কি সকল শাসক ও বিচারকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ও বিচারক নন? ٨- اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝٧

টীকা : শেষ আয়াতটি পড়ার পর বলবেন : بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ "হাঁ, অবশ্যই এবং আমিও এ বিষয়ের সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত" (হাদীস)।

www.pathagar.com

৯৬. সূরা আল-আলাক (১) ٩٦. سُوْرَةُ الْعَلَقِ

আয়াত : ১৯; রুকূ' : ১; মক্কী اٰيَاتُهَا : ١٩، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াতের মাধ্যমে কুরআন নাযিলের সূচনা হয়। হেরা পর্বত গুহায় হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-কে সর্বপ্রথম এই আয়াত কয়টি দান করেন। রাসূলুল্লাহ (স) কা'বা শরীফের চত্বরে নবুওয়াত লাভের পর নামায পড়া শুরু করলে আবু জাহেল তাকে হুমকি-ধমকি দিতে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে পরবর্তী আয়াত কয়টি নাযিল হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১. পড়ুন আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। ١. اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ

২. তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাটবদ্ধ রক্তের দলা থেকে। ٢. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ

৩. পড়ুন এবং আপনার প্রভু দয়াময়, ٣. اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ

৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। ٤. الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ

৫. তিনি মানুষকে এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না। ٥. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ؕ

৬. কখনো নয়! নিশ্চয়ই মানুষ সীমালংঘন করে। ٦. كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ۙ

৭. (এজন্য) যে, সে নিজেকে সচ্ছল দেখতে পায়। ٧. اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ؕ

৮. আপনার প্রভুর নিকট ফিরে যাওয়া সুনিশ্চিত। ٨. اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ؕ

৯. আপনি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছেন যে বাধা দেয়? ٩. اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى ۙ

১০. এক বান্দাকে, যখন তিনি (মুহাম্মাদ) নামায পড়েন? ١٠. عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ؕ

১১. আপনি কি লক্ষ করেছেন, যদি তিনি সঠিক পথে থাকেন? ١١. اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ۙ

১২. অথবা তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেন? ١٢. اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ؕ

www.pathagar.com

১৩. আপনি কী মনে করেন, যদি সে (বাধাদানকারী) মিথ্যা আরোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয় ?

١٣. اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ⑬

১৪. সে কি জানে না যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ দেখছেন ?

١٤. اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ⑭

১৫. কখনো নয়! সে যদি বিরত না হয় তাহলে আমি অবশ্যই তার কপালের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাবো,

١٥. كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ⑮

১৬. মিথ্যাবাদী, ভয়ংকর অপরাধীর কপালের কেশগুচ্ছ।

١٦. نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ⑯

১৭. অতএব সে তার সমর্থক দলকে ডেকে নিক।

١٧. فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ⑰

১৮. আমিও ডেকে নেই দোযখের প্রহরীদের।

١٨. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ⑱

১৯. কখনো নয়! আপনি তাকে মানবেন না এবং সিজদা করুন ও (প্রভুর) নৈকট্য অর্জন করুন।

١٩. كَلَّا ۙ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩ ⑲

টীকা : উপরোক্ত আয়াত পড়ে এবং পড়া শুনে একটি সিজদা করুন এবং সিজদার দোয়ার জন্য সূরা আ'রাফের শেষ আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকা দেখুন।

মহানবীর (স) মহাবাণী

مَا خَالَطَتِ الزَّكٰوةُ مَالاً قَطُّ اِلاَّ اَهْلَكَتْهُ.

"সম্পদের মধ্যে যাকাত মিশ্রিত থাকলে তা সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়" (বুখারী)।

اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ.

"সর্বোত্তম যিকির হলো– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই)" (তিরমিযী)।

www.pathagar.com

৯৭. সূরা আল-কাদর (২৫)

٩٧- سُوْرَةُ الْقَدْرِ

আয়াত : ৫; রুকূ' : ১; মক্কী

أَيَاتُهَا : ٥، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

তাফসীর আল-বাহ্‌রুল মুহীত-এ এটিকে মাদানী সূরা এবং আল-ওয়াহিদী তাঁর তাফসীরের কিতাবে এটিকে মদীনায় নাযিল হওয়া সর্বপ্রথম সূরা বলেছেন। কিন্তু ইবনে আব্বাস, ইবনুয যুবাইর ও আয়েশা (রা)-র বরাতে ইবনে মারদুইয়া (র) এটিকে মক্কী সূরা বলেছেন। যে রাতে কুরআন মজীদ নাযিলের সূচনা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা এই সূরায় সে রাতকে হাজার মাসের চেয়েও মর্যাদাপূর্ণ ও উত্তম বলেছেন। অর্থাৎ এ রাতের ইবাদত-বন্দেগী হাজার মাসের ইবাদত-বন্দেগীর চেয়েও উত্তম।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. নিশ্চয়ই আমি এই কুরআন নাযিল করেছি এক মহিমান্বিত রাতে।

١- اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝

২. আপনি কি এই মহিমান্বিত রাত সম্পর্কে জানেন?

٢- وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝

৩. এই মহিমান্বিত রাতটি হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

٣- لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝

৪. ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরীল) এই রাতে তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে প্রতিটি আদেশসহ (পৃথিবীতে) নেমে আসে।

٤- تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ج مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝

৫. ভোরের উদয় পর্যন্ত এ রাতটি পূর্ণ শান্তিময়।

٥- سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

মহানবীর (স) মহাবাণী

لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رُطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ.

"তোমার জিহ্বা যেন সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র যিকিরে সিক্ত থাকে"।

www.pathagar.com

৯৮. সূরা আল-বায়্যিনাহ (১০০) ٩٨- سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ

আয়াত : ৮; রুকূ' : ১; মাদানী أٰيَاتُهَا : ٨، رُكُوْعٌ : ١، مَدَنِيَّةٌ

বিশেষজ্ঞ তাফসীরকারগণের একদলের মতে আলোচ্য সূরাটি মক্কী এবং অপর দলের মতে মাদানী। মুদ্রিত কুরআনে একে মাদানীই লেখা হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আহ্‌লে কিতাবের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তারা এবং মুশরিকরা (মূর্তিপূজারীরা) তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত (কুফর থেকে) বিরত থাকতে প্রস্তুত ছিলো না।

١- لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۙ﴿١﴾

২. (অর্থাৎ) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন রাসূল, যিনি পবিত্র কিতাব পড়ে শুনাবেন,

٢- رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۙ﴿٢﴾

৩. যার মধ্যে সঠিক বাণী (লিপিবদ্ধ) আছে।

٣- فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ؕ﴿٣﴾

৪. যাদেরকে (ইহুদী-খৃস্টান) কিতাব দেয়া হয়েছিলো তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরই তারা বিভক্ত হয়েছে।

٤- وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ؕ﴿٤﴾

৫. তাদেরকে এই নির্দেশই দেয়া হয়েছিলো যে, তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে। এটিই সঠিক দীন।

٥- وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ ۚ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ؕ﴿٥﴾

৬. আহ্‌লে কিতাব সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা অবাধ্যাচরণ করে তারা এবং মুশরিকরা (পৌত্তলিকরা) জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। এরাই সৃষ্টির অধম।

٦- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ؕ﴿٦﴾

৭. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারাই সৃষ্টির সেরা।

٧- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ؕ﴿٧﴾

www.pathagar.com

টীকা : পরকালীন মুক্তিলাভের জন্য শেরেকমুক্ত ঈমানদার হতে হবে এবং এরূপ অবস্থায় কৃত সৎকাজই কেবল গ্রহণযোগ্য হবে। সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদার ব্যক্তি সৃষ্টির সেরা এবং অসৎকর্মপরায়ণ ঈমানহারা ব্যক্তি সৃষ্টির অধম।

٨۔ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهٗ ۝

৮. তাদের প্রভুর নিকট রয়েছে তাদের পুরস্কার : চিরস্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। তারা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। যে ব্যক্তি তার প্রভুকে ভয় করে এই পুরস্কার তার জন্যই।

মহানবীর (স) মহাবাণী

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ اِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ. وَفِىْ رِوَايَةٍ وَاِذَا خَاصَمَ فَاجَرَ.

"মোনাফেকের আলামত তিনটি– (১) কথা বললে মিথ্যা বলে, (২) ওয়াদা করলে তার বিপরীত করে এবং (৩) তার কাছে আমানত রাখা হলে বিশ্বাসঘাতকতা করে"। অপর বর্ণনায় আছে : ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করে" (বুখারী, মুসলিম)।

www.pathagar.com

৯৯. সূরা আয-যিলযাল (৯৩) ٩٩- سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ

আয়াত : ১১; রুকূ' : ১; মাদানী اٰيَاتُهَا : ٨، رُكُوْعٌ : ١، مَدَنِيَّةٌ

সূরাটি মক্কী বা মাদানী হওয়ার বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে মাদানী হওয়ার মতটি অগ্রগণ্য।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. পৃথিবী যখন প্রবলবেগে প্রকম্পিত হবে; ١- اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ①

২. এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থ সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে। ٢- وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ②

৩. আর মানুষ বলবে, এর কী হলো? ٣- وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ③

৪. সেদিন তা (পৃথিবী) নিজের সব বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। ٤- يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ④

৫. কারণ আপনার প্রভু সেটিকে (তা বর্ণনা করার) আদেশ দিবেন। ٥- بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ⑤

৬. সেদিন মানুষ পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যাবর্তন করবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়। ٦- يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ⑥

৭. অতএব যে ব্যক্তি যৎসামান্যও উত্তম কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে। ٧- فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ⑦

৮. আর যে ব্যক্তি যৎসামান্যও অসৎ কাজ করবে সেও তা দেখতে পাবে। ٨- وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ⑧

টীকা : আবু সাঈদ খুদরী (রা) জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আমার ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব আমলই দেখতে পাবো, পাপ-পুণ্য সবই কি আমাকে দেখানো হবে? তিনি বলেন, হাঁ। সাহাবী বলেন, তাহলে তো আমি মারা পড়েছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, হে আবু সাঈদ! আনন্দিত হও, কারণ প্রতিটি পুণ্য তার নিজের মতো দশটি পুণ্যের সমান হয়ে আবির্ভূত হবে" (ইবনে আবু হাতেম)।

www.pathagar.com

১০০. সূরা আদ-আদিয়াত (১৪) ١٠٠۔ سُوْرَةُ الْعٰدِيٰتِ

আয়াত : ৮; রুকূ' : ১; মক্কী اٰيَاتُهَا : ١١، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

বিষয়বস্তুর বিচারে সূরাটি মক্কী অধ্যায়ের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়েছে বলে মনে হয়, যদিও এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইবনে মাসউদ (রা) ও জাবের (রা)-র মতে এটি মক্কী সূরা। পক্ষান্তরে আনাস (রা)-র মতে এটি মাদানী সূরা।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ হাঁপাতে হাঁপাতে ধাবমান ঘোড়াসমূহের। ١۔ وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۙ﴿١﴾

২. যেগুলো (ক্ষুরাঘাতে) আগুনের ফুলকি ঝরায়; ٢۔ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۙ﴿٢﴾

৩. যেগুলো ভোরবেলা অতর্কিত আক্রমণ চালায়। ٣۔ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۙ﴿٣﴾

৪. এবং তখন (ক্ষুরাঘাতে) ধুলাবালি উড়ায়। ٤۔ فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۙ﴿٤﴾

৫. এমতাবস্থায় কোনো জনপদের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। ٥۔ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۙ﴿٥﴾

৬. নিশ্চয়ই মানুষ তার প্রভুর প্রতি বড়োই অকৃতজ্ঞ। ٦۔ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۚ﴿٦﴾

৭. আর সে নিজেই এর সাক্ষী। ٧۔ وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۚ﴿٧﴾

৮. সে অবশ্যই ধন-সম্পদের মোহে খুব বেশী মত্ত। ٨۔ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۚ﴿٨﴾

৯. তবে সে কি জানে না যে, কবরের মধ্যে যা কিছু আছে তা সবই বের করে আনা হবে? ٩۔ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ۙ﴿٩﴾

১০. এবং অন্তরের মধ্যে যা কিছু আছে তা প্রকাশ করা হবে? ١٠۔ وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ﴿١٠﴾

১১. নিশ্চয়ই আপনার প্রভু সেদিন তাদের সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত থাকবেন। ١١۔ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ﴿١١﴾

www.pathagar.com

১০১. সূরা আল-কারিয়াহ (৩০) ١٠١- سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ

আয়াত : ১১; রুকূ' : ১; মক্কী اٰيَاتُهَا : ١١، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

সূরাটি মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে নবুওয়াতী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে। এ বিষয়ে সকল বিশেষজ্ঞ আলেম একমত।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. মহাপ্রলয়, ١- اَلْقَارِعَةُ ①

২. কী সেই মহাপ্রলয় ? ٢- مَا الْقَارِعَةُ ②

৩. আপনি কি জানেন, সেই মহাপ্রলয় কী ? ٣- وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْقَارِعَةُ ③

৪. সেদিন মানুষ হবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কীট-পতঙ্গের ন্যায়, ٤- يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ④

৫. এবং পর্বতামালা হবে রং-বেরং-এর ধুনিত পশমের ন্যায়। ٥- وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ⑤

৬. অতএব তখন যার (সৎকাজের) পাল্লা ভারী হবে, ٦- فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ⑥

৭. সে উপভোগ করবে আনন্দময় জীবন। ٧- فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ⑦

৮. অপরদিকে যার (সৎকাজের) পাল্লা হাল্কা হবে ٨- وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ⑧

৯. তার বাসস্থান হবে হাবিয়া (দোযখ)। ٩- فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ⑨

১০. আপনি কি জানেন, সেটি কী? ١٠- وَمَآ اَدْرٰكَ مَاهِيَهْ ⑩

১১. উত্তপ্ত এক অগ্নিকুণ্ড। ١١- نَارٌ حَامِيَةٌ ⑪

www.pathagar.com

১০২. সূরা আত-তাকাসুর (১৬)

١٠٢. سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ

আয়াত : ৮; রুকূ' : ১; মক্কী

أٰيَاتُهَا : ٨، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে সূরাটি মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে। তবে তাদের কিছু সংখ্যকের মতে এটি মাদানী সূরা।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে,

١. اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١

২. যতোক্ষণ না তোমরা কবরস্তানে এসে পৌছো।

٢. حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢

৩. কখনো নয়, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে।

٣. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٣

৪. অতঃপর কখনো নয়, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে।

٤. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٤

৫. কখনো নয়, তোমরা যদি নিশ্চিত জ্ঞানে (এর পরিণতি) অনুধাবন করতে।

٥. كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝٥

৬. তোমরা অবশ্যই স্বচক্ষে দোযখ দেখতে পাবে।

٦. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝٦

৭. আবার (বলছি) তোমরা অবশ্যই তা দেখবে ধ্রুব দৃষ্টিতে।

٧. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝٧

৮. এরপর সেদিন তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে নিয়ামতরাজী (জীবনোপকরণ) সম্পর্কে।

٨. ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝٨

টীকা : অর্থাৎ তোমরা অযাচিত ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষমতা-কর্তৃত্ব লাভের প্রতিযোগিতায় এমনভাবে বিভোর হয়ে পড়ো যে, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে আখেরাতের জীবনকে ভুলে যাও। এর জন্য পুঁজি সংগ্রহের অবসর পাও না। এমতাবস্থায় তোমাদের কাছে মৃত্যুদূত এসে উপস্থিত হয় এবং তোমরা খালি হাতে কবরপানে রওয়ানা হও। অতএব সময়-সুযোগ থাকতে চিন্তা করো, কে কতোটুকু আখেরাতের পুঁজি কামাই করেছ।

www.pathagar.com

১০৩. সূরা আল-আসর (১৩) ١٠٣. سُوْرَةُ الْعَصْرِ

আয়াত : ৩; রুকূ' : ১; মক্কী اٰيَاتُهَا : ٣، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

সর্বাধিক গরিষ্ঠ সংখ্যক তাফসীরকারের মতে এটি মক্কী সূরা এবং একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিলকৃত ক্ষুদ্র সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কতক বিশেষজ্ঞের মতে এটি মাদানী সূরা।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. কালের শপথ! ١. وَالْعَصْرِ ①

২. নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যেই নিমজ্জিত। ٢. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ②

৩. কিন্তু যেসব লোক ঈমান এনেছে, সৎকাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয় (তারা ব্যতীত)। ٣. اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ③

মহানবীর (স) মহাবাণী

رِبَاطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.

"একটি দিন আল্লাহ্‌র পথে (সীমান্ত) প্রহরা দুনিয়া ও তার উপরকার সবকিছুর তুলনায় উত্তম" (বুখারী)।

www.pathagar.com

১০৪. সূরা আল-হুমাযাহ (৩২) ١٠٤- سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ

আয়াত : ৯; রুকূ' : ১; মক্কী أٰيَاتُهَا : ٩، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

আলোচ্য সূরা মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। এ বিষয়ে সকলে একমত।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۙ ①

১. ধ্বংস প্রত্যেক গীবতকারী দুর্নামকারীর,

٢- الَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهٗ ②

২. যে অর্থ-সম্পদ জমা করেছে এবং তা বারবার গণনা করে।

٣- يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ③

৩. সে ভাবে যে, তার অর্থ-সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে।

٤- كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ④

৪. কখনো নয়, তাকে অবশ্যই হুতামা দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

٥- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ⑤

৫. আপনি কি জানেন, হুতামা কী?

٦- نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ⑥

৬. প্রচণ্ডভাবে উৎক্ষিপ্ত আল্লাহ্‌র আগুন,

٧- الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ⑦

৭. যা অন্তরের অন্তস্থলে পৌঁছে যাবে।

٨- اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ⑧

৮. তা অবশ্যই তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে,

٩- فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ⑨

৯. লম্বা লম্বা স্তম্ভসমূহে।

টীকা : হুমাযাহ ও লুমাযাহ শব্দদ্বয় প্রায় সমার্থবোধক, এমনকি কখনো একই অর্থ প্রকাশক।

www.pathagar.com

১০৫. সূরা আল-ফীল (১৯) ١٠٥. سُوْرَةُ الْفِيْلِ

আয়াত : ৫; রুকূ' : ১; মক্কী اٰيَاتُهَا : ٥، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

মক্কী অধ্যায়ের প্রাথমিক পর্যায়ে সূরাটি নাযিল হয়েছে। হস্তীসজ্জিত হাবশী সৈন্যবাহিনী রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মের বছর (৫৭০ খৃ.) কা'বা ঘর ধ্বংস করতে আসে। কিন্তু লোহিত সাগরের দিক থেকে আবাবিল পাখি এসে তাদের উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়। এ সূরায় সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আপনি কি লক্ষ করেননি যে, আপনার প্রভু হাতীওয়ালাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন ?

١. اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝

২. তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্র সমূলে ব্যর্থ করে দেননি ?

٢. اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ ۝

৩. আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছিলেন।

٣. وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝

৪. সেগুলো তাদের উপর পোড়া মাটির পাথর নিক্ষেপ করেছিল।

٤. تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝

৫. অতঃপর তিনি তাদেরকে জাবরকাটা ভূষির মতো করে ফেলেছেন।

٥. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝

টীকা : এই সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা একদিকে কুরাইশ মুশরিকদেরকে (ক) তাদের অসহায় অবস্থায় এক শক্তিশালী বাহিনীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার বিষয়টি উল্লেখ করে তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অপরদিকে (খ) মুহাম্মাদ (স)-কে একান্ত অসহায় পেয়ে তাঁর উপর তারা যে যুলুম-নির্যাতন করছে এবং তাঁর দাওয়াতী কাজে বাধার সৃষ্টি করছে এজন্য তাদেরকেও আবরাহা বাহিনীর করুণ পরিণতির শিকার হতে হবে। সূরায় এই হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। বর্তমান কালের ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধাচরণকারীদের জন্যও এ সূরায় হুঁশিয়ারী সংকেত রয়েছে।

www.pathagar.com

১০৬. সূরা কুরাইশ (২৯)

١٠٦- سُوْرَةُ قُرَيْشٍ

আয়াত : ৪; রুকূ' : ১; মক্কী

أٰيَاتُهَا : ٤، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

দাহ্হাক ও আল-কালবী সূরাটিকে মাদানী বললেও বিপুল সংখ্যক বিশেষজ্ঞের মতে এটি মক্কী সূরা। সূরার বিষয়বস্তুও এর সমর্থক।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. যেহেতু কুরাইশরা অভ্যস্ত,

١- لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١

২. শীতের ও গ্রীষ্মের মৌসুমে তারা সফরে অভ্যস্ত।

٢- اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝٢

৩. তাই তারা যেনো (দেব-দেবীকে বর্জন করে) এই ঘরের প্রভুর ইবাদত করে,

٣- فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣

৪. যিনি তাদেরকে দুর্ভিক্ষকালে খাদ্যদান করেছেন এবং ভয়-ভীতি ও সন্ত্রাস থেকে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন।

٤- الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

মহানবীর (স) মহাবাণী

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ.

"বৈধ পন্থায় উপার্জন করাও ফরয কর্তব্যসমূহের পর একটি অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য" (বায়হাকীর সুনান আল-কুবরা)।

www.pathagar.com

১০৭. সূরা আল-মাঊন (১৭) ١٠٧. سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ

আয়াত : ৭; রুকূ' : ১; মক্কী اٰيَاتُهَا : ٧، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-র মতে এটি মক্কী সূরা। কিন্তু তাফসীর 'বাহ্‌রুল মুহীত'-এর গ্রন্থকার আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদা ও দাহ্‌হাক (র)-এর বরাতে এটিকে মাদানী সূরা বলেছেন।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١. اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝١

১. আপনি কি সেই লোকটিকে দেখেছেন, যে বিচারের দিনটিকে অবিশ্বাস করে ?

٢. فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝٢

২. সে তো ঐ ব্যক্তি– যে ইয়াতীম শিশুকে কর্কশ ভাষায় তাড়িয়ে দেয়;

٣. وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝٣

৩. এবং গরীব-মিসকীনকে খাদ্যদ্রব্য দান করতে (মানুষকে) উৎসাহিত করে না।

٤. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝٤

৪. অতএব ধ্বংস সেই নামাযীদের জন্য,

٥. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝٥

৫. যারা নিজেদের নামায আদায়ে উদাসীন,

٦. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝٦

৬. যারা প্রদর্শনীমূলক (লোক দেখানো) কাজ করে;

٧. وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝٧

৭. এবং গৃহস্থালীর মামুলি জিনিস দিয়ে (সাহায্য) করতে বিরত থাকে।

টীকা : ছোটখাট সাংসারিক জিনিসপত্র, যেমন থালা-বাটি, হাঁড়ি-পাতিল, দা-কুঠার ইত্যাকার জিনিস দিয়ে প্রতিবেশীর উপকার করা খুবই সওয়াবের কাজ। এগুলো দিয়ে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকলে মালিকেরই ক্ষতি হয়, পাপ হয়।

www.pathagar.com

১০৮. সূরা আল-কাওছার (১৫) ١٠٨- سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ

আয়াত : ৩; রুকূ' : ১; মক্কী اٰيَاتُهَا : ٣، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

সূরাটি মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে, যখন কাফেরদের অত্যাচার চরম আকার ধারণ করেছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর সর্বশেষ পুত্রসন্তানটিও ইন্তিকাল করেন। তখন কাফেররা বলতে থাকে, মুহাম্মাদের পরিচয় বহন করার আর কেউ থাকলো না।

সূরায় একথারও জবাব দেয়া হয়েছে। কাওছার জান্নাতের একটি ঝর্ণার নাম।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওসার (বেহেশতী ঝর্ণা) দান করেছি। ١- اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ①

২. অতএব আপনি নিজ প্রভুর উদ্দেশে নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন। ٢- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ②

টীকা : উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, প্রথমে ঈদের নামায পড়বে, তারপর কুরবানী করবে। এর উল্টো করলে কুরবানী হবে না।

৩. আপনার নিন্দুকেরাই শিকড়কাটা (নির্বংশ)। ٣- اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ③

মহানবীর (স) মহাবাণী

لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

"এক সকাল অথবা এক বিকেল আল্লাহ্‌র পথে (দাওয়াতী কাজে ব্যয় করা) দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম" (বুখারী, মুসলিম)।

www.pathagar.com

১০৯. সূরা আল-কাফিরূন (১৮) ١٠٩. سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ

আয়াত : ৬; রুকূ' : ১; মক্কী أَيَاتُهَا : ٦، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

শত বাধা-প্রতিরোধ সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াতে লোকজন দিন দিন ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। এক পর্যায়ে কাফেররা তাকে কয়েকটি বিকল্প প্রস্তাব দেয়। তার একটি ছিলো, আপনি এক বছর আমাদের দেব-দেবীর উপাসনা করবেন এবং এক বছর আমরা আপনার প্রভুর উপাসনা করবো। এর জবাবে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, থামো! দেখি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে কি জবাব আসে। ইতিমধ্যে সূরা কাফিরূন নাযিল হয়।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আপনি বলুন, হে কাফেররা! ١. قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١

২. তোমরা যেগুলোর ইবাদত করো, আমি সেগুলোর ইবাদত করি না। ٢. لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢

৩. আবার আমি যাঁর ইবাদত করি তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও। ٣. وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٣

৪. আর তোমরা যেগুলোর ইবাদত করে আসছো, আমি সেগুলোর ইবাদতকারী নই। ٤. وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤

৫. আর আমি যাঁর ইবাদত করি তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও। ٥. وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٥

৬. তোমাদের দীন তোমাদের এবং আমার দীন আমার জন্য। ٦. لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

টীকা : ভোগবাদী, সমাজতন্ত্রী, বিশেষত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাজনীতিবিদরা এই শেষোক্ত আয়াতের দ্বারা দলীল পেশ করে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' নামীয় কুফরী মতবাদকে মুসলিম সমাজে চালু করতে চায়। তাদের কাছে প্রশ্ন হতে পারে, এই সূরা নাযিল হওয়ার আট/নয় বছরের মাথায় অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (স) কা'বা ঘরের চত্বরে স্থাপিত ঐ কাফেরদের পূজনীয় মূর্তিগুলো কোন্ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের জোরে ভেঙেচুরে চুরমার করে ফেললেন? কা'বা ঘরের চত্বরে কাফেরদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করলেন, যে নিষেধাজ্ঞা আজ পর্যন্ত বহাল আছে? ইসলাম একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এর অধীনে অমুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের বোধ-বিশ্বাস নিয়ে কিভাবে বসবাস করবে তার সুব্যবস্থা ও নিয়ম-নীতি এতে বিদ্যমান রয়েছে। এজন্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ গ্রহণের কোনো প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

১১০. সূরা আন-নাসর (১১৪) ١١٠. سُوْرَةُ النَّصْرِ

আয়াত : ৩; রুকূ' : ১; মাদানী اٰيَاتُهَا : ٣، رُكُوْعٌ : ١، مَدَنِيَّةٌ

এই সূরাটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর নাযিলকৃত সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ সূরা (সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাফসীর)। এরপর তাঁর উপর বিভিন্ন সূরার কিছু বিচ্ছিন্ন আয়াত নাযিল হয়েছিল।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসবে; ١. اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝١

২. এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ (গ্রহণ) করতে দেখবেন, ٢. وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝٢

৩. তখন আপনি আপনার প্রভুর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি অবশ্যই তওবা কবুলকারী। ٣. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ط اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

টীকা : 'তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন...' এটি হলো তাঁর ভদ্রতা, বিনয় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশক ক্ষমাপ্রার্থনা। অধিক ব্যাখ্যার জন্য সূরা মুহাম্মাদ-এর ২ নং আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকা দেখা যেতে পারে।

মহানবীর (স) মহাবাণী

وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ.

"বান্দা তার ভাইকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকলে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন" (বুখারী)।

www.pathagar.com

১১১. সূরা আল-লাহাব (৬)

١١١. سُوْرَةُ اللَّهَبِ

আয়াত : ৫; রুকূ' : ১; মক্কী

أٰيَاتُهَا : ٥، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

আবু লাহাব (আবদুল উয্যা) ছিলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর আপন চাচা এবং তার স্ত্রী উম্মে জামীল ছিলো আবু সুফিয়ানের বোন। সে, হাকাম ইবনুল আস (মারওয়ানের পিতা), উকবা ইবনে আবু মুঈত, আদী ইবনে হামরা ও ইবনুল আসদা' আল-হুযালী ছিলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকটতম প্রতিবেশী। এরা তাঁকে নানাভাবে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন করতো। আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামীল ছিল এ ব্যাপারে সবার চেয়ে অগ্রণী। এই নারী রাতের অন্ধকারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘরের দরজায় কাটাদার ডালপালা ছড়িয়ে রাখতো।

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর নিকটাত্মীয়দের প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হলে তিনি সাফা পাহাড়ের পাদদেশে এদেরকে সমবেত করে দাওয়াত পেশ করেন। তখন আবু লাহাব বললো, তাব্বান লাকা সাইরাল ইয়াওম, আলিহাযা জামা'তানা ? (সারা দিনটি তোর সর্বনাশ হোক, এজন্যই কি আমাদের সমবেত করেছিস?), তাছাড়া সে একটি পাথর উঠিয়ে তাঁর দিকে নিক্ষেপ করে। এই প্রসঙ্গে সূরাটি নাযিল হয়।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١. تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝

১. ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং তার নিজেরও সর্বনাশ হোক।

٢. مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝

২. তার সহায়-সম্পত্তি এবং সে যা উপার্জন করেছে তা তার কোনো উপকারে আসেনি।

٣. سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝

৩. অচিরেই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিশিখায়,

٤. وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝

৪. এবং জ্বালানী কাঠ বহনকারী তার স্ত্রীও,

٥. فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

৫. তার গলায় (পেঁচানো) খেজুর গাছের আঁশের দড়িসহ।

www.pathagar.com

১১২. সূরা আল-ইখলাস (২২) ١١٢. سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ

আয়াত : ৪; রুকূ' : ১; মক্কী أٰيَاتُهَا : ٤، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

মক্কার মূর্তিপূজারী মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আল্লাহর বংশপরিচয় জানতে চাইলে আলোচ্য সূরাটি নাযিল হয়।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ, একক। ١. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١

২. আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ, মুখাপেক্ষীহীন। ٢. اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢

৩. তিনি (কাউকে) জন্মদান করেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি; ٣. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣

৪. এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। ٤. وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

টীকা : বহু সংখ্যক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "এ সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।" অর্থাৎ সূরাটি তিনবার পড়লে সম্পূর্ণ কুরআন একবার খতম করার সওয়াব পাওয়া যায়।

মহানবীর (স) মহাবাণী

كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ.

"দু'টি বাক্য দয়াময় রহমানের কাছে প্রিয়, মুখে উচ্চারণ করা সহজ এবং তুলাদণ্ডে খুবই ওজনদার– সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আজীম" (বুখারীর সর্বশেষ হাদীস)।

www.pathagar.com

১১৩. সূরা আল-ফালাক (২০) ١١٣. سُوْرَةُ الْفَلَقِ

আয়াত : ৫; রুকূ' : ১; মাদানী أَيَاتُهَا : ٥، رُكُوْعٌ : ١، مَدَنِيَّةٌ

মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-কে এক দুষ্ট ইহুদী যাদুটোনা করে। এতে তিনি শারীরিকভাবে দুর্বল হতে থাকেন। আল্লাহ তাআলা এই সূরা এবং সূরা নাস নাযিল করে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করেন এবং এ দু'টি সূরা পড়লেই তিনি যাদুমুক্ত হয়ে যাবেন তাও বলে দেন।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আপনি বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি ভোরবেলার প্রভুর, ١. قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١

২. তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার ক্ষতি থেকে, ٢. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢

৩. রাতের অন্ধকারের অনিষ্টকারিতা থেকে, যখন তা ছেয়ে যায়, ٣. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٣

৪. (সুতায়) গিরায় ফুঁ দানকারীদের অনিষ্টকারিতা থেকে; ٤. وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝٤

৫. এবং হিংসুকের অনিষ্টকারিতা থেকে, যখন সে হিংসা করে। ٥. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

মহানবীর (স) মহাবাণী

مَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ.

مَنْ سَئَلَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ.

"কোনো ব্যক্তি জান্নাত লাভের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে তিনবার প্রার্থনা করলে জান্নাত বলে, হে আল্লাহ ! তাকে জান্নাতে দাখিল করো।"

"কোনো ব্যক্তি তিনবার দোযখ থেকে পানাহ চাইলে দোযখ বলে, হে আল্লাহ ! তাকে দোযখ থেকে নাজাত দাও" (তিরমিযী, জান্নাত, বাব ২৪, নং ২৫১০; নাসাঈ, ইবনে মাজা)।

www.pathagar.com

١١٤. سُوْرَةُ النَّاسِ

১১৪. সূরা আন-নাস

اٰيَاتُهَا : ٦، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

আয়াত : ৬; রুকূ' : ১; মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

١. قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ

১. আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রভুর কাছে,

٢. مَلِكِ النَّاسِ ۙ

২. মানুষের মালিকের কাছে,

٣. اِلٰهِ النَّاسِ ۙ

৩. মানুষের ইলাহ-এর কাছে

٤. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۙ

৪. আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্টকারিতা থেকে,

٥. الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ

৫. যে মানুষের অন্তরসমূহে কুমন্ত্রণা দেয়,

٦. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۧ

৬. জিনদের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।

মহানবীর (স) মহাবাণী

مَنْ اَحْسَنَ مِنْ مُسْلِمٍ اَوْ كَافِرٍ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ فِىْ عَاجِلِ دُنْيَاهُ اَوْ فِىْ عَاجِلِ اٰخِرَتِهٖ.

"কোনো ব্যক্তি কোনো মুসলমান বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর প্রতি সদয় হলে বা তার উপকার করলে, তার আসন্ন পার্থিব জীবনে অথবা তার আসন্ন আখেরাতে আল্লাহ্‌র কাছে তার সওয়াব অবধারিত হয়" (মাজমাউয-যাওয়াইদ)।

www.pathagar.com

প্রভু! শোনো মোর মোনাজাত

সমস্ত প্রশংসা নিঃশর্ত ও নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহ তায়ালার জন্য নিবেদন করছি, যিনি আমাকে তাঁর সীমাহীন দয়া ও অনুগ্রহে তাঁর মহান কালামে পাক আল-কুরআন আমার মায়ের ভাষায় অনুবাদ করার তৌফিক দান করেছেন। হে আল্লাহ! হে রহমান! হে রাহীম! তোমার এই মহান কিতাবের প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট করে দাও। তুমি যে উদ্দেশ্যে এই কিতাব নাযিল করেছো এর দ্বারা সেই উদ্দেশ্য (মানিবজাতিকে হেদায়াতদান) পূর্ণ করো।

হে দয়াময়, পরম দয়ালু! তুমি তো এ কিতাব নাযিল করেছ সকল ধর্ম, সকল মতবাদ ও সকল মতাদর্শের উপর ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে বিজয়ী করার জন্য। তুমি এই বিস্ময়কর কিতাবের উসীলায় দীন ইসলামকে গোটা বিশ্ববাসীর একমাত্র ধর্ম হিসেবে জয়যুক্ত করো।

হে আল্লাহ, হে মালিক! তুমি ইচ্ছা করলে সমগ্র মানবজাতিকে সত্য-সঠিক পথে তুলে দিতে পারো, একই উম্মতভুক্ত করতে পারো। অতএব সমস্ত আদম সন্তানকে তুমি হেদায়াত দান করো।

হে মহিমান্বিত প্রভু! তুমি ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের জনগোষ্ঠীকে ঈমানের দৌলত দান করো। চীন, রাশিয়া ও হিন্দুস্তানসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ঈমানহারা, পথহারা মানুষগুলোকে সিরাতুল মুসতাকীমে তুলে দাও।

হে পরম পরাক্রমশালী, হে প্রেমময়! হে মহাপ্রভাবশালী! দীনের যেসব দাঈ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন পর্যায়ে তোমার প্রিয়তম শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টিকে দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন তাদের আমল-আখলাক সংশোধন করে দাও, তাদের মুখের কথায় আছর পয়দা করো। তাদের দাওয়াতের উসীলায় পথহারা মানুষগুলোকে আলোর পথে এনে দাও। সমস্ত দুনিয়াবাসীর কাছে দীন ইসলামকে জনপ্রিয় করে দাও, যেমন মদীনার মানুষের কাছে জনপ্রিয় করেছিলে।

পরিশেষে হে পরম প্রজ্ঞাময়, হে বান্দার ডাকে সাড়াদানকারী! তুমি আমার এ অনুবাদ কর্মকে কবুল করো, গ্রহণযোগ্য করো, জনপ্রিয় করো। বাংলাভাষী মানুষের জন্য একে হেদায়াতের উসীলা বানিয়ে দাও। একে আমাদের হেদায়াত ও নাজাতের উপায় বানাও।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

www.pathagar.com

আল-কুরআন

বাংলা অনুবাদ

অনুবাদক

মাওলানা মুহাম্মদ মূসা